ফিক্‌হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন

(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

446964

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী

প্রফেসর

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library

446964

পিএইচ. ডি. গবেষক

মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী

রেজিস্ট্রেশন নং-১৩২

সেশন : ২০০৬-২০০৭ইং

ইসলামিক ইস্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর-২০০৮ইং

Dhaka University Institutional Repository

446364

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

ফিক্‌হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন

(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)

446964

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রফেসর ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পরিচালক (প্রাক্তন)
"ডঃ সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র"
২০১৮, কলা ভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৭৩/৪৩১২
৮৬১২৯৯২ (বাসা)

Dhaka University Institutional Repository

PROF. DR. A. B. M. HABIBUR RAHMAN CHOWDHURY
DIRECTOR
"DR. SERAJUL HAQUE CENTRE FOR ISLAMIC RESEARCH"
2018, Arts Building
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/4312
8612992 (Res)

স্মারক নং .... Date................ .....

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী কর্তৃক দাখিলকৃত **ফিক্হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১। এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে।

২। এটি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

৩। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতে এ শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

446964

০৮/১১/০৮

(প্রফেসর ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ফিক্‌হ **শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। কোন যুগ্ম কর্ম নয়। আমার জানামতে, এ শিরোণামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিল কৃত এ অভিসন্দর্ভের বিষয় বস্তু পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে আমি অন্য কোথাও কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

০৬/১১/০৬

(মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী)
পিএইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ফিক্‌হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) শীর্ষক গবেষণা ধর্মী অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে রাহমানুর-রাহীম আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। সালাত ও সালাম জ্ঞাপন করছি প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরীকে যিনি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তিনি আমার জন্য যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে গবেষণা কর্মের সার্বিক নির্দেশনা, উৎসাহ দান করেছেন এবং অভিসন্দর্ভটি নিখুঁতভাবে আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। আমি তাঁর হায়াতে তাইয়্যেবা ও সুস্থতা কামনা করছি। তাঁর কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রফেসর ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ (বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান) সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষক মন্ডলীকে যাঁরা সব সময় আমাকে আমার গবেষণার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও জ্ঞাপন করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতার সাথে আরো স্মরণ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমাকে যাঁরা শুরু থেকেই অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত নানাভাবে দিক নির্দেশনা, পরামর্শ, তথ্য সরবরাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং অভিসন্দর্ভটির পরিমার্জনে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ও চির কৃতজ্ঞতা। এক্ষেত্রে আরো দু'জনের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাঁরা আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকেন। তাঁরা হলেন : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিনেটর ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার গবেষণা কর্মে যাঁরা সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা, তাকীদ ও উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন তেজগাঁও কলেজ-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আমার বিভাগীয় সহকর্মী ভ্রাতৃ প্রতীম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপিকা ওয়াহিদা শফিক। আমি তাঁদের কাছে একান্তভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার এ আবেগাপ্লুত মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম আত্মীয় বর্গকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন : আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাইদ্বয় মাওলানা সাজ্জাদুর রহমান আতিকী ও মাওলানা হাম্মাদুর রহমান আতিকী, আমার শ্রদ্ধেয়া বোনত্রয়, পরম মুরুব্বী তাঐ শাহ্ মুহাম্মদ 'আব্দুল মালেক, মুহতারাম ফুফা বিশিষ্ট তাফসীরকার মাওলানা আব্দুল 'আজীজ, শ্রদ্ধাবর বড় ভাই (চক্ষু বিশেষজ্ঞ) ডাঃ আলতাফ হোসেন শরীফ, পরম শ্রদ্ধেয় খালু মাওলানা আব্দুল বাকী ফারুকী, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আলহাজ্জ খন্দকার আব্দুল গফুর, শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী আম্মা, পরম মরুব্বী তাঐ মুহ্তারাম মকবুল আহমদ (চেয়ারম্যান, ফালাহ-ই-আম ট্রাষ্ট্র ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব) আমার একান্ত শুভাকাংখী ভ্রাতৃ প্রতীম খন্দকার আব্দুল আজীজ, মাওলানা মাসুম ফারুকী ও আমার জীবন সঙ্গীনি মিসেস আমেনা মওদুদ। আমার পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের পেছনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য ও অপরিশোধ্য। আমি তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলী ও পরম কৃতজ্ঞতা।

আমার আন্তরিক স্নেহ ও দোয়া থাকলো তাদের প্রতি যারা আমার বড় একটি ডিগ্রী (পিএইচ. ডি.)-এর জন্য আবেগ চিত্তে প্রতিক্ষায় থাকছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– আমার ভাতিজা– ভাগ্নে স্নেহের মারূফ আতিকী, মাসরুর আতিকী, রেদওয়ান, কাজী শোয়েব, জুনাইদ ইবন গুলজার, মা-মনি নাশীতা আজীজ ও আমার স্নেহময়ী দু'মেয়ে লাবীবা আতিকী ও নাদীবা আতিকী।

এছাড়া, আরো যাঁদের কথা স্মরণ না করলে আমি অকৃতজ্ঞদের কাতারে শমিল হয়ে যাবো। তাঁরা হলেন– আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ 'আল্লামা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরীসহ জামেয়া-কাসেমিয়া, নরসিংদীর আমার আসাতাযায়ে-কিরাম, লক্ষীপুরস্থ টুমচর মাদ্রাসার মুহতারাম প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা হারুন আল-মাদানীসহ উক্ত মাদ্রাসার আমার আসাতাযায়ে কিরাম, মরহুম আব্বাজান (মাওলানা নুরুল আমীন আতিকী (রঃ)) প্রতিষ্ঠিত নোয়াখালীস্থ খলিফার হাট সিনিয়ার মাদ্রাসার আসাতাযায়ে কিরাম, তেঁজগাও কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আমার বিভাগীয় সহকর্মী প্রফেসর এ. এস. এম. এনায়েত উল্লাহ, অধ্যাপিকা ড. শামীমা আরা চৌধুরী ও আ.জ.ম আমিন উল্লাহ তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

(ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর হারুনুর-রশীদ পাঠান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ আব্দুল করীম, সহকর্মীবৃন্দ, পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সহকর্মী শওকত হোসেন, রফিকুল আলম, আমীর হোসেন, আ.জ.ম কামালসহ কলেজের অন্যান্য সহকর্মী বৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র ও সংস্থার কর্মকর্তা -কর্মচারীবৃন্দ, মারকাযুদ দা'ওয়াতিল ইসলামী, মিরপুর-এর পরিচালক হযরত মাওলানা 'আব্দুল মালেক ও মারকাযের শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্র বৃন্দ এবং প্রফেসর ড. আমির হোসেন সরকার (সাবেক ডীন, বাউবি), শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি)। তাঁদের প্রতিও জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ ও পরম কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে থিথিসের কম্পোজসহ বিভিন্ন তথ্য ও বই-পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্নেহের হাফেজ জহিরুদ্দীন (বর্তমানে স্পেন প্রবাসী) ও মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন (ম্যানেজার, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, হাসনা অ্যাডভারটাইজিং, ঢাকা) সহ যে সকল বন্ধু ও শুভাকাংখী আমাকে সহযোগীতা করেছেন, তাঁদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অভিসন্দর্ভটি পরিসমাপ্তি লগ্নে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার জান্নাতবাসী আব্বাজান মরহুম মাওলানা নূরুল আমীন আতিকী ও জান্নাতবাসিনী মরহুমা আম্মাজানকে যাঁদের একান্ত স্নেহ ও দিক-নির্দেশনায় দু'একটি অক্ষর জ্ঞান শেখার সুযোগ আল্লাহ তা'আলা করে দিয়েছেন। আমি তাঁদের রাফ'ই 'দারাজাত কামনা করছি। পাশাপাশি রূহের মাগফিরাত কামনা করছি আমার বিভাগীয় (ঢা.বি) শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. আনসার উদ্দীনের জন্য যাঁর তত্ত্বাবধানে ইতোপূর্বে এম.ফিল. ডিগ্রী (ঢা. বি.) অর্জন করার সুযোগ লাভ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

–মোঃ মাওদুদ রহমান আতেকী

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিকা

আমি আমার অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো অনুসরণ করেছি ঃ

১. 'আরবী, ফারসী ও ইংরেজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অবলম্বন। যেমন ঃ

ا = আ. a	ج = জ dj, j	ڑ = ড় r	ظ = জ z	م = ম m
إ = ই i	چ = চ c	ز = য z	ع = '	ن = ন n
أُ = উ u	ح = হ h	ژ = ঝ zh	غ = গ gh	و = ও w
ب = ব b	خ = খ kh	س = স s	ف = ফ f	ء = '
پ = প p	د = দ d	ش = শ sh	ق = ক k, q	ی = য় y
ت = ত t	ڈ = ড d́	ص = স s	ك = ক k	ےَ = এ ে ay
ث = ছ th	ذ = য dh	ض = দ/য d	گ = গ g	
	ر = র r	ط = ত t	ل = ল L	
যের + ی = ঈ, ী,	পেশ + و = ঊ, ূ			

২. অভিসন্দর্ভে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অনুসৃত প্রতিবর্ণায়নের পদ্ধতিকেই অনুসরণ।

৩. ফুট নোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমবার গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম, খন্ড, অনুবাদকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশনার সময়কাল, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে শুধু গ্রন্থকারের নাম, অথবা গ্রন্থের নাম কিংবা শুধু(প্রাগুক্ত)ও(Ibid) ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. ফুট নোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা ক্রমিক নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচি

আল-বিদায়াহ্	:	আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ
আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ	:	আল-জাওহিরুল মুদিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ
আস্ সুবকী	:	তাজুদ্দীন 'আবদুল ওয়াহাব আস্ সুবকী
'আইনী	:	বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহ্মদ 'আইনী (র.)
আন্ নুজূমুয যাহিরাহ্	:	আন্ নুজূমুয যাহিরাহ্ ফী মুলূকি মিস্র ওয়াল কাহিরাহ
আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী	:	আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল-হাদীস
ওয়াফায়াত	:	ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আমবাহু আবানাইয্ যামান
ইবনুস্ সালাহ্	:	ইমাম হাফিয আবূ আমর উসমান ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন উসমান ইব্ন মূসা আশ-শাফিঈ উরফে ইবনুস্ সালাহ্
ইব্ন হাজার আল-আসকালানী	:	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শাফি'ঈ 'উরফে হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী
ইব্ন খাল্লিকান	:	কাযী আহমদ 'উরফে ইব্ন খাল্লিকান
ইবনুল আসাকির	:	আবুল কাসিম ইব্ন হাসান 'উরফে ইবনুল আসাকির
কাশফুয্ যুনূন	:	কাশ্ফুয্ যুনূন আন্ আসমাইল কুতুবি ওয়াল-ফুনূন
কাশ্ফ	:	কাশফুল-আসতার 'আন রিজালি মা'আনিল আসার
আল-'ইবার	:	কিতাবুল 'ইবার
খাতীব	:	হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আলী 'উরফে আল-খাতীব আল-বাগদাদী
খ্রী.	:	খ্রীস্টীয় সন
খুলাসাহ	:	খুলাসাতু তাহ্যীব ও তাহ্যীবিল কামাল
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখ বিহীন

Dhaka University Institutional Repository

দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ	:	ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ
মুহাযারাত	:	মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ
যাহাবী	:	আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন উরফে ইমাম যাহাবী (র.)
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
র.	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি
সং	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সুয়ূতী	:	হাফিয জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.)
সাম'আনী	:	'আবদুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আস্ সাম'আনী
হামাভী	:	আবূ 'আবদিল্লাহ্ ইয়াকূত আল-হামাভী
হি.	:	হিজরী সন
হাফিয ইব্‌ন কাসীর	:	আবূল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমা'ঈল ইব্‌ন শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন 'উরফে হাফিয ইব্‌ন কাসীর. (র.)

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন

(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্রর	i
ঘোষণাপত্র	ii
কৃতজ্ঞা স্বীকার	iii-v
নির্দেশিকা	vi
সংকেত সূচী	vii-viii
সূচীপত্র	x-xii

অধ্যায় বিষয়

ভূমিকা.. ১-৫

প্রথম অধ্যায় : ফিক্‌হ শাস্ত্র : পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও প্রাসংগিক বিষয়াবলী ৮-১৬

প্রথম অনুচ্ছেদ : ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি (تعريف علم الفقه)............................ ৮-২৪

আভিধানিক ৮-১২
পারিভাষিক ১২-১৭
ফিক্‌হ শাস্ত্র (ʻইল্‌মু ফিক্‌হ)-এর আলোচ্য বিষয় ১৮-২১
ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ২১
ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব ২২-২৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : উসূলুল-ফিক্‌হ পরিচিতি (تعريف أصول الفقه)..................... ২৫-৪০

আভিধানিক ২৫
পারিভাষিক ২৬-২৭
উসূলুল-ফিক্‌হের উৎপত্তি ২৮
উসূলুল-ফিক্‌হের আলোচ্য বিষয় ২৯-৩০
উসূলুল-ফিক্‌হের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৩০
মুফতী সাহাবীগণ ৩১-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ফিক্হ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা ৪১-৬৩

প্রথম পর্যায়-রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (عصرا النبوة) ৪২-৪৮

দ্বিতীয় পর্যায়-সাহাবা যুগ (عصر الصحابة) ৪৯-৫১

তৃতীয় পর্যায়-কনিষ্ঠ সাহাবা ও তাবি'ঈ গণের যুগ (عصر صغار الصحابة والتابعين) ৫১-৫৫

চতুর্থ পর্যায়-ইজতিহাদ যুগ(عصرُ الاجتهاد) – তাবি'ঈ গণের পরবর্তী যুগ...... ৫৬-৬৩

সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদ-এর যুগ ৫৯-৬০

ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ ৬০-৬২

নির্খুত তাকলীদের যুগ ৬২-৬৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের মাযহাব ৬৫-১৬০

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর মাযহাব ৬৫-৮০

ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর মাযহাব ৮১-৯১

ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও তাঁর মাযহাব ৯২-১০০

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) ও তাঁর মাযহাব ১০১-১০৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : ফিক্হ শাস্ত্রের উৎস ১০৮-১১১

ফিক্হ শাস্ত্রের উৎস (مأخذ علم الفقه).. ১০৮-১১১

আল-কুর'আন (القرآن).. ১১১-১১৫

আস্-সুন্নাহ (السنة) বা আল-হাদীস (الحديث) ১১৬-১২০

আল-ইজমা' (الإجماع) ১২১-১২৮

আল-কিয়াস (القياس)... ১২৯-১৩৮

আল-ইস্তিহসান (الاستحسان) ১৩৯-১৪৮

আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة) ১৪৭-১৫০

আল-ইস্তিদলাল (ألإستدلال) ১৫১

আল-ইস্তিসহাব (الاستصحاب) ১৫২-১৫৪

পূর্ববর্তী শারী'আত (شرائع من قبلنا) ১৫৫-১৫৭

তা'আমুলুন্-নাস (تعامل الناس) ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত..১৫৯-১৬০

'উরফ ও 'আদাত (عرف و عادة)..১৬০-১৬২

দেশজ-'আইন ১৬৩

সাদ্দুয-যারা'ঈ (سد الذرائع) ১৬৪

তৃতীয় অধ্যায় : হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা ১৬৭-২৩৬

প্রথম অনুচ্ছেদ : হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ফিক্‌হ চর্চার প্রকৃতি ও ধারা...১৬৭-১৮০

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ ১৮২-১৯২

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবে ফকীহগণ ১৯৪-২১২

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ...................................... ২১৪-২৩২

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ ২৩৪-২৩৬

চতুর্থ অধ্যায় : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা ২৩৯-৩১৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ ২৩৯-২৬৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ ২৬৬-২৮১

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ ২৮৩-৩১৭

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ.. ৩১৯-৩২৩

পঞ্চম অধ্যায় : হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা ৩২৬-৩৯৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ ৩২৬-৩৫৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ ৩৫৫-৩৬৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ ৩৬৭-৩৮৮

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ ৩৯০-৩৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা ৪০২-৪৯২

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ ৪০২-৪২৯

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ ৪২৯-৪৪৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ ৪৪৫-৪৭৬

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ ৪৭৮-৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : ইজতিহাদ ও তাকলীদ-এর তাৎপর্য........................৪৯৬-৫৬২

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদ-এর পরিচয় (تعريف الاجتهاد)..................... ৪৯৬-৫৩৩

আভিধানিক ৪৯৮-৪৯৯

পারিভাষিক ৪৯৯-৫০২

মুজতাহিদ-এর পরিচয় (تعرف المجتهد) ৫০৩

মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলী(شرائط المجتهد) ৫০৪-৫০৮

মুজতাহিদ-এর শ্রেণী বিন্যাস ৫০৮-৫১৫

ইজতিহাদ-এর প্রয়োজনীয়তা.. ৫১৫-৫১৬

আল-কুরআনে ইজতিহাদের নির্দেশনা ৫১৬-৫১৭

রাসূল (সা.)-এর ইজতিহাদ ৫১৭-৫১৯

সাহাবা কিরাম-এর ইজতিহাদ ৫১৯-৫২৩

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর পরবর্তী ইজতিহাদ ৫২৩-৫২৬

ইজতিহাদের প্রকৃতি ৫২৬-৫২৮

ইসলামী শারী'আহ-এর বাস্তবায়ন ও ইজতিহাদ–বর্তমান প্রেক্ষিত ৫২৯-৫৩৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد) ৫৩৬-৫৬২

আভিধানিক ৫৩৬-৫৩৭

পারিভাষিক ৫৩৭-৫৩৯

আল-কুর'আনে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি ৫৩৯-৫৪১

আল হাদীসে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি ৫৪১

তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা ৫৪১-৫৪৬

তাকলীদ-এর বিভিন্নতা ৫৪৬-৫৪৭

সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ ৫৪৭-৫৪৮

সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ যুগের মুক্ত তাকলীদ বা মুতলক তাকলীদ ৫৪৮-৫৪৯

সাহাবী-তাবি'ঈ যুগে ব্যক্তি তাকলীদ ৫৪৯-৫৫১

মাযহাব চতুষ্টয়-এর তাকলীদ ৫৫১-৫৫৪

তাকলীদ-এর স্তর বিন্যাস ৫৫৪

সর্ব সাধারনের তাকলীদ (تقليد العام) ৫৫৫

বিজ্ঞ 'আলিম-এর তাকলীদ (تقليد العالم المتبحر) ৫৫৫-৫৫৬

মুজতাহিদ ফীল-মাযহাব-এর তাকলীদ (تقليد المجتهد فى المذهب) ৫৫৬

মুজতাহিদ মতলক-এর তাকলীদ (تقليد المجتهد المطلق) ৫৫৭

মুকাল্লিদের জন্য আংশিক বা খণ্ডিত ইজতিহাদ-এর বিধান ৫৫৭-৫৫৮

তাকলীদ-এর তাৎপর্য ৫৫৮-৫৬২

উপসংহার ৫৬৩-৫৬৬

গ্রন্থপঞ্জি ৫৬৭-৫৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

অসীম শুকরিয়া রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তা'আলার জন্য, যাঁর একান্ত রহমত ও অনুগ্রহে এ' অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হলো ফিক্‌হ শাস্ত্র (علم الفقه) ক্রম বিকাশের ধারাবাহিকতায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত 'ফিক্‌হ'-এর প্রচার-প্রসার, চর্চা ও এর ধরণ-প্রকৃতির বর্ণনা বিশেষতঃ এ' সময়কালে ফকীহগণের পরিচিতি, প্রবণতা, 'ইলমী যোগ্যতা, দৃষ্টিভংগী এবং ইজতিহাদের রুদ্ধতা ও তাকলীদের প্রচলন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করা। আর এ' কারণেই এর শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে **ফিক্‌হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যায়ন (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)**।

কুর'আন মাজীদ ও পবিত্র হাদীসের আলোকে রচিত 'ফিক্‌হ শাস্ত্র' ইসলামের মৌলিক নিয়ম-নীতির সাথে সম্পৃক্ত। মুসলিম হিসেবে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কাজটি করণীয় এবং কোন কাজটি বর্জনীয় তা ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুবিন্যস্ত ও বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর সব বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত। কালের পরিক্রমায় আধুনিক বিশ্বে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রায়োগিক সমস্যা সমাধানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই এর মুল কাঠমো প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ নিজেদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং যথাসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে মুসিলম মিল্লাতের জীবন যাপন পদ্ধতি ও বিধি-বিধান কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে উদঘাটন করে 'ফিক্‌হ' কে একটি শাস্ত্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র চারটি মূল উৎস থেকে উৎসারিত। আর তা হচ্ছে : কুর'আন মাজীদ (القران), রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ্ (السنة), ইজমা-'ই-উম্মত (الاجماع) এবং কিয়াস (القياس)। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার জন্য, সমস্যা সমাধানের অভিন্ন রীতি পদ্ধতি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের সফল বাস্ত বায়ন ও হেফাযতের জন্য 'ফিক্‌হ শাস্ত্র' (علم الفقه)-এর নিয়মতান্ত্রিক অবকাঠামো, সংকলন ও সম্পাদনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ফিক্‌হ এমন একটি শাস্ত্র, যার মধ্যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরী'আতের কর্ম বিষয়ক বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

ফিক্‌হ মূলতঃ কোন নূতন বিষয় নয়, পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্ থেকেই উৎসারিত প্রস্রবণ মাত্র। সত্যান্বেষী মুসলিম গবেষকগণ আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম দর্শিতার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

এক বিশেষ পদ্ধতিতে কুর'আন ও সুন্নাহ হতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যে বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন, তাই 'ইল্মুল ফিক্হ বা ফিক্হ শাস্ত্র।'

ফিক্হ-এর মূল ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে শুরু হলেও মুলতঃ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রূপ লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সাহাবা-কিরামের যুগে ফিকহের ব্যপকতা শুরু হয়। পরবর্তীকালে মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

'ফিক্হ'-এর প্রধান উৎস আল-কুর'আন। কুর'আন মাজীদের বহু আয়াতে শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক ফিকহী মাস'আলা কুর'আন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের যে সহজ ও স্বাভাবিক সুযোগ ছিল তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর বন্ধ হয়ে যায়। তদুপরি, নতুন নতুন দেশ, জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ায় ইসলামের জীবন পদ্ধতির ব্যাপ্তি ঘটে। ফলে, আরো নতুন নতুন সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

সাহাবা কিরাম (রা) পবিত্র কুর'আন-সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতেন। কিছুসংখ্যক সাহাবী সুন্নাহর সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের ফকীহ্ বলে অভিহিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল-খুলাফাউর রাশিদূন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) ও 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ।

তাবি'ঈগণের যুগ নতুন সমস্যা সৃষ্টির পাশাপাশি পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিধি বৃদ্ধি পায়। আল কুর'আন ও আস্ সুন্নাহর শিক্ষা এ সময় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা শাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে থাকে। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস সংকলনের পাশাপাশি 'ফিক্হ'-এর স্বাতন্ত্ররূপও ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুপ্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ইমাম যুহরী (র.) ও হাসান বসরী (র.) নিজ নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে যেসব ফাতওয়া প্রদান করেছেন তা তাবি'ঈগণের যুগের ফিক্হ-এর নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।

আব্বাসীয় শাসন আমলে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস ও ফিক্হ-এর চর্চা আরো জোরদার হয়। এ সময় মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, সিরিয়া, মিসরসহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কুর'আন-সুন্নাহ থেকে পূর্ণাঙ্গ আইন ব্যবস্থা রচনার প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়।

এ সময় ইসলামী আইন রচনায় নিয়োজিত ফকীহগণ প্রধানতঃ কুর'আন মাজীদ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর উপর নির্ভর করতেন। এছাড়া তাঁরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইজমা' ও কিয়াস থেকেও মর্ম উদ্ভাবন করে তাঁদের মতামতকে শক্তিশালী করে তুলতেন। এক্ষেত্রে ইরাকের ফকীহ্গণ সাধারণতঃ যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিতেন। পক্ষান্তরে, মদীনার ফকীহ্গণ

Dhaka University Institutional Repository

মদীনাবাসীদের আমলকে প্রাধান্য দিতেন। এ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে মাস'আলা সমাধানের ক্ষেত্রেও একাধিক মত গড়ে উঠে। এ প্রেক্ষাপটে ফকীহ্গণের অক্লান্ত সাধনার বদৌলতে একটি সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হয়। ফিক্‌হশাস্ত্র রূপায়নে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন চারজন ইমাম।

তাঁরা হলেন– ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) (৮০-১৫০হি./৬৯৯-৭৬৭ খ্রী.) ২. ইমাম মালিক (র.) (৯৩-১৭৯হি./৭১২-৭৯৫ খ্রী.) ৩. ইমাম শাফি'ঈ (র.) ((১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮১৯ খ্রী.) ৪. ইমাম আহমাদ (র.) (১৬৪-২৪১হি./৭৭১-৮৫৮ খ্রী.)।

'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তিনটি স্তরের এর বিকাশ ঘটে। আর এ তিনটি স্তরের মুজতাহিদ ও ফকীহ্গণ স্ব স্ব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফিক্‌হ চর্চা করেন।

প্রথম স্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এটির মূলভিত্তি রচিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে সাহাবা কিরাম-এর আমলে তা আরো ব্যপকতর হয়। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে তাবি'ঈগণের যুগ। এ যুগে এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাস্ত্রীয় (বিজ্ঞান) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাবি'ঈগণের যুগে ফিক্‌হ-এর তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয় :

প্রথম স্তর হচ্ছে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার যুগ। এ যুগটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুরু হয়ে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র) সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্‌হ রচনার কাজ শুরু করেন। তাঁর পরে তাঁর শিষ্যগণ এবং অন্যান্য ফকীহ্গণ সম্পাদনা ও গ্রন্থাবলী রচনা করেন।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগটি শেষ হয়। এ সময় 'ইজতিহাদে মতলক' (اجتهاد مطلق) প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকলীদের প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এ যুগের ফকীহ্গণ ইজতিহাদের পরিবর্তে নিজ নিজ অনুসরণীয় ইমামগণের মতবাদ ও ফাতওয়া প্রচার করতে লাগলেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে নিখুঁত তাকলীদের যূগ। সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ যূগটি অব্যাহত রয়েছে। এ যূগে 'আলিম ও সাধারণ মানুষ ব্যাপকহারে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসরণ করতে থাকে। বলা যায় যে, ইজতিহাদের চর্চা থেকে 'আলিমগণ অনেকটা বিমূখ হয়ে পড়েন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারায় ইজতিহাদ ও তাকলীদ যূগে (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) ফকীহ্গণ নিজেদেরকে স্ব স্ব ইমামের মাযহাবের পরিপূর্ণতা দানকারী মনে করতেন। তাঁরা তাঁদের অনুকরণীয় মাযহাবের ইমামগণের বিভিন্নমুখী রিওয়ায়াত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দান করেছেন। আহ্কামের উদ্দেশ্য ('ইল্লাত) প্রকাশ করেছেন, মাস'আলা সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। নিজ নিজ ইমামের প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সহায়তা ও প্রচার করেছেন।

এ' সময়কালে (ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ) একদল ফকীহ্ ছিলেন এমন যাঁদেরকে পরিভাষায় 'আসহাবুত-তারজীহ' (أصحاب الترجيح) বলা হয়। তাঁরা মাযহাবের প্রবর্তক

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম এবং তাঁদের ছাত্রদের একাধিক রায়সমূহের মধ্যে প্রাধান্য (ترجيح) দেয়ার মত যোগ্যতা রাখতেন। আর একদল এমন ছিলেন , যাঁদেরকে আসহাবুত-তাখরীজ (أصحاب التخريج) বলা হত। তাঁরা তাঁদের অনুসরণীয় ইমামগণের মাস'আলা সমূহের কারণ, উদ্দেশ্য (علت ومناط) এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা রাখতেন। আমরা এ গবেষণা কর্মের পরিধি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি।

আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করছি। কারণ, 'আরবী ও ইংরেজী ভাষায় উপরোক্ত বিষয় মজুদ থাকলেও বাংলা ভাষীদের জন্য বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে তেমন গবেষণা কর্ম হয়নি। এ দিকটি বিবেচনা করেই বাংলা ভাষায় গবেষণা করাটা যুক্তি-যুক্ত মনে করছি।

গবেষণা কর্মে প্রাথমিক উৎস হিসেবে পবিত্র আল-কুর'আন, 'আল হাদীস বিশেষতঃ সিহাহ্ সিত্তাহ তথা সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামি' তিরমিযী ও সুনানে আরবাআ'সহ অপরাপর সহীহ ও প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থাবলী, 'আরবী, উর্দু, ইংরেজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থসমূহ, বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থসমূহ, তাবাকাতুল ফুকাহা গ্রন্থাবলী এবং সহায়ক অন্যান্য ধর্মীয় প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি।

এতদ্ভিন্ন, উক্ত গবেষানার ক্ষেত্রে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ, বিশ্বকোষ, ইসলামী বিশ্বোকোষ, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বাংলা-পিডিয়া ও ইন্টারনেট থেকেও প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরে জমীনে সফর করেছি এবং অনেক গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি।

অভিসন্দর্ভটি আমরা সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম নির্ধারণ করেছি এবং প্রত্যেক অধ্যয়ের অধীনে আবার একাধিক অনুচ্ছেদেও বিভক্ত করেছি। তবে অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যেহেতু হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের ফিক্হ চর্চা ও ফকীগণের অবদান সম্পর্কীয় ছিল এবং উক্ত চার শতাব্দীর বিষয়বস্তু ছিল এক ও অভিন্ন, এ কারণে উক্ত চার শতাব্দীকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে একই শিরোনামে নামকরণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে– "ফিক্হ শাস্ত্র : পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও প্রাসংগিক বিষয়াবলী।" ফিক্হ চর্চা ও ফকীগণের অবদান আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ফিক্হ শাস্ত্রের পরিচিতি, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং ঐ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী প্রথমেই জানা প্রয়োজন। এদিকটি বিবেচনা করেই উক্ত অধ্যায়ের অবতারণা করার প্রয়াস পেয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফিক্হ শাস্ত্রের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'ফিক্হ' হচ্ছে মূলতঃ এমন এক শাস্ত্র যার মধ্যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরী'আতের কর্ম বিষয়ক বিধানাবলী (الاحكام الشرعية الفرعية العملية) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। সুতরাং 'ফিক্হ' সংকলন, চর্চা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হলে এর উৎস (مأخذ) তথা দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

একথা ঠিক যে, ফিক্‌হ-এর মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত ওহী (وحى) হলেও এর আলোকে ইজতিহাদের ভিত্তিতে রচিত আরো কতিপয় উৎস রয়েছে। এমনকি কুর'আন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতিও দলীল হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ বিষয়গুলো ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বিধায় সুনির্দিষ্ট শিরোনামে এ দ্বিতীয় অধ্যায়টি মৌলিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে আমরা 'ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। অভিসন্দর্ভে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ সময় কালে 'আলিমগণের মাঝে গ্রন্থ রচনার প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইমামের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা, ফাতওয়া দান, পাঠদান তথা ফিক্‌হ-এর প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়কালের ফকীহগণের পরিচিতি সম্পর্কে 'আরবী ভাষায় গ্রন্থাদী রচিত হলেও বাংলাভাষায় সুনির্দিষ্ট ও মাযহাব ভিত্তিক গ্রন্থ কমই পরিলক্ষিত হয়। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমরা মাযহাব ও শতাব্দী ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ফকীহগণের পরিচিতি ও তাঁদের ফিক্‌হ চর্চা তুলে ধরার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। একারণে উক্ত চার শতাব্দীকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে (তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়) প্রত্যেক অধ্যায়ের একই শিরোনাম নির্ধারণ করেছি। এ অধ্যায় সমূহে মূলতঃ ফকীহ্গণের পরিচিতি ও তাঁদের ফিক্‌হ চর্চাকে প্রাধান্য দান করা হয়েছে।

সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়টি হচ্ছে ইজতিহাদ ও তাকলীদের বর্ণনা। ফিক্‌হ শাস্ত্র হচ্ছে মূলতঃ কুর'আন সুন্নাহ নির্ভর ইজতিহাদ (اجتهاد)-এরই বহিঃপ্রকাশ। মুজতাহিদ ইমামগণ ও তাঁদের মাহযাবের অনুসরণ ও অনুকরণই হচ্ছে তাকলীদ (تقليد)। তাই, অত্যন্ত প্রাসংগিকভাবেই ইজতিহাদ ও তাকলীদ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন, আমাদের আলোচ্য সময়কালে ইজতিহাদের রুদ্ধতা এবং তাকলীদের ব্যপকতা ও প্রবনতা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হওয়া অত্যাবশ্যক। এ দিকটি বিবেচনা করেই আমরা ইজতিহাদ ও তাকলী-এর তাৎপর্য শিরোনামে এ অধ্যায়টি সংযোজন করেছি।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার পর একটি উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে উক্ত সাতটি অধ্যায়ের আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিবরণের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করা হয়েছে এতে 'আরবী, ইংরেজী, বাংলা, উর্দু এবং অপরাপর উৎসসমূহকে বর্ণমালার ক্রমধারা অনুসারে সজ্জিত করা হয়েছে।

০৪/১১/০৮

(মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী)
পিএইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক ইস্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হ শাস্ত্রর : পরিচিত, ক্রমবিকাশ ও প্রাসংগিক বিষয়াবলী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়– ফিক্হ শাস্ত্র : পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী

প্রথম অনুচ্ছেদ : ফিক্হ শাস্ত্র পরিচিতি (تعريف علم الفقه)

ফিক্হ শাস্ত্র (ইল্মু ফিক্হ)-এর আলোচ্য বিষয়
ফিক্হ শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব
মুফতী সাহাবীগণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : উসূলুল-ফিক্হ পরিচিতি (تعريف أصول الفقه)

উসূলুল-ফিক্হের প্রতিপাদ্য বিষয়
উসূলুল-ফিক্হের আলোচ্য বিষয়
উসূলুল-ফিক্হের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
উসূলুল-ফিক্হের উৎপত্তি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ফিক্হ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

প্রথম পর্যায়-রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (عصرا النبوة)
দ্বিতীয় পর্যায়-আসহাবে রাসূলের যুগ (عصر الصحابة)
তৃতীয় পর্যায়-কনিষ্ঠ সাহাবা ও তাবি'ঈ গণের যুগ (عصر صغار الصحابة والتابعين)
চতুর্থ পর্যায়-ইজতিহাদ যুগ-(তাবি'ঈ গণের পরবর্তী যুগ) (عصرُ الاجتهاد)
সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদ (গবেষণা)-এর যুগ
ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ
নিখুঁত তাকলীদের যুগ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের মাযহাব

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর মাযহাব
ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর মাযহাব
ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও তাঁর মাযহাব
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) ও তাঁর মাযহাব

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদ : ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি (تعريف علم الفقه)

ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি (تعريف علم الفقه)

ফিক্‌হ শাস্ত্র (ইল্‌মু ফিক্‌হ)-এর আলোচ্য বিষয়

ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

মুফতী সাহাবীগণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়– ফিক্‌হ শাস্ত্র : পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী

প্রথম অনুচ্ছেদ : ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি (تعريف علم الفقه)

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। এতে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের সুস্পষ্ট রূপরেখা অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মনোনীত এ' জীবন বিধানে যেমনিভাবে রয়েছে মানুষের পার্থিব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সর্বজন গ্রাহ্য, জ্ঞান সম্মত সমাধান। ঠিক তেমনিভাবে রয়েছে পারলৌকিক মুক্তির দিক নির্দেশনা। আর এ জীবন ব্যবস্থা অনুশীলনের জন্য ফিক্‌হ শাস্ত্রের (Islamic Juries prudence) উদ্ভব ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কম জীবনের মধ্য দিয়ে জীবন চলার পথের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে গিয়েছেন। এবং বিশ্ববাসীর জন্যে রেখে গিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনুল কারীম ও তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনের তাবৎ কীর্তি আদর্শ আল হাদীস।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম বিজয়ী বেশে 'আরবের গণ্ডিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের সারিতে যুক্ত হয় নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ। ভিন্ন ভৌগোলিক আবহ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ অনারব। ধীরে ধীরে ইসলামী 'আইনের ক্ষেত্র প্রশস্ত ইজমা' ও কিয়াস শরী'আতের বিধানরূপে পরিগণিত হয়। সর্বসাধারণের স্বার্থে ইসলামী আইন শাস্ত্র তথা عِلْمُ الْفِقْهِ -এর সম্পাদনা ও সংকলনের প্রয়োজন দেখা দিলে সর্বপ্রথম আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামি আইন সংকলনের কাজ হাতে-কলমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়। আইন সংকলনের কাজ যিনি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন তিনি হলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.), নুমান ইব্‌ন সাবিত।

আভিধানিক অর্থ (تعريف علم الفقه لغة)

فقه (ফিক্‌হ)[১] শব্দের অর্থ : বিদীর্ণকরণ (شق) অবগত হওয়া, বুঝা, উপলব্ধি করা (العلم بالشئ والفهم له والفطنة فيه), অনুধাবন করা, বুৎপত্তি অর্জন করা, সূক্ষ্ম দর্শিতা,

---

১. ইব্‌ন মানযূর বলেন,

الفقه : العلم بالشى والفهم له - وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر انواع العلم كما غلب النجم على الثريا - والعود على المندل قال ابن الاثير - واشتقاقه من الشق والفتح وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة - شرفها الله تعالى - وتخصيصا بعلم الفروع منها -

দ্র. ইব্‌ন মানযূর আল আফরিকী আল মিসরী, *লিসানুল 'আরব* *(لسان العرب)* (বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৫২২-৫২৩।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মোচন করা (فتح)[২]। আরবদের পরিভাষায় বলা হয় : اوتى فلان فقها فى الدين اى فهما فيه অর্থাৎ– অমুক ব্যক্তিকে দ্বীন বিষয়ে অনুধাবনশক্তি দান করা হয়েছে।[৩] শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর (ক্রিয়ামূল) مَصْدَرْ।

فقه শব্দটি فَقَاهَةً এর ওযনে বাবে كَرُمَ হতেও ব্যবহৃত হয়। আর বাবে كَرُمَ থেকেই "فقيه" (ফাকীহ) পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। فَقِيْه (ফাকীহ)-এর অর্থ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ فَقِيْه শব্দ দ্বারা فِقه সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তথা ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ উদ্দেশ্য।[৪] আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন,

الفقه حقيقته الشق والفتح "–ফিকহের মর্মার্থ হচ্ছে বিদীর্ণকরণ ও উন্মোচন করন।

'দুররুল মুখতার' (در المختار) গ্রন্থকার ফিকহ শব্দের বিশ্লেষণে বলেন,

فالفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر فقها علم وفقه بالضم فقاهة صار فقيها ـ[৫]

"–'ফিকহ' (فقه) শব্দের আভিধানিক অর্থ- কোন কিছু অবগত হওয়া। পরবর্তীতে এটি শার'ঈ বিষয়াবলী অবগত হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ শব্দটি باب سمع থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে জানা বা জ্ঞাত হওয়া। আর এটি باب كَرُمَ হতে ব্যবহৃত হলে এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) হবে فَقَاهَةً। এক্ষেত্রে فقه এর অর্থ হবে সে 'ফকীহ' হয়েছে।

আল ফিকরুস সামী গ্রন্থকার বলেন,

الفقه فى اللغة العلم والفهم ـ قال تعالى : لهم قلوب لايفقهون بها وفى اعلام الموقعين ان الفقه اخص من الفهم لان الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد على مجرد فهم ما وضع له اللفظ فا لفقه اخص من الفهم لغة ـ[৬]

---

২. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৯-১০; ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (الفقه الاسلامى وادلته) (দারুল ফিকরিল মা'আসির, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

৩. ইবন মানজুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২।

৪. সম্পাদনা পরিষদ *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ১ম খন্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশ-১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৩; আবূ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশ-১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৪-৬।

৫. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হাসকাফী, *দুররুল মুখতার (در المختار)* ১ম খণ্ড (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), পৃ. ১১৮, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩ থেকে উদ্ধৃত।

৬. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী* (মদীনাহ মুনাওয়ারাহ : আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে فقـه শব্দের অর্থ কোন বিষয়ে যথার্থ ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা। আর 'ফকীহ্' এমন ব্যক্তি যিনি ইসলামী জ্ঞান (عِلْم دِيْن) তথা দ্বীন সম্পর্কে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গভাবে জানেন।[৭] আল-কুর'আনে ফিক্‌হ (فقه) শব্দের প্রয়োগ উক্ত অর্থেই করা হয়েছে। যেমন :

১. قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِمَّا تَقُوْلُ[৮]

"–তারা বললো, হে শু'আইব, আপনি যা বলছেন তার অনেক কথাই আমরা অনুধাবন করছি না।"

২. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ[৯]

"–আর তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারে না।"

৩. وَإِنْ مِّنْ شَيْئٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ[১০]

"– আর এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।"

৪. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ[১১]

"– আর আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"

৫. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ[১২]

"– আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা একে বুঝতে না পারে।"

---

৭. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩-৫; লেখক মন্ডলী, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল- ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২২-২৪। প্রাথমিক অবস্থায় আখিরাতের জ্ঞান এবং আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিপদাপদ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হতো। এ সময় ফকীহ্ বলতে জাগতিক মোহ পরিত্যাগকারী, আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ পোষণকারী, পাপতাপ সম্পর্কে সজাগ, ইবাদতে সদামগ্ন এবং মুসলিম সমাজের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হতো।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তার ফিক্‌হ চর্চা* (ঢাকা : ইসলামি ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ– ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১০০-১০১।

৮. *আল-কুরআন*, সূরা হূদ, আয়াত- ১১: ৯১।

৯. *আল-কুরআন*, সূরা তাওবা, আয়াত-৯ : ৮৭।

১০. *আল-কুরআন*, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১৭ : ৪৪।

১১. *আল-কুরআন*, সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত- ২০ :২৮।

১২. *আল-কুরআন*, সূরা আন'আম, আয়াত- ৬ : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ[১৩]

"– তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করতো।"

আল হাদীসে 'ফিকহ' (فقه) শব্দের প্রয়োগ উক্ত অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন :

১. من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين[১৪]

"–আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছে করেন তাকে দ্বীন বিষয়ে বোধশক্তি দান করেন।"

২. الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا[১৫]

"– মানুষ খনিতুল্য, তাদের মাঝে যারা জাহিলী যুগে শ্রেষ্ঠ, তারা ইসলামেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা অনুধাবন করতে পারে।"

৩. اللهم علمه الدين وفقهه التأويل[১৬]

"– হে আল্লাহ, তুমি তাঁকে ('আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস) দ্বীনি 'ইল্‌ম দান কর এবং তাঁকে তা'বীল তথা তাফসীর বিষয়ে জ্ঞান দান কর।"

৪. إن رجالا ليأتونكم من الأرض يتفقهون فى الدين فإذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا

---

১৩. *আল-কুরআন*, সূরা তাওবা, আয়াত- ৯ : ১২২।
ইমাম গাযালী (র.) 'তাফাক্কুহ ফিদ্-দ্বীন' (تَفَقُّه فِى الدِّيْن)-এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্তর্ভূক্ত মনে করেছেন.
এক. প্রবৃত্তিজাত বিপদগুলোর সূক্ষ্মতা অনুধাবন।
দুই. 'আমল বিনষ্টকারী ব্যাপারগুলোর অনুধাবন।
তিন. আখিরাতের জ্ঞান লাভ।
চার. পরকালীন নিয়ামতগুলির প্রতি রচম আকর্ষণ।
পাঁচ. দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করার সাথে সাথে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার ক্ষমতা।
ছয়. হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের প্রাধান্য।
দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৪. আল হাদীস, *সহীহ আল বুখারী ১ম খণ্ড*, (দেওবন্দ : কুতুবখানা রাশিদিয়্যাহ, প্রকাশকাল-১৩৭৫ হিজরী), পৃ. ৬। আলোচ্য হাদীসে تَفَقُّه فِى الدِين যা (হাদীসের অংশ) ব্যবহার করে 'ইল্‌মে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দানের কথা বুঝানো হয়েছে। আর عِلْمُ الْفِقْه (ফিক্‌হ শাস্ত্র) যেহেতু শারী'আতের সঠিক সিদ্ধান্তগুলো মানুষের সম্মুখে পেশ করে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'ইল্‌মুল ফিক্‌হ' তথা ফিক্‌হ শাস্ত্র।

১৫. ওলীয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ, মিশকাত আল মাসাবীহ (দিল্লী : আল মাকতাবাহ আর রাশিদিয়্যাহ, প্রকাশকাল-১৩৭৫ হিজরী), পৃ-৩২।

১৬. ওয়ালীয়্যুদ্দীন পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২। দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি* ও *বিন্যাস*, অনুবাদ– আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী– ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৯-২১।

Dhaka University Institutional Repository

"লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে তাফাক্কুহ হাসিল করার জন্য তোমাদের কাছে আসবে নানা স্থান থেকে। যখন তারা আসে আমার এ অসিয়্যত যে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।" তিনি (সা.) আরো বলেন,

৫. رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه -

অনেক সময় ফিক্‌হ বহনকারী খোদ ফকীহ্ হয় না। আবার অনেক সময় ফিক্‌হের বাহক এমন কারো কাছে ফিক্‌হ বহন করে নিয়ে যায় যে তার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী ফকীহ্।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ (تعريف علم الفقه)

মানুষের জীবন যাপনের নিয়মাবলী, ব্যবস্থাবলী, আইন-কানুন, বিধি-বিধান সংক্রান্ত ওহী ভিত্তিক ও যুক্তি নির্ভর বাস্তব জীবনে উহার প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানই হচ্ছে ফিক্‌হ।[১৭]

ফিক্‌হ (فقه)-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৮]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর (মৃত্যু ১৫০ হিজরী/৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) মতে ফিকহ হচ্ছে,

---

১৭. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইনতত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১২১; ড. হানাফী রাজী, *আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) ও তাঁর ফিক্‌হ*, অনুবাদ– আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল– জুলাই, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২০১-২০৩; লেখক মন্ডলী, গবেষণাপত্র সংকলন, ঢাকা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার গবেষণা বিভাগ, প্রকাশকাল- ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৪১।

১৮. আরবগণ তাদের পরিভাষায় ফিক্‌হ শব্দটি এর আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করেন। আল-আযহারী বলেন, বনূ কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট একটি বিষয় বিবৃত করে আমাকে জিজ্ঞেস করে, أفقهت "– তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ?" ঈসা ইবনু উমর বলেন, জনৈক বেদুঈণ আমাকে বললো ঃ شهدت عليك بالفقه "– আমি তোমার প্রজ্ঞা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি।" প্রাক-ইসলামী যুগে হারিস ইবন কালাদাহ (মৃ. ৬৩৪ খ্রীঃ) ছিলেন গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী। ইনি পারস্য সম্রাট কিসরা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একাডেমিতে অধ্যয়নপূর্বক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য طبيب العرب ও গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য فقيه العرب উপাধিতে ভূষিত হন। এ যুগে যে সব আরব বেদুঈন গর্ভবতী ও অগর্ভবতী উটগুলোর মাঝে পার্থক্য বিধান করতে পারতো, তাদেরকে فحل فقيه বলা হতো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্‌হ শব্দটি প্রাক-ইসলামী যুগ হতেই আরবদের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য ব্যাপক অনুসন্ধান করেও আমরা প্রাচীন আরবী কবিতায় এর ব্যবহার দেখতে পাইনি।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ– এপ্রিল– ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৯৯; ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব*, ১৩শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২-৫২৩; Hitti, P.K. History of the Arabs (London : 1953) P- 254; আল সুয়ূতী, *জালালুদ্দীন*, আল মুযহির, (কায়রো, ১ম খন্ড), পৃ. ৬৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

هو معرفة النفس ح مالها وما عليها ـ[১৯]

"–ফিকহ হচ্ছে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া।"

ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর মতে ফিকহ হচ্ছে :

العلم بالاحاكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية ـ

"–বিস্তারিত দলীল প্রমাণ দ্বারা আহরিত শারী'আতের ব্যবহারিক বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিকহ্ (فقه) বলে।"[২০]

বিশিষ্ট দার্শনিক ইবন খালদূনের (মৃত্যু- ৮০৮ হিজরী/১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ) মতে,

الفقة معرفة احكام الله تعالى فى افعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة وهى متلقاة من الكتاب والسنة ومانصبة الشارع لمعرفتها فى الادلة فاذا إستخرجت الاحكام من تلك الادلة قيل لها فقه ـ

"–আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট অত্যাবশ্যকীয় (ফরয, ওয়াজিব) নিষিদ্ধ(হাযবুন), অনুমোদিত (নদব), অপসন্দনীয় (কারাহাত), বৈধ (ইবাহাত) ইত্যাদি বিষয় আল-কুর'আন,

---

১৯. ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯; মুহাম্মদ আ'লা ইবনুল আলী আল থানবী, মাও সূ'আতু ইস্তিলাহাতিল উসূলিল ইসলামিয়্যাহ (বৈরুত: শিরকাতু খাইয়্যাত, প্রকাশকাল-১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; কামালুদ্দীন আহমদ আল বায়াদী, *ইশারাতুল মারাম মিন 'ইবারাতিল ইমাম* (কায়রো : প্রকাশকাল-১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ২৮-২৯।

مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا কথাগুলোর ব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন এইরূপ :

مَا يَنْتَفِع به النفس وما يتضرر به فىْ الدنيا والأخرة ـ

"–যার সাহায্যে নাফ্স দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিল করে (مالها) আর যার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে নাফ্স ক্ষতির সম্মুখীন হয় (مَا عَلَيْهَا)।

ফিক্হের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞায় কোন 'ইল্ম বা 'ইল্মের কোন শাখাকে বিশেষিত করা হয়নি, বরং ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ তথা লাভ-লোকসান -এর মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি উপকারী 'ইল্ম ও উহার শাখাকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষতিকর বিষয়কে এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'আকাইদের একটি কিতাব লেখেন এবং তার নাম দেন 'ফিক্হের আকবর।' দীর্ঘকাল যাবৎ ফিক্হের এই অর্থই প্রচলিত এবং কার্যকর থাকে।

দ্র. ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতহু* (দারুল ফিকহিল মা'আসিব, সপ্তম সংস্করণ-২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯। মুহাম্মদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৭-১৮; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর– ১৯৮১), পৃ. ১-২।

২০. ওহাবাত আল যুহায়লী; *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতহু* (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রকাশকাল-১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নাহ ও শারীআহ প্রণেতা কর্তৃক অনুমোদিত প্রমানাদির মাধ্যমে নির্ধারিত বিধানাবলীকে ফিকহ বলে।[২১]

ইমাম আল গাযালী (মৃত্যু-৫০৫ হিজরী/১১১১ খ্রীষ্টাব্দ) (র.) ফিকহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

الفقة فى عرف العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين ـ

"–'আলিমগণের পরিভাষায় ফিকহ হচ্ছে মানুষের (শার'ঈ বিধান যাদের উপর প্রযোজ্য) সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শরী'আতের বিধানবলী সংক্রান্ত জ্ঞান।"[২২]

الفِقْهُ عِلْمٌ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ المكتسب مَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

"– ফিক্হ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে বিস্তারিত প্রমাণাদি দ্বারা সংগৃহিত আহকামে শারী'আহ এর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।"[২৩]

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংজ্ঞায় বিস্তারিত প্রমানাদি (الادلة التفصيلية) দ্বারা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াসকে বুঝানো হয়েছে।

কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন- الفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الأَحْكَامِ المَشْرُوْعَةِ فِىْ الإِسْلَام

"– ফিক্হ সে সব আহকামের সমষ্টির নাম, যেগুলো ইসলামে বিধিবদ্ধরূপে প্রচলিত রয়েছে।"

'–আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) (মৃত্যু-৯১১ হিজরী) বলেন ঃ الفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِنْ مَنْقُوْلٌ অর্থাৎ "কুর'আন হাদীস হতে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ফিক্হ বলে।"

ফিক্হ শাস্ত্র এমন একটি বিষয় যা আমাদের পূর্ব মনীষীগণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত জ্ঞান এবং বিচক্ষণতা দ্বারা কুর'আন ও হাদীসের আলোকে শারী'আতের বিধি-বিধান রূপ নিষ্কাষিত করেছেন। আর ওটিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এবং মনোরম ক্রম বিন্যাসে সন্নিবেশিত করেছেন।

মিফতাহুস সা'আদাতের গ্রন্থকার 'ফিক্হ'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে বলেন,

---

২১. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন খালদূন, *তারিখ ইবনি খালদূন* (বৈরুত :দারুল ফিকর, প্রকাশকাল- ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

২২. আল গাযালী, *আল মুস্তাসফা মিন 'ইলমিল উসূল* (করাচী : ইদারাতুল ফরমান ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

২৩. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; 'আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, *'ইলমু উসূলিল ফিকহ* (কায়রো : প্রকাশকাল পঞ্চদশ সংস্করণ-১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১১; রাদ্দুল, মুহতার 'আলা দুররিল মুখতার (দেওবন্দ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যাহ, ১ম খণ্ড; পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ -

"– ফিক্‌হ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ থেকে নির্গত শারী'আতের কর্ম (আমল) বিষয়ক শাখা-প্রশাখামূলক বিধানাবলী আলোচনা করা হয়।

'আলিমগণ 'ফকীহ্' এর সংজ্ঞায় বলেন,

الفقيه العالم الذى يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها-

"–ফকীহ্ হচ্ছে এমন 'আলিম, যিনি (চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে) বিধানসমূহ উন্মোচন করেন এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য গুলো (حَقِيْقَة) অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।"

এই সত্যটি উপলব্ধি করেই হাসান বসরী (র.) ফকীহের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। যথা–

১. যিনি দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন না অর্থাৎ দুনিয়া তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য হয় না।

২. যিনি আখিরাতের ব্যাপারেই অধিক উৎসাহী।

৩. যিনি দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।

৪. যিনি আল্লাহ্‌র হুকুম সর্বক্ষণ মেনে চলেন এবং পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করেন।

৫. যিনি কোন মুসলিমকে বেইজ্জত করা ও তার অধিকার হরণ করা থেকে দূরে থাকেন।

৬. যাঁর দৃষ্টি থাকে সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি অর্থাৎ জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেন।

৭. অর্থ-সম্পদের লোভ যাঁর থাকে না।

ইমাম গাযালী (র.) ও ফকীহের জন্য প্রায় একই ধরনের গুণাবলী অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিম্নোক্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ : فقيها فى مصالح الخلق فى الدنيا ফকীহ্ হচ্ছেন, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের কল্যাণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এ কারণেই আল্লামা ইব্‌ন 'আবেদীন নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন :

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا باهل زمانه فهو جاهل -[২৪]

---

২৪. মুহাম্মদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, অনুবাদ– আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল– ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৭-১৮; হযরত আ'মাশ (র.) মুহাদ্দিস ও ফকীহের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। এ থেকে ফকীহের জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজনিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءُ أَنْتُمْ الأطباء وَنَحْنُ الصيادلة

Dhaka University Institutional Repository

"– যে ফকীহ্ তাঁর যুগের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ, তিনি আসলে মূর্খ।"

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) বলেন,

'দ্বীন-সম্পর্কিত গভীর, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম জ্ঞানকেই সাধারণতঃ 'ইল্মে ফিক্হ' বলা হয়। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও আদেশ-বিধান এরই অন্তর্ভূক্ত। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই হল ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান।

শারী'আতের যে সব হুকুম-আহকাম জানবার ও বুঝবার জন্য কুর'আন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা, ভাবনা-গবেষণা করে ইজতিহাদের সাহায্যে মত স্থির করতে হয়েছে,তা-ও এই ফিক্হেরই অঙ্গ ও অংশ। এ দৃষ্টিতে 'ইল্মে ফিক্হর দুটি অংশ।

একটি হল– শারী'আতের খুঁটিনাটি বিষয়ের বিধান

আর দ্বিতীয়তটি হল– তৎসংক্রান্ত দলীল ও প্রমাণ।

আর এই দৃষ্টিতে বিস্তারিত ও ভিন্ন ভিন্ন দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব কাজকর্ম বিষয়ে শারী'আতের হুকুম-আহ্কাম যার জানা আছে, তাকেই বলা হয় 'ফকীহ্'।[২৫]

মূলতঃ ইসলামের বিধি-বিধানগুলোর সমষ্টিকে (مجموعة الاحكام) ফিক্হ (الفقه) বলা হয়।[২৬] সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রজ্ঞা তথা ইজতিহাদের ভিত্তিতে (চূড়ান্ত গবেষণা)

"হে ফকীহ্গণ" তোমরা হচ্ছো চিকিৎসক আর আমরা ঔষধ প্রস্তুতকারী (Chemist and druggist) অর্থাৎ মুহাদ্দিসদের কাজ হচ্ছে ভালো ভালো ঔষধ একত্রিত করে সাজিয়ে রাখা। আর ফকীহ্দের কাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঔষধ বাছাই করা, রোগ নির্ণয় করা এবং রোগ ও রোগীর প্রকৃতি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। সাধারণভাবে যদিও এই পার্থক্যটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়; কারণ, ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের একাধারে হাদীস এবং ফিক্হ উভয়ের জ্ঞান অস্বীকার করার উপায় নেই, তবুও প্রত্যেক দলের কাজের ধরণ ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ পার্থক্য বেশ প্রত্যক্ষ করা।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফকীহ্ হবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নতমানের যোগ্যতা, জাতীয় তথা জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি মেযাজ অনুধাবন ক্ষমতা, মাস্লিহাত অর্থাৎ কল্যাণকর ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, রোগ ও রোগীর মনস্তত্ত্বও জানা ইত্যাদি বিষয় অপরিহার্য।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।

২৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, আগস্ট-১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ২৬-২৭; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইনতত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪, ২০০-২১২।

২৬. 'ইলমুল ফিক্হ' (علم الفقه)-এর পাশাপাশি আরো একটি পারিভাষা রয়েছে আর তা' হচ্ছে ইসলামী শারী'আহ (الشريعة الإسلامية)। তবে উভয়ের মধ্যে সার্বিকভাবে কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে এ' বিষয়টি তুলে ধরা হলো :

শারী'আত এবং শার' অর্থ জলাশয়ে কিংবা কূপে যাইবার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ; পরিভাবিক অর্থে ইসলামের আইন-কানূন; ইহার বহুবচন شرائع। 'শারাই' দ্বারা ইসলামী শারী'আতের প্রতিটি বিধান বুঝাইলেও শব্দটি আন্তরিক

Dhaka University Institutional Repository

ও একনিষ্ঠভাবে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন যাপন প্রণালী ও পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন তাই হল 'ইল্‌মু ফিক্‌হ' তথা ফিক্‌হ শাস্ত্র।

কার্যত শারী'আত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। শির'আত শব্দটি দ্বারা প্রচলিত রীতিনীতি বুঝায়। শব্দটি এক্ষণে অপ্রচলিত হইলেও উহা শারী'আত শব্দের সমার্থকবাচক। শারি' (شارع, বিধানদাতা) শব্দ পারিভাষিক অর্থে রাসূল –কারীম (স.) –কে বুঝায়, কারণ তিনি শারী'আতের প্রচারক। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝায়; কারণ তিনিই প্রকৃত বিধানদাতা। মাশ্‌রূ' (مشروع, বিহিত) শব্দ দ্বারা যে সমস্ত বিষয় ইসলামে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং শারী'আত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বুঝায়। যাহা কিছু শারী'আতের সহিত সম্পর্কিত অথবা যাহা উহার সহিত সঙ্গতি রাখে অথবা যাহা শারী'আত সঙ্গত তাহাকে শারঈ' (شرعى) বলে। প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. শারী'আহ বলতে বুঝায়, কুর'আনের নুসুস (দলীল), যা ওহীর মাধ্যমে রসূল (স.) পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে ফিক্‌হ এর অর্থ হচ্ছে–

'আলিমগণ শারী'আতের উদ্ধৃতি হতে যা উপলব্ধি করেন তথা কুর'আন ও হাদীসের উদ্ধৃতির আলোকে যা গবেষণা করেন এবং ঐ উদ্ধৃতি এর উপর ভিত্তি করে তাদের গবেষণার নীতি নির্ধারণ করেন।

২. অনুরূপভাবে শারী'আহ বলতে সুন্নাহ্ তথা রাসূলের (স.) বাণী ও কার্যকলাপকেও বুঝায়। কারণ সুন্নাহ্ হল, কুর'আনের ব্যাখ্যা এবং কুর'আনের নির্দেশাবলী কর্মে প্রতিফলন ঘটান। কেননা রাসূলের (স) হাদীস ও তার ক্রিয়াকর্ম প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনে কুর'আনী জিন্দেগীর প্রতিফলন। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحى - অর্থাৎ– তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণে কথা বলেন না এবং যা বলেন তা সবই অহী। (সূরা : নাজম, আয়াত : ৩-৪)

ফিক্‌হ হল– ফকীহ্‌গণের গবেষণা যার মাধ্যমে তাঁরা শারী'আত অনুধাবন করেন এবং শারী'আতের উদ্ধৃতির মাধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

৩. শারী'আহ বলতে ইসলামী 'আকীদাকে (العقيدة الإسلامية) বুঝায়, যার সম্পূর্ণটাই সঠিক এবং যাতে রদবদল নেই।

ফিক্‌হ হল– ফকীহ্‌গণের অনুধাবন ও তাঁদের অভিমত। ফকীহ্‌গণের ধারণা শুদ্ধও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। আবার ফকীহ্‌গণের বুঝ পরস্পর বিরোধীও হতে পারে।

৪. শারী'আহ হচ্ছে ইসলামী 'আইন ও নীতিশাস্ত্রের সমন্বয়।

৫. শারী'আতের উদ্ধৃতি সবই সঠিক ও শুদ্ধ। শারী'আতের উদ্ধৃতি ক্বাতয়ী (قطعى) বা অকাট্য আর ফিক্‌হ হল জন্নী (ظنى) বা ধারণা নির্ভর।

৬. যে পারিভাষিক প্রতিশব্দে ইসলামী আইনকে চিহ্নিত করা হয় তাঁর নাম শারী'আত। যে বিজ্ঞান এবং দর্শনের উপর শারী'আহ-এর বুনিয়াদ, তার নাম ফিক্‌হ। যিনি ফিক্‌হে বিশেষজ্ঞ তাকে বলা হয় ফকীহ্।

এ' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.)-এর বিশ্লেষণটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

'শারী'আত' শব্দটি আভিধানিক অর্থে সেই পানি বোঝায়, যেখানে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং একত্রিত হয়ে তা পান করে। আর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে,

الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الَّتِي يُقْبَلُ بِهَا الْمُتَمَسِّكُوْنَ بِهَا هِدَايَةً وَتَوْفِيقًا -

"– এক সুদৃঢ় ঋজুপথ, যদ্দারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হেদায়েত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে।' এদু'টি জিনিসই মানুষের পিপাসা নিবৃত্ত করে বলে এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য স্পষ্ট।

ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিতে 'শারী'আত' বলতে বুঝায় সে সব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারী করেছেন। জারী করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে তদানুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়

ফিকহশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ (الشريعة الاسلامية) এর প্রতিষ্ঠিত আহকাম তথা বিধি-বিধান অনুযায়ী বান্দাহ ও তার জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলী। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক, নৈতিক, 'ইবাদাত ও মু'আমিলাত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে শার'ঈ বিধান মেনে চলার জন্য চিন্তা-গবেষণা ও অবগত হওয়াই হচ্ছে এ শাস্ত্রের মূল বিবেচ্য বিষয়।[২৭] আদিযুগে ফিক্‌হশাস্ত্র-এর পরিধি তথা বিষয়বস্তু ছিল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো। যথা ঃ ১. ইলাহিয়্যাত, ২. তরীকাত, ৩. শারী'আত, ৪. মা'রিফাত। পরবর্তীতে আধুনিক কালে এসে উহার অর্থে আরো ব্যপকতা লাভ করে।[২৮] বস্তুতঃ শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় নিম্নের ৬টি বিষয়ই ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়।[২৯] যথা :

'আমল করবে এবং তদানুরূপ জীবন যাপন করবে। এই আদেশ-নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে কতকগুলো কাজ পর্যায়ের, হতে পারে আকীদা-বিশ্বাস পর্যায়ের এবং চরিত্র ও নৈতিকতা পর্যায়ের। এ আদেশ-নিষেধ-নির্দেশ সমন্বিত বিধান অত্যন্ত দৃঢ় ও সুষ্ঠু ভিত্তিক। হৃদয়-মন, জীবন ও বিবেক-বুদ্ধির পরিচর্যা ও চরিতার্থতার এ-ই হচ্ছে একমাত্র পথ।

শারী'আত আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল :

إخْرَاجُ النَّاسِ مِنْ دَوَاعِي الْهَوى وَالشَّهَوَاتِ إلى دَائِرَةِ الْإِنْصَافِ وَالْحَقِّ حَتّى تَتَحَقَّقَ خِلَافَةُ اللهِ فِيْ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيْحِ -

ইসলামী শরীয়াতের তিনটি বড় বড় দিক রয়েছে :

(১) اَلْأَحْكَامُ الْإِعْتِقَادِيَّةُ –আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়ম-বিধান

(২) اَلْأَحْكَامُ الْخُلُقِيَّةُ –নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় রীতি-নীতি

(৩) اَلْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ –বাস্তব কাজ-কর্ম সংক্রান্ত আইন ও বিধান

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তে উৎস*, পৃ. ৯-২০।

২৭. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, *ইলমু উসূলিল ফিকহ* (علم اصول الفقه) (কায়রো : পঞ্চদশ সংস্করণ ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ১২-১৩; লেখকমন্ডলী, গবেষণা পত্র সংসকলন-১ (ঢাকা গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর-২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ১৪২।

২৮. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৪।

এ সম্পর্কে ড. যুহাইলী বলেন, 'আকীদা-বিশ্বাস (إعتقادات) আখলাক-তাসাউফ (وحدانيات) এবং সালাত, সাওম, বেচা-কেনা ইত্যাদি (عمليات) সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে তখন 'আকাঈদ সম্পর্কিত ইলমের নাম হয় ইলমুল কালাম। আধ্যাত্মিক সম্পর্কিত জ্ঞানের নাম হয় ইলমুত তাসাউফ এবং 'আমল সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় ইলমুল ফিক্‌হ। দ্র. ড. যুহাইলী, *আল ফিকহিল ইসলামী, ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬; কাওয়াইদুল ফিকহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

২৯. ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিক্‌হ (فقه), 'ইল্‌ম (علم), ঈমান (ايمان), তাওহীদ (توحيد), হিকমাত (حكمة) প্রভৃতি শব্দ فقه অর্থে ব্যবহৃত হতো। পবরর্তীতে এসব শব্দের অর্থগত পার্থক্য সূচিত হয়। প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থসমূহে ইলম (علم) ও ফিক্‌হ (فقه) শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সময় আল-কুর'আন, তাফসীর, মহানবী (স.) ও সাহাবীদের হাদীস ও আসার এবং আইন বিষয়ক সিদ্ধান্তের নির্ভুল জ্ঞানকে 'ইল্‌ম

Dhaka University Institutional Repository

১. 'ইবাদাত (عِبَادَتْ)

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে গভীর সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষাকারী বিষয় হলো 'ইবাদত।[৩০]

২. মু'আমালাত (مُعَامَلاَتْ)

পারস্পরিক লেনদেন। যেমন : অর্থনৈতিক লেন-দেন, বেচা-কেনা, ধার-কর্য, আমানত, যামানত ইত্যাদি।

বলা হতো। পক্ষান্তরে, বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগকে বলা হতো ফিক্হ। এভাবে স্বাধীন বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে উদ্ভূত 'রায়' 'ফিক্হ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৯৪ হি./৭১২-১৩ সালে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, 'উরওয়া ইবনুয-যুবায়র, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান, 'আলী ইবন হুসায়ন ইবন 'আলী প্রমুখ ফকীহ্ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এই বছরকে سنة الفقهاء (ফকীহ্দের সাল) নামে অভিহিত করা হয়। আল-কুর'আনের من يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا অর্থাৎ– যাকে হিকমত দান করা হয় সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (২ : ২৬৯) শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খ্রী.) বলেন : আল-কুর'আন, আল-'ইলম, আল-ফিক্হ প্রভৃতি আল-হিকমত (الحكمة)-এর অন্তর্গত। আব্বাসী খলীফা হারুন-অর-রশীদ (মৃ. ১৯৩ হি./৮০৯ খ্রী).) সংশয়াপন্ন মাস'আলায় ফয়সালা দান اولو الفقه فى دين الله (আল্লাহর দ্বীন বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন) ও اولو العلم بكتاب الله (আল্লাহর কিতাবে পাণ্ডিত্যের অধিকারী)-এর সাথে পরামর্শ গ্রহণের জন্য খুরাসানের শাসনকর্তা হারসামাকে নির্দেশ দেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আলিম ও ফকীহ্-এর মাঝে পার্থক্য বিধান করা হতো। এ যুগে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর جيد الحديث (হাদীসশাস্ত্রে পণ্ডিত) এবং 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস اعلم وافقه (প্রখ্যাত 'আলিম ও প্রখ্যাত ফকীহ্) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পক্ষান্তরে, যায়দ ইবন সাবিত (মৃ. ৪৫ হিঃ/৬৬৫ খ্রীঃ) فقيه فى الدين (দ্বীন বিষয়ে পণ্ডিত) ও عالم فى السنة (সুন্নাহ্ বিষয়ে পণ্ডিত) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম আবূ সাওর (মৃ. ২৪০ হি./৮৫৪ খ্রী.) সম্পর্কে ইবন হিব্বান বলেন : كان احد أئمة الدنيا فقيها وعلما (ফিক্হ ও 'ইল্ম বিষয়ে পৃথিবীর প্রখ্যাত ইমামদের অন্যতম)।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, পৃ. ১০২-১০৩; Hasan, *The early development of Islamic juris prudence.* P-4; আল তাবারী, *জামি' আল বয়ান*, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৬; Goldziher, Ignaz : *Muslim Studies*, Edited by S. M. Stern, (London : 1971) P- 75; আয যাহাবী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, *কিতাবু তাযকিরাতিল হুফফায* (হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ আল- উসমানিয়াহ, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ), ২য় খন্ড, পৃ. ৫১২।

৩০ .সুন্নী মুসলিমগণের মতে ইসলাম ৫টি রুকন-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলি হইল 'শাহাদাত বা ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ।' ঈমান সাধারণত ফিক্হ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয় না। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন এত অধিক যে, পরবর্তীকালে ঈমান 'ইল্ম কালাম নামে একটি বিশেষ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। অন্য চারিটি আরকান তাহারাত (পবিত্রতা, ইসমা'ঈলীগণ ইহাকে আর একটি রুকন বলিয়া মনে করে)-সহ পঞ্চ ইবাদাত নামে কথিত হয়। ঐতিহ্যগত বিন্যাস অনুসারে হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহে প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতে এই পাঁচটি ইবাদাত আলোচিত হয়। অতঃপর থাকে অন্যান্য বিষয়, যথা : চুক্তি, দায়ভাগ, বিবাহ ও পারিবারিক আইন, ফৌজদারী আইন, জিহাদ এবং সাধারণভাবে অমুসলিমদের সহিত ব্যবহার, খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন, কারবানী ও পশু যবাহ্, প্রতিজ্ঞা ও শপথ, বিচার পদ্ধতি ও সাক্ষ্য দান, দাসমুক্তি প্রভৃতি। শাফি'ঈগণ সাধারণত এইভাবেই ফিক্হী বিষয়সমূহের বিন্যাস করেন। যাহা হউক, সকল বিন্যাস পদ্ধতিই মোটামুটি একই প্রকার এবং দ্বিতীয় শতকের হাদীস বিন্যাস প্রণালীর উপর ন্যস্ত।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মুনাকিহাত (مُنَاكِحَاتُ)

বৈবাহিক বিষয়াদি। অর্থাৎ : মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানূন। যেমন– বিবাহ, তালাক, ‘ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়্যাত, উত্তরাধিকারসত্ত্ব ইত্যাদি।

৪. ‘উকূবাত (عُقُوبَاتُ)

অপরাধ ও শাস্তি তথা ‘আদালত ও ফৌজদারী বিধি-বিধান সংক্রান্ত। যেমন : হত্যা, চুরি, যিনা, দুর্নাম, অপবাদ এবং হুদূদ (শাস্তি), কিসাস (মৃত্যুদন্ড) ও দিয়াত (রক্তপণ) ইত্যাদি বিষয়ক আইন-কানূন।

৫. মুখাসামাত (مُخَاصَمَاتُ)

ফৌজদারী বিধান ও বিচার-ফয়সালা সংক্রান্ত বিষয়।

৬. হুকূমত ও খিলাফত (حُكُوْمَاتُ و خِلافت)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, সন্ধি-চুক্তি, যুদ্ধের নিয়ম-কানূন ও রাষ্ট্রীয় পদ মর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি।[৩১]

অতএব, ইলমে ফিক্হর এর আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু হল : أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ التَّكَالِيْفِ অর্থাৎ শরীয়াতের বিধি-বিধান যার উপর প্রযোজ্য এমন বান্দার কার্যাবলী। কেননা ফিক্হ শাস্ত্রে বান্দাহর কার্যাবলীর প্রাসঙ্গিক অবস্থার আলোচনা হয়ে থাকে। আর বান্দার কাজ হল– ১. ‘ইবাদত, ২. মু‘আমালাত (লেনদেন) ৩. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ইত্যাদি। এগুলো আবার– ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নাত ৪. মুবাহ ৫. হালাল ও ৬. হারাম ইত্যাদি রূপে বিভক্ত।[৩২]

---

৩১. আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪; মুহাম্মদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ৩১-৩২।

৩২. এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

ইসলামী মূল্যায়ন পদ্ধতি শারী‘আত কর্তৃক সমস্ত কাজকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহাদিগকে আল্-আহ্কামুল-খাম্সা বলা হয়। যথা : (১) ফার্দ ‘আইন (ব্যক্তিগত ফরয) এবং ফার্দ কিফায়া (সমষ্টিগত ফরয অর্থাৎ যাহা মহল্লার সকলের উপর ফরয কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক উহা পালন করিলে সকলের ফরয আদায় হয়), যথা : মৃতের কাফন-দাফন। নিম্নলিখিত শ্রেণীতেও অনুরূপ বিভাগ অনুসৃত হইয়াছে; (২) পুণ্যজনক (সুন্নাত) সাধারণ রীতি, [এই অর্থে সুন্নাতকে রাসুল কারীম (সা.)-এর সুন্নাত-এর সহিত মিশ্রিত করা উচিত হইবে না, উহা উসূলুল-ফিক্হের একটি সূত্র], মান্দুব (প্রশংসিত), মুস্তাহাব্ব (বাঞ্ছনীয়), নাফ্ল বা নাফিলা (ঐচ্ছিক পুণ্যজনক কাজ); ইহাকে তাতাব্বু (تطوع) বলে অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ না করিলে শাস্তি হইবে না কিন্তু উহা করিলে পুরস্কারযোগ্য হয়; (৩) নিরপেক্ষ (মুবাহ বা মুরাখ্খাস) অর্থাৎ যে সকল কাজ করা বা না করা সম্বন্ধে শারী‘আতে নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নাই এবং যে সকল কাজের জন্য কোন পূন্যও নাই, কোন শাস্তিও নাই; মুবাহ্কে আইন বা অনুমতি প্রাপ্ত এবং হালাল (বৈধ) অর্থাৎ যাহা হারাম নহে হইতে পার্থক্য করিতে হইবে; (৪) দুষণীয় (মাক্রূহ) অর্থাৎ যে সকল কাজের জন্য কোন নির্ধারিত শাস্তি না থাকিলেও তাহা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থিত নহে। পরবর্তী যুগের শাফি‘ঈগণ মাক্রূহ শব্দটিকে আর একটি কোমলতার আকার দিয়া ‘খিলাফু’ল-আওলা’ অর্থাৎ ‘উত্তমের ব্যতিক্রম’ শব্দ ব্যবহার করেন। তেমনি আওলা (উত্তম) নিরপেক্ষ ও পুণ্যজনক কার্যের

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে ড. যুহায়লী বলেন,

ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো– মুকাল্লাফ তথা বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম (আমল)। বালিগ, জ্ঞানবান তথা মুকাল্লাফ ব্যক্তির কর্মের স্তর-পরিধি ও ক্ষেত্র নিয়েই এ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় এবং সেটি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান, মুবাহ, জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম, মাকরূহে তাহরীমী, মাকরূহে তানযিহী ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনটি কোনটির অন্তর্ভূক্ত তা নির্দেশ করা হয়। সুতরাং শরীআহর বিধান প্রযোজ্য ব্যক্তির মুকাল্লাফ কর্ম (আমল) হচ্ছে এ শাস্ত্রের মূল বিষয় বস্তু।[৩৩]

ফিক্‌হ -এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (غرض علم الفقه)

ফিক্‌হশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দাহর অধিকারসমূহ (حق الله وحق العباد) সম্পর্কে অবগত হয়ে তদানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। আর উক্ত বিষয়গুলো অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমলকরতঃ আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ (الفوز سعادة الدارين) অর্জন করা।[৩৪]

ফিক্‌হের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এটিকে (علم الفقه) ইলমুল আহকাম (علم الأحكام), ইলমুল ফাতাওয়া (علم الفتوى) ও ইলমুল আখিরাতও (علم الآخرة) বলা হয়।[৩৫]

মধ্যবর্তী; (৫) নিষিদ্ধ (হারাম, মাহ্‌জুর) অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ আল্লাহর শাস্তির যোগ্য। ইহার বিভিন্ন দিক হইল, 'পাপ' (মাসিয়া, ইছ্‌ম), 'মহাপাপ' (কাবাইর), 'ক্ষুদ্র পাপ' (সাগাইর) এবং 'সীমালঙ্ঘন' (তা'আদ্দী)। আইন কর্তৃক ইঙ্গিত কার্যকে বলা হয় মাত্‌লুব, ইহা ফারদ; সুন্নাত অথবা আওলা হইতে পারে। উপরিউক্ত শ্রেণীগুলির আরও শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে।

দ্র. *ফাতাওয়া ও মাসায়েল*, সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম খন্ড, মে- ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৫-৬।

৩৩. ড. যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতহু* (الفقه الاسلامى وادلته), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫ হতে উদ্ধৃত।

৩৪. *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ*, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; আল বাহরুর রাইক, (কোয়েটা : মাকতাবায়ে রাশিদিয়্যাহ), ১ম খণ্ড, পৃ.৭। এসম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য :

শরীয়াত পালনে প্রস্তুত লোকদের প্রথম কর্তব্য আল্লাহর ইবাদাত করা এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় কর্তব্য তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা। আর এ দ্বিমুখী কাজের জন্যেই মানুষ আইন ও নিয়ম-বিধানের মুখাপেক্ষী। প্রকৃতি-বিকাশের ন্যায় আইন প্রণয়নের এটা সর্বশেষ পর্যায়। তা এভাবে : প্রথমে মানুষের আকীদা বিশ্বাসকে সংশোধন ও সুষ্ঠুরূপে গড়ার পর তদনুযায়ী তাদের চরিত্র গঠন করতে হবে। এহল মানব সমাজ সংশোধন ও সংগঠনের সর্বপ্রথম কাজ। তারপর মানুষকে তৈরী করতে হবে বাস্তব কর্ম-জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান পালন করার জন্য, তাকে বানাতে হবে শরীয়াতের অনুগত ও অনুসারী। এ ক্ষেত্রটি তিনটি দিকে পরিব্যাপ্ত। একটি হল মানুষের কথা-পারস্পরিক কথা-বার্তা ও কথোপকথন। দ্বিতীয় হল মানুষের কাজ যা সে সম্পাদন করে এবং তৃতীয় হল হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা প্রয়োগ, অর্থাৎ যে সব কাজে মানুষের আধিপত্য স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়। আর এই সবই হচ্ছে ইসলামী ফিক্‌হ-শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত। ফিক্‌হর পরিভাষায় এর একটা সাধারণ নাম হল افعال المكلفين 'শরীয়াত পালনে বাধ্য লোকদের কার্যাবলী।'

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস, পৃ. ৯-২০;* আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, পৃ. ১১৪-১১৫।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

একজন মু'মিনের জীবনে ফিক্হ শাস্ত্র-এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, একমাত্র ফিক্হ শাস্ত্রেই বিস্তারিতভাবে একজন মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। মু'মিন জীবনের করণীয় ও বর্জনীয় তথা কোন কাজ তার জন্যে ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নত, কোনটি নফল এবং কোনটি হারাম ইত্যাদি কেবল ফিক্হ শাস্ত্রেই সহজে পাওয়া যায়।[৩৬]

'ফিক্হ'-এর ন্যায় অন্য কোন 'ইল্ম মুসলমানদের নিকট অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগেই ফিক্হকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে ফিক্হ শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে ও ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ দিতেন।[৩৭]

কুর'আন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল কিছুই বিদ্যমান। কিন্তু, কুর'আন-সুন্নাহ্ থেকে এর বিধি-বিধান উদ্ধার করা সর্বসাধারণের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব। সঙ্গত কারণেই عِلْمُ الْفِقْهِ -এর গুরুত্ব সর্বাধিক। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

---

৩৬. প্রকাশ্য বিচার্য হিসাবে শারী'আত আল্লাহ্ এবং মানুষের সহিত মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ককে প্রধানত বিধিবদ্ধ করে; কিন্তু ইহা দ্বারা অভ্যন্তরীন অনুভূতি এবং অভ্যন্তরীণ মনোভাবগুলিকে সব সময় লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি অনেক শার'ঈ কার্যে যে নিয়্যাত (সংকল্প)-এর প্রয়োজন হয় তাহাতে অন্তরের সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। আল-গাযালীর ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং স্বয়ং ফাকীহ্গণও বলেন যে, শুধু শারী'আতের বিধি-নিষেধ মান্য করাই যথেষ্ট নহে। শারী'আত সম্পর্কে সুফীদের মনোভাব এই মতের সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারী'আত সূফীর যাত্রাপথে প্রথম ধাপমাত্র। উন্নততর ধর্মীয় জীবনযাত্রার জন্য ইহাকে একটি অপরিহার্য ভিত্তিরূপে মনে করা হয়, কারণ উন্নত জীবন দ্বারাই শারী'আতের সার্থকতাকে মার্জিত ও উন্নীত করা যাইতে পারে [এইভাবে শারী'আত ও হাকীকাত পরস্পর সম্পূরক জোড়া]। মোটকথা, ইসলামী চিন্তাধারায় শারী'আত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং উহা মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা।

আল্লাহর আইন তা'আব্বুদী অর্থাৎ আল্লাহ্র দাসরূপে মানুষকে উহা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন প্রজ্ঞাসম্মত বিষয়। শারী'আতের মূলনীতিগুলি আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত দীর্ঘ দিনে নানা কারণ পরম্পরায় ভিতর দিয়া মুসলিম আইন ক্রমশ বিকশিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহার আইনের তাৎপর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে মানুষকে অনুমতি দিয়াছেন। এইজন্য ইসলামী আইনের গূঢ় অর্থ ও উহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রায়শই উল্লেখ দেখা যায়।

এই কারণেই আধুনিক অর্থে শারী'আতকে আইন বলা যায় না, ইহার বিষয়বস্তুর কারণেও নহে। ইহা হইল ইসলাম অনুসারীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান যাহা তাহাদের সমগ্র ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনকে অভ্রান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোন প্রকার সীমারেখা স্বীকার করে না। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে তাহাদের কার্যকেও ইসলাম অবাধ চলিতে দেয়। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে অমুসলিমদের উপর শুধু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই শারী'আত প্রযোজ্য হয়। এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রের বাহিরে মুসলিমগণও শারী'আতের কতকগুলি বিধান পালনে বাধ্য নহে। সুতরাং কোন কোন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র শারী'আতের বিধানের প্রয়োগ সীমিত হয়।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

৩৭. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, (রিয়াদ : আদ দারুল আলামিয়্যাহ লিল কিতাবিল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশ– ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২১।*

Dhaka University Institutional Repository

فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون -[৩৮]

"– (কি হলো মু'মিনদের!) তাদের প্রত্যেক দলের মধ্য হতে একটি সম্প্রদায় দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে কেন বের হচ্ছে না? যেন তারা শিক্ষা শেষে ফিরে এসে স্বজাতির লোকদেরকে সতর্ক করতে পারে।"

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين -[৩৯]

"–আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের (ইসলামের) বুৎপত্তি দান করেন।"

ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন,

لكل شيئ عماد وعماد هذا الدين الفقه -[৪০]

"–প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি ভিত্তি থাকে, আর এই দ্বীনের (ইসলামের) ভিত্তি হলো– ইলমুল ফিক্‌হ (ফিক্‌হ শাস্ত্র)।"

কুর'আন ও হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এর মূল লক্ষ্য হলো দ্বীনের প্রয়োজনীয় আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ফিক্‌হশাস্ত্র হচ্ছে ইসলামী শারী'আহ-এর জ্ঞানভাণ্ডার। কাজেই যারা কুর'আন ও হাদীস থেকে আহকাম নির্গত করার ক্ষমতা রাখেন না, তাদের জন্যে 'ইলমুল ফিক্‌হ' (ফিক্‌হ শাস্ত্র) অধ্যয়ন জরুরী।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল, হারাম, পবিত্রতা-অপবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান আমরা ফিক্‌হ থেকে অর্জন করতে পারি।

---

৩৮. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত- ৯ : ১২২।

৩৯. আল-হাদীস, মিশকাত শরীফ, কিতাবুল 'ইলম।

৪০. বায়হাকী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : উসূলুল-ফিক্‌হ পরিচিতি (تعريف أصول الفقه)

উসূলুল-ফিক্‌হের প্রতিপাদ্য বিষয়
উসূলুল-ফিক্‌হের আলোচ্য বিষয়
উসূলুল-ফিক্‌হের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
উসূলুল-ফিক্‌হের উৎপত্তি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : উসূলুল ফিক্‌হ পরিচিতি (تعريف اصول الفقه)

ফিক্‌হ (فقه) ও উসূলুল-ফিক্‌হ (أصول الفقه) দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের নাম, যা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফিক্‌হ (فقه) হচ্ছে ইসলামী আইনশাস্ত্র। আর উসূলুল-ফিক্‌হ (أصول الفقه) হচ্ছে ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি-মালা। আহকামে শারী'আহ (الاحكام الشرعية) তথা ইসলামী বিধি-বিধান উদ্ভাবন এবং তা অনুসরণের ক্ষেত্রে এটির নীতিমালা ও দলীল-প্রমাণাদি জানা অপরিহার্য। আর এসব নীতিমালা ও দলীল বিষয়ক জ্ঞান বা শাস্ত্রই হচ্ছে মূলতঃ উসূলুল ফিক্‌হ (أصول الفقة)। ফিক্‌হ-সংকলন ও সম্পাদনার পাশাপাশি এর উৎস ও দলীল–প্রমাণ দ্বারা মাস'আলা-মাসাইল সংগ্রহ ও উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতি নির্ণয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উসূল (اصول)-এর মূলনীতির আলোকেই আহকামের বিভিন্ন স্তর তথা ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম, মুবাহ্-মাকরূহ প্রভৃতি নিরূপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

'উসূল' (أصول) শব্দটি 'আস্‌লুন' (أَصْلٌ) শব্দের বহুবচন। আসলুন (أصل) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– 'মূল' বা 'ভিত্তি'। যে বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয় তাকে বলে 'আস্‌ল'।[৪১]

---

৪১. দ্র. ড. তাহাজাবির আল আলওয়াবী, ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ হতে উদ্ধৃত।

أُصُوْلُ الْفِقْهِ –এর সংজ্ঞা দুভাবে দেয়া যায়। যথা ঃ ১. تَعْرِيْفٌ إِضَافِيٌّ - সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা, ২. تَعْرِيْفٌ لَقَبِيٌّ -পদবী পদীয় সংজ্ঞা।

تَعْرِيْفٌ إِضَافِيٌّ হচ্ছে مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ -এর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করা। আর تَعْرِيْفٌ لَقَبِيٌّ হচ্ছে مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ -এর সমন্বয়ে যে শাস্ত্রকে বোঝায়, উহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা।

تَعْرِيْفٌ اصافى (সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা) : "أُصُوْلُ الْفِقْهِ" দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। একটি হচ্ছে أُصُوْلُ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে اَلْفِقْهُ।

উসূল (أُصُوْلُ) শব্দটি আ'সল (أَصْلٌ)-এর বহুবচন। আসল (اصل) আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয় (مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ)। যেমন– দেয়াল হচ্ছে ছাদের জন্যে أَصْلٌ কেননা, ছাদের ভিত্তি দেয়ালের ওপর রাখা হয়েছে। অনুরূপ সন্তানদের জন্যে পিতা হচ্ছেন أَصْلٌ বা মূল। পরিভাষায় যে নীতিমালার জ্ঞান ফিক্‌হ শাস্ত্রের আইনসমূহ দলীল প্রমাণ দ্বারা উদঘাটন করতে সাহায্য করে তাকে উসূলুল ফিক্‌হ (اصول الفقه) বলে।

"فِقْهٌ" শব্দটি বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ এর মাসদার। فِقْهٌ-এর আভিধানিক অর্থ– বুঝা, অবগত হওয়া, বিদীর্ণ করা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি। আল্-কুর'আনে ফিক্‌হ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ "–কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না।"

ইলমুল ফিক্‌হের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ইসলামী আইনবিদগণ বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ স্থানে 'উসূলুল-ফিক্‌হ' কে বুঝার জন্য উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা তুলে ধরছি :

'ফিক্‌হ' বলতে বুঝায়–اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ "–বিস্তারিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে উদঘাটিত শরীয়তের আমল সংক্রান্ত বিধানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।"

Dhaka University Institutional Repository

উসূলবিদগণ (ইসলামী আইন তত্ত্ববিদগণ) উসূলূল-ফিক্‌হ-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন,

هُوَ عِلْمٌ بِقَواعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى إِسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ دَلَائِلِهَا -

"উসূলুল ফিক্‌হ হলো এমন কতিপয় নীতিমালা জানার নাম, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদঘাটন করা যায়।"[৪২]

'আব্দুল ওহাব খাল্লাফ (র.) বলেন,

"ইসলামী শারী'আতের দলীল সংক্রান্ত সেসব মূলনীতি সম্বলিত জ্ঞান যা থেকে শারী'আতের বিধি-বিধান আহরণ করা হয়।[৪৩]

ড. হাসান আলী আশ্ শায়িলী (র.) বলেন, উসূলূল ফিক্‌হ (اصول الفقه) হচ্ছে,

القراعد الكلية التى يتوصل بها مجتهد الى إستنباط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية -

"–এমন সব সামগ্রিক মূলনীতি যদ্বারা মুজতাহিদ ব্যক্তি শারঈ' 'আমলী বিধি-বিধানগুলো উহার বিস্তারিত দলীল হতে উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়।[88]

উসূলুল ফিক্‌হ (اصول الفقه) সম্পর্কে ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী বলেন,

"The science of source Methodology in Islamic Jurisprudence 'Usal-al-Fiqh' has been defined as the aggregate, considered per se, of legal proofs and evidence that when studied properly, will lead either to certain knowledge of shari'ah ruling or to at least a reasonable assumption concerning the same; the manner by which such proofs are adduced and the status of the adducer."[৪৫]

কেউ কেউ বলেন, اَلْفِقْهُ هُوَ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِى الْاِسْلَامِ "– ইসলামের বিধিবদ্ধ আইনসমূহের সমষ্টিকে ফিক্‌হ বলা হয়।"

মোদ্দাকথা হচ্ছে, فِقْه হলো শরীয়তের বিধান। আর اُصُوْلُ الْفِقْهِ বিধানের দলিলসমূহ তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াস।

দ্র. ড. আ. ক. ম.. আবদুল কাদের ইমাম মালিকও তাঁর ফিকহ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

৪২. মুসাল্লিমুস সুবুত; ডা. তাহা জাবির আল আওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ হতে উদ্ধৃত।

৪৩. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ (কুয়েত : দারুল কলম, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ১২, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০ হতে উদ্ধৃত।

৪৪. ড. হাসান 'আলী আশ্-শায়িলী, আল্-মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী (দারুত তাবা'আ আল হাদীসাহ) পৃ. ৪১৬; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩ হতে উদ্ধৃত।

৪৫. Cf : Dr. Taha Jabir al 'Alwani, Usul Al-Fiqh Al Islami, Translated by Yusuf Talal Deloreuzo and A.S. Al Shaikh-Ali (Herndon : The International Institute of Islamic Thought, U.S.A, 1935) P-1.

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন,

علم أصول الفقه بانه مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها ـ

"যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের সকল শাখা সম্পর্কে এবং তার সমর্থনে প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, উহার অবস্থা ও তা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায় তাকে উসূলুল-ফিক্‌হ বলে"।[৪৬]

মোহাম্মদ হাশেম কামালী 'উসূলুল ফিক্‌হ' (Principle of Islamic Jurisprudenc)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

Usul al-fiqh, or the roots of Islamic law, expounds the indications and methods by which the rules of fiqh are deduced from their sources. These indications are found mainly in the Qur'an and Sunnah, which are the principele sources of the Shari'ah. The rules of fiqh are thus derived from the Qur'an and Sunnah in conformity with a body of principles and methods, which are collectively known as usul al-fiqh. Some writers have described usul al-fiqh as the methodology of law, a description which is accurate but incomplete. Although the methods of interpretation and deduction are of primary concern to usul al-fiqh, the latter is not exclusively devoted to methodology. To say that usul al-fiqh is the science of the sources and methodology of the law is accurate in the sense that the Qur'an and Sunnah constitute the sources as well as the subject matter to which the methodology of usul al-fiqh is applied.[47]

---

৪৬ . ফখরুদ্দীন আল রাযী, আল মাহ্‌সূল ফী 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ, সম্পাদক– ড. তাহা জাবির আল 'আলওয়ানী, (রিয়াদ : ইমাম ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ– ১৯৭৯; ১ম খন্ড) পৃ. ৯৪।

৪৭ . Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic jurispruudence, UK: (The Islamic texts society prevised adition, 5 Green Street, Cambridge, 1991) P-1, ৭. এ সম্পর্কে আলো বলেন–

The Qur'an and Sunnah themselves, however, contain very little by way of methodology, but rather provide the indications from which the rules of Shariah can be deduced. The methodology of usul al-fiqh really refers to methods of reasoning such as analogy (qiysa), juristic preference (istihsan), presumption of continuity (istishab) and the rules of interpretation and deduction. These are designed to serve as an aid to the correct under standing of the sources and ijtihad.......................Following the establishment of the madhahib the ulema of the various schools adopted two different approaches to the study of usul al-fiqh, one of which is theoretical and the other deductive. The main difference between

Dhaka University Institutional Repository

উসূলুল ফিক্‌হ-এর উৎপত্তি

উসূলে ফিক্‌হ (আইনতত্ত্ব) সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সর্বপ্রথম যিনি রচনা করেন তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ (র.) (১৫০-২০৪ হি.)। 'উসূল' (اصـول) সম্পর্কিত তাঁর রচিত গ্রন্থটি 'রিসালাহ' (رسـالة) নামে পরিচিতি[৪৮] অবশ্যই ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃত্যু-১৮৩ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) (মৃত্যু-১৮৯ হিজরী) اُصـُـوْلُ الـفِـقْـهِ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইবনুন নাদীম (র.) রিসালাহ গ্রন্থের পরবর্তীতে উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃ. ২৩৩ হিজরী) রচিত আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ (الناسخ والمنسـوخ) এবং আস-সুন্নাহ (الـسـنة) গ্রন্থ দুটিও অন্তর্ভূক্ত।

পরবর্তী ফকীহ্‌গণ ইমাম শাফি'ঈ পথ অবলম্বনে উসূলুল-ফিক্‌হ اُصـُـوْلُ الـفِـقْـهِ -এর ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্যে ইমাম শাফি'ঈ (র.) কে اُصـُـوْلُ الـفِـقْـهِ -এর আবিষ্কারক (مـوجـد) বলা হয়।[৪৯]

---

these approaches is one of orientation rather than substance. Whereas the former is primarily concerned with the exposition of theoretical doctrines, the latter is pragmatic in the sense that theory is formulated in light of its application to relevant issues.

Cf: Ibid, P.

৪৮. ড. তাহা জাবির, *আল আলওয়ামী উসূলু ফিক্‌হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

৪৯. যে সকল জ্ঞান থেকে উসূলে ফিক্‌হ তাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করেছে, সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"উসূলে ফিক্‌হ" জ্ঞানের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাখা। অবশ্য এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে বিবেচ্য কতগুলো মৌলকথার (মুকাদ্দিমাহ) উপর প্রতিষ্ঠিত, যার জ্ঞান ছাড়া ইসলামী আইনবিদগণ এক পা'ও অগ্রসর হতে পারেন না। এ মৌলিকথাগুলো এসেছে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস থেকে। যেমন : (১) এ্যারিস্টটলার তর্কশাস্ত্র, (২) ইলমুল-কালাম (৩) ভাষা তাত্ত্বিক জ্ঞান, (৪) কুর'আন সুন্নাহ্ ও তদসংশ্লিষ্ট জ্ঞান (৫) কুর্'আন-সুন্নাহ্‌র দলীল।

(১) কিছু কিছু মৌলকথা এসেছে এ্যারিস্টটলীয় তর্কশাস্ত্র থেকে, যা সাধারণত ধর্ম-দর্শনের লেখকগণ (মুতাকাল্লিমূন) তাঁদের লেখার ভূমিকা হিসাবে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের এ সকল তাত্ত্বিক আলোচনায় শব্দার্থ থেকে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার নিয়মাবলী, ভূতও ভবিষ্যতের ভিত্তিতে বিষয় বিন্যাস, বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রত্যয়মুলক নীতিমালা প্রণয়ন এবং সে অনুসার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকরণ নিরূপণ, আরোহ পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উপসংহারের বৈধতা দাবি ও যুক্তি-প্রমাণসমূহ উপস্থাপন কতেন এবং কিভাবে এগুলোকে যুক্তিদাতার দাবির সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা বিরোধী যুক্তিসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে ইত্যাদি উল্লেখ করতেন।

(২) কিছু কিছু মৌলকথা এসেছে "ইলমুল কালাম" বা ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা থেকে। তাঁরা তাঁদের আলোচনায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হাকিমের (আল্লাহ তায়ালা) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রশ্নের অবতারণা করেন। এভাবে সত্য এবং মিথ্যা কিভাবে নিরূপিত হবে, শরীয়াহ যুক্তি নির্ভর কি না, ওহীর জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউ সত্য বা মিথ্যা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন কি না, বা সর্বপ্রকার নিয়ামতদাতা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য কি না একথা কি আমরা শরীয়াহ থেকে জেনেছি না মানবীয় বুদ্ধি থেকে জেনেছি?

(৩) উসূলের আলিমগণ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে কতগুলো সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মের বিকাশ ঘটান এবং এগুলোর পরিশীলিত রূপ দান করেন। তাঁরা বিভিন্ন ভাষা ও ভাষার উৎপত্তি, ভাষায় ব্যবহৃত অলংকার ও

Dhaka University Institutional Repository

উসূলে ফিক্হ (أُصُوْلُ الْفِقْهِ) -এর আলোচ্য বিষয়

ইসলামী শরী'আহ্-এর যাবতীয় বিধি-বিধান (احكام) অনুসরণের ক্ষেত্রে যে সব নীতিমালা ও দলীল উপস্থাপিত হয়েছে সে সব নীতিমালা ও দলীলাদিই হচ্ছে উসূলুল ফিক্হ (ইসলামী আইনতত্ত্ব) এর মূল আলোচ্য বিষয়।[৫০] এদিকে থেকে বলা যায় যে, উসূলুল-ফিক্হের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– الادلة الاربعة তথা দলিল চতুষ্টয়, যথা– কুর'আন (القران), সুন্নাহ্ (السنة), ইজমা' (الاجماع) ও কিয়াস্ (القياس), 'আল্লামা মোল্লাজিয়ূন (র.) বলেছেন– দলিলসমূহ ও

আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের শ্রেণীবিভাগ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রতিশব্দ, অনুপ্রাস, সাধারণ অর্থে ও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন অনুসর্গের বৈয়াকরণিত তাৎপর্য সম্পর্কিত গবেষণা করেন।

(৪) কিছু কিছু মৌলকথা গৃহীত হয়েছে কুর'আন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাবলী থেকে এ সকল গ্রন্থে একজন মাত্র বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীস (আহাত) অথবা বহু সংখ্যক নিখুঁত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীস (তাওয়াতুর), কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং তিলাওয়াতের নিয়মাবলী, হাদীসের বর্ণনাকারীগণের গ্রহণযোগ্যতা (তা'দীর) অথবা অগ্রহণযোগ্যতা (জারহ), কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস রহিত হওয়া সম্বলিত নীতিমালা আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ), হাদীসের বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) সবশেষে, উসূলবিদগণ কর্তৃক কোন বিশেষ ফিক্হ সম্পর্কে পেশকৃত যুক্তির সমর্থনে প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ এবং একই বিষয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ্ থেকে বিস্তারিতভাবে গৃহীত দলীল-প্রমাণকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিক্হ। প্রাগুক্ত, পৃ.১২-১৪। এ প্রসঙ্গে ড. তাহা জাবির আল ওয়ানী আরো বলেন–

ان الكاتبين فى هذا العلم والمورخين له قد صنفوه ضمن العلوم الشرعية النقلية - وإن كان لبعضهم قد نص على ان مبادئه ما خوذة من العربية ولعبد العلوم الشرعية والعقلية كما ان واحدًا من أبرز الكاتبين فيه وهو الإمام الغزالى قد قال - وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع والصطحب فى الرأى والشرع، وعلم الفقه واصوله من هذا القبيل فإنة يأخذ من صفوالشرع والعقل سواء السبيل، فلاهو لصرف لمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبنى على محض التقليل الذى لا يشهد له العقل ما لتأبيد والشديد -

'লেখক এবং ঐতিহাসিকগণ এ উসূলে ফিক্হ কে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরীয়াহ সংক্রান্ত উসূলসমূহের শ্রেণীভুক্ত করেছেজন। যদিও কোন কোন লেখক বলেছেন যে, উসূলের মূলনীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে আরবী ভাষায়, বিভিন্ন যুক্তিবাদী বিজ্ঞান এবং নির্দিষ্ট আরো কতগুলো ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্র থেকে। এ বিষয়ে একজন বিখ্যাত লেখক ইমাম গাযালী লিখেছেন ঃ

"মহত্তম জ্ঞান (ইল্ম) হচ্ছে সেগুলো যেখানে যুক্তি (আকল) এবং শ্রুতিকে (সামা) একীভূত করা হয়েছে এবং যেখানে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ও যুক্তির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ফিক্হর জ্ঞান এবং এর উসূল হচ্ছে এরূপ একটি সমন্বিত জ্ঞান। তা নির্ভেজাল প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান এবং সর্বোত্তম যুক্তি-এ উভয়ের অনুসরণ করে। এ জ্ঞান প্রত্যাদিষ্ট আইনের কাছে গ্রহনীয় নয় এমন কোন নিরেট যুক্তির উপর নির্ভর করে না, আবার যুক্তির সমর্থনহীন যে কোন কিছুকে নিছক অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়ার উপরও এ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত নয়।

দ্র. ড. তাহা জাবির আল 'আলওয়ানী, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী (اصول الفقه الاسلامى), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৫০. ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিধানসমূহ (الأدلة والأحكام) আলোচ্য বিষয়। প্রথমটি (مُثْبِت) সাব্যস্তকারী হিসেবে, আর দ্বিতীয়টি সাব্যস্তকৃত (مُثْبَت) হিসাবে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আইন তত্ত্ববিদ ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী বলেন,

As its subject matter, this science dels with the proofs in the shari'ah source-texts, viewing them from the perspective of how, by means of Ijtehad, legal judgments are derived from their particulars; though after, in cases where texts may appear mutually contradictory, Preference has been established.[৫১]

উসূলুল ফিক্হ (أصُولُ الفِقْهِ) -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিস্তারিত দলিলসহ আহকামে শারী'আহ-এর জ্ঞান লাভ করতঃ নিজেদের জীবনে আহকামে শরী'আহর বাস্তবায়ন করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন করাই হচ্ছে উসূলুল-ফিক্‌হের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এ সম্পর্কে ড. তাহা জাবির আল আলওয়ামী বলেন,

فأصول اذن قانون كلى يعثم ذهن المجتهد من الخطاء ـ[৫২]

---

৫১. Cf : Dr. Taha Jabir al Alwani, Usul Al-Fiqh- Al Islami, Ibid, P-1.

মূল আরবী :

موضوعة : الأدلة الشرعية السمعية من حيث اثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الإجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها ـ

ড. তাহা জাবির, আল আলওয়ানী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫২. এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্ত বিশ্লেষণটি প্রনিধানযোগ্য :

উসূলে ফিক্হকে ইসলামী জ্ঞানসমূহের সাথে যথাযোগ্য সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং এ বিজ্ঞানকে শরীয়াহর দলীল বের করার একটি গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে রূপান্তর করে তা থেকে সমকালীন সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত পেতে চাই (শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে) তবে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে।

(১) উসূলে ফিক্হ- তে আলোচিত বিষয়সূচী পর্যালোচনা করা এবং যে সকল বিষয়ের সাথে আধুনিক উসূলবিদগণের সম্পৃক্ততা নেই সেগুলো বাদ দেয়া। বাদ দেয়া বিষয়গুলোর মধ্যে হুকমুল- আশয়া কাবলশ শার (শরীয়াহ-পূর্ববর্তী বিধিবিধান), শুকরুল মুনইম (সর্বশক্তিমান নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা), মাবাহিছু হাকিমিয়্যাতিশ শার' (শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত অধ্যয়ন) এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার বিষয়ে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই তালিকাভুক্ত করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের অননুমোদিত পাঠ (কিরাআত শাজ্জাহ) এবং সমগ্র কুরআনের আরবী ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পকিত বিতর্কসমূহ পরিষ্কার করতে হবে। অনরূপভাবে একজনমাত্র রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের বিদ্যমান মতানৈক্যের এভাবে সমাপ্তই টানতে হবে যে, যদি ঐরূপ বর্ণনা সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে সক্ষম হয় তবে তা গ্রহনযোগ্য হবে এবং তা থেকে আইন প্রনয়ণ করা যাবে।

এছাড়া প্রাথমিক যুগের ইমামগণ সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে সকল শর্ত নির্ণয় করেছিলেন, সেগুলো পুনঃ পরীক্ষা করতে হবে। (২) ফিক্হর সাথে সম্পর্কিত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হবে। গবেষণার মাধমে রাসূল (সা.) -এর সময়ে আরবদের প্রকাশভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রকাশভঙ্গির বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুফতী সাহাবীগণ

যে সকল সাহাবী ফাতওয়া প্রদান করতেন তাঁরা হলেন, আবূ বকর (রা.), 'উমর (রা.), উসমান (রা.), 'আলী (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.), উবাই ইব্ন কা'ব (রা.), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.), 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.), হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা.), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.), আবূদ দারদা (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) এবং সালমান ফারসী (রা.)।

কোন কোন সাহাবী তুলনামূলকভাবে বেশী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। যাঁরা বেশী সংখ্যক ফাতওয়া প্রদান করেছেন তাঁরা হলেন, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা.), 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) এবং তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা.), 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রা.), আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এবং যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.)। উপরোল্লিখিত ছয়জনের প্রত্যেকের ফতোয়ার ভাণ্ডার ছিল বিশাল। আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়াকুব ইবনুল খলিফা আল-মামুন ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়াসমূহ (فتاوى) বিশ খণ্ডে সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যে সকল সাহাবী (রা.) ফাতওয়া দিতেন, নারী-পুরুষ মিলে সে সকল মুফতী সাহাবীর (রা.) সংখ্যা ১৪৯ জন। তাঁদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।[৫৩] যেমন :

বিকাশ এবং পরবর্তীকালে সেগুলোর অবলুপ্তি সম্পর্কিত ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে হবে। শব্দের বিভিন্ন প্রকার তাৎপর্য এবং চলতি ব্যবহারসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

(৩) কিয়াস, ইসতিহ্সান, মাসলাহাহ ও ইজতিহাদের অন্যান্য পদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। মুজতাহিদগণ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন, সে সকল বিষয়কে বিবেচনায় এন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, যারা ফিক্হ এবং উসূল সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে যেন ফকীহ্ সুলভ অনুভূতি গড়ে উঠে।

(৪) একথা অনুধাবন করতে হবে যে, বর্তমান সময়ে মুজতাহিদ মতলাক (নিরংকুশ) হওয়া অথবা কোন ব্যক্তির নিজ যোগ্যতাবলে আইন বিষয়ে (অর্থাৎ আইনের উৎস ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে) সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য রায় প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থা যতদিন চলতে থাকবে ততদিন একটি একাডেমিক কাউন্সিলকে মুজতাহিদ মুতলাকের সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(৫) অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ উসূলে শরীয়ার যে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের জন্য বিষয়টিকে সহজতর করে দিতে হবে।

(৬) সাহাবী এবং তাবয়ীগণের ফিক্হ সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁরা যে নীতিমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে হবে। বিশেষত খুলাফায়ে রাশদা ও তাঁদের সমসাময়িক সাহাবীগণের ফিক্হ সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। অতঃপর বর্তমান মুসলিম সমাজের সমকালীন চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে এ জ্ঞানকে আইন প্রণেতা ও ফকীহ্গণের হাতে তুলে দিতে হবে।

(৭) শরীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ থাকা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

দ্র. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ২৩-২৫।

৫৩. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, পৃ. ১১৭-১১৮; ইবনুল কায়্যিমু আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মু'আক্কিঈন*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

১. মুক্‌সিরূন (مكثرون)

২. মুতাওয়াস্‌সিতূন (متوسطون)

৩. মুকিল্লূন (مقلون)।[৫৪]

১. মুকসিরূন (مُكْثِرون)

অধিক সংখ্যক ফাতওয়া দানকারী সাহাবীগণ (রা.)-কে "মুক্‌সিরূন" (مكثرون) বলা হয়। ফাতওয়া প্রদানের দিক থেকে তাঁরা হচ্ছেন প্রথম স্তরের মুফতী সাহাবী।[৫৫] তাঁরা হচ্ছেন–

১. ‘উমর (রা.) (জন্ম–৫৮৩ খ্রী. – মৃত্যু–২৩ হি./৬৪৪ খ্রী.)।

২. ‘আলী (রা.) (জন্ম– ৬০০ খ্রী. – মৃত্যু– ৪০ হি./৬৬১ খ্রী.)।

৩. ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস‘উদ (রা.) (জন্ম– নবুয়াতের ১২ বছর পূর্বে – মৃত্যু– ৩৩ হি.)।

৪. যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) (জন্ম– ৬০০ খ্রী. – মৃত্যু– ৪০ হি./৬৬১ খ্রী.)।

ফাত্‌ওয়া ধর্মীয় আইন-বিশেষজ্ঞ অথবা মুফ্‌তী (المفتى) কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধানকে ফাত্‌ওয়া বলা হয়। বিচারক অথবা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দান ফাত্‌ওয়ার উদ্দেশ্য। এই ফাত্‌ওয়ার অনুসরণে বিচারক মোকদ্দমার বিচার করেন এবং ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করেন। ফাত্‌ওয়া অবশ্য পূর্ববর্তী নজীর অনুসরণে দেওয়া হয়। মুফ্‌তী কেবলমাত্র তাঁহার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কোন ফত্‌ওয়া দিতে পারেন না যদিও তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণে নিজস্ব মত প্রকাশের অবকাশ থাকে। কোন বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফত্‌ওয়ার প্রয়োজন হয় যখন শারী‘আহ সম্পর্কিত বিধান গ্রন্থগুলিতে কোন প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা পাওয়া না যায়। বিধান আছে কিন্তু প্রশ্নকারী সে সম্বন্ধে অবহিত নহে– সাধারণ মুসলিমগণ এমতাবস্থায় মুফ্‌তীর শরণাপন্ন হন এবং উত্থাপিত প্রশ্নে মুফ্‌তীর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন। জীবন ধারণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের উৎস চারিটি : কুর্‌আন সুন্নাহ্‌, ইজ্‌মা‘ এবং কিয়াস। কিয়াস মুসলিম জীবন-বিধানকে গতিশীল রাখে। মুসলিম জনগণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইমামগণের কোন একজনের ফাত্‌ওয়া যাহা ফিকহের গ্রন্থসমূহে সংকলিত, মানিয়া চলেন। ইমামগণ তাঁহাদের অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবলে ইজ্‌তিহাদ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং মুসলিম জগতের ধর্মীয় নেতারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। মুফ্‌তী মুজ্‌তাহিদ নাও হইতে পারেন। কিন্তু ফাকীহ্‌ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তবেই তিনি ফাত্‌ওয়া দানের যোগ্যতা অর্জন করিবেন এবং তাঁহার ফাত্‌ওয়া জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে। ইসলামের আদি যুগ হইতে বিভিন্ন ইমাম ও মুফ্‌তীগণের প্রদত্ত ফাত্‌ওয়ার বহু সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সমষ্টিগতভাবে এই সংকলনগুলি ফিক্‌হ নামে পরিচিত।

৫৪. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮;* ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (ابن القيم الجوزية), *ই‘লাম-আল মুআক্কি‘ঈন,* ১ম খন্ড, পৃ. ১২; আবূ ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌, *ফিক্‌হ শাস্ত্রে ক্রমবিকাশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২০; *ফাতওয়া ও মাসাইল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৯।

৫৫. আল মুআক্কি‘ঈন, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২; *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।* এ' সম্পর্কে ‘আল্লামা তাকী ‘উসমানী বলেন : বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

ثمّ قام بالفتيا بعد النبى صلّى الله عليه وسلّم الصحابة رضى الله عنهم، وقد ذكر ابن القيّم فى إعلام الموقّعين : أن الذين حفظت عنهم الفتيا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلّم مائة ونيّف وثلاثون نفسًا ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعة، عمر بن الخطّاب، وعلىّ بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أمّ المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وذكر ابن حزم أنّه يمكن أن يجمع من فتوى كلّ واحد منهم سفرٌ ضخمٌ -

দ্র. ‘আল্লামা তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. 'আয়িশা (রা.) (জন্ম– নবুয়াত পূর্ব ৩ বছর/৬১৩ খ্রী. – মৃত্যু– ৫৭ হি./৬৭৬ খ্রী.)।

৬. 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) (জন্ম– হিজরীর ৩ বছর পূর্বে – মৃত্যু– ৬৮ হি.)।

৭. 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.)। (জন্ম– নবুয়্যাতের ৩ বছর পূর্বে – মৃত্যু– ৭৩ হি.)।

২. মুতাওয়াসসিতুন (مُتَوَسِّطُوْن)

মধ্যম সংখ্যক ফাতওয়া দানকারী সাহাবীগণকে "মুতাওয়াসসিতীন" বলা হয় ('মুকাসসিরুন' স্তরের চেয়ে কম সংখ্যক)। মর্যাদাগত দিক থেকে তাঁরা হলেন দ্বিতীয় স্তরের মুফতী সাহাবী।[৫৬]

'মুতাওস্‌সিতূন' (متوسطون) সাহাবীগণের তালিকা

১. আবূ বকর (রা.) (জন্ম– ৫৭৩ খ্রী. – মৃত্যু– ১৩ হি./৬৩৪ খ্রী.)।

২. উম্মে সালমা (রা.) (জন্ম– ৫৮৭ খ্রী. – মৃত্যু– ৬২ হি./৬৬৯ খ্রী.)।

৩. আনাস (রা.) (মৃত্যু– ৯৩ হি.)।

৪. আবূ হুরায়রা (রা.) (জন্ম– ৫৯৯ খ্রী. – মৃত্যু– ৫৮ হি./৬৫১ খ্রী.)।

৫. 'উসমান (রা.) (জন্ম– ৫৭৩/৫৭৬ খ্রী. – মৃত্যু– ৩৫ হি./৬৫৬ খ্রী.)।

৬. 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) (জন্ম– ৬১৫ খ্রী.– মৃত্যু–৬৫ হি./৬৯৭ খ্রী.)।

৭. 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) (মৃত্যু– ৭৩ হি.)।

৮. আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) (মৃত্যু– ৫২/৪৪ হি.)।

৯. সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) (জন্ম– ৫৯২ খ্রী. – মৃত্যু– ৫২ হি./৬৭৭ খ্রী.)।

১০. সালমান ফারসী (রা.) (মৃত্যু– ৩৫ হি.)।

১১. জাবির (রা.) (জন্ম– ৬০২ খ্রী. – মৃত্যু– ৭৪ হি./৬৯৬ খ্রী.)।

১২. মা'য ইব্‌ন জাবাল (রা.) (মৃত্যু– ১৮ হি./৬৪০ খ্রী.)।

---

৫৬ . ই'লাম আল মুআক্কি'ঈন (إعلام الموقعين) ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২; *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

'আল্লামা তাকী 'উসমানী বলেন:

وأما المتوسّطون من الصحابة فيما روى عنهم من الفتيا، فعدهم أكثر، منهم أبو بكر الصدّيق، وأمّ سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدرى، وعثمان بن عفّان, وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأبو موسى الأشعرى، وسعد بن أبى وقّاص، وسلمان الفارسىّ، وجابر بن عبد الله، ومُعاذبن جبل، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهم ـ فهؤلاء عشرون من الصحابة، يمكن أن يجمع من فتيا، لا يروى عن الواحد منهم جزءٌ صغيرٌ جداء،

দ্র. 'আল্লামা তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) (জন্ম– ৬১২ খ্রী. – মৃত্যু– ৭৪/৬৪ হি.)।

১৪. তালহা (রা.) (জন্ম– নবুওয়াত পূর্ব ২৬ বছর – মৃত্যু– ৩৬ হি.)।

১৫. যুবাইর (রা.) (জন্ম– নবুওয়াত পূর্ব ২৮ বছর/৫৯৪ খ্রী. – মৃত্যু– ৩৬ হি.)।

১৬. 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা.) (জন্ম– ৫৮২ খ্রী. – মৃত্যু– ৩২ হি./৬৫৪ খ্রী.)।

১৭. ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) (মৃত্যু– ৫২ হি.)।

১৮. আবূ বাকারাহ (রা.) (মৃত্যু– ৫১ হি.)।

১৯. 'উবাদাতা ইব্‌ন সাবিত (রা.) (জন্ম– ৫৮৪ খ্রী. – মৃত্যু– ৩৪ হি./৬৫৬ খ্রী.)।

২০. মু'আ্যাবিয়া (রা.) (জন্ম– ৬০৬ খ্রী. – মৃত্যু– ৬০ হি./৬৮২ খ্রী.)।

৩. মুকিল্লুন (مُقِلُّون)

অতি অল্পসংখ্যক ফাতওয়া (فتوى) দানকারী সাহাবীগণকে "মুকাল্লীন" (مقلين) বলা হয়। মর্যাদাগত দিক থেকে তাঁরা হলেন তৃতীয় স্তরের মুফতী সাহাবী (রা.)। এ স্তরের মুফতী সাহাবীগণের ফাতওয়ার সংখ্যা অতি অল্প। এই স্তরের কোন কোন সাহাবী হতে মাত্র ১টি বা ২টি ফাতওয়া বর্ণিত হয়েছে। এ' স্তরের সাহাবীর (রা.) সংখ্যা ১২২ জন।[৫৭] তাঁরা হচ্ছেন–

১. আবূ দারদা (রা.) (জন্ম– রাসূলের জন্মের কিছু পর – মৃত্যু– ৩২হি./৬৫২ খ্রী.)।

২. আবূল অলীদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৩. আবূ সালমা মাখযুমী (রা.) (মৃত্যু– ৩/৪ হি.)।

৪. আবূ 'উবাইয়াদ ইব্‌ন জাররাহ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৫. সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) (জন্ম– হিজরী পূর্ব ৪০ বছর – মৃত্যু– ১৭/১৮ হি.)।

৬. ইমাম হাসান (রা.) (জন্ম– ৩ হি. – মৃত্যু– ৫০/৫১ হি.)।

৭. হুসাইন (রা.) (জন্ম– ৪ হি. – মৃত্যু– ৪১ হি.)।

৮. নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা.) (জন্ম– ৩/৪ হি. – মৃত্যু– ৬৫ হি.)।

---

৫৭. ইবনুল কায়্যিম *আ'লাম জাওযিয়্যাহ* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪; ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *পৃ.* ১১৯-১২১; আবূ ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌, *ফিক্‌হ শাস্ত্রে ক্রমবিকাশ*, পৃ. ২৪-৩৯। ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২২১। এ সম্পর্কে 'আল্লামা তাকী (র.) বলেন,

والباقون من الصحابة مقلُّون فى الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلاّ المسالة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك، ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزءٌ صغيرٌ فقط بعد التفصّى والبحث

দ্র. 'আল্লামা তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৯. উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) (মৃত্যু– ১৯/২০/২১ হি.)।

১০. আবূ মাস'উদ (রা.) (মৃত্যু– ৪১/৫১ এর মধ্যবর্তী হি. সাল)।

১১. আইয়ুব (রা.) (মৃত্যু– ৫০ হি.)।

১২. আবূ তালহা (রা.) (মৃত্যু– ৩২ হি.)।

১৩. আবূ যার গিফারী (রা.)।

১৪. ইমাম 'আতিয়াহ (রা.)।

১৫. উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়া (রা.) (জন্ম- ৬০৫ খ্রী. – মৃত্যু– ৪৫ হি.)।

১৬. উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) (জন্ম-৬৬৫ খ্রী. – মৃত্যু– ৪৫ হি.)।

১৭. উম্মুল মু'মিনীন উম্মি হাবিবাহ (রা.) (জন্ম– ৫৮৮ খ্রী. – মৃত্যু– ৪৪হি./ ৬৬৪খ্রী.)।

১৮. উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) (জন্ম– ৬১৪/৬১৫ খ্রী. – মৃত্যু– ৬৪হি./৬৭৬ খ্রী.)।

১৯. জা'ফর ইব্ন আবি তালিব (রা.) (মৃত্যু– ৬৯ হি.)।

২০. বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) (জন্ম– ৬১০খ্রী. – মৃত্যু– ৭২হি./৬৯৪ খ্রী.)।

২১. কুরাজা ইব্ন কা'ব (রা.) (মৃত্যু– ৭৩ হি.)।

২২. নাফি' (রা.) (মৃত্যু– ৯৯ হি.)।

২৩. মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা.) (মৃত্যু– ২৪ হি.)।

২৪. আবূস সানাবিল (রা.) (মৃত্যু– ৩৯ হি.)।

২৫. জাররাদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

২৬. 'আবদী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

২৭. লাইলী বিনতে কাইফ (রা.) (জন্ম/মৃত্যু তাবি)।

২৮. আবূ মাহজুরা (রা.) (মৃত্যু– ৫৯ হি.)।

২৯. আবূ সারীহ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৩০. আবূ বুরদাহ (রা.) (মৃত্যু– ৪২ হি.)।

৩১. আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) (জন্ম-হিজরীর পূর্বে – মৃত্যু– ৭৩ হি.)।

৩২. উম্মে শরীফ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৩৩. খাওলা বিনতে তাওকীত (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৩৪. উসাইদ ইব্ন হুজাইব (রা.) (মৃত্যু– ৭০ হি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. দাহ্হাক ইব্ন কায়েস (রা.) (মৃত্যু– ৬৪ হি.)।

৩৬. হাবিবা ইব্ন মুসলিমা (রা.) (মৃত্যু– ৪৩ হি.)।

৩৭. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আনীস (রা.) (মৃত্যু– ৬১ হি.)।

৩৮. হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামানী (রা.) (মৃত্যু– ৩৬ হি.)।

৩৯. সামামা ইবনিল আসাল (রা.) (মৃত্যু– ২৬ হি.)।

৪০. 'আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা.) (মৃত্যু– ৯ হি.)।

৪১. 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) (জন্ম– ৫৭৬ খ্রী. – মৃত্যু– ৪৩ হি.)।

৪২. আবূল ফিদয়াতুস সালমী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৪৩. উম্মে দারদাইল কুবরা (রা.) (মৃত্যু– ৫৩ হি.)।

৪৪. দাহাইক ইব্ন খালিফা-ই মুজনী (রা.)।

৪৫. হিকাম ইব্ন 'আমর গিফারী (রা.) (মৃত্যু– ৫০ হি.)।

৪৬. ওয়াবিসা ইবনিল মা'বাদ আল আসাদী (রা.) (মৃত্যু– ৬১ হি.)।

৪৭. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর বর মাক্কী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৪৮. 'আউফ ইব্ন মালিক (রা.) (মৃত্যু– ৭৩ হি.)।

৪৯. 'আদি ইব্ন হাতিম (রা.) (মৃত্যু– ৬৭ হি.)।

৫০. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আবি 'আউফা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৫১. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) (মৃত্যু– ৪৩ হি.)।

৫২. 'আমর ইব্ন আবসা (রা.) (মৃত্যু– ৬০ হি.)।

৫৩. 'ইতাব ইব্ন উসাইদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৫৪. 'উসমান ইব্ন আবূল আস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৫৫. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সারহাস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৫৬. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ (রা.) (মৃত্যু– ৯ হি.)।

৫৭. 'আকিল ইব্ন আবি তালিব (রা.) (মৃত্যু– ৬০ হি./৬১০ খ্রী.)।

৫৮. 'আয়িয ইব্ন 'আমর (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৫৯. আবূ কুতাদা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুয়ায্যিম (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

৬০. উমাই ইব্ন সুলাহ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু– তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৬১. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আবি বাকর (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৬২. 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবি বকর (রা.)। (মৃত্যু- ৫১ হি.)।

৬৩. 'আতিক ইব্ন যায়িদ ইব্ন 'আমর (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৬৪. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আউফ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৬৫. সা'দ ইব্ন মা'য (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৬৬. ---------------- (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)

৬৭. আবূ মুসাইরার (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৬৮. কায়িস ইব্ন আসাদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৬৯. 'আব্দুর রহমান ইব্ন সাহল (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭০. সামুরাহ ইব্ন জুনদব (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭১. সাহল ইব্ন সারাদিস সাদী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭২. 'আমর ইব্ন মাকরান (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৩. সাওবিদ ইব্ন মাকরান (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৪. মু'আবিয়া ইব্ন হিকাম (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৫. সুহলা ইব্ন সাহীল (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৬. আবূ হুযাইফা ইব্ন 'আতবা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৭. আসমা ইব্ন আকওয়া (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৮. যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৭৯. জাবির ইব্ন আব্দি সাহিল বজলী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮০. জাবির ইব্ন সালমা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮১. উম্মুল মু'মিনীন জুরাইরিয়া (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮২. হাসসান ইব্ন সাফি' (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮৩. হাবিব ইব্ন 'আদী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮৪. কুদামা ইব্ন মাযউন (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮৫. 'উসমান ইব্ন মায'উন (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮৬. উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. মালিক ইব্‌ন যায়রিস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮৮. আবূ আমামাহ বাহিলী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯০. খিবাব ইবনিল ইরস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯১. খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯২. জামরাহ ইব্‌ন যারিজ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৩. তারিখ ইব্‌ন শিহাব (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৪. যাহীর ইব্‌ন রাফি' (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৫. রাফি' ইব্‌ন খাদিজ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৬. সায়্যিদাতুন্নিসা ফাতিমাহ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৭. ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৮. হিশাম ইব্‌ন হাকিম (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

৯৯. হাকিম ইব্‌ন যুররাম (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০০. সারাজিল ইব্‌ন সামুত (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০১. উম্মে সালমা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০২. ওয়াহিয়া ইব্‌ন খলিফা কালগী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৩. সাবিত ইব্‌ন কায়েস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৪. সাওবান (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৫. মুগিরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৬. বুরাইদ ইবনিল যাসীব (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৭. রাবিফা ইব্‌ন সাবিত (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৮. আবূ হাসিদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১০৯. আবূ উসাইয়িদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১০. ফুযালা ইব্‌ন 'উবাইদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১১. আবূ মুহাম্মদ মাস'উদ ইব্‌ন 'আউস আনসারী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১২. যায়নাব বিনতে উম্মে সালমা (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. 'আতবাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১৪. মু'আয ইব্‌ন বিলাল (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১৫. 'উরওয়া ইব্‌ন হারিস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১৬. সিয়াহ ইব্‌ন রহ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১৭. 'আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১৮. বাশীর ইব্‌ন আরতাহ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১১৯. সুহাইব ইব্‌ন সালাম (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১২০. উম্মে আইসাস (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১২১. উম্মে ইউসুফ (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।

১২২. আবূ 'আব্দুল্লাহ বাসরী (রা.) (জন্ম-মৃত্যু- তা.বি.)।[৫৮]

৫৮. আবূ ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ২৪-৩৯; ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২২১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

প্রথম পর্যায়-রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (عصرا النبوة)

দ্বিতীয় পর্যায়-আসহাবে রাসূলের যুগ (عصر الصحابة)

তৃতীয় পর্যায়-কনিষ্ঠ সাহাবা ও তাবি'ঈ গণের যুগ (عصر صغار الصحابة والتابعين)

চতুর্থ পর্যায়-ইজতিহাদ যুগ-(তাবি'ঈ গণের পরবর্তী যুগ) (عصرُ الاجتهاد)

সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদ (গবেষণা)-এর যুগ

ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ

নিখুঁত তাকলীদের যুগ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ফিক্হশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশধারা

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে ফিক্হশাস্ত্র সংকলন ও সম্পাদনা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়। কিন্তু, এটির সূত্রপাত মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়-কাল থেকেই। আল-কুর'আন ও আস-সুন্নাহ্র আলোকে ফিক্হশাস্ত্র-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাহাবা কিরাম (রা.) এবং তাবি'ঈন (র.) 'ফিক্হ' (الفقه) শিক্ষা করা ও অন্যকে শিক্ষা দেয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। 'উমর (রা.) 'আবদুর রহমান ইব্ন গানাম (রা.)-কে শুধু 'ইল্মুল-ফিক্হ' শিক্ষা দেয়ার জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন। ইমাম মালিক (র.) নিজ ভাগ্নে আবূ বকর (র.) ও ইসমা'ঈল (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, "আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের লাভবান ও কল্যাণ করুন, তাহলে তোমরা হাদীসের রিওআয়াত কম কর এবং 'ফিক্হ' বেশি অর্জন কর।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে 'ফিক্হ শাস্ত্রের' ক্রমবিকাশ চারটি পর্যায় অতিক্রম করে।[৫৯] যথা :

প্রথম পর্যায় : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ (عصر النبوة) : নবুওয়াতের পর থেকে ১০ম হিজরী পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্যায় : সাহাবা যুগ (عصر الصحابة) : ১১ হিজরী থেকে ৪১ হিজরী পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্যায় : কনিষ্ঠ সাহাবাগণ ও তাবি'ঈগণের যুগ (صغار الصحابة وعصر التابعين) : ৪১ হিজরী থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত।

চতুর্থ পর্যায় : ইজতিহাদের যুগ (عصر الاجتهاد) : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত (তাবি'ঈগণের পরবর্তী যুগ)।[৬০]

---

৫৯. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, পৃ. ৬-২০।

৬০. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-২০; উল্লিখিত চারটি পর্যায়কে কোন কোন ফিক্হবিদ পাঁচটি পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন–

প্রথম পর্যায়– নবুয়্যত যুগ।

দ্বিতীয় পর্যায়– সাহাবা যুগ।

তৃতীয় পর্যায়– তাবি'ঈন যুগ।

চতুর্থ পর্যায়– কনিষ্ঠ তাবি'ঈন এবং জ্যেষ্ঠ তাবি-তাবি'ঈন যুগ।

পঞ্চম পর্যায়– ইজতিহাদ যুগ।

দ্র ঃ *আল মাউসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ, ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২৩-৩২।

আবার কোন কোন ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ইসলামী ফিকহের উৎপত্তি ক্রমবিকাশকে ৬টি যুগে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ (২) কিবারে সাহাবাগণের যুগ (৩) সিগারে সাহাবা ও তাবি'ঈনের যুগ (৪) ফিকহ সংকলনের যুগ (৫) মুনযারার (ফিকহী বিতর্কের যুগ) যুগ (৬) তাকলীদে মহদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পর্যায় : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ (عصر النبوة) : নুবুওয়তের পর থেকে ১০ম হিজরী পর্যন্ত।

মুহাম্মদ (সা.)-এর নুবুয়্যতকালীন সময় হচ্ছে এ' যুগের পরিব্যাপ্তি। এ সময় ফিক্হ (فقه)-এর উন্মেষ ঘটে এবং স্বীয় অবকাঠামোতে আত্মপ্রকাশ করে।[৬১]

৬১০ খ্রীষ্টাব্দে রাসূল (সা.) এর নুবুয়্যত লাভের পর হতে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২৩ বছর ব্যাপী এ সময়কাল স্থায়ী হয়। এ সময় ছিল আল-কুর'আন নাযিলের যুগ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নুবূওয়ত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে দশম হিজরী পর্যন্ত ফিক্হ (الفقه)-এর সংকলন ও সম্পাদনার সূত্রপাত ও ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সে সময় যাবতীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাত্ওয়া, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ওহী (وحى)-এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) নিজেই সম্পাদন করতেন।[৬২]

রাসূলের (সা.) যুগে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

(নিয়েই তাকলীদ)-এর যুগ। দ্র. আল্লামা শাইখ খুদরী বেক, (মূলঃ তারিখু তাশরী'ঈল ইসলামী) অনুবাদ– মাওলানা হাবীব আহমদ হাশেমী (করাচী : দারুল ইশা'আত) পৃ. ১৪-১৫)

৬১. নুবুওয়ত যুগ (عصر النبوة)-এর স্বরূপ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

এই যুগ মাক্কী (مكى) ও মাদানী (المدنى) এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ যুগে মহানবী (সা.) দীনি সমস্যার সমাধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওহীর উপর নির্ভর করতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজে ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দিতেন। ফলে এ যুগে আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্ ব্যতীত ফিক্হচর্চায় অন্য কোন উৎসের দ্বারস্থ হতে হয়নি। মক্কী যুগে মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনের অধিকাংশ আয়াত তাওহীদ (التوحيد), রিসালাত (الرسالة) ও আখিরাত (الاخرة) বিষয়ে নাযিল হয়। মাদানী যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যক্তিগত (Personal) পারিবারিক (Family) ও সামাজিক (Social) বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। ফলে এ যুগে বিবাহ (النكاح), তালাক (الطلاق), মীরাস (الميراث), মুআমালাত (المعاملات), ক্রয়-বিক্রয় (البيوع), হুদূদ (الحدود), দীয়্যাত (الديات) প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন শুরু হয়। এ সময়ে অবতীর্ণ আল-কুরআনের আয়াতসমূহে ফিক্হ শাস্ত্রের অনেক উপাদান ও বিধান বিদ্যমান। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে কোন মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওহীর প্রতীক্ষায় থাকতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন আয়াত নাযিল হলে তিনি সে মোতাবিক জবাব দিতেন। নতুবা নিজেই ইজতিহাদ করে জবাব দিতেন। অনেক সময় তিনি ইলহামের ভিত্তিতেও জবাব দিতেন। এ যুগ মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্ ফিক্হচর্চার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় মহানবী (সা.) আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে হিজাযে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নিয়ম ও পরিভাষা প্রচলিত হয়। এছাড়াও জমি-জমা, চুক্তিপত্র সম্পাদন, দণ্ডবিধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী যুগে যেসব প্রথা ও নিয়ম প্রচলিত ছিল, মহানবী (সা.) এর কিছু কিছু বহাল রাখেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংযোজন করেন। এভাবে নবুওয়াত যুগে আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্র পাশাপাশি আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা (العرف والعادات) ফিক্হ চর্চার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। দ্র. ড. আফ. ক. ম. আব্দুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

৬২. *আলমাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩২; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৮; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৮।*

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ শারী'আত প্রণয়নের দায়িত্ব একমাত্র রাসূলের (সা.) উপরই ন্যস্ত ছিল। এতে অন্য কারো কর্তৃত্ব বা অংশগ্রহণ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ (آيات الأحكام) উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অথবা সাহাবীগণের কোন প্রশ্নের জবাবে অথবা কোন উদ্ভূত সমস্যা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হত।

তৃতীয়তঃ ইসলামী শারীআহ-এর যাবতীয় বিধান একবারই সম্পাদিত হয়নি, বরং কুর'আন ও সুন্নাহ্ যে অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে ও অনুরূপভাবে এটিও কুর'আন ও সুন্নাহ্র ন্যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত হয়েছে।

চতুর্থতঃ রাসূলের (সা.) সময় শারী'আতের বিধানাবলী (أحكام الشريعة) প্রণয়ন পরবর্তীকালের ফকীহ্গণের ন্যায় ছিল না, বরং মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলী প্রণীত হয়েছে। আবার কখনো এর 'ইল্লাত (علت) বা কার্যকারণ বর্ণনা রাসূল (সা.) করতেন।[৬৩]

পঞ্চমতঃ সে সময় স্বতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্হ শাস্ত্র (علم الفقه) প্রণয়নের বাস্ত ব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

ষষ্ঠতঃ রাসূল (সা.) কর্তৃক সমস্যার সমাধান এবং উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দানের ব্যাপারে সাহাবা কিরামের (রা.) মাঝে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ ছিল না, তাঁরা রাসূলের (সা.) প্রতি ছিলেন নিঃশর্ত আনুগত্যশীল।

সপ্তমতঃ রাসুল (সা.)-এর সময়-কালে ফিক্হ-এর মূল উৎস ও ভিত্তি ছিল দু'টি। একটি হচ্ছে– আল-কুর'আন (القران) আর অপরটি ছিল আস-সুন্নাহ্ (السنه)। আর এ' উৎসদ্বয় ছিল মূলতঃ ওহী।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্থান-কাল ও পাত্রভেদে এবং প্রয়োজন মুতাবিক কুর'আন মাজীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমন সহজ সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবা কিরামের (রা.) মধ্যে কুর'আনের বিধান ও রাসূলের (সা.) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ ছিল না এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব, ভুল বুঝাবুঝি এবং বিরোধের সমান্যতম সম্ভাবনাও দেখা

---

৬৩. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশকাল– ডিসেম্বর– ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৬-২০; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৮; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৮।*

৬৪. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৮; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ৪০-৪৮; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, পৃ. ৬-২০; *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩২।

দ্র ঃ শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দিত না।[৬৫] আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপনের সঠিক কর্মপন্থা অনুশীলনে রাসূল (সা.) নিজেই সাহাবা কিরাম (রা.)-এর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো আঞ্জাম দিয়ে গিয়েছেন। যথা :

১. রাসুল (সা.) কর্তৃক সাহাবা কিরাম (রা.) কে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব– কুর'আন মাজীদের শিক্ষা দান।

২. সাহাবা কিরাম (রা.)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) কর্তৃক আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান।

৩. তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স তথা চরিত্র সংশোধন। রাসূল (সা.)-এর অন্যতম কর্মসূচী ছিল সাহাবা কিরাম (রা.) এর নৈতিক ও আত্মিক সংশোধন করা।[৬৬]

সাহাবা কিরাম-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এমন ছিল যে, সাহাবা কিরাম যেটুকু তাদের সামনে উপস্থিত হতো, তাঁরা তা' হুবহু মুখস্থ করে নিতেন এবং তদানুযায়ী 'আমল করতেন। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যমূলক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ নিজেদের বাস্তব জীবনে প্রশ্নতীতভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করতেন। রাসূল (সা.) কর্তৃক আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র শংশোধনমূলক হিদায়াতসমূহকে তাঁরা কায়-মনোবাক্যে উপলব্ধী করতেন এবং অনুশীলন করতেন।[৬৭]

---

৬৫ . মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি* ও *বিন্যাস*, অনুবাদ– আব্দুল মান্নান তালিব, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল– ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৩৩-৩৫। এ প্রসঙ্গে শাহওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.) বলেন,

নবী করীম (সা.) সাধারণত মাসায়েল এবং আহাকামে শরীয়াহ সাহাবায়ে কিরামের আ'ম ইজতেমায় ইরশাদ করতেন। একেকজন সাহাবী নবী করীমকে (সা.) যে তরীকায় ইবাদত করতে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফায়সালা শুনেছেনে, তিনি তা আয়ত্ত করে নেন এবং সেভাবে আমল করতে থাকেন। অতঃপর তিনি নবী করীমের (সা.) এসব বক্তব্য ও আমলকে অবলম্বন করে পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার বিচারে সেগুলোর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করেন। এ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ করেছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। এভাবে তাঁরা কোন হুকুমকে নির্ণয় ক্ষেত্রে দার্শনিক দলিল প্রমাণ নয়, বরঞ্চ তাঁদের মনের প্রশান্তি ও প্রসন্নতাই ভূমিকা পালন করে। যেমন তোমরা সরল সোজা গ্রাম্য লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। তারা অতি সহজে পরস্পরের কথা বুঝে ফেলে। তারা একজন অপরজনের কথার মধ্যকার ইশারা-ইঙ্গিত, উপমা উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তার বক্তব্য বিষয়কে নির্দ্বিধায় পরিতুষ্টি সহকারে বুঝে নিতে পারে।

৬৬ . এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ -

দ্র. *আল-কুর'আন*, সূরা– জুমু'আহ, ৬২ : ২।

৬৭ . মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি* ও *বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يؤدى إلى الاختلاف بالمعنى الذى ذكرناه، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع الجميع باتفاق، ومردهم فى

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীমের (সা.) যুগে ফিক্‌হী মাস'আলা মাসাইল নিয়ে গবেষণা করা হতো না। তাঁর সময় 'ফিক্‌হ' নামে আলাদা কোন বিষয়ের সংকলন ও সম্পাদনাও হয়নি।[৬৮] বর্তমানে আমাদের ফকীহ্‌গণ যেমন পৃথকভাবে প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব, মর্যাদা, বিধি-বিধান, শর্তাবলী ও

كل أمر يحزبهم، ومفزعهم فى كل شأن، وهاديهم من كل حيرة؛ فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فى شىء ردوه إليه عليه الصلاة والسلام فبين لهم وجه الحق فيه، وأوضح لهم سبيل الهداية، وأما الأذين ينزل بهم من الأمور مالا يستطيعون ردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينة المنورة، فكان يقع بينهم الاختلاف كاختلافهم فى تفسير ما يعرفونه من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على ما نابهم من أحداث، وقد لا يجدون فى ذلك نصاً فتختلف اجتهاداتهم ..... هؤلاء إذا عادوا إلى المدينة، والتقوا برسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فهموه من النصوص التى بين أيديهم أو ما اجتهدوا فيه من القضايا، فإما أن يقرهم على ذلك فيصبح جزءاً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يبين لهم وجه الحق والصواب فيطمئنون لحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون به، ويرتفع الخلاف، ومن أمثلة ذلك ما يلى :

(ا) أخرجه البخارى ومسلم أن النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب : لا يصلين أحد العصر إلاّ فى بنى قريظة فأدرك بعضهم العصر فى الطريق، فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها، أى : ديار بنى قريظة.

وقال بعضهم : بل نصلى، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحداً منهم وظاهر من هذا الحديث الشريف أن الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا إلى فريقين فى موقفهم من أداء صلاة العصر : فريق أخذ بظاهر اللفظ (كما يقول المناطقة) أو بما يسميه أصوليو الحنيفة بـ (عبارة النص). وفريق استنبط من النص معنى خصّصه به . وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفريقين دليل علىٰ مشروعية كل من المذهبين.

দ্র. ড. ত্বাহা জাবির আল-আওয়ালী, *আদাবুল-ইখতিলাফ ফীল-ইসলাম* (রিয়াদ : আদ-দারুল 'আলামিয়্যাহ লিল্-কিতাবিল-ইসলামী, ষষ্ঠ সংস্করণ- ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৩৩-৩৬।

৬৮ . গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, পৃ. ৬-২০; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ৪০-৪১।

মহানবী (সা.)-এর যুগে আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় আল-কুর'আন ব্যতীত অন্য কিছু লিখার অনুমতি ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবীকে হাদীস লিখার অনুমতি দেন। এ যুগে সাহাবীগণ সরাসরি আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্ হতে জীবন চলার পথ খুঁজে পেতেনে বলে 'ফিক্‌হ' একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভূত সমস্যাবলীতে তাঁর (সা.) কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র উপর ভিত্তি করে ফিক্‌হশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এ যুগে অনুসৃত নীতিমালা পরবর্তীতে ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎপত্তি বিকাশে অনন্য অবদান রাখে। অবশ্য এ যুগে কোন ফিক্‌হী পরিভাষা সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ এ যুগে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত ছিল ঃ (ক) আকাঈদ (العقائد), (খ) আখলাক (الأخلاق) ও (গ) মুআমালাত (المعاملات) তথা ব্যবহারিক। শেষোক্ত বিষয়টি পরবর্তীতে 'ফিক্‌হশাস্ত্র' (علم الفقه) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিম (র.)ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ-রীতি বর্ণনা করেন, তাঁর (সা.) সময় বিধি বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন চালু ছিল না।[৬৯]

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেমন কোন একটি সমস্যা (মাস্'আলা) কল্পনা করে তার উপর গবেষণা (ইজতিহাদ) চালানো হতো; যেসব বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে, সেগুলোর যুক্তিভিত্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা হতো, কিংবা যেসব বিষয়ের সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা যেতে পারে; সেগুলোর সীমা-পরিধি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হতো– এরূপ কোন পদ্ধতি রাসূল (সা.)-এর সময় ছিল না।[৭০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল এর চাইতে ভিন্নতর। যেমন– তিনি অযূ করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তা প্রত্যক্ষ করতেন, তিনি কি নিয়মে অযূ করছেন। তারা তাঁর অযূ দেখে দেখে তাঁর তরীকায় অযূ করতেন। এটি অযূর রুকন, এই অংশ অযূর নফল কিংবা এটা অযূর আদব– এভাবে বিশ্লেষণ করে করে তিনি বলতেন না। একইভাবে, তিনি সালাত আদায় করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর (সা.) সালাত আদায় করার নিয়ম দেখতেন। তাঁর সালাত আদায় দেখে তাঁরাও তাঁর তরীকা অনুযায়ী সালাত আদায় করতেন। তিনি হজ্জ পালন করেন। সাহাবা কিরাম (রা.) তাঁর হজ্জের রীতি-পদ্ধতি অবলোকন করেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেরা হজ্জ পালন করতে শুরু করেন। সাধারণতঃ এটাই ছিল নবী করীমের (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি।[৭১]

---

৬৯. 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৭০. وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستفتيه الناس فى الوقائع فيفتيهم، وتُرفع إليه القضايا، فيقضى فيها، ويرى الناس يفعلون معروفًا فيمدحه، أو منكراً فينكر عليه، وكذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، إذا لم يكن لهما علم فى المسألة يسألون الناس عن حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال أبو بكر : ما سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال فيها : شيئًا ـ يعنى الجدّةَ ـ وسأل الناس، فلمّا صلّى الظهر قال : أيّكم سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال فى الجدّة شيئًا؟ فقال المغيرة بن شعبة أنا، قال : ماذا قال؟ قال: فقال أحدٌ غيرُك؟ عليه وسلّم سُدسًا، قال : أيعلم ذلك رسول الله صلّى الله أعطاها محمّد بن مسلمة صدق، فأعطاها ابو بكر السُدسَ، وأمثال ذلك كثيرة ـ

দ্র. 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

৭১. এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ দেহলভী (র.) তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে বলেন,

اعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يكن الفقه فى زمانه الشريف مدوّنًا، ولم يكن البحث فى الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبيّنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط، وآدابَ كلّ شئ ممتازًا، عن الأخر بدليله ـ أمّا

Dhaka University Institutional Repository

তিনি (সা.) কখনো ব্যাখ্যা করে করে বলেন নি যে, অযূতে চার ফরয, কিংব ছয় ফরয।[৭২] অযূ করার সময় কখনো কোন ব্যক্তি যদি অযূর অঙ্গসমূহ পরপর ধৌত না করে তবে তার অযু হবে কি হবে না– এমন কোন ঘটনা আগে থেকে ধরে নিয়ে সে বিষয়ে অগ্রীম কোন বিধান জারি করা উচিত বলে তিনি কখনো মনে করতেন না। এরূপ ধরে নেয়া এবং অসংঘটিত অবস্থার বিধানের ক্ষেত্রে তিনি তেমন কোন কিছু বলতেন না। অপরদিকে, সাহাবা কিরামের (রা.) অবস্থাও এই ছিল, এ ধরনের ব্যাপারে তারা নবী করীমকে (সা.) খুব কমই প্রশ্ন করতেন।[৭৩]

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكان يتوضأ، فيرى الصحابة وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبيّن أنّ هذا ركن وذلك أدب، ولم يبيّن أنّ فروضَ الوضوء ستّة أو أربعة ـ وكذا كان يصلى، فيرون صلواته فيصلون كما رأوه يصلى

দ্র. আল্লামা তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ হতে উদ্ধৃত। তিনি দেহলবী (র.) আরো বলেন :

৭২. এ সম্পর্কে শাহ ওয়া ওয়ালীয়্যুল্লাহ (র.) বলেন,

"وهكذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم ـ ولم يبين أن فروض الوضوء ستة او اربعة, ولم يفرض أنه يحتمل ان يتوضأ إنسان بغير مو الاة حتى يحكم عليه بالصحة او الفساد إلا ماشاء الله وقلما كانوا يسئلو نه عن هذه الانشاء ـ

দ্র. উসূলূল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ হতে উদ্ধৃত ; শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র.), হুজাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৭৩ . শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, অনুবাদ– আবদুশ শহীদ নাসিম*, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ– অক্টোবর– ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৯-১০। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রনিধানযোগ্য ঃ

كان الصحابة رضوان الله عليهم يحاولون الا يختلفوا ما أمكن، فلم يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات، بل يعالجون ما يقع من النوازل فى ظلال هدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومعالجة الأمر الواقع ـ عادة ـ لا تتيح فرصة كبيرة للجدل فضلا عن التنازع والشقاق ـ

إذا وقع الإختلاف رغم محاولات تحاشيه سارعوا فى ردّ الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسرعان ما يرتفع الخلاف ـ

سرعة خضوعهم والتزامهم بحكم الله ورسوله وتسليمهم التام الكامل به ـ

تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمختلفين فى كثير من الأمور التى تحتمل التأويل، ولدى كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب كالذى يراه لنفسه، وهذا الشعور كفيل بالحفاظ على احترام كل من المختلفين لأخيه، والبعد عن التعصب للرأى ـ

الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى، وذلك من شأنة أن يجعل الحقيقة وحدها هدف المختلفين، حيث لا يهم أىُّ منهما أن تظهر الحقيقة على لسانه، أو على لسان أخيه ـ

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেন,

مارأيت، قوما خيرًا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماسألوه إلا عن اثنى عشرة مسألة كلها فى القران المجيد -

"আমি সাহাবা কিরামের (রা.) চেয়ে অধিকতর ভাল জাতি দেখিনি যে, তারা রাসূল (সা.) কে মাত্র বারটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং এসব প্রশ্ন কুরআন মাজিদে উল্লিখিত রয়েছে।[৭৪]

বস্তুতঃ নবী করীমের (সা.) যুগে ফাতওয়া (فتوى) চাওয়া এবং ফাতওয়া দেয়ার রীতি এরূপ ছিল যে, সাহাবা কিরাম (রা.) বাস্তবে সংঘটিত বিষয়েই প্রশ্ন করতেন এবং নবী করীম (সা.) সে বিষয়ে বিধান বা সমাধান বলে দিতেন। এভাবে পারস্পরিক বিষয়াদি এবং মুকাদ্দমা সমূহ তাঁর (সা.)সম্মুখে উপস্থাপন করা হতো; তিনি (সা.) সেগুলো ফায়সালা করে দিতেন। তিনি কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলে প্রশংসা করতেন এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।[৭৫]

التزامهم بآداب الإسلام من انتقاء أطايب الكلم، وتجنب الألفاظ الجارحة بين المختلفين، مع حسن استماع كل منهما للآخر -

تنزهم عن المماراة ما أمكن، وبذلهم أقصى أنواع الجهد فى موضوع البحث، مما يعطى لرأى كل من المختلفين صفة الجد والاحترام من الطرف الآخر، ويدفع المخالف لقبوله، أو محاولة تقديم الرأى الافضل منه -

تلك هى أبرز معالم (أدب الاختلاف) التى يمكن إيرادها ... استخلصناها من وقائع الاختلاف التى ظهرت فى عصر الرسالة -

দ্র. ড. ত্বহা জাবির আল-আনওয়ালী, *আদাবুল-ইখতিলাফ ফীল-ইসলাম* (রিয়াদ: আদ-দারুল 'আলামিয়্যাহ লিল্-কিতাবিল-ইসলামী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৪৮-৪৯।

৭৪. দ্র. 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ থেকে উদ্ধৃত; 'আল্লামা সুয়ূতী, আল ইতকান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫। এ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী বলেন– ইমাম রাযী (র.) চৌদ্দটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেন। চৌদ্দটির মধ্যে অতিরিক্ত দুটি প্রশ্ন হচ্ছে 'আত্মা' সম্পর্কে প্রশ্ন এবং যুল কারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্ন। তবে উক্ত প্রশ্নদ্বয় করেছিল মক্কার মুশরিকগণ অথবা ইহুদীগণ। সাহাবা কিরাম এ প্রশ্ন করেননি। দ্র. পূর্বোক্ত।

৭৫. 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বলেন ঃ "তোমরা এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। কারণ, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা.) এ ধরনের প্রশ্নকর্তাদের অভিসম্পাত করতে দেখেছি।"

কাসেম (রা.) লোকদের সম্বোধন করে বলেন ঃ "তোমরা এমনসব বিষয়ে প্রশ্ন করছো, যেসব বিসয়ে প্রশ্ন করার জন্যে আমরা কখনো মুখ খুলিনি। তাছাড়া, তোমরা এমন সব বিষয়েও খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করছো যা আমার জানা নেই। সেগুলো যদি আমার জানা থাকতো, তবে তো নবী করীমের (সা.) ফরমান অনুযায়ী সেগুলো তোমাদের বলেই দিতাম।

'উমার ইবন ইসহাক (রহ) বলেছেন : "রাসূল (সা.) অর্ধেকের বেশী সাহাবীর (রা.) সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি তাঁদের চাইতে অধিক জটিলতামুক্ত এবং কঠোরতা বর্জনকারী মানব গোষ্ঠীর সাক্ষাত পাইনি।"

উবাদা ইবন বস্‌রকান্দী (রা.) থেকে এই ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল : "কোন নারী যদি এমন কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করে, যেখানে তার কোন ওলী পাওয়া যাবে না, সে অবস্থায় তাকে গোসল দেয়ানো হবে কিভাবে?"

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্যায় : সাহাবা যুগ (عصر الصحابة) ঃ১১ হিজরী থেকে ৪১ হিজরী পর্যন্ত।

ফিক্‌হ শাস্ত্র (علم الفقه) ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় যুগ শুরু হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর থেকে। খিলাফাতে রাশিদার সময়-কালকে এ যুগের অন্তর্ভূক্ত করা যায়।[৭৬]

এ সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রূহানী এবং জাগতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর স্বাভাবিকভাবেই অর্পিত হয়। সে সময় থেকে ফিক্‌হ ইসলামী আইনের এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এ সময় উদ্ভূত সমস্যা ও মানুষের জিজ্ঞাসার জবাবে কুর'আন নাযিলের আর কোন সুযোগ এবং সম্ভাবনা না থাকায় সাহাবীগণ কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে থাকেন। এ যুগে ফিকহের মূল উৎস– কুর'আন (القرآن) ও সুন্নাহ্‌র (السنة) সাথে ইজমা' (الإجماع) ও কিয়াসও (القياس) সংযুক্ত হয়।[৭৭] তাঁদের যুগে গবেষণা ও কিয়াস প্রয়োগে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শুধু উদ্ভূত ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা তাঁরা মনে করতেন–

জবাবে তিনি বলেছিলেন : "আমি এমন লোকদের সাক্ষাত লাভ করেছি, যারা তোমাদের মতো কঠোরতা এবং জটিলতা অবলম্বন করতেন না। তাঁরা তোমাদের মতো (ধরে নেয়া বিষয়) প্রশ্ন করতেন না।"

দ্র. শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়,* অনুবাদ– আব্দুশ শহীদ নাসিম (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল– চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৯-১১ হতে উদ্ধৃত।

৭৬. আল ফিকরুস সামী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৭-২৩০; গাজী শামছুর রহমান, ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-২০; আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩২; এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষণীয় :

যেসব মাস'আলায় আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌য় কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই, এ যুগে সেসব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ সময় সাহাবীদের ফাতওয়াসমূহ ফিক্‌হ চর্চার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় সাহাবীগণ আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে 'রায়' প্রয়োগ করে ফাতওয়া দিতেন। এ যুগে সংঘটিত বা উদ্ভূত হয়নি এমন বিষয়ে সাহাবীগণ ফাতওয়া দিতেন না। ফলে এ যুগে প্রদত্ত ফাতওয়ার সংখ্যা অনেক কম। সাহাবা যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় মুসলমানদের সাথে অপরাপর জাতির ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন সমস্যাবলীর সাথে তারা পরিচিত হয়। নতুন নতুন অঞ্চলে উদ্ভূত এসব সমস্যার সমাধানকল্পে শর'ঈ বিধান জানা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে সাহাবীগণ এইসব সমস্যার সমাধান পেশ করেন।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, পৃ. ১১৬।*

৭৭. সাহাবা যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইজমা (الإجماع) শারী'আতের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ যুগে খলীফাগণ অনেক ক্ষেত্রে ফকীহ্ সাহাবীদের নিকট উদ্ভূত সমস্যাবলী পেশ করতেন। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা হলে তা ইজমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতো। এ যুগে ফিক্‌হ চর্চায় ইজতিহাদের (الاجتهاد) পাশাপাশি কিয়াস (القياس) ও ইসতিসলাহ (الاستصلاح) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উমর (রা.) কাযী শুরাইহকে লিখেন যে, আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র পর আহলি ইলমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (الإجماع) গ্রহণ কর। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ইজতিহাদ কিংবা কিয়াস কর।

সাহাবা যুগে আল-কুর'আন সম্পূর্ণরূপে এবং হাদীস আংশিকভাবে সংকলন করা হয়। তাছাড়া এ যুগে সাহাবীদের ইজতিহাদী মতামত ও ফাতওয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাহাবীগণ ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদানে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এজন্য তাঁদের ফাতওয়াসমূহ বহুধারায় বিভক্ত ছিল। অবশ্য তাঁরা অযথা পারস্পরিক বিতর্কে জড়িত না হয়ে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

ক. অতিরিক্ত বিষয় বা যা সংঘটিত হয়নি– এমন বিষয় সম্পর্কে ফাতওয়া (فتوى) প্রদান কালক্ষেপন মাত্র।

খ. তাঁরা তাকওয়া ও সতর্কতা বশতঃ ফাতওয়া (فتوى) প্রদানে অতি উৎসাহী ছিলেন না। কারণ ফাতওয়ার ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটতে পারে।

গ. এ সময় ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণ ছিলেন চার খলীফা (الخلفاء الراشدون) এবং তাঁদের নিকটবর্তী জলীলুল কদর সাহাবীগণ (রা.)। তাঁরা বেশীর ভাগ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে, কি ধরণের সমস্যার উদ্ভব হবে– তার সমাধান দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ছিল না।

প্রথম খলীফা আবূ বকরের (রা.) আমলে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি কুর'আন ও সুন্নাহ্ দ্বারা উহার সমাধান দিতেন। তাঁর জানা মতে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌তে উহার সমাধান না পেলে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করতেন। তাঁদের কেউ কুর'আন ও সুন্নাহ্ হতে উহার দলীল উপস্থাপন করতে সক্ষম হলে তিনি সেই হিসেবে ফতওয়া প্রদান করতেন। অন্যথায়, বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্রিত করে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। কোন মাস'আলার (مسألة) উপর তাঁদের ঐকমত্য হলে তিন সে হিসেবে ফাতওয়া দিতেন।[৭৮]

দ্বিতীয় উমর (রা.) তাঁর আমলে নতুন কোন বিষয়ের সমাধান বা ফাতওয়া দিতে গিয়ে প্রথমতঃ কুর'আন-সুন্নাহ্ হতে দলীল খুঁজতেন। কুর'আন ও সুন্নাহ্ হতে কোন দলীল বা বক্তব্য না পেলে তাঁর পূর্বসুরী আবূ বকরের (রা.) ফয়সালা অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। আর তাও সম্ভব না হলে সাহাবা কিরামকে (রা.) একত্রিত করে তাঁদের মতামত জানতে চাইতেন। যখন কোন সিদ্ধান্তের উপর তাঁদের ঐকমত্য হত, তখন তিনি সে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবিক ফয়সালা দিতেন।[৭৯]

করতেন। এ যুগে ইজতিহাদের আওতা ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মজলিসে শূরায় অনুমোদিত হতো বিধায় আইন প্রণয়ন প্রশ্নে সাহাবীদের মাঝে মৌলিক মতভেদ দেখা দেয়নি। সুতরাং বলা যায়, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী আইন ছিল একক ও বিরোধমুক্ত। কিন্তু উমায়্যা যুগে সমাজের চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইনে কিছুটা বিভক্তির সূচনা ঘটে। উমায়্যা যুগের প্রথমার্ধে কাযীগণ বিচার-ফায়সালায় পরিপূর্ণরূপে ইসলামী আইন অনুসরণ করলেও খলীফাগন শাসন ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে ইসলামী আইনের পূর্ণ অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। অপরদিকে এ সময়ে যেসব সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাঁরাও রাজনৈতিক শক্তি এবং ইসলামী আইনের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হননি। ফলে তাঁরা শাসন ক্ষমতা হতে দূরে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চা অব্যাহত রাখেন।

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

৭৮ . দ্র. ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, *ইমাম মালেক ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৭৯ . দ্র. শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, সাহাবীগণ তাঁদের আমলে ফাতওয়ার ব্যাপারে কুর'আন, সুন্নাহ্, ইজমা' ও কিয়াস-এর নীতিমালা (اصـول) প্রয়োগ করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের উপস্থিতিতে কোন কোন সাহাবীকে ফাতওয়া দানের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং এর নিয়ম-কানুনও স্বয়ং তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলের (সা.) প্রশিক্ষিত এ সাহাবীগণ (রা.) তাঁর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দানের দায়িত্ব পালন করতেন।[৮০]

তৃতীয় পর্যায় : কনিষ্ঠ সাহাবাগণ (রা.) ও তাবি'ঈগণের যুগ (صـغـار الـصـحـابـة وعـصـر الـتـابـعـيـن) : ৪১ হিজরী থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।

এ পর্যায়টি ছিল ৪১ হিজরী থেকে শুরু হয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ তথা দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ব্যপৃত। এ সময়কালের মধ্যেই সমস্ত সাহাবী ইন্তিকাল করেন। তবে এ যুগে যেমন অনেক বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী (রা.) বেঁচে ছিলেন, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণের (র.) একটি বিরাট দলও বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা ফিক্‌হের সমৃদ্ধ করেছেন। কিয়াস ভিত্তিক সমাধানের প্রবণতা এ' সময় থেকেই শুরু হয়।

ফিক্‌হ সংকলন, বিন্যাস ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের যাবতীয় উপাদান সময়েই সংগৃহিত হয়। এ পর্যায়টিকে ফিক্‌হ বিন্যাস, গ্রন্থনা ও সংস্থাপনের ভিত্তি যুগ বলা যেতে পারে। এ সময় ফিকহের কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাব গড়ে উঠেনি।[৮১]

---

৮০ . এ' সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

أوّل من قام بمنصب الإفتاء سيّد المرسلين وخاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم، فكان يفتى عن الله سبحانه وتعالى بوحيه المُبين، وكانت فتاواه عليه السلام جوامعَ الأحكام، وهى أكبر مأخذ للشريعة الإسلاميّة بعد القرآن الكريم، وكانت الصحابة رضى الله عنهم يحفظونها فى الصدور والزبو كما تقرّر فى تدوين الحديث وكتابته، ولم يكن أحد فى عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم يشتغل بمنصب الإفتاء غيره، غير أنّه عليه السلام ربما بعث بعضَ الصحابة إلى البلاد النائية، فأذن لهم بالإفتاء والقضاء، كما بعث معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن، كما جاء فى الحديث المعروف، فأذن له بالإفاء والقضاء حسب كتاب الله وسنّة نبيه صلّى الله عليه وسلم، ثمّ باجتهاده فيما لم يجد فيه نصًا فى القرآن ولا فى السنّة، فكان ذلك أصلاً متبوعًا لكل من تصدّى للإفاء بعده صلّى الله عليه وسلّم -

দ্র. আল্লামা তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

৮১ . তাবি'ঈগণের যুগে সাতটি কেন্দ্রে (১. মদীনা কেন্দ্র ২. মক্কা কেন্দ্র ৩. কুফা কেন্দ্র ৪. বসরা কেন্দ্র ৫. সিরিয়া কেন্দ্র ৬. মিসর কেন্দ্র ৭. ইয়েমেন কেন্দ্র) ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চা হলেও হিজাযী ও ইরাকী কেন্দ্র ফিক্‌হী চিন্তাধারায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। হিজাযী কেন্দ্র ছিল মূলতঃ আল-কুর'আন, সুন্নাহ্ ও এতদুভয়ের আলোকে ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুহাদ্দিস বিদ্যমান থাকায় এই কেন্দ্র 'রায়' প্রয়োগের প্রয়োজন খুব একটা পড়েনি। হিজায মহানবী (সা.) ও সাহাবীগণের অবস্থানস্থল হওয়ার কারণে এখানকার তাবি'ঈগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র একটি মাধ্যমে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইরাকী কেন্দ্র অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে, ইসলামী জীবন-বিধানের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম (أحكام الشريعة) সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্তকরণের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর এ' ফিক্‌হ প্রণয়নের পেছনে বিভিন্ন কারণও বিদ্যমান ছিল। সাহাবায়ে কিরামের মতের ভিন্নতা, সমকালীন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে জাল হাদীসের ব্যাপকতা ফিক্‌হ প্রণয়নের পিছনে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করা যায়। যে সকল সাহাবী (রা.), রাসূল (সা.)–এর নিকট প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাবি'ঈগণ সেসব সাহাবী (রা.)-এর হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছে ফিক্‌হ ও ফাতওয়া শিক্ষা লাভ করেন। তাবি'ঈগণ যে সব সাহাবী থেকে 'ইলম ও ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.), 'উসমান (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) 'আয়িশা (রা.) প্রমুখ।

তাবি'ঈগণ সাহাবীগণের অনুসরণে ফাতওয়া প্রদান করতেন। ফাতওয়া প্রদানে তাঁদের নিয়ম ছিল যে, প্রথমতঃ কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করতেন। কুর'আন ও সুন্নাহ্ হতে তাদের ফাতওয়ার দলীল না পেলে সাহাবীগণের গবেষণার (اجتهاد) উপর আমল করতেন। আর তাও সম্ভব না হলে নিজেরা গবেষণাই করতেন।[৮২]

ক্ষেত্রে 'রায়' নির্ভর ছিল বলে এখানে প্রমাণবিহীন মাসা'ইলকে প্রমাণভিত্তিক মাসা'ইলের সাথে তুলনা করে (القياس الاصولى) সিদ্ধান্ত দেয়া হতো। এই কেন্দ্রের অনুসারীগণ হাদীস গ্রহণে কড়াকড়ি আরোপ করতেন। এখানে শু'য়ূবী, মুলহিদ, রাফিযী, খারিজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করতো। তাই এখানকার ফকীহ্‌গণ হাদীস গ্রহণে যাচই-বাছাই করতেন। যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যেত না, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা 'রায়' প্রয়োগ করতেন।

সাহাবা ও তাবি'ঈণ যুগে যথাসম্ভব সাহাবা ও তাবি'ঈগণ ফাতওয়া দান হতে বিরত থাকতেন। প্রয়োজন হলে তাঁরা আল-কুর'আন, সুন্নাহ্ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত পন্থা অনুসরণ পূর্বক ফাত্‌ওয়া দিতেন।

প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগে মহানবী (সা.)-এর হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবি'ঈনের আসার ও ফাতওয়াসমূহের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। ফলে 'উমায়্যা যুগে খলীফা উমর ইবনু 'আবদিল আযীয (রহ.) (মৃ. ১০১ হি./৭২০ খ্রী.) মহানবী (সা.)-এর হাদীস ও সুন্নাহ্ সংকলনের নির্দেশ দেন। মূলত ফিক্‌হী চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে প্রাচ্যবিদগণ মনে করেন। ফলে, প্রায় সম-সাময়িককালেই হাদীস সংকলন এবং ফিক্‌হচর্চা ও ফিক্‌হী মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাবি'গণ যুগে ফকীহ্‌গণ ফিক্‌হ চর্চার পাশাপাশি হাদীস এবং তাফসীর শাস্ত্রেও অনবদ্য অবদান রাখেন। তাই আল-কুর'আন ও হাদীস হতে সরাসরি মাসা'ইল ইস্তিম্বাত তাঁদের পক্ষে সহজতর হয়।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালেক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-২০; আল মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩২।

৮২. তৃতীয় যুগের সঠিক অবস্থা তুলে ধরে শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র.) বলেন,

উত্তরাধিকার সূত্রে সাহাবা যুগের মতপার্থক্য তাবি'ঈগণের নিকট পৌঁছে। প্রত্যেক তাবেয়ীর নিকট যা কিছু পৌঁছে তিনি সেটাকে আয়ত্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) যে যে হাদীস এবং সাহাবীগণের যে যে মতামত শুনেছেন, তা তাঁরা তাঁদের স্মৃতিতে অংকিত করে নেন। সাহাবীগণের বক্তব্যে যেসব ইখতিলাফ লক্ষ্য করেছেন, নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। কখনো একটি বক্তব্যকে

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় যাঁরা ফিক্‌হ সংকলন ও ফাতওয়া দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (র.) এবং ইব্রাহিম নাখ'ঈ (র.)। তাঁরা উভয়েই যথাযথভাবে বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক ফিক্‌হ সংকলন করেন। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব ছিলেন মদীনার জনগণের অনুসরণীয় ইমাম। আর ইব্রাহীম নাখ'ঈ (র.) ছিলেন কুফাবাসীদের অনুসরণীয় ইমাম। এতদ্ভিন্ন, মদিনায় সালিম ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.), মক্কায় 'আতা ইবন আবী রিবাহ (র.), কুফায় শা'বী (র.) বসরায় ইমাম হাসান বসরী (র.) এবং ইয়েমেনে তাউস ইবন কাইসান (র.) প্রমুখ তাবি'ঈগণ 'ফিকহ' এর ভিত্তি স্থাপন ও ফাতওয়া দানে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এ সময় যে সকল সাহাবা কিরাম (রা.) জীবিত ছিলেন তাঁরা ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে এককভাবে কোন সাহাবীর (রা.) পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকল হাদীস জানাও সম্ভব ছিল না। তাই নব-উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মোতাবেক দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত সাহাবা কিরামের প্রদত্ত রায় ও ফাতওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।[৮৩]

আরেকটি বক্তব্যের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন কোন বক্তব্য তাঁদের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমনকি তা যদি প্রথম শ্রেণীর কোন সাহাবীর বক্তব্যও হয়ে থাকে। যেমন, 'তায়াম্মুম দ্বারা ফরয গোসলের কার্য সমাধান হয় না" – উমার (রা.) এবং ইবন মাসউদের (রা.) এ মতকে তারা গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে এ প্রসঙ্গে তাঁরা আম্মার (রা.) এবং ইমরান ইব্‌ন হুসাইন প্রমুখের মশহুর রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে এসে তাবি'ঈগণের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন মত। আর বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন মতের 'আলিম দের নেতৃত্ব। যেমন :

ক) মদীনায় সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রহ) এবং সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারের (রহ) মতামত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁরা মদীনার জনগণের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। এ দু'জনের পর মদীনায় যুহরী, কাযী ইয়াহিয়া ইব্‌ন সায়ীদ এবং রবীয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেন।

খ) মক্কায় আতা ইব্‌ন আবি রিবাহ্ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তাদের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন।

গ) কুফায় ইব্রাহিম নখ'ঈ এবং শা'বী এ মর্যাদা লাভ করেন।

ঘ) বসরায় এ মর্যাদা লাভ করেন হাসান বসরী।

ঙ) ইয়েমেনে লাভ করেন তাউস ইব্‌ন কাইসান আর

চ) সিরিয়ায় মাকহুল।

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা কিছুলোকের অন্তরে এঁদের থেকে ইল্‌ম হাসিল করার আকাঙ্খা জাগ্রত করে দেন। এভাবে তারা এঁদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের (রা.) বক্তব্য ও ফতোয়া এবং এই লোকদের মতামত ও বিশ্লেষণ সংগ্রহ করেন। অতঃপর তাঁদের কাছে ফতোয়া চাইতে আসে অসংখ্য লোক। তাদের সম্মুখে আসে হাজারো মাসায়েল। উত্থাপিত হয় শত শত মামলা মুকাদ্দমা। (এ সকল বিষয়ে তাদেরকে ফতোয়া দিতে হয় এবং ব্যক্ত করতে হয় নিজেদের মতামত)।

দ্র. শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহ্‌লভী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ২৩-২৪।

৮৩. সাহাবা কিরামের মধ্যে মতরে ভিন্নতা ও উহার কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষণীয় :

فرأى كل صحابى ما يسّره الله له من عبادته، وفتاواه، وأقضيته، فحفظها وعقلها، وعرف لكلّ شئ وجهاً من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن، كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কারণে এ সময় কতিপয় চরম পন্থী ও বিপথগামী– (শী'আ, খারিজী ইত্যাদি) ফিরকার উদ্ভব ঘটে। এ সকল ফিরকার লোকেরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার ফলেও মাস'আলা-মাসা'ইলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

এ সময় ইসলাম বিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষীমহল হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য জাল হাদীস (موضوع حديث) রচনা করতে থাকে এবং তা ব্যাপকভাবে মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ও বানোয়াট মিথ্যা হাদীসের কারণে মাস'আলা মাসা'ইলের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষিতে দ্বীন হিফাযতের লক্ষ্যে ফিক্‌হকে সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্তকরণ এবং উহার মূলনীতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রণয়ন ও সংকলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৮৪]

عندهم إلاّ وجدان الأطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الأعرابَ يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء، حيث لا يشعرون، فانقضى عصره الكريم، وهم على ذلك، ثمّ أنّهم تفرّقوا فى البلاد، وصار كلّ وَاحدٍ مقتدى ناحية من النواحى، فكثرتِ الوقائعُ ودارتِ المسائلُ، فاستفتوا فيها، فأجابوا كلّ وَاحدٍ حسب ما حفظه أو استنبط، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبط ما يصلح للجواب اجتهد برأيه، وعرف العلّة التى أدار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليها الحكم فى منصو صاته، فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألوا جهدًا فى موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك وقع الأختلاف بينهم على ضروب ـ

منها : أنّ صحابيًا سمع حكمًا فى قضيّة أو فتوى، ولم يسمعه الأخر، فأجتهد برأيه فى ذلك، وهذا على وجوه ـ

أحدها : أن يقع اجتهاده على موافق الحديث،

وثانيها : أن يقع بينهما المناظرة، ويظهر الحديث بالوجه الذى يقع به غالب الظنّ، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع ـ

وثالثها : أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذى يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده، بل طعن فى الحديث ـ

ورابعها : أن لا يصل إليه الحديث أصلا ـ

ـ**ومنها** : إختلا السهو والنسيان :

ومنها : إختلاف الضبط ـ

ومنها : إختلافهم فى علّة الحكم ـ

ومنها : إختلافهم فى الجمع بين المختلفين ـ

দ্র. 'আল্লামা তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা(اصول الافتاء)*, পৃ. ৩৪-৪০।

৮৪ . এ যুগ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলবী (র.) বলেন, সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব এবং ইব্রাহীম নখ'ঈ প্রমুখ যথানিয়মে বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক ফিক্‌হ সংকলন করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে তাঁরা কিছু মূলনীতির অনুসরণ করেন, যা তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের থেকে লাভ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য কতিপয় লক্ষণীয়

এ যুগের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল যা 'ফিক্‌হ' চর্চা ও বিন্যাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যথা :

১. প্রত্যেকেই (ফিরকাবাজ) নিজ নিজ মতানুযায়ী রায় ও রিওআয়াতকে অগ্রাধিকার দান।

২. বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া মুফতী সাহাবীগণের সংস্পর্শে এসে তাবি'ঈগণের একটি দল সৃষ্টি হয়, যাঁরা ফিকহী মাস'আলা উদ্ভাবন ও ফাতওয়া দানে সাহাবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেন।

৩. হাদীসের ব্যাপক প্রচলন এবং হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ রীতি এবং হাদীস পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তাবি'ঈগণ এতদ্বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেন।

৪. অনারবদের ('আজমী) মধ্য থেকে একটি বিরাট দল ইসলামী শারী'আহ এর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ফলে অনারবদের জন্য ইসলামী শারী'আহ অনুশীলন সহজতর হয়ে যায়।

৫. এ যুগের 'আলিমগণ আহলুর রায় (أهل الرائى) এবং 'আহলুল হাদীস (اهل الحديث)-এ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৬. এ যুগের ফকীগণ মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস (قياس), ইস্তিহ্‌সান (استحسان) এবং ইস্তিসলাহ (استصلاح) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।[৮৫]

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব এবং তাঁর ছাত্ররা এ মত পোষণ করতেন যে, হারামাইনের বাসিন্দারা ফিক্‌হের ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্যতার অধিকারী। তাঁদের মতামতের (মাযহাবের) ভিত্তি ছিলো উমার (রা.) ও উসমানের (রা.) ফতোয়া ও ফায়সালাসমূহ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.), আয়িশা (রা.) ও ইব্‌ন আব্বাসের (রা.) ফতোয়াসমূহ এবং মদীনায় কাযীগণের ফায়সালা ও রায়সমূহ। আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত তাওফীক অনুযায়ী তাঁরা এ সকল বিধান ফতোয়া সংগ্রহ করেন এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলো পর্যালোচনা করেন। অতঃপর (ক) যে বিষয়ে মদীনায় 'আলিমগণের ঐক্যমত পেয়েছেন, সেটা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন। (খ) যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিলো সে বিষয়ে ঐ মতকে গ্রহণ করেন, যা কোনো না কোন কারণে মজবুত এবং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এসব কারণ আবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকতে পারে। যেমন, অধিকাংশ 'আলিম কর্তৃক সে মতটি গ্রহণ করা, কিংবা কিয়াসের ভিত্তি মজবুত হওয়া, বা সরাসরি কুর'আন সুন্নাহর ভিত্তিতে গবেষণা করে নির্ণয় করা কোন ফায়সালার সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া অথবা অন্য কোন কারণে। (গ) আর যে বিষয়ে তাদের কোন ফতোয়া এরা লাভ করেন নি, সে বিষয়ে তাঁদের অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্য ও ফতোয়াসমূহের উপর গবেষণা করতেন, সেগুলোর উদ্দেশ্য, ইঙ্গিত ও দাবী খুঁজে বের করতেন এবং সে অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেন। এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁরা অসংখ্য মাসায়েল ও বিধান রচনা করেন।

ইব্রাহীম নখ'ঈ ও তাঁর ছাত্রদের ফিক্‌হী মসলকের ভিত্তিই ছিল 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের মতামত ও ফাতওয়া, আলীর (রা.) ফাতওয়া ও ফায়সালাসমূহ, কাযী শুরাইহ্‌র ফায়সালাসমূহ এবং কুফায় অন্যান্য কাযীর ফায়সালাসমূহের উপর। ইব্রাহীম নখ'ঈ তাঁর সাধ্যানুযায়ী এইসব ফতোয়া, ফায়সালা ও বিধান সংগ্রহ করেন এবং এগুলো ঠিক সেইভাবে কাজে লাগান, যেভাবে মদীনায় সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব প্রমুখ সেখানকার সাহাবী ও পরবর্তী 'আলিমদের বক্তব্য (আছার) ও ফাতওয়াসমূহ কাজে লাগান। এগুলোর ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে অসংখ্য মাসায়েল উদঘাটন করে। ফলশ্রুতিতে এখানেও ফিক্‌হের প্রতিটি অধ্যায়ে মাসায়েলের স্তূপ জমা হয়ে যায়।

দ্র. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৫।

৮৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পর্যায় : ইজতিহাদের যুগ (عصر الاجتهاد) – তাবি'ঈগণের পরবর্তী যুগ[৮৬]

হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশক থেকে এ পর্যায় শুরু হয়। এটি ছিল মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ ফিক্‌হ শাস্ত্র ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ' সময়-কালকে (ইজতিহাদ যুগ) ফিকহের সোনালী যুগ হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে।[৮৭] এ যুগ আব্বাসীয় যুগের

---

৮৬. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-২০;

উল্লিখিত চারটি পর্যায়কে কোন কোন ফিক্‌হবিদ পাঁচটি পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন–

প্রথম পর্যায়– নবুয়্যত যুগ।

দ্বিতীয় পর্যায়– সাহাবা যুগ।

তৃতীয় পর্যায়– তাবি'ঈন যুগ।

চতুর্থ পর্যায়– কনিষ্ঠ তাবি'ঈন এবং জৈষ্ঠ তাবি-তাবি'ঈন যুগ।

পঞ্চম পর্যায়– ইজতিহাদ যুগ।

দ্র. *আল মাউসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ, ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম খন্ড, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২৩-৩২।

আবার কোন কোন ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ইসলামী ফিকহের উৎপত্তি ক্রমবিকাশকে ৬টি যুগে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ (২) কিবারে সাহাবাগণের যুগ (৩) সিগারে সাহাবা ও তাবি'ঈনের যুগ (৪) ফিকহ সংকলনের যুগ (৫) মুনযাবার (ফিকহী বিতর্কের যুগ) যুগ (৬) তাকলীদের মহল (নিরেট তাকলীদ)-এর যুগ। দ্র. আল্লামা শাইখ খুদরী বেক, মূল তারিখু তাশরী'ঈল ইসলামী, অনুবাদ– মাওলানা হাবীব আহমদ হাশেমী (করাচী : দারুল ইশা'আত) পৃ. ১৪-১৫)

৮৭. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-২০; আল মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩২।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমভাগ হতে চতুর্থ হিজরী শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়টি ইজতিহাদ যুগ (عصر الاجتهاد) হিসেবে পরিচিত। এ যুগে হাদীস সংকলন ও ফিক্‌হ সম্পাদনের কাজ যুগপৎভাবে চলতে থাকে। এ যুগে মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহ্‌গণ ফিক্‌হ সংকলন ও মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগে সাহাবা ও তাবি'ঈনের ফাত্‌ওয়াসমূহ সংকলিত হয়, তাফসীর ও ফিক্‌হশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণীত হয় এবং উসূল আল-ফিক্‌হশাস্ত্র প্রবর্তিত হয়।

উমায়্যা খিলাফতের পতনের পর (১৩২ হি./৭৫০ খ্রী.) আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীদের অত্যাচার হতে আত্মরক্ষাকল্পে বনূ উমায়্যা বংশের কতিপয় ব্যক্তিত্ব স্পেন গিয়ে সেখানে উমায়্যা শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বিভক্তির ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যের বিভক্তি সৃষ্টি হয়। আল-মানসূরের শাসনামলে এর প্রভাব হিজায এবং ইরাকেও পরিলক্ষিত হয়। ইমাম হাসানের বংশধর মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ নাফসু যাকিয়্যাহ এবং ইবরাহীম ইবনু আবদিল্লাহ হিজায এবং ইরাকে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করে শহীদ হন। এঁদের অপর ভাই ইদরীস 'মাগ্‌রিব' অঞ্চলে গিয়ে বারবারীদের মাঝে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন যা 'ইদরীসী খিলাফত' নামে প্রসিদ্ধ।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯।

নবুওয়াত যুগ এবং তাবি'ঈন যুগে ফিক্‌হ চর্চার যে ধারা সৃষ্টি হয়, ইজতিহাদ যুগে তা আরো অধিক বিকাশ লাভ করে। কারণ–

এক. ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিশাল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং কাযী ও আমিলগণ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার আলোকে শাসন ও বিচারকার্য আঞ্জাম দেন এবং এসব অঞ্চলের জনগণ ইসলামী আইন-কানুন ও নীতিমালার অনুসরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপক্কতার সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী উপস্থিত হলে মুসলমানগণ এমন কাজে হাত দেন, যা তাঁদের পূর্বসূরীগণ করেননি। তাঁরা ফিক্‌হ শাস্ত্র অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান তথা : 'উলূমুল হাদীস (علوم الحديث), 'উলূমুল কুর'আন (علوم القران), 'উলূমুল 'আরাবিয়াহ (علوم العربية) ইত্যাদি সংকলন ও সংরক্ষণ শুরু করেন। এ সময় মুসলিম বিশ্বে কতিপয় বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে যাঁদের মাযহাব (مذهب) সমূহ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়।

এ যুগ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র.) বলেন,

"তাবি'ঈগণের যুগ শেষ হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা 'ইলমে্ দীনের আরেক দল বাহক সৃষ্টি করেন। এতে করে ইল্‌মে দীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো ঃ "ইয়াহ্‌মিলু হা-যাল্ 'ইল্‌ম মিন্ কুল্লি খালফিন্ 'উদূলুহু- প্রত্যেকটি ভবিষ্যত বংশধরের ন্যায়পরায়ণ লোকেরা এই 'ইল্‌মের আমানত বহন করবে। 'ইল্‌ম দীনের এই বাহক দল সেই দায়িত্বই পালন করেছেন। এঁরা ছিলেন তাবি'ঈগণের ছাত্র তাবে'তাবি'ঈন। তাঁরা তাবি'ঈগণের নিকট থেকে তাঁদের সংগৃহিত অযু, গোসল, সালাত, হজ্জ, বিয়ে-শাদী, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান যাবতীয় বিষয়ের শার'ঈ পন্থাসমূহ সংগ্রহ করেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) হাদীস সংগ্রহ এবং বর্ণনা করেন, বিভিন্ন শহরের কাযীদেরকে ফায়সালা এবং মুফতীগণের ফাতওয়া সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তাঁরা তাঁদের থেকে মাসা'ইল জিজ্ঞাসা করেন এবং সকল বিষয়ে নিজেরাও ইজতিহাদ করেন। এভাবে তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ 'আলিমের মর্যাদা লাভ করেন। জনগণ তাঁদেরকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং শার'ঈ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত বলে গ্রহণ করে। এঁরাও আবার নিজ নিজ শিক্ষকের পন্থা অবলম্বন করেন। অতীত 'আলিমগণের বক্তব্য ও ফাতওয়ার উদ্দেশ্য ও দাবী অনুধাবনের ক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠার সাথে নিজেদের পূর্ণ প্রতিভাকে কাজে লাগান। নিজেদের অগাধ প্রতিভাকে

দুই. এ যুগে ফকীহ্ ও মুজতাহিদদের নিকট ফিক্‌হ চর্চার উপাদান আল-কুর'আন, সুন্নাহ্ এবং সাহাবা ও তাবি'ঈনের ফাত্ওয়া ও ফয়সালাসমূহ সংকলিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

তিন. বিশাল মুসলিম অঞ্চলে উদ্ভূত দীনি সমস্যাবলী সমাধানকল্পে একদল ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সদা ফিক্‌হ ও ফাত্ওয়াচর্চায় নিমগ্ন থাকতেন।

এ যুগের প্রখ্যাত মুজতাহিদ ফকীহ্‌গণ হলেন :

১. ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (র.) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রী.)

২. ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.) (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রী.)

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আল-শাফি'ঈ (র.) (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রী.)

৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) (মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রী.)

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

কাজে লাগিয়ে তাঁরাও মানুষকে ফাতওয়া দান করেন, বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা প্রদান করেন এবং জ্ঞান শিক্ষা দেন।[৮৮] তাঁদের মতামতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মূলনীতির উপর মাস'আলা উদ্ভাবন করেন। এভাবে মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে ফিক্হ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতা লাভ করে।

এ যুগ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "এ যুগের ফকীহ্গণ রাসূলুল্লাহ্র (সা.) হাদীস, ইসলামের প্রথম যুগের বিচারকগণের রায়, সাহাবীগণ, তাবি'ঈ ও তৃতীয় প্রজন্মের 'আইন বিষয়ক পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সব কিছুকে তাঁদের বিবেচনায় আনেন। অতঃপর নিজেরাই ইজতিহাদ করেন। এভাবেই তৎকালীন 'আইনবিদগণ গবেষণা করেছেন। মূলতঃ তাঁরা সকলেই মুসনাদ এবং মুরসাল এ উভয় প্রকার হাদীস গ্রহণ করেন।[৮৯]

---

৮৮ . এ স্তরের 'আলিমগণের চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি ছিলো খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের চিন্তা ও কর্মের এই সামঞ্জস্যের সারসংক্ষেপ হলো :

১. তাঁদের দৃষ্টিতে 'মুসনাদ হাদীস' যেমন গ্রহণযোগ্য ছিলো, অনুরূপভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল 'হাদীস মুরসাল'

২. তাঁরা সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের বক্তব্যকে শর'ঈ দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

(৩) তাবি' তাবিঈ' ইমামগণের কর্মনীতিতে তৃতীয় যে সামঞ্জস্যটি পাওয়া যায়, তা হলো এই যে, কোন বিষয়ে যদি তাঁরা পরস্পরবিরোধী হাদীসের সন্ধান পেতেন, তবে সে বিষয়ে শরয়ী বিধান অবগত হবার জন্যে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন। সাহাবীগণ যদি পরস্পরবিরোধী হাদীসগুলোর কোনটিকে মানসুখ বা তা'বীলযোগ্য বলে উল্লেখ করে থাকেন কিংবা বিলুপ্তি (নসখ) তা তাবেঈদের কোন ব্যাখ্যাদান ছাড়াই তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে একমত হয়ে থাকেন, যার অর্থ মূলত হাদীসটিকে জয়ীফ, মানসুখ কিংবা তাবলিযোগ্য বলে ঘোষণা করা, –এই সকল অবস্থাতেই তাঁরা সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন।

(৪) তাঁরা যখন কোন বিষয়ে সাহাবী এবং তাবি'ঈদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে বলে দেখতে পেতেন, তখন তাঁদের প্রত্যেক 'আলিমই নিজ নিজ শহরের সাহাবী ও তাবি'ঈ এবং নিজ নিজ উস্তাদের মত অনুসরণ করতেন। কেননা তিনি তাঁদের বক্তব্যের মজবুতী ও দুর্বলতা সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য ও রায় যেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া তাঁদের মর্যাদা, কামালিয়াতও সমুদ্রসম জ্ঞানের প্রতিও ছিলেন তিনি আকৃষ্ট।

মোটকথা, এভাবে এ যুগের প্রত্যেক 'আলিমের নিকট তাঁর উস্তাদ এবং শহরের শাসক, কাযী ও 'আলিমগণের ফায়সালা ও মতামত অগ্রাধিকারযোগ্য এবং অধিকতর অনুসরণযোগ্য ছিলো। নিজ শহরের ওলামাকে কোন বিষয়ে একমত দেখতে পেলে সে বিষয়টিকে তো তাঁরা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতেন।

দ্র. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-৩০।

৮৯ . ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলুল ফিকাহিল ইসলামী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; অধিকন্তু তাঁরা সাহাবী (রা.) ও তাবিঈ'গণের মতামতকে প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এর পিছনে মূলতঃ দু'টি কারণ বিদ্যমান ছিল :

(১) এ সকল মতামত ছিল প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্র (সা.) হাদীস যা বর্ণিত হয়েছিল কোন সাহাবী বা তাবিঈ' থেকে। কিন্তু তাঁরা মূল বক্তব্য বর্ণনায় তাদের পক্ষ থেকে ভুল বা কম-বেশী হওয়ার আশংকায় সাবধানতা বশতঃ তাতে রাসূলুল্লাহ্র (সা.) নাম যোগ করেন নি।

(২) আরেকটি কারণ ছিল যে, এই হতে পারে যে, এ সকল মতামত সাহাবীগণ কর্তৃক মূল হাদীস অনুসারে দেয়া হয়েছে এবং সুন্নাহ্ সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে উপস্থাপিত হয়েছে (অর্থাৎ তা হাদীস নয়, বরং হাদীসের ভিত্তিতে প্রদত্ত অভিমত।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য যুগ (ইজতিহাদ যুগ) থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়-কালকে আবার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা–

১. সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদ যুগ

২. ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ

৩. নিখুঁত তাকলীদের যুগ

এ' সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা গেল :

১. সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদ এর যুগ

এ যুগ ছিল ইজতিহাদ (ইসলামী গবেষণা) ও সংকলনের যুগ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় এ' যুগ থেকেই ফিক্হ একটি শাস্ত্র হিসেবে রূপ নেয়। এ যুগে মুসলমানগণ ইসলামী গবেষণার চরম শিখরে পৌঁছেন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমা'আতের মাযহাব চুতষ্টয় (المذاهب الاربعة) বিশেষতঃ ফিক্হ শাস্ত্রের উপর বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ প্রনীত হয়, যা মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছেন।[৯০]

যে সব মুজতাহিদ ফকীহ্ ফিক্হ শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে পরিগণিত হন তাঁরা হলেন– ইরাকে ইমাম আবূ হানীফা (র.), মদিনায় ইমাম মালিক (র.), মক্কায় ইমাম সুফিয়ান সাওরী, সিরিয়ায় আওযা'ঈ, মিসরে ইমাম শাফি'ঈ ও লাইস ইব্ন সা'দ, নিসাপুরে ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (র.) বাগদাদে ইমাম আবূ সাওর, ইমাম আহমাদ (র.) ও ইমাম ইব্ন জারীর। তাঁদের কারো কারো মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে, আবার কারো মাযহাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার ও প্রচার লাভ করেনি, আবার কারো কারো মাযহাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল-এর মাযহাব (مذهب)।

এ যুগের ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন চারজন। তাঁরা হলেন– ইমাম আবূ হানীফা (র.)[৯১], ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ' (র.) ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)।

দ্র. *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৮।

৯০. ইজতিহাদ যুগে মুজতাহিদ ফকীহ্দের ফিক্হ, ফাতওয়া ও ইস্তিম্বাতকৃত মাসায়িল সংকলিত হওয়ার কারণে এবং তাঁদের শিষ্যগণ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ তথা কাযী আমিল প্রভৃতি পদে নিযুক্ত থেকে স্ব-স্ব ইমামের মাযহাব অনুযায়ী প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়ার কারণে তাঁদের মাযহাব স্থায়িত্ব ও বিকাশ লাভ করে। এসব শিষ্য স্বীয় ইমামের সমর্থনে এবং তাঁদের উপর আরোপিত প্রশ্নাবলীর জবাব সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করে এসব মাযহাবকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেন।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

৯১. এ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম (র.) বলেন : এ যুগে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্হে ইসলামি সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন এবং তার জীবদ্দশায়ই উহা সম্পন্ন করে যান। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পর অন্যান্য ফকীহ্গণও তাঁদের স্ব-স্ব নীতিতে ফিক্হ সম্পাদনা ও বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের ব্যাপকভাবে মাযহাব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তাঁদের ফিক্‌হ–এর অনুসরণ শুরু করেন। বিচারকগণ ফিক্‌হ মোতাবেক ফয়সালা দিতে থাকেন। জনসাধারণ বিশেষ বিশেষ ইমামের অনুসরণ আরম্ভ করেন। এ সময় গবেষণার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এছাড়া ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ ফিক্‌হ শাস্ত্র (علم الفقه) এবং ফকীহ্গণের যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। এ সময় বিশিষ্ট ইমামগণের কতিপয় প্রসিদ্ধ গবেষক-শিষ্যও তৈরী হয়ে যায়। তারা স্বীয় ফিক্‌হ-এর উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।[৯২]

২. ইজতিহাদ ও তাকলীদ-এর যুগ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে পতন ৬৫৬ হিজরী বাগদাদের পর্যন্ত সময়কাল হলো ইজতিহাদ ও তাকলীদ (تقليد) এর যুগ। এ পর্যায়ে হলেও কিছু কিছু ইজতিহাদ প্রবণতা ও ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময় পূর্ববর্তী যুগের বিশিষ্ট ইমামগণের রচিত ফিক্‌হর উপর বৃহদাকার গ্রন্থরাজি রচিত হয়। সাধারণ লোকদের ন্যায় 'আলিমগণও বিশেষ বিশেষ ইমামের তাকলীদ (অনুকরণ) আরম্ভ করে দেন। তাঁরা পূর্ববর্তী ইমামগণের নির্ধারিত মূলনীতি (أصول) অবলম্বন করে গবেষণা ও মাস'আলা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন।[৯৩]

ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব, এ যুগকে ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদ-এর (গবেষণা) যুগ বলে।

এ যুগের বিশেষ কয়েকজন ফিক্‌হ বিশারদ কর্তৃক সংকলিত ফিক্‌হ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মাযহাব চতুষ্টয়ের ফিক্‌হ এ যুগেই সংকলিত ও সম্পাদিত হয়। এ যুগে ইজতিহাদের দ্বার যদিও সাধারণভাবে উন্মুক্ত ছিল, তবু জনসাধারণ দলে দলে কোন না কোন ফকীহ্ ব্যক্তির মাযহাবের অনুগামী হতে থাকে। বিচারকগণ ফিক্‌হশাস্ত্র মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। 'আলিম সম্প্রদায় সে সময় ইজতিহাদ ও তত্ত্বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা এবং ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহের ব্যাখ্যা দানে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে 'উসূলে ফিক্‌হ' নামক অপর একটি শাস্ত্র সম্পাদন করতে হয়। অতএব, ফিক্‌হ এবং উসূলে ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রই এ যুগে সম্পাদিত হয়।

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬০।

৯২. ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-শায়বানী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.) প্রমুখ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন এবং তাঁর মাযহাবের সমর্থনে গ্রন্থ প্রণয়ন করে পূর্বাঞ্চলে এই মাযহাবের ব্যাপক বিকাশ সাধন করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিকের প্রখ্যাত শিষ্য মু'আবিয়া ইবন সালিহ (র.) (মৃ. ১৫৮ হি./৭৭৫ খ্রী.), যিয়াদ ইবনু আবদির রহমান (র.), (মৃ. ১৯৩ হি./৮০৯ খ্রী.), হিশাম ইবনু আবদির রহমান (র.) (মৃ. ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রী.), শা'সা ইবনু সালাম (র.) (মৃ. ১৯২ হি./৮০৮ খ্রী.), গাযী ইবনু কায়স (র.) (মৃ. ১৯৯ হি./৮১৬ খ্রী.), আবুল হাসান আলী ইবনু যিয়াদ (র.) (মৃ. ১৮৩ হি./৮৯৯ খ্রী.), আসাদ ইবনু ফুরাত (র.) (মৃ. ২১৩ হি./৮২৮ খ্রী.), ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল-মাসমূদী (র.) (মৃ. ২৩৪ হি./৮৪৯ খ্রী.) আবদুল্লাহ ইবনু ওহাব (র.) (মৃ. ১৯৭ হি./৮১ খ্রী.), আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র.) (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রী.) আশহাব ইবনু আবদিল আযীয (র.) (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রী.) আব্দুল্লাহ ইবনু আবদিল হাকাম (র.) (মৃ. ২১৪ হি./৮২৫ খ্রী.) প্রমুখ স্পেন, মাগ্রিব ও মিসরে আল-মুয়াত্তা ও মালিকী ফিকহের ব্যাপক বিকাশ সাধন করেন। গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-২০; *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩২; ড. আ. ক. ম, আবদুল কাদের ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

৯৩. দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।*

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় বিশেষভাবে স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে ফিক্হ গ্রন্থ রচনার হিড়িক পড়ে যায়। পরিশেষে : চার ইমাম ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতামতের তাকলীদ বা অনুসরণ করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রায় সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।[৯৪] এ' যুগ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) বলেন,

এ যুগ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম হতে সপ্তম শতাব্দিতে আব্বাসীয়দের পতন পর্যন্ত শেষ হয়েছে। এ যুগে সাধারণভাবে তাকলীদের প্রচলন হয়। সাধারণ লোকে ন্যায় 'আলিম সম্প্রদায়ও কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ শুরু করে দেন। সাধারণভাবে ইজতিহাদ এক

---

৯৪ . শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৯। ফিক্হী মাযহাব সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

المذاهب الفقهية التى ظهرت بعد عصر الصحابة وكبار التابعين يعدها بعضهم ثلاثة عشر مذهبًا، وينسب جميع أصحابها إلى مذهب (أهل السنّة) الذى كان وبقى مذهب جماهير المسلمين وعامتهم، ولكن لم ينل حظ التدوين سوى فقه ثمانية أو تسعة من هؤلاء الأئمة، وقد تباين ما دوّن من فقههم فحظى بعضهم بتدوين كل فقهه، فى حين اقتصر على بعضه بالنسبة للآخرين، ومما دون لهؤلاء وهؤالاء عرفت أصول مذاهبهم ومناهجم الفقهية وهؤلاء هم :

أولاً : الإما أبو سعيد الحسن بن يسار البصرى توفى سنة (١١٠ هـ) ـ

ثانياً : الإما أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى توفى سنة (١٥٠ هـ)

ثالثاً : الإمام الأوزاعى أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد توفى سنة (١٥٧هـ)

رابعاً : الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى توفى سنة (١٦٠ هـ)

خامساً : الإمام الليث بن سعد توفى سنة (١٧٥ هـ)

سادساً : الإمام مالك بن أنس الأصبحى توفى سنة (١٧٩ هـ)

سابعاً : الإمام سفيان بن عيينة توفى سنة (١٩٨ هـ)

ثامناً : الإمام محمد بن إدريس الشافعى توفى سنة (٢٠٤ هـ)

تاسعاً : الأمام أحمد بن محمد بن حنبل توفى سنة (٢٤١ هـ)

وهناك الإمام داود بن على الإصبهانى البغدادى المشهور بالظاهرى نسبة إلى الأخذ بظاهر الفاظ الكتاب والسنة توفى سنة (٢٧٠ هـ)

وغير هؤلاء كثير أمثال : إسحاق بن راهويه المتوفى سنة (٢٣٨ هـ)، وأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى المت.فى سنة (٢٤٠ هـ)

وهناك آخرون لتم تنتشر مذاهبهم، ولم يكثر أتباعهم، أو اعتبروا مقلْدين لأصحاب المذاهب المشهورة ـ

أما الذين بأصلت مذاهبهم وبقيت إلى يومنا هذا، ولا يزال لها الكثير من المقلدين فى ديار الإسلام كلها، ولا يزال فقههم وأصوله مدار التفقه والفتوى ـ عند الجمهور ـ آولئك هم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك، والشافعى، وأحمد

দ্র. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

রকম বন্ধ হয়ে যায়। মাস'আলা নির্গত করা পর্যন্ত ইজতিহাদের সীমা নির্ধারিত হয়। 'আলিম সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যে ব্যক্তি যে মাযহাবের অনুসারী হয়েছিলেন, তিনি সে মাযহাবেরই বড় বড় গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করেন। সে মাযহাবের নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে মাস'আলা নির্গত করতে লাগলেন। এতে পরস্পরের মধ্যে বহু বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতেছিল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এই ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবই হক এবং সত্য। এ মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন একটির অনুসরণ তথা তাকলীদ করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। মাযহাবের তাকলীদ না করে স্ব- স্ব খেয়াল খুশি মত চলা বৈধ নয়।

পূর্ববর্তী যুগে ফিক্হ শাস্ত্রের একজন শিক্ষার্থী প্রথমতঃ ইসলামী শারী'আর মূল উৎস কুর'আন ও সুন্নাহ্র শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু, এ সময় ফিক্হ এর একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবী গ্রন্থ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতেন এবং ফিক্হ এর কিতাবগুলো মোটামুটি আয়ত্ব করতে পারলেই তিনি ফকীহ্ হিসেবে গণ্য হতেন। তাদের একদল নির্ভীক 'আলিম এমন ছিলেন যারা স্বীয় ইমামের মাযহাবের উপর গ্রন্থ সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থগুলো ছিল মূলতঃ পূর্ববর্তী ইমামগণের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। তারা ইমামগণের ফাতওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। অবশ্য এ যুগে ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে– তা নয় বরং এ যুগে 'মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ' (যিনি তাঁর ইমামের অনুসৃত মূলনীতির (اصول) অনুকরণে গবেষণা করেন) এর উপস্থিতিও ছিল। এ যুগের 'আলিমগণের প্রত্যেকে স্ব-স্ব মাযহাবের প্রচার প্রসারেই ব্রত ছিলেন।[৯৫]

৩. নিখুঁত তাকলীদের যুগ (عصر التقليد محض)

নিখুঁত তাকলীদের যুগ[৯৬] বলতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়ে থাকে। এ' পর্যায়ে তাকলীদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। পূর্ববর্তী যুগগুলোতে ইজতিহাদ-এর চরম উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু পঞ্চম পর্যায়ে এসে এটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

৯৫ . শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৫, ৯১-৯৮; দ্র. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩২।

৯৬ . আব্বাসী শাসনের অবসানের পর হতে অর্থাৎ হিজরী সপ্তম শতাব্দির মধ্য ইজতিহাদ যুগের তৃতীয় পর্যায় তথা নিখুঁত তাকলীদের পর্যায়কে ভাগ হতে শুরু করে অদ্যাবধি এ যুগ চলছে। এ যুগে ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের অধিকার এক প্রকার শেষ হয়ে গিয়েছে, মাস'আলাসমূহের ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও আর প্রয়োজন হয় না। কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের মুজতাহিদগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্হ শাস্ত্র রেখে গেছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রয়েছে। আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই পরিদৃষ্ট হোক না কেন, সমস্ত সমস্যারই সমাধান প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কিতাবসমূহে অবশ্যই রয়েছে। সে সব সমস্যার সমাধানও সে ইজতিহাদ যুগের রচিত ফিক্হ হতে সমাধান করা যাবে। নতুন করে ইজতিহাদের করা ব্যতীত অন্য কিছু হবে না। যদি সত্যই সে যুগের ফিক্হ শাস্ত্রে কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানের উল্লেখ না থাকে বা উহা সমাধানের মূলনীতিরও কোন উল্লেখ না থাকে; বরং একেবারেই নতুন

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এ পর্যায়ে মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ (مجتهد مقيد)-এর উপস্থিতি ছিল। তাঁরা তাদের ইমামগণের মূলনীতি অনুসরনে ইজতিহাদ করতেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁরাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। নিখূঁত তাকলীদের এ' যুগকে আমরা দু'টি স্তরে ভাগ করতে পারি। যথা :

ক. প্রথম স্তর : হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে এ স্তরের সমাপ্তি ঘটে। এ যুগে কতিপয় ইমামের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরী ইমামগণের ন্যায় ইজতিহাদ না করলেও স্ব-স্ব ইমামগণের কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা কিংবা সংক্ষেপনে ব্রত থাকেন।

তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শায়খ খলীল মালিকী (র.), কামাল ইব্‌ন হুম্মাম হানাফী (র.), সুবকী (র.), ইমাম সুয়ূতী (র.) ও রামলী শাফি'ঈ উল্লেখযোগ্য।

খ. দ্বিতীয় স্তর : তাকলীদের এ দ্বিতীয় স্তরটি হিজরী দশম শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। এ যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের চরম অবনতি ঘটে। এ সময় গবেষণা (اجتهاد), চিন্তার স্বাধীনতা, মাস'আলা পর্যালোচনা ও উদ্ভাবন (استنباط) এবং যুক্তি-তর্কও ইত্যাদি প্রায় অবসান ঘটে। সর্ব সাধারণ ও আলিমগণের সকলেই পূর্ববর্তী ইমামগণের অভিমতের উপর থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের রায়ের উপর নির্ভর করতে থাকেন।

বস্তুতঃ ইজতিহাদ যুগের (عصر الاجتهاد) প্রথম পর্যায়টি ছিল সম্পাদন ও নীতি নির্ধারণের যুগ। 'আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজতিহাদ, স্বাধীন ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা অব্যাহত ছিল। তাকলীদের প্রবণতা কেবল সাধারণ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগের মুজতাহিদগণকে 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' (مجتهد فى المذهب) হিসাবে আখ্যয়িত করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়েও আলিমগণের মধ্যে যদিও তাকলীদের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু ইজতিহাদের। তাঁরা তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের নীতিমালার আলোকে ইজতিহাদ করতেন। এ পর্যায়ের মুজতাহিদগণকে 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়িল'(مجتهد فى المسائل) হিসাবে গণ্য করা যায়। তৃতীয় পর্যায়ে সকলেই ছিলেন নিখূঁত মুকাল্লিদ (مقلد) এ' পর্যায়ে স্বাধীন মতবাদ ও ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যায়।[৯৭]

সমস্যা হয়, তখন অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই উন্মুক্ত রয়েছে ও থাকবে। তবে সেরূপ সমস্যা আছে কিনা, তা-ই বিবেচনার বিষয়। তৃতীয় যুগেও ফিক্‌হের বহু গ্রন্থ রচিত হয়। তবে এগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কিতাবসমূহের টীকা, ব্যাখ্যা কিংবা সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র।

৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের মাযহাব

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর মাযহাব

ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর মাযহাব

ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও তাঁর মাযহাব

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) ও তাঁর মাযহাব

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের মাযহাব

ইমাম আবূ হানীফার (র.) ও তাঁর মাযহাব

জন্ম, নাম ও বংশ পরিচয়

নাম- নু'মান, কুনিয়াত- আবূ হানীফা, উপাধী- ইমাম আ'যম।[৯৮] তাঁর নসবনামা হলো নিম্নরূপ:

নু'মান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন যূতী ইব্‌ন মাহতার। তার পূর্ব পুরুষ শাহ পারস্যের অধিপতি ছিলেন।[৯৯] তাঁর দাদা যূতী নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নুমা'ন নাম ধারণ করেন। তাঁর নামানুসারে ইমাম আবূ হানীফার (র.) নাম রাখা হয় নু'মান। তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।[১০০] তাঁর উপনাম হল 'আবূ হানীফা' (ابو حنيفة)।[১০১]

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর জন্মস্থান কুফায় লালিত-পালিত হন। আবূ হানীফার (র.) শৈশবকালে তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার কেউ ছিল না। তাই তিনি প্রথমে তাঁর পিতা সাবিতের সাথে রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় লিপ্ত হন। এতে তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু ইমাম শা'বী (র.) তাঁর মধ্যে প্রখর মেধা শক্তি দেখে তাঁকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত

---

৯৮. তাঁহার পিতামহ কাবুলে বন্দী হইয়া দাসরূপে কূফায় নীত হন। পরে তিনি মাওলা অর্থাৎ আশ্রিতরূপে তায়মুল্লাহ গোত্রের সহিত যুক্ত হন। কয়েকজন জীবন চরিত লেখকের মতে তিনি পারস্যের প্রাচীন রাজাদের বংশধর। আন-নাওয়াবী লিখিয়াছেন যে, 'আলী (রা.) তাঁহার পিতা ছাবিত ও তাঁহার বংশধরদের জন্য দু'আ করেন। ইহাতে মনে হয়, ছাবিত সম্ভবত 'আলী (রা.) –এর বংশধরদের সমর্থক ছিলেন।

দ্র. সংক্ষিপ্ত *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৯৯. রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ উল্লেখ করেন :

النعمان بن ثابت بن زوطى التيمى, أبو حنيفة الكوفى, مولى بن تيم الله بن ثعلبة الامام فقيه الملة, عالم العراق, وامام اصحاب الرائى, رأى انس بن مالك, اقدم الائمة الاربعة مولدًا, واكثرهم بين المسلمين إتباعا

দ্র. ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০; উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩; ড. মাহবুবুর রহামন, 'ইলমুল নাক্বদি ওয়া 'ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল (রাজশাহী : আল মাকতাববাতুশ শাফিয়া-২০০২ খ্রীস্টাব্দ) পৃ. ১৮৫।

১০০. এ উপনামে তাঁর খ্যাতি লাভের কারণ হল– তিনি লেখার সময় সর্বদা একটি দোয়াত ব্যবহার করতেন। তৎকালে 'ইরাকী ভাষায় দোয়াতকে 'হানীফা' (حنيفة) বলা হত। তাই তাঁর উপনাম হয় আবূ হানীফা। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর একটি মেয়ে ছিল যার নাম ছিল হানীফা। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ তাঁর একটি মাত্র সন্তান হাম্মাদ ছাড়া আর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, হানীফা মানে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও নিবেদিত। তাঁকে আবূ হানীফা উপনাম করণের কারণ হচ্ছে তিনি সত্য ধর্মের প্রতি অত্যাধিক নিবেদিত ছিলেন। 'আল্লামা তাকী 'উসমানী উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; আস সাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; ড. মাহবুবুর রহমান, *'ইলমুল নাক্বদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

১০১. 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তখন থেকে তিনি বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমত তিনি কালামশাস্ত্র (علم الكلام) অধ্যয়ন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কালাম শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বসরায় গমন করেন এবং তথায় কালামশাস্ত্রবিদগণের সাথে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি তর্কে লিপ্ত হন। তৎকালে কালাম শাস্ত্রকে অধিক মূল্য দেয়া হত এবং এটিকে উসূলুদ্দীন (أصول الدين) -এর অন্তর্ভূক্ত মনে করা হত।

১২ বছর বয়সে তিনি খাদিমে রাসূল (সা.) আনাসের (রা.) কাছে হাদীস শিক্ষা করতে যান। তাঁর কাছে তিনি হাদীস সম্পর্কে ব্যপক জ্ঞান অর্জন করেন। ১৭ বছর বয়স থেকে তিনি 'ইলমে কালাম (علم الكلام) ও দর্শন শাস্ত্রের (فلسفة) জ্ঞানার্জন শুরু করেন। আল-কুর'আনেও তিনি অগাধ জ্ঞানার্জন করেন।[১০২]

বাস্তব জীবনে ফিক্হ শাস্ত্রের (علم الكلام) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্দী করে তিনি ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন, চর্চা ও সাধনা শুরু করেন। তৎকালে কুফা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২০ বৎসর। অত্যন্ত মনযোগসহ ১০ বৎসর তিনি সেখানে অধ্যয়ন করে ফিক্হ শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করেন। ফিক্হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য তিনি হাদীস চর্চা ও অধ্যয়নেও নিবিষ্ট হন। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে গেলেও হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি সচেতন থাকতেন। তা'ছাড়া তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়াসহ হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে সফর করেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করে তিনি হাজার হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে হাদীস শাস্ত্রের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।[১০৩]

---

১০২. আস সুন্নাত ওয়া মাকানাতুহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১; ড. মাহবুবুর রহমান, *ইলমুল নাক্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

১০৩ . আস যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবানা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫; তাহযীবুল কামাল, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; ড. মাহবুবুর রহমন, *ইলমুল নাক্দ ও ইসলমুল জারহ ওয়াত তাকীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬। আবূ হানীফা (র.) সমগ্র জীবন ফিক্হ চর্চায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার মজলিসে বিপুল সংখ্যক শ্রোতা সমাগম হইত। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা তাঁহার জীবন চরিত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লিখিয়াছেন যে, কূফার উমায়্যাঃ শাসনকর্তা য়াযীদ ইব্ন 'উমার ইব্ন হুবায়রা ও পরে খলীফা আল-মানসূর তাঁহাকে কাজীর পদ দানের প্রস্তাব করিলে তিনি দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এই অস্বীকৃতির দরুন তাঁহাকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ফলে ১৫০/৭৬৭ সনে কারাগারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেই যুগের যে সকল ধার্মিক লোক অধার্মিক রাজাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় (Goldziher, Muh. stud. ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯)। যায়দিয়্যা সূত্র হইতে তাঁহার কারাবাস ও মৃত্যুর অপর একটি কারণ জানা যায়; আবূ হানীফা (র.) ছিলেন যায়দিয়্যা ইমাম ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদের সমর্থক। তিনি ১৪৫/৭৬০ সনে 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বসরায় বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করেন। (Van Arendonk, De opkomst van het Zaidietische imamaat, p- 288)। খুব সম্ভব, কূফায় 'আলী বংশীয়দের সমর্থক পরিবারে জন্ম হেতু প্রথমে আবূ হানীফা (র.) 'আব্বাসীয়দের প্ররোচিত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন। কিন্তু পরে 'আলী (রা.)–এর পরিবারের সমর্থকদের মত তিনিও হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং নূতন রাজবংশের বিরুদ্ধবাদী হইয়া যান।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৫৫; রইস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, অনুবাদ মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল নভেম্বর, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ১৫-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তৎকালীন শিক্ষাবিদ শাইখ হাম্মাদের (র.) শিক্ষা মজলিসে বসতেন। ইমাম হাম্মাদ (র.) ছাত্রদেরকে যা পড়াতেন তিনি সেটি মুখস্ত করে ফেলতেন। এমনকি তিনি উস্তাদ হাম্মাদের (র.) ছাত্রদের ভুলও সংশোধন করে দিতেন। এভাবে সুদীর্ঘ ১০ বছর ইমাম হাম্মাদের (র.) নিকটতম ছাত্র হিসেবে তিনি অতিবাহিত তিনি করেন। তাঁর শায়খ হাম্মাদ (র.) তাঁর শুধু ছাত্রদের দিয়েই শিক্ষা মজলিস গড়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ঠিক এ সময় হাম্মাদের (র.) দূরবর্তী কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল আনার জন্য তিনি তথায় গমন করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে (র.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। দু'মাস যাবৎ তিনি শায়খ হাম্মাদের (র.) মজলিসে দারস দিতে থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর নিকট এমন ৬০ টি মাস'আলা ফাতওয়া চাওয়া হয়। সে সম্পর্কে তিনি ইতোপূর্বে শায়খ হাম্মাদের (র.) মুখে কিছু শুনেননি। তিনি নিজেই এ গুলোর ফাতওয়া প্রদান করেন। ইমাম হাম্মাদের (র.) প্রত্যাবর্তনের পর ঐ মাস'আলাগুলো তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি ঐ ফাতওয়াগুলোর ৪০টিতে আবূ হানীফার স্বপক্ষে রায় দেন এবং বাকী ২০ টির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, শায়খ হাম্মাদের (র.) মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর ছাত্র হিসেবেই থাকবেন।[১০৪]

কালাম শাস্ত্র (علم الكلام), হাদীস শাস্ত্র (علم الحديث), সাহিত্য, দর্শন এ সকল বিষয়ের চেয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিক্‌হ চর্চাকেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন।[১০৫] তাই শেষ পর্যন্ত তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র (علم الفقه) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা শুরু করলেন। তিনি বলেন, আমি যতই বেশী করে ফিক্‌হ চর্চা করতে শুরু করলাম, ততই মধুর মনে হল। আর দেখলাম, ফিক্‌হ ছাড়া ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং, আমি ফিক্‌হ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করলাম। অল্পদিনের মধ্যেই মুসলিম বিশ্বে ফকীহ্ (فقيه) হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।[১০৬]

তিনি উস্তাদ শায়খ হাম্মাদের (র.) ইন্তেকালের পর (১০৯ হিজরী.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শুধু ফিক্‌হ শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন না; বরং তাফসীর (علم التفسير), হাদীস (علم الحديث), ইলমুল কালাম (علم الكلام), হিকমত (حكمة), সাহিত্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ হানীফার (র.) চেয়ে অধিকতর পন্ডিত কাউকে দেখিনি। সুফিয়ান ইব্ন উআইনাহ (র.) বলেন, কূফায় ইমাম আবূ হানীফাই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি আমাকে হাদীস শিক্ষায় পারদর্শী করেন।[১০৭]

---

১০৪. দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১০৫ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১০৬ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১০৭ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক বৃন্দ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিক্ষক বৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, হাম্মাদ (র.), 'আতা (র.), 'ইকরামা (র.), নাফি' (র.), ইমাম জা'ফর সাদিক (র.) ও যায়দ ইব্ন 'আলী (র.) প্রমুখ। উপরোক্ত 'আলিমগণ ছাড়াও তাঁর আরো বহু শিক্ষক ছিলেন। এ সম্পর্কে ইব্ন হায়ার ছিলেন আল মাক্কী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অসংখ্য শিক্ষক ছিলেন। ইমাম আবূ হাফস আল কাবীর বলেন, ইমাম আবূ হানীফার (র.) চার হাজার শিক্ষক ছিলেন। আবার কেউ বলেন, শুধু তাবি'ঈগণের মধ্যে তাঁর চার হাজার শিক্ষক ছিলেন।[১০৮]

শিক্ষকতা ও ফাতওয়াদান

ইমাম আবূ হানীফার (র.) উস্তাদ শাইখ হাম্মাদের (র.) ইন্তেকালের পর কুফাবাসীরা প্রথমে তাঁর পুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কুফাবাসীগণ পুনরায় ইমাম আবূ হানীফাকে (র.) তাদের উস্তাদ হিসেবে বেছে নেন। তিনি 'ইল্‌মে দীনের সকল ক্ষেত্রেই মহাপান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আর তাঁদের বিভিন্ন মাস'আলার ফাতওয়া দিতে থাকেন। অতঃপর তাঁর হাতে দলে দলে এসে ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করতে থাকেন এবং পরবর্তীতে তাঁরাই ইলমে দীনের ইমাম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন।[১০৯] এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন– ইমাম আবূ ইউসুফ

---

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১০৯. হানাফি মাযহাব প্রথমে কুফা ও বাগদাদে এরপর সমগ্র ইরাকে প্রসার লাভ করে। তারপর দুরদুরান্তে যেমন– রোম, বোখারা, ফারগানা, পারস্যের দেশসমূহে, হিন্দুস্থান, সিন্দু প্রদেশ ও ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আফ্রিকার ত্রিপোলী, তিউনিসীয়া ও আলজিয়ার্সে হানাফি মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

মহাপন্ডিত ইব্ন খালদুন হানাফি মাযহাবর বিস্তৃতি সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে আবূ হানীফার অনুসারী হল, ইরাক, হিন্দুস্থানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় , চীন ও সমগ্র অনারব দেশে। কারণ হানাফি মাযহবাই প্রথমে মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদকে বেষ্টন করেছিল। আর ইমাম আবূ হানীফার ছাত্রগণই আব্বাসীয় খলীফাগণের সাথী ছিলেন। ফলে একের পর এক করে তাঁদের ফিক্হ শাস্ত্রের কিতাব প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর উসমানীয়রা যখন মসনদে আরোহন করেন তখন সারাদেশের বিচার কাজের ভার হানাফি মাযহাব অনুসারেই চলতে থাকে। কারণ উসমানীয়রা হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একারণে মুসলিম বিশ্বের বেশীরভাগ জায়গায় হানাফি মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে।

দ্র. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১২।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ হানাফি মাযহাব প্রচার ও প্রসারে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দু'জনই হানাফি মাযহাবের ফিক্হী মাস'আলাগুলো সংকলন করেন এবং উহার জবাব সন্নিবেশিত করেন।

ইমাম আবূ হানীফার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ইমামের সাথে মুকাল্লিদের ন্যায় নয়। বরং শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মত। তাঁরা শুধু তাঁদের ইমামের ফতোয়ার উপরই নির্ভর করতেন না বরং নিজেরাও ফতোয়া দিতেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা ইমামের ফতোয়ার বিপরীতও ফতোয়া দিতেন যখন তারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে ইমামের দলীলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলীল পেতেন। সুতরাং দেখা যায় যখন তাঁরা হিযাযবাসীদের থেকে উপযুক্ত দলীল পেতেন তখন তাঁরা ইমাম সাহেবের নিকট থেকে বহুবার পিছু হটেছেন। তাঁরা ইমাম সাহেবের বহু রায় গ্রহণ করেননি। তাঁরা দু'জনই মুজতাহিদ ছিলেন তবে ফতোয়া ও ইজতিহাদের বেলায় ইমামের মূলনীতিরই অনুসরণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(র.), (১১৩-১৮২ হিজরী), ইমাম মুহাম্মদ (র.) (১৩২-১৮৯ হিজরী), ইমাম যুফার (র.) (১১০-১৫৮ হিজরী), আবুল হাসান ইবনুল যযিয়াহ (র.) (মৃ. ২০৪ হিজরী) প্রমুখ।[১১০] এভাবে ইমাম আ'যমের শিক্ষা কার্যক্রম সর্ববৃহৎ মজলিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। আমীর-উমারা ও খলীফাগণ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। তাঁর অনুসৃত নীতি ও ফাতওয়ার সমষ্টিই 'হানাফী মাযহাব' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। মুসলিম উম্মাহর নিকট এ মাযহাবই সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব। মুসলিম বিশ্বে এ মাযহাবের অনুসারী সর্বাধিক।[১১১]

অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানীফার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ইমাম মালেকের সাথে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহম্মদ ইব্‌ন হাম্বলের সম্পর্কের ন্যায়ও নয়। কেননা ইমাম চতুষ্ঠয়ের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মূলনীতি ছিল যা গবেষণা ও ইজতিহাদের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরোধী ছিল। ঐ ইমামগণের একে অপরের মত ও পথ অনুসরণ করেননি যেমনিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ তাদের ইমামের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। যদিও তাঁরা শাখা প্রশাখায় কখনো কখনো তাদের ইমামের বিরোধীতা করেছেন। যেমন দেখা যায়, একই মাস'আলায় ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদের মধ্যে তিনজনের তিনটি পৃথক পৃথক মত রয়েছে। এর কারণ হল, কেহ ফতোয়া প্রণয়নে সহীহ হাদীস পেয়েছেন। কেহ ক্বিয়াসের উপর আমল করেছেন। আবার কেহ ইসতিহসানের উপর আমল করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি একই মাস'আলায় তিনজনের তিন প্রকারের উক্তি পাওয়া যায়, তবে মাস'আলাটি আকীদা, তৌহীদ ও তাকওয়া সম্পর্কিত হলে সেখানে ইমাম আবূ হানীফার ফতোয়ার উপর আমল কতে হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা এ তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। বিচার বিষয়ক হলে আবূ ইউসুফের উক্তির উপর ফতোয়া হবে। আর উরফ বা দেশীয় প্রচলন সম্পর্কিত হলে ইমাম মুহাম্মদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। দ্র.পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮-১১২।

১১০. দ্র. আল যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৫০।

১১১ . *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৭; এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী লক্ষ্যণীয় :

এই মাযহাবের প্রাচীন ফাকীহগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ঃ আল্-খাস্সাফ (মৃ. ২৬১/৮৭৪) যিনি ব্যবহার শাস্ত্রীয় কৌশল সম্পর্কিত পুস্তকের জন্য সমাধিক প্রসিদ্ধ (হিয়াল) তু. Schacht, Die. arab. hiyal-Literatur, in IsL. xv. P.211-32) আত্-তাহাবী (মৃ. ৩২১/৯৩৩); আল-হাকিম (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫); আবুল-লায়ছ আস-সামারকান্দী (মৃ. ৩৭৫/৯৮৫) এবং প্রখ্যাত আল-কুদূরী (মৃ. ৪২৮/১০৩৬)। শেষোক্তজনের মুখ্তাসার হইতে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বহু কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে। তৎপর উল্লেখ করিতে হয় শামসুল-আইম্মা আস-সারাখ্সী (মৃ. ৪৮৩/১০৯০) –এর কথা। তাঁহার বৃহৎ মাবসূতসহ। উহাতে কিছুটা স্বাধীন চিন্তা প্রদর্শিত হইয়াছ এবং উহা আল-হাকিমকৃত শায়বানীর মাবসূতের সারাংশের এবং আল-কাসানীর (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) বাদাইউস্-সানাই –এর ব্যাখ্যা। ইহা বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত। এই সকল প্রচীনা গ্রন্থের স্থান পরবর্তী গ্রন্থসমূহ এবং উহাদের ভাষ্যসমূহ দখল করিয়াছে এই সবের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কিতাবগুলির অন্যতম হইতেছে আল-মারগীনানীর (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭ খৃ.) হিদায়া (ইংরেজী অনুবাদ C. Hamilton. লন্ডন, ১৮৭০); উক্ত গ্রন্থের প্রধান প্রধান ব্যাখ্যা পুস্তক হইতেছে আস-সিগ্নাকীর নিহায়া (সংকলিত ৭০০/১৩০০ –এ), আল-বাবারতীর (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪) ইনায়া এবং আল-কুরলানীর (হি. ৮ম শতক) কিফায়া। বিকায়া নামে হিদায়ার সারসংক্ষেপ রচনা করেন মাহমূদ ইব্‌ন সাদ্‌রিশ–শারী'আ আল-আওওয়াল (হি. ৭ম শতক), আর ইহার ভাষ্য লিখেন সাদ্রুশ-শারী'আহ আছ্-ছানী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬) এবং তিনি নুকায়া নামে উহার একখানি সংক্ষিপ্তসারও লিখেন। নুকায়া –এর উপর জামি'উর-রুমূয নামে উচ্চতর ভাষা লিখেন আল-কুহিস্তানী (মৃ. ৯৫০/১৫৪৩)। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী গ্রন্থ কান্যুল-দাকাইক এটি রচনা করেন আল-নাসাকী (মৃ. ৭১০/১৩১০); উহা উক্ত গ্রন্থকর্তার ওয়াফীগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

উহার সমধিক প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ (ক) তাব্য়ীনুল-হাকাইক, রচয়িতা আয-যায়লাঈ (মৃ. ৭৪৩/১৩৪২); (খ) রাম্যুল-হাকাইক, গ্রন্থকার আল-'আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫৫); (গ) তাব্য়ীনুল-হাকাইক, লেখক মুল্লা মিস্কীন আল-হারাবী (লিখিত ৮১১/১৪০৮); (ঘ) তাওফীকুর-রাহমান, গ্রন্থকর্তা আত-তাঈ (মৃ. ১১৯২/১৭৭৮); (ঙ) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আল-বাহরুর-রাইক, লেখক ইব্‌ন নুজায়ম (মৃ. ৯৭০/১৫৬২)। উছমানী তুরস্ক সাম্রাজ্যে

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, কর্মদক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তাক্‌ওয়া, পরহেজগারী, আল্লাহর নৈকট্য লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর যিকির ও ইবাদতের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় ইমাম।[১১২]

মুল্লা খুসরাও (মৃ. ৮৫৫/১৪৮০) কর্তৃক রচিত দুরারুল-হুক্কাম বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। আল-ওয়ানকূলী (মৃ. ১০০০/১৫৯১) ইহার একটি ভাষ্য রচনা করেন এবং ইহার আরও অনেক শব্দকোষ রচিত হয়। আল-হালাবী (মৃ. ৯৫৬/১৫৪৯) মুলতাকাল-আবহুর (ইহার ফরাসী অনুবাদ/ H. Sauvaire. Marseille 1882) রচনা করেন, তৎসহ শায়খযাদা (মৃ. ১০৭৮/১৬৬৭) লিখিত মাজমা উল-আনহুর নামে একটি ভাষ্য তিমুরতাশী (মৃ. ১০০৪/১৫৯৫) রচিত তানবীরুল-আবসার, তৎসহ আল-হাসকাফী (মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭) বিরচিত ভাষ্য গ্রন্থ আদ-দুররুল-মুখতার এবং উহার তাবেয়র উপর ইব্‌ন 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২/১৮৩৬) কর্তৃক রচিত একখানা উচ্চতর ভাষ্য। সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় মাজাল্লা-র। উহা সংকলিত হয় তানজীমাত যুগে একটি বিশেষ কমিশন কর্তৃক, উহার নেতৃত্ব করেন আহ্‌মাদ জাওদাত পাশা (ফরাসী অনু. in. Young, Corps de droit ottoman, Oxford 1906. vi. 169 প.), তৎসহ উহার তুর্কী ব্যাখ্যা পুস্তক দুরারুল-হুক্কাম, উহার লেখক 'আলী হায়দার (সং ১৯১২ খৃ.)। মিসরের বিচার বিভাগের মন্ত্রী মুহাম্মাদ কাদ্‌রী পাশা সম্পাদনা করেন পুস্তকাকারে লিখিত ব্যক্তিগত বিধানসমূহ আল-আহ্‌কামুশ্‌-শারইয়্যা ফিল-আহ্‌ওয়ালিশ-শাখ্‌সিয়্যা, ফরাসী, ইতালীয় এবং ইংরেজীতে সরকারী অনুবাদসহ (ইংরেজী অনুবাদ প্রণয়ন করেন W. Sterry Ges N. Abcarius, Code of Moh. Personal Law নামে, London 1924)। উক্ত গ্রন্থ সাধারণ অর্থে 'কোড' নয় কিন্তু বিচারকের জন্য শারী'আতের উপর তথ্যসম্বলিত (Codification সম্পর্কে প্রশ্নের জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, Verspr. Gescher., vi/ii, 260 c .)।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৮১; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯২।

১১২. একদা ইমাম মালিককে (র.) প্রশ্ন করা হল, আপনি কি আবূ হানীফাকে (র.) দেখেছেন? তদুত্তরে ইমাম মালিক (র.) বললেন, "হ্যাঁ আমি আবূ হানীফা নামে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি যদি এই স্তম্ভটিকে স্বর্ণ নির্মিত বলে দাবি করেন, তবে তিনি এটাকে দলীলের সাহায্যে স্বর্ণ নির্মিত স্তম্ভ হিসেবেই প্রমাণ করতে পারবেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ফিক্‌হ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবূ হানীফার পরিবারভূক্ত। আমি আবূ হানীফার (র.) চেয়ে কাউকে অধিক বড় ফকীহ্ হিসেবে জানি না।"

মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সময়কালে সর্বাপেক্ষা বড় 'আলিম ছিলেন (كان اعلم اهل زمانه)।" ঈ'সা ইব্‌ন ইউনুস বলেন, "তোমরা এমন লোককে বিশ্বাস করো না যে ইমাম আবূ হানীফার (র.) বিরূপ সমালোচনা করে।"

ইমাম খারেজা (র.) বলেন, চার ব্যক্তি পবিত্র কা'বা ঘরের মধ্যে কুর'আন খতম করেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)।"[১১২]

ইবনুল মুবারক (র.) বলেন, "একদা আমি কুফায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, এদেশে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু (মুত্তাকি) ব্যক্তি কে? তখন কুফার অধিবাসীগণ বললেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)।"

মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) বললেন, "আমি কুফাবাসীদের সাথে মেলামেশা করেছি। কিন্তু সেখানে আবূ হানীফার (র.) চেয়ে অধিকতর মুত্তাকী-খোদাভীরু কাউকে দেখিনি।"

ইমাম হাসান ইব্‌ন সালিহ (র.) বললেন, "ইমাম আবূ হানীফা (র.) অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলে। হারাম কাজ-কর্ম থেকে তিনি সর্বদা বিরত থাকতেন। এমনকি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে বহু হালাল বস্তুও তিনি ত্যাগ করতেন। এমন কোন ফকীহ্ দেখিনি, যিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ন্যায় তাঁর আত্মা ও ইল্‌মকে বাঁচাবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর সর্বপ্রকার কাজ ও সাধনা কবরের জন্যই ছিল। অর্থাৎ পরকালের জন্যই তিনি সকল কাজ করতেন।"

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন (র.) বলেন, "আমি এক হাজার শাইখ থেকে লেখাপড়া শিখেছি। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার (র.) ন্যায় মুত্তাকী কাউকে দেখিনি।"

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অবদান

ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফার (র.) অবদান অনস্বীকার্য। প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন।[১১৩]

১২০ হিজরীতে তিনি তার উস্তাদ হাম্মাদের (র.) স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিক্ষাদানে ও ফাতওয়া রচনায় মনোনিবেশ করেন। তখন ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তাঁর মজলিশে ভীড় জমায়। অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে তিনি শিক্ষা দান করে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন– "ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে মানুষ আবূ হানীফার কাছে মুখাপেক্ষী।"

ইমাম আবূ হানীফা (র.) মুসলিম উম্মাহর নিকট মুজতাহিদ ইমাম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিলক্ষিত হত।[১১৪]

ইমাম হাসান ইব্‌ন সালিহ (র.) বলেন, "আল্লাহর শপথ! ইমাম আবূ হানীফা (র.) কখনো কোন রাজা-বাদশাহর উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। তিনি একদা তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদারকে কাপড়ের গাঁট বিক্রি করতে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, উহার মধ্যে একখানা কাপড় ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু তাঁর সহকর্মী কাপড় বিক্রয়ের সময় ত্রুটিযুক্ত কাপড়টির কথা বলতে ভুলে গেলেন। বহু খোঁজ করেও ক্রেতাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি ঐ সমুদয় বিক্রয় লব্ধ কাপড়ের অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। ঐ অর্থের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম।

১১৩ . তিনি দেখলেন যে বর্তমান সমাজে ও বাস্তবজীবনে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিসীম। আর ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে চর্চা করতে হলে হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা পূর্বশর্ত। তাই তিনি প্রথমে ইমাম হাম্মাদের (র.) শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ইত্যাদি দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। এমনিভাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিদ্যার্জন করে অর্জিত জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে ফিক্‌হ্ শাস্ত্র প্রসারে নিবিষ্ট হন।

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৭।

১১৪ . প্রসিদ্ধতম ফাত্‌ওয়া গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বুরহানুদ্-দীন ইব্‌ন মাজাহ্ (মৃ. প্রায় ৫৭০/১১৭৪) কর্তৃক রচিত যাখীরাতুল-বুরহানিয়্যা, কাদীখান (মৃ. ৫৯২/১১৯৬) কর্তৃক রচিত আল-খানিয়্যা, সিরাজুদ্-দীন আস্-সাজাওয়ান্দী (ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে) কর্তৃক রচিত আস-সিরাজিয়্যা, ইব্‌ন 'আলাউদ্-দীন (মৃ. ৮০০/১৩৯৭) কর্তৃক রচিত আত্-তাতারখানিয়্যা, আল-বায্‌যাযী (মৃ. ৮২৭/১৪২৪) কর্তৃক রচিত আল-বায্‌যাযিয়্যা; ইব্‌ন নুজায়ম (মৃ. ৯৭০/১৫৬৩) কর্তৃক রচিত আল-যায়নিয়্যা, হামিদ এফেন্দি আল-কুনাবী (মৃ. ৯৮৫/১৫৭৭) কর্তৃক রচিত আল-হামিদিয়্যা, খায়রুদ্-দীন আল-রাম্‌লী (মৃ. ১০৮১/১৬৭০) কর্তৃক রচিত আল-খায়রিয়্যা; অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা শায়খুল-ইসলাম আবূ সু'উদ (মৃ. ৯৮২/১৫৭৪), শায়খুল ইসলাম আল-আন্‌কারাবী (মৃ. ১০৯৮/১৬৮৭), শায়খুল-ইসলাম 'আলী এফেন্দী (মৃ. ১১০৩/১৬৯১) এবং মুঘল সম্রাট আওরাঙ্গজেব 'আলামগীর (১০৬৯-১১১৮/১৬৫৯-১৭০৭) –এর নির্দেশক্রমে প্রণীত গ্রন্থ আল-ফাত্‌ওয়া আল্-আলাম-গীরিয়্যা প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাত উসূল গ্রন্থসমূহ হচ্ছে : কান্‌যুল-উসূল, রচয়িতা আল-বায্‌দাবী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯), মানারুল-আনওয়ার, রচয়িতা– আন্-নাসাফী (মৃ. ৭১০/১৩১০), তাওদীহ, রচয়িতা– আল-মাহ্‌বূবী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬), উহার ভাষ্য তাল্‌বীহ্, রচয়িতা শাফি'ঈ আত-তাফ্‌তাযানী (মৃ. ৭৯২/১৩৯৮), তাহ্‌রীর, রচয়িতা– ইবনুল-হুমাম (মৃ. ৮৬১/১৪৫৭), উহার ভাষ্য তাক্‌রীর, রচয়িতা– ইব্‌ন আমীরিল-হাজ্জ (মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪)।

গুরুত্ব সত্ত্বেও হানাফী মায্‌হাবের রচনাবলীর প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি তেমন আকর্ষিত হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যাসমূহ সেখানে বিদ্যমান : L. Blasi. Insituzioni di diritto musulmano, Citta di Casello 1914, এবং B. Bergstrasser কর্তৃক রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ Grundzuge des islamischen Rechts, ed. by J. Schacht, Berlin 1935 (উভয় গ্রন্থে ইবাদাত সম্পর্কীয় বিধানগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে)। তুরস্কে ব্যবহার শাস্ত্রের আইনগত মর্যাদার বিবরণ প্রদান করেন M. d'Ohsson তদীয় গ্রন্থ Tableau de1' Empire Othoman, Paris

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলন (تدوين علم الفقه)

ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম। ফিক্‌হকে শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর পূর্বে ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্ররূপ ছিল না। এটির বিন্যস্তকরণ, 'আইন-কানুন, মাস'আলা সমূহের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল না। শুধু ইমামগণের উপরই মাস'আলা সমূহের ব্যাখ্যা ও হুকুম প্রধাণতঃ নির্ভর করত। এতে সর্বস্তরের জনসাধারণের ফিক্‌হী জ্ঞান সম্পর্কে জানা ও আমল করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ইসলামী 'আইন-কানুন ও যাবতীয় বিধি-নিষেধের এমন অস্পষ্টতার সুযোগে ইসলামের মধ্যে বিভিন্নরূপে বিভ্রান্ত ঢুকে পড়ে। ইমাম আবূ হানীফার (র.) অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতেই মুসলিম উম্মাহ যাবতীয় সমস্যা হতে মুক্তি লাভ করে। তিনি কুর'আন, হাদীস ও সাহাবাগণের অনুসৃত নীতিকে সামনে রেখে ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ৪০ জন উচ্চমানের 'আলিম, ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন এবং এটির করণ দেন "ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পাদনা কমিটি"। এর মধ্য থেকে দশজনের সমন্বয়ে গঠিত আরো একটি বিশেষ কমিটি ছিল যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানীরা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ও তাঁর এ' কমিটি ২২ বছরব্যাপী অক্লান্ত সাধনায় ৮৩ হাজার মাস'আলার সমন্বয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ 'ফিক্‌হ শাস্ত্র' (علم الفقه) সংকলন করে।[১১৫]

1787-1820। পক্ষান্তরে ভারতে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের জন্য প্রণীত ইংরেজী পুস্তাকাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ N. B. E. Baillie, (দ্বিতীয় সং. ১৮৮৭ খৃ.)। Abdur Rahman, Institutes of mussulman law, Calcutta 1907; A. C. Gosha, The principles of Anglo-Moh. Law. Calcutta 1917; Ameer Ali, Mahommedan Law, 2 Vols, Calcutta 1911-1929; R.K. Wilson, Anglo-Muh. Law, London 1930.

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৪৮১; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৭।

১১৫ . ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমসাময়িককালে পবিত্র মদীনা নগরী ছিল হাদীসের আবাসভূমি, আর কুফা নগরী ছিল রায় বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। কেননা কুফা নগরী হাদীসের আবাস ভূমি হতে বহু দূরে ছিল। তবে সেখানে অবস্থানরত সাহাবীগণ যেমন, 'আলী, ইবন মাস'উদ ও আনাস (র.) প্রমুখ সাহাবীগণের মাধ্যমে যে হাদীস সেখানে পৌছেছে তাহাই বিদ্ধমান ছিল।

এছাড়া 'উমর (র.) কুফা নগরী নির্মাণ এবং সেখানে বহু আরবীয় পন্ডিতদের আবাসস্থল গড়ে তুলেন। অতঃপর সেখানে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদকে ফিক্‌হ শিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বহু বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) কুফায় তাঁদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত। 'আলী (রা.) তথায় মুসলিম বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সাহাবীগণ কুফার আনাচে কানাচে ব্যাপকভাবে 'ইলম প্রচার করেন। পরবর্তীতে তাবি'ঈনের মধ্যে তাঁদের বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। ইবরাহীম নাখ'ঈ (র.) তাদের বিক্ষিপ্ত ইলম একত্রিত করেন। এরপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহাবী ও তাবি'ঈগণের ইল্‌ম একত্রিত করেন। আর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহা সংরক্ষণ ও সংকলন করেন। এভাবে তাঁর ফিক্‌হ মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিক্‌হ জগতে বিরাট অবদান রেখে যান। তাঁর প্রণীত 'আল-ফিক্‌হুল আকবার' (الفقه الأكبر) আকীদা ও কালাম শাস্ত্রের উপর সর্বপ্রথম প্রমাণ্য কিতাব যা তৎকালে আকীদা ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

দ্র. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাব (مذهب) প্রণয়ন

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম সাম্রাজ্য ভারতের সিন্ধু হতে সুদূর ইউরোপের স্পেন ও এশিয়া মাইনর এবং উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বহুজাতির তাহযীব তামাদ্দুনের সাথে ইসলাম ও মুসলমাগণের সংমিশ্রনের ফলে বহু নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ইবাদত ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থার এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যা মৌখিক বর্ণনা অথবা সাময়িক গবেষণা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু মুসলিম সমাজের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের প্রচারের ফলে ইসলামী মতবাদে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও অনৈসলামিক মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করল। এ' প্রেক্ষাপটে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সর্বপ্রথম "ফিক্‌হ্" শাস্ত্র রচনা ও সম্পাদনা করে ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতাকে উজ্জীবিত রাখেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (র.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি "ফিক্‌হ্" সম্পাদনার কাজে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন।[১১৬]

তাঁর পূর্বে যে সকল ফকীহ্ ও মুজতাহিদের মাস্‌আলা সংকলিত হয়েছিল, তা কোন বিশেষ আকারে সুবিন্যস্ত ছিল না। উহার ভিত্তি ছিল শুধু মৌখিক বর্ণনা। মাস'আলা উদ্ভাবন করার এবং দলীল গ্রহনের নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন তখনও হয়নি। মূলতঃ তাঁর পূর্বেকার "ফিক্‌হ" ছিল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত মাস'আলার নাম। ১২০ হিজরীতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)

---

১১৬. ইমাম আবূ হানীফা (র.) –এর নামানুযায়ী মাযহাব। আবূ ইউসূফ ইয়াকুব (মৃ. ১৮২/৭৯৮) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আশ্‌-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫) ইমাম আবূ হানীফা (র.) –এর শাগরিদ বলিয়া পরিচিত। আবূ ইউসূফ ইয়াকুব রাখিয়া গিয়াছেন কিতাবুল-খারাজ গ্রন্থখানি কর-প্রকরণ বিধান এবং গঠণতন্ত্র সম্পর্কিত সমস্যার উপর লিখিত। আশ্‌-শায়বানী-ই এই মাযহাবের পুনঃপুনঃ ব্যাখ্যাকৃত প্রামান্য গ্রন্থগুলি রচনার জন্য প্রসিদ্ধ, যথা ঃ কিতাবুল-আস্‌ল অথবা আল-মাবসূত; আল-জামিউস-সাগীর এবং আল-জামিউল-কাবীর। এই ছাত্রদ্বয় ইমাম আবূ হানীফা (র.) অপেক্ষাও এই মাযহাবের শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তৃতিতে অধিকতর অবদান রাখিয়াছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই তিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে মতভেদও পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে যেরূপ মতৈক্য পরিস্ফুট হানাফী মাযহাবে সেইরূপ নয়। সুতরাং হানাফীদিগকে অন্যায়ভাবে নিন্দা করা হয় যে, তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের মতামতের (রায়) ভিত্তিতে অপরাপর মাযহাব হইতে স্বতন্ত্র। হানাফী মাযহাব ইরাকে জন্মলাভ করে এবং 'আব্বাসী খলীফাগণের রাজত্বকালে উহা সরকারী মাযহাবরূপে প্রচলিত ছিল। উহা পূর্বদিকে প্রসার লাভ করে, বিশেষভাবে খুরাসানে ও ট্রান্সঅক্সানিয়াতে। সেখানে এই মায্‌হাবের অসংখ্য মাশ্‌হুর ফাক্বীহ (ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ) ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। পঞ্চম শতক হইতে মঙ্গলদের সময় পর্যন্ত ইব্‌ন মাজাহ্ পরিবার 'সাদ্‌র' উপাধিতে বিভূষিত থাকিয়া শহরের বংশানুক্রমিক হানাফী রাঈস (প্রধান) –রূপে বুখারার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পরিচালনা করন। তৃতীয় শতকে হানাফীগণ খুরাসানে তাঁহাদের নিজস্ব পানি-নিষ্কাশন আইন প্রবর্তন করিয়া নিজেদের খাল-বিলের ব্যাপারে উহা প্রয়োগ করেন (তু. গারদীযী, যায়নুল-আখবার, পৃ. ৮)। মাগ্‌রিব প্রদেশেও মালিকীদের পাশাপাশি তাহাদের বহু অনুসারী হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সিসিলীতে তাহারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (মাক্‌দিসী, পৃ. ২৩৬ প.)। 'আব্বাসী খিলাফতের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হানাফী মায্‌হাবের শক্তিও হ্রাস পায়। কিন্তু তুরকের উসমানী সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার হানাফী মাযহাব নব জীবন লাভ করে। উসমানীদের শাসনকালে যে সকল অঞ্চলের অধিবাসীগণ অন্য মায্‌হাব অনুসরণ করিত সে সকল স্থানেও হানাফী বিচারকগণ বিচারাসন অলংকৃত করিতেন। প্রাক্তন উসমানী প্রদেশগুলিতে অদ্যবধি হানাফী মায্‌হাব প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে; উদাহরণত হানাফী মাযহাব তিউনিসিয়ার মালিকী মায্‌হাবের সমান প্রভাবশালী; মিসরেও ইহা সরকার স্বীকৃত ও অনুমোদিত মায্‌হাব। ভারত ও মধ্য এশিয়ায়ও (আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, বুখারা, সামারকান্দ) উহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কতগুলি নিয়ম ও মূলনীতির অধীনে ফিক্হর খন্ড মাস'আলা সমূহকে সম্পাদনা ও বিন্যস্ত করার কাজ আরম্ভ করেন।[১১৭] অবশেষে ১৩২ হিজরীতে (উমাইয়া বংশের পতনের পর) তিনি রীতিমিত ফিক্হ্ (فقه) রচনা ও সম্পাদনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১১৮]

তিনি এই কাজের জন্য কুফা নগরীকে উপযুক্ত স্থান হিসাবে গ্রহণ করেন। কেননা, তখন কুফা 'আরব এবং অনারবের তাহযীব-তামাদ্দুনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল।

ইমাম আবূ হানিফা (র.) ফিক্হ্ রচনা ও সম্পাদনার জন্য স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা সমীচীন মনে করলেন না, বরং নিজের হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে থেকে এমন কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে মজলিসে শুরা গঠন করেন। এ কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের প্রত্যেকেই যুগ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে পরিচিত ছিলেন।[১১৯]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাসিম ইব্ন রযী (র.) বলেন– كان ابو حنيفة أعلم الناس بما لم يكن অর্থাৎ– "যে সকল মাস'আলা তখনও সংঘটিত হয়নি সেগুলি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা (র.) ছিলেন সমধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম আসাদ ইব্ন 'উমার (র.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবী যায়িদা (র.)-এর উপর লেখার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। প্রতিদিন অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বক্ষণে সেই দিনের মীমাংসিত মাস'আলাসমূহ পরিষদে আবার পড়ে শুনানো হত।[১২০]

---

১১৭. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯১।

১১৮. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৪; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯১।

১১৯. ইমাম মালিক (র.) এর ছাত্র আসাদ ইব্ন ফুরাত (র.) হতে ইমাম তাহাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, "ফিক্হ সম্পাদনা কমিটির" সদস্য ছিল ৪০ জন। তাদের মধ্যে হতে আবার ১০ জনকে নিয়ে তিনি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন। যার সদস্য ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম দাউদ তাঈ (র.), ইমাম ইউসুফ ইব্ন খালিদ (র.) প্রমুখ। *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৫; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬।

১২০. ইমাম কর্তৃক গঠিত 'ফিক্হ সম্পাদনা কমিটি'র মাস্আলা পর্যালোচনায় ধরন সক্রেটিসের দর্শন শাস্ত্রের পর্যালোচনায় অনুরূপ ছিল। কমিটির সদস্যবৃন্দ ইমাম সাহেবকে পরিবেষ্টন করে বসতেন। তিনি প্রত্যেকটি মাস'আলা সভাসদস্যগণকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাতে জনগণের কি ধারণা ছিল ও ভবিষ্যতে কি কি ধারণা হতে পারে এবং এ বিষয়ে কি কি সমস্যার উদ্ভব হওয়ার আশংকা আছে সে সম্পর্কে সবকিছু বলে দিতেন। প্রত্যেকটি মাস'আলা পরিষদে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হত। প্রত্যেকটি মাস'আলা পরিষদে বিস্তারিত আলোচিত হওয়ার পর সকলের রায় সংগতিপূর্ণও সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে উহা লিপিবদ্ধ করা হত।

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে উন্মুক্ত পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলত। কখনো কখনো একই মাস'আলার আলোচনা এত দীর্ঘ হত যাতে মাসাধিককাল অতিবাহিত হয়ে যেত। পরিষদের সদস্যগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মুতাবিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন। ইমাম সাহেব চুপ করে বসে সকলের বক্তব্য শুনতেন। মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে তার মুখ হতে এই আয়াতটি নিঃসৃত হত– فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ -

"– অতএব আমার ঐ বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা মনোযোগ দিয়ে কথা (আলোচনা) শ্রবণ করে এবং উহার উৎকৃষ্টটির আনুগত্য স্বীকার করে।"

আলোচনা যখন দীর্ঘায়িত হয়ে যেত এবং সদস্যগণ একমত হয়ে কোন সমাধানে পৌঁছতে পারতেন না, তখন ইমাম সাহেব এমন যুক্তিপূর্ণ কথা বলতেন যে, সকলে উহা স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এভাবে প্রতিটি মাস'আলার সমাধান উদ্ভাবিত হত এবং লিপিবদ্ধ করা হত। কখনো কখনো এমন হত যে, ইমাম সাহেবের ফয়সালার পরও কোন কোন সদস্য নিজ নিজ রায়ের উপর অবিচল থাকতেন, এরূপ ক্ষেত্রে সকলের মতই (رای) লিপিবদ্ধ করা হত।[১২১]

---

১২১ . শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.) বলেন : আবূ হানীফার ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক মশহুর ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)। হারুনুর রশীদের শাসনকালে ইনি প্রধান বিচারপ্রতি নিযুক্ত হন। তার এই পদে নিয়োগ লাভের ফলে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয়ভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইরাক, খোরাসান ও তুরান সর্বত্রই এ মাযহাব রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর হয়।

তাঁর অপর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান গ্রন্থ রচনা, সম্পাদনা ও সংকলনের দিক থেকে অন্য সকলের তুলনায় অগ্রগণ্য ছিলেন। দারস ও তাদরীসের ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি অনন্য।

আবূ হানীফার এ দু'জন ছাত্র তাঁরই মতো যথাসম্ভব ইব্রাহীম নখ'ঈর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। তবে দু'টি অবস্থায় কখনো কখনো উস্তাদের (আবূ হানীফা) সাথে তাদের মতপার্থক্য হয়েছে ঃ

১. কখনো এমন হয়েছে যে, আবূ হানীফা ইব্রাহীম নখ'ঈর মাযহাবের ভিত্তিতে কোন মাস'আলা বের করেছেন, কিন্তু আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মাদ (সা.) এই তাখরীজকে গ্রহণ করেন নি।

২. কখনো এমন হতো যে, কোন একটি মাস'আলার ব্যাপারে ইব্রাহীম নখ'ঈসহ কুফার অন্যান্য ফকীহ্দের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়া যেতো, যেখানে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্ন দেখা দিতো। এমতাবস্থায় অনেক সময় তাঁদের মত আবূ হানীফার (র.) মতের অনুরূপ হতো না।

আগেই বলেছি, ইমাম মুহাম্মদ গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রতি দৃষ্টিবান ছিলেন। তিনি এই তিন জনের রায়সমূহ সংকলন করে ফেলেন, যার ফলে উপকৃত হতে থাকে অসংখ্য মানুষ। পরবর্তী সময় হানাফী 'আলিমগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁরা এগুলোর সার নির্যাস বের করেন, সম্পাদিত করেন, তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সহজে বুঝাবার উপযোগী করে তোলেন। সেগুলোর ভিত্তিতে আরো অনেক মাসায়েল ইস্তেম্বাত করেন এবং দলিল-আদিল্লা যুক্ত করে সেগুলোকে মজবুত করেন। অতঃপর তারা এসব গ্রন্থাবলী সাথে নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে প্রাচ্যের দিকে ছড়িয়ে পড়েন। আর সেসব গ্রন্থের সকল মাসায়েল আবূ হানীফার মাযহাব বলে গণ্য হতে থাকে।

এভাবে আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মাদের মাযহাবও আবূ হানীফার (র.) মাযহাব বলেই গণ্য হতে থাকে। তিনজনকে একই মাযহাবের সাথে একাকার করে ফেলা হয়। অথচ এঁরা দুজনই ছিলেন স্বাধীন মুজতাহিদ। আবূ হানীফার সাথে মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য মোটেও কম ছিল না। তাদেরকে একই মাযহাবের ইমাম বলে গণ্য করার কারণ এই ছিল যে,

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা সভার নিয়ম ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুরার সকল সদস্য উপস্থিত না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করা হত না। আলোচনা ও তর্কের পর কোন জটিল মাস'আলা সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত উপনীত হলে সকলে উচ্চস্বরে الله أكبر বলে উঠতেন।[১২২] এভাবে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর সাধনার পর ১৪৪ হিজরীতে ইমাম সাহেবের ফিক্‌হ সম্পাদনা "কমিটি" পরিপূর্ণ ফিক্‌হ শাস্ত্র রচনা ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। এটিই "কুতুবে আবী হানিফা" (كتب ابى حنيفة) নামে মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। এ গ্রন্থে ৮৩০০০ (তিরাশি হাজার) মাস'আলা সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮০০ মাস'আলা 'ইবাদত সংক্রান্ত এবং ৪৫০০ মাস'আলা বাস্তব জীবন ব্যবস্থা তথা মু'আমিলাত, 'উকূবাত, বিচার, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সংক্রান্ত।[১২৩]

ইমাম আবূ হানীফার "ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটি" সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (র.) বলেন :

كيف يَقدر ابو حنيفة أن يَخطئ ومعه مثل ابى يُوسف، وزفر ومحمد فى قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن زائد و حفص بن غياث وجبّان ومندل فى حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن نفى ابن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود فى معرفة باللغة العربية وداود بن نصير الطائى وفضيل بن عياض فى زهدها ـ وورعمها فمن كان اصحابه هولاء الجلساء لم يكن يخطئ لانه ان اخطأ ردّوه ـ

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর কাজে কি কর ভুল থাকতে পারে, যখন তার সাথে রয়েছেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর মত কিয়াস ও

---

১. একটি ব্যাপারে তাদের তিনজনের মধ্যেই মিল ছিলো অর্থাৎ তারা তিনজনই একজনের (ইব্রাহীম নখ'ঈ) মাযহাবের অনুসারী।

২. দ্বিতীয়ত, 'মাবসূত' এবং 'জামিউল কবীর' গ্রন্থে তাঁদের তিন জনের মাযহাবই একত্রে সংকলিত হয়েছে।

দ্র. শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১২২. এ গ্রন্থে গণিত ও ইল্‌মে নাহুর মাস'আলাও ছিল। এই গ্রন্থের বর্ণনাক্রম অনুযায়ী প্রথমে পবিত্রতা, অতঃপর সালাত, তৎপর অন্যান্য ইবাদাত, অতঃপর মু'আমিলাত ও শাস্তির মাসায়িল এবং সর্বশেষ ফারায়েয সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৪৪ হিজরীতে এটির কাজ সমাপ্ত হলেও পরবর্তীতে আরো অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। কেননা, তিনি আবূ হানীফা বাগদাদের জেল খানায়ও ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনায় কাজ অব্যাহত রাখেন। পরিবর্তনের পর এ গ্রন্থের মাস'আলার সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌছে। এ সম্পর্কে ইমাম খারাজমী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানিফা (র.) এর মাস'আলার সংখ্যা পাঁচ লক্ষ গিয়ে পৌছে তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের কিতাবসমূহ এ সাক্ষ্যই বহন করে।

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৫; *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯২।

১২৩. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৪; *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদে দক্ষ ফকীহ্গণ, ইয়াহইয়া ইব্ন যায়িদ (র.), হাফস্ ইব্ন গিয়াস (র.), হাব্বান (র.) ও মিন্দাল (র.)-এর মত হাদীসে দক্ষ মুহাদ্দিসগণ, কাসিম ইব্ন মা'ন অর্থাৎ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ, ইব্ন মাস'উদ (র.)-এর মত ভাষাবিদগণ, দাউদ ইব্ন নাসীর তাঈ (র.) ও ফুযাইল ইব্ন আইযাম (র.)-এর মত মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তিবর্গ। তাঁর দরবার এমন রত্নরাজিতে ভূষিত ছিল যে, সেখানে কোন ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে না। কেননা ভুল হলে নিশ্চয়ই তারা উহার প্রতিবাদ করতেন এবং সংশোধন করে দিতেন।[১২৪]

হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

মুসলিম বিশ্বে হানাফী মাযহাব হচ্ছে প্রসিদ্ধতম, এটি মুসলিম উম্মাহর নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত। এ মাযহাবের কতিপয় বৈশিষ্ট্য[১২৫] রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১. মাস'আলার হুকুম ভারসামপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ রিওআয়াত (رواية)-এর সাথে দিরায়েতের যথাযত মিল রয়েছে।

২. এটি অন্যান্য ফিক্‌হের তুলনায় খুব সরল এবং সহজতর।

৩. ইহার বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ খুব ব্যাপক, দৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক।

৪. তাহযীব-তামাদ্দুন বা কৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তা অন্যান্য ফিক্‌হের তুলনায় এ মাযহাবে বেশী আছে।

৫. এ মাযহাবে অমুসলিম প্রজাদের দাবী খুব সদয় ও নমনীয়তার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে এই ফিক্‌হ্ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ সহজতর হয়েছে।

৬. এ মাযহাবে কুর'আন ও সুন্নাহ্র হুকুমসমূহ যে দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে উহা সাধারণভাবে খুব দৃঢ় ও যুক্তিভিত্তিক হয়েছে।

---

১২৪ . *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩ হতে উদ্ধৃত।

১২৫ . এ' সম্পর্কে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> ইমাম আবূ হানীফা (র.) কঠোরভাবে ইব্রাহীম নখ'ঈ ও ইব্রাহীম নখ'ঈর স্বখেয়ালের উলামায়ে তাবিয়ীনের মসলক অনুসরণ করেন। কদাচিতই তিনি তাঁদের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হতেন। এই মসলকের ভিত্তিতে পূর্ণ দক্ষতার সাথে মাসায়েল বের করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিরাট মর্যাদার অধিকারী। মাসায়েল তাখরীজের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও যুক্তিবাদী। তাঁর পুরো দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো ক্ষুদ্র ও খুঁটিনটি বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের প্রতি। তুমি যদি তাঁর সম্পর্কে আমার মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চাও, তবে ইমাম মুহাম্মদের 'কিতাবুল আছার' আবদুর রায্যাকের 'জামি' এবং আবূ বকর ইব্ন শাইবার 'মুসান্নিফ' গ্রন্থ থেকে ইব্রাহীম নখ'ঈর বক্তব্যগুলো বেছে বেছে বের করে নাও। অতঃপর আবূ হানীফার মাযহাবের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখো। তুমি দেখতে পাবে, দুয়েকটি জায়গা ছাড়া কোথাও তাঁর কদম ইব্রাহীম নখ'ঈর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মসলক থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর সেই ব্যতিক্রম কয়েকটি জায়গায়ও আবূ হানীফা (র.) নিজের পক্ষ থেকে অভিনব কোন পন্থা অবলম্বন করেন নি, বরঞ্চ কুফারই অন্য কোন না কোন ফকীহ্র অনুসরণ করেছেন।

দ্র. শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.), মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, পৃ. ৩২; 'আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইহাতে নসসমূহ (نصوص) দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ে মতমত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) শক্তিশালী মত গ্রহণ করেন।

৮. হানাফী ফিক্হের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিয়াস ভিত্তিক রায় প্রদানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যুক্তিগ্রাহ্য ও শক্তিশালী মতামত গ্রহণ করতেন।

৯. হানাফী ফিকহের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দিক হচ্ছে, এটি সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ ফিক্হ। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পরিহার করা হয়েছে এবং হাদীসের পারিপার্শ্বিকতা ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কিয়াস ও ইস্তিহসান-এর ভিত্তিতে মাস'আলার সমাধান প্রণীত হয়েছে। বস্তুতঃ সার্বিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সুষমায়পূর্ণ হানাফী ফিক্হ মুসলিম মিল্লাতের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব।[১২৬]

হানাফী মাযহাবের মূলনীতি (اصول)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর মাযহাবের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মূলনীতি সমূহ[১২৭] অনুসরণ করতেন।

---

১২৬. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৫; শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ্ দেহলভী, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৪।

إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدي الثقات، فإذا لم أجد فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ـ فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى وأبن المسيب (وعدّد رجالاً)، فلى أن أجتهد كما اجتهدوا ـ

দ্র. আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-৯৩। আবূ হানীফার (র.)-এর ফিকহী মূলনীতি সংক্রান্ত বক্তব্যের আলোকে ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী বলেন,

هذه هى الأصول الكبرى لمذهب أبى حنيفة، وهناك أصول فرعية أو ثانوية مفرعة على هذه الأصول أو راجعة إليها، وهى التى يبدوا فيها الخلاف ويظهر، كقولهم : قطعية دلالة اللفظ العام كالخاص و مذهب الصحابى على خلاف العموم مخصص له، و كثرة الرواة لا تفيد الرجحان و عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة و عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى و مقتضى الأمر الوجوب قطعًا ما لم يرد صارف و إذا خالف الراوى الفقيه روايته بأن عمل على خلافها : فالعمل بما رأى لا بما روى و تقديم القياس الجلى على خبر الواحد المعارض له و الاخذ بالاستحسان وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة ولذلك نقلوا عن الإمام أبى حنيفة قوله : علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه ـ

দ্র. ড. ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী, *আদাবুল-ইখতিলাফ ফীল-ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৭; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. আল-কুর'আন (القرآن)

আল কুর'আন মাজীদ হচ্ছে– ইসলামী শারী'আতের মূল উৎস। এতে পরস্পর বিরোধী ও বিধান বিদ্যমান।[১২৮] তাই তিনি সর্বপ্রথম আল-কুর'আনকে অনুসরণ করতেন এবং এটিকে মূলনীতির হিসেবে গ্রহণ করেন।

সুন্নাহ্ (السنة)

সুন্নাহ্ হচ্ছে– ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর উসূল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সহীহ ও মাশহুর হাদীস পাওয়া গেলে তা তিনি গ্রহণ করেন। তবে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করতে তিনি নিম্নলিখিত শর্তগুলো আরোপ করেছেন।[১২৯]

ক. বর্ণনাকারীর (রাবী) 'আমল বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হবে না। যদি এরূপ দেখা যায়– তবে বুঝতে হবে তাঁর বর্ণিত হাদীসটি মানসুখ বা রহিত।

খ. বর্ণনাকারী পরবর্তীতে ঐ হাদীসটি অস্বীকার করতে পারবে না।

গঠ. খবরে ওয়াহিদটি যদি শুধু এক ব্যক্তিই বর্ণনা করেন, তাহলে এ' সম্পর্কে অন্যান্যদের জানা থাকতে হবে। কারণ, ঐ হাদীসটি শুদ্ধ হলে অন্যান্যরাও সে সম্পর্কে অবগত থাকতেন।

ইজমা' (إجماع)

যে বিষয়ের উপর উম্মাতে মুহাম্মদীর ঐকমত্য রয়েছে– ইমাম আবূ হানীফা (র.) সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। উম্মাতের ঐকমত্যের উপর আমলের ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।[১৩০]

সাহাবীগণের উক্তি (قول الصحابة)

কুর'আন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'তে কোন বিষয়ের বিধান না পাওয়া গেলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহাবীগণের উক্তি থেকে দলীল গ্রহণ করতেন। সাহাবীগণের (রা.) উক্তিতে কোন বিধান না পাওয়া গেলে তাবি'ঈগণের ন্যায় তিনিও ইজতিহাদ ও গবেষণা করতেন।[১৩১]

---

১২৮. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৭; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

১২৯ . ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

১৩০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩।

১৩১ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩; আল জুন্দী, *আবদুল হালীম, আবূ হানীফা, (কায়রো ঃ দার আল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৫৪।*

Dhaka University Institutional Repository

কিয়াস (قِيَاس)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস গ্রহণে কঠিন শর্ত আরোপ করেন। ফলে, তিনি মাস'আলা প্রণয়নে কিয়াস বা রায় গ্রহণ করতেন। ইজতিহাদে তাঁর তীক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর উসূল মোতাবেক সহীহ হাদীস পেলে শুধু তাই কবুল করতেন। অন্যথায় কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।[১৩২]

ইসতিহসান (استحسان)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইসৃতিহসানের উপর আমল করতেন। ইসৃহিতহসান হল প্রকাশ্য কিয়াসের (قياس جلى) বিপরীত। কখনো কখনো দেখা যায় যে, প্রকাশ্য কিয়াসের উপর আমল করে কল্যাণ সাধিত হয় না। তখন ইসতিহসানের উপর আমল করতে হয়।[১৩৩]

'উরফ (عرف) বা প্রচলিত প্রথা

স্থানীয় প্রচলিত প্রথা যদি শারী'আতের বিপরীত না হয় তবে শারী'আতের বিধান নির্ধারনের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা 'উরফ' (عرف)-এর আমল করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে হানাফিয়্যাগণ কিয়াস (قياس) ও ইসতিহসানের (استحسان) উপরও 'উরফ বা সমাজের প্রচলিত প্রথাকে প্রাধান্য দিতেন।[১৩৪]

---

১৩২ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩; আল যাহাবী, *কিতাবু তাযকিরাতুল হুফফায*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

১৩৩ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪; ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, পৃ. ১৫৪; সাফা, ফকীহ উল্লাহ, *তারিখে আদবিয়্যাত* ১ম খন্ড, (ইরান, তেহরান ঃ ইসনতিশারু ইবন সীনা, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৭৬; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ৯১-৯২।

১৩৪. রঈস আহমদ জাফরী, চার ইমামের জীবন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর মাযহাব

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম- মালিক, উপনাম- আবূ 'আব্দিল্লাহ, উপাধি- ইমামু দারিল হিজরাহ (إمام دار الهجرة), পিতার নাম- আনাস এবং দাদার নাম আবূ 'আমির। তাঁর নসবনাম হচ্ছে ঃ মালিক ইবন্ আনাস ইবন মালিক ইব্ন আবী 'আমির নাফি' ইবন 'আমর ইবনিল হারিস ইবন ঈসমান ইবন জুসায়ল ইবন 'আমর ইবনিল হারিস যিল আসবাহ আল আসবাহী।[১৩৫] তাঁর দাদা আবূ 'আমির বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। বংশগত দিক দিয়ে তিনি 'আল-আসবাহী' হিসেবে পরিচিত। তিনি উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবন 'আবদুল মালিক-এর শাসনকালে ৯৩ হিজরীতে পবিত্র মদীনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ হিসেবে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে মাত্র ১৩ বছরের ছোট ছিলেন।[১৩৬]

---

১৩৫. ইবন হাযম আল আন্দালুসী, 'আলী ইবন আহমদ জামহারাতু আনসাব আল 'আরব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে) পৃ. ৪৩৫; ইবন খাল্লিকান, শামসুদ্দীন আহমাদ, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাই আবনায়িয যামান* ৩য় খণ্ড, (কায়রো : মাকতাবু আল নাহদাহ আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে) পৃ. ২৮৪, কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁর পরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন। :

مالك بن انس ابن مالك بن أبى عامر بن عمر وبن الحارث بن (عثمان) بن جثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة, وهو حمير الاصفر الحميرى ثم الاصبحى ابو عبد الله المدنى الفقيه -

দ্র. ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-১৩৫; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫; ড. মাহবুবুর রহমান, ইলমুন নাকদি ওয়া ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৩৬. বংশানুক্রমে ইমাম মালিক (র.) হলেন ইয়েমেনের যা আছ্বাবাহ এর অধস্তন সদস্য। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ইমাম সাহেবের প্রপিতামহ আবূ আমির (র.) ছিলেন রাসুল (সা.) -এর সাহাবী। কেবল বদর ছাড়া আর সকল যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আল্লামা যাহাবী, ইতিহাসবিদ সাম'আনী, ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর প্রমুখের মতে, ইমাম মালিক মদীনাতে ৯৩ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন– তাঁর জন্মগ্রহণের বছর হলো ৯৫ হিজরী। কেউ অবশ্য বলেন, ইমাম মালিক (র.) জন্মগ্রহণ করেছেন ৯০ হিজরীতে। সাম'আনী লিখেছেন, ইমাম মালিক ৯৩ বা ৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সবচেয়ে বড় কথা, সঠিক তারিখ সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রকৃতপক্ষে, ঘটনার বর্ণনায় বলা যায় প্রথম মতটিই অধিক শুদ্ধ। কেননা, ইমাম মালিক ইমাম আবূ হানীফার ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। আর এটাতো সর্বজন স্বীকৃত ও গ্রহণীয় যে, ইমাম 'আযম আবূ হানীফা জন্মগ্রহণ করেছেন ৮০ হিজরী সনে। ইমাম 'আযমের জন্মের খ্রীষ্টাব্দ ৭০০। ইমাম মালিকের হিসাবমত ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্র. ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, *ইমাম মালিকে (রহ.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল এপ্রিল– ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ৪৭-৫৩; ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ (دكتور مصطفى الشكعة) ইসলামী বিলা মাযাহিব (اسلام بلامذاهب) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭-৪২৯; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন,

مولد مالك على الاصح فى سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم -

দ্র. শামসুদ্দীন আয-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী : আল মাকতাবাতুশ শাফিয়াহ, ২০০১ খ্রীস্টাব্দ) পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এ সময় পবিত্র মদীনা নগরী ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। বাল্যকাল হতেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। মদীনা শরীফের বড়-বড় 'আলিমগণের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর পিতামহ, চাচা ও পিতা সকলেই বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। ইহা হতে অনুমিত যে, ইমামের নিজস্ব ঘর ও পরিবারের গোটা পরিবেশই 'ইল্‌মে হাদীসের গুঞ্জরনে মুখরিত ছিল। এ কারণেই বাল্য জীবনে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ শুরু করেন। তিনি সর্বপ্রথম তাঁর চাচা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ সুহায়লের নিকট হাদীস শিক্ষা করতে শুরু করেন। ইমাম নাফি'র (র.) নিকট হাদীস শিক্ষা করতে যান। নাফি' যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ইমাম মালিক (র.) তাঁর নিকেটই হাদীসে শিক্ষার জন্য যেতেন।

শৈশবেই তিনি কুর'আন ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞান পিপাসু ও অধ্যাবসায়ী । তাঁর জ্ঞানপিপাসা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, তিনি অতি খ্যাতি সম্পন্ন নয়শতাধিক শিক্ষকের নিকট হতে জ্ঞান সঞ্চয় করেন। এ সম্পর্কে 'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, "ইমাম মালিক ৯০০ মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে তিনশত জন হচ্ছেন তাবি'ঈ ও ছয়শত জন হচ্ছেন তাবি'-তাবি'ঈ। তিনি অল্প বয়সেই ধর্ম ও 'আইন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন।[১৩৭]

ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিশিষ্ট শিক্ষক হলেন– হিজাযের বিখ্যাত ফকীহ্ রাবী'আহ্ ইবন 'আবদুর রহমান– যিনি 'রাবী'আতুর রায় নামে বহুল পরিচিত।

কর্মজীবন

ইমাম মালিক (র.) তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনাতেই বহু বিশিষ্ট উস্তাদের হাতে বায়াতসহ রিওআয়াত সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি উস্তাদগণের রিওয়াআত ও ফাতওয়া দানের সনদ লাভ করেন।

সতের বছর বয়সেই বিচক্ষণ এই যুবক জনসমক্ষে দ্বীনি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা দান করেন এবং সে সময় থেকেই তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ধর্মভীরুতার জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তাঁর বক্তৃতা গ্রহণ ও শ্রবণের জন্য দূর-দূরান্ত হতে হাজার হাজার শ্রোতা তাঁর বক্তৃতাস্থলে আগমন করতো।

জ্ঞান সাধণা ও শিক্ষাদানে তাঁর জীবন হয়ে উঠে সমৃদ্ধ ও গৌরবময়। জ্ঞানের জগতে বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন। কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূলুল-ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের

১৩৭. রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭; ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯-৪৩১।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী। মদীনার মসজিদে নববীতে বসে তিনি শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি কখনো পবিত্র মদীনা নগরী ছেড়ে বাইরে যেতেন না। হাদীস এবং ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় দেশ-বিদেশের অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর দরবারে ভীড় জমাতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয় ও ধৈর্য্যের সাথে তাদেরকে জ্ঞান বিতরণ করতেন।

হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা' (الماطاء)-হচ্ছে তাঁর অনবদ্য রচনা। এই গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ১৩৬০ (এক হাজার তিনশত ষাট) টি হাদীস রয়েছে। সারা দুনিয়ার অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট এসে হাদীস ও ফিক্‌হী জ্ঞান অর্জন করেছেন।[১৩৮]

ইমাম মালিকের (র.) প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মালিক (র.) তাঁর জীবনে বহু স্বনামধন্য শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন,

১. ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ (র.)

২. রাবী'আতুর রায় (র.)

৩. মুসা ইবন 'উতবা (র.)

৪. সুফইয়ান সওরী (র.)

৫. আওযা'ঈ (র.)

৬. ইবন 'উয়াই নাহ (র.) প্রমুখ।[১৩৯]

এই সকল বিশিষ্ট ওস্তাদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরো কিছু তাবি'ঈ এ সময় মদীনায় অবস্থান করতেন। তাঁরা হচ্ছেন- (১) হিশাম ইবন 'উরওয়া (র.) (২) মুহম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র.) (৩) 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ (র.) (৪) মুহাম্মদ ইবন শিহাব যুহরী (র.) (৫) 'আমির ইবন 'আব্দুল্লাহ (৬) জা'ফর সাদিক (র.) (৭) আবূ সুহায়ল (৮) সুলায়মান ইবন ইয়াসার। ইমাম মালিক (র.) মদীনার উল্লেখিত প্রায় সকল হাদীসবিদ তাবিঈ'গণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।[১৪০]

---

১৩৮. রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

১৩৯. ইমাম মালিকের শিক্ষার্থী জীবনকালে আয়েশা (রা.) বড় বড় ছাত্রগণ তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র কাসেম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, তাঁর বোনপুত্র উরওয়া ইবন যুবাইর, ইবন উমর (রা.) এর ছাত্র নাফে' ও আব্দুল্লাহ ইবন দীনার তাঁর দুই গোলাম ও সালিম ইবন আব্দুল্লাহ তাবিঈ' মদীনায় বর্তমান ছিলেন। আবু হুরাইরার জ্ঞানের মহাসমুদ্র আকণ্ঠ পান করেছিলেন তাঁর জামাতা সাঈদে ইবনুল মুসাইয়্যিব। তিনিও এই মদীনাতে বাস করতেন। দ্র. ইমাম মালিকের ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৫।

১৪০. রঈস আহমদ জাফরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিকের (র.) ছাত্রবৃন্দ

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অগণিত ছাত্র ইমাম মালিকের (র.) শিক্ষায় ধন্য হয়েছেন। তাঁর থেকে যারা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (র.), (মৃ. ২৬৯ হি.), 'আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম (মৃ. ১৯১ হি.), আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব (মৃ. ১৯৭ হি.), ইসমা'ঈল ইবন ইবন ইসহাক (র.) (মৃ. ২৮২ হি.), 'আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল আযীয (র.), (মৃ. ২১২ হি.), আশহাব ইবন আব্দিল আযীয (র.), (মৃ. ২১৪ হি.) ইয়াহইয়া আল আনসারী (র.), ইমাম যুহরী (র.), ইবন জারীহ (র.), ইয়াজীদ (র.), ইবৃন মুহাম্মদ 'আব্দিল্লাহ (মৃ. ২৬৮ হি.)। প্রমুখ ব্যক্তিগণ (মৃ. ২৬৮ হি.)। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) ও ইমাম মালিকের (র.) নিকট হাদীস অধ্যায়ন করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) নিজেই ইমাম মালিক (র.) সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম মালিক আমার প্রিয় শিক্ষক, তাঁর থেকে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। হাদীস বর্ণনা, ফাতওয়া দান ও বিভিন্ন মাস'আলার সমাধান সুষ্ঠভাবে দেয়ার ফলে তাঁর যশ ও খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিদ্যাৎসাহী জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীগণ তার কাছে ভীড় জমাতে থাকে। বিশেষতঃ মিসর ও আফ্রিকাবাসীরা তার কাছে শিক্ষা লাভ করে নিজ দেশে গিয়ে উহা প্রচার করেন। মালিকী মাযহাব মিসরবাসী ছাত্রদের মাধ্যমে সর্বাধিক বিকাশ লাভ করে। এমনকি মিসরীয় ছাত্ররা মালিকী মাযহাব বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন।[১৪১]

---

১৪১. **মিসরে তাঁর ছাত্র বৃন্দ :**

১. আবূ 'আব্দুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম আল-'উত্তাকী। (মৃত্যু ১৯১ হিজরী)
২. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবন ওহাব ইবন মুসলিম (মৃত্যু-১৯৭ হিজরী)
৩. আশহাব ইবন 'আবদুল 'আযীয আল কাইসী। (মৃত্যু-২১৪ হিজরী)
৪. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আবদুল হাকাম (মৃত্যু-২১৪ হিজরী)
৫. আসবাগ ইবনুল ফারজ (মৃত্যু-২২৫ হিজরী)
৬. মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আবদুল হাকাম (মৃত্যু-২৬৮ হিজরী)
৭. মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইসকেন্দারী ইবন যিয়াদ (মৃত্যু ২৬৯ হিজরী)

স্পেন ও মরক্কোতে তাঁর ছাত্র বৃন্দ :

১. আবুল হাসান 'আলী ইবন যিয়াদ তিউনিসী (মৃত্যু-১৮৩ হিজরী)
২. আবূ 'আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবন 'আব্দুর রহমান আল কুরতুবী (মৃত্যু-১৯৩ হিজরী)
৩. 'ঈসা ইবন দীনার আল কুরতুবী (মৃত্যু-২১২ হিজরী)
৪. আসাদ ইবন ফুরাত ইবন সিনান তিউনিসী (মৃত্যু-২১৩ হিজরী)
৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ইবন কাসীর (মৃত্যু-২১২ হিজরী)
৬. 'আবদুল মালিক ইবন হাবীব ইবন সুলাইমান (মৃত্যু-২৩৮ হিজরী)
৭. সাহনুন 'আবদুস সালাম ইবন সায়ীদ আত্-তানুখী (মৃত্যু-২৪০ হিজরী)

ইরাক এবং হিজাযে তাঁর ছাত্র বৃন্দ :

১. আবূ মারওয়ান 'আবদুল মালিক ইবন 'আযদিল 'আযীয আল মাজিশুন (মৃত্যু-২১২ হিজরী)
২. আহমাদ ইবন মুয়াজ্জান ইবন গায়লান আল-'আযদী

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিকের (র.) ইন্তিকাল

সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশ্ববিখ্যাত এ ইমাম ও 'আলিমে-দ্বীন ১৭৯ হিজরী সালে ৮৬ বছর বয়সে স্বীয় জন্মস্থান মদীনাতেই ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৪২]

মালিকী মাযহাবের মূলনীতি

সর্বমোট ২০টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইমাম মালিক (র.) তাঁর মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তন্মধ্য ৫টি মূলনীতি আল-কুর'আন ভিত্তিক, ৫টি মূলনীতি আল-হাদীস ভিত্তিক এবং অন্য ১০টি মূলনীতি কুর'আন-হাদীসের আলোকে আনুসাঙ্গিক শার'ঈ উৎস ভিত্তিক নিয়েছেন।[১৪৩]

---

৩. আবূ ইসহাক ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক (মৃত্যু-২৮২ হিজরী)

দ্র. ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, ইমাম মালেক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, পৃ. ৬১-৬৬।

১৪২. কারো কারো মতে, তিনি ৯০ বছর, আবার কারো মতে ৮৯ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

قال قاضى عياض : الصحيح : وفاته فى ربيع الاول يوم الاحد لتمام إثنين وعشرين يوم من مرضة سنة وسعين ومائة ـ

দ্র. আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; ড; মাহবুবুর রহমান, ইলমুল নাকদি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬, ইবন সা'দ মু'আব আয যুবায়রী (র.) থেকে বর্ণনা করেন,

انى أحفظ الناس لموت مالك مات فى صفر سنة تسع وتسعين مائة ـ

দ্র. তাহযীবুত তাহযীব, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৬ তে উদ্ধৃত।

১৪৩. ইমাম মালিক নিম্ন বর্ণিত মূলনীতির আলোকেই সিদ্ধান্ত দিতেন।

(ক) كتاب الله।

(খ) سنة رسول الله । একেও কিতাবুল্লাহ পরে দ্বিতীয় গুরুত্ব পদ্ধতি হিসেবে সকল ইমামই গ্রহণ করেছেন। তবে كتاب الله এর অর্থের সাথে যদি কখনো সুন্নাহ্-এর বৈপরিত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে তিনি কোন تأويل করার পরিবর্তে كتاب الله কেই প্রাধান্য দিতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله ـ

(গ) عمل أهل المدينة ইমাম মালিক (র.)-এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। خبر الواحد কে গ্রহণ করার চাইতে তিনি عمل أهل المدينة কে প্রাধান্য দিতেন।

(ঘ) কোন বিশেষ সাহাবার ফাতাওয়া (فتاوى الصحابى) । কোন বিষয়ে যদি তিনি কোন সাহাবীর فتوى-এর কথা জানতে পারেন যা তিনি নবীজীকে করতে না দেখে দেয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন হাদীস বিদ্যমান থাকলেও فتاوى الصحابى কে প্রাধান্য দিতেন। এ নীতিতে ইমাম শাফি'ঈ তাঁর উস্তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন।

(চ) سدالذرائع ইমাম মালেকের অন্যতম মূলনীতি। এর মর্ম হচ্ছে যে, কাজটি কোন গর্হিত কাজের কারণ বলে বিবেচিত হবে তাও গর্হিত, আর যে কাজটি কোন বৈধ কাজের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে তাও বৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আন ভিত্তিক মূলনীতিসমূহ

১. কুর'আনের মূল বক্তব্য (نَصُّ الْكِتَابِ)

২. কুর'আনের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (عُمُومُ الْكِتَابِ)

৩. কুর'আনের বক্তব্যের বিপরীত দিক (مَفْهُوْم مُخَالِف)

৪.কুর'আনের বক্তব্যের অনুকূল দিক (مَفْهُوْم الْمُوَافِقَة)

৫. মূল বিষয়ের কারণ উদঘাটন (التَّنْبِيْهُ عَلَى الْعِلَّة)

সুন্নাহ্ ভিত্তিক মূলনীতিসমূহ

১. হাদীসের মূল বক্তব্য (نَصُّ السُّنَّة)

২. হাদীসের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (عُمُومُ السُّنَّة)

৩. হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত দিক (مَفْهُوْم مُخَالِف)

৪. হাদীসের বক্তব্যের অনুকূল দিক (مَفْهُوْم الْمُوَافِق)

৫. মূল বিষয়ের কারণ উদঘাটন (التَّنْبِيْهُ عَلَى الْعِلَّة)

আনুসাংগিক মূলনীতিসমূহ

১. ইজমা' বা ঐকমত্য (أَلْإِجْمَاع)

২. কিয়াস (أَلْقِيَاس)

৩. মদীনাবাসীগণের কার্যাবলী (عَمَالُ أَهْل الْمَدِيْنَة)

৪. সাহাবীর (রা.) বক্তব্য (قَوْلُ الصَّحَابِي)

৫. উত্তম চিন্তা বা মতামত (أَلْإِسْتِحْسَان)

৬. অকল্যাণের পথ বন্ধ করা (أَلْحُكْمُ بِسد الذارئع)

৭. মতপার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও লক্ষ রাখা (مُرَاعَاةُ الْخِلَاف)

৮. বস্তুর মূল অবস্থা (أَلْإِسْتِصْحَاب)

৯. ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা (أَلْمُصَالِحُ الْمُرْسَلَة)

১০. আমাদের পূর্ববর্তী শারী'আত। (شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا)

এই সর্বমোট ২০টি মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম মালিক (র.)। তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১৪৪]

---

১৪৪. এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

أما الإمام مالك رحمه الله فذو منهج مختلف ، فيقول : (أفكلما جاءنا رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله) وقد مرينا أن

Dhaka University Institutional Repository

মালিকী মাযহাবের বিস্তৃতি

ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষকগণের অধিকাংশই মিসরে অবস্থান করার কারণে তাঁর মাযহাব মিসরে অধিকতর প্রসার লাভ করেছে। পরবর্তীতে তা স্পেন, হিজায, ইরাক, তিউনিসিয়াসহ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। যদিও এ সব অঞ্চলে এ মাযহাবের পাশাপাশি হানাফী মাযহাব (المذهب الحنيفة) এবং শাফি'ঈ মাযহাব (المذهب الشافعية) প্রচলিত ছিল।[১৪৫]

مذهبه هو مذهب الحجازيين اصحاب مدرسة الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، وتتلخص قواعد مذهب مالك بما يلى :

* الأخذ بنص الكتاب العزيز ـ
* ثم بظاهره وهو العموم ـ
* ثم بدليله وهو مفهوم المخالفة ـ
* ثم بمفهومه (ويريد مفهوم الموافقة)
* ثم بتنبيهه، وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى : (فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا)
* ثم الإجماع ـ
* ثم القياس ـ
* ثم عمل أهل المدينة ـ
* ثم الإستحسان ـ
* ثم الحكم بسد الذرائع ـ
* ثم المصالح المرسله ـ
* ثم قول الصحابى (إن صح سنده وكان من الأعلام) ـ
* ثم مراعاة الخلاف (إذا قوى دليل المخالف) ـ
* ثم الإستصحاب ـ
* ثم شرع من قبلنا ـ

দ্র. ড. ত্বহা জাবির আল-আলওয়ানী, আদাবুল-ইখতিলাফ ফিল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৪৫. ইমাম মালিক ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের এমন এক পর্যায়ে আবির্ভূত হন যখন ফিক্হ চর্চায় কিয়াস (القياس) খুব বেশি বিকাশ লাভ করেনি। তাঁর ফিক্হী চিন্তাধারার উপর মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলামী আইনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে এখানকার ফিক্হী চিন্তাধারাকে ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণা দ্বারা নিষিক্ত করা হয়। মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামী বিধি-বিধানের যে মৌলিক নীতিমালা পেশ করেন, তার সংকলন ও উন্নতি সাধনই ইমাম মালিকের অমর কীর্তি। এটি মদীনার 'আলিমগণের ঐকমত্যের প্রামাণ্য দলীল। ফিক্হ চর্চার পাশাপাশি হাদীসের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের কারণে শাস্ত্রবিদগণ এবং সকল মাযহাবের 'আলিমগণ এর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান বিশ্বে মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে মালিকী ফিক্হের অনেক অনুসারী বিদ্যমান। ইমাম মালিকের 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থখানিও অবিকৃত অবস্থায় বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মালিকী ফিক্হ বিকাশ লাভ করেনি। এ অঞ্চলে ইমাম মালিককে একজন মুহাদ্দিস এবং তাঁর আল-মুয়াত্তাকে একখানা হাদীস গ্রন্থ হিসেবে অধ্যয়ন ও চর্চা করা হয়। দ্র. ড. আ. ক. ম আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হচর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিকের (র.) জীবনকালে তাঁর মাযহাব অত্যধিক প্রভাবশালী ছিল। স্পেনের মুরগণ মালিকী মাযহাবের প্রভাবাধীন ছিল। বর্তমানে মদীনা, পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর মিসরের অধিকাংশ অঞ্চল, জর্দান, নদীর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান ইমাম মালিকের (র.) মাযহাবের অনুসারী। উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা, সুদান ও আরবের উপকূলবর্তী অঞ্চলেও মালিকী মাযহাবের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

মালিকী মাযহাবের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা :

১. ইমাম মালিক (র.) কুর'আন এবং হাদীসের বক্তব্যকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. মদীনাবাসীগণের কার্যাবলীকে (عمل أهل المدينة) তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

৩. কোন কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর বক্তব্য রেখেছেন। যেমন- তিনি মনে করেন 'মুসলিম রাষ্ট্রে যিম্মীদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার নেই।'

৪. কিয়াসকে তিনি কম গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫. মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তিনি নিজের ইজতিহাদকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬. ইসলাম ও মুসললিম জনগণের স্বার্থকেই সবেচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৪৬]

ইমাম মালিকের (র.) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবলী

ইমাম মালিক (র.) অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু (মুত্তাকী) ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি বেশী-বেশী কুর'আন তেলাওয়াত করতেন। সদা-সর্বদা মসজিদে নববীতে অবস্থানের চেষ্টা করতেন। তিনি মদীনা শহর হতে অন্য কোথাও সফর করেননি। মসজিদে নববীতে অসংখ্য ছাত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। অত্যন্ত মামুলী খাবার দাবার গ্রহণ করতেন। জীবন-যাপনে অপচয় অথবা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালবাসা তাঁর হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক থাকত এবং তার অনুসরণ ও অনুকরণ তিনি পুংখানু পুংখরূপে করে যেতেন।

তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের পাশাপাশি রোগীর সেবা করতেন এবং মানুষের হকসমূহ আদায় করতেন। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিঃশর্ত আনুগত্য ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।[১৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্রে (علم الفقه) ইমাম মালিক অবদান

ইমাম মালিক (র.) ছিলেন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষতঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ফিক্‌হী বিষয়ে তার অবদানের কতিপয় বিশেষ দিক তুলে ধরা হলো।

ছাত্র গঠন

সুযোগ্য ছাত্র গঠন তথা ফিক্‌হ শাস্ত্রে যোগ্য উত্তরসূরী তৈরীকরণ ছিল ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম মালিকের (র.) সবচেয়ে বড় অবদান। তিনি কতিপয় প্রতিভাবন ও যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ তৈরী করে গিয়েছেন। ইমাম মালিক (র.) মসজিদে নববীতে শিক্ষা ও ফাতওয়া দানের কাজ সম্পাদনা করতেন। দূর-দুরান্ত হতে লোকজন এসে তাঁর নিকট ফিক্‌হ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে যেতেন। বিশেষতঃ মিসর ও আফ্রিকাবাসীরা তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে নিজ নিজ দেশে গিয়ে উহা প্রচার করতেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন

ইমাম মালিকের (র.) উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে– 'আল মুয়াত্তা' (الموطاء) নামক প্রসিদ্ধ আইন গ্রন্থ রচনা। এ গ্রন্থে তিনি বিচার সম্পর্কীয় আইন ও শার'ঈ আহকাম-আরকান লিপিবদ্ধ করেন। এটিতে তিনি সতেরশত হাদীসও সন্নিবেশিত করেন। এটি মালিকী মাযহাবের মূল আইন গ্রন্থ এবং মুসলিম আইনের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইমাম মালিক মদীনার প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধকে আইনের আওতাভূক্ত করেন। এই মুআত্তা গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে মুসলিম আইন শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। হাদীসের অধ্যায়ে ইমাম মালিক স্থানীয় প্রচলিত রীতি-নীতির প্রাধান্য দান করেন। কোন বিষয়ে স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান থাকার পরেও অনেক ক্ষেত্রেই মদিনার প্রচলিত রীতি-নীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতো।[১৪৮]

---

১৪৭. রঈস আহমদ জাফরী, চার ইমামের জীবন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২২৩; তাঁর প্রশংসায় ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন,

وصدق وبرٌ إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال من اردا الحديث فهو عيال على مالك -

দ্র. ইবন কাসির, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ খণ্ড, পৃ. ১২৪; ড. মাহাবুবুর রহমান, *ইলমুল নাক্দ*, পৃ. ১৫৫; মুহাম্মদ ইবন সা'দ বলেন,

وكان مالك ثقة ماهونصا ثبتا، ورعا، ورعا، فقيها، عالما، حجة -

দ্র. তাহযীবুল কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; *ইলমুল নাকদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

১৪৮. বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তা, ধর্মতত্ত্ববিদ ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.) (১১১৪-৭৬ হি./১৭০৩-৬২ খ্রী.) ইমাম মালিক ইবন আনাসের (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৯৫ খ্রী.) আল-মুয়াত্তাকে মালিকী ফিকহের মূলভিত্তি, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খ্রী.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রী.) মাযহাবের বুনিয়াদ এবং ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খ্রী.) ও তাঁর প্রখ্যাত দুই শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (১১০-৮০ হি./৭৩১-৯৮ খ্রী.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর (১৩২-৮৯ হি./৭৫০-৮০৫ খ্রী.) ফিক্‌হ চর্চার আলোকবর্তিকা হিসেবে উল্লেখ করেন। বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিকের (র.) হাদীস সংগ্রহ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সতর্কতা মূলক ও বিজ্ঞানভিত্তিক। যে হাদীসগুলো তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো রীতিমত যাচাই-বাছাই করে নিয়েছিলেন। তাঁর হাদীস শিক্ষার উস্তাদ যাঁরা ছিলেন তাদের সকলকেই ইমাম মালিক (র.) যাছাই-বাছাই করে নিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বীন দারি, বুঝশক্তি ও ফিক্‌হী জ্ঞান এবং হাদীস বর্ণনার যোগ্যতা ও শর্ত আদায় করার দিক দিয়ে তাদেরকে তিনি বাছাই করে নিতেন।[১৪৯]

তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল পর্যন্ত ফিক্‌হ ও হাদীসের শিক্ষা ও ফাতওয়া দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজে এজন্য ফিক্‌হর কোন কিতাব রচনা করেন নি। তাঁর ইন্তি কালের পর তাঁর উদ্ভাবিত মাস'আলা সমূহের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। যেটির নাম 'ফিক্‌হে মালিকী' (الفقه المـالكى)। তাঁর ছাত্রগণ এবং তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণ এ সংকলনটি দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রচার করেন। তাঁর ছাত্রগণ এবং পরবর্তীকালের মালেকী মাযহাবের 'আলিমগণ তাঁর ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গিতে অসংখ্য কিতাব রচনা করেন।

মাযহাব প্রনয়ণ

ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাযহাবকে "মালিকী মাযহাব বলা" (المذهب المـالكى) হয়ে থাকে। উক্ত মাযহাবকে হাদীসবাদি মাযহাবও বলা হয়ে থাকে। কেননা, ইমাম আবূ

আল-মুয়াত্তার চাইতে কোন নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হ গ্রন্থ বিদ্যমান নেই। গ্রন্থাকারের মর্যাদা, গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা, সুন্দর বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর যথাযথ উপস্থাপনা প্রভৃতি একে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।

ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭-৪৪০।

১৪৯. ড. মাহবুবুর রহমান, *ইলমুন নাকদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫। ইমাম আলী ইবনুল মাদানী (র.) বলেন,

ما كان اشد انتقاد مالك للرجال واعلمه ـ

দ্র. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.) মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক ছিলেন সেসব হাদীসের শ্রেষ্ঠতম 'আলিম। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সনদ গত দিক থেকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া উমারের (রা.) ফায়সালাসমূহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ও তাঁদের ছাত্র সপ্ত ফকীহ্‌র বক্তব্য ও মতামত সম্পর্কে তাঁর চাইতে বড় আলিম আর কেউ ছিল না। এই মহান 'আলিম এবং তাঁর মতো অন্যান্য শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের হাতেই ইলমে রাও'আয়াত ও ইলমে ইফতা'র ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইল্‌ম ও ইরশাদের সনদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হাদীস বর্ণনা, ফতোয়া দান, ইজতিহাদ ও জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক যে বিরাট অবদান রেখে যান, তা দ্বারা নবী করীমের (সা.) সেই ভবিষ্যতবাণীই সত্যে পরিণত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছিলেন, "অচিরেই লোকেরা উটে আরোহন করে 'ইলম হাসিলের জন্যে ছুটোছুটি করবে। কিন্তু মদীনা 'আলিমের চাইতে বড় কোন 'আলিম তারা পাবে না।" ইবনে উয়াইনা ও আবদুর রায্‌যাকের মতো সেরা চিন্তাবিদদের মতে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) এই ভবিষ্যতবাণী ইমাম মালিকের মাধ্যমে সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্ররা তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস ও মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁরা এগুলোর সম্পাদনা করেন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এগুলোর মূলনীতি ও দলিল-আদিল্লা নিয়ে গবেষণা করেন এবং এরি ভিত্তিতে তাঁরা আরো অধিক মাসায়েল উদ্ভাবন করেন। এসব পাথেয় সাথে নিয়ে তাঁরা মরক্কো ও পৃথিবীর অন্যান্য দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা উপকৃত করেন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে। দ্র. শাহ ওলীয়্যুল্লাহ দেহলবী (র.), আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, অনুবাদ আবদুস শহীদ নাসিম (মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়) (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, চতুর্থ প্রকাশ- ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ.৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

হানীফা (র.) সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিয়াসের প্রাধান্য প্রদান করতেন পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র.) হাদীসকে যুক্তির উপর প্রাধান্য দিতেন এবং কদাচিৎ কিয়াসের অনুসন্ধান করতেন। এ কারণে উক্ত মাযহাবকে অধিকতর রক্ষণশীল বলে মনে করা হয়। আইনের ব্যাখ্যা দান ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যাপারে উক্ত মাযহাব হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মজলিশী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু

ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর শিষ্যবর্গ মদীনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইন অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যে লিপ্ত ছিলেন বলে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে হিজাযী স্কুল বা হিজাযী মজলিস বলা হতো।

সে যুগের মদীনার তাবি'ঈ ফকীহগণের মধ্যে সালাম ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর ইবন খাত্তাব (র.), আবূ সালমা (র.), আবূ বকর ইবন 'আব্দুর রাহিল (র.), আবূ বকর ইবন 'উমর (র.), সা'দ ইবন মুস'আব প্রমূখ প্রধান ছিলেন। তাছাড়া, সেই যুগের ৭জন বিখ্যাত ফকীহ্ যথাক্রমে সুলায়মান ইবন ইয়াসির (র.), আবূ বকর ইবন হারিস (র.), খারিজ ইবন যায়িদ (র.), কাসিম ইবন আবূ বকর, সা'ঈদ ইবন মুস'আব (র.), 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উৎবা (র.) এবং সালম ইবন 'আব্দুল্লাহ (র.) সে সময় মদীনাতে বাস করতেন। মদীনায় 'উমর ইবন 'আব্দুল আযীয ওরফে দ্বিতীয় 'উমরের একটি পরামর্শ সভা ছিল। সেই মজলিসের সদস্য ছিলেন যথাক্রমে 'উরওয়া ইবন যুবাইর (র.), 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'উৎবাহ, আবূ বকর ইবন 'আব্দুর রহমান (র.), আবূ বকর ইবন সুলায়মান ইবন ইয়াসার ইবন মুহম্মদ এবং সালাম ইবন 'উবাইদুল্লাহ্।

ইমাম মালিক (র.)-এর এইটি পরামর্শ সভা ছিল। তিনি সেই মজলিস বা সভার কোন বিষয় আলোচনার পর গৃহীত সিদ্ধান্ত বা রায় দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া, তাঁর সংকলিত ফিক্হে স্থান দিয়েছিলেন তাবিঈ' সুচিন্তিত রায়, 'মাস'আলা', ফাতওয়া, সাহাবা ও তাবিঈ'গণের রিও'আয়াত সমূহ। সেগুলো মদীনায় ১৩০ থেকে ১৮০ হিজরী সালের মধ্যে সংকলিত হয়।

ইসতিদলাল (إستدلال)

ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম মালিকের (র.) সবিশেষ অবদান হলো ইসতিদলাল। 'ইসতিদলাল' হচ্ছে জনগণের কল্যাণের মতবাদ যা একজন আইনবেত্তাকে যখন কোন আইন সাধারণ উপযোগ বিরোধী হয়, তখন সাদৃশ্য ঘটনা দ্বারা নির্দেশিতভাবে একটি বিধান সংশোধন করতে সক্ষম করে। বস্তুতঃ আইন ভিত্তিক অবরোহ মূলক যুক্তি দ্বারা কোন বিষয়কে দলীলে পরিণত করার নাম ইসতিদলাল (استدلال)। ইমাম মালিক (র.) ইসতিদলালকরণ প্রথাকে এত প্রাধান্য দিতেন যে, এটিকে তিনি আইনের পঞ্চম উৎস বলে মনে করতেন।[১৫০]

---

১৫০. দ্র. রঈস আহমদ জাফরী, চার ইমামের জীবন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাফি'ঈ (র.)- ও তাঁর মাযহাব

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : মুহাম্মাদ, উপনাম : আবূ 'আবদুল্লাহ, উপাধি- আশ্-শাফি'ঈ, পিতার নাম-ইদ্রিস, মাতার নাম উম্মুল হাসান বিনতে হামযা ইবন কায়েস ইবন ইয়াজিদ ইবন হাসান। দাদার নাম- আল 'আব্বাস। তাঁর বংশধারা হলো : আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস ইবন 'উসমান ইবন শাফি'ঈ আল কুরায়শী। তাঁর দাদা ও পরদাদা উভয়ই ছিলেন সাহাবী । মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশপরম্পরার সাথে (তথা 'আবদে মানাফ-এর সাথে) তাঁর বংশ পরম্পরা সংযুক্ত হয়েছে বিধায় তাঁর নামের শেষে 'আল কুরায়শী আল-হাশিমী আল-মুত্তালিবী' যুক্ত করা হয়।

তিনি আসকালান প্রদেশের গাযা নামক স্থানে (যা বর্তমানে ইসরাঈল অধিকৃত) ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইন্তিকাল করেন। ইমাম শাফি'ঈর জন্মস্থানের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা– ফিলিস্তিনের গাযা, আসকালান ও ইয়ামেন। [১৫১]

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

মাত্র দু'বছর বয়সে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পিতা ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে পবিত্র মক্কা চলে যান। পবিত্র মক্কায় ইয়াতীম অবস্থায় তাঁর মাতার কাছে তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। সাত বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কুর'আন মাজীদ মুখস্ত করেন। কিশোর বয়সেই তিনি 'হুযাইল' গোত্রের অধিকাংশ কবিতা মুখস্ত করেন এবং 'আরবীতে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সম্পর্কে 'আসমায়ী' বলেছেন, 'আমি কুরাইশ বংশের একজন যুবকের নিকটে গিয়ে হুযাইল গোত্রের কবিতাসমূহ শুদ্ধ করে নিয়েছিলাম, যার নাম হলো মুহাম্মদ ইবন ইদ্‌রীস।'

জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়ে সেখানকার ফকীহ্ মুসলিম ইবন খালিদ যিনজী (র.) (মৃত্যু-১৭৯ হিজরী) সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনাহ্ প্রমুখ খ্যাতনামা পন্ডিতগণের নিকট ফিক্‌হ ও হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়সে তাঁর উস্তাদ তাঁকে ফাতওয়া দানের অনুমতি দান করেন।

উস্তাদের সনদপত্র নিয়ে পবিত্র মদীনার ইমাম মালিকের (র.) দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মুয়াত্তা (الموطا) মুখস্থ শুনান। তাঁর নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৭৯ হিজরী পর্যন্ত ইমাম মালিকের (র.) সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ৮১ জন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেন।

---

১৫১ . রাঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, ২৪৬-২৪৭; ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ, ইসলাম বিলা মাযাহিব, (কায়রো : আদ-দারুল মিসরিয়্যাতিল লুবনানিয়্যাহ,) ১৩শ সংস্করণ-১৯৯৭ খৃস্টাব্দ, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী ফিক্‌হ শিক্ষা গ্রহণ

হিজরী ১৮৯ সালে তিনি ইরাকে এসে হানাফী ফকীহ্ ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট হতে তিনি হানাফী ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করে পুনঃ পবিত্র মক্কায় গমন করেন। এখানে তিনি মিসরীয় 'আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরপর তিনি নিজেই ফিক্‌হী মাস'আলা উদ্ভাবন ও নিজস্ব মাযহাব প্রবর্তন করেন।[১৫২]

ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর কর্মজীবন

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কর্মজীবন শুরু হয় ইয়ামেনে সরকারী দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। এরপর 'আব্বাসীয় বাদশাহ হারুন-অর রশীদের সময় তাঁকে নাযরানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সরকারী বাধ্যবাধকতা তিনি পছন্দ করলেন না। তাই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়ে তিনি ফিক্‌হী বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। দীর্ঘদিন ফিক্‌হ শাস্ত্রে অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে জ্ঞান বিতরণ করেন। হিজরী ১৯৩ সালে প্রথমবার এবং হিজরী ১৯৫সনে দ্বিতীয়বার তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) –এর সুযোগ্য ছাত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের নিকট হতে তিনি ইরাকী 'আলিমগণের লেখা সকল কিতাবের জ্ঞান অর্জন করেন। শাফি'ঈ

বাগদাদে অবস্থানকালে ইমাম শাফি'ঈ তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল হুজ্জাত' রচনা করেন। এখানে ইমাম আহমাদের (র.) সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। উভয় ইমাম পরস্পর মতবিনিময়ে জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধানে উপণিত হন। এরপর তিনি হিজরী ২০০ সালে মিসর গমন করেন। মিসরেও তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সার্বক্ষণিক জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনপাত করেন। অসংখ্য ছাত্রকে তিনি শিক্ষাদান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল উম্ম' (كِتَابُ الأم) রচনা করেন।[১৫৩]

446964

ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর ছাত্রবৃন্দ

মিসরে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ছাত্র বৃন্দ : ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে যারা বিখ্যাত ছিলেন, তারা হলেন–

(১) ইউসুফ ইবন মযনী আল মিসরী (র.)। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রবীণ। মৃত্যুকালীন সময় তিনি তাঁকে খেলাফত দিয়ে যান। ফাতওয়া প্রদানে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন।

(২) আবূ ইবরাহীম ইসমা'ঈল ইবন ইয়াহইয়া

---

১৫২. রঈস আহমদ জাফরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৯; ড. মুস্তফা আশশাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, প্রাগুক্ত,

১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৮, পৃ. ৪৪৩-৪৪৫।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

(৩) রাবী' ইবন সুলায়মান ইবন 'আব্দুল জাব্বার মুরাদী মাওযেন প্রমুখ।

ইরাকে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ছাত্রবৃন্দ তাঁর ইরাকী ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত যারা ছিলেন, তারা হলেন,

(১) ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ ইবন ইয়ামান কালবী আল বাগদাদী (র.) : প্রথম জীবনে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে শাফি'ঈ মাযহাবে প্রত্যাবর্তন করেন। সর্বশেষ নিজেই স্বতন্ত্র মাযহাব রচনা করেন।

(২) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল : তিনি প্রথমে শাফি'ঈ ফিক্‌হ শিক্ষা করেন, পরে নিজেই স্বতন্ত্র ফিক্‌হ্ রচনা করেন। পরবর্তীতে এটিই হাম্বলী মাযহাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

(৩) হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আস-সাবাহ আবূ-যা'ফরানী আল বাগদাদী (র.) : তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের হাদীসের নির্ভরযোগ্য রাবী। এছাড়াও আবুল হুসাইন ইবন 'আলী আল কারাবীসী, আন নাযাফী (মৃত্যু-৩২২ হিজরী), আবূ সুলায়মান দাউদ ইবন 'আলী ইমাম আহলে যাহিরী প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁর ছাত্রগণকে এমনভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলেন যে, তাঁরা স্বীয় যোগ্যতা বলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর আলাদা মাযহাব রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পবিত্র মক্কা, মদীনা, ইরাক, মিসর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইমাম শাফি'ঈর অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই যুগপ্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন :

১. ইউসুফ ইবন ইয়াহইয়া আল বুয়াইতী (র.) ২. ইসমা'ঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযনী (র.) ৩. রাবী 'ইবন সুলাইমান (র.) ৪. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র.) ও ৫. মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন আবদুল-হাকাম (র.)।[১৫৪]

ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম শাফি'ঈ (র.) ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী। একজন বড় বিদ্বান হওয়ার পরও তিনি গর্ব-অহংকার করতন না। তিনি সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন। অপব্যয় তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে ইমাম আহমাদ (র.) প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সালাত আদায় কালে তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন নন্দিত ব্যক্তিত্ব। সার্বক্ষণিক জ্ঞান সাধনা ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিক্ষাদানে প্রচণ্ড আগ্রহের দরুণ তদানীন্তন সময়ে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম । তাঁর সংস্পর্শে এসে সবাই অত্যন্ত বিমোহিত হতেন। ইমাম আহমাদ (র.) প্রায়ই বলতেন, 'উমর ইবন 'আবদুল

১৫৪. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.), মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

'আযীয ছিলেন প্রথম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ, আর ইমাম শাফি'ঈ ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ।' ইমাম আহমাদ (র.)-এর এই উক্তিই প্রমাণ করে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।[১৫৫]

ইন্তিকাল

হিজরী ২০৪ সালের রজব মাসে জুমা'বারে ৫৪ বছর বয়সে তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১৫৬]

মাযহাব প্রণয়ন

ইমাম শাফি'ঈ (র.) হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে অতীব পরদর্শী ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যে কারণে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত, তা হলো ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি অর্জন। শুধু ব্যুৎপত্তি নয়, বরং যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ফিক্‌হ চর্চা করছেন পরবর্তীতে সেটিকে একটি মূলনীতি সমৃদ্ধ সুন্দর ও স্বতন্ত্র "মাযহাব" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন যা অদ্যাবধি বিশ্ববাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়ে রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) হানাফী ও মালিকী ফিকহে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই উক্ত মাযহাবদ্বয়ের দু'প্রান্তিককে তিনি গবেষণা ও পর্যালোচনা করে হাদীসের আলোকে সামঞ্জস্য বিধান করতঃ একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়ে তিনি নতুন আঙ্গিকে একটি স্বতন্ত্র ভারসাম্যপূর্ণ ফিক্‌হ শাস্ত্র তথা মাযহাব রচনা করেন।[১৫৭]

পুরাতন মাযহাব (المذهب القديم) ও নতুন মাযহাব (المذهب الجديد)

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাবগত চিন্তাধারা দু'ভাবে বিভক্ত। যথা :

১. পুরাতন মাযহাব (اَلْمَذْهَبُ الْقَدِيْم)
২. নতুন মাযহাব (اَلْمَذْهَبُ الْجَدِيْد)

পুরাতন মাযহাব

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বাগদাদে অবস্থানকালে যে ফিক্‌হ চর্চা করেছেন তা পুরাতন মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত। বাগদাদে অবস্থানকালে তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হুজ্জাত' (الحجة)-এর মধ্যে তার পুরাতন মাযহাব-এর স্পষ্ট দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। হানাফী ও মালিকী ফিক্‌হ শিক্ষা গ্রহন শেষে তিনি শার'ঈ আহকাম সম্পর্কে নতুন পথের সন্ধান পান। মালিকী মাযহাবের রক্ষণশীলতা ও হানাফী মাযহাবের যুক্তিবাদীতা তাকে আকৃষ্ট করতে না পারায় তিনি এসব মত পরিত্যাগ করে।

---

১৫৫. রঈস আহমদ জাফরী, *তার ইসলামের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৮১,৩৮৭-৩৮৮।

১৫৬. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৮৯-৩৯০।

১৫৭. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৭; শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.), পৃ. ৩৭-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫ হিজরীতে তিনি ইরাকে গিয়ে হানাফী ও মালিকী মাযহাবের সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফিক্‌হী মাযহাব প্রবর্তন করেন। ইরাকে তার মাযহাব ব্যাপক প্রসার লাভ করে। একদল 'আলিম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মক্কা গমন করেন এবং ১৯৮ হিজরীতে তৃতীয়বারের মত ইরাকে চলে যান। এখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর তিনি মিসরে চলে আসেন। তাঁর এ মাযহাব মাযহাবে কাদীম (المذهب القديم) হিসেবে।এই প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে হানাফী মাযহাবের কিছুটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পুরাতন মাযহাব প্রচার-প্রসার এবং বিখ্যাত 'আল-হুজ্জাত' (যুক্তিমালা) কিতাবকে বর্ণনা করেছেন তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আবূ সাওর (মৃত্যু-২৪০ হিজরী), আল যা'আফরানী ও আল কারাবিসী (মৃত্যু-৩২২ হিজরী)।[১৫৮]

উক্ত চার ইমামের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে পুরাতন মাযহাব বাগদাদের আশপাশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। অবশ্য পরবর্তীতে ইমাম শাফি'ঈ (র.) নিজেই পুরাতন মাযহাবের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নতুন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

মিসরী ফিক্‌হ সংকলন (নতুন মাযহাব)

ইমাম শাফি'ঈ বাগদাদ ছেড়ে মিসরে আসার পর তিনি স্বীয় মাযহাবকে মিসরবাসীর কাছে পেশ করেন। পূর্ব হতেই সেখানে মালিকী (র.) মাযহাব প্রবর্তন ছিল। তাই মিসরের মতবাদ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফি'ঈর ফিক্‌হী চিন্তা ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরাতন মাযহাব নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন এবং সে মতে কিতাবও রচনা করেন এবং লোকজনকে তা শিক্ষা দেন। জীবনের শেষ অবধি মিসরে অবস্থানকালেই এ নতুন মাযহাব প্রচার করেন। এটি মাযহাবে জাদীদ (المذهب الجديد) হিসেবে পরিচিত। মিসরে ইমাম শাফি'ঈর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারজন হলেন, ১. আল-মুযায়নি, ২. আল-বুয়ায়তি, ৩. রাবী আল-জিযী ও ৪. রাবী' ইবন সুলায়মান। তাঁরাই 'আল-উম্ম' কিতাবকে বর্ণনা করেছেন। আর এর দ্বারা নতুন মাযহাব দিকে বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

উসূলুল ফিক্‌হ (ইসলামী আইন তত্ত্ব) প্রণয়ণ

তাঁর ফিক্‌হ সংকলনের অন্যতম কৃতিত্ব হল উসূলুল ফিক্‌হ (أصول الفقه)-এর নিয়মাবলী উদ্ভাবন। তিনি আইন উদ্ভাবনের পদ্ধতি ও ইজতিহাদ করার নিয়ম পদ্ধতি সংকলন করেন। রিসালাতুন ফী আদিল্লাতিল আহকাম (رسالة فى أدلة الاحكام) তার অন্যতম গ্রন্থ। এটি "কিতাবুল উম্ম" (كتاب الام)-এর অন্যতম অধ্যায় ছিল। পরবর্তীতে তা স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উসূল বিষয়ে এটিই প্রথম কিতাব বলে প্রমাণিত।[১৫৯]

---

১৫৮. দ্র. ড. মুস্তফা আশশাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, পৃ. ৪৫৪-৪৫৮; ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ*, পৃ. ৫৪-৫৫।

১৫৯. *ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ*, পূর্বোক্ত পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাফি'ঈ মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম শাফি'ঈ (র.)– মৌলিকভাবে চারটি মূলনীতির আলোকে মাযহাব প্রণয়ন (তথা ফিক্‌হ সংকলন) করেন।[১৬০] যথা–

১. আল-কুর'আনুল কারীম (اَلْقُرانُ الْكَرِيْم)

২. আস-সুন্নাহ্ (اَلسُّنَّة)

৩. আল-ইজমা' (اِلْاِجْمَاع)

৪. আল-কিয়াস (اَلْقِيَاس)[১৬১]

---

১৬০ . উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফি'ঈ কিতাবুল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) সুন্নাতকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এ দুটি উৎসকেই তিনি প্রাথমিক ও প্রধান উৎসের মর্যাদা দেন। তবে এ দুটি উৎসের মধ্যে কিতাবুল্লাহ্‌র মর্যাদা সুন্নাত-এর চাইতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, সে ব্যাপারে তার কোন দ্বিমত ছিল না।

শাফি'ঈর মতে, কিতাবুল্লাহ্ (كتاب الله) এবং সুন্নাত (سنة) একটি অপরটিকে মানসূখ (منسوخ) করে না। أجماع-এর ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ' (র.) এটিকে বিশেষ বিশেষ স্তরে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন। যেমন–

(১) ইজমা'য়ে সাহাবী (أجماع الصحابى) ঃ এটিকেই তিনি প্রকৃত ইজমা' (أجماع) বলে আখ্যায়িত করতেন।

(২) মদীনাবাসীগণের ইজমা' (أجماع أهل المدينة) ঃ এটি কে দলীল (حجة) হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। তবে কার্যতঃ মদীনাবাসীগণের ইজমা' (أجماع اهل المدينة) যদি ইজমা'-এর আহল এর সাথে একাত্ম হয় তাহলে তাই ইজমা' (إجماع) হিসেবে গণ্য হবে।অবশ্য তিনি ইজমা' (أجماع) হিসেবে কোন বিষয়কে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ফলে অনেকে এ বলে তার সমালোচনা করেনে যে, তিনি ইজমা' (أجماع) কে অস্বীকার করতেন।

(৩) সাহাবীর মত (قَوْل الصَّحَابِى) ঃ যদি কোন বিষয়ে কোন সাহাবী-এর কোন মত পাওয়া যায় এবং এতে অন্য কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন বলে জানা না থাকে, তাহলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সাহাবীর ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায় তখন তিনি এদের কোন একজনের মতকে গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ– এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে অভিন্ন মত পোষণ করতেন। তবে এসব মতের মধ্যে কোনটি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাত-এর অধিকতর কাছাকাছি তা বিবেচনায় রাখতেন। তিনি কিয়াস কে ইজতিহাদ-এর সাথে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতেন। ইমাম শাফিঈ' ইস্তিহসানকে কোন উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি এক্ষেত্রে তদীয় শায়খ ইমাম মালিকের (র.) সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। কেননা, তিনি ইস্তিহসানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। দ্র. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬৮; শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলবী (র.), প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫-৪০, রঈস আহমদ জাফরী, চার ইমামের জীবন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৩।

১৬১ . ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মূলনীতি এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য লক্ষ্যণীয় :

وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعى، رحمه الله، فهى ما أجمله فى رسالته الأصولية (الرسالة) التى تعتبر أول كتاب أصولى جامع ألِّفَ فى الإسلام ـ

قال رحمه الله : الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعانى فما اشبه منها ظاهره أولاها به ـ وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها، وليس المنقطع بشيء ما

Dhaka University Institutional Repository

শাফি'ঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

শাফি'ঈ মাযহাবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ[১৬২] নিম্নে প্রদত্ত হলো :

عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لم وكيف؟ وانما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة ـ

فالإمام الشافعى ـ إذن ـ يرى أن القرآن والسنة سواء فى التشريع، فلا يشترط فى الحديث شرطًا غير الصحة والأتصال لأنه أصل، والأصل لا يقال له : لم وكيف؟ فلا يشترط شيرة الحديث إذا ورد فيما تعم به البلوى ـ كما اشترط ذلك الإمام أبو حنيفة ـ ولم يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة ـ كما اشترط لك مالك ـ ولكنه لم يقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، لان لها طرقاً متصلة عنده، وقد خالف فى هذا مالكاً والثورى ومعاصريه من أهل الحديث ـ الذين كانوا يحتجون بها وأنكر الاحتجاج (الاستحسان) مخالفاً فى ذالك المالكيّة والحنفيّة معاً، وكتب فى رد الاستحسان كتابه (إبطال الاستحسان) وقال قولته المشهورة : (من استحسن فقد شرع) كما رد (المصالح المرسلة) وأنكر حجيتها، وأنكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على علّة منضبطة ظاهرة، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، كما أنكر علتى الحنيفة تركهم العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة ونحوها، كما أنه لم يعتمر ـ كما لك ـ على الأخذ بأحاديث الحجازيين ـ

هذه هى أهم وأبرز أصول مذهب الإمام الشافعى إجمالاً

দ্র. ড. ত্বহা জাবির আল-আলওয়ানী, *আদাবুল-ইখতিলাফ ফীল-ইসলাম,* (أداب الاختلاف فى الاسلام) প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

১৬২ . শাফি'ঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে শাহওয়ালীয়ুল্লাহ্ দেহলভী (র.) তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.) গভীরভাবে পূর্ববর্তীদের চিন্তা ও গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা করেন। তাঁদের ইস্তেম্বাত ও ইস্তেখরাজের পদ্ধতি তিনি বিশ্লেষণ করেন। এতে কিছু বিষয়ে তাঁর মনে খটকা সৃষ্টি হয়। তাঁর রচিত অমর গ্রন্থ "কিতাবুল উম্মে'র প্রথমদিকেই এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

ক. তিনি দেখলেন, তাঁরা (মদীনা ও কুফার ফকীহ্গণ অর্থাৎ মালিকী ও হানাফীগণ) 'মুরসাল ও মুনকাতি' হাদীসও গ্রহণ করেছেন। এর ফলে তাদের বক্তব্যের মধ্যে ত্রুটি (খলল) প্রবেশ করেছে। হাদীস বর্ণনার সবগুলো পন্থা জমা করলে দেখা যায়, বহু মুরসাল হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। বহু মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে ইমাম শাফি'ঈ কতগুলো শর্ত পূর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত মুরসাল হাদীস গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। শর্তগুলো উসূলের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ রয়েছে।

খ. তিনি দেখলেন, তাঁরা ইখতিলাফপূর্ণ প্রমাণসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কোন নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করেননি, যা অনুসরণ করলে তাঁদের ইজতিহাদ সমূহ ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত (মাহফুয) হতো। সুতরাং শাফি'ঈ এ বিষয়ে মূলনীত (উসূল) ও বিধি নির্ধারণ করে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থই উসূলে ফিক্‌হের পয়লা গ্রন্থ।

গ. তিনি দেখলেন, 'উলামায়ে তাবি'ঈন, যাদের উপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব ছিলো– কোন কোন সহীহ হাদীস তাদের নিকট পৌঁছেইনি। তাই, হাদীসে রাসূল স্পষ্ট বিধান রয়েছে, এরূপ মাসায়েলও কখনো কখনো তাদের কাছে এলে হাদীস জানা না থাকার ফলে তারা সে বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন, কিংবা সাধারণ ধারণামতে ফাতওয়া দিয়েছেন অথবা কোন সাহাবীর কর্মনীতিকে অবলম্বন করে সে অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন। অতঃপর কখনো এমন হয়েছে যে, পরবর্তীতে তৃতীয় স্তরে এসে সে সংক্রান্ত হাদীস নজরে এলো। কিন্তু তারপরও ফকীহ্গণ তা গ্রহণ করেন নি এবং সে অনুযায়ী আমল করেন নি। তাদের ধারণা ছিলো, এ হাদীস তো

Dhaka University Institutional Repository

১. কুর'আন, হাদীস, ইজমা' এবং কিয়াসকে ইমাম শাফি'ঈ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

২. আঞ্চলিকতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে 'রাবী' বিশ্বস্ত হলেই তিনি তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

৩. কিয়াসকে তিনি শুধুমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দলীল মনে করতেন।

৪. তাবি'ঈগণের পরের যুগের কোন ইজমা' তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।

৫. স্পষ্ট বক্তব্যকে (ظَاهِرُ النَّصِّ) তিনি দলীল হিসেবে মনে করেন।

৬. ইস্তিহসান (اَلْإِسْتِحْسَان) তথা উত্তম মতামতকে তিনি কখনো দলীল গ্রহণ করেননি।

৭. দূর্বল হাদীস (ضَعِيْفُ حَدِيْثٍ) ব্যতীত অন্য যে কোন হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করতেন।[১৬৩]

আমাদের শহরের পূর্ববর্তী 'আলিমগণের আমল এবং মাযহাবের বিপরীত। সুতরাং এতে কোন না কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি রয়েছে, যার ফলে তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।

ঘ. শাফি'ঈর যামানায় সাহাবায়ে কিরামের (রা.) কওল সর্বাধিক সংগ্রথিত হয়। এসব বক্তব্য ছিলো ব্যাপক বিস্তৃত ও ইখতিলাফপূর্ণ। তিনি এসব কওলের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। ফলে এর একটা বিরাট অংশ তিনি সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে দেখতে পান। কারণ, এ হাদীসগুলো সকল সাহাবীর নিকট পৌঁছেনি। তিনি আরো দেখলেন, এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলে অতীতের 'আলিমগণ সাহাবীদের কওল ত্যাগ করে হাদীসের দিকে রুজু করতেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তিনিও সাহাবীদের কওল অনুসরণ করেননি। তিনি বলতেন, সাহাবীগণও মানুষ আমরাও মানুষ।

ঙ. তিনি আরো দেখলেন, একদল ফকীহ্ 'রায়' এবং 'কিয়াসকে' একাকার করে ফেলেছে। উভয়টির মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকী রাখছে না। অথচ শরীয়ত 'রায়' কে নাজায়েয এবং 'কিয়াস' কে জায়েয ও মুস্তাহসান বলে আখ্যায়িত করে। এই লোকগুলো কখনো কখনো 'রায়কে' ইস্তেহ্সান বলে থাকে। তিনি বলেন, আমি 'রায়' বলতে কোনো ত্রুটি কিংবা যুক্তির ধারণা বা সম্ভাবনাকে কোনো বিধানের ভিত্তি বা কারণ ধরে নেয়াকে বুঝাচ্ছি। আর কিয়াস বলতে বুঝাচ্ছি, কোন মানসূস বিধানের কারণ খুঁজে বের করা এবং সেই কারণের ভিত্তিতে অনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও একই বিধান স্থির করা।

কিয়াস হচ্ছে ইয়াতীমের মাল ততোক্ষন পর্যন্ত তার হাতে ফেরত (ছেড়ে) দেয়া যাবে না, যতোক্ষন না সে পুরোপুরি বুঝ-জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়।

মোটকথা, শাফেয়ী তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে যখন এই বিষয়গুলো দেখতে পেলেন, তখন তিনি ইলমে ফিক্হের প্রতি সম্পূর্ণ নতুনভাবে দৃষ্টি আরোপ করেন এবং উসূলে ফিক্হের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর সেই উসূলের ভিত্তিতে ফিক্হের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ইস্তেম্বাত করেন, গ্রন্থাবলী রচনা করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করেন। সমকালীন ফকীহ্রা তাঁর চারপাশে একত্রিত হয়ে যান। তাঁরা তাঁর চিন্তাধারা ও গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, সেগুলোর সার নির্যাস বের করেন এবং সেগুলোকে সামনে রেখে নতুন নুতন মাসায়েল ইস্তে ম্বাত করেন। অতঃপর এসব জিনিস সাথে নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবেই ফিক্হের আরেকটি স্কুল, আরেকটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করে, যা শাফেয়ীর (রা.) নামের সাথে সম্পৃক্ত।

দ্র. শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ৩৫-৪; ড. মুস্ত ফা আশ-শাকআহ; *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৫৮।

১৬৩. রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইসলামের জীবন* কথা, পৃ. ৩০২-৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ' প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ (র.) নিজেই বলেন,

إذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ وَاضْرِبُوْا بِقَوْلِيْ عَرْضَ الْحَائِطِ -

"হাদীস সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হলে সেটিই আমার মাযহাব, হাদীসের বিপরীতে আমার কথাকে তোমরা দেয়ালের গায়ে নিক্ষেপ কর।"

ফিক্হী গ্রন্থ রচনায় ইমাম শাফি'ঈর অবদান

ইমাম শাফি'ঈ (র.) কিতাব রচনা করে ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁর রচিত "কিতাবুল উম্ম" (كتاب الام) ছিল সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় ও যুক্তি-তর্কে পরিপূর্ণ। এ কিতাবের সমকক্ষ কোন কিতাব সে যুগে লিখা হয়নি। তিনি এ কিতাবে মাস'আলা বর্ণনা করার সাথে সাথে উহার ব্যাখ্যা ও যুক্তি-প্রমাণও লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের জিজ্ঞাসার জবাবও দিয়েছেন। তিনি একাধারে চার বছর দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে মোট ১১৪ খানা মহা মূল্যবান গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বকে উপহার দিতে সক্ষম হন। তন্মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

(১) রিসালাতু ফী আদিল্লাতিল আহকাম (رسالة فى ادلة الأحكام) এ গ্রন্থখানী ইসলামী দুনিয়ার উসূলে ফিকহ বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

(২) ইখতিলাফুল হাদীস (إختلاف الحديث)।

(৩) রিসালাহ কাদীম (رسالة قديم)

(৪) রিসালাহ জাদীদ (رسالة جديد)

(৫) জামি'উল 'ইল্ম (جامع العلم)

(৬) আহকামুল কুর'আন (أحكام القران)

(৭) ফাযা'ইলিল কুরাইশ (فضائل القريش)

(৮) রিসালাতলু উসূলিয়্যাহ্ (رسالة الاصولية)

(৯) ইখতিলাফুল মালিক ওয়াশ-শাফি'ঈ (إختلاف المالك والشافعى)

(১০) কিতাবুল ইমাম (كتاب الامام)

(১১) কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم)[১৬৪]

---

১৬৪. ড, তাহা জাবির আল আলওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) ও তাঁর মাযহাব

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম– আহমাদ, উপনাম– আবূ 'আবদুল্লাহ, উপাধি-আয-যুহলী আশ-শায়বানী আল-বাগদাদী। পিতার নাম- হাম্বল, দাদার নাম- হিলাল। পূর্ণ নাম– আবূ 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল ইবন হিলাল আয-যুহলী আশ-শায়বানী আল-বাগদাদী।[১৬৫] তিনি ১৬৪ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র তিন বছর পর তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি মায়ের স্নেহ-আদরে বড় হতে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। যে কোন বিষয় অতিসহজে মুখস্ত করে ফেলতেন। ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা পৌঁছেছে।[১৬৬]

শিক্ষাজীবন

ইমাম শাফি'ঈ (র.) যখন বাগদাদে আগমন করেন ইমাম আহমাদ (র.) তখন এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈর (র.) নিকট একান্ত মনোনিবেশ সহকারে লেখাপড়া করেন। ইমাম আহমাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। 'ফিক্‌হ'-এর চেয়ে হাদীসের প্রতি ইমাম আহমাদ (র.) বেশী গুরুত্ব দিতেন। তিনি অসংখ্য হাদীস মুখস্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইমাম । হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন হুশাইম ইবন বাশীর ইবন আবী খাযিম (র.)।[১৬৭]

কর্মজীবন

তিনি ছিলেন ফিক্‌হ এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ছিলেন বহুমুখী কর্মজীবনের অধিকারী। তিনি পাঁচবার পবিত্র হজব্রত পালন করেন এবং এই সফরের তিনবারই ছিল পদব্রজে। এ সুযোগে তিনি অসংখ্য মানুষকে শিক্ষাদান করেন এবং নিজেও 'আলিমগণের নিকট থেকে

---

১৬৫. ঐতিহাসিকগণ রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাঁর নসব নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করেন।

احمد بن محمد بن حنبل ابن هلال اسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله ابن أنس بن عوف بن قاسط ابن مازن بن شيبان ذهل بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن على بن بكربن وائل الذهلى الشيبانى المروزى ثم البغدادى ابو الله المزوى ـ

দ্র. ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৭; *তারীখে বাগদাদ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২; আস যাহবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮; *তাবাকাতুল হানাবিলা*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১; ড. মাহবুবুর রহমান, *ইলমুন নাক্‌দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৬৬. রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, পৃ. ৩৯৮।

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯-৪০০; *ইসলাম বিলা মাযহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪-৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষালাভ করেন। ঈমাম ইব্রাহীম হারবী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহমাদের (র.) মধ্যে অগ্রজ-অনুজ সকল 'আলিমগণের জ্ঞান একত্রিত করেছেন।' ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন ইমাম আহমাদ (র.) বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ এবং শ্রেষ্ঠ তাকওয়াবান ব্যক্তি ছিলেন'।[১৬৮]

নৈতিক ও চারিত্রিক মাধুর্য

ইমাম আহমাদ (র.) অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রুটি এবং ছাতু ব্যতীত অন্য কিছু আহার করতেন না। রাজা-বাদশাহদের উপহার তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁকে বহু অর্থ সম্পদ দেয়ার চেষ্টা করা হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। এমনকি রাজা-বাদশাহদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখতে তাদের পক্ষ থেকেও কোন বস্তু উপঢৌকন দিলে ইমাম আহমাদ (র.) তা গ্রহণ করতেন না।

আব্বাসীয় খলীফা মামুন একবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাদীস বিশারদগণের মধ্যে তিনি বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করবেন। সকল 'আলিমই স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেছিলেন, কেবল ইমাম আহমাদ (র.) তা গ্রহণ করেননি। এভাবে মধ্যে তিনি জীবন-যাপন করতেন। দুনিয়াদারদের সাথে তিনি কখনো আপোষ করেননি। তাঁর জীবন যাপনের ধরণ দেখে অনেকেই অবাক হতেন।[১৬৯] ইমাম আহমাদ (র.) আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে অতি কঠোর ছিলেন। ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক। দুনিয়ার তথাকথিত কোন রাজা-বাদশাহকে তিনি পছন্দ করতেন না।

কারাজীবন

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) জীবনে বহু কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা মামুন, মু'তাসিম এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগে তিনি চরম নির্যাতনের শিকার হন। এ সময়ে মু'তাযিলা সম্প্রদায় খলিফাদের ছত্রছায়ায় ছিলো। তারা মনে করতো যে, পবিত্র কুর'আন হলো 'মাখলুক' বা সৃষ্টি। কুর'আনকে সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তাদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়, বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু, তিনি জীবন বাজি রেখে একথা স্বীকার করতে রাজি হননি।[১৭০] কেননা, জীবন বাজি রাখা যায় কিন্তু মহান আল্লাহর পবিত্র কুর'আনকে অসম্মান করা যায় না। খলীফা মু'তাসিমের যুগে তিনি দীর্ঘ ৩০ মাস কারাগারে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। কারাগারে তাঁর উপর নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়।

---

১৬৮. خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا افقه من ابن حنبل ـ

১৬৯. রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, পৃ. ৪০৩-৪০৮।

১৭০. আলী ইবন মাদীনী বলেন : إن الله ايد هذا الدين بابى بكر الصدقي يوم الردة وباحمد بن يوم المحنة ـ

দ্র. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আঘাতে আঘাতে যন্ত্রণায় তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে পড়ত। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি পবিত্র কুর'আনকে 'সৃষ্টি' (মাখলূক) বলে স্বীকার করেননি। এ চরম নির্যাতন ভোগ করেও ইমাম আহমাদ (র.) ভ্রান্ত বিশ্বাসী তথা বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। সাহসী সৈনিকের মতো সকল বিপদ মোকাবেলা করে গিয়েছেন। অবশেষে খলীফা মু'তাসিমের মৃত্যুর পর খলীফা মুতাওিয়াক্কিল তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার মহান কালাম কুরআন মাজীদ-এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন।[১৭১]

ইন্তিকাল

হিজরী ২৪১ সালের ১২ রবি'উল আউয়াল শুক্রবার সকালে বাগদাদে ইমাম আহমাদ (র.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে বাগদাদে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। তাঁর ইন্তিকালের খবর জানার পর অসংখ্য মানুষ ইমামের বাড়ীতে জমায়েত হতে থাকে। যখন তাঁর কফিন কবরস্থানের দিকে নেয়া হচ্ছিল তখন লাখ–লাখ নারী-পুরুষ পিছনে-পিছনে কালামায়ে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে চলছিলো। ইমাম বায়হাকী বলেন, 'ইমাম আহমাদের জানাযায় লক্ষাধিক মানুষ হাজির হয়েছিল।'[১৭২]

---

১৭১. *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ৪১৮-৪২২; ৪৩৩-৪৩৮; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬; ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, পৃ. ৪৭২-৪৮১; তাঁর প্রশংসায় ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন :

سمعت العباس بن عبد العظيم العنبرى يقول : رأيت ثلاثة جعلتهم حجة فيما بينى وبين الله تعالى أحمد بن حنبل، وزيد بن المبارك الصنعا وصدقة بن الفضل ـ

দ্র. *তাহযীবুল কালাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮, ড, মুহাবুবুর রহমান, *ইলমুন নাক্দ ও ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬ উদ্ধৃত।

ইমাম ইবনুল মাদানী (র.) বলেন, ليس فى أصحابنا أحفظ منه ـ

ইমাম আবূ জা'ফর আন নাফীলী (র.) বলেন, كان أحمد من اعلام الدين ـ

দ্র. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; ড. মাহবুবুর রহমান, *ইলমুল নাক্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬তে উদ্ধৃত।

১৭২. ইন্তিকালের প্রাক্কালে তিনি দু'জন পুত্র সন্তান রেখে যান, একজন হচ্ছেন– সালিহ (২০০৩-২৬৬ হিজরী)। তিনি ছিলেন ইস্পাহানের কাযী, অপরজন হচ্ছেন– আব্দুল্লাহ (২১৩-২৯০ হিজরী), এ নামানুসারেই ইমাম আহমাদের কুনিয়্যাত ছিল আবু আব্দুল্লাহ। রাঈস আহমদ জাফরী, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৩০-৪৩২; ইসলাম বিলা মাযাহিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭; শামসুদ্দীন আয যাহাবী, তাযকিয়াতুল' হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাব প্রনয়ণ

অন্যান্য ইমামগণের মতো ইমাম আহমাদ ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর বিশেষভাবে কোন কিতাব রচনা করেননি। বরং তাঁর কথা, কাজ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সমন্বয়ে মাযহাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (র.) হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম হলো আল-মুসনাদ (المسند)। এ কিতাবের মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশী হাদীস রয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাযহাব রচনার ক্ষেত্রে সংকলিত হাদীসের উপর বেশী নির্ভর শীল ছিলেন।[১৭৩]

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম আহমাদ (র.) ইমাম শাফি'ঈর (র.) নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন। তাই তাঁর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ শাফি'ঈ মাযহাবের সাথে সংগতিশীল।[১৭৪] নিম্নে তাঁর মাযহাবের মূলনীতি সমূহ তুলে ধরা হলো :

১. আল-কুর'আনুল কারীম (اَلْقُرانُ الْكَرِيْم)

২. আস-সুন্নাহ্ (السُّنَّة)

৩. সাহাবা কিরামের কথা (قَوْلُ الصَّحَابِى)

৪. আল-ইজমা' (اَلْاِجْمَاع)

---

১৭৩. ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪-৪৮৬; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৫৬।

১৭৪ . ইমাম আহমাদ (র.) ফিকীহ মূলনীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষীণীয় :

واما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقواعد مذهبه شديدة القرب من قواعد مذهب الإمام الشافعى ـ التى تقدم ذكرها ـ فهو يأخذ :

أولاً : بالنصوص من القرآن والسنة، فإذا وجدها لم يلتفت إلى سواها، ولا يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئًا من عمل أهل المدينة أو الرأى أو القياس، أو قول الصحابى، أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف.

ثانيًا : فإن لم يجد فى المسألة نصًا انتقل إلى فتوى الصحابة، فإذا وجد قولاً لصحابى لا يعلم له مخالفًا من الصحابة لم يعده إلى غيره، ولم يقدم عليه عملاً ولا رأيًا ولا قياسًا ـ

رابعًا : يأخذ بالحديث المرسل والضعيف ضعفًا منجبرًا إذا لم يجد فى الباب غيره، ولا أثرًا يدفعه أو قول صحابى أو إجماعًا يخالفه، ويقدمه على القياس ـ

خامسًا : القياس عنده دليل ضرورة يلجا إليها حين لا يجد واحداً يأخذ بسد الذرائع ـ

দ্র. ড. ত্বহা জাবির আল-আলওয়ানী, *আদাবুল-ইখতিলাফ ফীল-ইসলাম*, পৃ. ৯৬-৯৭; ড. মুস্তফা আশ শাক'আহ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২-৪৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আল-কিয়াস (اَلْقِيَاس)

৬. আল-ইস্তিসহাব (اَلْاِسْتِصْحَاب)

৭. আল-মাসালিহ্ আল মুরসালাহ্ (اَلْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَة)

৮. সাদ্দুয যারা'ঈ (سَدُّ الذَّرَائِع)[১৭৫]

বিভিন্ন কারণে আরব উপদ্বীপ ব্যতীত পূর্ববর্তী শতাব্দী সমূহে হাম্বলী মাযহাব অন্যান্য মাযহাব সমূহের মত প্রসার ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।[১৭৬]

---

১৭৫. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.)

কোন বিষয়ে কোন নাস তথা আল কিতাব অথবা আস সুন্নাহ এর কোন বর্ণনা পেলে প্রাপ্ত হলে সে বিষয়ে অন্য কোন কিছুকে অগ্রাধিকার দিতেন না। তাই সাহাবীগণের ফতওয়ার সাথে কোন হাদীস এর বিরোধ দেখা দিলে তিনি হাদীসকেই গ্রহণ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- কোন গর্ভবর্তী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার জন্য সন্তান প্রসবকে ইদ্দত হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। কেননা, এ বিষয়ে হাদীস হয়েছে। পক্ষান্তরে, ইবন 'আব্বাসের ফাতওয়া হচ্ছে ৪ মাস দশ দিন ও প্রসবকাল এ দুয়ের মধ্যে যা দীর্ঘতম তাই পালন করতে হবে।

যদি কোন বিষয়ে কোন সাহাবীর ফাতওয়া থাকে এবং তার বিপরীত অন্য সাহাবীর কোন মতের সন্ধান পাওয়া না গেলে তিনি সাহাবীর ফাওয়া গ্রহণ করতেন।

কোন বিষয়ে সাহাবা কিরামের মধ্যে একাধিক মত থাকলে সেগুলোর মধ্যে যেটি কুর'আন ও সুন্নাহর সাথে অধিকতর নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে উক্ত মতটি গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে যদি এর নিকটবর্তী মত জানা না যাবে সেক্ষেত্রে তাওয়াক্কুফ (নিরবতা পালন) করবেন।

কোন বিষয়ে যদি কোন মুরসাল (مرسل) অথবা দূর্বল (ضعيف) হাদীস পাওয়া যায় তা হলে সেক্ষেত্রে তিনি ওটিকে قياس এর চাইতে অধিকতর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি যদি কোন তাবি'ঈর ফতওয়া বা (عمل) পাওয় যায় তা হলেও হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন।

তিনি গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ উপরোল্লিখিত চারটির কোন একটি উৎস খুঁজে পান ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিয়াস (قياس)।

১৭৬. হাম্বলী মাযহাব সর্বশেষ হওয়াতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন শহরের জনগণ অন্য তিনটি মাযহাবের কোন না কোনটির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। উদাহরণতঃ ইরাকের জনগণ হানাফী মাযহাব, মিসরের জনগণ শাফি'ঈ মাযহাব ও মালিকী, মরক্কো ও স্পেনের জনগণ মালিকী মাযহাব অনুস্বরণ করেন।

হাম্বলী মাযহাবের অনেক বড় বড় 'আলিম ও ফকীহ্ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কাজীর পদে কেউ অধিষ্ঠিত ছিলেন না। হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ ইবনুল আয়ান (র.) ইরাকের, এতদ্ভিন্ন স্পেনের শাসকগণ মালিকী মাযহাবের প্রবক্তা ছিলেন।

হাম্বলী মতাবলম্বীগণ তাদের মতাদর্শে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ফলে সাধারণ জনগণ ধীরে ধীরে তাদেরকে বর্জন করা শুরু করে দেয়।

আরব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় হাম্বলি মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের ছাত্রগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসব ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইমাম আহমাদের বড় ছেলে সালিহ্ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু ২৬৬ হি.)।

২. ইমাম আহমাদের অন্য এক ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু-২৯০ হি.)।

৩. আবূ বকর আহমদ ইবন মুহাম্মদ, যিনি 'আসলাম' নামে পরিচিত (মৃত্যু ২৭৩ হি.)।

৪. 'আবদুল মালিক ইবন 'আবদুল হামিদ (মৃত্যু-২৭৪ হি.)।

৫. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যু-২৭৪ হি.)।

Dhaka University Institutional Repository

হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ

হাম্বলি মাযহাবের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. আল-কুর'আনের সরাসরি ও স্পষ্ট অর্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান।

২. বিশুদ্ধ হাদীসের উপর অধিক নির্ভরশীলতা।

৩. 'মুরসাল হাদীস' (حديث مرسل) এবং 'হাসান হাদীস'(حديث حسن) দ্বারা দলীল গ্রহণ।

৪. দূর্বল (ضَعِيْف) হাদীসকে কিয়াস (قِيَاس)-এর উপর প্রাধান্য দান।

৫. মাওকূফ (مَوْقُوْف) হাদীসকে মারফূ' (مَرْفُوْع) হাদীসের ন্যায় দলীল হিসেবে গণ্য করা।

৬. মদীনাবাসীদের কার্যাবলীকে (عمل أهل المدينة) দলীল হিসেবে গণ্য রূপ।

৭. 'মুনকার' হাদীস দ্বারা দলীল হিসেবে গ্রহণ না করা।

৮. যুক্তি-তর্কের প্রাধান্য না দেয়া।

---

৬. হারব ইবন ঈসমাইল আল হানসালী (মৃত্যু-২৮০ হি.)।

৭. ইব্রাহিম ইবন ইসহাক আল হারবী (মৃত্যু-২৮৫ হি.)।

৮. 'আবূ বকর আল-খাল্লাল' যিনি সমস্ত হাম্বলী ফিক্‌হকে একত্রিত করেছেন। তাই তাঁকে 'হাম্বলি ফিক্‌হের জমাকারী' বলা হয়।

দ্র. ড. মুস্তফা আশ শাক'আ, *ইসলাম বিলা মাযাহিব*, পৃ. ৪৮১-৪৮৫; রঈস আহমাদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০-৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস (مأخذ علم الفقه)

আল-কুর'আন (القرآن)

আস্-সুন্নাহ (السنة) বা আল-হাদীস (الحديث)

আল-ইজমা' (الإجماع)

আল-কিয়াস (القياس)

আল-ইস্তিহসান (الاستحسان)

আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة)

আল-ইস্তিদলাল (ألإستد لال)

আল-ইস্তিসহাব (الاستصحاب)

পূর্ববর্তী শারী'আত (شرائع من قبلنا)

তা'আমুলুন্-নাস (تعامل الناس)

স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত

'উরফ ও 'আদাত (عرف عادة)

দেশজ-'আইন

সাদ্দুয-যারা'ঈ (سد الذارئع)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস (مأخذ علم الفقه)

ইসলামী শারী'আহর মূল উৎস[১] হচ্ছে ওহী (وحى) [২] আল্-কুর্আন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ইসলামী জীবন বিধান-এর মূল উৎস গ্রন্থ। আর হাদীস হচ্ছে

---

১. 'উৎস' বলতে বুঝায় এমন উপায়-উপকরণ যা থেকে আইন সংগ্রহ অথবা এমন সব স্থানকে বোঝান হয় যেখান থেকে দলীল-প্রমাণ সহকারে আইন লাভ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় শারী'আতের বিভিন্ন রচনার ক্ষেত্রে যেসব ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয় এবং যেগুলোর আলোকে বিধান প্রণয়ন করা হয় সেগুলোকে ইসলামী আইন বা ফিক্‌হ-এর মূল উৎস বলে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শারী'আহ এর উৎস (مصادر الشرعية) এ আরো দুটি সমার্থবোধক পরিভাষার রয়েছে। আর তা হচ্ছে দলিল (ادلة الاحكام) এবং উসূল (اصول الاحكام)। দ্র.মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, অনুবাদ- আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৪) পৃ. ৪৯।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

ما يستدل بالنظر الصحيح الذى يلزم من العلم به العلم بشئ أخر على حكم شرعى عمل على سبيل القطع والظن والسمعى منه مايتوقف على السمع بعنى على الكتاب والسنة والاجماع وادلة الاحكام وأصول الاحكام والمصادر التشريعية للاحاكام الفاظ مترادفة معناها واحد ـ

দ্র. ড. মাহবুবুর রহমান, বলেন, আত-তাশরী'উল ইসলামী ওয়া উকূবাতুল মুজরিমীন (রাজশাহী আল মাকতাবুল শাফিয়া, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে) পৃ. ৩১-৩২; 'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ; ২০ আত তা'রীফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২. মৌলিকভাবে ওহী শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে। যথা- ১. গোপনীয়তা (الخفاء) ২. দ্রুততা (السرعة)।

অভিধানবিদগণ ওহীর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ ব্যক্ত করেছেন :

الاعلام الخفى السريع الخاص بمن يوجة اليه بحيث يخفى على غيره ـ

'ওহী এমন গোপন ও দ্রুত সংবাদ যা কেবল ঐ ব্যক্তিই জানেন যার নিকট তার প্রেরণ করা হয়েছে অন্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যথা :

১. মানুষের অন্তরে স্বভাবগত ইলহাম (الالهام الفطرى الانسان)

২. কোন প্রাণীর অন্তর্মূলে গচ্ছিত ইলহাম (الالهام الغريزى للحيوان)

৩. অতি দ্রুত কোন ইঙ্গিত করা (الاشارة السريعة على سبيل الرمز)

৪. মানুষের অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রনা প্রদান এবং নিকৃষ্ট বস্তুকে সুসজ্জিত করে প্রদর্শন করানো।

৫. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ।

ইমাম রাগিব ইস্পাহনী বলেন :

اصل الوحى الاشارة السريعة وذالك يكون باالكلام على سبيل الرمز والتعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وباشار بعض الجوارح ـ

শারী'আতের পরিভাষায় ওহী হলো :

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) কর্তৃক আল কুর'আনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ যা স্বয়ং নবী করীম (সা.) তাঁর কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ও অনুমোদন দ্বারা উপস্থাপন করে গিয়েছেন।[৩]

ইমাম গাযালীসহ কতিপয় উসূলবিদ 'ফিক্‌হ'-এর উৎস তিনটি উল্লেখ করেছেন যা ওহী ভিত্তিক, যুক্তি ভিত্তিক[৪] এবং অভিজ্ঞতা, প্রথা ও জনস্বার্থ ভিত্তিক হিসেবে গণ্য করা যায়।[৫]

كلام الله تعالى المنزل على نبى من انبيا ئه عليهم السلام ـ

"–আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা তাঁর নবীগণের মধ্যে থেকে কোন নবীর উপায় নাযিল করা হয়েছে।

দ্র. মান্না' *আল কাত্তান মাবাহিস ফী উসূলিল-কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৯; রাগিব ইস্পাহানী, আল মুফরাদাত, পৃ. ৫৬৩; 'আল্লামা কাযমানী, *শারহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'আওনুল-বারী (রাজশাহী : আল মাকতাবাতুন শাফিয়া, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

৩. মুহাম্মদ ইবনুল আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৫; মূলতঃ শরী'আতের উৎস সম্পর্কিত 'আল্লামা শাতিবী (র)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

الادلة الشرعية ضربان احدهما ما يرجع الى النقل المحض والثانى ما يرجع الى الرأى المحض فاما الضرب الاول فالكتاب والسنة واما الثانى فالقياس والاستدلال ان الادلة الشرعية فى اصلها محصورة فى الضرب الاول لانا لم نثبت الضرب الثانى بالنقل وانما اثبتناه بالاول اذ منه قامت ادلة صحة الاعتماد عليه

"শরী'আতের দলীলসমূহ (উৎস) মূলতঃ দুই প্রকার। এক. যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র নকল (نقل) -এর সাথে। দুই. যাদের সম্পর্ক কেবল রায় (الرأى) -এর সাথে। প্রথম প্রকার (نقل) দলীলের ভিত্তি হচ্ছে কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌ এবং দ্বিতীয় প্রকার (الرأى) দলীলের ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস ও ইস্‌তিদলাল মূলতঃ কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ থেকেই উৎসারিত। কিয়াস ও ইস্‌তিদলাল কেবল বুদ্ধির সাহায্যে দলীলরূপে প্রমাণিত হয়নি, বরং কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী আইনে বুনিয়াদী ও কেন্দ্রীয় মর্যদার অধিকারী হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌, বুদ্ধিতার অনুসারী মাত্র। অন্যদিকে মানব রচিত আইন অধিকতর বুদ্ধিনির্ভর। ধর্মের নাম যদি এবং যতটুকু নেয়া হয়, তা রাজনৈতিক কারণে নেয়া হয়।

৪. ওহী দুই প্রকার। প্রথমতঃ যে ওহীর ভাব ও ভাষা সব কিছুই আল্লাহর তরফ হতে এসেছে তা হচ্ছে وَحِىْ مَتْلُوْا (পঠিত অহী) অর্থাৎ কুর'আন। দ্বিতীয়তঃ আর যার ভাব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং রাসূল (স.) তার নিজের ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন তাহলো وَحِىْ غَيْرُ مَتْلُوا (অপঠিত অহী) অর্থাৎ হাদীস। ইসলামী আইনের চিরন্তন নির্ভুল ও মৌল উৎস হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌। এ দুটি উৎস স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত। এ দুটির যে কোন একটি থেকে ইসলামী আইন লাভ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী বলেন,

لعل ماقله الامام الغزالى وغيره من الاصوليين يتبح لنا ان نقول بان طرق الفقه ثلاثة :

(১) الوحى : بشقيه المتلو المعجز, والكتاب, وغيره وهو السنة .

(২) العقل : لتفسير النصوص, والبحث فى سبل تطبيقها وبا الجزئيات بالكيات, واستنباط العلل لما لم يعلل, والكم فيما لم ينص الشارع على حكمه, ونحو ذالك مما يمكن تحد يده و تفصيله ـ

(৩) التجارب والاعراف والمصالح ـ

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে ফিক্‌হ এর উৎস হিসেবে গণ্য করা যায়।[৬] যথা–

১. আল্‌-কুর্‌আন (القران)

২. রাসূলুল্লাহ্‌র (র)-এর সুন্নাহ্‌ তথা হাদীস (سنة الرسول (ص)

৩. আল ইজমা' (الاجماع)

৪. আল কিয়াস (القياس)

৫. আল ইস্‌তিহ্‌সান (الاستحسان)

৬. আল ইস্‌তিদ্‌লাল (الاستدلال)

৭. আল মাসালিহ আলমুর সালাহ (المصالح المرسلة)

৮. সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের عادة রায় (الراى)

৯. তা'আমুল (التعامل)

১০. 'উরফ, ও 'আদাত (عرف رسم رواج)

১১. পূর্ববর্তীদের শরী'আত (شراع من قبلنا)

দ্র. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী* (اصول الفقو الاسلام) রিয়াদ : আদ-দারুল 'আলামিয়্যাহ লিল কতাবিল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে/১৪১৬ হিজরী) পৃ. ৭৮।

৫. শরীয়াত প্রবর্তনকারী মূল উৎস ব্যতিত আর যে যে জিনিসকে 'দলীল' ও সত্যপথ প্রদর্শকরূপে গণ্য করেছেন এবং মুজ্‌তাহিদগণও যার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান জানতে পারেন, তা-ই হচ্ছে কুর্‌'আন ও সুন্নাহ্‌র পরে ইসলামী শরীয়াতের আনুসঙ্গিক উৎস।

প্রথম ভাগে রয়েছে পূর্ববর্তী লোকদের কাজ থেকে পাওয়া আনুসঙ্গিক উৎস। তাতে রয়েছে আগের কালের শরীয়াত প্রসঙ্গ। অর্থাৎ আগের কালের শরীয়াতের সাথে আমাদের যতটা সম্পর্ক রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ইজমা যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে কিংবা কোন সাহাবীর কথা বা উক্তি কিংবা মত অথবা আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে যেসব নিয়ম প্রথা প্রচলিত, সুস্থ-স্বচ্ছন্দ আদত-অভ্যাস যা শরীয়াতের কোন অকাট্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বিপরীত নয় কোন ইজমা'র ইত্যাদি বিষয়।

আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে বিবেক-বুদ্ধিসম্মত উৎস বা সূত্র সম্পর্কে। এতে রয়েছে কিয়াস, ইস্তিহ্‌সান, আল-মাসালিহ্‌, আয্‌ যারায়ে ও আল-ইস্তিসহাব। আর শেষের ভাগে রয়েছে ইজ্‌তিহাদ।

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, পৃ. ১২০।

৬. এ প্রসঙ্গে ড. তাহা জাবির বলেন : সকল প্রকার উসূল যেগুলো সম্পর্কে গবেষকগণের মধ্যে মতৈক্য আছে এবং যেগুলো সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এ উভয় প্রকার উসূলকে নিম্নোক্ত শিরোনামে ইবন্যস্ত করা যায় :

কুর্‌'আন, সুন্নাহ্‌, ইজমা, কিয়াস যে সকল বিষয় মূলতঃ উপকারী সেগুলোর অনুমোদন এবং যে সকল বিষয় মূলতঃ ক্ষতিকার সেগুলো নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ধারণা, আল-ইসতিসহাব এবং আল-ইসতিহ্‌সান। এছাড়াও রয়েছে সাহাবীগণের ফাতওয়া (قول الصحابى) যা তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাঁদের মধ্যে কেউ সে বিষয়ে আপত্তি করেননি, সব সময়ে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর বিকল্প গ্রহণ করার নীতি, তুলনা করার জন্য স্বল্পসংখ্যক প্রাপ্তব্য নমুনার ভিত্তিতে গবেষণা করা, সর্বসাধারনের স্বার্থ (المصالح المرسلة) এবং প্রথাসমূহ (العرف) যেগুলো সম্পর্কে ইসলামে কোন আদেশ-নিষেধ নেই, যে বিষয়ে আইন সম্পর্কিত কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যে বিষয়ে কোন আইন নাই এরূপ উপসংহারে আসা, ইসলাম-পূর্ব অন্যান্য জাতিসমূহের আইন এবং সেগুলোর যৌক্তিকতা প্রদর্শনের পথরুদ্ধ করা (اسد الزرائع) ইত্যাদি।

দ্র. *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

১২. দেশজ আইন।[৭]

নিম্নে আমরা উল্লেখিত উৎসমূহের আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

আল-কুর'আন (القران)

ইসলামী আইনের মূল এবং নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ (القران)।[৮] আল কুর'আনের ভাষায় আল কুরআনের পরিচয় হচ্ছে :

---

৭. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-১৬; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, অনুবাদ আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৪) পৃ. ৪৯-৫০।

মুসলমানদের সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের ফলে ইসলামী ফিক্বহ কোন কোন ক্ষেত্রে রোমান, তালমূদী ও সাসানী আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়, একথা অনস্বীকার্য। এই সব অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা মুসলিম শাসকগণ যথাসম্ভব বহাল রাখেন এবং প্রয়োজনে একে আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আদলে ইসলামীকরণ (Islamisation) করেন। প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহারিক ও সমাজ জীবনে প্রচলিত যে সব নিয়ম ও প্রথা আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী নয়, সেগুলো ইসলামী আইনের অন্তর্ভূক্ত হয়। খায়বার বিজয়ের পর মহানবী (সা.) উক্ত অঞ্চলের অধিকৃত চাষাবাদযোগ্য ভূমি উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক রাজস্ব আদায়ের শর্তে খায়বারবাসীদের মাঝে বন্টন করেন। উক্ত অঞ্চলে এ নিয়ম পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। মহানবী (সা.) এতে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন না করে তা বহাল রাখেন। এ ব্যবস্থার নাম মুখাবারাহ (المخابرة) -তথা খায়বার অঞ্চলে প্রচলিত ভূমিনীতি) হওয়াটাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানগণ বিজিত অঞ্চলে প্রচলিত অনুশাসন ও নীতিমালা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়নি, কিংবা তাতে আমূল পরিবর্তনও সাধন করেনি, বরং সেগুলাকে যথাসম্ভব ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস পায়। বিজিত অঞ্চলের যেসব বিষয় ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না সেগুলো যথাযথভাবে বহাল রাখে। ঐতিহাসিক বালাযুরী (মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রী.) ইমাম আবূ ইউসূফ হতে বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন : যদি কোন অঞ্চলে কোন প্রাচীন অনারব রীতি প্রচলিত থাকে যাতে ইসলাম কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করেনি কিংবা তা বিলুপ্তও করেনি, আর সে অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী সে অনুযায়ী আমল করার কষ্টসাধ্য হচ্ছে বিধায় তা পরিবর্তনের জন্য শাসকের নিকট আবেদন জানায়, তবুও মুসলিম শাসক তা পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন না।

৮. **আল্-কুর্'আন** (القرآن) : আল্-কুর্'আন আল্লাহ্‌র কালাম, মুসলিমগণের পবিত্র গ্রন্থ। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর অবতীর্ণ ওয়াহ্‌য়ি (প্রত্যাদেশ) সমূহ ইহাতে সুনির্দিষ্টাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কুর্'আন শব্দের উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কেহ ইহার উচ্চারণ করেন 'কুরান' (হামযাবিহনীভাবে) এবং মনে করেন যে, ইহা তাওরাত ও ইন্‌জীল শব্দের ন্যায় একটি নামবাচক বিশেষ্য, 'কারানা' (এক সঙ্গে মিলিত করা) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। অন্যেরা যথার্থভাবেই ইহাকে 'কুর্'আন' (হামযাসহ) শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী কারাআ (পাঠ করা) ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ৭৫ : ১৭, ১৮ আয়াতে ইহা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুর্'আনের যেখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেইখানেই ইহার যথার্থ বিশেষ্য বা বিশেষ অর্থ পাওয়া যাইবে। কারাআ ক্রিয়াপদ কুর্'আনে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৭ : ৯৩ আয়াতে ইহার অর্থ পাঠ করা; কিন্তু ইহার বহুল প্রচারিত অর্থ হইল– 'আবৃত্তি করা, (তিলাওয়াত) –যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, ৭৫ ঃ ১৬, ১৭; "তোমার জিহ্বা অতি দ্রুত সঞ্চালন করিও না; ইহার সংরক্ষণ এবং আবৃত্তি করানোর দায়িত্ব আমারই।' এই শব্দ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) –এর আবৃত্তি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্‌য়ি আবৃত্তি করেন (৭ : ২০৪; ১৬ : ৯৮; ১৭ : ৪৫; ৮৪ : ২১; ৮৭ : ৬) এবং মু'মিনদিগের আবৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা সালাতে ওয়াহ্‌য়ি আবৃত্তি করেন (৭ : ২০৪; ১৬ : ৯৮; ১৭ : ৪৫; ৮৪ : ২১; ৮৭ : ৬) এবং মু'মিনদিগের আবৃত্তি করেন (৭৩ : ২০)। এইরূপে আমরা বুঝিতে পরি যে, কুর্'আন শব্দের অর্থ আবৃত্তি করা' অর্থাৎ যাহা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আবৃত্তি করিয়াছেন (উহার আবৃত্তি অনুসরণ কর' ৭৫ : ১৮; 'আমি তোমা দ্বারা আবৃত্তি করাইব। ফলে তুমি উহা ভুলিবে না', ৮৭ : ৬) এবং মানুষের সমক্ষে তাহা আবৃত্তি করিয়াছেন।

Dhaka University Institutional Repository

وانه لتنزيل رب العالمين ـ نزل به الروح الامين ـ على قلبك لتكون من المنذرين ـ بلسان عربى مبين ـ[৯]

"–এবং নিশ্চয় এটি (কুরআন) বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিশ্বস্থ আত্মা আপনার অন্তরে বহন করে এনেছে যে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এটি সুস্পষ্ট 'আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।

তাফসীর শাস্ত্রবিদগণের মতে আল কুরআনের পরিচয় হচ্ছে–

هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين, بواسطة الامين جبريل عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول إلينا بالتراتر, المتعبد بتلاوته, المبدؤ بسورة الفاتحة, والمختتم بسورة الناس۔[১০]

এ গ্রন্থখানি যেভাবে রাসুলের প্রতি নাযিল হয়েছিল, ঠিক সেভাবে এখন পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর নিকট বর্তমান রয়েছে। দলীল বা প্রমাণ হিসাবে এ গ্রন্থ অকাট্য। এ গ্রন্থের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্য পালনীয়।

মোল্লা জীওয়ান (র.) কুর'আনের সংজ্ঞায় বলেন,

اما الكتاب فاالقران المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول عنه ونقلا متواترا بلا شبهة ـ[১১]

"কিতাব বলতে এমন কুর'আনকে বুঝায়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাযাফ সমূহে লিপিব্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট থেকে মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) পর্যায়ে সন্দিহাতীতভাবে বর্ণান করা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণের বক্তব্য দ্বারা আল কুরআনের পরিষয় নিম্নরূপ :

القران هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالالفاظ العربية لتنفيذه البشرية بواسطية الروح الامين جبريل عليه السلام والمكتوب فى المصاحف والمنقول الينا نقلا بالتواتر والمتعبد بتلاوته بلاشبهة وما فى ذالك ريب والذى محفوظ ـ

কুর'আনের আইন-বিধান (احكام) এর উপস্থাপন পদ্ধতি বিচিত্রময়। কোথাও তা আদেশ সূচক শব্দে (أوامر) উদ্ধৃত হয়েছে, কোথাও হয়েছে নিষেধ সূচক শব্দে (نواهى), কোথাও

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ সাল), পৃ. ৩৩০।

৯. *আল কুরআন* সূরা- আশ শুরা, আয়াত, ১৯২-১৯৫।

১০. ড. সুবহে সালিহ, *মাবাহিস ফী উসূলিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ, ২১; আত্-তিবয়ান ফী উসূলিল কুর'আন, প্রাগুক্ত, পৃ-৮; মানাহিলুল 'ইরফান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; ড. মাহবুর রহমান, *আত্ তাশরীউল ইসলামী ওয়া উক্যাতুল মুজরিমীন* (রাজশাহী : আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া, প্রকাশকাল, মার্চ-২০০২ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ.৪২; ড. মুহাম্মদ শফিকুলল্লাহ, *উসূলুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, (রাজশাহী : আলমাকতাবুশ শাফিয়া, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ)পৃ.২।

১১. মোল্লা জীওয়ান, *নূরুল আনওয়ার*, (দিল্লি সা'ঈদ এণ্ড কোম্পানী), পৃ. ৩০; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক হিসেবে, আবার কোথাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সূচক। আবার কোথাও উৎসাহব্যঞ্জক (وعد), কোথাও আবার নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক (وعيد)। কোন কোন কাজকে উত্তম (معروف) বলে উপস্থাপিত হয়েছে, আবার কখনো কখনো কোন কাজকে মন্দ (منكر) বলে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।[১২]

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ [১৩]

"–আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে।"

আল কুর'আনে অন্যত্র বলা হয়েছে,

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ [১৪]

---

১২. এ সম্পর্কে বিশিষ্ট আইন তত্ত্ববিদ মোহাম্মাদ হাশিম কামালী বলেন,

Being the verbal noun of the root word qara'a (to read), 'Qur'an' literally means 'reading' or 'recitation', It may be defined as 'the book containing the speech of God revealed to the Prophet Muhammad in Arabic and transmitted to us by continuous testimony, or tawatur'. It is a proof of the prophecy of Muhammad, the most authoritative guide for Muslims, and the first source of the Shari'ah. The ulema are unanimous on this and some even say that it is the only source and that all other sources are explanatory to the Qur'an. The revelation of the Qur'an began with the sura al-'Alaq (96 :1) starting with the words 'Read in the name of your Lord' and ending with the ayah in sura al-Ma'idah (5 : 3) : 'Today I have perfected your religion for you and completed my favour toward you, and chosen Islam as your religion. Learning and religious guidance, being the first and last themes of the Qur'anic revelation, are thus the favour of God upon mankind.

There are 114 suras and 6235 ayat of unequal length in the Qur'an. The shortest of the suras consist of four and the longest of 286 ayat. Each chapter has a separate title. The longest suras appear first and the suras become shorter as the text proceeds. Both the order of the ayat within each sura, and the sequence of the suras, were re-arranged and finally determined by the Prophet in the year of his demise. According to this arrangement, the Qur'an begins with sura al-Fatihah and ends with sura al-Nas.

Cf: Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence* (UK: The Islamic texts society prevised adition, 5 Green Street, Cambridge, 1991) P- 14.

১৩. *আল্-কুর্আন*, সূরা– আন্-নাহ্ল, ১৬ : ৮৯।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লাম শাতিবী (র.) বলেন,

اَلْقُران عَلى إختصاره جامع ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات ـ

"কুর'আন মজীদ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক (جامع) কিতাব। আর এ ব্যাপকতা বা পূর্ণাঙ্গতা তখনই সম্ভব, যখন তার মধ্যে থাকে কেবল মৌলিক বিষয়ের সমাহার।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস, অনুবাদ-আব্দুল মান্নান তালিব, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, ২০০৪), পৃ. ৫২।

১৪. *আল্-কুর্আন*, সূরা, আন্‌আম, ৬ : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

"–আমি কুর'আনের মধ্যে কোন কিছুই ছেড়ে দেইনি। অর্থাৎ– এর মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে।"

ফিক্হী বিধানের সাথে সম্পর্কিত আল্-কুরআনের আয়াতসমূহ

আল্-কুরআনের যেসব আয়াতের সাথে ফিক্হী বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, তাঁর সংখ্যা পাঁচশত। উক্ত আয়াতসমূহ থেকে মাস'আলা ও বিধান উদ্ভাবনের জন্য একজন ফকীহ্ বা মুজ্তাহিদের জন্য মৌলিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা একান্ত জরুরী। যথা :

১. নাসিখ (ناسخ) ও মানসুখ (منسوخ)।
২. মুজমাল (مجمل) ও মুফাসসার (مفسر)।
৩. 'আম (عام) এবং খাস (خاص)।
৪. মুহ্কাম (محكم) ও মুতাশাবিহ (متشابه)।
৫. শার'ঈ আহকাম (أحكام الشريعة)।[১৫]

আল কুর'আন হতে আইন গ্রহণের পদ্ধতি

ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ ৪টি পদ্ধতির মাধ্যমে কুর'আন মাজীদ হতে আইন গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

(১) 'ইবারাতু ন্নাস (عِبَارَةُ النَّص) : কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত থেকে যে আইন গ্রহণ করা হয়েছে তাকে বলা হয় 'ইবারাতু'ন্নাস (عِبَارَةُ النَّص)।

(২) ইশারাতু'ন্নাস (اشَارَةُ النَّص) : শব্দের পরিবর্তে অর্থের দিক লক্ষ্য রেখে কোন আইন গ্রহণ করা হয় ঐ পদ্ধতিকে ইশারাতু'ন্নাস (اشَارَةُ النَّص) বলা হয়।

---

১৫ . ১. **নাসিখ** (ناسخ) **মানসুখ** (منسوخ) ঃ (ناسخ) যে আয়াত অপর কোন আয়াতের বিধানকে মওকূফ করে দেয়। মানসূখ (منسوخ) যে আয়াতের বিধান মাওকূফ হয়ে গেছে।

২. **মুজমাল** (مجمل) : যে আয়াত সংক্ষিপ্ত। **মুফাসসার** (مفسر) : যে আয়াত সংক্ষিপ্ত নয়, বরং ব্যাখ্যা সম্বলিত।

৩. **আম** (عام) : ব্যাপক অর্থবোধক এবং খাস (خاص) : বিশেষ অর্থবোধক।

৪. **মুহ্কাম** (محكم) : যে সব আয়াত বোধগম্য **মুতাশাবিহ** (متشابه) : মুতাশাবিহ (متشابه) ঈমানী বিষয়গুলের সাথে সম্পর্কিত, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যমূলক বিধানের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং সহজবোধ্য নয়।

৫. **শার'ঈ আহকাম** : যে সব আয়াতে মানুষের কর্মের কথা রয়েছে, ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, সে সব কর্মের আদেশগুলো ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব এর মধ্যে কোন পর্যায়ের এবং নিষেধগুলো হারাম মাকরূহ এর মধ্যে কোন পর্যায়ের ইত্যাদি।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ৫৪; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস, দর্শন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-৩৪৩, ১২৪-১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

(৩) দালালাতু' ন্নাস (دَلَالَةُ النَّص) : অর্থ গ্রহণকালীন আভিধানিক গুরুত্ব দিয়ে যে আইন গ্রহণ করা হয়েছে ঐ পদ্ধতিকে বলা হয় দালালাতু' ন্নাস (دَلَالَةُ النَّص)

(৪) ইকতিযাউ' ন্নাস (اقْتِضَاءُ النَّص) : অর্থ গ্রহণ করতে যখন চিন্তা ও জ্ঞানের আলোকে আইন গ্রহণ করা হয় তখন এই পদ্ধতিকে বলা হইল ইকতিদাউ' ন্নাস (اقْتِضَاءُ النَّص)।[১৬]

কুর'আন মাজীদ-এর আহকাম (لأحكام القران)

আল কুর'আনের আহকামকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(১) হাক্কুল্লাহ্ (حق الله) : আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত আহকাম। ইহা আবার দুই প্রকার। যথা :

(ক) আল্লাহ তা'আলার সাথে ব্যক্তির (বান্দাহ) প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত। যেমন : নামাজ, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি।

(খ) আল্লাহর সাথে ব্যক্তির (বান্দাহ) প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পাশাপাশি অপরাপর বান্দাহর সাথেও সম্পর্কিত। যেমন : যাকাত, সাদকা এবং জিহাদ।

(২) হাক্কুল 'ইবাদ (حق العباد) : বান্দাহর হক। ইহা আবার তিন প্রকার :

(ক) পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আহকাম। যেমন : বিবাহ, পরিবারের খরচ, উত্তরাধিকারী আইন ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক ব্যবস্থা ও কায় কারবার সংক্রান্ত আইন। যেমন : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, হিবা, শুফ'আ ইত্যাদি।

(গ) রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচার ও জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন। যথা : কিসাস, হদ, জিযিয়া ইত্যাদি।[১৭]

---

১৬. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬, ৩৩৭-৩৪৩।

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-৩২, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আস-সুন্নাহ (السنة) বা আল হাদীস (الحديث)

ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাহ্ (السنة) তথা আল হাদীস (الحديث)।[১৮] আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া যেসব কথা রাসূল করীম (সা.) নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন কিংবা কোন কাজ করেছেন অথবা সাহাবা কিরামের (রা.) যে কাজ অনুমোদন দিয়েছেন তাই- হাদীস বা সুন্নাহ্ হিসেবে পরিগণিত। ইসলামী আল কুর'আনের পরেই আইনের নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে সুন্নাহ্। মূলতঃ সুন্নাহ্ হলো নবী করীম (সা.)-এর কথা, কাজ, কিংবা তার সমর্থিত কথা বা কাজের বিবরণ। এটি তার মুহাম্মাদ (সা.) দৈনন্দিন আচার-আচারণের প্রতিচ্ছবি। বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী (قول) কাজ এবং মৌন সম্মতিকে (تقرير) হাদীস বলা হলেও ব্যপক অর্থে সাহাবী কিরামের (র.) কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং তাবি'ঈগণের কথা কাজ ও মৌন সম্মতিকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে।[১৯] যেমন আবূ তাইয়্যেব সিদ্দীক হাসান বলেন,

وكذ الك يطلق على قول الصحابى وفعله وتقريره وعلى قول التابعى وفعله وتقريره

"অনুরূপভাবে সাহাবা কিরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং তাবি'ঈ-এর কথা, কাজ ও মৌন স্মমতির ক্ষেত্রেও হাদীস প্রযোজ্য।[২০]

ইসলামী আইন তত্ত্ববিদগণ সুন্নাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যেমন :

---

১৮. **সুন্নাত বা হাদীস :** 'সুন্নাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ الطَّرِيْقَةُ পন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নিয়ম। শরীয়াতের দৃষ্টিতে সুন্নাত হচ্ছে নবী করীম (সা.) –এর কথা, কাজ কিংবা তাঁর সমর্থিত কথা বা কাজের বিবরণ। অনেকের মতে 'হাদীস' সুন্নাতের প্রতিশব্দ, দুটো একই জিনিসকে বুঝায়। অনেকে রাসূলে করীম (সা.)–এর বলা কথাকে-ই শুধু 'হাদীস' বলে অভিহিত করেছেন। মূলতঃ আল্লাহ্র নিকট থেকে অহী সূত্রে পাওয়া যে কথা রাসূলে করীম (সা.) নিজের ভাষার পোষাক পরিয়ে ব্যক্তি করেছেন, তা-ই হাদীস। এ জিনিসকেই বলা হয়েছে السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ। রাসূলের 'আমল' বা কাজকে বলা হয়েছে السُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ। –উদ্দেশ্য, মুসলমানরা রাসূলে করীম (সা.)-এর করা কাজ চিন্তা-বিবেচনার মাধ্যমে অনুধাবন করবে, বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করে চলবে। আর 'তাক্বরীরী সুন্নাত' হচ্ছে রাসূলে করীম (সা.)-এর অনুমোদিত কথা ও কাজ, যা সাহাবীদের ইজতিহাদের জন্যে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কিংবা যে নিয়ম পদ্ধতির উপর রাসূলে করীম (সা.) লোকদেরকে সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই সব ক্ষেত্রেই -রাসূলে করীম (সা.) –এর কথা, করা কাজ এবং সমর্থন বা অনুমোদন দেয়া কথা বা কাজ-এর কোনটিই তাঁর নিজের মনগড়া নয়। সব কিছুই অহী সূত্রে পাওয়া জ্ঞান থেকে উৎসারিত। তবে রাসূলে করীম (সা.)–এর নিজস্ব ব্যক্তিগত আদত অভ্যাস-পানাহার ইত্যাদি সুন্নাত নয়। কিন্তু তার মধ্যে অনুসরণযোগ্য গুণ বা নিয়ম-পদ্ধতি যা তা অবশ্যই সুন্নাতের মধ্যে গণ্য।

দ্র. মাওলানা আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

১৯. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী (র), *আল মুকাদ্দিমাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; মুফতী 'আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ও ড. মুহাম্মদ হামিদ সাদিকুল মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৭৭; ড. মাহবুবুর রহমান, পৃ. ১৫।

২০. আবূ তায়্যিব আস-সিদ্দীক হাসান, আল হিত্তাহ, পৃ. ৫৫-৫৬৩ শায়েখ আব্দুল হক দেহলভী ও আল মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩; মুফতী 'আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিহাহ আস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

أما السنه يطلق فى الاكثر على ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعله او تقرير فهى مرادفة للحديث عند علماء الحديث ـ

সুন্নাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে এটি হাদীসের সমার্থবোধক।[২১]

বস্তুতঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, যা করেছেন এবং যা সাহাবা কিরাম তার উপস্থিতিতে করেছেন অথচ তিনি তা নিষেধ করেননি এসবকেই হাদীস বা সুন্নাহ্ বলে।[২২]

---

২১. ইবন হাজার আসকালানী, *তাওজীহুন-নাযার ফী তাওযীহি নুখবতিল-ফিকর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আস-সিহাহ আল-সিত্তাহ : পরিচিতি ও পর্যালোচনা* (রাজশাহী : আল মাকতাবুতুশ শাফিয়া, প্রকাশকাল– ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৯ হতে উদ্ধৃত, মুহাম্মদ কারদ'আলী বলেন :

اما السنة اى الحديث فهو علم باصول يعرف بها احوال حديث الرسول من صحة النقل عنه وضعفة, وطرق التحمل والاداء وفى إصطلاح المحدثين قول النبى وفعله وتقريره وصفته حتى الحر كات السكنات فى اليقظة والمنام ويراء فه السنة عند الاكثر ـ

দ্র. মুহাম্মদ কারদ'আলী, *আল ইসলাম ওয়া হাকারাতুল 'আরাবিয়্যাহ* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; আস-সিহাহ আস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ হতে উদ্ধৃত।

২২. সুন্নাহ'-এর বিশ্লেষণে অধ্যাপক হাশিম কামালী বলেন, Literally, Sunnah means a clear path or a beaten track but it has also been used to imply normative practice, or an established course of conduct. It may be a good example or a bad, and it may be set by an individual, a sect or a community. In pre0Islamic Arabia, the Arabs used the word Sunnah in reference to the ancient and continuous practice of the community which they inherited from their forefathers. Thus it is said that the pre-Islamic tribes of Arabia had each their own Sunnah which they considered as a basis of their identity ad pride. The opposite of Sunnah is bid'ah, or innovation, which is characterised by lack of precedent and continuity with the past. In the Qur'an, the word 'Sunnah' and its plural, Sunnah, have been used on a number of occasions (16 times to be precise). In all these instances, Sunnah has been used to imply an established practice or course of conduct. To the ulema of Hadith Sunnah refers to all that is narrated from the Prophet, his acts, his sayings and whatever he has tacitly approved, plus all the reports which describe his physical attributes and character.

Hadith differs from Sunnah in the sense that Hadith is a narration of the conduct of the Prophet whereas Sunnah is the example or the law that is deduced from it. Hadith in this sense is the vehicle or the carrier of Sunnah, although Sunnah is a wider concept and used to be so especially before its literal meaning gave way to its juristic usage. Sunnah thus referred not only to the Hadith of the Prophet but also to the established practice of the community. But once the literal meanings of Hadith and Sunnah gave way to their technical usages and were both exclusively sued in reference to the conduct of the Prophet, the two became synonymous. This was largely a result of al-Shafi'i's efforts, who insisted that the Sunnah must always be derived from a genuine Hadith and that there was no Sunnah outside the Hadith. In the pre-Shafi'i period, 'Hadith' was also

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শারী'আতে হাদীস বা সুন্নাহর গুরুত্ব

হাদীস বা সুন্নাহ হচ্ছে আল কুর'আনের ব্যাখ্যা। আল্-কুর্'আনের আয়াত ক্ষেত্র বিশেষ সংক্ষিপ্তভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঐ আয়াত হতে শারী'আতের আহকাম হাদীসের আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ মানুষের উপর রাসূলের (সা.) অনুসরণ আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল কুরআনের ভাষায় :

وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -[২৩]

"-রাসূল (সা.) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"

রাসূলের (সা.) হাদীস দ্বারা কখনো এমন আহকাম প্রণীত হয়েছে যার প্রকাশ্য ইঙ্গিত কুর'আন মাজীদে পাওয়া যায় না। যদিও কুর'আন মাজীদ সকল বিষয়ের মূল উৎস। সুন্নাহ্ (السنة) হচ্ছে মূলতঃ ইসলামী শারী'আহ দ্বিতীয় উৎস। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوه إِلى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-

"-যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর মত বিরোধ কর বা ঝগড়ায় লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল (স)-এর নিকট পেশ কর। যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।"[২৪]

হাদীস বা সুন্নাহ মুলতঃ ওহীরই অন্তর্ভুক্ত। কুর'আন হচ্ছে ওহী মাতলূ (وحى متلو) বা পঠিত ওহী যা ওহী জালী হিসেবেও পরিচিত। আর হাদসি বা সুন্নাহ হচ্ছে ওহী গায়রে মাতলূ (وحى غير متلو) বা অপঠিত ওহী (যা ওহী খাফী হিসেবেও পরিতি) আল কুর'আনের ভাষায় :

ماينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى -[২৫]

---

applied to the statements of the Companions and their Successors, the tabi'un. It thus appears that 'Hadith' began to be used exclusively for the acts and sayings of the Prophet only after the distinction between the Sunnah and Hadith was set aside.

There are two other terms, namely khabar and athar, which have often been used as alternatives to 'Hadith'. Literally, khabar means 'news or the phrase 'khabar al-wahid' for example, means a solitary Hadith. The majority of ulema have used Hadith, khabar and athar synonymously, whereas others have distinguished khabar from athar. While the former is used synonymously with Hadith, athar (and sometimes 'amal) is used to imply the precedent of the Companions.

Cf: Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Ibid, P. 44-48

২৩. *আল্-কুর্‌আন,* সূরা- আল্-হাশর, ৫৯ : ৭।

২৪. *আল্-কুরআন,* সূরা- আন্-নিসা, ৪ : ৫৯।

২৫. *আল কুরআন,* সূরা- নাজম, ৫৩ : ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি (রাসূল) ওহী ব্যতিত নিজের প্রবৃত্তির পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না।

ইসলামী আইন প্রণয়নে সুন্নাত বা হাদীস-এর গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম উম্মাহর নিকট সুন্নাহ্র গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা অনুসরণ করা ও মেনে নেয়া একান্তই অপরিহার্য। নবী করীম (সা.) বিদায় হজ্জ এর ভাবনে ঘোষণা করেছেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ ماتمسكتم بهما لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُلِه -[২৬]

"–আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি যা তোমরা তা' আঁকড়ে ধরে রাখবে, তাহলে কস্মিন কালেও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার পরে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাকেই অনুসরণ করা অপরিহার্য। কেননা, রাসূলের সুন্নাত (السنة) শারী'আতের হুকুম-আহকাম নির্ধারণে একান্তই অকাট্য, স্পষ্ট। আর সুন্নাতের আনুগত্য করেই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা যেতে পারে।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'সুন্নাহ' ((السنة)-এর 'আইনগত মর্যাদা

শার'ঈ মর্যাদার (আইনগত মর্যাদার) দিক হতে রাসূলের 'আমল (عمل) চার ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ওয়াজিব (واجب) ২. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (سنة موكدة) ৩. মুস্তাহাব (مستحب) ৪. 'আদাত (عادة)।

(ক) ওয়াজিব (واجب) : এমন 'আমল বা কাজ যা রাসূল (সা.) নিজে করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা জীবনে কখনও পরিত্যাগ করেননি এমন কাজ হলো ওয়াজিব।

(খ) সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (سنة موكدة) : এমন 'আমল বা কাজ যা রাসূল (সা.) নিজে করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তবে মাঝে মাঝে পরিত্যাগ করেছেন। শার'ঈ পরিভাষায় এটিকে সুন্নাতে মু'আক্কাদা (سنة موكده) বলা হয়।

---

২৬. *সহীহ্ বুখারী ও সহী মুসলিম*, ঈমান অধ্যায়।

২৭. 'সুন্নাহ' সম্পর্কে মুহাম্মদ হাশেম কামালী বলেন :

The ulema are unanimous to the effect that Sunnah is a source of Shari'ah and that in its rulings with regard to halal and haram it stands on the same footing as the Qur'an. The Sunnah of the Prophet is a proof hujjah) for the Qur'an, testifies to its authority and enjoins the Muslim to comply with it. the words of the Prophet, as the Qur'an tells us, are divinely inspired (al-naum, 53 : 3). His acts and teachings that are meant to establish a rule of Shari'ah constitute a binding proof. While commenting on the Qur'anic ayah which states of the Prophet that 'he does not speak of his own desire, it is none other than whay sent to him.

Cf: Mohammad Has him Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Ibid, P. 48

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মুস্তাহাব (مستحب) : এমন 'আমল বা কাজ যা রাসুল (সা.) নিজে করেছেন। কিন্তু অন্যকে করতে সরাসরি নির্দেশ দেননি, শুধু ফযীলত বর্ণনা করেছেন তাকে মুস্তাহাব (مستحب) বলা হয়।

(ঘ) 'আদাত (عادة) : এমন 'আমল বা কাজ যা একজন মানুষ হিসেবে ও 'আরবের অধিবাসী হিসাবে রাসুল (সা.) করেছেন তবে কাউকে তাকীদ করেননি, শার'ঈ পরিভাষায় এর মর্যাদা সুন্নাত নয় বরং 'আদাত (عادة)।

'সুন্নাহ' (السنة) কে আল কুরআন (كتاب الله) এর সাথে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি–

আবূ ইসহাক আশ শাতুবী (র.) (মৃ. ৭৯ হি.) তাঁর রচিত আল মুওয়াফিকাত গ্রন্থে (الموافقات) কুরআন সাথে আস-সুন্নাহর সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি উল্লেখ করেন। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. আল কিতাব আমাদের সুস্পষ্ট হুকুম দিয়েছে রাসূল (সা.) এর অনুসরণ করতে, তাঁর প্রদত্ত ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে এবং তাঁর নির্দেশ ও নিষেধের প্রতি অনুগত হতে।[২৮]

২. কিতাব হচ্ছে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত এবং আস সুন্নাহ কুরআনের বিস্তৃত রূপ।[২৯]

৩. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত শারী'আতের মূলভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।[৩০]

৪. কুরআন মাজীদের উল্লিখিত দুটি বিপরীত মুখী হুকুমের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী বিষয়ের হুকুম বর্ণনা করা।[৩১]

৫. যে 'ইল্লাত বা কারণের প্রেক্ষিতে কুর'আন যে হুকুম জারি করেছেন, সে ইল্লাত বা কাণের প্রেক্ষিতেই হাদীসে হুকুম জারি করেছে।[৩২]

---

২৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا -(সূরা হাশর, আয়াত : ৭)

২৯. আল্লাহ তা'আলা তায়ালা বলেন :

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم - (সূরা নাহাল, আয়াত : ৭)

৩০. দ্র. হাদীসের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৮

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

পূর্বোক্ত, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৬-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল ইজমা' (الإجماع)

ইসলামী শারী'আহ-এর তৃতীয় উৎস হলো ইজমা' (Consensus of Opinion)। ফকীহ্ ও 'উলামাগণের ঐক্যমতের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইন বিজ্ঞানীগণের মতে ইজমা' (اجماع) ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।[৩৩] আল্-কুর্আনের মূলনীতি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাতে নিত্য নতুন অবস্থা ও সমস্যার প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। কুর'আন ও সুন্নার ব্যাপকতা মৌলিকভাবে কেবল তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। যথা :

---

৩৩. কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ইজমা'র ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত :

(১) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"–হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের (সা.) আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের আনুগত্য করো" (আন-নিসা : ৬৩)।

(২) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ -

"– যে ব্যক্তি হিদায়েত বা সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্যপথে চলতে থাকে, আমি তাকে সেদিকেই নিয়ে যাবো যেদিকে সে যাওয়া পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে পৌছেয়ে দেবো।" (আন-নিসা, ৪ : ১১৫)।

(৩) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

"–আর এভাবে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী (অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ) উম্মত হিসাবে তৈরী করেছি, যাতে তোমরা সমস্ত মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদানকারী হও।" (আল-বাকারা, ২ : ১৪৩)।

(৪) وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله -

"– কাজে-কর্মে তাদের (সাহাবায়ে কিরাম) সাথে পরামর্শ করো। যখন তুমি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করো। –সূরা আলে-ইমরান; ৩ : ১৫৯।

(৫) وامرهم شورى بينهم -

"– এবং তাদের সমস্ত বিষয় হচ্ছে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" –সূরা শু'আরা, আয়াত– ৩৮।

হাদীসে ইজমার এর স্বীকৃতি :

(১) لا تجتمع أمتى على الضلالة -

"–আমার উম্মত কখনো পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।"

(২) ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ -

"– মুসলিম উম্মহ যে সম্পর্কে ভাল মনে করবে, আল্লাহর নিকটও সেটি ভাল।"

Dhaka University Institutional Repository

১. আকাঈদ ও তৎসংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা, ২. শারী'আতের মূলনীতির বর্ণনা এবং ৩. ইজতিহাদের নীতিমালার রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা। এটি এমন নয় যে, ভবিষ্যতের সব সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।"[৩৪]

তাই উক্ত সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। এই ইজতিহাদ (اجتهاد) এককভাবেও হতে পারে, আবার সমষ্টিগতভাবেও হতে পারে। সুতরাং এককভাবে সম্পাদিত ইজতিহাদমূলক রায়-এর সাথে উম্মাহর নেককার মুজতাহিদগণের সম্মতিও পাওয়া গেলে তা' ইজমা' হিসেবে গণ্য হবে।[৩৫]

ইজমা' (الاجماع) এর আভিধানিক অর্থ

আভিধানিকভাবে ইজমা' (اجماع) এর অর্থ হচ্ছে– একমত হওয়া, একত্রিত হওয়া (الاتفاق) ও দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি। আল কুর'আনে ইজমা' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

فاجمو اأمركم وشركائكم -[৩৬]

(হে নূহ জাতি)! "তোমরা নিজেদের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এবং নিজেদের শরীকদেরকে একত্রিত করো।

পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিকভাবে ইসলামী আইন তত্ত্ববিদগণ (উসূলবিদগণ) ইজমা'কে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় সংজ্ঞা উপস্থাপন করছি :

هو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم -[৩৭]

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণের মধ্যে যারা বিশেজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন, এমন ব্যক্তিগণের কোন বিষয়ে একমত হওয়া ইজমা' (اجماع) বলে।"

---

৩৪. এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য :

هو التنصيص على قواعد العقائد والتوفيق على اصول الشرع وقوانين الاجتهاد - لادراج حكم على كل حادثة فى القران -

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭ হতে উদ্ধৃত।

৩৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭, এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

فأن استنبط المجتهدون فى عصر حكما واتفقوا عليه - يجب على اهل ذالك العصر قبوله فاتفاقهم صار بينة على ذالك الحكم فلا يجوز بعد ذالك مخالفتهم -

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৩৬. *আল কুর'আন*, সূরা ইউনুস, আয়াত, ৭১।

৩৭. *আত তারগীব ওয়াত্ তারহীব*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৭; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ৯৬ হতে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

২. একই যুগের একনিষ্ঠ সৎ ও বিজ্ঞ মুজতাহিদ শারী'আহ সংক্রান্ত কোন কাজ ও কথায় ঐক্যমত গ্রহণ করাকেই ইজমা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ইজমা বলতে মুসলিম মিল্লাতের ইজমাকে বুঝায়।[৩৮]

৩. রাসূল (সা.)-এর পর কোন এক সময় মুসলিম উম্মাতের সমস্ত নেককার মুজতাহিদ সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শারী'আতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, পরিভাষায় তাই হলো ইজমা' (إجماع)।[৩৯]

---

৩৮. যে চারিটি উসূল বা মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামের বিধানসমূহ স্থিরীকৃত ইজ্‌মা' উহাদের অন্যতম। কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌র পরেই ইহার স্থান।

পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে পরোক্ষভাবে ইজ্‌মা'র প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলিয়াছেন : আমার উম্মতগণ কখনও কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হইবে না। সাধারণত যে সকল বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয় উহার কোন কোনটিতে ইজ্‌মা' হইয়া থাকে। ইজ্‌মা' কোন নির্দিষ্ট পরিষদ বা কাউন্সিলে স্থির করা হয় নাই। স্বাভাবিকভাবে এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণের মতৈক্যে ইহা সাধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত উপায়ে কোন ইজ্‌মা' সাধিত হইলে উহা দলীল (হুজ্জাত) রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। যে ইজ্‌মা' দলীলে পরিণত হয় তাহা মানিয়া চলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। অধিকন্তু কোন ইজ্‌মা' দলীলে পরিণত হইলে উহা পরবর্তী সমস্ত যুগের জন্যই গ্রহণীয় হইবে। ইজ্‌মা' প্রধানত দুই প্রকার :

ইজ্‌মা'উস্-সাহাবা বা সাহাবীগণের ইজ্‌মা'। সাহাবীদের মধ্যে বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইয়াছেন উহাকে ইজ্‌মা'উস-সাহাবা বলা হয়। পক্ষান্তরে, সাহাবীদের পরবর্তী যুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইয়াছেন তাহাকে ইজ্‌মা'উল-উম্মা, বলা হয়। ইজ্‌মা'উস-সাহাবাকে দলীলরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে অধিকাংশ 'আলিম একমত হইলেও ইজ্‌মা'উল-উম্মাহ-র দলীল হওয়া সম্পর্কে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন 'আলিমের মতে সাহাবীদের যুগে ইজ্‌মা' সম্ভবপর হইয়া থাকিলেও পরবর্তী যুগে মুসলিম জাহানের বিস্তৃতির দরুন এবং বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় কোন ইজ্‌মা' সম্ভবপর হয় নাই। আহ্‌ল আল-হাদীস সম্প্রদায়ের মতে উক্ত কারণে সাহাবীদের ইজ্‌মা' ব্যতীত অন্য কোন ইজ্‌মা' দলীলরূপে স্বীকার্য নহে। অন্যপক্ষে, শীয়া সম্প্রদায় কখনও সুন্নী সম্প্রদায়ের ইজ্‌মা' স্বীকার করেন না। সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণ যে সকল ব্যাপারে একমত হইয়াছেন উহাকে তাঁহারা ইজ্‌মা'উল-উম্মাহ-র গুরুত্ব দান করেন না।

ইজ্‌মা' সাধারণত তিন প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে : (১) কাওল বা কথায়, (২) ফি'ল বা কার্যে, (৩) তাকরীর বা সমর্থনে এবং উহা যথাক্রমে আল-ইজ্‌মা'উল-কাওলী, আল্-ইজ্‌মা'উল-ফি'ল এবং আল্- ইজ্‌মা'উত্-তাকরীরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থান বা শহর এবং বিশেষ সম্প্রদায় ও মাযহাবের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণের অভিমত ইজ্‌মা'রূপে গণ্য হইয়াছে। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) মদীনাবাসী 'আলিমদের ঐক্যমত ও কার্যকলাপকেই প্রধানত ইজ্‌মা'রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে কূফা ও বসরাবাসী 'আলিমগণের ঐক্যমতও অনেক সময় বিশেষ ইজ্‌মা'রূপে পরিগণিত হইয়াছে। অধিকন্তু কখনও কখনও নির্দিষ্ট মাযহাব এবং সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণের অভিমতকেও ইজ্‌মা'রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা- "সুন্নী 'আলিমদের ইজ্‌মা', হানাফী ও শাফি'ঈ 'আলিমদের ইজ্‌মা' ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১১৪।

৩৯. দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরী'আতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইজমা' সম্পর্কে বিশিষ্ট আইনতত্ত্ববিদ মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন :

It must be noted at the outset that unlike the Qur'an and Sunnah, ijma' does not directly partake in divine revelation. As a doctrine and proof of Shari'ah, ijma is basically a rational proof. The theory of ijma' is also clear on the point that it is a binding proof. But it seems that the very nature of this high status that is accorded to ijma' has demanded that only an absolute and universal consensus would qualify although absolute consensus on the rational content of ijma' has often been difficult to obtain. It is only natural and reasonable to accept ijma' as a reality and a valid concept in a relative sense, but factual evidence falls short of establishing the universality of ijma'.

Ijma' is defined as the unanimous agreement of the mujtahidun of the Muslim community of any period following the demise of the Prophet Muhammad on any matter.[৪০]

ইজমার প্রকরণ

ইজমা' তিন প্রকার। যথা :(১) কাওলী (قولى), (২) ফে'লী (فعلى), (৩) সুকূতী (سكوتى)।

মুজতাহিদগণের মতৈক্য কখনও প্রকাশিত হয় কথার সূত্রে, আবার কখনও বাস্তব কাজের মাধ্যমে। কথার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ইজমা' ইজমা'কে কওলী (إجْمَاعُ قَوْلِى) বলে। আর বাস্তব কর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ইজমা'কে ইজমা' ফেলী (إجْمَاعُ فعلى) বলে। সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ যদি কোন কাজ করেন, কিন্তু অন্যান্য সাহাবী সুস্পষ্ট নিষেধ কিংবা সমর্থন না দিয়ে নিশ্চুপ থাকেন, এরূপ ইজমা'কে ইজমা' সুকূতী (إجماع سكوتى) বলে।[৪১]

---

৪০ . Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic jurispruudence, Ibid, P- 68-69.

৪১ . ইজমা' সুকূতী (إجماع سكوتى) কে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা যায় :

هو أن يقول بعض اهل الأجتهاد بقول وينتشر ذالك فى المجتهدين من أهل ذالك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا انكار -

" ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন অভিমত (رأى) প্রকাশ করলেন এবং উক্ত অভিমত অন্যান্য মুজতাহিদগণের মধ্যে প্রচার লাভ করল। অথচ তারা মৌনতা অবলম্বন করলেন এভাবে যে, সমর্থনও দিলেন না আবার অস্বীকার করলেন না, এমন ধরনের ইজমা'কে ইজমা' সুকূতী (إجماع سكوتى) বলে।

হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিক্হবিদ উক্ত রূপ ইজমা'কে শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। আর মালিকী ও শাফি'ঈ মাযহাবের কিছু লোক, কালাম শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশ এবং কোন কোন হানাফী ফিক্হবিদগণের মতে, এটা কোন ইজমা নয়, আর এটি শরীয়তের কোন দলীল নয়। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইজমা'-এর হুকুম

জমহুর 'উলামা কিরামের ঐক্যমতে ইজমা' শরী'আতের দলীলরূপে গণ্য ও গ্রহণীয় এবং যে বিষয়ে একবার ইজমা সম্পন্ন হয়, পরবর্তীতে তা আর ইজতিহাদের ক্ষেত্র হতে পারে না।[৪২] কেননা, মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে গৃহীত পথ ও পন্থা অনুসরণ না করার উপর আল্লাহ তা'আলা কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نوليه ماتولى ونصليه جَهَنَّمَ -

যে ব্যক্তি হেদায়াত বা সৎ পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করে এবং মু'মিনগণের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে থাকে,আমি তাকে যেদিকেই নিয়ে যাবো যেদিকে যে যাওয়া পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবো।"

ইজমা' বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ

ইজমা' বৈধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য। যথা :

১. ইজমা' কুর্'আন ও হাদীসের বিপরীত হবে না।

২. কোন এক বিষয়ে ইজমা' স্থাপিত হলে তা পুণরায় আলোচিত হবে না।

৩. একটি ইজমা' পরবর্তী কোন সুবিবেচিত ইজমা' দ্বারা বাতিল হতে পারে।

৪. কোন যুগের মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ প্রশ্নে দুই রকমের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হলে এরপর তৃতীয় মত গ্রহণযোগ্য নহে।

---

৪২. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, *ইলমুল উসূল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫, ইমাম মুযাফফিক উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ, রাওদাতুল নাযির ওজীহুল মানসির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

ইমাম মালিক বলেছেন যে, কেবলমাত্র মদীনার ফিক্হ বিদদের ইজ্মা'ই গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনমান্য হতে পারে, অন্য কোন ইজ্মা' নয়। আর দায়ূদ জাহেরী মনে করেছেন, কেবলমাত্র সাহাবীদের ইজ্মা'ই ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম উৎস হতে পারে, অন্য কারো ইজ্মা' নয়। সাহাবীদের ইজ্মা'র বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মুসলমান মেয়েকে অমুসলিম পুরুষের নিকট বিবাহ দেয়া জায়েয নয়, দাদীকে মীরাসের এক ষষ্ঠাংশ দিতে হবে এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

প্রখ্যাত ফিক্হবিদ নাজ্জাম (মৃত. ৩৩১ হি.) ইজমাকে শরীয়াতের একটা উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর মত হল, ইজমা' যদি কোন অকাট্য স্পষ্ট দলীলের উপর ভিত্তিশীল হয় তাহলে সেই দলীলটিই তো শরীয়াতের মত গ্রহণের ভিত্তি হতে পারে, সেখানে আবার ইজ্মা'র কি প্রয়োজন থাকতে পারে! কিন্তু, তা যদি কোন অপ্রত্যয় সম্পন্ন দলীলের উপর ভিত্তিশীল হয়, তাহলে সেখানে ইজমা' সংঘটিত হতে পারে না। কেননা সব মানুষের বুঝ– সমঝ এক ও অভিন্ন নয়। তারা যখন কোন মাসলা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির বলে বের করতে যাবেন, তখন তাতে মত-বিরোধ দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে শীয়া মতের লোকদের নিকট ইজ্মা'র কোন মুল্য বা স্থান নেই। কেননা তাদের মতে তাঁদের মাসূম ইমামদের বাইরে এমন কেউ নেই, শরীয়াতে যার মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় একজন মুজতাহিদ থাকা অত্যাবশ্যক।

৬. ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর সমকালীন বিশ্বের সকল মুজতাহিদগণের এঘটনার হুকুমের ব্যাপারে ঐক্যমত উপনীত হতে হবে।

৭. ইজামা'কৃত বিষয়ে প্রত্যেক মুজতাহিদ স্ব-স্ব অভিমত সুস্পষ্টই ভাবে ব্যক্তি করেছেন– এমন প্রমাণ হতে হবে।

৮. সমকালীন যুগের মুজতাহিদগণ একই হুকুমের ব্যাপারে ঐক্যমত হতে হবে।

ইজমা'কারী যোগ্যতা

আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল 'আক্‌দ (أهـل الحـل والـعـقـد)[৪৩] তথা যাঁরা ইজমা'তে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং যাঁদের সিদ্ধান্ত ইজমা'রূপে মুসলিম জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৪] তাঁদের যোগ্যতা দু' ধরণের। যথা :১. জ্ঞানগত ('ইলমী) ২. কর্মগত ('আমলী)।

১. জ্ঞানগত ('ইলমী) যোগ্যতা

এক. কুর'আন মাজীদের সম্যক জ্ঞান থাকা। এক্ষেত্রে আল কুর'আনের শুধুমাত্র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়।

দুই. হাদীস তথা সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। অর্থাৎ– সুন্নাত (السنة) কে রিও আয়াত (رواية) ও দিরায়ত (دراية) এর মানদণ্ডে যাচাই করার পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা এবং তার প্রয়োগিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

তিন. রাসুল (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর জীবন ধারার সাথে পরিচিতি এবং তাঁদের ইজমা' ও ফয়সালা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি থাকা।

চার. মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াসের (قياس) নীতি-পদ্ধতির জ্ঞান থাকা।

---

৪৩. হাল্লা (حل) শব্দের অর্থ গ্রন্থি খোলা, আর 'আকদ (عقد) অর্থ লাগানো। সুতরাং আভিধানিক অর্থে যারা গিট বাধতে এবং গিট খুলতে পারে তারা হচ্ছে আলুল হাল্লি ওয়ালা আকদ। শারি'আতের পরিভাষায় যারা জটিল সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা রাখে। তারাই হচ্ছেন আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৪৪. ইজমা'র ক্ষেত্রে 'আহ্‌লুল হিল্ল ওয়াল 'আকদ' ব্যতিত অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের ইজমা সংঘটিত হবে না। ফকীহ্‌গণের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে–

لا اعتبار بقول العوام الإجماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور لانهم ليسوا من اهل النظر فى الشرعية ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان ـ

"ইজমা'-এর ক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে সাধারণ মানুষের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সকলেই শরী'আতের ব্যাপারে গভীর দৃষ্টির অধিকারী নয়। দলীল-প্রমাণ উপলব্ধি করার ক্ষমতাও সকলের থাকে না।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. সামাজিক, 'লোকাচার' (عرف) অভ্যাস ও আচার-আচরণ (عادة) সম্পর্কিত জ্ঞান।

ইজমা'-এর 'ইলমী (জ্ঞানগত) যোগ্যতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

الإجْمَاع المعتبر فى فنون العلم هو إجماع اهل ذالك الفن العارفين به دون غيرهم فالمعتبر فى الاجماع فى المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء وفى المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين وفى المسائل النحوية قول جميع النحويين ومن عدا اهل ذلك الفن هو فى حكم العوام -

"জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইজমা'র ক্ষেত্রে এমন সব লোকের ইজমা' নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে, যারা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান শাখায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন, অন্যথায় ইজমা' গৃহীত হবে না। যথা :ফিক্হ সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা' হবে ফকীহ্গণের ঐক্যমতে, তদ্রূপ উসূল সংক্রান্ত মাসা'ইলে উসূলবিদগণের ঐক্যমতে এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত সমস্যায় ব্যাকরণবিদগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা عوام বা সাধারণ মানুষেরই শামিল।[৪৫]

২. কর্মগত দিক (عَمَلِى)

শূরা (পরামর্শ)তে অংশ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবেন এমন ব্যক্তিত্ব যিনি, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শরী'আতের পূর্ণ অনুসারী বিদ'আতসমূহ (بدعة) থেকে মুক্ত এবং অনৈতিকতা থেকে সাবধানতা অবলম্বনকারী ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

ان كان معلنا بفسقه فلا يعتد بقوله فى الأجماع وان كان غير مظهر له يعتد بقوله فى الإجماع -[৪৬]

–"যদি প্রকাশ্যে ফাসেকীতে লিপ্ত থাকে তাহলে ইজমা'র ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু, যদি তার ফাসেকী অপ্রকাশিত থাকে এবং 'ইলমী ও দৃশ্যত 'আমলী যোগ্যতা থাকে তাহলে ইজমা'তে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।" সুতারাং আশালীন, নির্লজ্জ, পাপ বর্জনে অসাবধান ব্যক্তির মতামত ইজমা' -এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৭]

ইজমা'র কার্যকারিতা ও প্রভাব

মুসলিম উম্মাহর ইজমা' মূলতঃ উম্মাহর প্রয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন :

এক. অবস্থা ও চাহিদার আলোকে নুতন আইন রচনা করা সম্ভব।

---

৪৫ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০-১০১পৃ.

. *আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১০১-১০২ তে উদ্ধৃত।

৪৭ . মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. পূর্ববর্তী কোন সংঘটিত ইজমা' প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশোধন করা বৈধ।

তিন. সাহাবা কিরাম (রা.) যেসব বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে সেগুলির মধ্যে কোন একটি অবস্থা দৃষ্টে অগ্রাধিকার পেতে পারে তা স্থির করা সম্ভব।

চার. মুজতাহিদ তথা ফকীহ্গণের বিভিন্ন রায়ের ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন বা অগ্রাধিকার নির্ণয় করা বৈধ।

এ প্রসঙ্গে উসূলবিদগণ বলেন–

الاجماع فى كونه حجة اقوى من الخبر المشهور وأذ اكان يجوز النسخ بالخبر المشهور فجوازه بالاجماع اولى -

"–মাশহূর হাদীসের তুলনায় ইজমা' অধিকতর শক্তিশালী দলীল। কাজেই মাশহূর হাদীস যদি কোন বিধানকে রহিত করতে পারে, তাহলে ইজমা' অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে রহিত (নাস্খ) করতে পারে।"[৪৮]

উসূলবিদগণ আরো বলেন,

ويتصور ان ينعقد اجماع بمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد اجماع اخر على خلاف الإجماع الاول -

"এ কথাটি বোধগম্য যে, যদি প্রেক্ষিতে কোন একটি ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর সেই কল্যাণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম ইজমা'র বিপরীত আর একটি ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৪৯]

---

৪৮. *আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *'ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১০৪ তে উদ্ধৃত।

৪৯. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১০১; *উসূলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০। এ প্রসঙ্গে মিসরের বিখ্যাত আইন তত্ত্ববিদ ও বিশিষ্ট আলিম শেখ সালাতুত-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য :

ويجوز للمجتهدين انفسهم أو لمن اتى بعدهم - واذا تغيرت ظرف الاجماع الاول أن لعيل وا النزر فى امسألة على ضوء الظروف الجديد وأن يقرروا مايحقق المصلحة التى تقتضيها تلك الظروف ويكون الاتفاق الثانى إجماعا ناسخا لاتر الاجماع الاول ويثر هو الحجة التى ينبغى ابتاعها - واذا وجدت المصلحة شرح الله -

"কোন বিষয়ে স্বয়ং ঐক্যমতে পৌছা মুজতাহিদগণের জন্য কিংবা তাঁদের পরবর্তী মুজতাহিদগণের জন্য পূর্ববর্তী ইজমাকৃত বিষয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সংশ্লিষ্ট মাস'আলাক ক্ষেত্রে নতুন অবস্থার আলোকে নতুনভাবে দৃষ্টিদান বা ইজতিহাদ করা বৈধ। নতুন অবস্থা অনুযায়ী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও বৈধ। আর এ দ্বিতীয় ইজমা'টি (ঐক্যমতটি) পূর্বে সংগঠিত ইজমা'-এর প্রভাবকে রহিত করে দিবে এবং এটাই (নতুনভাবে গঠিত ইজমা') হবে অনুসরণীয় হুজ্জাত বা দলীল। কারণ যেখানেই কল্যাণ সেখানেই আল্লাহ তা'আলার শারী'আত।

দ্র. ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮ হতে উদ্ধৃত; মুহাম্মদ আল গাযালী, সিরাতুল খাওয়ানিল 'আনিল ইসলাম, (দারুল সারিত, প্রথম সংস্করণ, খ্রীষ্টাব্দ, ১৯৭৪, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কিয়াস (القياس)

কিয়াস(القياس)[৫০] হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ-এর অন্যতম উৎস। কুর'আন-সুন্নাহ্ও ইজমা'-এর পরেই এটির স্থান। এটি প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীরই শাখা বিশেষ এবং প্রথম উৎসত্রয়ের অনুপস্থিতিতে শারী'আতের বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে কিয়াসের (Analogy) প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কিয়াস এর আভিধানিক অর্থ

কিয়াস (قياس)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : পরিমাপ করা, তুলনা করা, নমুনা, সাদৃশ্য, তর্কশাস্ত্রের syllogism ইত্যাদি। 'আরবগণ কিয়াসকে (قياس) অনুমান অর্থে এভাবে ব্যবহার

---

৫০. إنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لاَ مُثْبِتٌ لَه ـ

কিয়াস হচ্ছে যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করা।

فَالْمُرَادُ بِالْقِيَاسِ هُوَ إظْهَارُ أنْ حُكْمَ اللهِ فِىْ الْفَرْعِ هُوَ حُكْمُه فِى الْاَصْلِ الْمُقِيْسُ عَلَيْهِ ـ

অতএব কিয়াস বলতে বুঝায় একথা প্রকাশ করা যে, শাখা বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুম তা-ই যা মূল বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুম। এই মূল বিষয়টি বিবেচনা করেই শাখা বিষয়েও অনুরূপ হুকুম আরোপ করাকেই বলা হয় 'কিয়াস'।

জমহুর ফিক্হবিদদের মতে, 'কিয়াস' শরীয়াতের দলীলসমূহের মধ্যে অন্যতম একটা দলীল। এই উপায়ে যে হুকুমটি পাওয়া যায় তাতে অপ্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মায় (غلبة الظن)। তদানুযায়ী আমল করা মূল শরীয়াতের উদ্দেশ্যের অনুরূপ ও পরিপূরক। কেননা যে দলীল সহীহরূপে পাওয়া গেছে (المنقول الصحيح), তা যুক্তিমূলক ও বিবেকসম্মত অন্যান্য বিষয়ও শামিল করে তা বর্তমান থাক আর না-ই থাক। এই কিয়াসও যে একটা দলীল এবং তা মেনে নেয়া উচিত, এ বিষয়ে জমহুর ফিক্হবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা বলেছেন ঃ যে বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানা লক্ষ্য হবে, তা যদি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সমাজের মধ্যে 'ইজতিহাদ' করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তা থেকে হুকুমটি অবশ্যই বের করতে পারবেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র দেখিয়ে দেয়া-জানিয়ে দেয়া ইলমের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে আইন-বিধান প্রচার, চালু ও কার্যকর করতে। রাসূলে করীম (সা.) তাঁর সাহাবীদের অনেকের ব্যাপারেই অনেক কথা বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামও বহু কাজ করেছেন। কাজেই এসবের আলোকে 'কিয়াস'ও শরীয়াতের অন্যতম দলীলরূপে গ্রহণীয়।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) –এর মৃত্যুর পর ওয়াহ্য়ি নাযিল বন্ধ হইয়া যায়। ফলে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলিমদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। প্রথমত তাঁহারা আল্লাহ্র গ্রন্থ কুর'আন এবং নবীর সুন্নাত –এর উপর নির্ভর করিতেন। কুর'আন এবং সুন্নাতই স্বাভাবিকভাবে মুসলিমগণের পথ-প্রদর্শক ছিল। প্রাথমিক যুগের খলীফাদের আমলে রাজ্য বিস্তৃতি, ধর্মীয় এবং আইন সম্বন্ধীয় আলোচনায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ইত্যাদি কারণে জ্ঞানগত এবং বৈষয়িক ব্যাপারে সমগ্র নূতন জগতে অজ্ঞাতপূর্ব বহুবিধ প্রশ্ন উত্থিত হইত। এই সমস্ত প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কুর'আন এবং সুন্নাতে পাওয়া যাইত না, তখন লোকে প্রয়োজনের তাকীদে নিজেদের আচরণ বা কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য নিজেদের আচরণ বা কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য নিজেদের মতের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই ইহা কেবলমাত্র তত্ত্বগত পদ্ধতি ছিল না।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকেন : بينهما قاس رمح او قيس رمح ("–ইহাদের মাঝে এক তীর পরিমাণ দুরত্ব") তুলনা অর্থে هذا قياس ذالك (ইহা ইহার মত) পরিমণে অর্থে : قيس النعل بالنعل ("জুতাকে জুতা দ্বারা পরিমাপ করা।") ফকীহ্গণের পরিভাষায় 'ইল্লাত' (علة) বা কার্য কারণের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ফায়সালা, সিদ্ধান্ত ও নযীরের (দৃষ্টান্ত) আলোকে নতুন কোন সমস্যা সমাধানের সন্ধান করাকে কিয়াস বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় : "কোন বস্তুর হুকুম অন্য বস্তুর মধ্যে অনুরূপ কার্য কারণ (علة) দ্বারা প্রমাণিত করাকে কিয়াস বলা হয়।[৫১] পারিভাষিক অর্থ (تعريف القياس اصطلاحًا) ইসলামী আইন তত্ত্ববিদগণ (أوصولين) কিয়াসকে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন :

মানার গন্থকার বলেন,

تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة ـ[৫২]

'হুকুম ও 'ইল্লাত এর বিবেচনায় মূল তথা পূর্বতন হুকুম-এর সাথে শাখা তথা নতুন কোন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করাকে কিয়াস বলে।

কোন কোন আইনবিদ বলেন,

الحاق امر بامر فى الحكم الشرعى لاتحاد فيهما فى العلة ـ[৫৩]

---

৫১. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী قِيَاس শব্দের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

هُوَ أنْ يَلْحِق الشئ بغيْره فيجعل مثله ونظره ـ

চিন্তা গবেষনা করে এক বস্তুকে অনুরূপ অপর বস্তুর হুকুমে শামিল করা।

তিনি আরো বলেন,

أمَّا المَعَانِيْ الثَّابِتِ بِدَلاَلَةِ صِيْغَتِه فَهُوَ انه فِيْ مَدرك فِيْ احْكَام الشرح ومفصل من مفاصله

যদি قِيَاس শব্দের ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তবে এর পারিভাষিক অর্থ দাড়ায়– শারী'আতের নিয়ম কানুন অনুধাবন ও ইহার বিস্তারিত বর্ণনাকেই قِيَاس বলা হয়।

সায়্যিদ 'আব্দুল আহাদ আল কাসিমী বলেন,

إلحاق الْفَرْع بالأصل وجعله ممثلا به فى ألحكم والعلة ـ كذا فى ازهرو الأزهر ـ

অনুসিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্তের সাথে সংযুক্ত করা, হুকুম ও কারণের ক্ষেত্রে উভয়কে সমপর্যায়ভুক্ত করা।

'তানকীহ' কিতাবের লিখবের ভাষায়– تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع ـ

হুকুম সিদ্ধান্ত থেকে অনুসিদ্ধান্তে সম্প্রসারিত হওয়ার নামই কিয়াস।

আল্লামা আবুল মানছুর মাতুরিদীর মতে–

هو ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علة فى الأخر اى ابانه ـ

অর্থাৎ মুল সিদ্ধান্তের কারণ অনুসিদ্ধান্তে পাওয়া যাওয়ার কারণে উহাতে মূল সিদ্ধান্তের ন্যায় হুকুম দেয়াকে কিয়াস বলে।

৫২. মোল্লা জীওয়ান, *নূরুল আনওয়ার*, পৃ. ২২৪; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১০৬ হতে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

"শারী'আত -এর বিধানের ক্ষেত্রে একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সাথে যুক্ত করে দেয়া এ কারণে যে, 'ইল্লতের মধ্যে উভয়ের মধ্যে সামসঞ্জ্য রয়েছে।

কিয়াস (قياس) এবং সংজ্ঞায় মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

Literally, iyas means measuring or as certaining the length, weightr, or quality of something, which is why scales are called qiyas. Thus the Arabic expression, qasat al-thawb bi'l-dhira' means comparison with a view to suggesting equality or similarity between two things.

In the usage of the fuqaha', the word 'qiyas' is sometimes used to denote a general principle. Thus one often comes across statements that this or that ruling is contrary to an established analogy, or to a general principle of the law without any reference to analogy as such.[54]

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর মতে,

কিয়াস হচ্ছে আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যার সমাধান করতে পারে না তখন মূল আইন হতে 'ইল্লাতের (কার্যকারণ) মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়, এতে আইনের যে বিস্তৃতি ঘটে তাই হচ্ছে কিয়াস।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, মূল 'আইন হতে 'ইল্লাত-এর মাধ্যমে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তকে কিয়াস (قياس) বলে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে, একটি পরিচিত বিষয় বা বস্তুর সাথে অন্য একটি পরিচিত বিষয় ইল্লাত (علت) এর মাধমে সমন্বয় সাধন করাকে (قياس) বলে।

'আলিমুজ্জামান চৌধুরী তার "মুসলিম আইন" গ্রন্থে কিয়াসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন– কিয়াস হলো সাদৃশ্যমূলক অবরোহন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যখন সামন্তরাল কোন নীতি-রীতি বা নযীরের সাহায্যে সুসংহত আইনের সৃষ্টি হয় তখন উহাকে কিয়াস বলে।

আহলি যাওয়াহির গণের অভিমত

ইমাম দাউদ যাহিরী (আহলি যাওয়াহির) ইসলামী শারী'আতের দলীল হিসেবে কিয়াসকে অস্বীকার করে বলেন, "কিয়াস শারী'আতের দলীলই হতে পারে না এবং উহার উপর আমল করাও সঠিক নয়। তবে আহলি যাওয়াহিরগণের মধ্য থেকে কতিপয় কিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করে বিভিন্ন ভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন। যেমন :

---

৫৩. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১০৬ হতে উদ্ধৃত।

৫৪ . Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence*, Ibid, P- 197.

Dhaka University Institutional Repository

(ক) তাদের মধ্যেকার কেউ কেউ বলেন, যা জ্ঞান (عقل) সর্বস্ব দলীল। তা কোনক্রমেই শারী'আতের দলীল হতে পারে না। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কিয়াস হচ্ছে জ্ঞান প্রসূত দলীল। সুতরাং উহা গ্রহণীয় দলীল নয়।[৫৫]

(খ) অপর আরেকটি দল বলেন, প্রজ্ঞা ভিত্তিক প্রমাণ (دليل عقلية) দ্বারা জ্ঞান প্রসূত কার্যাবলীর امور عقلية উপর আমল করা যাবে। দ্বীন-শারী'আতের কোন ব্যাপারে এ ধরনের দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

(গ) অন্য একদলের মতে–

هو دليل ضرو رى ولا ضرورة بنا أليه لامكان العمل باستصحاب الحال ـ

"– উহা (কিয়াস) হচ্ছে একটি আকস্মিক দলীল, আর এ ধরনের আকস্মিক দলীল আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, এ ধরনের দলীলের ভিত্তিতে আমল করলে 'ইস্তিসহাবে হাল' (অর্থাৎ– কোন বস্তুর উপর বর্তমানে এমন হুকুম আরোপ করা যা তার উপর অতীতে ছিল-এর উপরই আমল করা হয়ে থাকে । অথচ 'ইস্তিসহাবে হাল এর ভিত্তিতে আমল করা আমাদের নিকট বৈধ নয়। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

(١) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ـ [৫৬]

"–আমি আপনার উপর এমন গ্রন্থ অবতরণ করেছি যাতে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।"

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কুর'আন যেহেতু সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী, কাজেই উহার উপর কিয়াস করার কোন আবশ্যকতা থাকে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(٢) وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ [৫৭]

"–জলে এবং স্থলে এমন কোন কিছু নেই যা স্পষ্টভাষী কুর'আনে উল্লেখ নেই।"

অতএব, যে ব্যক্তি কিয়াসকে (قياس) দলীল হিসাবে গ্রহণ করল সে যেন কুর'আনের দলীলকে যথেষ্ট মনে করল না, কিংবা কুর'আনকে পরিপূর্ণ মনে করল না।

আল্লামা বাজ্জার 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন,

لم يزل امر بنى اسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا [৫৮]

---

৫৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শারি'আতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১।

৫৬. *আল কুর'আন*, সূরা নহ্‌ল, ১৬ : ৮১।

৫৭. *আল কুর'আন*, সূরা, আন'আম, আয়াত-৬ : ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

"– বনী ইসরাঈলরা সত্যের উপরই থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল এমনকি বিভিন্ন বিজয়ের কারণে তাদের মধ্যে বন্দীদের বংশ (দাসীদের বংশ) বিস্তার লাভ করতে লাগল, তখন তারা উপস্থিত ঘটনা গুলোর সাথে অনুপস্থিত ঘটনার কিয়াস করতে শুরু করে দিল। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হলো এবং অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করল।"

অত্র হাদীসে বনী ইসরাঈলদের ধ্বংসের কারণ হিসাবে ধর্মীয় বিষয়ের কিয়াস করাকে দায়ী করা হয়েছে। অতএব, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়াস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যদিকে কিয়াসের ভিত্তি হলো জ্ঞান। আর এ কথাও সত্য যে, মানুষের জ্ঞান প্রসূত সমাধান সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। এ কারণে নিশ্চিতভাবে কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, এ হুকুমের কারণ ওটিই যা আমরা কিয়াস করেছি।

মুজতাহিদ ব্যক্তি থেকে যেহেতু ভুল ও শুদ্ধ উভয়ই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কাজেই তিনি যে বিষয়টিকে হুকুমের জন্য 'ইল্লাত বা কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তা প্রকৃত কারণ নাও হতে পারে। তাই কিয়াস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এতদ্ভিন্ন, হুকুম পালন করার বিবেচনায়ও কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, হুকুম পালন করার অর্থই হচ্ছে 'আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা'। কিন্তু, নিজের মনগড়া মতে হুকুম পালন করলে তা আনুগত্য হবে না। যেমন– নামাযের রাকা'আত, ওয়াক্ত, কিবলা ইত্যাদির ব্যাপারে যেমনিভাবে কিয়াস করা ঠিক নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও ঠিক তেমনিভাবে কিয়াস করা ঠিক হবে না।[৫৯]

---

৫৮. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১৯০ হতে উদ্ধৃত; দারামী ও নুরুল আনওয়ার হতে উদ্ধৃত।

৫৯. কিয়াস অস্বীকার কারীদের জবাবে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, কিয়াস (قياس) দ্বারা বস্তুতঃ আলাদা কোন হুকুম সাব্যস্ত করা হয় না বরং কুরআন মাজীদে যে সকল আইন-কানুনের কথা উল্লেখ রয়েছে, কিয়াস শুধুমাত্র উহা প্রকাশ করে দেয়। কাজেই, কিয়াস কুর'আনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বরং গুপ্ত হুকুম প্রকাশে সহায়ক।

আহলি যাওয়াহিরগণ প্রদত্ত হাদীসের দলীলের উত্তরে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিয়াস শুধু তাদের শত্রুতা ও ঔদ্ধত্যের ভিত্তিতেই ছিল। এজন্য আলোচ্য হাদীসে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, কিয়াস হলো শারী'আতের আহকামকে প্রকাশ করণার্থে। যেমন, ফকীহগণ বলেন :

إن القياس مظهر للحكم مثبت له ـ

আমাদের কিয়াসের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) সাহাবী হযরত মা'আয ইব্‌ন জাবালের (রা.) জন্য এ বলে দোয়া করেছেন–

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ وَفَّقَ رسول رَسُوْلِهِ صـ لَمَّا يَرْضِيْ بِه رَسُوْله ـ

কিয়াসের ইল্লত তথা কারণের মধ্যে সন্দেহের যে বিষয়টি উথাপিত হয়েছে তার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, উসূলবিদগণের সর্বস্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে– কোন হুকুমের কারণের (علت) মধ্যে সন্দেহ থাকা উহার আমলের জন্য অন্তরায় নয় বরং সে ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের জন্য অন্তরায় হতে পারে। শারী'আতের কোন কোন ব্যাপারে আমল করা ওয়াজিব, কিন্তু দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ পবিত্র কুর'আন, হাদীসে রাসূল (সা.) ও যৌক্তিক দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, 'কিয়াস' শারী'আতের অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য দলীল। তবে ইহা চতুর্থ স্তরের দলীল। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হুকুমের সমাধান প্রথমোক্ত দলীলত্রয়ের (কুর'আন, সুন্নাহ্ এবং ইজমা') যে কোন একটির মধ্যে পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসের সাহায্য নেয়া যাবে না। আর যদি না পাওয়া যায়, তবে দ্বীনের স্বার্থে ও জনকল্যাণে বর্তমানে কিয়াসের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান উম্মতের 'আলিম সমাজকে বের করতে হবে। এর ফলে ইসলামী শারী'আতের আলোকে জীবন পরিচালনা করা মানুষের জন্য সহজতর হবে।[৬০]

আল কুরআনের আলোকে কিয়াসের বৈধতা

কুর'আন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা কিয়াস ইসলামী শারী'আহ-এর দলীল হওয়ার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। যথা :

فَاعْتَبِرُوْا يَآوْلِى الْاَبْصَارِ -[৬১]

"–অনন্তর হে চক্ষুষ্মান (চিন্তাশীল) ব্যক্তিরা! তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো।"

উক্ত আয়াতে কারীমায় اعْتِبَار শিক্ষা গ্রহণ করা) শব্দের অর্থ– رَدّ الشَّئى إلى نَظِيْره অর্থাৎ কোন বস্তুকে উহার দৃষ্টান্তের দিকে ফিরানো। অথবা, কোন ঘটনাকে উহার অনুরূপ ঘটনার দিকে ফিরানো। আয়াতে ব্যবহৃত إعْتِبَار শব্দটি قِيْسُوْا তুলনা করো, অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হবে قيسوا الشئى على نظيره يا أولى الأبصار - বা বিষয়কে তার সাদৃশ্যের (النظير) সাথে তুলনা কর হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ।[৬২]

অতীত অন্যায়ের সাথে কিয়াস করে ভবিষ্যৎ অন্যায় থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব হতে বাঁচো, হে চক্ষুষ্মানগণ!

উল্লেখিত আয়াতখানি ব্যাপক অর্থে সকল প্রকার কিয়াসকে অন্তর্ভূক্ত করে। চাই আযাবের কিয়াস পূর্ববর্তী উম্মতগণের আযাবের উপর করা হোক, অথবা শারী'আতের শাখা-প্রশাখার

দ্র. ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০-১১১।

৬১. *আল্-কুর্আন*, সূরা, হাশর, ৫৯ : ৪. (فَاعْتَبِرُوْا) (শিক্ষা গ্রহণ করো) কথাটির ব্যাখ্যায় ফকীহ্গণ বলেছেন ঃ

رد الشئ على نظيره اى الحكم على الشئ بما هو ثابت لنظيره -

"কোনো ব্যাপারকে তার نظير বা সাদৃশ্যের সাথে যুক্ত করে দেয়া, অর্থাৎ নযীরের সাদৃশ্য বেলায় যে হুকুমটি প্রতিষ্ঠিত, এটির বেলায়ও সেই হুকুমটি প্রয়োগ করা। আয়াতের فَاعْتَبِرُوا কথাটির মধ্যে إستنباط অর্থাৎ উদ্ভাবনের আদেশের ইঙ্গিত রয়েছে। এই উদ্ভাবন ক্ষমতাকে কুর'আন মাজীদে 'তাফাক্কুহ' (تفقه) নামে অভিহিত করা হয়েছে। দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৬২. দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

কিয়াস শারী'আতের মূলের উপর করা হোক। উক্ত মর্মার্থেই আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনের অন্যত্র বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ـ [৬৩]

"–তাদের মধ্যে থেকে একটি দল কেন সফর করছে না (বের হচ্ছে না), যেন তারা দ্বীনের ব্যাপারে বুৎপত্তি অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ এবং إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"–এ সমস্তের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল, জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী। মূলতঃ اية বা নিদর্শন বলা হয় কোন বস্তু দেখে অন্য না দেখা বস্তুর কল্পনা বা কিয়াস করা।"

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল কুর'আনে বলা হয়েছে, [৬৪]– وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"–তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে– জীবন ও বাঁচার পথ।[৬৫]

---

৬৩. সূরা তাওবা, ৯ : ১২। এই طَائِفَة হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের أُولِي الْأَبْصَار বা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, যাদের উপর আল্লাহ্ আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং রাসূল (সা.) যাদেরকে হিকমত (তত্ত্বজ্ঞান) শিক্ষা দিতেন। যেমন– ইরশাদ হচ্ছে :

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

কুর'আন মজীদে এই ক্ষুদ্র দলকে কখনো কখনো أُولِي الْأَبْصَار অর্থাৎ চক্ষুষ্মানও বলা হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ অর্থাৎ যারা উদ্ভাবনকারী– এইরূপ শব্দের ব্যবহার ও দেখা যায়। (আলে 'ইমরান : ২ : ১২৯)

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৬৪. *আল কুরআন*,সূরা বাকরাহ, ২ : ১৭৯।

৬৫. বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, কেসাসে রয়েছে মৃত্যু। কিন্তু, চিন্তা করে এর থেকে জীবনের স্থায়ী নিরাপত্তার কথা বের করা হয়েছে। যেহেতু কোন মানুষ যদি অপর মানুষকে হত্যা করে এবং কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা বা দিয়াত অথবা ক্ষমা) না নেয়া হয়, তবে নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীগণ হত্যাকারীদেরকে হত্যা করবে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীগণ প্রথম নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীদেরকে হত্যা করবে। এভাবে কারোই জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। কিন্তু যদি কিসাস নেয়া হয়, তবে হয়ত প্রথম নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীগণ প্রথম হত্যাকারীকে দিয়াতের বিনিময়ে বা বিনিময় ছাড়াই ক্ষমা করে দিবে নচেৎ কিসাস নিবে। এর দ্বারা শুধু হত্যাকারীর একজনের জীবনের বিনিময়ে সকলের জীবনের স্থায়ী নিরাপত্তা এসে যাবে।

কুরআনে মাজীদের উক্ত সংক্ষিপ্ত কথা وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ থেকে চিন্তা গবেষণা তথা কিয়াস করেই বুঝতে হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের আলোকে কিয়াসের বৈধ

(১) হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় রাসূল (সা.) তাঁকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহ করেছিলেন এবং মু'আয (রা.) ও তার জবাব দিয়েছিলেন কিয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

হযরত মুয়ায (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) যখন তাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মু'আয। তোমার নিকট বিচার দায়ের করা হলে তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার করবে? তিনি বললেন, কুর'আন দ্বারা। অতঃপর হুজুর (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কুর'আনে না পেলে কি করবে? মু'আয বললেন, হাদীস দ্বারা। নবী (সা.) বললেন, হাদীসে না পেলে? উত্তরে মু'আয (রা.) বললেন, আমি নিজ রায় দ্বারা ইজতিহাদ করবো এবং এ ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে না। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রশংসা, যিনি তার রাসূলের দূতকে এমন বিষয়ে তাওফীক দান করেছেন যার উপর তার রাসূল সন্তুষ্ট।[৬৬] আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়– যদি কিয়াস শারী'আতের দলীল না হতো, তবে রাসূল (সা.) হযরত মু'আযের উক্তি "আমি নিজ রায় দ্বারা ইজতিহাদ করবো" কথাটিকে তৎক্ষণাৎ খন্ডন করে দিতেন এবং কখনও আল্লার শুকরিয়া আদায় করতেন না।

(২) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.) এবং হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-কে. ইয়ামেনের একটি এলাকার কাযী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। পাঠানোর প্রাক্কালে রাসূল (সা.) কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর (সা.) প্রশ্নের জবাবে তাঁরা যা বলেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

اذا لم نجد الحكم فى السنة نقيس الامر بالامر فما كان اقرب الى الحق عملنا فقال عليه السلام اصبتما ـ[৬৭]

---

৬৬. মূল হাদিস :

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ تَعالى عَنْه أنْ النَّبِىْ صـ لَمَّا بَعَثَه إلى اليَمِن قَالَ لَهُ كَيْفَ تَقْضِى إذَا عَرضَ لَكَ امرًا قَالَ أقْضِىْ بِمَا فِىْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَالَ فَإنْ لَمْ تَجِد فِى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ أقضى بِسنة رَسُوْلَ الله صـ ، قَالَ إجْتِهَاد برائى ولا آلو قال فضرب فى صدره وَقَالَ الحَمْدُ لِلّه الَّذِىْ وَفَقَ رَسُوْل صـ بِمَّا يَرْضِى رسوله ـ

'আল্লামা বাগবী, শারহুস্ সুন্নাহ ইবন 'আব্দুল বার, *জামিউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, (বৈরুত : দারুল কতুব আল ইসলামিয়্যাহ, প্রকাশকাল ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে খন্ড দ্বিতীয়), পৃ. ৫৫। উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীসটি বিভিন্ন রাবী থেকে বিভিন্ন শব্দে ও ভাষায় বর্ণিত রয়েছে।

৬৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১০৯ হতে উদ্ধৃত।

অবশ্য কিয়াস সম্পর্কে সাহাবীগণের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কতা রয়েছে : আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার বলেন,

اى سماء تظلنى واى ارض تقلنى اذا قلت فى كتاب الله برأى ـ

Dhaka University Institutional Repository

"সুন্নাত কোন নির্দেশ না পেলে আমরা উদ্ভূত বিষয় একটি সদৃশ বিষয়ের ওপর কিয়াস করবো, অনন্তর যেটি সত্যের, সবচেয়ে নিকটবর্তী তার উপর আমল করবো।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের জবাবে বললেন, তোমরা উভয়েই সত্য বলেছো।

সাহাবীগণের উক্তি ও আমল দ্বারা কিয়াস –এর বৈধতা

মুসলমানগণ রাসূলের (সা.) ইন্তেকালের পূর্বে আবূ বকরের (রা.) নামাযের ইমামতীর উপর কিয়াস করে তাঁকে রাসূলের (সা.) প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে উত্তম ব্যক্তি মনে করেছিলেন।[৬৮] অনুরূপভাবে আবূ বকর (রা.) নামায তরক কারীদের উপর কিয়াস করে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। (রা.) যাকাতকে নামাযের সাথে তুলনা করেছিলেন। সুতরাং নামায অস্বীকার করলে মানুষ যেভাবে কাফির হবে, অনুরূপভাবে যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানালে তেমনিভাবে কাফির হবে। আবূ বকরের (রা.) এ কিয়াস সাহাবীগণ মেনে নিয়েছিলেন এবং তারা যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন।[৬৯]

যুক্তির মানদণ্ডে কিয়াসের বৈধতা

সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি এ কথারই সাক্ষ্য দান করে যে, যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা فَاعْتَبِرُوْ يَااولى الْاَبْصَار - আয়াত দ্বারা কিয়াস করার প্রতি আদেশ করেছেন, সেহেতু শিক্ষা গ্রহণ করা (إعتبار) অপরিহার্য। উক্ত আয়াতে পূর্ববর্তী কাফিরদের শাস্তির উপর চিন্তা-ভাবনা করা সম্পর্কে নির্দেশ দান করা হয়েছে। আর পূর্ববর্তী উম্মতগণের শাস্তি ছিল হত্যা করা, দেশান্তরিত করা। ইহা এ কারণে ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের (সা.) সাথে শত্রুতা করত এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। আমরা যেন ঐ সব শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি, সে কারণে আমাদেরকে ঐ সব বিষয় বর্জন করে চলতে হবে। অতএব, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এরূপ দাঁড়ায় :

"যখন আমি আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে নিজের রায় অনুযায়ী কিছু বলবো তখন কোন্ আকাশ তা ছায়াতলে আমাকে রাখবে এবং কোন মৃত্তিকা আমাকে উঠাবে?

কিয়াস সম্পর্কে সতর্ক করে হযরত উমর (রা.) বলেন,

اياكم واصحاب الرائ انهم اعداء السنن اعيتهم الأحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأى -

"রায় ওয়ালাদের খপ্পর থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। তারা সুন্নাতের শত্রু। হাদীসের সংরক্ষণে তারা ক্লান্ত , তাই তারা রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে।"

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১১১ তে উদ্ধৃত; মিনহাজুল উসূল, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৮।

৬৮. এ প্রসঙ্গে সাহাবীগণের কিয়াসের ভিত্তি ছিল رسول الله (ص) لدينا افلا نرضاه لدنيانا- "আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (সা.) রাজী ছিলেন, আমরা কি আমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে তাঁর উপর রাজী থাকবো না? দ্র. আব্দুল খাল্লাফ, ইলমুল উসূল, পৃ. ৫৭; ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

৬৯. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

"হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা নিজেদের অবস্থাকে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার উপর অনুমান কর এবং এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা কর যে, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের (সা.) সাথে বিরুদ্ধাচরণ করো এবং রাসূলকে (সা.) মিথ্যা প্রতিপন্ন কর– তবে, উক্ত কাফিরদের ন্যায় তোমাদেরকেও হত্যা এবং দেশান্তরিত হওয়ার শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

মূলতঃ চিন্তা গবেষণারই নাম 'কিয়াস'। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার রাসূলের (সা.) বিরুদ্ধাচরণ হলো কারণ(علت) এবং শাস্তি হলো হুকুম যা পূর্ববর্তী কাফিরদের নিকট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ঐসব লোকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে যাদের মধ্যে ঐ বিরুদ্ধাচরনের কারণ পাওয়া যাবে।[৭০] অনুরূপভাবে বা মদ (خمر) হারাম হওয়ার হুকুমও এটি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাতে মাদকতার কারণ পাওয়া যাবে।[৭১]

কিয়াস দ্বারা শার'ঈ বিধান উদ্ভাবন

ইসলামী আইন তত্ত্ববিদগণ (أصوليين) কিয়াস-এর মাধ্যমে শার'ঈ বিধান উদ্ভাবনে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা জানা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. 'ইল্লাত (علة),[৭২] ২. কারণ (سبب),[৭৩] ৩. শর্ত (شرط)[৭৪] এবং ৪. 'আলামত (علامة)[৭৫]।

---

৭০. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-২৬৩।

৭১. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬০। মদ (خمر) হারাম হওয়া সম্পর্কে আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ভিত্তি স্বরূপ :

إنما الخمروا الميسر والانصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ـ

" হে ঈমানদার গণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক সমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্যের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হও।" দ্র. সূরা আল মায়েদা, ৫: ৯০।

৭২. আভিধানিক অর্থে 'ইল্লাত হচ্ছে এমন কোন আনুসাঙ্গিক অবস্থা (عارض) যা বস্তুর মধ্যে (محل) গুণগত (وصف) পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যেমন– রোগ একটি মানুষের আনুসঙ্গিক সাময়িক অবস্থা যা মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং এজন্য তাকে 'ইল্লত বলে। ফকীগণের পরিভাষায় যে (عارض আনুসাঙ্গিক বিষয়)-এর উপস্থিতিকালে হুকুম বা বিধানের স্থিতি হয় তাকে 'ইল্লাত' বলে।

ফকীহ্‌দের ভাষায় এর সংজ্ঞা হচ্ছে : ماشرع الحكم عند وجوده (العارض) لابه

"যার অস্তিত্বের কালে (কারণে নয়) হুকুমের বিধান (সেই হচ্ছে علة)

এর দ্বিতীয় সংজ্ঞা হচ্ছে : ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء

"হুকুম নির্ধারণ যার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত করা যায় (তাকেই বলে 'ইল্লাত)।

দ্র. শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা; প্রাগুক্ত পৃ. ৯৪; *আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩; কিতাবুল তাহকীক, পৃ. ২২৬।

৭৩. আরবীতে 'সাবাব' বা কারণের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন রাস্তা বা পদ্ধতি যা গন্তব্যে পৌছে যায়। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইস্তিহ্সান (ألإستحسان)

স্থান-কালের প্রেক্ষিতে মানব কেবল বিধিবদ্ধ কতকগুলো আইন দ্বারাই মানুষের সামগ্রিক ও সর্বপ্রকারের প্রয়োজন পূরণ হয় না। সমাজে যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি নিত্য নতুন প্রয়োজন ও সমস্যাও দেখা দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ফকীহ্গণ প্রয়োজনকে মানদণ্ড নির্ধারণ করে হুকুম উদ্ভাবন করে থাকেন। অকল্যাণকে পরিহার করে কল্যাণকরকে অবলম্বন করেন, যা মূলতঃ ইসলামী শারী'আহর পরম উদ্দেশ্য। আর এ' দৃষ্টিকোণ থেকেই ইস্তিহ্সান ((Jurist equity)-এর উদ্ভব ঘটে এবং ইস্তিহ্সান শার'ঈ আহকামের (لاحكام الشريعة) অন্যতম উৎস রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

"আর আমি তাকে (ذو القرنين -কে) সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলাম।" (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৮৪) অর্থাৎ এমন সব কিছু দান করেছিলাম যা তাকে শাসন কর্তৃত্বে (গন্তব্যে) পৌছিয়ে দিয়েছিল। ফিক্হের পরিভাষায় বলা হয় : ما يكون طريقا الى الحكم "যে পথে হুকুমে পৌছানো যায়, তাকে সবাব বলা হয়।'

উল্লেখ্য, (ক) পথ এবং (খ) পথ চলা, এ দুটি আলাদা ব্যাপার। পথ হচ্ছে سبب, চলা হচ্ছে علة। গন্তব্যে পৌছে যাবার সম্পর্ক হচ্ছে চলার সাথে। সরাসরি পথের সাথে নয়; বরং পথ চলার মাধ্যমে। কুয়া থেকে পানি তুলতে হবে, তজ্জন্য দরকার কুয়া, বালতি আর রশি- এইগুলি হচ্ছে سبب কিন্তু পানি উঠানোর সম্পর্ক হবে মানুষের কাজের (ইল্লাত) সাথে, রশি, বালতির (সাবাব) সাথে সম্পর্ক সরাসরি নয়, বরং মানুষের কাজের (ইল্লাত) মাধ্যমে। তাই ফিক্হবিদগণ বলেন,

كل ما كان طريقا الى الحكم بواسطة يسمى له سببا ويسمى الواسطة علة ـ

"কোন মাধ্যমের সহায়তায় হুকুম পর্যন্ত পৌছার যে পথ তা হচ্ছে কারণ (سبب) এবং মাধ্যমটিই ইল্লাত।

দ্র. *উসূলুশ শাশী*, পৃ. ৯৬, হুসামী, পৃ. ১২৯; কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২২৬; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১১৩।

৭৪. তিন. শর্ত (الشرط) : আভিধানিক অর্থে শর্ত এমন একটি অবস্থা, যার ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে হুকুমের অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল হয়, তাকে ফিক্হের পরিভাষায় বলা হয় শর্ত যেমন, ما يضاف الحكم اليه وجودا عنده

"শর্ত এমন একটি বস্তু, যার অস্তিত্বের সাথে হুকুমের অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয়।" ফকীহ্দের একটি মন্তব্য এই :

الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه

"হুকুম তার সাবাব -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়, 'ইল্লাতের মাধ্যমে হুকুম প্রমাণিত হয় এবং শর্তের অস্তিত্বের সাথে হুকুম স্থির হয়।"

দ্র. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২৭৪; উসূলুশ শাশী, পৃ. ৯৬; মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমিও বিন্যাস, পৃ. ১২৩-১২৪।

৭৫. 'আলামাত মানে নিশান। যেমন- মিনার হয় মসজিদের নিশান। ফিক্হের পরিভাষায় হুকুমের অস্তিত্বের সন্ধান প্রদানকারী বিষয়টি 'আলামত বলা হয়।

ফকীহ্দের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

هى (علامة) ما يعرف وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده ولا وجوبه ـ "যে জিনিসটি হুকুমের অস্তিত্বের সন্ধান দেয় কিন্তু হুকুমের স্থিতি প্রমাণের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না তাকে আলামত বলে।"

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৪; কিতাবুত-তাহকীক, পৃ. ২৭৯; উসূলুশ শাশী, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইস্তিহসান হচ্ছে কিয়াস পরিহার করে জন কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান অবলম্বন করা।[৭৬]বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও সাধাণ মানুষ নির্বিশেষে যেখানে সম্পৃক্ত ও সমস্যার সম্মুখীন, সেখানে সহজতা অবলম্ব করাই হচ্ছে ইস্তিহহান।[৭৭]

এ সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -[৭৮]

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ বিধান চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন বিধান চান না।

স্বয়ং নবী করীম (সা.) হযরত 'আলী ও মু'আয (রা.) কে বলেছিলেন,

---

৭৬. দ্র. আল মাবসূত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৭৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি, বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯। কুর'আন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে ইস্‌তিহ্‌সানের সমর্থন পাওয়া যায়। যথা–

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ "–আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও, যারা (আমার) বাণী শোনে, অতঃপর "আহ্‌সান" (উৎকৃষ্ট) গুলির অনুসরণ করে।" সূরা- যুমার, ৩৯ : ১৭-১৮।

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا - মূসা (আ) -কে কিতাব প্রদানের পর আল্লাহ্ (কুরআনে বর্ণিত) এই আদেশ দিচ্ছেনঃ "নিজের জাতিকে "আহ্‌সান' (উৎকৃষ্ট) আহ্‌কামগুলো গ্রহণের হুকুম দিয়ে দাও।" সূরা- আ'রাফ, ৭ : ১৪৫।

ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োজন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - "–আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি। সূরা- হাজ্জ, ২:৭৮।

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "–আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কঠিন ও ক্লেশকতর তা চান না।" সূরা- বাকারা, ২ : ১৮৫।

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا "–আল্লাহ্ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপাতে চান না।" সূরা- বাকারা, ২: ২৮৬।

ইস্‌তিহ্‌সান নীতির পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن - "–মুসলিমগণ যা ভালো (কল্যাণকর) মনে করে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা ভালো।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণিত মওকূফ হাদীসে ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিভঙ্গী সুপ্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

خير دينكم اليسر- (الحديث) "তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজসাধ্যতা।" দ্বীনকে সহজ করা সম্পর্কে আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে হিদায়াত দেন তা উপরে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যতগুলো উক্তি আছে তা সবই ইস্‌তিহ্‌সানের অনুকূল।

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

৭৮. *আল কুর'আন*, সূরা বাকারা, ২: ১৮২। হাদীসের ভাষায় : (خير دينكم اليسر) "–তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজ সাধ্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

يسروا ولا تعسروا اقربا ولا تنفرا ـ[৭৯]

"তুমি লোকদের জন্য সহজতার ব্যবস্থা করবে, তাদেরকে দুর্বিসহ ও কঠিন অবস্থায় ফেলবে না, লোকদেরকে কাছে টেনে আনবে, তাদেরকে ভীতশ্রদ্ধ আস্থাহীন বানাবে না।

গ্রীক স্টাইলে Epickeia ও রোমান আইনে Aequita নামে যে নিয়ম-বিধির সন্ধান পাওয়া যায়, তা এ পর্যায়েরই ব্যবস্থা। অধুনা ইউরোপীয় আইন দর্শনে Natural justice বলতে যা বুঝানো হয়, ইসলামী শারী'আতে তাই হলো ইস্তিহসান।[৮০]

ইসতিহ্সান সম্পর্কে মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

Istihsan or Equity in Islamic Law : The title I have chosen for this chapter draws an obvious parallel between equity and istishsan which should be explained, for although they bear a close similarity to one another, the two are not identical, 'Equity' is a Western legal concept which is grounded in the idea of fairness and conscience and derives legitimacy from a belief in natural rights or justice beyond positive law. Istihsan in Islamic law and equity in Western law, are both inspired by the principle of fairness and conscience and both authorise departure from a rule of positive law when its enforcement leads to unfair results.

---

৭৯. আল হাদীস।

৮০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামী শরী'আতের উৎস (ঢাকা : খায়রুন্ন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ প্রকাশকাল– ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৩২-৩৩। হানাফী ফিকাহবিদগণই ইস্তিহসানকে শরীয়তের মসলা নির্ধারণে প্রয়োগ করেছেন অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশী। মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবে এত নাম নিয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি তারাও এটির প্রয়োগ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ এর ভিত্তিতে শরীয়াতে কোন দলীল পেশ করাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَنْ إسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ ইমাম শাফি'ঈর এই কথাটির মূলে রয়েছে তার এই ধারণা যে, ইস্তিহসানটা বুঝি মুজতাহিদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-কল্পনা প্রসূত ব্যাপার এবং তার পিছনে কোন শরীয়তী দলীল নেই। এ-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো তার প্রতি কোন আস্থাই স্থাপন করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আসল কথা হলো– গ্রহণযোগ্য ও গ্রহণীয় ইস্তিহসান তো তা-ই যা কোন দলীলের উপর ভিত্তিশীল। যদিও তা এমন 'কিয়াস' এর বিপরীত যার কারণটি প্রকাশমান। এরূপ إسْتِحْسَان গ্রহণ ও গণ্য করা এবং এর ভিত্তিতে শরীয়তী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে জায়েয, রাসূল (সা.) বলেন,

الا ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا اعباد الله عباده الله فان المنبت
لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ـ

আর সত্যি কথা হচ্ছে إسْتِحْسَان মূলত এমন একটা নিয়ম-পদ্ধতি যা সব রকমের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা দূরীভূত করে দেয়। একারণেই ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন,

إسْتِحْسَان تسعة أعْشَار العلم অর্থাৎ– إسْتِحْسَان শরীয়াতী জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ।

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

The main difference between them is, however, to be sought in the overall reliance of equity on the concept of natural law and of istihsan on the underlying values and principles of the Shari'ah. But this difference need not be overemphasised if one bears in mind the convergence of values between the Shari'ah and natural. Istihsan is an important branch of ijtihad and has played a prominent role in the adaptation of Islamic law to the changing needs of society. It has provided Islamic law with the necessary means with which to encourage flexibility and growth. [81]

ইস্তিহ্সান (إستحسان)[৮২] -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : "কোন জিনিসকে ভালো মনে করা।" (عد الشئ حسنا)

---

৮১. Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprrudence. Ibid. P. 245-246.

৮২. এ' প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ্যণীয় : এই প্রক্রিয়ার অনুসারিগণ ইহার সমর্থনে কুর'আন (৩৯ ঃ ১৮,৫৫), হাদীস (মা রাআহুল-মুসলিমুনা হাসানান ফাহুয়া 'ইন্দাল্লাহি হাসানুন) ও ইজমা' প্রভৃতি যাহা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তিতে তাহার গুরুত্ব বিশেষ কিছুই থাকে না। কাজেই উহাদের আলোচনা নিস্প্রয়োজন। যাহা হউক, ইস্তিহ্সানের ইঙ্গিত হাদীসে (যথা- বুখারী, ওয়াসায়া, বাব ৮) পাওয়া যায়। হাদীসটি এই, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) কে কিছু সামগ্রী দান করেন এবং বলেন, "হে হাকীম, দুনিয়ার এই সামগ্রী নিঃসন্দেহে নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। তবে যে ব্যক্তি অন্তরকে দানপ্রবণ রাখিয়া উহা গ্রহণ করে, তাহার জন্য উহাতে বরকত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরে লোভ রাখিয়া উহা গ্রহণ করে তাহার জন্য উহাতে বরকত হয় না এবং তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত, যে শুধু খাইতেই থাকে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর দেখ, দান গ্রহণের হাত হইতে দান প্রদানের হাত শ্রেষ্ঠ।" তখন হাকীম (রা.) বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পরে আমি কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা.) -এর অন্তর্ধানের পর আবূ বাক্র (রা.) এই সাহাবীকে তাঁহার প্রাপ্য দিতে চাহিলে তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি 'উমার (রা.) –এর নিকট হইতেও নিজ প্রাপ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন 'উমার (রা.) ঘোষণা করেন, "হে মুসলিমগণ! এই গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) এ আল্লাহ হাকীমের জন্য যে প্রাপ্য হাক্ক বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা আমি হাকীমকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে।" এই ব্যাপারে হাকীম (রা.) -এর আচরণ ইস্তিহ্সানের পর্যায়ে পড়িতে পারে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) যে সকল বিষয় সম্পর্কে হাদীসে কোন সুস্পষ্ট দলীল পান নাই সেইগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে ইস্তিহ্সান শব্দটি ব্যবহার করেন (ইবনু'ল-কাসিম, মুদাওওয়ানা, কায়রো ১৩২৩ হি., ১৬খ, ২১৭)। প্রায় একই সময়ে আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮) বলেন, "এই বিষয়ে কিয়াস অনুসরণে কোন না কোন বিধান দেওয়া (ইস্তিহ্সানতু) শ্রেয় মনে করিয়াছি" (কিতাবুল খারাজ, বুলাক ১৩০২ হি. পৃ. ১১৭)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাধারণ পদ্ধতির (কিয়াসের) সহিত ইস্তিহ্সানের পার্থক্য এইভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে কোন বিধান কিয়াসের চাহিদা হইতে পৃথক হইলে তাহাকে ইস্তিহ্সান ও ইস্তিস্লাহ বলা হইত।

উসূল ফিক্হ্ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফি'ঈ নীতিগতভাবে ইস্তিহ্সান পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করেন। তাঁহার আশংকা ছিল যে, বিধান দানের ব্যাপারে যথারীতি নিরাপদ ও সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতির বাহিরে চলিয়া গেলে যথেচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হইবে। তিনি বলিতেন, "হযরত (সা.)-এর যে জ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, তাঁহার পর সে জ্ঞান-ভাণ্ডার ছাড়াইয়া কোন বিধান দেওয়ার অনুমতি আল্লাহ্ কাহাকেও দেন নাই (রিসালাত, বূলাক ১৩২১ হি., পৃ. ৭০)। যদি কেহ এতদ্সত্ত্বেও ইস্তিহ্সান ব্যবহার করে, সে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক আল্লাহর কাজে জোড়াতালির ব্যবস্থা করে।"

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আইন তত্ত্ববিদ মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

Istihsan literally means 'to approve, or to deem something preferable.' It is a derivation from hasuna, which means being good or beautiful. In its juristic sense, istihsan is a method of exercising personal opinion in order to avoid any rigidity and unfairness that might result from the literal enforcement of the existing law. 'Juristic preference' is a fitting description of istihasan, as it involves setting aside an established analogy in favour of an alternative ruling, which serves the ideals of justice and public interest in a better way.[83]

ইস্‌তিহ্‌সান নীতির সমর্থকবৃন্দ প্রধানত হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাঁহার অর্থাৎ বায়দাবী (মৃ. ১০৮৯ খ্রী.), সারাখ্‌সী (মৃ. ১০৯০ খ্রী.), নাসাফী (মৃ. ১৩১০ খ্রী.), হইতে শুরু করিয়া বাহ্‌রুল 'উলূম (মৃ. ১৮১০ খ্রী.), পর্যন্ত বহু 'আলিম এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, "ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বশে বা যথাবিধি চিন্তা চর্চা না করিয়া ইস্‌তিহ্‌সান গ্রহণ করা হয় না। বরং শারীআতে প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী নিছক বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় ইহা অবলম্বন করা হয়। ইহা একটি প্রচ্ছন্ন (খাফী) কি'য়াস, বাহ্য দৃষ্টিতে কিয়াসের অনুসিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা সহজাত অবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়। ইহা ঠিক নহে যে, তাখ্‌সীসের নীতি হইতে ইস্‌তিহ্‌সানের উৎপত্তি হয়। এবং এইভাবে উহাকে সঠিক কিয়াসের আওতায় আনয়ন করা যাইতে পারে। ইহা বাস্তবিকপক্ষে এই সংকীর্ণ গণ্ডীর বহির্ভূত। সুতরাং ইহাকে একটি বিশেষ প্রকারের অনুসিদ্ধান্তরূপে গণ্য করিতে হইবে। সযত্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্যান্য মায্‌হাবের প্রবক্তাগণও হানাফীদের বর্ণিত ইস্‌তিহ্‌সান ব্যবহার করিয়া থাকেন। কার্যত ইহা সকল আইনবেত্তারই সাধারণ অধিকার। আল-হুমাম (মৃ. ১৪৫৭ খ্রী.) ইব্‌ন আমীরি'ল-হাজ্জ (১৪৭৪ খ্রী.), বিহারী (১৭০৮ খ্রী.) বাহ্‌রুল-'উলূম (১৮১০ খ্রী.) প্রমুখ পরবর্তীকালীন হানাফী 'আলিমগণ যেইরূপ সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা বস্তুত একমত হইতে পারি। ইহার নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না থাকায় চিন্তা ধারার এই পদ্ধতি প্রথমে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিলেও ইহাকে 'ইল্‌ম উসূলি'ল-ফিক্‌হে বিধান নির্ণয়ের বিবেক সম্মত পদ্ধতির একটি ধাপরূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার প্রয়োগের সম্ভাবনা কয়েকটি নির্ভুলরূপে নির্ধারণযোগ্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

৮৩ . Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence,* Ibid, P- 245-46. ইস্তিহসান, রায়, কিয়াস তথা কিয়াসে জালী এবং কিয়াসে খাফী-এর মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় :

Istihsan is closely related to both ra'y and analogical reasoning. As already stated, istihsan usually involves a departure from qiyas in the first place and then the departure in question often means giving preference to one qiyas over another. Broadly speaking, qiyas is the logical extension of an original ruling of the Qur'an and the Sunnah (or even ijma') to a similar case for which no direct ruling can be found in these sources. Qiyas in this way extends the ratio legis of the divine revelation through the exercise of human reasoning.

Qiyas Jali, or 'obvious analogy', is a straightforward qiyas, which is easily intelligible to the mind. An oft-quoted example of this is the analogy between wine and another intoxicant, say a herbal drink, both of which have in common the effective cause ('illah) of being intoxicating. Hence the prohibition concerning wine is analogically extended to the intoxicant in question. But qiyas khafi, or 'hidden analogy' is a more subtle form of analogy in the sense that it is not obvious to the naked eye but is intelligible only through reflection and deeper

Dhaka University Institutional Repository

উসূলবিদগণ ইস্তিহসান (استحسان) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বক্তব্য পেশ করেছেন।[৮৪] যেমন :

(১) قطع المسئلة عن نظائرها بما هو اقوى ـ [৮৫]

"–ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে : কোন বিষয়ের হুকুমকে উহার সাদৃশ্যসমূহ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির

ভিত্তিতে আলাদা করে নেওয়া।"

(২) العدول عن قياس الى قياس اقوى ـ [৮৬]

(২) "–ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে : এক কিয়াস পরিত্যাগ করে তার চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত কিয়াস অবলম্বন করা"

(৩) العدول فى مسئلة من مثل ما حكم به فى نظائرها الى خلافه بوجه هو اقوى [৮৭]

"–কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে নজীরসমূহের ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, অধিকতর যৌক্তিক কারণে তাকে বাদ দিয়ে বিপরীত হুকুম দেয়া।"

(৪) الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس ـ [৮৮]

"–ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে কিয়াস পরিহার করে মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অধিকতর সংগতিপূর্ণ বিষয় তথা বিধান গ্রহণ করা।"

(৫)الاستحسان طلب السهولة فى الاحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام ـ [৮৯]

---

thought. Qiyas khafi, which is also called istihsan or qiyas mustahsan (preferred qiyas) is stronger and more effective in repelling hardship than qiyas jali, presumably because it is arrived at not through superficial observation of similitudes, but through deeper reflection and analysis.

Cf: Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic jurispruudence, Ibid, P-251-253.

৮৪. দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৫০-১৫৩।

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯ হতে উদ্ধৃত ; কিতাবুত তাহকীক।

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯ হতে উদ্ধৃত ; *মিনহাজুল উসূল*।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬। উপরোক্ত সংজ্ঞা ছাড়াও ইস্তিহসান-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা গুলোও প্রযোজ্য।

الأخذ بالسماح وابتغاء ما فيه الراحة ـ "–ব্যাপকতা অবলম্বন করা এবং যাতে স্বস্তি আছে তার তালাশের নাম ইস্‌তিহ্‌সান।"

الاخذ بالسعة وابتغاء الدعة ـ "–প্রশস্ততা (উদারতা) অবলম্বন করা এবং প্রসারতা তালাশ করাকে ইস্‌তিহ্‌সান বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"–বিশেষ এবং সাধারণ নির্বিশেষে যে সমস্ত ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে বিধান দানের ক্ষেত্রে "সহজতা" (سهولة) অনুসন্ধানের নাম হচ্ছে ইস্তিহ্সান।"

মূলতঃ উল্লেখিত সংজ্ঞা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত যে, ইসলামী শারী'আহর কোন বিধান জারি করারক্ষেত্রে কাঠিন্যকে পরিহার করে সেক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৯০]

আল ইস্তিহ্সান এর বিভিন্ন রূপ

যে সকল দলীলের ভিত্তিতে ইস্তিহসানকে শারী'আতের উৎস রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তা বিভিন্ন রূপ হওয়ার কারণে মূল استحسان টিও বিভিন্নরূপে বিভক্ত। যথা :

(১) নাস (نص) ভিত্তিক

কোন অকাট্য স্পষ্ট দলীলের (نص) ভিত্তিতে ইস্তিহসান। যেমন : শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি। কেননা, কিয়াস এটির যথার্থতা ও বাস্তবতা স্বীকার করে না। কারণ, মুনাফা নিত্য নতুন রূপ ধারণ করে থাকে। কিন্তু, ইস্তিহসান-এর ভিত্তিতে একাজটিকে বৈধ (جائز) ঘোষণা করা হয়েছে।[৯১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اعطو الاجير أجرتة قبل ان يجف عرقه

(২) ইজমা' (إجماع) ভিত্তিক

ইজমা'র ভিত্তিতে গৃহীত ইস্তিহ্সান। যেমন– কোন কাজ করার জন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। যদিও মূল চুক্তিটি যে কাজের উপর সে কাজটি চুক্তিকালীন সময় ছিল অনুপস্থিত ও অস্তিত্বহীন। কিন্তু, ফিক্হবিদগণ বিশেষ বিবেচনায় এই চুক্তি জায়েয বলেছেন।[৯২]

هو العدول عن قياس وصحت علته الى قياس خفيت علته اولى دليل أخر ـ অর্থাৎ– কিয়াসের একটা নির্দিষ্ট কারণ বাদ দিয়ে قياس এরই অপর একটি কারনের দিকে কিংবা অপর কোন দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

هو عدول المجتهد عن حكم كلى الى حكم استثنائى لدليل رجح لديه هذا العدول ـ অর্থাৎ– একটি সামগ্রিক হুকুম বাদ দিয়ে এমন কোন দলীলে ভিত্তিতে কোন ব্যতিক্রমধর্মী হুকুমের দিকে মুজতাহিদের প্রত্যাবর্তন করা যা এই প্রত্যাবর্তনকে তার নিকট অগ্রাধিকারী বানায়ে দিয়েছে তাকেই ইস্তিহসান বলে।

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০ হতে উদ্ধৃত ; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের* উৎস, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩১-১৩২।

৯১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শারীয়াতের* উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

৯২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪; *ইসলামী শরীয়াতের* উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) 'উরূপ' (عرف) বা রেওয়াজ (رواج) ভিত্তিক

প্রচলনের (عــرف) ভিত্তিতে গৃহীত ইস্তিহাসান । প্রকৃত জিনিষ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি করা। এ রকম চুক্তির রেওয়াজ বা প্রচলন রয়েছে। এটা এজন্য যেন পরে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়।[৯৩]

(৪) জরুরত (ضــرورة) ভিত্তিক ঃ জরুরত এর (প্রয়োজন) ভিত্তিতে গৃহীত ইস্তিহসান। যেমন : যে সব পাখি পা দিয়ে ছিড়ে আহার খায়, তার খাদ্যাবশিষ্টকে পবিত্র মনে করা– যদিও সে পাখি নাপাক (অপবিত্র) জিনিষ খায়।[৯৪]

(৫) মুসলাহাত ভিত্তিক

(বিশেষ কল্যাণ) বিবেচনায় গৃহীত ইস্তিহসান। যেমন : কারিগরকে জিনিষ-পত্রের জন্য দায়ী করা। কারণ, শারী'আতের সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে : ان الـامــيــن لا يــضــمن অর্থাৎ- আমানতদারকে আমানতী জিনিষের ব্যাপারে দায়ী করা যায় না।[৯৫]

ইস্‌তিহ্‌সান-এর প্রকরণ

ইস্‌তিহ্‌সান চার প্রকার। যথা :

১. ইস্‌তিহ্‌সানে সুন্নাত। যেমন : বাই'-সালাম (بـيـع سـلام)

২. ইস্‌তিহ্‌সানে ইজ্‌মা। যেমন : মূল্য স্থির হওয়ার পর জুতার অর্ডার দেয়া।

৩. ইস্‌তিহ্‌সানে যরূরত। যেমন : ধোপা, রঞ্জক, দরজী-এ সকল ব্যক্তির হাতে বস্তু নষ্ট হলে তার জরিমানা দেয়া।

৪. ইস্‌তিহ্‌সানে কিয়াসী। যেমন : ঋণ দাতার কাছে ঋণ গ্রহিতার দেয়া জামানত নষ্ট হলে ঋণদাতাকে তার ক্ষতিপূরণ না দেয়া।[৯৬]

---

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

৯৬. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة)

মাসালিহ (مصالح) শব্দটি 'মুসলিহাত' (مصلحة) শব্দের বহুবচন। 'মুসলিহাত'[৯৭]-এর অর্থ হচ্ছে : কল্যাণ তথা জনকল্যাণ। এটি এমন প্রত্যেকটি কল্যাণকে বুঝায় যে বিষয়ে শারী'আত প্রণেতার পক্ষ হতে এমন কোন অকাট্য স্পষ্ট কিংবা এমন কোন 'মূলও (أصل) নেই, যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ কোন না কোন কল্যাণ অথবা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার। ফকীহ্গণ মুসলিহাত গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৯৮]

সাহাবা কিরাম (রা.) ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহুসংখক মুজতাহিদ এই মুসলিহাত مصلحات অনুযায়ী বহু আমল করেছেন। তারা মুসলিহাতকে গ্রহণ করতে গিয়ে কিয়াসকে পরিহার ও করেছেন।[৯৯]

কিয়াস পরিত্যাগের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইস্তিহ্সান ও ইস্তিসলাহ –এর মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পার্থক্য অনুসন্ধান করিতে গেলে ইস্তিস্লাহের যে ভিত্তি পাওয়া যায় তাহা হইল "মাস্লাহাত" অর্থাৎ কল্যাণ বা জনকল্যাণ। বলা হইয়া থাকে যে, ইস্তিহ্সান (যাহার ভিত্তি হইতেছে "উত্তম নির্ধারণ") অপেক্ষা ইস্তিসলাহ এর অধিকতর ব্যাপক।

দ্র.*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।

৯৮. সাহাবা কিরামের (রা.) যুগে 'মাসালিহ মুরসালা' (مصالح مرسلة)-এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন–

(১) কুর'আন মাজীদ লিপিবদ্ধ করণ।

(২) খিলাফতের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ।

(৩) রাষ্ট্রীয় কর্মের জন্য বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি।

(৪) কারাগার স্থাপন।

(৫) জুমু'আর নামাযের জন্য নতুন আযান প্রচলন (বর্তমানে প্রথম আযান)।

(৬) মাসজিদে নববীতে স্থান সংকুলানের জন্য সংলগ্ন ভূমি ওয়াকফের বিধান।

মালিকী মাযহাব এবং অন্য তিনটি মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ্গণ ও খাওয়ারিজ মতাবলম্বীরা [illegible] করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো মূলতঃ মুসলিহাতের ভিত্তিতেই করা হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত ও ছিল না। কিংবা কোন নসও (نص) বিদ্যমান ছিল না। উপযুক্ত বিধানগুলো দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, মাসালিহ এর বিবেচনায় বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; *মিনহাজুল উসূল, হাশিয়া, আততাকবীর ওয়াত তাহজীর*, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৯।

৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরী'য়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬। জাহেরীয়া, শীয়া, জাফরীয়া ও অপর কোন কোন ফিকাহবিদ 'মুসলিহাত' গ্রহণে আপত্তি উথাপন করেছেন। তাদের বক্তব্য হল, শরীয়তে এভাবে مصلحات গ্রহনের অবাধ সুযোগ থাকলে একদিকে স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে প্রভাব ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকেরা এই নীতির আড়ালে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করার সুযোগ পাবে। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহগণ ইসতিসলাহ (استصلاح) বা মাসালিহ মুরসালাহকে (مصالح مرسلة) বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

(১) "নিছক প্রয়োজন ও সুবিধার ভিত্তিতে আহকাম উদ্ভাবন করার নাম ইত্‌তিস্‌লাহ্‌ (استصلاح) বা মাসালিহ মুর্‌সালা (مصالح مرسلة)।"

(২) بناء الاحكام الفقهية على المقتضى المصالح المرسلة ـ[১০০]

"বিবিধ মাসলাহাত বা কল্যাণ এর চাহিদা অনুযায়ী ফিক্‌হী আহকামের ভিত্তি স্থাপন এর নাম হচ্ছে ইসতিসলাহ।"

(৩) المصالح المرسلة هى التى لا يشهد لها اصل فى الشرع بالإعتبار ولا بالالغاء وان كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول ـ[১০১]

"মাসালিহ মুরসালা (مصالح مرسلة) বলতে এমন সব ব্যাপারকে বোঝায় যার বিবেচনার পক্ষে শারী'আতের কোন আসল (মৌল-নীতি) সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে নাকচ করার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয় না, অথচ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ব্যাপারগুলিকে গ্রহণ করে।

(৪) المصالح المرسلة وهى التى لم يشهد لها اصل شرعى من نص او اجماع لابالاعتبار ولابالالغاء ـ[১০২]

"মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسلة) হচ্ছে এমন সব ব্যাপার যার বিবেচনার পক্ষে শারী'আতের কোন নাস (কুর'আন বা হাদীসের কোন স্পষ্ট বক্তব্য) কিংবা ইজমা' যেমন সাক্ষ্য দেয় না, আবার নাকচ করে দেয়ার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয় না।"

প্রসংগতঃ প্রয়োজন ও কল্যাণের ভিত্তিতে ইতিহ্‌সানের, ক্ষেত্রে যেভাবে হুকুম উদ্ভাবন করে থাকে, ইস্‌তিস্‌লাহ্‌-এর ক্ষেত্রে তার পরিসর আরো ব্যাপক। সুতরাং এদিক থেকে বলা যায় যে, ইস্‌তিহ্‌সান অপেক্ষা ইত্‌তিস্‌লাহের ক্ষেত্র ব্যাপকতর।[১০৩]

---

১০০. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পট ভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪; *আল মাওয়াফিকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

১০২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

১০৩. এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধান যোগ্য:

المصلحة المرسلة كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع ـ مناسبة لمقاصده ، لا يشهد لها بالإعتبار او الإلغاء اصل محدد مثل عقد الإستصناع، كان تبرم عقداً مع شخص ليصنع لك شيئا غير موجود حالة العقد، فالمعهود من تصرفات الشارع انه لم يعتبر فى العقود الصحة إلا إذا كانت عقوداً على شيء معلوم يمكن تسليمه، والاستصناع عبارة عن شيء غير موجود، ولكن المصلحة فيه للناس ظاهرة ولأن المنع منه يفوت عليهم هذه المصالح فان الشارع اعتبره، وكذلك بالنسبة لعقود المراضاة والمعاطاة فإنها لحاجة الناس إليها، ولأنها محققة لمصالحهم تجاوز بعض العلماء عن شرط الإيجاب والقبول فيها ـ

Dhaka University Institutional Repository

মাসালিহ সম্পর্কে বিশিষ্ট আইন তত্ত্ববিদ মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

Literally, maslahah means 'benefit' or 'interest', When it is qualified as maslahah mursalah. however, it refers to unrestricted public interest in the sense of its not having been regulated by the Law giver insofar as no textual authority can be found on its validity or otherwise. It is synonymous with istislah and is occasionally referred to as maslahah mutlaqah on account of its being undefined by the established rules of the Shari'ah.

The ulema are in agreement that istislah is not a proof in respect of devotional matters ('ibadat) and the specific injunctions of the Shariah (muqaddarat). Thus the nusus regarding the prescribed penalties (hudud) and penances (kaffarat), the fixed entitlements in inheritance (afraid) the specified periods of 'iddah which the divorced women must observe and such other ahkam which are clear and decisive fall outside the scope of istislah. Since the precise values and causes of 'ibadat cannot be ascertained by the human intellect, ijtihad, be it in the form of istislah, juristic preference (istihsan) or qiyas does not apply to them. Furthermore, with regard to 'ibadat and other clear injunctions, the believer is duty-bound to follow them as they are. But outside these areas, the majority of ulema have validated reliance on istislah as a proof of Shari'ah in its own right.[104]

মাসালিহে মুরসালার শর্তাবলী

ইসলামী আইনশাস্ত্রবীদগণ 'মাসালিহ মুরসালাহকে' (المصالح المرسلة) প্রয়োগের জন্য কতিপয় শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন। আর তা নিম্নরূপ :

১. শারী'আতে যেসব কল্যাণ বিবেচনার ব্যবস্থা রয়েছে, ইস্তিস্লাহের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য কল্যাণসমূহ উহাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।[১০৫]

দ্র. ড. তাহাজাবির আল আলওয়ানী, *আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

১০৪ . Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic J urisprudencl*, Ibid, P.

১০৫. অর্থাৎ কুল্লিয়াতে খামসা তথা দ্বীন সংরক্ষণ (حفظ الدين) জীবন, সংরক্ষণ (حفظ العقل), বুদ্ধি সংরক্ষণ (حفظ النسل) ও সম্পদ সংরক্ষণ (حفظ المال)-এর প্রয়োজনগুলির মধ্য থেকে কোনটির সাথে তাদের সাদৃশ্য থাকতে হবে।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫; আল মাওয়াকিফাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. যে কল্যাণ (মাসলাহাত)-এর বিবেচনায় ইস্‌তিস্‌লাহ্ নীতির ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে অর্জিত হওয়া, অনিশ্চিত কল্যাণের ক্ষেত্রে ইস্‌তিস্‌লাহ্ প্রয়োগ যোগ্য নয়।

৩. এই মাসালিহ্ এর প্রয়োগ দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এর স্বরূপ পরিলক্ষিত হয় :

'কোন নীতি, যার প্রমাণ কোন نص এ পাওয়া যায় না, কিন্তু তা শরী'আতে প্রবর্তিত বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে নীতির মর্মকথা শরী'আতের দলীল-প্রমাণাদি থেকে গৃহীত, সে নীতির ভিত্তিতে বিধান (حكم) উদ্ভাবন প্রযোজ্য হবে এবং আশ্রয় গ্রহণ নীতিসিদ্ধ বা জায়েয হবে।[১০৬]

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

The masalih in general are divided into three, namely, the 'essentials' (daruriyyat), the 'complementary' (hajiyyat) and the 'embellishments' (tahsmiyyat). The Shariah in all of its parts aims at the realisation of one or the other of these masalih.

1) The maslahah must be genuine (haqiqiyyah) as opposed to a specious maslahah (maslahah wahmiyyah), which is not a proper ground for legislation.

2) The second condition is that the maslahah must be general (kullyyah) in that it secures benefit or prevents harm to the people as a whole and not to a particular person or group of persons.

3) Lastly, the maslahah must not be in conflict with a principle or value which is upheld by the nass or ijma.[১০৭]

---

১০৬. كل اصل شرعى لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع وماخوذا معناه من أدلة فهو صحيح بنى عليه ويرجع اليه
দ্র. ড. তাহা জাবির আল আল ওয়ানী, *আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি* ও *বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

১০৭. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence*, Ibid, P- 268-74.

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইস্তিদ্লাল (الإستدلال)

ইস্তিদ্লাল (إستدلال)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– দলীল (دليل) তলব করা, (إستصلاح) দলীল পেশ করা, দলীলের সাহায্যে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এটি ক্ষেত্র বিশেষ ইস্তিস্লাহের চাইতেও অধিক কার্যকর। একজন মুজ্তাহিদ ইজতিহাদ করার জন্য যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন, উহার প্রায় সবগুলিই এটির (ইস্তিদলাল) অন্তর্ভূক্ত।[১০৮]

---

১০৮. মুজতাহিদ ফকীহ্গণ ইস্তিদ্লালের কতিপয় রূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন

১. কল্যাণকর বস্তু মূলতঃ মুবাহ এবং ক্ষতিকর বস্তু মূলতঃ হারাম। কুর'আন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উহার প্রমাণ বহন করে।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْ أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ - "(হে রাসূল!) বলে দাও, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব ভূষণ ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকে হারাম করেছে? সূরা আ'রাফ, আয়াত-৩২।

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ -

"(রাসূল) তাদের (উম্মতের) জন্য সব পবিত্র জিনিস হালাল করেন এবং সব অপবিত্র জিনিস হারাম করেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭)

এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে সে সব ক্ষেত্রে যেখানে কুর'আন, সুন্নাহ্ ও ইজ্মা' কোন বস্তুর বৈধতা বা অবৈধতা সম্বন্ধে ফায়সালা দান করার ব্যাপারে নীরব থাকে।

২. দু'টি হুকুমের মধ্যে সম্পর্ক বহাল থাকা (التلازم بين الحكمين) : কোন বিশেষ 'ইল্লাত ছাড়াই একটি হুকুমকে অন্য হুকুমের সাথে সম্পর্কিত করা। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(ক) যে ব্যক্তি তালাক (طلاق) দিবার অধিকার প্রাপ্ত সে (ايلاء) (কসম করে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করা) করবারও অধিকারী। طلاق এবং ايلاء –উভয় কর্মের পরিণাম স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ অথবা সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। এদিক থেকে এ দু'টো ইতিবাচক হুকুমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

(খ) নিয়ত ছাড়া তায়াম্মুম শুদ্ধ নয়। কাজেই অযুও নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। এ দুটো নেতিবাচক হুকুমের মধ্যে تلازم বা বরাবরের সম্পর্ক হচ্ছে দুটোই আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য করা হয় এবং কতিপয় অবস্থায় তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়।

(গ) ইতিবাচক প্রথম বাক্যটির সাথে নেতিবাচক দ্বিতীয় বাক্যটির تلازم অর্থাৎ বরাবরের সম্পর্ক, যথা ঃ যে বিষয়টি জায়েয, তা নিষিদ্ধ ও হারাম হতে পারে না।

(ঘ) প্রথমটি নেতিবাচক ও দ্বিতীয়টি ইতিবাচক বাক্যের মধ্যে হবে। যেমন, এ পদ্ধতিটি ঃ যা জায়েয নয় তা নিষিদ্ধ। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) উল্লেখিত যুক্তি প্রয়োগ পদ্ধতিকে যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছেন।

৩. **ইস্তিস্হাব-এ-হাল** : ফকীহ্দের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে নিম্নরূপ :

ما ثبت فى الزمن الماضى فالاصل بقاءه فى المستقبل -

"অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল, (বর্তমানেও) ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখাই নীতি।"

৪. ইস্তিদ্লালের পদ্ধতি ইস্তিক্রা (أستقراء) -এর ভিত্তিতে দলীলের অনুসন্ধান করা হয়। أستقراء দুই প্রকার :

Dhaka University Institutional Repository

আস-ইস্তিসহাব (أَلْإِسْتِصْحَابُ)

অতীতে ইসলামী শারী'আহ-এর যে হুকুম বা বিধান যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই বিধানকে ঠিক তেমনিভাবে অপরিবর্তিত ও অক্ষুণ্ন রাখাই হচ্ছে ইস্তিসহাব (إستصحاب)।[১০৯] আর উক্ত হুকুমকে কার্যকর ও অপরিবর্তিত বলে ততক্ষণ পর্যন্ত গণ্য করতে হবে, যতক্ষণ না এমন কোন দলীল পাওয়া যাবে যা সেটিকে পরিবর্তন করে দিবে কিংবা সেটিকে রদ করে দিবে।[১১০]

'ইস্তিস্হাব' (إستصحاب) সম্পর্কে মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

Literally, istishab means 'escorting' or 'companionship'. Technically, istishab denotes a rational proof, which may be employed in the absence of other indications; specifically, those facts, or rules of law and reason, whose existence or non-existence had been proven in the past, and which are

---

(ক) أستقراء تام অর্থাৎ পূর্ণ ইস্তিকরা যথা "পানি নিম্নগামী" এই কুল্লী (كلى = ব্যাপক) হুকুমটিতে উপনীত হবার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পানির পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পানির প্রত্যেকটি বিন্দু (جزئيات = অংশসমূহ) সাক্ষ্য দিয়েছে যে, পানির ধর্ম নিম্নগামী হওয়া। তদ্রূপ, ফকীহ্গণ শরী'আতের বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে দলীল অনুসন্ধানের (استدلال) ব্যাপারে ইস্তিকরা-এ-তাম্ম এর পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

(খ) অসম্পূর্ণ ইস্তিক্রা (أستقراء ناقص) : যেমন, ইমাম শাফিঈ' (র.) বলেন, বিতরের (وتر) নামায ওয়াজিব নয়। কারণ, সওয়ারী জন্তুর পিঠে চড়ে বিতর নামায পড়া যেতে পারে। আর সওয়ারী অবস্থায় যেসব নামায আদায় হয়ে যায় সেগুলি ওয়াজিব হবে না।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-৭১।

১০৯ .মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

এ' সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি প্রনিধানযোগ্য : ইস্তিস্হাব (إستصحاب) অর্থ যোগসূত্রের সন্ধান। ইহা যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শরী'আতের বিধান নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। শাফি'ঈ মায্হাবে ইহা বিশেষভাবে এবং হানাফী মায্হাবে সীমিতভাবে স্বীকৃত। পূর্ববর্তী কতিপয় অবস্থা সমষ্টির সহিত পরবর্তী কতক অবস্থা সমষ্টির সম্পর্ক অন্বেষণ এবং সম্পর্ক পাওয়া গেলে, যে বিধান পূর্ববর্তী অবস্থাদি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইত, তাহা পরবর্তী অবস্থাদিতেও প্রয়োগ করা– ইহাই ইস্তিস্হাবের উদ্দেশ্য। যেই সকল অবস্থায় কোন ফিক্হী বিধান দেওয়া হয়, সেই অবস্থাগুলির পরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান বলবৎ থাকিবে এই ফিক্হী নীতি ইস্তিস্হাবের ভিত্তি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে যদি কাহারও জীবন-মরণ সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তবে নিশ্চিতভাবে তাহার মৃত্যুর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে জীবিতই মনে করিতে হইবে এবং যে বিধান তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইত ইস্তিস্হাব নীতিতে তাহা এখনও বলবৎ থাকিবে। হানাফীগণ কেবল পূর্বে স্বীকৃত অধিকার রক্ষার বেলায়ই ইস্তিস্হাব –এর নীতি প্রয়োগ করেন। পক্ষান্তরে, শাফি'ঈগণ এনমকি নূতন অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও ইস্তিস্হাব নীতি স্বীকার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকাকালে হানাফীগণ তাহাকে বৈধ ওয়ারিস (উত্তরাধিকার) বলিয়া স্বীকার করিবেন না, কিন্তু শাফি'ঈরা স্বীকার করিবেন, কারণ তাঁহাদের মতে এমন কি তাহার অনুপস্থিতির সময়ও সে নূতন অধিকার অর্জন করিতে পারে যতদিন তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বা ংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ১৮২।

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

presumed to remain so for lack of evidence to establish any change. The technical meaning of istishab relates to its literal meaning in the sense that the past 'accompanies' the present without any interruption or change.

1. Presumption of original absence (istihab al-adam al-asli), which means that a fact or rule of law which had not existed in the past is presumed to be non-existent until the contrary is proved.

2. Presumption of original presence (istishab al-wujud al-asli). This variety of istishab takes for granted the presence or existence of that which is indicated by the law or reason.

3. Istishab al-hukm or istishab which presumes the continuity of the general rules and principles of the law. As earlier stated, istishab is not only concerned with presumption of facts but also with the established rules and principles of the law.

4. Istishab al-wasf or continuity of attributes, such as presuming clean water (purity being an attribute) to remain so until the contrary is established to be the case (for example, through a change in its colour or taste)[১১১]

ইস্তিহসহাব-এর উদাহরণ হচ্ছে, এক ব্যক্তি কোন যুবতী মেয়েকে বিয়ে করেন এই কথা জেনে নিয়ে যে, সে মেয়ে কুমারী। পরে স্বামী যৌন মিলন কালে যদি দাবি করে যে, মেয়েটি কুমারী নয়, তাহলে তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না, সে তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করবে। কেননা, মেয়েটি মূলতঃ কুমারী ছিল বলেই আগে থেকে জানা ছিল। ফকীহ্গণের নিকট এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই বলা হয় ইস্তিসহাব (Presumption arising from accompanying circumstances)।[১১২]

ইস্তিসহাব-এর প্রকারভেদ

এটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যথা :

(১) ইস্তিসহাবুল হুকমিল আসলী (استصحاب الحكم الاصلى)

যে সব বস্তুর ব্যবহার মূলগতভাবে মুবাহ্ বা বৈধ বলে হুকুম বা সিদ্ধান্ত রয়েছে। তার হুকুম বা বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে যতক্ষণ না তার বিপরীত কোন অকাট্য দলীল পাওয়া যাবে। পরিভাষায় এটিকে ইস্তিসহাবুল হুকমিল আসলী বলা হয়।

---

১১১. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence*, Ibid, P- 298-301.

১১২. *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ইস্তিসহাবুল বারা'আতিল আসলিয়্যাহ (إستصحاب البراءة الاصلية)

প্রত্যেক মানুষ অঋণগ্রস্থ। কেউ যদি অপর কারো উপর ঋণ আছে বলে দাবী করে এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে তাহলে সে ব্যক্তিকে ঋণমুক্তই ধরে নিতে হবে। কেননা, 'ইস্তিসহাব' নীতিতে প্রত্যেক মানুষ তার আসল অবস্থায়ই স্থিতিশীল হওয়ার দাবী রাখে। তবে, দাবি কারীর দাবী যদি তার উপর প্রমাণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। এটিকে বলা হয় 'ইস্তিসহব্যূল বারা'আতিল আসলিয়্যাহ।

(৩) যে বস্তু বা বিষয়ের স্থিতি কোন দলীল দ্বারা প্রমাণীত, তা-ই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কথা প্রমাণিত হবে। যেমন : কেউ যদি কোন একটি ঘর ক্রয় করে কিংবা কোন ব্যক্তি যদি মহিলাকে বিবাহ করে, তখন তার জন্য উক্ত ঘর দখল ও উক্ত স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস তার সত্যতা ও যথার্থতার সাক্ষ্য দেয়। এ সাক্ষ্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সাক্ষ্য। কেননা, এ ব্যাপারটি সামনেই উপস্থিত। আর এই পদ্ধতিই হচ্ছে ইস্তিসহাব।[১১৩]

---

১১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরী'য়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮। উল্লেখ্য যে, মালিকী, হাম্বলী এবং শাফি'ঈ মাযহাবের অধিকাংশ ইমাম এটাকেও একটা দলীলরূপে গণ্য করেছেন। হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ এবং অন্যান্য ফিকাহবিদ এইমত পোষণ করেন যে, কোন সিদ্ধান্তের স্থিতির জন্যে এই একটাই যথেষ্ট দলীল হতে পারে না। এটাকে দলীলরূপে গণ্য করার জন্য কতিপয় নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন-

(১) بقاء مَا كَانَ عَلى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبتُ ما يغيره -

"যা যে অবস্থায় রয়েছে তা সে অবস্থাই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না উহাকে পরিবর্তন করে দেয় এমন বিষয় প্রমাণিত হবে।"

(২) الاصل فى الا شياء الاباحة -

"-প্রত্যেক বস্তুর মূল হচ্ছে- মুবাহবা বা বৈধ।"

(৩) الاصل فى الذمة البراءة -

"-দায়িত্বের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে মানুষ মাত্রই ঋণমুক্ত।"

(৪) اليقين لا يزول بالشك -

"-ইয়াকীন-দৃঢ় প্রত্যয় সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না।"; দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী শারী'আত (شرائع من قبلنا)

ইসলামী শারী'আহ-এর আরেকটি উৎস হচ্ছে পূর্ববর্তী শারী'আত্ (شرائع من قبلنا)।[১১৪] এ প্রসংঙ্গে অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন, এটি আমাদের শারী'আতের উৎস হবে। কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে তাহলে এ হত্যাপরাধে তার কিসাস হবে। কেননা, 'তাওরাত' গ্রন্থের এ' আয়াতটি কোনরূপ নেতিবাচক মন্তব্য ছাড়াই কুর'আন মাজীদে উদ্ধৃত হয়েছে :

---

১১৪ . আম্বিয়ায়ে কিরাম (সা.)-এর নামধাম ও তাদের হিদায়াতের মূল বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কুর'আন মজীদে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হুকুম দেওয়া হয়েছে এভাবে :

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدى اهُمُ اقْتَدِه -

"–এদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছিলেন, তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ করো।" (সূরা আন'আম- ৬ : ৯০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّى بِه نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِه اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسى وَعِيْسى انْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সেই 'দীন'টিই জীবন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেছেন, যার অসিয়ত তিনি নূহকে (আ) করেছিলেন এবং ওহী (যোগে আদেশ) তোমাকেও দিয়েছি এবং যা অনুসরণের অসিয়্যত করেছিলেন ইব্রাহীম (আ), মূসা (আ) এবং ঈসা (আ) -কেও (বলেছিলেন) তোমরা, সেই দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং তার ব্যাপারে (নানা দলে) বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। আশ্‌শূরা : ৪২ : ১৩।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"যদি কোন বিষয়ে সরাসরি অহী নাযিল না হতো তাহলে তিনি [রাসূল (সা.)] আহিল কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারা) -এর রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ পছন্দ করতেন।"

মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) -এর নিম্নোক্ত একটি হাদীসে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, কেবল আহিল কিতাব -এর নয়, বরং জাহেলী যুগের যে কোন ভালো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে : يعمل فى الاسلام بفضائل الجاهلية – "জাহেলী যুগের ভালো ভালো ব্যবস্থার ওপর ইসলামে আমল করা যায়।"

এরি ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন,

وان شرع من قبلنا يلزمنا مالم ينقض الله بالانكار -

"পূর্ববর্তী শরী'আতগুলির ওপর আমল করা আবশ্যক যদি আল্লাহ্ তা'আলা নিন্দা প্রকাশে তাকে নাকচ না করেন।" এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

আল্লাহ্র বান্দাদের মাসলাহাত বা কল্যাণ যাতে নিহিত রয়েছে তা এক প্রকার যেমন থাকতে পারে, ভিন্নতরও হতে পারে। কোন নবীর আমলে যা ভালো, পরবর্তী নবীর আমলে তা মন্দ হতে পারে। সুতরাং, তাদের শরী'আতে ঐক্য এবং পার্থক্য থাকতে পারে। আসল কথা হচ্ছে বান্দাদের কল্যাণ, যা যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমিও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

"إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ – প্রাণের বদলে প্রাণ এবং চক্ষুর বদলে চক্ষু কিসাস হিসেবে গণ্য হবে।"[১১৫]

ইসলামী শারী'আতের, পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য আরো কয়েকটি শারী'আত নাযিল করেছিলেন যাতে রয়েছে অনেক হুকুম-আহ্‌কাম। তন্মধ্যে কোন কোনটির উল্লেখ কুর্'আন ও সুন্নতে পাওয়া যায়। অবশ্য সে সঙ্গে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমাদের শারী'আত নাযিল হওয়ার পর তা মানসুখ বা বাতিল হয়ে গিয়েছে। যেমন : কুর'আন মাজীদে কতিপয় হারাম খাদ্যের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১১৬]

قُلْ لاَّ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه -[১১৭]

"হে নবী! বলুন! আমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্য যা খাওয়া হারাম করা হয়েছে, তা শুধু মরা জন্তু, প্রবাহিত করা রক্ত কিংবা শুকরের গোশ্‌ত। কেননা, এগুলো অপবিত্র কিংবা শরী'আতের সীমালংঘনমূলক- আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নামে কাটা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত যে সমস্ত নীতি ও পদ্ধতি অন্যান্য উম্মতের কাছে সংরক্ষিত ছিল কিংবা কুর'আন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উক্ত নীতির উপর 'আমল করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা– ইসলাম এক ও অভিন্ন। এর মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। ব্যবহারিক জীবনে স্থান-কাল-পাত্রভেদে পূর্ববর্তী এবং

---

১১৫ . সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৪৫ এ' প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ তাওরাতের এ বিধানটি কুরআনে আছে বলেই তা সাধারণভাবে আমাদের জন্যও শরীয়তের উৎসরূপে গণ্য হবে তার কোন কারণ নেই। কেননা, তা যাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল, বিশেষভাবে তাদেরই অনুসরণীয় বিধান। দ্বিতীয়তঃ রাসূলে করীম (সা.) হযরত মু'আয (রা.) কে ইয়ামেনে বিচার ফয়সালার দায়িত্বসহ প্রেরণকালে তার সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তাতে কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদের কথাই বলা হয়েছিল। আমাদের শরীয়তের কোন অকাট্য দলীল না পাওয়া অবস্থায় পূর্বকালীন শরীয়তকে উৎসরূপে গ্রহণ করার কথা বলা হয়নি। হযরত মুয়ায (রা.) ও বলেননি, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা.) ও তাকে তা জানায়ে দেন নি। রাসূল করীম (সা.) কুর'আন ও সুন্নাহর পর ইজতিহাদ করার মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী শরীয়তকে আইনের উৎসরূপে গ্রহণ করতে বলেননি।

এ সম্পর্কে ইমাম আহম্মদ ইব্‌ন হাম্বলের দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে, একটি মত তাই যা এইমাত্র বলা হয়। এছাড়া কালামশাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে আশা'ইরা ও মু'তাযিলাদের মতও উক্ত রূপ।

তবে, জমহুর ফিকহবিদগণ পূর্ববর্তী শরী'আতকে কেবলমাত্র সেই গতিতে সীমাবদ্ধ করে গ্রহণ করেছেন, যেখানে আমাদের শরীয়তে স্পষ্ট অকাট্যভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা বর্জন করতে বলা হয়নি। আর হযরত মুয়ায ও নবী (সা.) এর পারস্পরিক কথোপকথনে এ জিনিসের উল্লেখ না হলেও তা প্রমাণ করে না যে, পূর্ববর্তী শারী'আতকে সম্পূর্ণরূপেই বর্জন করতে হবে। কেননা, পূর্ববর্তী শারী'আত এই মত অনুযায়ী গ্রহণ করা হলে তাতে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করা হয় না।

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ১২২-১২৩।

১১৬ . মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ১২০-১২১।

১১৭. দ্র. সূরা আনআম, ৬ : ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী নবীগণের শরী'আতে কিছু পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। তবে, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মত অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর শিক্ষা বিকৃত করে দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রকৃতরূপ লুপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল অবিকৃত রয়েছে কুর'আন মাজীদ এবং হাদীস। সুতরাং তা অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট।[১১৮]

---

১১৮. এ' প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য : এ' প্রসঙ্গে জাহিলী যুগে আরব সমাজে কিছু কিছু রীতি ও প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মহানবী (সা.)-এর অনেক কিছুই বহাল রাখেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে মদীনায় ইয়াহূদীদের প্রভা-প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। ইয়াহূদী বনূ নযীর, বনূ কুরায়যাহ ও বনূ কায়নুকা প্রমুখ প্রধান তিনটি গোত্র দীর্ঘদিন ধরে মদীনায় বসবাস করে আসছিল। বনূ ইসরাঈলের অন্তর্গত এইসব ইয়াহূদী গোত্রের নিকট তাওরাত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। শত বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতের অনেক বিধান যে অপরিবর্তিত ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এদের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে আরবগণ এইসব বিধানের সাথে পরিচিত হয়। ইয়াহূদীগণ ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারী, আর মূসা (আঃ) ছিলেন ملة إبراهيم-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা.) ছিলেন এই আদর্শের ধারক। আহলি কিতাব ইয়াহূদী এবং মুসলমানদের মাঝে কতিপয় শার'ঈ বিধানে ঐক্য ছিল। এদর উপর প্রবর্তিত অনেক বিধান মুসলমানদের উপরও প্রবর্তিত হয়। হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে এরা সম্যক অবগত ছিল। মুসলমানদের সিয়াম অবস্থায় ইতিকাফের ন্যায় তারাও تحنث বা কয়েক রাত নিভৃতে ইবাদত করতো। নবুওয়াত-পূর্ববর্তী সময়ে মহানবী (সা.) 'হিরা' গুহায় تحنث করেছিলেন। তাদের মাঝে বিবাহ (نكاح), তালাক (طلاق), যিহার (ظهار) প্রভৃতির কানুন প্রচলিত ছিল। বিবাহের আকদে খুতবাদান ও মাহর নির্ধারণ প্রভৃতি প্রথা তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাথে খাদীজার বিবাহে এই রীতি অনুসৃত হয়। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দশটি বিধানকে মহানবী (সা.) فطرة তথা سنن إبراهيم বলে অভিহিত করেন। তারা খাত্নার বিধান সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতো। মূলত এসব বিষয় ছিল ইবরাহীম (আ.) ও ইসমা'ঈল (আ.)-এর শরী'আতের অবিশিষ্ট বিধান। ইসলামী শরী'আত এসব বিধান অপরিবর্তিত রাখে। ইসলামী আইনের ন্যায় ইয়াহূদগিণ নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপ (رجم) ও বেত্রাঘাত (جلد) এবং চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান কার্যকর করতো।

বনূ ইসরাঈল আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনপূর্বক অনেক মনগড়া বিষয় আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়। তাই মহানবী (সা.) সাধারণভাবে তাদের রিওয়ায়াত ও বিধি-বিধান গ্রহণ করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করলে সাহাবীগণ এসব কিছু গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। তবে যেসব ইসরাঈলী রিওয়ায়াত ইসলামী আদর্শ ও নীতিমাল সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মহানবী (সা.) তা গ্রহণ ও বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেন।

মহানবী (সা.) এ পৃথিবীতে আগমণ করেন ইবরাহীম (আ.) ও তৎপরবর্তী নবীগণকর্তৃক আনীত শরীআর যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে, তা পরিমার্জনপূর্বক ঐশী দীনকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিপূর্ণ রূপদানের উদ্দেশ্যে। সুতরাং তিনি ইতোপূর্বে আরবদের মাঝে প্রচলিত ও অবিকৃত ঐশী বিধানসমূহ অপরিবর্তিত রাখেন। তবে এসব বিধানের জন্যে তিনি কিছু নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন।

ফিক্‌হ চর্চার প্রধান প্রধান উৎসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রোমান কিংবা ইয়াহূদী আইন ইসলামী আইনে ব্যাপকভাবে প্রবেশের তেমন সুযোগ ছিল না। মুসলিম ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মাঝে কেবলমাত্র ইমাম আবূ আমর আল-আওযাঈ (মৃ. ১৫৭ হি./৭৭৪ খ্রী.) সিরিয়ায় অবস্থান করে ফিক্‌হ চর্চা করেন। কিন্তু, তিনি ছিলেন একজন হাদীস অনুসরণকারী ফকীহ্। ফলে, তিনি ফিক্‌হ চর্চায় কিয়াসকে স্থান দেননি। অপরদিকে কোন ফিক্‌হশাস্ত্রবিদই ফিক্‌হ চর্চার মূলনীতি হিসেবে রোমান কিংবা ইয়াহূদী আইনকে গ্রহণ করেন নি। তদুপরি রোমান আইন এবং ইসলামী আইনের মাঝে মৌলিক তফাৎ বিদ্যমান। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে (ميراث) একজন মহিলা একজন পুরুষের অর্ধেক সম্পদের মালিক হবেন। কিন্তু রোমান আইনে পুরুষ ও

Dhaka University Institutional Repository

তা'আমলুন্-নাস (تعامل لناس)

ইসলামী আইনের আনুসাঙ্গিক আরো একটি উৎস হচ্ছে 'তা'আমুল' (تعامل) তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণের (রা.) আমল বা কর্মের অনুসরণ করা। তাঁদের 'আমল দলীলরূপে (حجة) স্বীকৃত। ফকীহ্গণ ফিক্হী বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবা (রা.) কিরাম-এর কর্মকাণ্ড ('আমল) থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা সাহাবা কিরাম (রা.)-এর 'আমলকে "সুন্নাহ" (سنة)-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং এটিকে শরী'আতের উৎস রূপে ব্যবহার করেছেন।[১১৯]

মহিলা সমান অধিকার সংরক্ষণ করে। ইসলামী আইনে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র পুরুষ সংরক্ষণ করে। কিন্তু যদি পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতার্পণ (تفويض) করে, আর এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীকর্তৃক নির্যাতীতা হয়, স্বামী দেউলিয়া কিংবা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী তালাক প্রদান করতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আইন ও রোমান আইন স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর (৫৬৫ খ্রী.) রোমান আইন গীর্জার অভ্যন্তরে বন্দী হয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তা পুনরুজ্জীবন লাভ করে। রোমান আইনের এই বন্ধ্যাত্বের সময়ে ফিক্হশাস্ত্র বিকাশ লাভ করে এবং ১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং ফিক্হশাস্ত্রে রোমান আইন ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ছিল না।

দ্র. ড. আ.ক.ম. আব্দুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১০।

১১৯ . মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ, ১৭৯-১৮০। আল কুর'আনে সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর 'আমল' অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী (সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে) আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।" সূরা আত্ তাওবা, ১১: ১০০।

রাসূল (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা সাহাবীগণের আমল অনুসরণযোগ্য হওয়া প্রমাণ করে। রাসূল (সা.) বলেন,

عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجد ـ

"–তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও সত্য পথগামী হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। এ সুন্নাতকে তোমরা আকঁড়ে ধরো এবং দাঁত দিয়ে তাকে কামড়ে ধরো।"

দ্র. আবূ দাউদ, তিরমিযী।

তা'আমুলের ব্যাপারে মুজতাহিদ ফকীহ্গণের মতামত হচ্ছে,

يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم ـ

"যে কথা সাহাবা (রা.)-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যা তাঁরা নীরবে মেনে নেন, তা মেনে চলা ওয়াজিব। আর যে ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ থাকে তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়।" সর্বসম্মত মতে এর মানে হচ্ছে, কোন বিরুদ্ধ মত ব্যতীত সাহাবা (রা.)-এর যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে দেখা যাবে তা হবে ইজমা'র মর্যাদা সম্পন্ন। তাই, সব যুগের ইজমা' যখন হুজ্জাত বা দলীলরূপে গণ্য হয়, সাহাবা (রা.)-এর ইজমা' অধিকতর যৌক্তিকভাবে হুজ্জাত (দলীল) হবে। দুই শায়খ [(شيخين) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)] -

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত

ইসলামী শারী'আহ-এর আনুসাঙ্গিক অপর একটি উৎস হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিগণের অভিমত। বিভিন্ন উক্তি, ফাত্ওয়া, বৈঠকী মীমাংসা, শালিসী, আদালতের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ইত্যাদি এটির অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে সাহাবা (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ও অভিমতই (رأى الصحابى أوقول الصحابى) অধিক গ্রহণযোগ্য।[১২০]

স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব দ্বারা সেসব সাহাবীর (রা.) কথা বলা হচ্ছে যাঁর কথা বা মত শারী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন এমন সাহাবী যিনি রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় তার প্রতি ঈমান এনেছেন তার সাথে মিলে একটি একাধিক যুদ্ধ করেছেন, সেই সময়েই ফিক্হের জ্ঞান ও ফাতওয়া দানের যোগ্যতা সম্পন্ন বলে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং যার ফিক্হী বিষয়ে বিপুল দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

একজন সাহাবীর (রা.) মত অপর সাহাবীর (রা.) ক্ষেত্রে মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু, সাহাবী ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি যদি এমন হয় যা বিবেক বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে না, তা হলে সে ব্যাপারে সাহাবীর (রা.) মত অবশ্যই শারঈ' দলীলরূপে (دليل شرعى) গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[১২১] কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন,

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم -

"–আমার সাহাবীগণ তারকারাজীর মত। তাঁদের মধ্য থেকে তোমরা যার-ই অনুসরণ করবে, হিদায়াত লাভ করবে।"

এক্ষেত্রে ইসলামী 'আইনবীগণের (ফকীহ্গণ) দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যে,

لان اكثر اقوالهم مسموع حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرأيهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم فى الدين وبركة صحبة النبى صلى الله عليه وسلم وكونهم فى خير القرون -

---

এর ঐকমত্যকে ফকীহ্গণ মৌলনীতির মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক বলে মত প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন :

كُلُّ مَا ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به -

"যে ব্যাপারে দুই শায়খ –এর ঐকমত্য প্রমাণিত হয়েছে, তা মেনে চলা ওয়াজিব।"

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৮২-৮৩; তাওযীহ ওয়া তালবীহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১২০. সাহাবীগণের রায় বা অভিমত (قول الصحابى) এর গুরুত্ব দান সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন :

لانهم شاهدوا احوال التنزيل واسرار الشريعة -

"–কারণ তাঁরা কুর'আন মাজীদ অবতরণের অবস্থাটি ও শারি'আহর গূঢ় রহস্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

দ্র. *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪; মোল্লাজীওয়ান, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

১২১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরী'য়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

"–সাহাবীগণের (রা.) অধিকাংশ উক্তিই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপস্থিতিতেই শ্রবণকৃত। তাঁরা যদি কোন বিষয়ে ইজ্‌তিহাদ করে থাকেন, তবে তাঁদের রায় সব চেয়ে যথার্থ বলে গণ্য হবে, কারণ। তাঁরা কুর'আন মাজীদের অবতরণের কাল প্রত্যক্ষ করেছেন, ইসলাম গ্রহণে তাঁরা ছিলেন অগ্রজী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সংস্পর্শে ধন্য। তাঁদের যুগ (Generation) ছিল সবচেয়ে সেরা যুগ (খাইরুল কুরূন)।

'উরফ ও 'আদাত (عرف و عادة)

ফকীহ্‌গণ ইসলামী শারী'আহ-এর আনুসাঙ্গিক উৎস হিসেবে আরো দু'টি বিষয়কে সমার্থবোধক অন্তর্ভূক্ত করেছেন। উক্ত বিষয়দ্বয় হচ্ছে : 'উরফ প্রচলন (عرف) এবং অভ্যাস (عادة)। 'আরব ও অনারবের তখন অনেকগুলি প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজ ছিল, যেগুলি আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও ইসলাম শরী'আহ-এর মূলনীতির বিরোধী ছিল না এবং কুর'আন-সুন্নাহ্‌রও পরিপন্থী ছিল না, সেগুলিকে সাহাবা (রা.) কিরাম ও তাবি'ঈগণ (রা.) এবং তাঁহাদের পরবর্তীতে ফকীহ্‌গণ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।[১২২]

অভ্যাস ও "প্রচলন" ('আদাত ও 'উরফ) দ্বারা সে সব রীতি-নীতি বুঝায় যা জনসাধারণের মাঝে সামাজিকভাবে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে এবং সুস্থ বিবেক তা গ্রহণ করে নিত্যকার জীবনে অনুসরণ করে চলেছে : (কাজের মাধ্যমে, কিংবা কথার মাধ্যমে)। শরী'আতের কোন অকাট্য স্পষ্ট দলীল (নস) কিংবা পূর্ববর্তী কোন ইজমা' এর পরিপন্থি এমন সামাজিক প্রচলনকে ও শারী'আতের উৎসরূপে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রচলন হতে পারে সাধারণ পর্যায়ের। যেমন– শ্রম বিক্রী, নির্মাণ সংক্রান্ত কোন চুক্তি ইত্যাদি।

'উরফ-এর সংজ্ঞা (تعريف العرف)

'উরফ-এর আভিধানিক অর্থ প্রচলিত রীতি-নীতি, যা রিয়াজ (رواج)-এর সমার্থবোধক শব্দ। ফকীহ্‌গণ 'উরফ'-এর সংজ্ঞা এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

هو عادة جمهور قوم فى قول او عمل -

"কথা বা কর্মে অধিকাংশ জনগণের অভ্যাস-এর নাম 'উরফ (عرف)।

কেউ বলেছেন,

هو عادة الناس فى المعاملات من البيع والشراء وغيرهما -

---

১২২. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় : دية (শোণিত পণ) প্রচলিত ছিল এক'শটি উট। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিব জনৈকা কাহিনা (كاهنة) মহিলার প্রস্তাব অনুযায়ী শোণিত পণের এই বিধান গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈন (র.) -এর যুগেও ও রীতি প্রচলিত ছিল। হযরত শাহ অলিউল্লাহ্ (রা.) জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত ভালো রসম-রেওয়াজগুলোক مادة تشريعية অর্থাৎ আইনের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতের সাথে এই সব সুষ্ঠ রীতি-রেওয়াজের অন্তত আংশিক সম্পর্ক অবশ্যই ছিল, যদি না থাকে তাতেও ক্ষতি নেই যদি তা কল্যাণ এবং ক্ষতিরোধক হয়।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৮৬; মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়-বিক্রয় এবং অন্যান্য বিষয়ে লোকদের অভ্যাসই হচ্ছে 'উরফ। এটিকে তাঁরা তা'আমুল (تعامل) নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

প্রচলন (عرف) এর ক্ষেত্রে শর্তাবলী : প্রচলন (عرف) শরী'আহ-এর উৎস হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন :

১. প্রচলনটি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা।

২. প্রচলনটি সমাজের উপর বিজয়ী হওয়া।

৩. ব্যপকভাবে অনুসৃত ও প্রচলিত।

৪. কুরআন ও সুন্নাহর (نص) বিপরীত হবে না।

৫. ইজমা' (إجماع) পরিপন্থী না হওয়া।

প্রচলন অকাট্য দলীল হতে পারে কেবল সেসব লোকের জন্য, যারা সে বিষয়ে অবহিত। এ কারণে একই বিষয়ে শরী'আতের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হতে পারে প্রচলনের বিভিন্নতার কারণে। ফিক্‌হবিদগনের মতে– এই পার্থক্য যুগের ও কালের পার্থক্য, দলীল প্রমাণের নয়। সমস্ত ফিক্‌হবিদ প্রচলনকে একটা সাধারণ দলীলরূপে গ্রহন করার ব্যাপারে এক ও অভিন্ন মত পোষণ করেছেন।[১২৩]

'উরফ (Custom) সম্পর্কে মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

As a noun derived from its Arabic root 'arafa (to know), 'urf literally means 'that which is known'. In its primary sense, it is the known as opposed to the unknown, the familiar and customary as opposed to the unfamiliar and strange. 'Urf and 'adah are largely synonymous and the majority of ulema have used them as such. Some observers have, however, distinguished the two, holding that 'adah means repetition or recurrent practice and can be used with regard to both individuals and groups.

'Urf is defined as 'recurring practices which are acceptable to people of sound nature.' This definition is clear on the point that custom in order to constitute a valid basis for legal decisions, must be sound and reasonable.

1) 'Urf must represent a common and recurrent phenomenon.

2) Custom must also be in existence at the time a transactions is concluded.

3) Custom must not contravene the clear stipulation of an agreement.

---

১২৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরী'য়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

4) Lastly, custom must not violate the nass, that is, the definitive principle of the law. Custom is initially divided into two types, namely verbal (qawli) and actual (fi'li)". [১২৪]

ʿআদাত (অভ্যাস)-এর পরিচয়

ফকীহ্‌গণ ʿআদাত (عادة) কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে ঃ

العادة عبارة عما يستقر فى النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة ـ

"–ʿআদাত (عادة) বলতে বোঝায়– পৌণপুনিক বিষয়সমূহের মধ্যে যা' মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয় এবং যা' সুস্থ প্রকৃতির নিকট গ্রহণযোগ্য।[১২৫]

ʿআদাতের ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের শর্তযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ʿআদাতকে বিধানরূপে গণ্য করা হবে যদি তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকে, আর যদি এর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে তাহলে আদাতের বিবেচন হবে না।" [১২৬]

---

১২৪ . Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic jurispruudence, Ibid, P- 283, 286-87, ৮৯.

১২৫. ফকীহ্‌গণের মধ্য হতে কেউ কেউ ʿউরফ ও ʿআদাতকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছেন, ʿউরফ হচ্ছে– ব্যাপক (عام) এবং ʿআদাত হচ্ছে নির্দিষ্ট (خاص)। এ আলোকে বলা যায় যে, প্রত্যেক ʿউরফ অবশ্যি আদাত হবে; কিন্তু প্রত্যেক ʿআদাতের পক্ষে ʿউরফ হওয়া জরুরী নয়।

দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৮৭; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরী'য়াতের* উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭।

১২৬ .ফকীহ্‌গণ ʿউরফ এবং ʿআদাত এর সাথে অনুরূপ আরো একটি শব্দ উল্লেখ করে থাকেন, আর তা হচ্ছে ইস্তি'মাল (استعمال)। এ প্রসঙ্গে ফকীহগণ বলেন– استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"–লোকদের ইস্তি'মাল (ব্যবহারিক রীতি) প্রমাণ বিশেষ-এর উপর আমল করা ওয়াজিব।" কুর'আনুল হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি উক্ত ʿউরফ ও ʿআদাত এর বুনিয়াদ হতে পারে :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ـ

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো উরফ অনুযায়ী হুকুম দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৯)

মুফাস্‌সিরগণের মতে সমস্ত যৌক্তিক ও প্রচলিত ভালো কথা ও কর্ম ʿউরফ এর অন্তর্ভুক্ত। মা'রূফ (معروف) এবং ʿউরফ একই ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং সমার্থক। তবে কুর'আন মজীদে معروف শব্দের ব্যবহার বেশি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, انتم اعلم بامور دنياكم "পার্থিব বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জানো।" হযরত ʿআব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা.) বলেন,

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ـ

"মুসলিমরা যে বিষয়টিকে ভালো মনে করে (অবশ্য ইসলামী বুনিয়াদী নীতির বিরোধী না হলে) আল্লাহ্‌র কাছেও তা ভালো এবং মুসলিমরা যা খারাপ মনে করে আল্লাহ্‌র কাছেও ওটি খারাপ। পৃ. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পূর্বোক্ত, ১৮৮।

ফকীহ্‌গণের বর্ণনা অনুযায়ী উর্‌ফ দুই প্রকার : ১. উরফে খাস (خاص) এবং ২. ʿউরফে আম (عام)। কোন বিশেষ এলাকায়, পেশায় বা বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ʿউরফ-কে ʿউরফে খাস বলে। আর ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ʿউরফ (রীতি)কে ʿউরফে ʿআম বলে যা কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা শ্রেণীর সম্পৃক্ত নয়। দ্র. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেশজ আইন

উৎস হিসেবে দেশজ আইনও ইসলামী ফিক্‌হের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎকর্মের আদেশ দান (الامــر بـالـمـعــروف)। এ প্রেক্ষিতে এমন সব দেশজ আইনও অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যা ইসলামী শরী'আহ-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী নয়।[১২৭]

রাসূল (সা.) তৎকালীন 'আরব সমাজে প্রচলিত বহু আইন প্রয়োজন অনুসারে সময়ের প্রেক্ষিতে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৎকালীন 'আরব সমাজের কতিপয় প্রচলিত রীতি-নীতি ও আইন গ্রহণ করেছিলেন। যেমন–

ক. মামলা মোকাদ্দামার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীর দায়িত্ব এবং যে ব্যক্তি দাবী অস্বীকার করে (বিবাদী) তার প্রতি শপথ বা কসম ওয়াজিব।[১২৮]

খ. বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব, কবুল এবং মহর ইত্যাদি পদ্ধতি।

গ. সম্পত্তি ব্যবহার, হস্তান্তর ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা'ই (বিক্রয়) হিবা (দান) ও রেহেন (বন্ধক) ইত্যাদি শব্দাবলী গ্রহণ।

ঘ. অয়াসিয়্যাতের (وصية) বিধান।

ঙ. আইনের প্রয়োগ ও এটি বলবৎ রাখার নিয়ম ইত্যাদি।[১২৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর পর খুলাফা উর-রাশিদূন সহ সাহাবা কিরাম (রা.) এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ বিজিত দেশসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে তাদের বৈষয়িক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব দেশজ ও ধর্মীয় আইনের উপর হস্তক্ষেপ না করার চেষ্টা করতেন। মূলতঃ অমুসলিম জনগণ ও জনপদের যে-কোন ভাল আইন ও রীতি-নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগণ সামান্যতমও কুণ্ঠা বোধ করতেন না।[১৩০]

---

১২৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৯১। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, উরূপ ও রিওয়াজ এর ভিত্তি হিসেবে যেসব আয়াত ও হাদীস প্রযোজ্য 'দেশজ আইন'-এর ক্ষেত্রেও সেসব আয়াত ও হাদীস স্বাভাবিক ভাবেই প্রযোজ্য। আল কুরআনে মুসলমানগণকে ভাল কাজ গ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে এভাবে كنتم خيرامة:
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله ـ
দ্র. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১।

১২৮. এ ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে : البينة على المدعى واليمين على من أنكر ـ

১২৯. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, পৃ. ১৯১-১৯৩। হযরত উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে বিজিত দেশের প্রচলিত বহু আইন অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন। যেমন:

১. ইরাক, সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর সেখানকর ভূমিকর ও রাজস্ব আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রোমান, গ্রীক ও ইরানী আইন বলত রেখেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে জুলম ও অন্যায়মূলক আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন এনেছিলেন।

২. নগর শুল্কের ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে সেরকম নীতিমালাই অনুসরণ করা হত সেসব নীতিমালা তারা নিজেদের দেশে করে থাকত।

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩। এ ভাল কিছু গ্রহণ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর হাদীসটি লক্ষ্যনীয় :

كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ـ

"–জ্ঞানগর্ভ কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে সেই তা গ্রহণের সবচেয়ে বেশী হকদার।" দ্র. আল হাদীস, মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ইলম।

Dhaka University Institutional Repository

সাদ্দুয-যারাঈ' (سد الذرائع)

সাদ্দুয যারাঈ' (سد الذرائع) ইসলামী শারী'আহ-এর একটি আনুসাঙ্গিক উৎস হিসেবে গণ্য। এটি ইসলামী বিধানসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পাশাপাশি অন্যের লাভ-ক্ষতির সম্পৃক্ততার বিষয়েও বিবেচনা করে থাকে।[১৩১]

সাদ্দুয যারাঈ' এর সংজ্ঞা (تعريف سد الذرائع)

সাদ্দুয যারাঈ' (سد الذرائع) দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হচ্ছে সাদ্দ (سد), যেটির অর্থ- রুদ্ধকরণ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। অপরটি হচ্ছে : আয যারাঈ' (الذرئع)। ذريعة শব্দটির বহুবচন। একবচনে এটির অর্থ হচ্ছে- অসীলা, পথ, পন্থা, উপায় মাধ্যম ইত্যাদি। সুতরাং সাদ্দুয-যারাঈ' (سد الذرئع)-এর সমন্বিত অর্থ হচ্ছে : উপায় উপকরণেরও পথ রুদ্ধ করা।

পরিভাষায় সাদ্দুয যে সব উপায় উপকরণ বা মাধ্যম প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করে সেটির পথ রুদ্ধ করে দেয়াকে সাদ্দুয যারাঈ' বলে।[১৩২] ফকীহগণ এটির নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেছেন,

سد الذرئع هو كل مايوصل به الى اشئ المنوع المستمل على مفسدة او مضرة ـ فتكون وسلية المحرم محرمة ـ[১৩৩]

এ সম্পর্কে মোহাম্মদ হাশিম কামীল বলেন,

Dhari'ah (pl. dhara'i') is a word synonymous with wasilah, which signifies the means to obtaining a certain end while sadd literally means 'blocking'. Sadd al-dhara'i thus implies blocking the means to an expected end which is likely to materialise if the means towards it is not obstructed. Blocking the means must necessarily be understood to imply blocking the means to evil, not to something good. Although the literal meaning of sadd al-dhara'i' might suggest otherwise, in its juridical application, the concept of sadd al-dhara'i' also extends to 'opening the means to beneficence'. But as a doctrine of jurisprudence, it is the former meaning, that is, blocking the means to evil which characterises sadd al-dhara'i'. The latter meaning of this expression is not particularly highlighted in the classical expositions of this doctrine, presumably because opening the means to beneficence is the true purpose and function of the Shari'ah as a whole and as such is not peculiar to sadd al-dhara'i'.[১৩৪]

---

১৩১. ফিকহীগণ সাদ্দুয যারাঈ'কে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন। তবে আহলে জাহিরগণ এটিকে গ্রহণ করতে রাজী নন। কারণ, তাঁরা হারাম কাজে ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে সব ধরনের সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে বিরত থাকার নীতিই অবলম্বন করে থাকেন।

দ্র. মাওলানা মোহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের* উৎস। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১৩২. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তার ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, হারাম বিধানসমূহের শরী'আত পরীপন্থী উপাদানসমূহ নিষিদ্ধ। পক্ষন্তরে উৎস ও হালাল বিধান সমূহের উপাদানসমূহ বাস্তবায়ন করা শারীআহ কর্তৃক অনুমোদিত। দ্র. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, *ই'লমুল মুআক্কিঈ'ন* ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; আ. ক. ম. আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

১৩৩. আল যুহায়লী, *উসূলুল ফিক্‌হ*, পৃ. ১০২; *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩ হতে উদ্ধৃত।

১৩৪ . Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence*, Ibid, P- 310.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

প্রথম অনুচ্ছেদ : হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ফিক্‌হ চর্চার প্রকৃতি ও ধারা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবে ফকীহগণ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

প্রথম অনুচ্ছেদ : হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ফিক্‌হ চর্চার প্রকৃতি ও ধারা

'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের (علم الفقـه) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা পর্যায়ভিত্তিক
বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ' পর্যায়ে আমরা ইলমুল ফিক্‌হ (ফিক্‌হ শাস্ত্র)-এর ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত[১]–এ চার শতাব্দী ব্যাপী উহার (ফিক্‌হ) যে চর্চা, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসার হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি এ সময়কালে ইজতিহাদ (اجتهاد) ও তাকলীদ

---

১. আলোচ্য সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত উন্নতি হয়। সেলজুক শাসনামলে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখেন। বিশেষতঃ সেলজুক সুলতান আল-আযসালান এবং মালিক শাহর শাসনামলে জ্ঞান চর্চার বিস্তৃতি ঘটে। এ' সময় ইতিহাসের বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাযালী (র.)। তিনি ১০৮১-১০৮৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন স্বনামধন্য ও সুপ্রসিদ্ধ লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের শিল্প-সাহিত্য চর্চা অদ্যাবধি সাহিত্যাদি লেখকে অনুপ্রাণিত করে আসছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– প্রখ্যাত আরবী নাট্যকার বদি উয্ যামান হামদানীর লিখিত 'মাকামা' সাহিত্যে। সুসাহিত্যিক হারীরী রচিত 'মাকামাহ' এবং মা'লাবী এর রচনাবলী। এ' সময়ে আরো যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রের অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমর খৈয়াম নিযামুল মুলক প্রমূখ কবি সাহিত্যিকগণ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি নিযামী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি শেখ শাদী এবং আল্লামা রুমী (র.)-এর সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা সর্বজনশ্রুত ও স্মরণীয়। এ' সময় মহাগ্রন্থ আল-কুর্'আন, আল-হাদীস, সাহিত্য-দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থাবলী আরবী ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। পারস্য কেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার এ ধারাবাহিকতা চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে পূর্ণতা লাভ করে।

আলোচ্য সময়কালে বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা দর্শন শাস্ত্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ' সময় প্রাচ্যদেশীয় মুসলিম দর্শনের ভীত রচিত হয়। ইমাম গাযালী, ইব্‌ন সীনার দিক নির্দেশক মুসলিম দর্শন এ' সময় ব্যাপকতা লাভ করে। এতদ্ভিন্ন এরিষ্টটলের দার্শনিক ভিত্তির উপর ইব্‌ন রুশদের লেখা গ্রন্থাবলী মুসলিম দর্শনের প্রায়োগিক ও বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটে। ইব্‌ন রুশদের দর্শন বিষয় গ্রন্থাবলী হিব্রু ও লেটিন ভাষায় অনুবাদও হয়। এ' সময়কালের বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধিত হয়। মুসলিম বিজ্ঞানী হাসান ইব্‌ন আল হায়সাম ছিলেন অন্যতম। ফাতেমীয় বংশের অন্যতম খলিফা আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ-এর সময়ে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান কেন্দ্র 'দারুল হিকমাহ' ও মানমন্দির। বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকেই আল-হায়সাম কর্তৃক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় তথা পদার্থ বিজ্ঞান, দৃষ্টি বিজ্ঞান, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, চিকিৎসা, জ্যোতিবিজ্ঞান ইত্যাদি আবিষ্কার করা হয় এবং এতদসংক্রান্ত বিজ্ঞানের উপর লেখা গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হয়।

এ' শতাব্দী সমূহে চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপক চর্চা ও উদ্ভাবন হয়। মুসলিম বিজ্ঞান ইব্‌ন সীমা কর্তৃক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা ও গ্রন্থ রচনা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাইল ফলক ও দিশারী হিসেবে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশ্বকোষ নামে পরিচিত 'আল-তাসরীফ' যেটি আবুল কাসিম জাহরাবী রচনা করেন। এটি এ সময়েরই এক অনবদ্য রচনা।

ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন, "অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত আরবি ভাষাভাষিক লোকেরা সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোক দিশারী ছিল। তাদের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন পুনর্জীবিত সংজোষিত এবং সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসার উদ্ভব সম্ভব হয়।" এ সময়কালে মূলতঃ প্লেটো, এরিষ্টটল, গ্যালেন-এর ন্যায় প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিকগণের মূল্যবান ও প্রামান্য গ্রন্থগুলো অনুদিত হয়। এ' কথা ঠিক যে, এ সময়ে এগুলোর অনুবাদ না হলে হয়ত বিশ্ব সভ্যতার ধারাবাহিতকতা ক্ষুন্ন হত। প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহিকতায় মুসলিম মনীষী তথ্য ও সম্পদ সংগ্রহ করে মুসলিম সভ্যতাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যান।

দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান, (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ৩৪-৪৭; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ *খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৪৮-৩২১।*

Dhaka University Institutional Repository

(تقليد)-এর প্রবণতা, অনুশীলন ফিক্‌হ চর্চার ধরন, বৈশিষ্ট্য এবং ফকীহগণের দৃষ্টিভংগী ও অবদান এবং জনসাধারণের প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ও তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশা এবং খুলাফায়ে রাশিদীনসহ সাহাবায়ে কিরামের (রা.) যুগকে 'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের (علم الفقه) উৎসকাল হিসেবে গণ্য করা হলেও মুলতঃ নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং শাস্ত্রীয়রূপে উহার সূচনা হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। সুতরাং, সে সময় থেকে অদ্যাবধি ওটি মৌলিকভাবে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উক্ত সময়কালকে নিম্নরূপ তিনিটি পর্যায় ভাগ করেছি। যথা :

১. সংকলন ও সম্পাদন ও ইজতিহাদের যুগ (عصر الإجتهاد) (হিজরী তৃতীয় দশক থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত)[২]

২. ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ (عصر الاجتهاد والتقليد) (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত)

৩. নির্খুঁত তাকলীদের যুগ (عصر التقليد محض) (হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত)।[৩]

---

২. 'ইজতিহাদের যুগ' (عصر الاجتهاد) বলতে মূলতঃ ফিক্‌হ-এর নিয়মতান্ত্রিক সংকলন, সম্পাদনা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করণ এর সময়কালকে বুঝানো হয়ে থাকে। আহলে সুন্নাহও আল জামা'আতের মাযহাব চতুষ্টয় এ সময়েই সম্পাদিত হয় এবং উক্ত মাযহাব চতুষ্টয়-এর ব্যাপারে 'উলামা কিরামের ইজমা'ও সংঘটিত হয়ে যায়। ফলে যাদের ইজতিহাদ করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা ছিল না এমন আলিমগণ এবং জনসাধারণ উক্ত ইমাম চতুষ্টয়ের (ইমাম আবু হানিফা (র.) ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এর ফিকহী সমাধান এবং তাঁদের মূলনীতির আলোকে প্রদত্ত মাস'আলা-মাসাইল-এর তাকলীদ অনুসরণ করতে শুরু করেন। উক্ত মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণের এমন সুযোগ্য ছাত্রও ছিলেন, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন, তারা তাদের নিজ নিজ মাযহাবী ইমামের অনুসরণ (তাকলীদ) করতেন এবং তাদের উস্তাদ ইমামের মূলনীতির আলোকে বিভিন্ন মাস'আলা উদ্ভাবন করতেন, অনুসরণীয় ইমামের ফাতওয়া বা রায়ের ব্যাখ্যা করতেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থাদিও রচনা করতেন।

দ্র. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৫৯-৭৪; আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১; তারীখে ফিক্‌হে ইসলামী, (করাচী : দারুল ইশা'আত মুসাফির খানা) পৃ. ৫৯-৬০। উল্লেখ্য যে, প্রথম যুগ তথা ইজতিহাদের যুগের ইমামগণকে দুভাগে বিভাক্ত করা যায় :

প্রথম হচ্ছেন মুজতাহিদ মতলক তথা মুজতাহিদ ফিশ শরা' (مجتهد فى الشرع) যেমন– ইমাম চতুষ্টয় তথা ইমাম আবু হানিফ (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ' (র) এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)। যেমন– 'আল্লামা শামী (র) তার 'উকূদু রাসামিল মুফতি" গ্রন্থে বলেন,

" طبقات المجتهدين فى الشرع كالائمة الأربعة ومن سلك مسلكهم فى تاسيس قواعد الأصول، واستنباط احكا مالفروع عن ادلة الأربعة من غير تقليد ولأحد، لا فى الفروع ولا فى الأصول "

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ইমামগণ হচ্ছে– মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد فى المذهب) যেমন : ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম যুফার (র) সহ তাদের সমকক্ষও সমসাময়িক ফকীহগণ। 'আল্লামা শামী আরো বলেন–

" طبقت المجتهدين فى المذهب كابى يوسف ومحمد وسائر اصحاب ابى حنيفة، القادرين على استخراج الاحكام عن الادلةالمذكورة على حسب القواعد التى قررها استاذهم فانهم وان خالفوه فى بعض احكام الفروع، لكنهم يقلدونه فى قواعد الأصول "

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫১; ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬৪; ইবন 'আবিদীন আশ-শাসী, শারহু উকূদি রাসমিল মুফতী, পৃ. ৩৯-৪১; আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৪৩-১৩৫।

৩. আবু ছাইদ মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; শায়খ মুহাম্মদ খিযরী বেগ মিসরী, তারীখু তাশরী'ইল ইসলামী, প্রফেসর, (জামি'আ মিসরিয়্যা,

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ

আমাদের আলোচ্য সময়কালকে (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত)[8] ইজতিহাদ এবং তাকলীদের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ যুগে কিছু কিছু ইজতিহাদ

মিসর), তারীখে ফিকহে ইসলামের ভূমিকা, (করাচী : দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলূভী মুসাফির খানা, পাকিস্তান) পৃ. ১৬-১৭।

৪. আলোচ্য সময়কালে (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) আরব বিশ্বে তথা মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যে সকল মুসলিম শাসক বা খলীফা ছিলেন তাঁদেরকে আমরা নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন– ১. আব্বাসীয় শাসন (৯৯১-১২৫৮) ২. ফাতিমীয় শাসন (৯৯৬-১১৭১) ৩. স্পেনে উমাইয়া শাসন (৯৭৬-১৩৩১) ৪. বুয়াহিদ রাজ বংশ (৯৮৯-১০৫৫)

৫. সেলজুক বংশ (১০৫৫-১১৯৪) ৬. আইয়ূবী বংশ (১১৬৯-১২৫০)

আব্বাসীয় খলীফাগণ ঃ আলোচ্য সময়কালে আব্বাসীয় বংশের যে সকল খলীফাগণ ছিলেন, তাঁরা হলেন– ১. কাদীর (৯৯১-১০৩১ খ্রী.) ২. কাইয়ুম (১০৩১-১০৭৫ খ্রী.) ৩. মুকতাদির (১০৭৫-১০৯৪ খ্রী.) ৪. মুস্তাজির (১০৯৪-১১১৮ খ্রী.) ৫. মুস্তারশিদ (১১১৮-১১৩৫ খ্রী.) ৬. রশিদ (১১৩৫-১১৩৬ খ্রী.) ৭. মুকতাদির (১১৩৬-১১৬০ খ্রী.) ৮. মুস্তানজিদ (১১৬০-১১৭০ খ্রী.) ৯. মুস্তাদি (১১৭০-১১৮০ খ্রী.) ১০. নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রী.) ১১. জাহির (১২২৫-১২২৬ খ্রী.) ১২. মুস্তানসির (১২২৬-১২৪২ খ্রী.) ১৩. মুস্তাসিম (১২৪২-১২৫৮ খ্রী.)

ফাতিমীয় খলীফাগণ ঃ আলোচ্য সময়কালে ফাতিমীয় বংশের যে সকল খলীফাগণ ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন– ১. আল হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রী.) ২. আল জাহির (১০২১-১০৩৫ খ্রী.) ৩. আল মুস্তানসীর (১০৩৫-১০৯৪ খ্রী.) ৪. আল মুস্তালী (১০৯৪-১১০১ খ্রী.) ৫. আল আমীর (১১০১-১১৩০ খ্রী.) ৬. আল হাফিজ (১১৩০-১১৪৯ খ্রী.) ৭. আল জাফির (১১৪৯-১১৫৪ খ্রী.) ৮. আল ফয়েজ (১১৫৪-১১৬০ খ্রী.) ৯. আল আজীদ (১১৬০-১১৭১ খ্রী.)।

স্পেনে উমাইয়া খলীফাগণ : আলোচ্য সময়কালে স্পেনে উমাইয়া খলীফাগণের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন– ১. দ্বিতীয় হিশাম (৯৭৬-১০০৯ খ্রী.) (১০১০-১০১৩ খ্রী.) ২. দ্বিতীয় মুরাদ (১০০৯-১০১০ খ্রী.) ৩. সোলায়মান (১০০৯-১০১০ খ্রী.) ৪. চতুর্থ আব্দুর রহমান (১০১৮ খ্রী.) ৫. পঞ্চম আব্দুর রহমান (১০১৪-১০১৫ খ্রী.) ৬. তৃতীয় মুরাদ (১০১৪-১০১৫ খ্রী.) ৭. তৃতীয় হিশাম (১৩২৭-১৩৩১ খ্রী.)

বুয়াহিদ রাজ বংশ : বুয়াহিদ রাজ বংশে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন– ১. বাহাউদ্দৌলা (৯৮৯-১০১২ খ্রী.) ২. সুলতানুদ্দৌলা (১০১২-১০২৪ খ্রী.) ৩. ইমাম উদ্দীন (১০২৪-১০৪৮ খ্রী.) ৪. খসরু ফিরোজ মালিক আর রহীম (১০৪৮-১০৫৫ খ্রী.)।

সেলজুক বংশ : সেলজুক বংশের যারা শসন করেছিলেন তাঁরা হলেন– ১. তুগ্রীর বেগ (১০৫৫-১০৬৩ খ্রী.) ২. আলপ্ আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রী.) ৩. মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রী.) ৪. সিরিয়ার সেলজুক বংশের তুতুশ (১০৯৪-১১১৭ খ্রী.) ৫. বায়কিয়াবুক (১০৯৪-১১০৪ খ্রী.) ৬. মুহাম্মদ (১১০৪-১১১৭ খ্রী.) ৭. সানজার (১১১৭-১১৫৭ খ্রী.) ৮. মাহমুদ (১০৯২-১০৯৪ খ্রী.) ৯. পারসিক ইরাকের সেলজুকগণ (১১১৭-১১৯৪ খ্রী.) ১০. তুগ্রীল (১১১৭-১১১৯৪ খ্রী.)।

আইয়ূবী বংশ : আইয়ূবী বংশের যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে– ১. সালাহ উদ্দীন (১১৬৯-১১৯৩ খ্রী.) ২. আল আজিজ ইমানুদীন (১১৯৩-১১৯৮ খ্রী.) ৩. আল মনসুর মুহাম্মদ (১১৯৮-১১৯৯ খ্রী.) ৪. সালাহ উদ্দীন (১১৯৯-১২১৮ খ্রী.) ৫. আল কামিল মুহাম্মদ (১২১৮-১২৩৮ খ্রী.) ৬. আল 'আদিল (১২৩৮-১২৪০ খ্রী.) ৭. আল সালিহ নাজমুদ্দীন (১২৪০-১২৪৯ খ্রী.) ৮. শাজার আল দর (১২৪৯-১২৫০ খ্রী.) ৯. আল মুয়াজ্জম তুরান শাহ (১২৫০ খ্রী.)

ভারতীয় উপমহাদেশ : (একাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী) ১. গজনী বংশ (৯৬২-১২৮৬ খ্রী.) ২. ঘূরী বংশ (১১৭৩-১২০৬ খ্রী.) ৩. মামলূক যুগ (১২০৬-১৫২৬ খ্রী.) ৪. খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রী.) ৫. তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রী.)।

Dhaka University Institutional Repository

হলেও সামগ্রিকভাবে এটির প্রবণতা কমে যায়।[৫] পূর্ববর্তী যুগের বিশিষ্ট ইমামগণের ফিক্‌হের উপর বৃহদাকার গ্রন্থরাজি রচিত হয়। সাধারণ লোকদের ন্যায় 'আলিমগণও বিশেষ বিশেষ

মামলুক বংশ (১২০৬-১৫২৬) : ১. কুতুব উদ্দীন আইবেগ (১২০৬-১২১০ খ্রী.) ২. আরাম শাহ (১২১০-১২১১ খ্রী.) ৩. সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রী.) ৪. রুকন উদ্দীন ফিরোজশাহ (১২৩৬ খ্রী.) ৫. সুলতানা রাযিয়া (১২৩৬-৪০ খ্রী.) ৬. বাহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২ খ্রী.) ৭. মাসুদশাহ (১২৪২-১২৪৬ খ্রী.) ৮. নাসির উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৩ খ্রী.) ৯. গিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৩৬-১২৮৭ খ্রী.) ১০. মইজ উদ্দীন কায়কোবাদ (১২৮৭-৮৯ খ্রী.)।

খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০) : ১. জালাল উদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রী.) ২. রুকন উদ্দীন ইব্রাহিম (১২৯৬ খ্রী.) ৩. আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রী.) ৪. মুবারক শাহ (১৩১৬-১৩২০ খ্রী.)।

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩) : ১. গিয়াস উদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রী.) ২. মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী.) ৩. ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রী.) ৪. দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন (১৩৮৮-১৩৯০ খ্রী.) ৫. আবু বকর (১৩৯০ খ্রী.) ৬. নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ (১৩৮৯-১৩৯৪ খ্রী.) ৭. আলাউদ্দীন সিকান্দার (১৩৯৪ খ্রী.) ৮. নুসরত শাহ (১৩৯৫-১৩৯৯ খ্রী.) ৯. হুমায়ূন (১৩৯৪ খ্রী.) ১০. সুলতান মাহমুদ তুঘলক (১৩৯৪-১৪১৩ খ্রী.)।

দ্রষ্টব্য. কে. আলী ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (ঢাকা ঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী-২০০১), পৃ. ২৪-১২৫; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান (ঢাকা ঃ কামিয়াব প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৩৪-৪৭; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রী.) পৃ. ৪৮-৩২১।*

৫. এ প্রসঙ্গে শাহওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী (র.)-এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি লক্ষ্যণীয় : এ স্তরের 'আলিমগণের চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি ছিলো খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের চিন্তা ও কর্মের এই সামঞ্জস্যের সারসংক্ষেপ হলো :

১. তাঁদের দৃষ্টিতে 'মুসনাদ হাদীস' যেমন গ্রহণযোগ্য ছিলো, অনুরূপভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলো 'হাদীসে মুরসাল'।

২. তাঁরা সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের বক্তব্যকে শার'ঈ দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিলো যে,

(ক) শার'ঈ বিষয়ে সাহাবী এবং তাবি'ঈ যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, সেগুলো হয়তো রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) হাদীস হিসেবেই তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তবে সংক্ষিপ্ত করে 'মওকুফ' করেছেন। যেমন, ইব্রাহমি নখ'ঈ সরাসরি এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাকালা এবং মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন।" তাঁর মুখ থেকে এ হাদীসটি শুনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "এটি ছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) অন্য কোন হাদীস কি আপনার মুখস্থ নেই?" তিনি বললেন, "অবশ্যি আছে। তবে, 'আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেছেন, "আলকামা বলেছেন' এভাবে বলতেই আমি বেশী ভালবাসি।"

(খ) কিংবা, তাঁদের বক্তব্যগুলো হলো সেইসব শরয়ী বিধান, যা তাঁরা কুরআন সুন্নাহ্ থেকে অনুসন্ধান করে বের করেছেন, বা নিজেরা ইজতিহাদ করে নির্ণয় করেছেন। এই মনীষীদের গবেষণা ও ইজতিহাদ সম্পর্কে একথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোকদের তুলনায় অনেক উন্নত কর্মপন্থা এবং বিশুদ্ধতম চিন্তা ও মতামতের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া পরবর্তী লোকদের তুলনায় তাঁরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) অধিকতর কাছাকাছি সময়ের এবং অধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বক্তব্য অনুসরণীয় এবং অনুবর্তনীয়।

(৩) তাবি' তাবে'ঈ ইমামগণের কর্মনীতিতে তৃতীয় যে সামঞ্জস্যটি পাওয়া যায়, তা হলো এই যে, কোন বিষয়ে যদি তাঁরা পরস্পরবিরোধী হাদীসের সন্ধান পেতেন, তবে সে বিষয়ে শরয়ী বিধান অবগত হবার জন্যে সাহাবায়ে কিরামের (রা) বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন। সাহাবীগণ যদি পরস্পরবিরোধী হাদীসগুলোর কোনটিকে মানুসুখ তা তা'বীলযোগ্য বলে উল্লেখ করে থাকেন কিংবা বিলুপ্তি (নসখ) তা তাবেদীলের কোন ব্যাখ্যাদান ছাড়াই তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে একমত হয়ে থাকেন, যার অর্থ মূলত হাদীসটিকে জয়ীফ, মানসুখ কিংবা তাবলিযোগ্য বলে গোষণা করা। –এই সকল অবস্থাতেই তাঁরা সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন...।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামের তাকলীদ (অনুকরণ) আরম্ভ করে দেন। তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের নির্ধারিত মূলনীতি অবলম্বন করে গবেষণা ও মাস'আলা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন।

এ যুগে মাযহাবের পক্ষে বিশেষতঃ মাযহাব চতুষ্টয়ের সমর্থনে ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনার হিড়িক পড়ে যায়। পরিশেষে চার ইমাম তথা– ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমাদ (র.)–এর মতামতের তাকলীদ (تقليد) বা অনুসরণ করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্য পোষণ করেন।

এ যুগে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুকরণ-অনুসরণ স্পৃহা বিস্তার লাভ করে। আলিম ও জনসাধারণ সকলেই অনুকরণ প্রবণ হয়ে পড়েন। পূর্ববর্তী যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন শিক্ষার্থী প্রথমতঃ কুর'আন ও সুন্নাহর শরণাপন্ন হতেন যা মাস'আলা উদ্‌ঘাটনের মূল উৎস ছিল। কিন্তু এ যুগে ফিকহ এর শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবী গ্রন্থ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতেন। আর ফিকহ এর কিতাবগুলো মোটামুটি আয়ত্ব করতে পারলেই তিনি ফকীহ হিসেবে গণ্য হতেন। তাদের একদল নির্ভীক 'আলিম স্বীয় ইমামের মাযহাবের উপর গ্রন্থ সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলো ছিল মূলতঃ পূর্ববর্তী ইমামগণের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। তাঁরা ইমামগণের ফতোয়ার (فتاوى) বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। অবশ্য এ যুগে গবেষণা একেবারে বন্ধ হয়েছিল তা নয়। বরং এ যুগে মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ (যিনি তাঁর ইমামের অনুসৃত মূলনীতির অনুকরণে গবেষণা করেছেন) পাওয়া যেত। এ যুগের 'আলিমগণের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মাযহাবের প্রচারে কাজ করেন।

এ' সময়কালে ইজতিহাদ তথা ইমামের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অভিমত (رأى) প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 'আলিমগণের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তিরও উপস্থিতি ছিল, যাঁরা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফিক্‌হ চর্চা করার প্রয়াস পান। তাদের ইজতিহাদী দৃষ্টিভংগী বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে তা' তুলে ধরছি :

---

(৪) তাঁরা যখন কোন বিষয়ে সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে বলে দেখতে পেতেন, তখন তাঁদের প্রত্যেক আলিমই নিজ নিজ শহরের সাহাবী ও তাবি'ঈ এবং নিজ নিজ উস্তাদের মত অনুসরণ করতেন। কেননা তিনি তাঁদের বক্তব্যের মজবুতী ও দুর্বলতা সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য ও রায় যেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন...।

মোটকথা, এভাবে এ যুগের প্রত্যেক আলিমের নিকট তাঁর উস্তাদ এবং শহরের শাসক, কাযী ও আলিমগণের ফায়সালা ও মতামত অগ্রাধিকারযোগ্য এবং অধিকতর অনুসরণযোগ্য ছিলো। নিজ শহরের ওলামাকে কোন বিষয়ে একমত দেখতে পেলে সে বিষয়টিকে তো তাঁরা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতেন। এই যুগের আলিমগণের অন্তরে ফিকাহ্‌র গ্রন্থাবলী সংকলনের অনুভূতি ইলহাম করে দেয়া হয়েছিল। তাইতো দেখা যায়, মদীনায় ইমাম মালিক এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবিযিব' মক্কায় ইবনে জুরাজি এবং ইবনে উয়াইনা, কুফায় সওরী এবং বসরায় রুবাই ইবনে সুবাইহ্‌ পৃথক পৃথকভাবে 'ফিকাহ্‌গ্রন্থ' সংকরণ করেন। সংকলনকালে এরা সকলেই সেই নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন যার প্রতি আমি এতোক্ষণ আলোকপাত করলাম।
দ্র. শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্‌ দেহলভী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মাস'আলা উদ্ভাবনের নীতিমালা প্রণয়ন

ইজতিহাদের সূচনা ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এ সময়কালে এসে উহার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এ সময়কালে ইমামগণ মুজতাহিদ ফিদ-দ্বীন (مجتهد فى الدين) তথা 'মুজতাহিদ মুতলক মুস্তাকিল' (مجتهد مطلق مستقل) এবং মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد فى المذهب) তথা মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব (مجتهد مطلق منتسب) ইমামগণের উদ্ভাবিত আহ্কামসমূহ অনুসরণীয় ইমামের মূলনীতির আলোকে সুবিন্যস্ত করতেন। বিশেষ কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামগণের কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না পাওয়া গেলে তারা পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের নীতিমালার আলোকে নিজেরাই স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করে সমস্যার সমাধান বের করতেন। এ দিক থেকে তাঁরা ছিলেন মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مجتهد فى المسائل)।[৬] এ যুগের ফকীহগণ বিশেষতঃ হানাফী ফকীহগণ মাস'আলা উদ্ভাবনের

---

৬. দ্র. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪। মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مجتهد فى المسائل) প্রসঙ্গে আল্লামা শামী বলেন,

" طبقات المجتهدين فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وابى جعفرالطحاوى، وأبى الحسن الكرخى وشمس الأئمة الحلوا نى وشمس لا ئمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوى وفخر الدين قاضيخان وغيرهم فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا فى الأصول ولا فى الفروع ـ لكنهم يستنبطون الاحكام من المسائل التى لا نص فيها عنه، على حسب اصول قررها ومقتضى قواعد بسطها ـ

দ্র. শরহু উকূদি রাসমিল মুফতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৪; ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র), পৃ. ৫৩১-৩২; আল্লামা তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, পৃ. ৬৪-৬৬।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা দেহলভী (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য :

আমি এদের অধিকাংশকেই এ ধারণা পোষণ করতে দেখেছি যে আবূ হানীফা ও শাফি'ঈর মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ হলো সেসব উসূল, যেগুলো বযদুবী প্রমুখের গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, সেসব উসূলের অধিকাংশই সম্মানিত ইমামদ্বয়ের মতামতের আলোকে পরবর্তীকালে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন, আমার মতে, নিম্নোক্ত ফিকহী উসূলগুলো ইমামদের বক্তব্যের আলোকে পরবর্তী লোকেরা নির্ণয় করেছে :

১. 'খাস্' -এর বিধান সুস্পষ্ট। তার সাথে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না।
২. কোন বিধানের উপর পরিবর্ধন রহিত।
৩. 'খাস্' -এর মতো 'আম' ও অকাট্য দলিল।
৪. বর্ণনাকারীদের আধিক্য অগ্রাধিকারের জন্য অনিবার্য নয়।
৫. ফকীহ্ নয় এমন রাবীর রেওয়ায়েত কিয়াসের বিপরীত হলে তা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় নয়।
৬. 'মাফহুম শর্ত' এবং 'মাফহুম ওয়াসফ' -এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

এ ক'টি এবং এ রকম আরো অনেক ফিক্হী উসূল হানাফী ইমামদের কর্তৃক নির্ধারিত নয়। বরঞ্চ তাদের ফাতওয়ার আলোকে পরবর্তী লোকেরা এগুলো নির্ণয় করেছে। আবু হানীফা এবং তাঁর দুই সাথী (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) কর্তৃক এগুলি নির্ধারিত হয়েছে বলে কোন প্রমাণিত রেওয়ায়েত নেই। এখন এসব উসুলের হিফাযত করতে গিয়ে এবং এগুলোর উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে লোকেরা যা করছে তা নিতান্তই অযৌক্তির ও হাস্যকর।

দ্র. মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমালা তথা উসূল (أصول) তৈরী করেন। মাস'আলা যাচাই-বাচাই এবং দূর্বল-সবল –(أقوى (أضعف চিহ্নিত করনের নীতিমালা উদ্ভাবন করেন।

আহকামের কারণ ও উদ্দেশ্য (علت ومناط) বর্ণনা

আলোচ্য যুগের ইমামগণের মধ্যে কতিপয় ইমাম তাঁদের অনুসরণীয় 'মাযহাবের ইমামগণ কর্তৃক আহকাম-এর কারণ ও উদ্দেশ্য (علت ومناط) ব্যাখ্যা করতেন। ইমামগণের মাস'আলাসমূহের আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। তাঁরা মুলতঃ তাদের অনুসরণীয় ইমামের নীতিমালা (أصول) সমূহ সম্পর্কে পূর্ণদক্ষ ও ওয়াকিফহাল ছিলেন। যোগ্যতা এবং সময়ের বিচারে তাদেরকে আসহাবে তাখরীজের (أصحاب التخريج) এর অন্তর্ভূক্ত করা যায়।[৭]

একাধিক রায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য (ترجيح) দান

ইজতিহাদের পূর্ণতা যুগে ফকীহগণের একটি দল পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের প্রদত্ত ফাতওয়া (فتوى) তথা রায়সমূহের একাধিক বর্ণনার মধ্যে রিওয়ায়াত, দিরায়াত, বর্ণনাভঙ্গী ও যুক্তি কিয়াসের মাধ্যমে একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য (ترجيح) দান করতেন। তবে এক্ষেত্রেও তাঁরা নিজ নিজ ইজতিহাদ স্বীয় ইমামগণের প্রণীত নীতিমালাই অনুসরণ করতেন। 'ইলমুল ফিকহের (علم الفقه) পরিভাষায় এ পর্যায়ের ফকীহগণকে "আসহাবু-তারজীহ" (أصحاب الترجيح) হিসেবে গণ্য করা হয়।[৮]

---

৭. আসহাবে তাখরীজের মধ্যে অন্যতম ইমামগণ হচ্ছে : ইমাম আবু বকর জাসসাস (র), ইমাম আবুল হাসান কুদূরী এবং তাদের সমকক্ষ ইমামগণ। 'আল্লামা ইবন 'আবিদীন শামী আসহাবুত তাখরীজ সম্পর্কে বলেন,

طبقات أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى وأضربه فأنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لا حاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين، وحكم محتمل لامرين، منقول عن صاحب المذهب او عن احد من اصحابه المجتهدين برأيهم، ونظرهم فى الأصول والمقايسة على امثاله ونظائره من الفروع - وما وقع فى بعض المواضع من الهداية من قوله، كذا فى تخريج الكرخى وتخريج الرازى من هذا القبيل -"

দ্র. মাওলানা মুজাফফার হুসাইন ও মাওলানা আতহার হুসাইন, শরহ 'উকূদি রাসমিল মুফতী, পৃ. ৫৪, আবু ছাইদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), পৃ. ৫৩২-৩৩, 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, উসূলূল ইফতা, পৃ. ৬৬-৬৭।

৮. 'আসহাবুত-তারজীহ' (أصحاب الترجيح)-এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন– হিদায়া গ্রন্থকার বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান ফারগানানী মুরগিনানী, আসবীজাবী আলী। ইবন মুহাম্ম ইবন ইসমাঈল (র).। 'আল্লামা ইবন 'আবিদীন শামী তাঁর 'উকূদু রাসমিল মুফতী গ্রন্থে 'আসহাবুত-তারজীহ' সম্পর্কে বলেন,

طبقات أصحاب الترجيح من المقلدين كابى الحسن القدورى وصاحب الهداية وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض أخر، بقولهم هذا أولى" "وهذا أصح رواية" "وهذا أوضح" وهذا أوفق للقياس" "وهذا أرفق للناس"

Dhaka University Institutional Repository

আহকাম ও রিওআয়াত সমূহের পার্থক্য নির্ণয়

এ সময়কালে ফকীহ্গণের মধ্য থেকে কতিপয় এমন ছিলেন, যাঁরা পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রদত্ত আহকাম এবং রিওআয়াতসমূহের মধ্যে উত্তম, অধম, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য; সহীহ-দূর্বল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে পার্থক্য নির্ণয় করতেন। আর এ ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও তাদের ছিল। তাঁরা কেবল তাঁদের পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রদত্ত মাস'আলা সমূহই তাদের কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতেন। এক্ষেত্রে কখনো কখনো একটি মাস'আলাকে অন্য মাসআলার উপর প্রাধান্য (ترجيح) দান করতেন। এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন 'আলিমগণকে আসহাবুত-তামীয (أصحاب التمييز) হিসেবে গণ্য করা যায়।[৯]

স্বীয় অনুসরণীয় ইমাম মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

আলোচ্য সময়কালে এমন কতিপয় 'আলিম ছিলেন, যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় মুজতাহিদ ফিদ্দ্বীন ও মুজতাহিদ ফিল মাযহাব) তাবকার মুজতাহিদ হিসেবে অভিষিক্ত না হলেও তাদের মধ্যে ইজতিহাদী যোগ্যতা ছিল। তাঁরা মৌলিকভাবে (إجمالا) এবং সামগ্রিকভাবে (تفصيلا) নিজ

দ্র. মাওলানা মোজাফফর হুসাইন ও মাওলানা আতহার হুসাইন, শরহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২-৩৩; 'আল্লামা তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮; এ সম্পর্কে মুহাদ্দিস দেহলভীর (র)-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

আমি দেখতে পেয়েছি, এদের (হানাফীদের) কিছু লোক মনে করে ফিকাহ্ ও ফাতওয়ার গ্রন্থাবলীতে যতো টীকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে সবই আবু হানীফা কিংবা সাহেবাইনের মতামত। মূল জিনিস আর তার তাখরজের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করে না। 'কারখীর ফতোয়া অনুযায়ী বিষয়টি এরূপ' এবং 'তাহভীর ফতোয়া অনুযায়ী এরূপ'– তারা যেনো এ ধরনের বাক্যগুলোকে অর্থহীন মনে করে। 'আবু হানীফা এরূপ বলেছেন' এবং 'এটি আবু হানীফার মাযহাবের মত' তাদের দৃষ্টিতে এ দু'টি কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমি আরো দেখেছি, কিছুলোক মনে করে, আবু হানীফার মাযহাব সারাখ্সী প্রণীত মাবসূত এবং হিদায়া ও তিবঈন প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে ছড়িয়ে থাকা বিবাদমূলক বাহাছসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ তারা জানে না যে, তার্কিক বাহাছের ভিত্তির উপর তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের মধ্যে এরূপ বাহাছের সূত্রপাত করে আসলে মুতাখিররা। ফলে পরবর্তী লোকেরা ধারণা করে বসে, ফিক্হী আলোচনার মধ্যে হয়তো এরূপ কথাবার্তার অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া, এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনমস্তিষ্কেও তর্কবাহাছের তীক্ষ্ণতা স্থান করে নিয়েছে।

দ্র. শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলবী (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

৯. আস্হাবুত্ তামীয (أصحاب التمييز) সম্পর্কে 'উকূদু রাসমিল মুফতী এর গ্রন্থকার 'আল্লামা ইবন 'আবিদীন আশ্ শামী (র) বলেন,

طبقات المقلدين القادرين على التمييز بين "الاقواى" "والقوى" "والضعيف" "وظاهر الرواية" "وظاهر المذهب" "والرواية النادرة"

كاصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار "وصاحب الوقاية" "وصاحب المجمع" - وشأنهم أن لا ينقلوا فى كتبهم، الاقوال المردودة والروايات الضعيفة

-

দ্র ঃ মাওলানা মুজাফফর হুসাইন ও মাওলানা আতহার হুসাইন, শরহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, পৃ. ৫৬-৫৮, ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫; আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭; এ এম, এম, সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রীস্টাব্দ), পৃ. ৫৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ মাযহাবী ইমামের রায় এবং মাস'আলার যৌক্তিতা ও শুদ্ধতা প্রমাণে তৎপর ছিলেন। স্বীয় মুজতাহিদ ইমামের শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞানের গভীরতা, তাকওয়া-পরহেযগারী, সত্যবাদীতা, মাস'আলা উদ্ভাবনের দক্ষতা, ইজতিহাদী শক্তি ও প্রবণতা কুরআন-সুন্নহ্‌র অনুশীলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচার-প্রসারে নিবেদিত ছিলেন। পাশাপাশি এ সময়ে 'আলিমগণ স্বীয় মাযহাবের সমর্থনে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন, অন্যদের সঙ্গে মুনাযারা(مناظرة) তর্ক-বিতর্কসহ স্বীয় মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন।[১০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আ'যম আবূ হানীফার (র)- এর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, "এ যুগের ফকীহগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, তাঁরা স্বীয় গ্রন্থ রাজীতে প্রত্যাখ্যাত (مَرْدُوْد) ও দূর্বল (ضَعِيْف) রিওয়ায়াত সন্নিবেশিত করেন না। তাদের কাজ শুধু প্রাধান্য দান ছিল না বরং প্রাধান্যের পরিচিতি লাভ করানো এবং প্রাধান্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিন্যাস সাধন করা।"

সর্বপর্যায়ে 'তাকলীদের প্রবণতা ও প্রচলন

আমাদের আলোচ্য চার শতাব্দীব্যাপী (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) 'আলিম, ফকীহ এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ইজতিহাদের পরিবর্তে পূর্ববর্তী ইমাম মুজতাহিদগণের তাকলীদ (تقليد) তথা অনুকরণ করার প্রবণতা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। ইতোপূর্বে আলোচনায় যদিও আমরা উক্ত শতাব্দীসমূহে 'আলিম ও ফকীহগণের পক্ষ থেকে ইজতিহাদের প্রবণতা ও ধরন সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, কিন্তু একথা সত্য যে, এ সময় যারাই ইজতিহাদের (إجتهاد) এর মাধ্যমে মাস'আলা বর্ণনা ও উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা মূলতঃ স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ (إجتهاد مطلق) করেননি, বরং তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী অনুকরণীয় ইমামের মূলনীতির আলোকেই করেছেন। নিম্নে আমরা উক্ত সময়কালে তাকলীদের (تقليد) প্রচলন, ব্যপকতা এবং ধরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা তুলে ধরছি :

সুনির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ (অনুকরণ)

এ সময়কালে 'আলিম, ফকীহ এবং সাধারণ জনগণ ইসলামী শরী'আহ্‌ এর মাস'আলা গ্রহণ, অনুশীলন এর ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতেন। 'আলিমগণও সাধারণ জনগণের (যারা কুর'আন-সুন্নাহ এর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত) ন্যায় কোন আহকাম অনুসরণে কিংবা কোন শার'ঈ বিধান না জানার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তারা নির্দ্বিধায় ফকীগণের মধ্যে হতে কোন একজনের নিকট শরানাপন্ন হতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে চিন্তা-গবেষণা অথবা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতেন না, তাকলীদে শাখসী (تقليد شخصي) এ সময়কাল থেকেই জোরালোভাবে সূচিত হয়।[১১]

---

১০ . ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।

১১ . আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০।
এ সম্পর্কে শাহ্‌ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র) বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাব চতুষ্টয়ের তাকলীদ :

সামগ্রিকভাবে এ' সময়কালে তাকলীদের প্রচলন এত বেশী হয়ে উঠে যার ফলশ্রুতিতে মাযহাব চতুষ্টয়ের (হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ, হাম্বলী) তাকলীদ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আলিমগণের মধ্যে ইজমা'ও (ঐক্যমত) হয়ে যায়।[১২]

এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ্ (র)-এর মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

"এ সময় লোকেরা চরমভাবে অন্ধ অনুকরণে (তাকলীদে) নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এতোটা নিশ্চিন্তে তারা এ পথে অগ্রসর হয় যে, তা তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে যায়। এর পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো কাজ করছিল :

একটি কারণ ছিলো, ফকীহ্‌দের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ। ফলে একজন ফকীহ্ যখন কোথাও কোন ফতোয়া দিলেন, সাথে সাথে আরেকজন ফকীহ্ তা খণ্ডন করে, আরেকটি ফতোয়া দিয়ে বসেন। সে কারণে প্রত্যেকেই স্বীয় ফতোয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মুজতাহিদ ইমামদের (মতামতের) প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় শাসকদের যুলুমের কারণে মুসলমানগণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে, তাদের নিয়োগকৃত কাজীদের প্রতিও জনগণ আস্থাশীল ছিল না। তাই, তারা বাধ্য হয়েই নিজেদের ফতোয়া-ফায়সালার পক্ষে ইমাম মুজতাহিদগণের মতামত দলিল হিসেবে পেশ করতো।

আরেকটি কারণ এই ছিলো যে, এ সময় সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা দীনি জ্ঞান লাভ থেকে ছিলেন অনেক দূরে। ফলে, লোকেরা ফতোয়া নেয়ার জন্যে এমনসব লোকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাদের না হাদীসের জ্ঞান ছিলো আর না তাখরীজ এব ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা ছিলো। পরবর্তীকালের আলিমদের মধ্যে এ অবস্থা তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো। ইমাম ইব্‌ন হুমাম প্রমুখ এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এ সময় মুজতাহিদ নয় এমন লোকদেরও ফকীহ্ বলা হতে থাকে।

এ সময় মানুষের মধ্যে ফিক্‌হী বিষয়াদি নিয়ে বিদ্বেষ এবং রেষারেষিও ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ফকীহ্‌দের মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তার অধিকাংশই সাহাবীগণের মতামতের বিভিন্নতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ আইয়্যামে তশরীকের তাকবীর, দুই ঈদের তাকবীর, মুহরেমের (ইহ্‌রামকারীর) বিয়ে, ইব্‌ন আব্বাস এবং ইব্‌ন মাসউদের তাশাহ্‌হুদ, নামযে বিসমিল্লাহ্ এবং আমীন সশব্দের বা নিঃশব্দের বলা প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে এগুলোর সংখ্যা ও পদ্ধতি নিয়ে যে মতপার্থক্য ছিলো, তা ছিলো নেহাতই অগ্রাধিকারের ব্যাপার। তাঁরা একটি মতেক আরেকটি মতের চাইতে উত্তম মনে করতেন। এর চাইতে বেশী কিছু নয়।"

দ্র.শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ দেহলভী (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

১২ . ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

কিছু লোককে আমি এ ধারণাও পোষণ করতে দেখেছি যে, "মাত্র দু'টি ফিকহী গ্রুপই বর্তমান আছে। এক্ষেত্রে তৃতীয় কোন গ্রুপ নেই। দু'টির একটি গ্রুপ হলো 'আহলুর রায়' আর অপরটি হলো 'যাহেরিয়া'। আহলুর রায় হলো সে গ্রুপ, যারা কিয়াস এবং ইস্তিম্বাত -এর সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে।" অথচ এ ধারণা একটা দারুণ অজ্ঞতা। 'রায়' মানে নিরেট বুঝ-বুদ্ধি (ফাহ্‌ম ও আকল) -ই নয়। কারণ কোনো আলিমই এ দুটি গুণবিহীন নন। এই 'রায়' সুন্নাতের রাসূলের সাথে সম্পর্কহীন 'রায়' নয়। কারণ, ইসলামের কোন অনুসারীই সুন্নাতের সাথে সম্পর্কহীন রায় গ্রহণ করতে পারে না। 'রায়' -এর অর্থ নিরেট কিয়াস এবং ইস্তিম্বাতের যোগ্যতাও নয়।

আসলে 'আহলুর রায়' -এর অর্থ এগুলো নয়। প্রকৃতপক্ষে 'আহলুর রায়' হলেন সেইসব লোক যাঁরা মুসলমানদের সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত মাসায়েলসমূহের প্রাসংগিক বিষয়াদি তাখরীজ করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন ইমাম মুজতাহিদদের নির্ণীত উসূলের ভিত্তিতে। তারা এ কাজ হাদীস এবং আছারের ভিত্তিতে করেন নি। বরং মুজতাহিদ ইমামদের নির্ণীত মাসায়েল সমূহের নজীর ও কার্যকারণকে সামনে রেখে করেছেন। পক্ষান্তরে 'আহলুয যাহের' বা 'যাহেরিয়া' হলেন তাঁরা, যারা কিয়াস বা সাহাবীগণের আছার এ দু'টির কোনটিকেই অবলম্বন করেননি। যেমন, ইমাম দাউদ এবং ইব্‌ন হাযম। এই উভয় গ্রুপের মাঝে রয়েছেন 'মুহাক্কিকীন' এবং 'আহলুস সুন্নাহ'। যেমন, আহমদ এবং ইসহাক।

দ্র.মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

"উম্মতে মুহাম্মাদী"-এর এ' মর্মে ইজমা হয়েছে যে, শরী'আহ্র এ' মাযহাব চতুষ্টয় বিশুদ্ধ সনদের দ্বারা সংকলন করা হয়েছে। সুতরাং উহার আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে গিয়েছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে– "إتبعوا السواد الأعظم" "– তোমরা বড় দলের আনুগত্য কর"

এক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ' বড় দল "السواد الأعظم" দ্বারা মাযহাব চতুষ্টয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে্ সুতরাং এ' মাযহাব চতুষ্টয়ের তাকলীদ অপরিহার্য। এতদ্ভিন্ন, এ কথাও সত্য যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে এ মাযহাব চতুষ্টয় ব্যতিত অপরাপর মাযহাব সমূহের ক্ষেত্রে শুদ্ধতাও আমানত বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে কারো মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা রয়েছে কিনা– এ সম্পর্কেও জানাটা দুষ্কর। সুতরাং বিখ্যাত মাযহাব চতুষ্টয়ের আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তিনি আরো বলেন,

এ মাযহাব চতুষ্টয় গ্রহণ করার মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং এ'গুলোর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে অনেক বিপদ ও অকল্যাণ রয়েছে।[১৩]

ইমামের অনুসারীগণের মধ্যকার পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক ও মুনাযারা (مناظرة)

এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা ছিল যে, মুকাল্লিদগণ তথা সুনির্দিষ্ট ইমামের অনুসারীগণ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক ও মুনাযারায় (مناظرة) লিপ্ত হত। নিজ নিজ মাযহাবের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তারা এ' ধরনের কাজে লিপ্ত হত। পাশাপাশি, অন্য মাযহাবের অনুসারীগণের মতামতকে অবজ্ঞা ও তাদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণের জন্য তর্ক-বিতর্কের আয়োজন করা হত। এমনকি মাযহাবের অনুসারীগণ পরস্পর পরস্পরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করত। প্রত্যেকে নিজেদেরকে সত্যপন্থী এবং অন্য মতাবলম্বীদেরকে সত্যের পরিপন্থী মনে করত।

---

১৩. আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫ তে উদ্ধৃত। এ প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূনের মন্তব্যটি লক্ষণীয় :

"দুনিয়ায় শুধু এ' চার ইমাম– ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল-এর তাকলীদের প্রচলন হলো। অন্যান্য ইমামের কোন মুকাল্লিদ রলো না। জনসাধারণ এ' ইমামগণের বিরোধিতার সকল পথ বন্ধ করে ছিল যে, তখন পর্যন্ত 'ইলমী ইস্তিলাহাত অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে ইজতিহাদ পর্যন্ত পৌঁছা দুষ্কর হয়ে পড়েছে এবং অনুপযুক্ত লোকেরা নিজেদেরকে ফকীহ হিসেবে দাবী করবে। সেরূপ আশংকাও দেখা দেয়। মুসলিম জনসাধারণ পরিষ্কারভাবে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে সকলকে ইমামদের তাকলীদের প্রতি আকৃষ্ট করেছি এবং প্রত্যেকেই তাকলীদ কোন এক ইমামের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে গেল এক ইমামের তাকলীদ করার পর তাকে ছেড়ে সুবিধামত অন্য ইমামের অনুসরণ করা অবৈধ বলে বিবেচিত হলো, কেননা অনুরূপ করলে পরে 'তাকলীদ' খেলনার বস্তুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহাতে কারো তাকলীদ হয় না। কিন্তু উসূলে তাসহী তথা বিশুদ্ধকরণের নীতি ও সনদ রিওয়ায়াতের অবিরাম সংযোজনের শর্ত সাব্যস্ত হলো, আজকাল ইহাকেই তাকলীদে ফিক্হ বলে। বর্তমানে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এখন এ' চার ইমামের মুকাল্লিদ। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫ তে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, মাযহাবের সত্যতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন করা হতো উক্ত বিতর্ক সভা বা মুনাযারা মসলিস প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী প্রসিদ্ধ আলিমগণ পক্ষপাতিত্ব করার জন্য উক্ত মুনাযারা সভার বিতর্ক সভা উপস্থিত থাকতেন। এমনকি এ সব মুনাযারা মজলিসে সমকালীন আমীর-উমারা ও উযীরগণও উপস্থিত থাকতেন। এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক সভা ও মুনাযারার মজলিস এতদুর পর্যায় পৌঁছে যে, মুনাযারা এবং তর্ক-বিতর্কের সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি ও প্রণীত হয় এবং উক্ত রীতিনীতির উপর বিভিন্ন গ্রন্থও রচিত হয়।[১৪]

---

১৪ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮ ; এ' সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীয়্যাহ দেহলভী (র) বলেন,

এ' সময় পহেলা বিপর্যয়টি ছিলো ফিকাহ শাস্ত্রে বিবাদ বিরোধকে কেন্দ্র করে। গাযালীর (র.) কলমে এর বিস্তারিত রূপ অবলোকন করুন :

"খুলাফায়ে রাশেদীন আল মাহ্দীয়ীন –এর যুগ শেষ হবার পর খিলাফতের বাগডোর এমন সব লোকের হাতে এসে পড়ে, এ মহান দায়িত্ব পালনে যাদের না যোগ্যতা ছিলো আর না ফতোয়া ও আহকামে শরয়ীর ক্ষেত্রে বুৎপত্তি ছিলো। তাই ফতোয়া দিন, বিচার ফায়সালা প্রদান ও শরয়ী বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তারা ফকীহদের সাহায্য নিতে এবং সবসময় তাদেরকে সাথে রাখতে বাধ্য হয়। 'খাইরুল কুরূন' -এর যুগ যদিও শেষ হয়ে গেছে, তবুও তখন পৃথিবী এমন সব আলিম থেকে শূন্য ছিল না, যারা প্রাথমিক যুগের আলিমদের মতোই ছিলেন বলিষ্ঠচিত্ত ও প্রকৃত দীনের বাহক। শাসকরা এঁদের কাছে টানতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা যতোই এঁদের কাছে টানতে চেষ্টা করতো, তাঁরা ততোই তাদের থেকে দূরে সরে যেতেন। আলিমদের এরূপ সম্মান ও মর্যাদা অবলোকন করে পদলোভী লোকেরা সরকারী পদ ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে দীনি ইলম হাসিল করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে শাসকরা আলিমদের খুঁজে বেড়ানোর পরিবর্তে আলিমরাই শাসকদের পিছে ঘুরতে থাকে। এতোদিন শাসকরা তাঁদের মুখাপেক্ষী থাকার কারণে তাঁরা ছিলেন মর্যাদাবান। আর এখন শাসকদের নিকট পদমর্যাদা চাইতে গিয়ে তারা লাভ করলেন সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা আর অসম্মান। তবে দু'চারজনের কথা আলাদা। এদের আগেকার একদল লোক ইলমে কালাম (তর্কশাস্ত্র) -এর উপর অনেক কিছু লিখে গেছে। তারা যুক্তি তর্কের ঝড় সৃষ্টি করে গেছে। অভিযোগ এবং জবাবের বাজার গরম করে রেখে গেছে। বাহাছ ও মুনাযিরার পথ প্রশস্ত করে রেখে গেছে। ফলে আলোচ্য ফকীহ্রা এগুলোর জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিল। এ সময় এমন কিছু রাজা বাদশাহ্রও জন্ম হয়, যারা ফিক্হী বাহাছ ও মুনাযিরার প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অমুক মাসআলায় ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব শ্রেষ্ঠ কিংবা অমুক মাসআলায় ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাব সেরা প্রভৃতি তথ্য জানার জন্যে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা কালাম শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের ইলমী গবেষণা ত্যাগ করে আবু হানীফা ও শাফেয়ীর (রহ) মাযহাবের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করে। বিশেষভাবে এ দু'টি মাযহাবকে তর্ক-বাহাছের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়। এদিক থেকে তারা মালিক, সুফিয়ান এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবকে কিছুটা ছাড় দেয় (কারণ শাসকদের আকর্ষণ ছিলো বিশেষভাবে উক্ত দুটি মাযহাবের প্রতিই)। তাদের ধারণা ছিলো, এভাবে তারা শরীয়তের সূক্ষাতিসূক্ষ রহস্যসমূহ উদঘাটন করেছে, প্রতিটি মাযহাবের ভাল-মন্দ দিকসমূহ নির্ণয় করছে এবং ফতোয়ার নীতিমালার পথ প্রশস্ত করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা রচনা করে বহু গ্রন্থাবলী, উদ্ভাবন করে বহু বিষয়াদি, নিত্যনতুন আবিষ্কার করে বাহাছ ও বিবাদের অসংখ্য হাতিয়ার। বড়ই আফসোসের বিষয়, তারা এই সব কার্যক্রম এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। এসব তৎপরতা যে ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে, তা আল্লাহই ভাল জানেন।"

দ্র. মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাবের সমর্থনে গ্রন্থাদী রচনা

ইসলামী শারী'আহ-এর মূল ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহর গবেষণা ও চর্চা থেকে দূরে সরে গিয়ে এ' সময়কালে 'আলিমগণ নির্দিষ্ট মাযহাবের সমর্থনে রচিত কিতাবাদী অধ্যয়নে মশগুল থাকতেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাযহাবী গ্রন্থাবলীও শিক্ষা দান করানোর প্রবণতা ছিল বেশী। মাস'আলা উদ্ভাবনে 'আলিমগণ স্বীয় ইমামের রচিত কিতাবসমূহকে অনুসরণ করতেন। ফকীহ (فقيه) বলতে সাধারণতঃ মাযহাব ফাতওয়াদানকারী (مفتى) 'আলিমগণকেই বুঝানো হতো। এ' সকল ফকীহ নিজ নিজ অনুসরণীয় মাযহাব অনুসারে কিতাব রচনা করতেন। সাধারণতঃ এ সকল রচনা ছিল পূর্ববর্তী ইমামের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার। অথবা মুজতাহিদ ইমামের প্রদত্ত মাস'আলার সংকলন ও সঞ্চয়ন কিংবা বিভিন্ন মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।[১৫]

---

১৫ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১১০। শাস্ত্রীয় গবেষণার অপ্রয়োজনীয় হিড়িক সম্পর্কে শাহওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলবী (র) এর মন্তব্যটি লক্ষণীয় :

"এ সময় আরেকটি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তা হলো, শরীয়তের আসল উৎসকে উপেক্ষা করে অধিকাংশ লোক বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে কেউ আসমাউর রিজাল এবং জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে গবেষণায় অবতীর্ণ হয়ে ধারণা করে বসে, আমি এ বিষয়ের ভিত্তি মযবুত করছি। কেউ নিমজ্জিত হয় প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস গবেষণায়। কেউ নিমজ্জিত হয় বিরল, গরীব এমনকি মওদু' হাদীসসমুহের যাচাই বাছাইয়ের কাজে। কেউ কেউ তাঁর গবেষণার ঘোড়া দৌড়ান উসূলে ফিকাহর ক্ষেত্রে। স্বীয় অনুসারীদের জন্যে আবিষ্কার করেন বিবাদ করার নিয়ম কানুন। অতঃপর অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের তুফান ছুটান। বীরদর্পে জবাব দেন অন্যদের অভিযোগের। প্রতিটি জিনিসের সংজ্ঞা প্রদান করেন। মাসআলা এবং বাহাছকে শ্রেণী বিভক্ত করেন। এভাবে এসব বিষয়ে দীর্ঘ হ্রস্ব গ্রন্থাদি রচনা করে যান।

অনেকে আবার এমনসব ধরে নেয়া বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা গবেষণা চালান, যেগুলো ছিলো নিতান্তই অনর্থক এবং কোন জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেগুলোকে তাকিয়ে দেখারও যোগ্য মনে করে না। এসব মতবিরোধ, ঝগড়া বিবাদ ও বাহুল্য গবেষণার ফিতনা ছিলো প্রায় সেই ফিতানা মতো, যার শিকার হয়েছিল মুসলমানরা তাদের প্রাথমিক যুগে। যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয় আর প্রত্যেকেই নিজ নেতাকে ক্ষমতাসীন করা বা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছিল। এর ফলে তখন যেমন মুসলমানদের উপর যালিম অত্যাচারী একনায়ক শাসকরা সওয়ার হয়ে বসেছিল এবং ইসলামের ইতিহাসের সবচাইতে ন্যাক্কারজনক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি এই নব ফিতনাও মুসলিম সমাজে অজ্ঞতা, অন্ধতা, সন্দেহ-সংশয় ও ধারণা কল্পনার চরম ধ্বংসকারী ঝড় তুফান বইয়ে দেয়।

অতঃপর আসে এদের পরবর্তী জেনারেশন। এই জেনারেশন তাদের পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ করে সম্মুখে ধাবিত হয়। ফলে, তারা সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার চেতনাই তারা লাভ করেনি। এখন সেই ব্যক্তিই ফকীহ উপাধি পেতে থাকে যে বেশী বকবক করতে এবং জটিলতা পাকাতে পারে, যে কোনো বিষয়ে নীরব থাকতে এবং সত্য মিথ্যা যাচাই করতে জানে না এবং ফকীহদের দুর্বল ও মজবুত বক্তব্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। একইভাবে এমনসব লোকদেরকে মুহাদ্দিস বলা হতে থাকে, যারা সঠিক ও ভ্রান্ত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না এবং সঠিক ও ভ্রান্ত হাদীসকে সমানভাবে চালিয়ে দেয়। সকলেই এরূপ অবস্থা ছিলো, সে কথা আমি বলি না। আল্লাহর একদল বান্দাহ সব সময়ই তাঁর সন্তুষ্টির পথে কাজ করেছেন, কোনো শত্রুতা তাদেরকে এপথ থেকে ফিরাতে পারেনি। পৃথিবীতে এরাই আল্লাহর হুজ্জত। অতঃপর এদের পরে যে জেনারেশনের আগমন ঘটে, তারা এদের চাইতেও বড় ফিতনাবাজ প্রমাণিত হয়। তারা বিদ্বেষমূলক তাকলীদের দিক থেকেও ছিলো অগ্রগামী। তাদের অন্তরে না ছিলো

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে আমরা উক্ত চার শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) উল্লেখযোগ্য ফকীগণ সম্পর্কে আলোচনা করছি। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে কেবল মাযহাব চতুষ্টয়ের ফকীগণকেই সীমাবদ্ধ রাখছি। কারণ মাযহাব চতুষ্টয়ের ফকীগণ ব্যতীত এ সময় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফকীহ্ ও তাঁদের অবদান পরিলক্ষিত হয়নি।

জ্ঞানের আলো আর না ছিলো অন্তরদৃষ্টি। তারা দীনি বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করাকে 'বিদআত' বলে আখ্যায়িত করে সদর্পে ঘোষণা দিয়েছে :

"আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এভাবেই চলতে দেখেছি আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবো।" এখন একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই এ বিষয়ে অভিযোগ করা যায়। তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। তিনিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সত্তা আর তাঁর উপরই ভরসা করা যেতে পারে।"

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীগণ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাপক ভাবে ফিক্‌হ চর্চা পরিলক্ষিত হয়। ফিক্‌হ শিক্ষাদান, ফাতওয়া দান, গ্রন্থ রচনা, ফিকহী মাজলিস প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিলেন অসংখ্য ফকীহ। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে এ সময়ের ফিক্‌হ চর্চার ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ফকহীগণের পরিচিতি ও মাযহাব ভিত্তিক তালিকা প্রদান করা হলো।

'আব্দুল্লাহ আল উস্তায (২৫৩-৩৪০ হিজরী) : عبد الله الأستاذ

'আব্দুল্লাহ্ আল উস্তায ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তাঁর উপনাম হলো– আবূ মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস। ২৫৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. কাশফুল আসারিশ শারীফাহ ফী মানাকিবি আবী হানীফা (كشف الأثارالشريفة فى مناقب أبى حنيفة)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ আল উস্তায হিজরী ৩৪০ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৬]

'আলী আত্ তানুখী (২৭৮-৩৪২ হিজরী) : على التنوخى

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আত্-তানূখী[১৭], ছিলেন একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক ও কবি। তাঁর হচ্ছে উপনাম– আবুল কাশেম তিনি ২৭৮ হিজরীতে যিল হজ্জ মাসে এন্তাকিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে আগমণ করেন এবং সেখানেই হানাফী ফিক্‌হ এর চর্চা করেন।[১৮]

---

১৬. মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

১৭. তানূখী একটি গোত্রের নাম যেমন সাম'আনী বলেন,

التنوخى بفتح التاء وضم النون المخففة فى أخره الخاء المعجمة إسم لعدة قبائل إجتمعوا بالبحرين

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১৮. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী বলেন,

على بن محمد ابو القاسم التنوخى من اصحاب الكرخى عن الصيمرى انه كان مقدما فى الشعر والعربية عارفا بمذهب ابى حنيفة مات سنة اثنين واربعين وثلاثمائة ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুন ফিল্ 'উরূয (كتاب فى العروض)
২. কিতাবুন ফিল কাওয়াফী (كتاب فى القوافى)
৩. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)
৪. আল ফারাজু বা'দাশ শিদ্দাহ (الفرج بعد الشدة)
৫. কিতাবুন ফিল ফিক্‌হ ওয়াল হাদীস (كتاب فى الفقه والحديث)

ইন্তিকাল

তিনি ৩৪২ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে বসরায় ইন্তিকাল করেন।[১৯]

আহমাদ আল-জাস্‌সাস (৩০৫-৩৭০ হিজরী) : (أحمد الجصّاص)

আহমাদ ইব্‌ন 'আলী আর-রাযী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মুজতাহিদ ফকীহ্। তিনি আল-জাস্‌সাস (الجصاص)নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে– আবূ বকর। হিজরী ৩০৫ সালে বাগদাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সেই তিনি বাগদাদ শহরে আগমন করেন। সেখানে তিনি ফিক্‌হ চর্চা, শিক্ষাদান এবং গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অসংখ্য মাস'আলার জবাব দান করতেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর থেকে ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ছিলেন 'আসহাবে তাখরীজ এর অন্তর্ভূক্ত। ইমাম আল জাস্‌সাস (র.) ইমাম আবূ দাউদ (র.) ইব্‌ন আবী শায়বা (র.), 'আব্দুর রায্‌যাক (র.) ও ইমাম তায়ালিসী (র.) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীসের হাফিয ছিলেন, তাঁদের যে কোন হাদীস তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বর্ণনা করতে পারতেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবূ সহল (র.) হাফিয 'আব্দুল বাকী ইবন কানি' (র.) ইমাম কারখী (র.), আবূ হাতিম (র.) ও ইসমান দারিমী (র.)-এর মত বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন– ইমাম আবূ 'আলী (র.) ও ইমাম আহমাদ হাকিম (র.) প্রমূখ।

রচনাবলী

ইমাম আল জাসসাস গ্রন্থ রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। হানাফী মাযহাবের অনুসরণে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

---

১৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬; আয-যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২৪; আস্ সাফদী, আল ওয়াফী, ১২শ খণ্ড, ১৫৬-১৬৫; ইয়াকুত, মু'জামুল উদাবা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৯২; আল খাতীব আল বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ ১২ খণ্ড, ৭৭-৭৯; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১. শারহুল জামি'ইল কাবীর লিমুহাম্মদ ইবনিল হাসান আশ্‌-শাইবাণী (شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني)

২. শারহু মুখ্‌তাসারিত তাহাভী ফী ফুরূ'ইল ফিক্‌হিল হানাফী (شرح مختصر الطحاوى فى فروع الفقه الحنفى)

৩. আহকামুল কুর'আন (أحكام القرآن)। এটি তাঁর 'ইলমী যোগ্যতার অনন্য নিদর্শন।

৪. কিতাবুন ফী উসূলিল ফিক্‌হ (كتاب فى أصول الفقه)। এটি হানাফী মাযহাবের প্রাচীন উসূল গ্রন্থ।

৫. শারহু কিতাবিল খাস্‌সাফ ফী আদাবিল কাদী 'আলা মাযহাবি আবী হানীফা (شرح كتاب الخصاف فى أدب القاضى على مذهب أبى حنيفة)

৬. শারহু জামি' কাবীর (شرح جامع كبير)

৭. শারহু মুখতাসারিল কারখী (شرح مختصر الكرخى)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৭০ সালের যিল হাজ্জ মাসে বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২০]

আহমাদ আত-তাহাভী (২২৯-৩২১ হিজরী) : أحمد الطحاوى

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ ইব্‌ন সালমাহ ইব্‌ন 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন সালমাহ ইব্‌ন সুলাইম ইব্‌ন সুলাইমান ইবন জনাব আল আযদী আল হাজরী আত তাহাভী[২১] আল মিসরী[২২]

---

২০. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; আয যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২; 'আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী (র.) 'জাস্‌সাস' (الجصاص) সম্পর্কে বলেন,

الجصاص بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة فى اخره صاد اخرى هذه نسبة الى العمل بالجص ـ

তিনি আরো বলেন, ذكره بعص الاصحاب بلفظ الرازى بعضهم بلفظ الجصاص وهما واح خلافًا لمن توهم انها الثنان ـ

দ্র. আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

ইবনে 'আবিদীন রচিত 'শারহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী গ্রন্থের টীকায় উল্লেখিত নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ্যনীয় :

الرازى هو احمد بن على أبو بكر الرازى الجصاص كان امام الحنفية فى عصره مات سابع ذى الحجة سنة سبعين وثلاثمائة وقيل سنة خمس عشرة وثلاثمائة وكان مولده ببغداد سنة خمس وثلاثمائة والجصاص نسبة الى العمل بالجص وفى طبقات القارى احمد بن على ابو بكر الرازى الامام الكبير الشان المعروف بالجصاص وهو لقب له وذكره بعض الاصحاب بلفظ الرازى وبعضهم بلفظ الجصاص وهما واحدا خلاف لمن توهم انهما اثنان ـ

দ্র. হাশিয়া, শারহু 'উকুদিরাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২১. কাসিম ইবন কাতলুবাগা, তাজুত তারাজিম ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ (বাগদাদ : মাকতাবাতুল আনী, ১৯৬২ খ্রী.), পৃ. ৮-৯; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাবী (র) জীবন ও কর্ম, পৃ. ৬০। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ জীবনী লেখক তাহাভী (র) এর বংশ পরম্পরা বর্ণানয় 'আব্দুল মালিক পর্যন্ত একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন সুপরিচিত ফকীহ্ ও মুজতাহিদ। তাঁর উপনাম আবূ জা'ফর। তিনি হিজরী ২২৯ মতান্তরে ২৩৮ অথবা ২৩৯ সালে মিসেরর 'তাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩] ইলমুল ফিক্হ ছাড়াও তিনি হাদীস, ইতিহাস বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম।[২৪]

রচনাবলী

তিনি ফিকহ আকাঈদ, ইতিহাস, তাফসীর ও জীবনী গ্রন্থসহ বহুগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

ক. 'আকা'ইদ

১. বায়ানু ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (بيان اعتقاد اهل السنة والجماعة)

২. কিতাবুন ফিন নিহাল ওয়া আহকামিহা ওয়া সিফাতিহা ওয়া আজনাসিহা ওয়া মা ওয়ারাদা ফীহা মিন খাবর (كتاب فى النحال واحكامها ومفاتها واجنابسها وماورد فيها من خبر)

খ. তাফসীর শাস্ত্র

১. আহকামুল কুরআন (احكام القران)

২. তাফসীরুল কুরআন (تفسير القران)

৩. ইখতিলাফুল 'উলামা (اختلاف العلماء)

৪. আশ শুরুতুল কাবীর (الشروط الكبير)

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; 'আব্দুল কাদির কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

২২. মিসর ইবন ইয়াসার ইবন হাম ইবন নূহ (আ.)-এর নামানুসারে মিরসকে মিসর' নসামে অভিহিত করা হয়।
দ্র. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২৩. طها শব্দের ط এবং ح অক্ষরদ্বয় ফাতাহ বিশিষ্ট (مفتوح)। الطحو এবং الدحو সমর্থবোধক, এ শব্দের দুটোর অর্থ- বিছানো বা বিন্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, والارض وما طحيا (৯১ : ৬)
দ্র. হামাভী, মু'জামুল বুলদান, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০; রাগিব, *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (মিসর : মায়মুনিয়াহ প্রেস, ১৩২৪ হিজরী), পৃ. ৩০৪; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী (র) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

২৪. ইমাম তাহাভী (র) প্রথমতঃ শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইমাম মুযানী (র) এর নিকট অধ্যায়ন করতেন। একদিন ইমাম মুযানী তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল্লাহর শপথ! তুমি সফলকাম হতে পারবে না। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর মজলিস ত্যাগ করেন। এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি শাফি'ঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন।
দ্র. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভীর (র) জীবন ও কর্ম, পৃ. ৭৮; 'আব্দুল কাদির আল-কুরাশী, আল জাওহিরুল মুদিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; আবূ সা'ঈদ ইবন ইউনুস বলেন,

قال لى الطحاوى : ولدت سنة تسع وثلاثين ومأ تين -

দ্র. আল কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আশ শুরুতুল আওসাত (الشروط الا وسط)
৬. আশ শুরুতুস সাগীর (الشروط الصغير)
৭. শারহুল জামি'ইল কাবীর
৮. শারহুল জামি'ইল কাবীর (الشرح الجامع الكبير)
৯. আন নাওয়াদিরুল ফিকহিয়্যাহ (النوادر الفقهية)
১০.জুযউন ফী আরদি মাককাহ (جزء فى ارض مكة)
১১.জুযউন ফী কিসমিল ফাই ওয়াল গানাইম (جزء فى قسم الفى والغنائم)
১২.কিতাবুল আশরিবাহ (كتاب الاشربة)
১৩.জুয আনি ফির রাদ্দ 'আল 'ঈসা ইবন আবান (جزء ان فى الرد على عيسى بن ابان)
১৪.শারহুল মুগনী (شرح المغنى)
১৫.আল খিতাবাত ফিল ফুরু' (الخطابات فى الفروع)
১৬.আল ওয়াসায়া ওয়াল ফাবাইয (الوصايا والفرائض)
১৭.জুযইন ফির রাযিয়্যাহ (جزء فى الرضية)
১৮. জুযআনি ফী ইখতিলাফির রিওয়ায়াত 'আলা মাযহাবিল কুফিয়্যীন (جزء ان فى اختلاف الرواية على مذهب الكفيين)
১৯.আল মুহাযির ওয়াস সিজিল্লাত (المحاضر والسجلات)

ঘ. ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ

১. আত তারীখুল কাবীর (التاريخ الكبير)
২. মানাকিবু আবী হানাফী (র) (مناقب أبى حنيفة)
৩. আন নাওয়াদির ওয়াল হিকায়াত (النوادر والحكاياة)
৪. আর রাদ্দু 'আলা আবী 'উবায়দ ফীমা আখতায়া ফীহি ফী কিতাবিল আন সাব (الرد على ابى عبيد فيما اخطأ فيه فى كتاب الانساب)[২৫]

ঙ. হাদীস গ্রন্থ

১. ইখতিলাফুল হাদীস (اختلاف الحديث)
২. শারহু মা'আনিল আসার (شرح معانى الاثار)
৩. তাবিলু মুখতালাফিল হাদীস (تاويل مختلف الحديث)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩২১ সালের যিল্‌কদ মাসে বিরাশী বছর বয়সে মিসরে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন নাদীম তাঁর মৃত্যুকাল ৩২২ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন। ।[২৬]

---

২৫. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী (র) জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৩১-২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইব্ন দানকা (মৃ. ৩৪০ হিজরী) : أحمد بن دانكا

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুর রহমান আত-তাবারী (আবূ 'আমর) ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি বাগদাদে ফিক্হ শিক্ষা দান করেন।

রচনাবলী : গ্রন্থ রচনায় তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুল জামি'ইল কাবীর লিশ্ শাইবাণী (شرح الجامع الكبير للشيباني)। এটি হানাফী ফিক্হ সংক্রান্ত গ্রন্থ।

২. কিতাবুশ শুরবি (كتاب الشرب)।

ইন্তিকাল : হিজরী ৩৪০ সালে আহমাদ ইব্ন দানকা ইন্তিকাল করেন।[২৭]

হুসাইন আল মারাগী (মৃ. ৩৮৯ হিজরী) : حسين المراغي

হুসাইন ইব্ন জা'ফর আল মারাগী (আবূ 'আব্দুল্লাহ্) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ্। তিনি তর্কশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

রচনাবলী :

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণে ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ রচনাসহ একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আত তাকলীফ ফী ফুরু'ইল ফিক্হিল হানাফী (التكليف فى فروع الفقه الحنفى)

২. আল হুরূফুস সাবআ' ফিল কালাম (الحروف السبعة فى الكلام)

ইন্তিকাল

৩৮৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৮]

---

২৬. আশ-শীরাযী, *তাবাকাতুল ফুকাহা (طبقات الفقهاء)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭। 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭; ইব্ন হাজার, *লিসানুল মিযান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৮২; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযরাতুয যাহাব*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী (র) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; ইব্ন বাদরান, তাহযীবু তারিখি দিমাশক, (বৈরুত : দারুল মাসীরাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৯/১৩৯৯) পৃ. ৫৮; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজিম ফী তারীখিল মুলকি ওয়াল উমাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হিজরী পৃ. ২৫০।

২৭. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭; আব্দুল কাদীর আল কুরাশী, *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাআহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯, ১৪২৯।

২৮. হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬০, ১৫৭৫; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ ইবনুল বুহলুল (২৩১-৩৭৭ হিজরী) : أحمد إبن البهلول

আহমাদ ইবন ইসহাক ইবনুল বুহলুল ইবন হাসসান ইবন সিনান আত-তানবিখী আল 'আম্বারী আল হানাফী (আবূ জা'ফর) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি হিজরী ২৩১ সালে 'আম্বার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সাহিত্যিক ছিলেন। খলীফা মানসূরের সময়কালে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। হাদীসের প্রচার-প্রসারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

রচনাবলী

ইমাম ইবনুল বুহলুল বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল-নাসিখ ওয়াল মানসূখ (الناسخ والمنسوخ)
২. কিতাবুদ্-দু'আ' (كتاب الدعاء)
৩. আদাবুল কাদী (أداب القاضي)
৪. কিতাবুন ফিন্ নাহবি 'আলা মাযহাবিল কূফিয়্যীন (كتاب في النحو على مذهب الكوفيين)[২৯]

আহমাদ আত-তাবারী (মৃ. ৩৭৭ হিজরী) : أحمد الطبرى

আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন 'আলী আল মারওয়াযী আল হানাফী ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি ইবন তাবারী, নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তিনি একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ, ঐতিহাসিক, হাফিয-ই-হাদীস এবং মুফাসসির ছিলেন। তিনি হামাদান বংশভূত। পরবর্তীতে তিনি খুরাসান আগমন করেন এবং সেখানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে বাগদাদে এসে জনসাধারণকে হাদীসের শিক্ষা দান করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : কিতাবুত তারীখ (كتاب التاريخ)

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৭৭ সালের সফর মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩০]

---

২৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; আয-যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; হাজী খলীফা, কাশফু যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬, ৪৫৭, ১৯২০; আব্দুল কাদির আল কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২।

৩০ . ইবনুল জাওযী, আল মুনতাযিম, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫; আল কুরাশী (القرشي), আল জাওয়াহিরুল মুদীআহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-হাসান আন-নিসাপুরী (মৃ. ৩৪৮ হিজরী) : الحسن النسابوري

আল-হাসান ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন নাবীর আন-নিসাপুরী আল-হানাফী (আবূ সা'ঈদ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ইমাম। হাদীস শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মিসর, হালব এবং কুফা নগরীতে তিনি হাদীস বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম তাহাভী (র)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের বিপরীতে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম :

আর-রাদ্দু 'আলাশ শাফি'ঈ ফীমা ইউখালিফু ফিহিল কুরআন (الرد على الشافعي فيما يخالف فيه القرآن)

ইন্তিকাল : হিজরী ৩৪৮ সালে ইমাম আল হাসান ইন্তিকাল করেন।[৩১]

ইব্রাহীম আল ওয়াযযান (মৃ. ৩২১ হিজরী) : إبرهيم الوزان

ইব্রাহীম ইব্‌ন 'উসমান ইবনুল ওয়াযযান আল কিরওয়ানী ছিলেন ইরাকী তথা হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তিনি ফিক্‌হ ছাড়াও 'আরবী ব্যাকারণ ও 'আরবী ভাষা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন।[৩২]

রচনাবলী

ইমাম ইব্রাহীম ফিক্‌হ চর্চার পাশাপাশি 'আরবী সাহিত্য ও ভাষার উপর একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল : তিনি ৩২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

ইব্রাহীম আল খাদ্দাসী (মৃ. ৩২১ হিজরী) : إبراهيم الخداسي

ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল খাদ্দাসী আন-নিসাপুরী (আবূ ইসহাক) হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ইরাক, খুরাসান, শাম প্রভৃতি দেশে হাদীস ও ফিক্‌হ-এর প্রচার ও প্রসার ঘটান।

রচনাবলী : ফিক্‌হ এবং হাদীস বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

---

৩১. 'উমর রিযা কাহহালাহ, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-২০৬; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২০।

৩২. তাঁর সম্পর্কে 'উমর রিযা কাহাহালা বলেন,

ابراهم بن عثمان بن الوزان القيرواني فقيه على مذهب العراقيين وعالم فى النحو واللغة والعروض -

দ্র. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩৩. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩; আস-সুয়ূতী, বুগইয়াতুল ওয়া'আত (بغية الوعاة), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩; আত-তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : হিজরী ৩২১ সালের রবি'উল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

ইব্রাহীম আল হাকীম (জ. ৪০২ হিজরী) : (إبراهيم الحكيم)

ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ আল হাকীম আস-সামারকান্দী 'আব্দুল কাফী ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। হিজরী ৪০২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৩৫]

ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ আল জুরজানী (ম. ৩৯৮ হিজরী) : (يوسف بن محمد الجرجانى)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ আল জুরজানী (র) ছিলেন বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ এবং ইমাম কারখী (র)–এর ছাত্র।

রচনাবলী : তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহু যিয়াদাত (شرح زيادة) ২. শারহু জামি' কাবীর (شرح جامع كبير) ৩. শারহু মুখতাসারিল কারখী (شرح مختصر الكرخى) ৪. খাযানাতুল আকমাল (خزانة الاكمل) ইত্যাদি।

তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'খাযানাতনুল আকমাল'–গ্রন্থে ইমাম হাকিমের কাফী, জামি' কবীর, জামি' সাগীর, যিয়াদাত, মুজাররাদ, মুখতাসারুল কারখী, শারহুত তাহাভী, উ'য়ূনুল মাসা'ইল ইত্যাদি গ্রন্থের মাস'আসলাসমূহকে অতীব সুন্দরভাবে ক্রমানুসারে সংকলন করেন।

ইন্তিকাল : তিনি ৩৯৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩৬]

'উবাইদুল্লাহ আল কারখী (২৬০-৩৪০ হিজরী) : عبيد الله الكرخى

'উবাইদুল্লাহ আবুল হাসান ইব্ন হাসান আল কারখী[৩৭] একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। ২৬০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مجتهد فى المسائل) এর অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন বিখ্যাত 'আলিম গণের নিকট থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'জন শিক্ষক হচ্ছে :

ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ (র.), আহমাদ ইব্ন হুসাইন (র) প্রমূখ।[৩৮] তাঁর নিকট অসংখ্য 'আলিম বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর সাগিরদ বৃন্দের মধ্য থেকে অনেকেই ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত 'আলিম ও ফকীহ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন,

১. আবূ বকর আর রাজী আহমদ আল জাস্সাস (র.)

---

৩৪. আয্-যিরাকলী, আল আ'লাম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৩৫. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৪৪. পূর্বোক্ত, ১২০।

৩৭. কারখী দ্বারা 'ইরাকের নিকটতবর্তী একটি গ্রামের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সাম'আনী বলেন,
أن الكرخى نسبة الى كرخ قرية بنواحى العراق
দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৩৮. লেখ মন্ডলী, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. আবূ 'আলী আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আশ শামী (র.)
৩. আবূ হামিদ আহামদ তাবারী (র.)
৪. আবুল কাসিম আত্ তানূখী (র.)
৫. আবূ 'আব্দুল্লাহ দাগমানী (র.)
৬. আবূ হাসফ শাহীন
৭. আবুল হাসান কুদূরী (র.) প্রমূখ।[৩৯]

রচনাবলী : তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম রচনা হচ্ছে–

১. মুখতাসারু ফী ফুরু'ইল ফিক্‌হিল হানাফী (مختصر فى فروع الفقه الحنفى)।
২. শারহুল জামি'ইল কাবীর (شرح الجامع الكبير)
৩. শারহুল জামি'ইস সাগীর (شرح الجامع الصغير)
৪. উসূলুল কারখী (اصول الكرخى)

ইন্তিকাল : 'আব্দুল্লাহ আল কারখী ৩৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪০]

নসর আস্ সামারকান্দী (মৃ. ৩৯৩ হিজরী) : (نصر السمرقندى)

নসর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আস-সামারকান্দী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম হলো : আবুল লাইস, ইমামুল হুদা। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রেও বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১. আন নাওয়াযিল (النوازل)।
২. ফুরু' ফিকহি'ল হানাফী (فروع فقه الحنفى)।
৩. তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن)।
৪. বুসতানুল 'আরিফীন ফী আদাবিশ্ শার'ঈয়্যাহ (بستان العارفين فى أدب الشرعية)।
৫. খাযানাতুল ফিক্‌হ (خذانة الفقه)

ইন্তিকাল

নসর আস্ সামারকান্দী ৩৯৩ হিজরী সালের ১১ জমাদি'উল আখিরাহ ইন্তিকাল করেন।[৪১]

---

৩৯. 'আব্দুল হাই আল লাক্ষ্ণৌলভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৪০. মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; শারহু 'উক্বদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৪১. আয যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; আস সাফাদী , আল ওয়াফী, ২৭শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; উমর রিযা কাহহালা , মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬। সাহেবুল কাশফ (صاحب الكشف) তাঁর মৃত্যু ৩৭৫ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। আবার কেউ কেউ তার মৃত্যু ৩৭৫ হিজরী,

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল বালখী (মৃ. ৩৪৪ হিজরী) : محمد بن محمد البلخى

আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ আল মারওয়াযী আল বালখী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি 'আল হাকিমুশ-শাহীদ' হিসেবে পরিচিত। প্রথমতঃ তিনি বুখারা শহরের কাযী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে খুরাসানের গর্ভনর নিযুক্ত হন।

তিনি মারওয়া নগরীতে 'আলী ইব্ন রিবা মুহাম্মদ হামদুবিয়্যাহ এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ষাট হাজার হাদীস মুখস্ত করেন। তার নিকট থেকে খুরাসানের ইমাম 'আলিমগণ হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল মুখতাসার (المختصر)
২. আল মুনতাকা (المنتقى)
৩. আল কাফী (الكافى)। [৪২]

ইন্তিকাল : তিনি ৩৪৪ হিজরী রবিউল আখির মাসে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৩]

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ আল হিন্দুয়ানী (ম. ৩৬৩ হিজরী) : محمد بن عبد الله الهندوانى

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ই… …নি ছিলেন বলখের ইমাম । তাঁর লকব ছিল … ফকীহ ছিলেন।

ইন্তিকাল : ৩৬৩ হিজরীতে হাস্তকাল করেন।

আবার কেউ কেউ ৩৮৩ বলেও উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ আবুল লাইস নামে দু'জন রয়েছেন। একজন হচ্ছেন উপরোক্ত ব্যক্তি যিনি ফকীহ। আর অপর জন হচ্ছেন হাফিয হিসেবে পরিচিত যার মৃত্যু হচ্ছে ২৯৪ হিজরী। দ্র. হাশিয়া, শারহ 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৪২. 'আল কাফী' এবং আল মুনতাকা' এ দুটি গ্রন্থ মূলতঃ হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর রচিত গ্রন্থের পরেই এ'দুটোর স্থান। অবশ্য কিতাবদ্বয় আমাদের এতদাঞ্চলে অতীব দূর্লভ। 'কাফী' (الكافى)। গ্রন্থটিতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর যাহিরুর রিওয়ায়াত' কিতাবসমূহের সমস্ত মাস'আলা একত্র করা হইয়াছে। তাঁরই ছাত্র ইমাম হাকিম (র) 'মুস্তাদরাক' (المستدرك) গ্রন্থটি প্রণয়ন করিয়াছেন।

৪৩. আলা ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; হাশিয়া, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৪৩. পূর্বোক্ত, ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ

আহমাদ ইব্ন মায়সার আল-কুরতুবী (মৃ. ৩২৮ হিজরী) : احمد بن ميسر القرطبى

আবূ 'উমর আহমদ ইব্ন মায়সার আল-কুরতুবী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি মালিকী ফিকহের উপর কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। 'কিতাবু মাসায়িল আল-খিলাফ' (كتاب مسائل الخلاف) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩২৮ সাল মুতাবেক ৯৩১ খ্রী. ইন্তিকাল করেন।[৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান জাল্লাব (মৃ. ৩৭৮ হিজরী) : **عبد الله بن الحسن جلاب**

'আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান জাল্লাব ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. কিতাবুন ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب فى مسائل الخلاف),

২. কিতাব আল-তাফরী' ফিল মাযহাব (كتاب التفريع فى المذهب)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৭৮ সাল মুতাবেক ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াবকী (মৃ. ৩৮১ হিজরী) : **ابو بكر محمد بن يبتى**

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াবকী ছিলেন কর্ডোভার কাযী ও মুফতী। কিতাবুল খিসাল ফিল ফিক্হ كتاب الخصال فى الفقه তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৮১ সাল মুতাবেক ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৬]

'আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আল-আন্দালুসী (মৃ. ৩৯২ হিজরী) : عبد الله بن ابراهيم الاندلوسى

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আল-আন্দালুসী ছিলেন মালিকী ফিকহের একজন বিশিষ্ট হাফিয। মালিকী ফিকহের সমর্থনে তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৩৯২ সাল মুতাবেক ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৭]

---

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

৪৬. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৩৯৯ হিজরী) : احمد بن سعيد الاندلوسى

আহমাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-হামাদানী আল-আন্দালুসী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ, তিনি ফিকহের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৯৯ সাল মুতাবেক ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৮]

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনি খালিদ (মৃ. ৩৩৯ হিজরী) : احمد بن محمد بن خالد

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ছিলেন মিসরে মালিকী ফিকহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৯৯ সাল মুতাবেক ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৯]

'আব্দুর রহমান আল-জাওহারী (মৃ. ৩৮১ হিজরী) : عبد الرحمن الجوهرى

'আব্দুর রহমান আল জাওহারী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম আবুল কাসিম। তিনি ছিলেন ফকীহ ও মুহাদ্দিস।

রচনাবলী

তাঁর বিখ্যাত রচনা মুসনাদুল মুয়াত্তা (مسند الموطا)।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রহমান আল-জাওহারী হিজরী ৩৮১ সালের রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।[৫০]

আহমাদ ইব্‌ন যাইদ (মৃ. ৩৯০ হিজরী) : أحمد بن زيد

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ (আবূ সা'ঈদ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী। হাদীস শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মাযহাব বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৯০সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আহমাদ ইবনুল জাব্বার (২৪৬-৩২২ হিজরী) : أحمد بن الجبار

আহমাদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল কুরতুবী আল মালিকী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। ২৪৬ হিরজীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ইবনুল জাব্বার' নামে পরিচিত। ফিক্হ ছাড়াও তিনি হাদীস বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

---

৪৭ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১।
৪৮ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।
৪৯ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০।
৫০ . মু'জামুল মুআল্লিফীন (معجم المؤلفين), ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

মালিকী মাযহাবের নীতিমালার আলোকে তিনি ফিক্হ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মুসনাদু মালিক ইবন আনাস (مسند مالك بن انس)

২. কিতাবুস সালাত (كتاب الصلوة)

৩. কিতাবুল ঈমান (كتاب الإيمان)

৪. কিতাবু কাসাসিল আম্বিয়া (كتاب قصص الأنبياء)

ইন্তিকাল

হিজরী ৩২২ হিজরীতে জামাদিউল আখিরাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫১]

আহ্মাদ ইবনুল মাকবী (৩২৪-৪০১ হিজরী) : احمد بن المكوى

আহমাদ ইব্ন 'আব্দুল মালিক ইব্ন হাশিম আল ইশবিলী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। তিনি ইবনুল মাকবী (আবূ 'উমর) নামে পরিচিত। হিজরী ৩২৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুল ইস্তি'আব ফী মাযহাবি মালিক (كتاب الإستيعاب فى مذهب مالك)। এটি ১০ খণ্ড।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০১ সালের জামাদিউল উলা মাসে কর্ডোভায় ইন্তিকাল করেন।[৫২]

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবী যাইদ (৩১০-৩৮৬ হিজরী) : عبد الله بن أبى زيد

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবী যাইদ ছিলেন ফকীহ ও মুফাস্সির। তিনি ৩১০ হিজরীতে কায়রাওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের প্রবক্তা।

রচনাবলী

ফিকহ, তাফসীর ও নাহ্ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচান করেন। যথা:

---

৫১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১; আয্-যাহবী, তাযকিয়াতুল হুফ্ফায, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

৫২. ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; উমর রিযা কাহ্হালা তাঁর সম্পর্কে বলেন,

احمد بن عبد المالك بن هاشم الاشبيلى المالكى, المعروف بابن المكوى (ابو عمر) فقيه توفى جماد الاولى بقرطبة ـ

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩;

Dhaka University Institutional Repository

১. কিতাবুন নাওয়াদিরি ওয়ায যিয়াদাতি (كتاب النوادر والزيادات) এটি প্রায় একশত খণ্ডে রচিত।
২. মুখতাসারুল মুদাওনাহ্ (مختصر المدونة)
৩. কিতাবুর রিহালাহ (كتاب الرحالة)
৪. ই'জাযুল-কুর'আন (إعجاز القرآن)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবি যাইদ ৩৮৬ হিজরী সালে সাবান মাসে ইন্তিকাল করেন।[৫৩]

'আব্দুল্লাহ আত্ তাওলিকী (৩২৪-৩৮৬ হিজরী) : عبد الله الطولقى

'আব্দুল্লাহ্ আত্ তাওলিকী ছিলেন ফকীহ ও 'আরবী ব্যাকরণবিদ। তিনি ৩২৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো :

১. মুখতাসারুল মুদাওয়ানাহ (مختصر المدونة)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আত্ তাওলিকী ৩৮৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৪]

'আমর আল লাইসী (মৃ. ৩৩০ হিজরী) : عمر واللیثی

'আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-লাইসী আল বাগদাদী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ।

রচনাবলী : ইমাম আল লাইসী মালিকী মাযহাব এবং উসূলূল ফিকহের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল হাবী ফী মাযহাবি মালিক (الحاوى فى مذهب مالك)
২. আল-লাম'উ ফী উসূলিল ফিক্‌হ (اللمع فى أصول الفقه)।

ইন্তিকাল

তিনি ৩৩০ হিজরী মতান্তরে ৩৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৫]

---

৫৩. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৫৪. মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।
৫৫. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২; ইব্‌ন ফারহূন, *আদ্ দিবাজ*, পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমা'ঈল আল-ফাসী (মৃ. ৩৫৮ হিজরী) : إسماعيل الفاسى

আবূ মায়মূনা দারাস ইসমা'ঈল আল-ফাসী ছিলেন মালিকী মাযহাবের ইমাম। মালিকী ফিকহের অনুসারী হলেও ফিক্‌হ চর্চায় কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি 'রায়' প্রয়োগ করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৫৮ সাল মুতাবেক ৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৫৬]

ইব্রাহিম আল্-আযদী (২৪১-৩২৩ হিজরী) : إبـراهـيـم الأزدى

ইব্রাহীম ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল আযদী আল বাসরী ছিলেন ইমাম মালিক (র)-এর অনুসারী ফকীহ। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তার উপনাম হচ্ছে 'আবূ ইসহাক'। হিজরী ২৪১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ।

রচনাবলী

তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসরণে বিভিন্ন মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আর-রাদ্দু 'আলাশ শাফি'ঈ (الـرد عـلـى الـشـافـعـى)
২. আল জানায়ি'য (الـجـنـائـز)
৩. আল জিহাদ (الـجـهـاد)
৪. দালাইলুন নবুয়্যাহ (دلائـل الـنـبـوة)

ইন্তিকাল

ইমাম আল আযদী হিজরী ৩২৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[৫৭]

ইব্রাহীম ইব্‌ন শিনযীর (জ. ৩৫২ হিজরী) : إبـراهـيـم ابـن شـنـظـيـر

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন শিনযীর আত্ তালিতলী আল আন্দুলূসী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন অন্যতম ফকীহ। তিনি হিজরী ৩৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'ইলমুল ফিকহের পাশাপাশি তিনি একজন হাদীস বিশারদ ও ছিলেন।

হাদীসের জ্ঞান অর্জন এবং ফিক্‌হ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি পবিত্র মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন এবং মক্কা, মদীনা, মিসর, তাবাবিলস, কাইরোয়ান এবং তালিতলাসহ বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

---

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

৫৭. 'উমর রিযা কাহহালা ঃ মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬; আত-তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিদীন, খণ্ড-৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১; আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন (إيضاح المكنون), ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. মুখতাসারুল মুদাওয়ানাহ (مختصر المدونة)
২. তারীখুর রিজালিল আন্দূলুসিয়্যাহ (تاريخ الرجال الإندلسية)[৫৮]

ইউসুফ ইব্ন 'উমর (মৃ. ৩৮০ হিজরী) : يوسف بن عمر

ইউসুফ ইব্ন 'উমর ইব্ন 'আবদুল বারশীখ উন্দুলূসী (র) ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস।

রচনাবলী

তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. 'কিতাবুল ইসতিদরাক বি-মাযহাবি 'উলামাইল আমসার ফীমা তাযাম্মানাহুল মুআত্তা মিনাল আসার'(كتاب الاستدراك بمذهب علماء الامصار فيما تضمنه الموطا من الاثار) ২. 'কিতাবুল কাফী ফীল ফিক্হ' (كتاب الكافى فى الفقه) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

ইমাম ইউসুফ ইবন 'উমর ৩৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৯]

ইয়াহইয়া আশ শুকরাতিসী (মৃ. ৪১৫ হিজরী) : يحيى الشقراطسى

ইয়াহইয়া ইব্ন 'আলী ইব্ন যাকারিয়্যা আশ্ শুকরাতিসী আল মালিকী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি কিসতাইলিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী প্রখ্যাত একজন ফকীহ ছিলেন। এছাড়াও কাব্য চর্চাতেও তার সুখ্যাতি ছিল। তিনি কিরওয়ান নামক স্থানে পড়াশোনা করেন। হজ্জ করার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা গমন করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিকহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যে হচ্ছে ঃ

১. মাজমু'আতুল আসইলাতিল ফিকহিয়্যা (مجموعة الاسئلة الفقهية)।
২. মানাসিকুল হজ্জ (مناسك الحج)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪১৫ সালে ইয়াহইয়া আশ্ শুকরাতিসী ইন্তিকাল করেন।[৬০]

---

৫৮. আয্-যিরাকলী, আল আ'লাম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; আত-তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৪০; আয্-যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৮৪. পূর্বোক্ত, ১২৫।

৬০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩; খায়রুদ্দীন যিরাকলী, আল-আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনুস ইবনুস্ সফ্‌ফার (মৃ. ৩৩৮-৪২৯ হিজরী) : يونس بن الصفّار

ইউনুস ইব্‌ন ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আব্দুল্লাহ আল কুরতুবী আল মালিকী। ইবনুস সফ্‌ফার নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপনাম আবুল ওয়ালীদ।

ইবনুস্ সাফফার হিজরী ৩৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আবু বকর ইবন জরব এর কাছ থেকে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর জ্ঞান হাসিল করেন। এছাড়াও হাদীস শাস্ত্র, ‘আরবী সাহিত্য ও কাব্য বিষয়েও তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। ইবনুস সাফফার কর্ম জীবনে বিচারক ও অধ্যাপক ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল ইবতিহাজু লি মাহবাতিল্লাহি (الإبتهاج لمهبّة الله)।
২. কিতাবুল মুনকাতিইনা ইলাল্লাহি (كتاب المنقطين إلى الله)।
৩. আত্ তাইসীরু ওয়াত-তাসবীবু ওয়াল ইখতিসাসু ওয়াত-তাকারুরুব (التيسير والتثبيت والاختصاص والتقرب)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪২৯ সালের রজব মাসে ইবনুস্ সফফার ইন্তিকাল করেন।[৬১]

‘ঈসা ইব্‌ন মানাস (মৃ. ৩৯০ হিজরী) : عيسى بن مناس

‘ঈসা ইব্‌ন মানাস আল-কিরওয়ানী আল-মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ্।

রচনাবলী

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুল কসর (كتاب القصر)

ইন্তিকাল

৩৯০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬২]

‘উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৩৩১ হিজরী) : عمر بن محمد

‘উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মালিকী ছিলেন প্রাচ্যের[৬৩] একজন ফকীহ্। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

---

৬১. আয যাহাবী, সিয়ারুল আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; ‘উমর রিযা কাহ্‌হালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫, ১৭০৭।

৬২. ‘উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; অর বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরিফীন*, ১ম খন্ড, পৃ. ৮০৬।

৬৩. ইমাম মালিকের জন্মস্থান মদীনা ছিল বাগদাদ প্রশাসনের অধীন। আব্বাসী শাসনামলে প্রশাসনের উপর ইমাম মালিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকায় আব্বাসীয়দের বিচার বিভাগে মালিকী ফিক্‌হ কোন প্রভাব বিস্তার করতে

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. কিতাব আল-হাবী ফিল ফিক্‌হ (كتاب الحاوى فى الفقه)

২. কিতাব আল-লাম'ই ফী উসূল আল-ফিক্‌হ (كتاب اللمع فى اصول الفقه)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৩১ সাল মুতাবেক ৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৬৪]

কাসিম ইব্‌ন আসবাগ (মৃ. ৩৪০ হিজরী) : قاسم بن اصبغ

আবূ মুহাম্মদ কাসিম ইব্‌ন আসবাগ ছিলেন স্পেনের বিশিষ্ট ফকীহ ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ইরাক প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ইরাকী ফিক্‌হ সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৪০ সাল মুতাবেক ৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৬৫]

কাযী 'আবদুল হামীদ ইব্‌ন সাহল (عبد الحميد بن سهل)

'আবদুল হামীদ ইব্‌ন সাহল আল-মালিকী ছিলেন কাযী ইসমা'ঈল-এর সহচর। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ।

রচনাবলী ঃ তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবু জামি' আল-ফারাইদ (كتاب جامع الفرائض)

২. কিতাব আল-মুখতাসার ফীল-ফিকহিল আকবর (كتاب المختصر فى الفقه الاكبر)

৩. কিতাব আস-মুখতাসার আল-সগীর (كتاب المختصر الصغير)

সক্ষম হয়নি। ফলে পূর্বাঞ্চল তথা মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, দামিশক প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন মালিকী ফিক্‌হ চর্চা খুব বেশি হয়নি, অনুরূপভাবে এসব অঞ্চলে মালিকী ফকীহ্ ও মুফতীদের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। এসব অঞ্চলে ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা গ্রন্থখানি একখানা হাদীস গ্রন্থ হিসেবেই অধ্যয়ন করা হয়; একখানা ফিকহী গ্রন্থ হিসেবে এর চর্চা হয় না। ইমাম মালিকের জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য মুগীরাহ ইবনু 'আবদির রহমান ইবনিল হারিস (মৃ. ১৮৬ হিঃ৮০২ খ্রীঃ), 'আবদুল মালিক ইবনু 'আবদির 'আযীয আল-মাজিশূন (মৃ. ২১২ হিঃ/৮২৭ খ্রীঃ) প্রমুখ ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এসব শিষ্য মদীনায় মালিকী ফিক্‌হ চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তাঁর কোন শিষ্য পূর্বাঞ্চলে মালিকী ফিকহের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হননি। তবে এসব অঞ্চলে কিছু কিছু মালিকী ফকীহও মুফতী ব্যক্তিগত উদ্যোগে মালিকী ফিক্‌হ চর্চা করেন এবং মালিকী ফিকহের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দ্র. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, পৃ. ৩০৪-৩০৫।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

খালফ ইব্‌ন আবিল কাসিম আল আযদী (মৃ. ৪৩০ হিজরী) : خلف بن ابى القاسم الازدى

আবূ সা'ঈদ খালফ ইব্‌ন আবিল কাসিম আল-আযদী 'উরফে বারাদায়ী (র) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

(১) কিতাবুত তাহ্‌যীব ফী ইখ্‌তিসারিল মুদাওয়্যানাহ (كتاب التهذيب فى اختصار المدونة), ২. কিতাবুত্ তামহীদ লি মাসায়িলিল মুদাওয়্যানাহ (كتاب التمهيد لمسائل المدونة) ৩. যিয়াদাত (زيادات) ৪. কীতাবু ইখ্‌তিসারিল ওয়াদিহাহ (كتاب اختصار واضحة) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

ইমাম আল আযদী ৪৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬]

নু'মান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-দা'ঈ (মৃ. ৩৬৩ হিজরী) : نعمان بن محمد الداعى

নু'মান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-দা'ঈ প্রথম জীবনে মালিকী ফিকহের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে শীআ' মাযহাবের অনুসারী হন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১. কিতাব আল-ইকতিসার (كتاب الإقتصار)

২. কিতাব আল-আখবার ফিল ফিক্‌হ (كتاب الإخبار فى الفقه)

৩. কিতাবু ইখতিলাফি উসূল আল-মাযহাব (كتاب اختلاف اصول المذهب)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৬৩ সাল মুতাবেক ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ফযল ইব্‌ন সালমাহ আল-জুহানী (মৃ. ৩১৯ হিজরী) : فضل بن سلامة الجهنى

ফযল ইব্‌ন সালমাহ আল-জুহানী মালিকী ফিক্‌হের একজন বিশিষ্ট 'আলিম। ফিক্‌হ বিষয়ে তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এসব রচনায় তাঁর ফিক্‌হী চিন্তাধারা ও ইজতিহাদী মাসায়িল স্থান লাভ করে।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. মুখতাসার আল-মুদাওয়্যানাহ (مختصر المدونة)

২. মুখতাসার আল-ওয়াদিহাহ (مختصر الواضحة)

---

৬৭. পূর্বোক্ত, ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩১৯ সাল মুতাবেক ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

বকর ইবনুল আ'লা আল-কুশাইরী (মৃ. ৩৪৪ হিজরী) : بكر بن الاعلى القشيرى

বকর ইবনুল আ'লা আল-কুশাইরী ছিলেন বসরার অধিবাসী। পরবর্তীতে তিনি মিসরে অবস্থান করেন এবং কাযী ইসমাঈল-এর শিষ্যদের নিকট ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিসরে মালিকী ফিক্হের বিকাশে তাঁর অবদান অপরিসীম।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হসহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাব আল-রাদ্দ 'আলা আল মুযনী (كتاب الرد على المزنى)

২. কিতাব আল-আশরিবাহ (كتاب الأشربة)

৩. কিতাব আল-রাদ্দ 'আলা আত-তাহাভী (كتاب الرد على الطحاوى)

৪. কিতাবু উসুল আল-ফিক্হ (كتاب اصول الفقة)

৫. কিতাব আল-কিয়াস (كتاب القياس)

৬. কিতাব আল-রাদ্দ 'আলা আল-কাদিরিয়্যাহ (كتاب الرد على القدرية)

৭. কিতাবুন ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب فى مسائل الخلاف)

৮. কিতাব আল-আহকাম আল-মুখতাসার মিন কিতাবি ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহাক (كتاب الأحكام المختصر من كتاب إسماعيل ابن اسحاق)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৪৪ সাল মুতাবেক ৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৬৭]

বকর আল-কুশাইরী (জ. ২৬৪ হিজরী) : بكر القشير

বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' আল কুশাইরী আল বাসরী আল মালিকী (আবুল ফযল) ছিলেন একজন বিখ্যাত ফকীহ্। তিনি ছিলেন ইমাম মালিক (র)–এর অনুসারী ফকীহ। হিজরী ২৬৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্হ চর্চার পাশাপাশি তিনি উসূলুল ফিক্হ ও তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

রচনাবলী

'ইলমুল-ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুন ফিল আহকাম (كتاب فى الأحكام)

২. আররাদ্দু 'আলাল মাযনী (الرد على المزنى)

---

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

৩. উসূলুল ফিক্‌হ (أصول الفقة)

৪. আর রাদ্দু 'আলাল কাদরিয়্যাহ (الرد على القدرية)

৫. আহকামুল কুর'আন (أحكام القرآن) ।[৬৮]

বকর ইব্‌ন উ'লা আল কুশাইরী (মৃ. ৩৪৪ হিজরী) : بكر بن الاولى القشيرى

বকর ইব্‌ন উ'লা আল-কুশাইরী (র) ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ১. কিতাবুল্‌ আহ্‌কাম (كتاب الاحكام) ২. কিতাবুর্‌ রাদ্দ আলাল মযনী (كتاب الرد على المزنى) ৩. কিতাবুল উসূল (كتا الاصول) ৪. কিতাবুল কিয়াস (كتاب القياس) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল : ৩৪৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৯]

মুহাম্মদ ইব্‌ন বিসতাম (মৃ. ৩১৩ হিজরী) : محمد بن بستام

মুহাম্মদ ইব্‌ন বিসতাম ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

হাদীস রিওয়ায়াতের পাশাপাশি তিনি কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে:

১. কিতাবু ইবন আল-দুন্‌য়া (كتاب ابن الدنيا),

২. কিতাবু ইবনি কানানাহ (كتاب ابن كناية),

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩১৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[৭০]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর আল-কুরতুবী (মৃ.৩১৪ হিজরী) : محمد بن عمى القرطبى

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর আল-কুরতুবী ছিলেন কর্ডোভার একজন শীর্ষস্থানীয় মুফ্‌তী ও ফকীহ। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর কর্ডোভায় ফাত্‌ওয়া চর্চা করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩১৪ সাল মুতাবেক ৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭১]

---

৬৮. ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬; আস-সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারাহ, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৭০. পূর্বোক্ত, ১২৫।

৭০. ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিকহ চর্চা, ড. আ.ক.ম আব্দুল কাদের (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ কাল- এপ্রিল, ২০০৪), পৃ.২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাতিস আল-আল্‌বিরী (মৃ. ৩১৯ হিজরী) : محمد بن الفاتش الالبيرى

আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাতিস আল-আল্‌বিরী ছিলেন মালিকী ফিক্‌হের একজন বিশিষ্ট হাফিয হিসেবে পরিচিত।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩১৯ সাল মুতাবেক ৯৩১ খ্রী. ইন্তিকাল করেন।[৭২]

মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-লাখমী (মৃ. ৩৩৩ হিজরী) : محمد بن محمد اللخمى

আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-লাখমী কায়রায়ানের মালিকী ফিকহের একজন বিশিষ্ট ইমাম এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'উমর ইবনি ইউসুফ-এর শিষ্য।

রচনা : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. কাশফুর রাওয়াক আনিস সুরুফিল জামি'আতি লিল আওরাক (كشف الرواق عن العروف الجامعة للاوراق)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৩৩ সাল মুতাবেক ৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৩]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-তুমার (মৃ. ৩৪৪ হিজরী) : محمد بن يحيى التمار

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৪৪ সাল মুতাবেক ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৪]

মুহাম্মদ ইব্‌ন হারিস (মৃ. ৩৬১ হিজরী) : محمد بن حارث

মুহাম্মদ ইব্‌ন হারিস ইবন আসাদ আল-খুশানী আল-কুরতুবী কায়রোয়ানে ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্পেনে গিয়ে হাদীসশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন মালিকী ফিকহের একজন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ফিক্‌হী মাসায়িলে কিয়াসের যথাযথ প্রয়োগ করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. কিতাব আল-ইত্তিফাক ওয়াল ইখতিলাফ ফী মাযহাবি মালিক (كتاب الاتفاق والاختلاف فى مذهب مالك)

---

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

২. কিতাবু রা'য়ি মালিক আল্লাযী খালাফাহু ফীহি আসহাবুহু (كتاب رأى مالك الذى خالفه فيه اصحابه)

৩. কিতাবু আল-ফাত্ওয়া (كتاب الفتيا)

৪. কিতাবু তাবাকাত আল-মালিকীয়্যাহ (كتاب طبقات المالكية)।

ইন্তিকাল

তনি হিজরী ৩৬১ সাল মুতাবেক ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৫]

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-যুবায়দী (মৃ. ৩৭৭ হিজরী) : محمد بن الحسن الزبيدى

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনি 'আবদিল্লাহ আল-যুবায়দী ছিলেন সেভিলের কাযী। সমকালীন যুগে স্পেনে তাঁর সমকক্ষ কোন 'আলিম ছিলেন না।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৩৭৭ সাল মুতাবেক ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৬]

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ (মৃ. ৩৯৯ হিজরী) : محمد بن عبد الله

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী যমনীন আল-বীরী ছিলেন গ্রানাডার অধিবাসী এবং ফিক্হ ও হাদীসশাস্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্হসহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১. কিতাব আল-মুহায্যাব (كتاب المهذب)

২. শরহু আল-মুদাওয়্যানাহ (شرح المدونة)

৩. কিতাব আল-মাগরিব ফী ইখতিসার আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب المغرب فى اختصار المدونة)

৪. কিতাব আল-মুনতাখাব ফীল আহকাম (كتاب المنتخب فى الاحكام)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৯৯ সাল মুতাবেক ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৭]

মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইবনিল 'আত্তার (মৃ. ৩৯৯ হিজরী) : محمد بن احمد بن العطار

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইবনিল 'আত্তার ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইব্ন 'আবদি রাব্বিহ ও আবূ বকর ইব্ন কুতায়য়্যাহ প্রমূখের নিকট জ্ঞানার্জন

---

৭৫. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০-৭১।
৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি ফিক্হশাস্ত্র, 'আরবী কাব্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রে পাদর্শী ছিলেন। আল ওয়াসাইক আল মাজুমূ'আহ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৯৯ সাল মুতাবেক ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৮]

মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম আল-আনাসী (মৃ. ৩৫৫ হিজরী) : محمد بن القاسم الانسى

মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম ইব্ন শা'বান আল-আনাসী ছিলেন সমকালীন যুগে মিসরের শীর্ষস্থানীয় মালিকী ফকীহ। তিনি 'কিতাবু আল-যাহী আল-শা'বানী ফিল ফিক্হ' (كتاب الزاهى الشعبانى فى الفقه) শীর্ষক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে ইমাম মালিকের অনেক দুষ্প্রাপ্য রিওয়ায়াত উল্লেখের পাশাপাশি মালিকী ফিকহের উপর তাত্ত্বিক আলোচনাও করা হয়েছে।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৫৫ সাল মুতাবেক ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আবহারী (মৃ. ৩৭৫ হিজরী) : محمد عبد الله الا بهرى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আবহারী ছিলেন সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মালিকী ফকীহ। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর বাগদাদের জামি' আল-মানসূরে পাঠদান ও ফাতওয়াদানে ব্যাপৃত থাকেন। হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁর কাছ থেকে মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত হতো।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হসহ অসংখ্য গ্রন্থ রচান করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবু শরহি কিতাবি ইবনি 'আবদিল হাকাম আস-সগীর (كتاب شرح كتاب ابن عبد الحكم الصغير)

২. কিতাবু শরহি কিতাবি ইবনি 'আবদীল হাকাম আল-কবীর (كتاب شرح كتاب ابن عبد الحكم الكبير)

৩. কিতাব আল-রাদ্দ 'আলা আল-মুযানী (كتاب الرد على المزنى)

৪. কিতাবুন ফী উসূল আল-ফিক্হ (كتاب فى اصول الفقه)

৫. কিতাবু ফাদলি আল-মাদীনাহ 'আলা মাক্কা (كتاب فضل المدينة على مكة)

৬. কিতাবু আল-মুখতাসার আল-কবীর ফিল ফিক্হ (كتاب المختصر الكبير فى الفقه)

---

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আল-ফাওয়ায়িদ আল-মুনতাকাত ওয়াল গারাইব আল-হাসান (الفوائد المنتقة والغرائب الحسن)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৭৫ সাল মুতাবেক ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৯]

মুহাম্মদ আল খুসানী (মৃ. ৩৬১ হিজরী) : محمد الخشني

আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আস'দ আল খুসানী আল-কায়রাওয়ানী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও ঐতিহাসিক। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

ইমাম আল খুসানী মালিকী মাযহাবের অনুসরণে বিভিন্ন ফিকহী কিতাব রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল ইখতিলাফু ওয়াল ইফতিরাকু ফী মাযহাবি মালিক (الإختلاف والإفتراق في مذهب مالك) ২. কিতাব আল ফাতাইয়া (كتاب الفتيا) ৩. তারীখুল আযদালী (تاريخ الأزدلي) ৪. তারীখুল আফরিকিয়্যাহ (تاريخ افريقية) ৫. কিতাবুন নিসাব (كتاب النساب)

ইন্তিকাল

তিনি ৩৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮০]

মুহাম্মদ আস-সারীসী (৬০১-৬৮৫ হিজরী) : محمد الشريشي

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাজমান আল বিক্‌রী আস-সারীসী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্‌সীর ও উসূলবিদ। তিনি ৬০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ইমাম মালিক (র) এর আলফিয়াহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাসহ একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. শারহু আলফিয়াতু ইব্‌ন মালিক (شرح الفية ابن مالك)

২. কিতাবুন ফীল ইশতিকাক (كتاب في الإشتقاق)

৩. শারহুল মাকামাতি লিল হারীরী (شرح المقامات للحريري)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮১]

---

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮-০৯।

৮০. উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *সাযারাতুয্ যাহাব*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আল-কুরতুবী (মৃ. ৩৮১ হিজরী) : محمد القرطبي

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন বীক্ব ইব্ন যারব আল-কুরতূবী আল-মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনাবলী

তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসরণে বিভিন্ন মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুল খিসাল ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল মালিকী (كتاب الخصال في فروع الفقه المالكي)

ইন্তিকাল : তিনি ৩৮১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮২]

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আন্দলসী (মৃ. ৩৩৬ হিজরী) : محمد بن يحيى اندلوسي

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন লুবাবাহ আন্দুলুসী (র) ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি তাঁর সমকালীন ফকীহগণের মধ্যে মালিকী মায্হাবের সর্বাপেক্ষা বড় হাফিয ছিলেন। মাস'আলার শর্তাদি ও কারণসমূহে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

রচনাবলী

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল মুনতাখাব (المنتخب)

২. কিতাবুল ওসায়িক (كتاب الوسائق) ইত্যাদি।

ইন্তিককাল

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ৩৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮৩]

ইন্তিকাল

হিজরী ৪২৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৪]

মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম আল আনাসী (মৃ. ৩৫৫ হিজরী) محمد بن قاسم الانسى

আবূ ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম ইব্ন শো'বান আল-আনাসী (র) ছিলেন মিসরের মালিকী মায্হাবের হাফিয ইমাম। (كباب الذاهى الشعبانى)

---

৮১. আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, শেষ খন্ড, পৃ. ৫০-৫২;* উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৫; ইব্নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

৮২. উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; ইব্নুল 'ইমাদ, *সাযারাতুয্ যাহাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১,১০২; আস্ সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল উ'আত*, পৃ. ১১২।

৮৪. পূর্বোক্ত, ১২৪-১২৫।

৮৪. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮; আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে– কিতাবুয্ যাহী-আশ-শু'বানী।

ইন্তিকাল : ৩৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৫]

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ উন্দুলূসী (মৃ. ৩৬৭ হিজরী) : محمد بن عبد الله الاندلوسى

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-মু'ঈতী 'উন্দুলূসী (র) ছিলেন মালিকী ফিক্হের একজন হাফিয। তিনি স্পেনের আমীরের নির্দেশে আবূ 'আমর আশবীলী (র)–এর সাথে মালিকী ফিক্হের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল ইসতি'আব' (الاستيعاب) সমাপ্ত করেন।

ইন্তিকাল : ৩৬৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৬]

মুহাম্মদ ইব্ন আবী যাইদ আল কারওয়ানী (মৃ. ৩৮৬ হিজরী) : محمد بن ابى زيد القروانى

আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবী যাইদ 'আবদুর রহমান নকরী আল কারওয়ানী (র) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি তাঁহার যুগে মালিকী ফিকহের ইমাম ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (র)–এর উক্তিসমূহের সংকলন ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁকে 'মালিকুস সাগীর' (مالك الصغير) বলা হত।

রচনাবলী

তাঁর প্রণীত রচনাবলী হচ্ছে : ১. নাওয়াদির (نوادر) ২. যিয়াদাত 'আলাল-মুদাইয়্যানাহ (زيادة على المدينة) ৩. মুখতাসারুল মুদাইয়্যানাহ (مختصر المدينة) ৪. তাহযীবুল 'আতরিয়্যাহ (تهذيب العطرية) ৫. কিতাবুর রিসালাহ (كتاب الرسالة) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

৩৮৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৭]

মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ (মৃ. ৩৯৯ হিজরী) : محمد بن عبد لله

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ 'উরফে ইব্ন আবী যামীন আল বীরী (র) ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল-মাগরিব ফী ইখ্তিসারিল মুদাওয়্যানাহ্ (المغرب فى اختصار المدونة) ২. কিতাবুল মুন্তাখাব ফীল আহ্কাম (كتاب المنتخب فى الاحكام) ৩. কিতাবুল মুহায্যাব (كتاب المهذب) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল : ৩৯৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৮]

---

৮৬. পূর্বোক্ত, ১২৫।

৮৭. পূর্বোক্ত, ১২৫।

৮৮. পূর্বোক্ত, ১২৫-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুনযির আল বালূতী (মৃ. ২৭৩-৩৫৫ হিজরী) : منذر البلوطى

মুনযির ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল বালূতী আল কাযনী আল আন্দালুসী আল মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হিকাম। তিনি হিজরী ২৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম মুনযির ছিলেন নানামুখী প্রতিভার অধিকারী। ফিকাহ্ শাস্ত্র ছাড়াও তিনি 'আরবী সাহিত্য, 'আরবী ব্যাকরণ ও কবিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন সনামধন্য বক্তা ও মানতিক শাস্ত্র বিশারদ। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা ও মিসর সফর করেন।

রচনাবলী : তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো :

১. আল ইবানাতু 'আন হাক্কাইকি উসূলিদ্ দিয়ানাহ (الإبانة عن حقّائق أصول الديانة)

২. আন্ নাসিখ ওয়াল মানসুখ ওয়া রাসায়িল ওয়া খুতবাতু মাজমুআ'

(الناسخ والمنسوخ ورسائل وخطبة مجموعة)।

ইন্তিকাল : মুনযির আল বালূতী ৩৫৫ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৮৯]

মুহাম্মদ আল কুরসী (মৃ. ৩৬০ হিজরী) : محمد القرسى

মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুরসী ছিলেন একজন ফকীহ ও হাফিয। তিনি মালিকী মাযহাবের একজন প্রবক্তা।

রচনাবলী : তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

তাকমিলাতুল ইস্তি'আব মাআ' আবী 'উমরিল ইশবিলী লিল হুকমি আমিরিল মু'মীনীন (تكملة الأستعاب مع أبى عمر الأشبيلى للحكم أمير المؤمنين)

ইন্তিকাল : ৩৬০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯০]

সুলাইমান ইব্ন খালফ আল বাজী (৪০৩-৪৯৪ হিজরী) : سليمان بن الخلف الباجى

আবুল ওয়ালীদ সুলাইমান ইবন খালফ ইবন সা'দ ইবন আইয়্যুব ইবন ওয়ারিস ছিলেন মাযহাবের অনুসারী 'আলিম ও ফকীহ। তিনি ছিলেন উন্দুলুসের অধিবাসী। তিনি উন্দুলুসেই কাযীর পদে অতিষ্ঠিত ছিলেন। ৪০৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

---

৮৯. পূর্বোক্ত, ১২৬।

৮৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮; আস সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

৯০. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; ইব্ন ফারহুন, *আদ্ দীবাজ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬, ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : তিনি ৪৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৯১]

হাসান আল হাদ্দাদ (৩৩৮-৪২৫ হিজরী) : حسن الحداد

হাসান ইব্‌ন আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয়্যুব আল আনসারী আল কুরতুবী আল মালিকী ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি 'আল হাদ্দাদ' (الحداد) নামে পরিচিত। মাযহাবগত দিক থেকে তিনি ছিলেন ইমাম মালিক (র.) এর অনুসারী। হিজরী ৩৩৮ সালের মুহাররাম মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাস'আলা সংক্রান্ত তাঁর কতিপয় সংকলন ছিল।

---

৯১. হাশিয়া, ইবন 'আবিদীন, শারহ 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫। তাঁর ব্যাপারে নিম্নোক্ত উক্তিটি রয়েছে : ليس اصحاب المالكية بعد القاضى عبد الوهاب مثل الباجى -

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

(হিরজী চতুর্থ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

'আলী ইব্ন আল-মারযুবান (মৃ. ৩৬৬ হিজরী) : علی بن المرزبان

'আলী ইব্ন আহ্মাদ আল-বাগদাদী আশ-শাফি'ঈ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবুল হাসান ইব্ন আল-মারযুবান।[৯২]

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন'। তন্মধ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. ফাদলুল কালাম 'আলা আকসারি মিন মান লাবিসাস সিয়াব (فضل الكلام على اكثر ممن لبس الثياب)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৬৬ সালের রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।[৯৩]

'আলী আল আন্তাকী (২৯৯-৩৭৭ হিজরী) : على الانطاكى

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাসর আল আন্তাকী ছিলেন একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হাসান। হিজরী ২৯৯ সালে আন্তাকীয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ফিক্হ চর্চার অংশ হিসেবে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল উসূল ফী কিরা'আতি অরাস (الاصول فى قراءة ورش)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৭৭ সালের ২৯ই রবিউল আউয়াল কর্ডোভায় ইন্তিকাল করেন ।[৯৪]

---

৯২. আল মারযুবান (المرزبان)-এর বিশ্লেষনে ইবন খাল্লিকান (র) বলেন,

المرزبان : بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاى وفتح الباء الموحدة وبعد الالف نون - وهو لفظ فارسى معناه صاحب الحد - ومرز هو الحد وبان صاحب وهو فى الاصل اسم لمن كان دون الملك -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৪৭।

৯৩. ইব্নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৯। 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফীয়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান (র) বলেন,

ابو الحسن على بن احمد بن المرزبان, البغدادى, الفقيه الشافعى, كان فقيها ورعا من جلة العلماء -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

৯৪. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪; ইব্ন 'সাকির, *তারিখ দামিশ্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১; আস্ সাফদী, *আল ওয়াফী*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আন নাসাফী (মৃ. ৩৪০ হিজরী) : أحمد النسفى

আবু নসর আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন তাহির আল জাওবিকী আন নাসাফী ছিলেন শাফি'ঈ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ফকীহ।[৯৮]

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১.শারহু মুখতাসারিল মযনী ফী ফুরু'ইশ ফিকহিশ শাফি'ঈ (شرح مختصر المزنى فى فروع فقه الشافعى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৪০ সালে ইন্তিকাল করেন।[৯৯]

আহমাদ আল্ ইসফারাঈনী (৩৪৪-৪০৬) : أحمد الاسفرايينى

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল ইসফারাঈনী[১০০] (আবূ হামিদ) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। তিনি 'ইব্ন আবী তাহির' (إبن أبى طاهر) নামে পরিচিত। হিজরী ৩৪৪ সালে খুরাসানের অন্তর্গত ইসফারাইন নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদ শহরে আগমণ করেন এবং সেখানেই আজীবন অবস্থান করেন এবং ফিক্হ শিক্ষা দান করেন। তাঁর একটি ফিক্হী আসর ছিল। তাঁর উক্ত আসরে শতাধিক ফকীহ আগমন করতেন এবং তাঁর নিকট থেকে ফিক্হী জ্ঞান ও মাস'আলা-মাসাইল শিক্ষা লাভ করতেন।[১০১] তিনি ঈমাম আবুল হাসান ইবনুল মারযিবান, আবুল কাসিম আদ দারিকী প্রমূখ ফকীহগণের নিকট ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন।

রচনাবলী

তিনি বহুগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

৯৮. 'উমর রিযা কাহ্হালা তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন : أحمد بن على بن طاهر الجوبقى، النسفى الشافعى (ابو نصر)
দ্র. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৯৯ . আল বাগদাদী, *ঈদাহুল মাকনূন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১০০. ইসফারাঈনী নিসাপুরের অন্তগর্ত খুরাসানের একটি শহর। এ সম্পর্কে ইবন খাল্লিখান (র) বলেন,
ونسبته إلى اسفراين بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة وكسر الياء الثنناة من تحتها وبعدها نون - وهى بلدة بخراسان بنواحى نيسابور على منتصف الطريق الى جرجان -
দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১মখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১০১. তাঁর ফিকহী মাজলিশের বর্ণনা দিতে গিয়ে খাতীব আল বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেন :
إن ابا حامد حدث بشئ يسير عن عبد الله بن عدى وأبى بكر الإسما عيل وابراهيم بن محمد بن عبدك الاسفر ايينى وغيرهم، وكان ثقة، ورأيته غيرمرة، وحضرت تدر يسه فى مسجد عبد الله بن المبارك، وهو المسجد الذى فى صدر قطيعة الربيع، وسمعت من يذكر أنه كان يحضرد رسه سبعمأ ئة متفقه، وكان الناس يقولون لوراه الشافعى لفرح به -
দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১মখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

১. শারহুল মযনী ফী তা'লীকিহী (شرح المزنى فى تعليقه)। এটি ৫০ খণ্ডে রচিত। এটিতে বিভিন্ন মাযহাবের আলোচনা, পর্যালোচনাও এতদসংক্রান্ত দলীলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

২. কিতাবুল বুস্তান (كتاب البستان)

এছাড়াও তিনি 'উসূলুল ফিক্‌হ' সংক্রান্ত গ্রন্থও রচনা করেন।

ইন্তিকাল

ইমাম আল ইসফারাইনী হিজরী ৪০৬ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১০২]

আহমাদ আল মাহাসিনী (৩৬৮-৪১৫ হিজরী) : أحمد المحاسنى

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌নুল কাসিম ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন আবান আদ-দাবী আল বাগদাদী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি 'আল মাহাসিনী' (আবুল হাসান) নামে পরিচিত। হিজরী ৩৬৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুল মাজমু' (كتاب المجموع)। এটি একাধিক খন্ডে রচিত।

২. আত-তাজরীদ (التجريد)

৩. আল-মুকনি (المقنى)

৪. আল লুবাব (اللباب)

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ছিল শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হ বিষয়ক। এছাড়াও তিনি আরো কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

৫. কিতাবু 'ইদ্দাতিল মুসাফির (كتاب عدة المسافر)

---

১০২. উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; আয যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪, আল আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈ'য়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫; ইব্‌ন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩; ইবনুল ই'মাদ, *শাযরাতুয যাহাব*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮; মু'জামুল মু'আল্লিফীন গ্রন্থকার তাঁর সম্পর্কে বলেন :

أحمد بن محمد بن احمد الا سفر ايينى ويعرف بابن ابى طاهر (ابوحامد) فقيه شافعى قدم بغداد وانتهب اليه رياسة الدنيا والدين بها وكان يحضر مجلسة اكثر من ثلاث مائة فقيه ـ

দ্র. উমর রিযা কাহ্হালা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫। তাঁর 'জানাযা' নামায সম্পর্কে আল খাতীব (র) বলেন,

وصليت على جنازته فى الصحراء وراء جسر ابى الدين ـ وكان الا مام فى الصلاة عليه أيا عبد الله بن المهتدى خطيب جامع منصور، و كان يوما مشهودا بكثرة الناس وعظم الحزن وشدة البكاء ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬. কিফায়াতুল হাদির (كفاية الحاضر)

ইন্তিকাল

ইমাম আল মাহাসিনী (র.) হিজরী ৪১৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১০৩]

আহমাদ ইব্ন 'ইফরীস (মৃ. ৩৬২ হিজরী) : أحمد بن عفريس

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আয যুযনী ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর একজন শাফি'ঈ পন্থী ফকীহ। তিনি ইব্ন 'ইফরীস (আবূ সহল) নামে পরিচিত।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে : জাম'উল জাওয়ামি' (جمع الجوامع)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৬২ সালে ইন্তিকাল করেন।[১০৪]

আহমাদ আস সু'লূকী (মৃ. ৩৩৭ হিজরী) : أحمد الصعلوكي

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুলাইমান আস সু'লূকী আন নীসাপুরী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্। মাযহাবগতভাবে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু বংশগতভাবে তিনি ছিলেন হানাফী।[১০৫] 'ইলমুল ফিক্হ ছাড়াও তিনি হাদীস এবং ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ফিক্হ বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন।

রচনাবলী

ফিক্হ চর্চার পাশাপাশি তিনি হাদীস বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৩৭ সালে নিসাপুরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০৬]

---

১০৩ . আয যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

১০৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ইব্ন হিদায়াহ্, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

১০৫. উমর রিযা কাহালা বলেন,

احمد بن محمد بن سليمان الصعلوكى النيسا بورى الحنفى نسبا الشا فعى مذهبا (ابوا الطيب) فقيه لغوى، محدث تو فى بسابور لبسع باقين من رجب -

দ্র. মু'তামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১০৬ . আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮;

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আত তাবসী (মৃ. ৩৫৮ হিজরী) : أحمد التبسي

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সহল আত তাবসী (আবুল হুসাইন) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি আবূ ইসহাক আল মারওয়াযী (র) এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৫৮ সালে 'তিবসীন' নামক শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০৭]

আহমাদ আশ শিরাকী (মৃ. ৩৫৫ হিজরী) : أحمد الشراكي

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন শিরাক আল হারবী আশ শিরাকী (আবূ হামিদ) ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 'ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস, তাফসীর ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে :

১. আল মুখরিজ 'আলা সহীহি মুসলিম (المخرج على صحيح مسلم)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৫৫ সালে ইন্তিকাল করেন।[১০৮]

আবূ সা'দ আল ইসমা'ঈলী (মৃ. ৩৯৬ হিজরী) : ابو سعد الإسماعيلي

আবূ সা'দ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল ইসমা'ঈলী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৩৯৬ সালে ইন্তিকাল করেন।[১০৯]

আহমাদ ইবনুল কাস (মৃ. ৩৩৫ হিজরী) : أحمد إبن القاص

আহমাদ ইব্‌ন আবী আহমাদ আত তাবারী আশ শাফি'ঈ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি "ইবনুল কাস" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবুল 'আব্বাস। শাফি'ঈ মাযহাবের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অগাধ। শাফি'ঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ছিল অসামান্য।

---

১০৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯; আয যাহাবী, *সিয়ারুল আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

১০৮ . আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬। 'উমর রিযা কাহহালা; তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ তুলে ধরেছেন ঃ

احمد بن محمد بن شارك الهروى، الشاركى (ابوحامد) محدث، مفسر، فقيه ـ أديب ـ

দ্র. *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০;

১০৯ . ইব্‌নুল ই'মাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১;

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

ইবনুল কাস একজন উঁচুমানের লেখক ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে তিনি বিভিন্ন মাস'আলা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

১. কিতাবুল মিফতাহ ফিল মাযহাবিশ শাফি'ঈ (كتاب المفتاح فى المذهب الشافعى)
২. আদাবুল কাদী (أدب القاضى)
৩. কিতাবুল মাওআকীত (كتاب المواقيت)
৪. কিতাবুত তালখীস ফী ফরূ'য়িল ফিকহিশ শাফি'ঈ (كتاب التلخيص فى فروع الفقه الشافعى)
৫. ফাতাওয়া (فتاوى)

ইন্তিকাল

ইবনুল কাস হিজরী ৩৩৫ সালে ইন্তিকাল করেন।[১১০]

আহমাদ আস্-সাবাগী (মৃ. ২৫৮-৩৪২ হিজরী) : أحمد الصبغى

আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন আইয়্যুব ইবন ইয়াযিদ ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন নূহ আন নিসাপুরী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ ও মুফতী। তিনি আস্ সাবাগী (الصبغى) নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ২৫৮ সালের রজব মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্হ শিক্ষাদান, ফাতওয়া দান ছাড়াও তিনি হাদীস বিষয়ে ব্যাপক চর্চা করতেন। হাদীস সংগ্রহ এবং হাদীসের সত্যতা যাচাই বাচাই করার ব্যাপারেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

রচনাবলী

তাঁর ফিক্হ বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল আসমাউ' ওয়াস সিফাত (الأسماء والصفات)
২. কিতাবুল ঈমান (كتاب الإيمان)
৩. কিতাবুল কাদ্‌র (كتاب القدر)
৪. ফাদলুল খুলাফায়িল আরবা'আহ (فضل الخلفاء الأربعة)
৫. কিতাবুল আহকাম (كتاب الأحكام)

১১০. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯; আয্ যাহবী : সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; আশ-শিরাযী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; আস সুবকী, তাবাকতুশ শাফি'ঈয়্যাহ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫; হাজী খালীফা, কাশফুয যনূন, প্রগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৪২ সালের শা'বান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১১১]

আহমাদ আল ফারিসী (মৃ. ৩৫০ হিজরী) : أحمد الفارسى

আহমাদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন সহল আল ফারিসী আবূ বকর আশ শাফি'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নীতিমালা অনুযায়ী তিনি ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. 'উয়ূনুল মাসায়িল ফী নুসূসিশ শাফি'ঈ (عيون المسائل فى نصوص الشافعى)
২. আয যাখীরাহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ (الذخيرة فى أصول الفقة)
৩. কিতাবুল ইনতিকাদ 'আলাল মযনী (كتاب الإنتقاد على المزنى)

ইন্তিকাল

ইমাম আল ফারিসী হিজরী ৩৫০ সালে ইন্তিকাল করেন।[১১২]

আহমাদ আল ইসমা'ঈলী (মৃ. ২৭৭-২৭১ হিজরী) : أحمد الإسماعيل

আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসমাঈ'ল ইবনুল 'আব্বাস আল ইসমাঈ'ল আল জুরজানী আশ শাফি'ঈ (আবূ বকর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি হিজরী ২৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বিশিষ্ট 'আলিমগণের নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হ ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি শিক্ষাদান করতেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আস সাহীহ 'আলা শারতিল বুখারী (الصحيح على شرط البخارى)
২. আল ফারাইদ (الفرائد)
৩. আল 'আওয়ালী (العوالى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৭১ সালের ১০ই রাজাব জুরজান নামক শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১১৩]

---

১১১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১; ইব্‌ন হিদায়াহ, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১১২. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল মারওয়াররুযী (মৃ. ৩৬২ হিজরী) : أحمد المروروْذى

আহমাদ ইবন আসির ইব্ন বশর ইবন হামিদ আল মারওয়াররুযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি বসরা নগরীতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই 'ইলমুল ফিক্হের শিক্ষা দান করেন। সেখানে তিনি বিচারকের দায়িত্ব ও পালন করেন। বসরাবাসী তাঁর নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন। আবূ হায়্যান আত তাওহিদী তাঁরই অন্যতম ছাত্র ছিলেন। ফিক্হ ছাড়াও তিনি 'উসূল বিষয়েও গভীর জ্ঞান লাভ করেন।[১১৪]

রচনাবলী

'ইলমুল ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিষয়ক তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল জামি'উল কাবীর (الجامع الكبير)

২. আল জামি'উস সাগীর (الجامع الصغير)

৩. শারহু মুখতাসারিল মযনী (شرح مختصر المزني)

৪. আল আশরাফ 'আলা উসূলিল ফিক্হ (الأشراف على أصول الفقة)

৫. আল জামি' ফিল মাযহাব (الجامع فى المذهب)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৬২ সালে ইন্তিকাল করেন।[১১৫]

---

১১৩. ইবনুল জাওযী, আল মুনতাযিম, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

১১৪. মু'জামুল মু'আল্লিফীন গ্রন্থকার তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

احمد بن عامر بن بشر بن حامد المرور وذى الشافعي (ابو حامد) فقيه اصولي)

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

১১৫. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮; আশ-শিরাযী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১মখন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩; হাজী খালীফা, কাশফুয যনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫, ১৬৩৫; তাঁর সনামধন্য ছাত্র আবু হাইয়্যান আত তাওহীদী (র) তাঁর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, ইমাম আল মারওয়াযীরু (র) বলেন,

ليس ينبغى أن يحمد الانسان على شرف الاب ولايذم عليه كما لا يمدح الطويل على طوله, ولا يذم القبيح على قبحه -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২। 'ইবন খাল্লিখান' তাঁর গ্রন্থে মারওয়াররুযী এর বিশ্লেষণে বলেন,

ونسبته الى مرورروذ - بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الواو وتشديد الراء المهملة المضمومة وبعد الواو ذال معجمة - وهى مدينة مبنية على نهر وهى أشهر مدن خراسان بينها وبين مرو اشاهجان اربعون فرسخا -

দ্র. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল হামাদানী (জ. ৩০৭ হিজরী) : أحمد الهمداني

আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল ফারায ইব্‌ন বিলাল আল হামাদানী (আবূ বকর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তিনি হিজরী ৩০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস চর্চায়ও তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুস-সুনান (كتاب السنن)
২. মু'জামুস সাহাবা (معجم الصحابة)
৩. ওয়ামা লা ইয়াসি'উল মুকাল্লিফু জিহলাতা মিনাল 'ইবাদাত (وما لا يسع المكلف جهلة من العبادات)।[১১৬]

আল হাসান আত্-তাবারী (মৃ. ৩৭৫ হিজরী) : الحسن الطبري

আল হাসান ইবন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্-তাবারী আল জালালী (আবুল হাসান) ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি তর্কশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : কিতাবুল মাদখাল ফিল জাদাল (كتاب المدخل فى الجدل)

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৭৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১১৭]

আল হাসান আল ইসতাখরী (২৪৪-৩২৮ হিজরী) : الحسن الإصطخري

আল হাসান ইব্‌ন আহমাদ ইবন ইয়াযীদ ইব্‌ন 'ঈসা ইবনুল ফাদাল ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন 'আব্দুল হামীদ আশ শাফি'ঈ (আবূ সা'ঈদ) ছিলেন একজন ফকীহ এবং বিচারক। তিনি ২৪৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আল হাসান ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে:

১. কিতাবুল আকদিয়া (كتاب الأقضية)
২. শারহুল মুস্তা'মিল ফী ফুরু'ইল ফিক্‌হ (شرح المستعمل فى فروع الفقه)

---

১১৬. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

১১৭. আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪৩; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩২৮ সালে ইন্তিকাল করেন।[১১৮]

আল হাসান আয-যুজাজী (মৃ. ৪০০ হিজরী) : الحسن الزجاجى

আল হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবনুল 'আব্বাস আয-যুজাজী আত-তাবারী আশ-শাফি'ঈ (আবূ 'আলী) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি কর্ম জীবনে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। হাদীস শাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া হাদীসের ত্রুটি সংক্রান্ত গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আত তাহযীব ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (التهذيب فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০০ সালে ইন্তিকাল করেন।[১১৯]

আল হুসাইন আল ইস্তাখরী (২৪৪-৩১০ হিজরী) : الحسين الإصطخرى

আল হুসাইন ইব্ন আহমাদ আল ইস্তাখরী (আবূ সা'ঈদ) ছিলেন বাগদাদস্থ শাফি'ঈ ইমামগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হিজরী ২৪৪ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি বহুগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : আদাবুল কুদাত (أدب القضاة)

ইন্তিকাল

হিজরী ৩১০ সালে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১২০]

আল হুসাইন আল হালীমী (৩৩৮-৪০৩ হিজরী) : الحسن الحليمى

আবূ 'আব্দুল্লাহ আল হুসাইন ইবনুল হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হালীম আল্ বুখারী আশ শাফি'ঈ আল জুরজানী (আবূ 'আব্দুল্লাহ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।[১২১] তিনি আল হালীমী

---

১১৮. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪; আশ- শিরাযী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

১১৯. আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭; ইবন হিদায়া, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭, ১১৬০, ১৭৯৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

১২০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

১২১. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইবন খাল্লিকান বলেন,

ابو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، الفقيه الشافعى المعروف بالحليمى، الجرجانى، ولد بجرجان سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة ـ

Dhaka University Institutional Repository

নামে পরিচিত। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। ৩৩৮ হিজরীতে জুরজান নামকস্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁকে বুখারায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি বড় হন। কর্মজীবনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম আবু বকর আল আওদিনী (র) এবং ইমাম আবূ বকর আল কাফফাল (র) এর নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই একজন বড় ইমামে ভূষিত হন। তাঁর কাছে মাওয়ারাউন নহরের জ্ঞান অন্বেষণকারীগণ এসে ভীড় জমাতেন। তাঁর কাছ থেকে বিশিষ্ট ইমাম হাফিয আল হাকিম হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি নিসাপুরে হাদীস শিক্ষা দান করতেন।[১২২]

রচনাবলী

তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. মিনহাজুদ্দীন ফী শু'বিল ঈমান (منهاج الدين فى شعب الإيمان)। এটি ৩ খণ্ডে রচিত।

২. আয়াতুস সাআ' ওয়া আহ্‌ওয়ালুল কিয়ামাহ (ايات الساعة واحوال القيامة)

ইন্তিকাল

ইমাম আল হালীমি (র.) ৪০৩ হিজরীতে রবি'উল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২৩]

আল হাসান আল হামদানী (الحسن الهمدانى)

আল হাসান ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন হামকান আল হামদানী (আবূ 'আলী) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌। তিনি ফিক্‌হ, ইতিহাস, হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফিক্‌হ অধ্যয়ন, ফিক্‌হ শিক্ষাদানেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস বিসয়ে তাঁর নিকট থেকে আহমাদ ইব্‌ন 'আলী আস সাওরী (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আল আবদাবাদী প্রমূখ বিশিষ্ট 'আলিমগণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল-ওয়াদিহু ন্নাফীস ফী মানাকিবিল ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস (الواضح النفيس فى مناقب الإمام محمد بن إدريس)।[১২৪]

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১২২. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১২৩ . আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৫২; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬। ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৯; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৭; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, আল ফিকরুস-সামী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

১২৪ . আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩৯; আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০; ইবন হাজার, লিসানুল মিযান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল হাসান ইবন আবী হুরায়রা (মৃ. ৩৪৫ হিজরী) : الحسن بن أبى هريرة

আল হাসান ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন আবী হুরায়রা আল বাগদাদী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ইব্‌ন আবী হুরায়রা নামে (إبن أبى هريرة) পরিচিত। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তিনি । বাগদাদে তিনি ফিক্‌হ শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে আবূ 'আলী আত-তাবারী এবং দারুকুতনী অন্যতম। তিনি বিচার কার্যও পরিচালনা করেন।

রচনা

ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নীতিমালার আলোকে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে

শারহু মুখতাসারিল মাযনী ফী ফুরূ'য়িল ফিকহিশ শাফি'ঈ (شرح مختصر المزنى فى فروع الفقه)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৪৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২৫]

আল হাসান আত-তাবারী الحسن الطبرى

আল হাসান ইবনুল কাসিম আত-তাবারী আশ শাফি'ঈ (আবূ 'আলী) একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি উসূল এবং কালাম শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি বাগদাদেই অবস্থান করেন এবং সেখানে তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা দান করতেন।

রচনাবলী

শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে লিখা তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া, তিনি উসূলুল-ফিকহের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল ইফসাহ ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (الإفصاح فى فروع الفقه الشافعى)
২. কিতাবুল হিদাহ (كتاب الهدة)
৩. আল মুজাররাদ ফিন নাযর (المجرد فى النظر)
৪. কিতাবুন ফী উসূলিল-ফিক্‌হ (كتاب فى أصول الفقه) ।[১২৬]

---

১২৫. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১, ১৬২; ইব্‌ন হিদায়াহ, তাবাকতুশ শাফিয়্যাহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২১০; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩৬; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

১২৬. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; আশ- শিরাজী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪। কেউ কেউ তাঁর নাম হাসান এর পরিবর্তে হুসাইন উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম আল মারওয়াযী (মৃ. ৩৬০ হিজরী) : إبـراهـيـم الـمـروزى

ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আল-মারওয়াযী[১২৭] আশ শাফি'ঈ ছিলেন একজন বিখ্যাত ফকীহ্।[১২৮] তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম আল মযনী (র)-এর অন্যতম ছাত্র। তিনি বাগদাদে শিক্ষাদান ও ফাওয়া দান করতেন।

রচনাবলী : ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থসহ তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। যথা :

১. শরহু মুখতাসারিল মাযনী (شـرح مـخـتـصـر الـمـزنـى)
২. আল ফুসূলু ফী মা'রিফাতিল উসূলিশ শুরুতি ওয়াল ওয়াসাইক (الـفـصـول فـى مـعـرفـة الأصـول الـشـروط والـوثـائـق)
৩. আল ওয়াসায়া ওয়া হিসাবুদ্ দু'আরি (الـوصـايـا وحـسـاب الـدور)
৪. কিতাবুল খুসূস ওয়াল 'উমূম (كـتـاب الـخـصـوص والـعـمـوم)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৩৬০ সাল মোতাবেক ৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মিসরে ইব্রাহীম আল মারওয়াযী (র) ইন্তিকাল করেন।[১২৯]

ইব্রাহীম আল খালিদ বাযী (মৃ. ৩৫০ হিজরী) : إبـراهـيـم الـخـالـد بـازى

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল খালিদ বাযী আল মারওয়াযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ এবং উসূলবিদ। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে তিনি ফিক্‌হ এবং উসূলুল ফিক্‌হ চর্চা ও শিক্ষাদান করতেন।

রচনাবলী

ইমাম মারওয়াযী ফিক্‌হ বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থ ও রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

শারহুল মুখতাসার লিল মুযনী (شـرح الـمـخـتـصـر لـلـمـزنـى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৫০ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১৩০]

---

১২৭. ইবন খাল্লিকান (র). রচিত ওয়াফিয়্যাতুল আ'ইয়ান' গ্রন্থে 'মারওয়াযী' (مروزى)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,
المروزى : بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو وبعدها زاى معجمه نسبة الى مرو الشاهجان، وهى احدى كراسى خزسان - وكراسى خراسان اربع مدن هذه ونيسابور، وهراة وبلخ -
দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুন আ'ইয়ান, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১২৮. 'উমর রিযা কাহ্‌হালা তাঁর পরিচয় অনুরূপ বর্ণন করেন, যেমন :
ابرهيم بن احمد بن اسحاق المروزى الشافعى (ابو اسحاق) فقيه من اصحاب المزنى توفى بمصر -
দ্র. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

১২৯ . আশ-শিরাযী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; ইবন হিদায়া, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, পৃ. ১৯,২০; ইবন খাল্লিখান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪, হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন (তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ) (বৈরুত ঃ দারু ইহ্‌ইয়ায়িত্ তুরাসিল 'আরাবী), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩; উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম আন নীসাপুরী (মৃ. ৩১৬ হিজরী) : إبراهيم النيسابوري

ইব্রাহীম ইব্‌নুল মুনাযির আন নিসাপুরী (আবূ বকর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল ইজমা' (ألإجماع)
২. আল ইশরাক (الإشراق)
৩. আল ইকনা' (الإقناع)

ইন্তিকাল

হিজরী ৩১৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩১]

জা'ফর আল মাওসিলী (জ. ২৪০ হিজরী) : جعفر الموصلي

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামদান আল-মাওসিলী আশ-শাফি'ঈ (আবুল কাসিম) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি হিজরী ২৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। 'ইলমুল ফিক্‌হ, 'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, হিকমাত, সাইন্স, 'আরবী ব্যাকরণ, 'আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

রচনাবলী

শাফি'ঈ মাযহাবের উপর তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ের উপরও গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল বাহিরু ফী ইশ'আরিল মুহাদ্দিসীন (الباهر في إشعار المحدثين)
২. আশশি'রু ওয়াশ শু'আরা' (الشعر والشعراء)
৩. আস সাবাকাত (السبقات)
৪. মাহাসিনু ইশ'আরিল মুহাদ্দিসীন (محاسن إشعار المحدثين)।[১৩২]

মুহারিব আল-মুহারিবী (মৃ. ৩৪৯ হিজরী) : محارب المحاربي

মুহারিব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহারিব আল-মুহারিবী আশ শাফি'ঈ চতুর্থ শতাব্দীর একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহারেব অনুসারী।

---

১৩০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

১৩১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫; ইব্‌ন হিদায়াহ, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

১৩২. আল আসনাযী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি ভ্রান্ত 'আকীদার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. মুসান্নাফুন ফীর রাদ্দি 'আলাল মুখালিফীনা মিনাল কাদরিয়াতি ওয়াল জাহমিয়াতি ওয়ার রাফিদা (مصنف فى الردّ على المخالفين من القدرية والجهمية والرافضة)

ইন্তিকাল

ইমাম আল মুহারিবী ৩৪৯ হিজরীর জমাদিউল আখার মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৩৩]

মুহাম্মদ আল-কাত্তান (মৃ. ৪০৭ হিজরী) : محمد القطان

আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাকির আল কাত্তান আল মিসরী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনাবলী

তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর বৈশিষ্ট্যবলী এবং শাফি'ঈ মাযহাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মানাকিবুল ইমামিশ শাফি'ঈ (مناقب الإمام الشافعى)

২. কিতাবুত তারিহাত ফী ফুরূ'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (كتاب الطارحات فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

তিনি ৪০৭ হিজরীর মহররম মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৩৪]

মুহাম্মদ আল-বায়যাভী (মৃ. ৪৬৮ হিজরী) : محمد البيضاوى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আল-'আব্বাস আল-বায়যাভী আল-ফারিসী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ । ফিকহের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যও চর্চা করতেন।

রচনাবলী

ফিকহ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আত-তাবসিরাতু ফী ফুরূ'ইল ফিক্‌হ (التبصرة فى فروع الفقه)

২. আল ইরশাদু ফী শারহিল কিফায়াহ (الإرشاد فى شرح الكفاية)

ইন্তিকাল : আল বায়যাভী ৪৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৫]

---

১৩৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮; আল মুয়ালী, *আল-আনসাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৯।

১৩৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮; ইবনুল 'ইমাদ, *সাযারাতুয যাহাব*, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৮৫; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনুন*, পৃ. ১২৫৮, ১২৭৫, ১৮৩৯।

১৩৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩; আল-আস্‌নাবী, *তাবাকাতুশ শফি'ঈয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; ইব্‌ন আস্ সিলাহ, *আত্ তাবাকাত*, -৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আস্ সাইরাফী(মৃ. ৩৩৫ হিজরী) : محمد الصيرفي

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আস্ সাইরাফী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলূল ফিক্হ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. হিসাবুদ দুয়ার (حساب الدور)

২. আল জাবালুশ শার'ইয়্যাহ (الجبل الشرعية)

৩. দালাইলুল আহকামি 'আলা উসূলিল আহকাম (دلائل الأحكام على أصول الأحكام)

ইন্তিকাল : ৩৩৫ হিজরীতে তিনি মিশরে ইন্তিকাল করেন।[১৩৬]

মুহাম্মদ ইব্ন হাব্বান (২৭০-৩৫৪ হিজরী) : محمد بن حبّان

আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হিববান ইব্ন মু'আয ইব্ন মা'আববাদ আত-তামিসী ছিলেন শাফি'ঈ পন্থী একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও হাদীস বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল ইলতিফাত (الإلتفات)

২. মা'রিফাতুল কিবলাহ (معرفة القبلة)

৩. আল মুসনাদুস সাহীহ্ ফীল হাদীস (المسند الصحيح فى الحديث)

৪. রওদাতুল 'উকালা'ই ওয়া নুযহাতুল ফুযালা' (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)

ইন্তিকাল

তিনি ৩৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৭]

মুহাম্মদ আন্ নিসাপুরী (মৃ. ৩৬৭ হিজরী) : محمد النسابوری

আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মনসূর আল-কুরাইশী আন-নিসাপুরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

১৩৬ . আল বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

১৩৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩; আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খন্ড, পৃ. ১৬৬-১৬৯; *ইব্নুল কাসীর*, আল বিদায়াহ, ১১শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

রাদ্দু 'আলা কিতাবুর রিয়াদাতু ওয়াল আদাবু লিআবী না'ঈম আল ইসফাহানী (رد على كتاب الرياضة والأدب لأبى نعيم الاصفهانى)

ইন্তিকাল

তিনি ৩৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৮]

মুহাম্মদ আল বাসরী (মৃ. ৩৮৫ হিজরী) : محمد البصرى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল হাসান আল-বাসরী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল-লাহিকু 'আলা জামিঈ' (اللاحق على الجامع)

ইন্তিকাল : তিনি ৩৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৯]

হাস্‌সান নিসাপুরী (২৭৭-৩৪৯ হিজরী) : حسان نشابورى

হাসসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন হারূন আল কুরাশী আল 'উমূরী আন নিসাপুরী আশ শাফি'ঈ। (আবুল ওয়ালীদ) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ২৭৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি তিনি 'ইলমুল হাদীসেও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন।

রচনাবলী

ফিক্‌হ এবং হাদীস বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. আল মুস্তাখরাজ 'আলা সহীহ মুসলিম (المستخرج على صحيح مسلم)

২. শারহু রিসালাতুশ-শাফি'ঈ ফিল ফিক্‌হি 'আলা মাযহাবিহী (شرح رسالة الشافعى فى الفقة على مذهبه)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৪৯ সালের ৫ই রবি'উল আউয়ালে ইন্তিকাল করেন।[১৪০]

---

১৩৮. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; আস্ সুবকী, *তাবাক্বাতুশ্ শাফি'ঈয়্যা, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৩।*

১৩৯. আল বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৪;* 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪;

১৪০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; ইবন হিদায়া, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; আয-যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭, ৮৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

হামদ আল-খাত্তাবী (৩১৯-৩৮৮ হিজরী) : حمد الخطابي

হাম্‌দ ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন খাত্তাব আল খাত্তাবী আল বাস্তী (আবূ সুলাইমান) ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ৩১৯ সালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এর অন্তর্গত বাস্ত নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক এবং কবি। পবিত্র মক্কা, বসরা ও বাগদাদসহ বিভিন্ন স্থানে তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন।

রচনাবলী

ইমাম আল খাত্তাবী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. গারীবুল হাদীস (غريب الحديث)
২. আ'লামুস সুনান ফী শারহিল বুখারী (اعلم السنن في شرح البخاري)
৩. মা'আলিমুস সুন্নান ফী শারহি সুনানি আবী দাউদ (معالم السنن في شرح سنن أبي داؤد)
৪. কিতাবুল 'আযলা (كتاب العزلة)
৫. কিতাবুল গানিয়্যাহ 'আনিল কালামি ওয়া আহলিহী (كتاب الغنية عن الكلام وأهله)
৬. ইসলাহু গালাতিল মুহাদ্দিসীন (إصلاح غلط المحدثين)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৮৮ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৪১]

হাসান আদ দাক্কাক (মৃ. ৪০৫ হিজরী) : حسن الدقاق

আল হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আদ-দাক্কাক আন-নিসাপুরী আশ-শাফি'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ফিক্‌হ ছাড়াও সূফীবাদ ও উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : কিতাবুদ দুহাইয়া (كتاب الضحايا)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪০৫ সালের যিলহজ্জ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৪২]

---

১৪১. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২০৯।

১৪২. ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ

(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ

'আব্দুল 'আযীয আল খাল্লাল (২২৮-৩৬৩ হিজরী) : عبد العزيز الخلال

'আবদুল 'আযীয আল খাল্লাল ছিলেন হাম্বলী মতাবলম্বী ইমাম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুফাস্‌সীর ও মুহাদ্দিস। ২৮২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তিনি বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল মুকনা ফিনাহবি (المقنع فى نحو)। এটি একশত পরিচ্ছেদে রচিত নাহু (আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ)
২. কিতাবুল খিলাফ মা'আশ শাফি'ঈ (كتاب الخلاف مع الشافعى)
৩. মুখতাসারুস সুন্নাহ (مختصر السنة)
৪. তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল :

'আব্দুল 'আযীয আল খাল্লাল ৩৬৩ হিজরীতে শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৪৩]

আল হাসান আল্‌ বারবাহারী (২৩৩-৩২৯ হিজরী) : الحسن البربهارى

আল হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন খালফ আল বারবাহারী আল হাম্বলী (আবূ মুহাম্মদ) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন ফকীহ্‌। তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। হিজরী ২৩৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করে। ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সময়কালে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম।[১৪৪]

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে : শারহু কিতাবিস সুন্নাহ (شرح كتاب السنة)। এটি একটি বিভিন্ন মাসআলা ও 'আকীদা সংক্রান্ত প্রমাণ্য গ্রন্থ।

ইন্তিকাল : হিজরী ৩২৯ সালের রজব মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৪৫]

---

১৪৩. 'উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

১৪৪. তাঁর সম্পর্কে তাবাকাতুল হানাবিলা, গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য :

الحسن بن على بن خلف ابو محمد البربهارى : شيخ الطائفة فى وقته, ومقدمها فى الانكار على اهل البدع, والمباينة لهم باليد واللسان, وكان له صيت عند السلطان, وقدم عند الاصحاب, وكان أحد الائمة العارفين, والحفاظ للاصول المنقين, والثقات المومنين ـ

দ্র. ইব্‌ন আবী ইয়া'লী, তাবাকাতুল হানাবিলা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৪৫. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩; ইবনুল ফাররা, *তাবাকাতুল হানাবিলা (طبقات الحنابلة)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০৯; আয্‌ যিরকলী, *আল আ'লাম (الاعلام)*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭; ইব্‌ন আবী ইয়া'লী, তাবাকাতুল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর আল-বারমাকী (মৃ. ৩৮৭ হিজরী) : عمر البرمكى

'উমর ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল আল-বারমাকী ছিলেন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস।[১৪৬] আবু হাফ্‌স হচ্ছে তাঁর উপনাম। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তিনি ইমাম ইবনুস সাওআফ (র), আল খাতাবী (র.) এবং ইব্‌ন মালিক (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সমকালীন 'আলিমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'উমর ইবন বদর আল মাগাযিলী (র), আবূ 'আলী আননাজ্জাদ (র), আবূ বকর আব্দুল আযীয প্রমূখ।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হী মাস'আলা সংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. আলমাজমূ' (المجموع)

২. কিতাবুস সিয়াম (كتاب الصيام)

৩. কিতাবু হুকমিল ওয়ালিদাঈনি ফী মালি ওলাদিহা (كتاب حكم الوالدين فى مال ولدها)

ইন্তিকাল

'উমর আল বারমাকী ৩৮৭ হিজরীর জমাদিউল 'উলা মাসে ইন্তিকাল করেন এবং তাকে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর কবরের পাশে দাফান করা হয়।[১৪৭]

ফিতইয়ান আল-হার্‌রানী (মৃ. ৫৬৩ হিজরী) : فتيان الحرانى

ফিতইয়ান ইব্‌ন মুবাহ ইব্‌ন হামদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন আল-মুবারক ইব্‌ন আল হুসাইন আল সিলমী আল হার্‌রানী আল হাম্বলী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজ বিশিষ্ট ফকীহ। ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস, 'আরবী ব্যাকরণেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

রচনাবলী

তাঁর বিশেষ গ্রন্থ হচ্ছে : মুসান্নাফুন ফী 'ইলমিত তাজবীদ (مصنف فى علم التجويد)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪৮]

---

১৪৬. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাবাকাতুল হানাবিলা-এর গ্রন্থকার ইবন আবী ইয়া'লী (র) বলেন,

عمر بن احمد بن ابراهيم ابوالحفص البرمكى كان من الفقهاء والا عيان النساك الزهاد, ذو الفتيا الواسعة ـ

দ্র. ইবন আবী ইয়া'লী, তাবাকাতুল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

১৪৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২; হাজী খালীফা, *কাশ্‌ফুয যুনুন* (*كشف الظنون*), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১৩, ১৪৩৪; আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাক্‌নুন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০; ইব্‌ন আবী ইয়া'লী, তাবাকাতুল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১৪৮ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪; ইব্‌ন রজব, *যাইলু তাবাকাতুল হানাবিলাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৭, ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাহফুজ আল কালওয়াযানী (মৃ. ৫১০ হিজরী) : محفوظ الكلوذاني

মাহফুজ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আল-হাসান আল কালওয়াযানী আল বাগদাদী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্, উসূলবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (র) অনুসারী।

রচনাবলী

তিনি হাম্বলী মাযহাবের সমর্থনে ফিক্‌হী মাস'আলা সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আত তামহীদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ (التمهيد فى أصول الفقه)

২. রুউসুল মাসা'ইল (رؤوس المسائل)

৩. আল হিদায়াতু ফী ফুরু'ঈল ফিকহিল হাম্বলী (الهداية فى فروع الفقه الحنبلى)

ইন্তিকাল

তিনি ৫১০ হিজরীর জমাদিউল আখার মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৪৯]

---

১৪৯. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮; আল-ফাররাউ', *তাবাকাতুল হানাবিলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১২; ইব্‌ন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১২শ খন্ড, পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবে ফকীহগণ

তৃতীয় অুনচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী পঞ্চম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

হিজরীর পঞ্চম শতাব্দীতে ফিকহ্ বিষয়ে ব্যাপক কাজ পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ের ফকীহগণ নিজ নিজ মাযহাবের সমর্থনে গ্রন্থাদি রচনা করেন। তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতির আলোকে ফিকহ্ চর্চা, জনসাধারণের মাঝে ফাতওয়া দান, একাধিক রায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে প্রাধান্যদান মুজতাহিদ ঈমামগণের রচিত গ্রন্থের উপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা ইত্যাদিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। নিম্নে এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ফকীহগণের পরিচিতি ও তাঁদের ফিক্‌হ চর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নাতিফী (মৃ. ৪৪৬ হিজরী) : أحمد بن محمد الناطفي

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার 'আব্বাস আন্‌-নাতিফী[১] (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তবে তিনি ফিক্‌হবিদ হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 'ইরাকের সমকালীন শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ছিলেন। আবূ হাফ্‌স, ইব্‌ন শাহীন, জুরজানী ও অন্যান্যদের নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ফিকহে হানাফিয়্যাহর সনদ হলো, তিনি আবূ বকর আল-জাস্‌সাস আর-রাযী হতে, তিনি ইমাম বারদা'ঈ থেকে, তিনি কাযী আবূ খাযিন থেকে, তিনি 'ঈসা ইব্‌ন আবান থেকে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান থেকে বর্ণনা করেন।

রচনাবলী

তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (১) 'আল-ওয়াকি'আতু' (الواقعات) (২) 'আন্‌-নাওয়াযিলু', (النوازل) (৩) 'আল-আজনাস,' (الاجناس) (৪) 'আল-ফুরূক' (الفروق)।

ইন্তিকাল

তিনি পারস্যের রায় শহরে ৪৪৬ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[২]

---

১. নাত্‌ফ (نطف) শব্দের অর্থ বিশেষ এক ধরনের পিঠা। যাকে কুব্বায়তী ও বলা হয়। তিনি এ বিশেষ প্রকারের পিঠা বানাতেন বা এ পিঠার ব্যবসা করতেন বলে তাকে নাতেফী বলা হয়।

২. *'আব্দুল কাদীর আল-ওয়াফা আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ,* ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদঃ দাইরাতুল মা'আরিফ আন্‌-নিযামিয়্যাহ্ ১ম সংস্করণ তা. বি.), পৃঃ ২২২; হাজী খলীফাহ, কাশ্‌ফুয্‌-যুনূন, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৪০২ হিজরী.১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে), পৃঃ ১৬২৭; তাকীউদ্দীন ইব্‌ন 'আবদিল কাদির আত্‌-তামীমী আদ্‌-দারিমী আল-হানাফী, আত্‌-তাবাকাতুস্‌-সানিয়্যাহ্ ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড (রিয়াদঃ দারুল-ফারা'ঈ, ১ম সংকলন, ১৪০৩ হিজরী/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৭১-৭২; 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, পৃঃ ৩৬; মিফতাহুস্‌-সা'দাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮১; মোঃ রেজাউল করিম, আহমদ ইব্‌ন আবী বকর আল

Dhaka University Institutional Repository

আবূ নাসর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪৭৪ হিজরী) : أبو نصر أحمدبن محمد

আবূ নসর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আকতা', (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি আল-আক্তা' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ইমাম কুদূরী (র.)-এর নিকট হতেই ফিক্হ শিক্ষা করেন। ফিক্হ ও অংক শাস্ত্রে বুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ৪৩০ হিজরী পর্যন্ত তিনি বাগদাদের বিশিষ্ট পণ্ডিত আবূ ইয়াযিদের পার্শ্বে অবস্থান করেন। ৪৩০ হিজরীতে তিনি বাগদাদ ছেড়ে আহ্ওয়ায শহরে চলে যান এবং মৃত্যু অবধি সেখানেই অবস্থান করেন। আহ্ওয়ায এসে তিনি ইমাম কুদূরী (র.)-এর 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থের শরাহ্ লিখেন। সেখানে তিনি দারস্ মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানে দারস দিতে থাকেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩]

আল হুসাইন ইব্ন খাযীর আন নাসাফী (মৃ. ৪২৪ হিজরী) : الحسين بن خضير النسفى

আল-হুসাইন ইব্ন খাযীর ইব্ন আল-কাযী আবূ 'আলী আন্-নাসাফী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল আল্-কামীর (র.)-এর নিকট হতে ফিক্হ শিক্ষা করেন। তাঁর নিকট হতে যারা ফিক্হ শিক্ষা করেন তাঁদের মধ্যে শামসুল আয়িম্মাহ্ হালওয়ানী সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর ফিক্হ শিক্ষার সনদ হচ্ছে, তিনি 'আবদুল্লাহ্ আল-ওস্তায আস্-সাবযুমূনী (র.)-এর নিকট থেকে, তিনি আবূ 'আবদুল্লাহ্ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা থেকে এবং তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে। আবূ 'আলী আন্-নাসাফী (র.)-এর নিকট যারা ফিক্হ শিক্ষা করেন তাঁদের মধ্যে শামসুল আয়িম্মাহ্ 'আবদুল আযীয আল-হাওয়ানী এবং জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আন্-নাসাফী অন্যতম।[৪] তিনি স্বীয় যুগের হানাফী ফিক্হবিদগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আবূ জা'ফর আল-আশতারুশনী-এর মৃত্যুর পর তিনি বসরার কাযী নিযুক্ত

কুদূরী (র.) : ফিক্হ শাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবদান (এম.ফিল. থিসিস (অপ্রকাশিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুন-২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১২৬।

৩. *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; *আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৩; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; মোঃ রেজাউল করিম, আহমাদ ইবন আবী বকর, আল কুদুরী (র.), ফিকহ্ শাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবাদন, পৃ. ১২৭। উল্লেখ্য যে, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, চুরি করার মিথ্যা অভিযোগ তাঁর হাত কাটা হয়েছে, আবার অন্য বর্ণায় এসেছে যে, মুসলমান এবং তাতারীয়দের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর হাত কাটা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৪. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

قاضى بخارى، وشيخ الحنفية فى عصره، أبو على الحسن بن الخضرى البخارى، روى عن محمد بن جابر وجماعة، توفى شعبان، وقد خرج له عدة أصحاب .

দ্র: আল-ইবার, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্ , তা. বি. পৃ.২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হন। এরপর তিনি বাগদাদে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি ফিক্হী বাহাস কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। হচ্ছে :

রচনা : তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'আল-ফাওয়াইদ ওয়াল ফাতাওয়া' (الفوائد الفتاوی)

ইন্তিকাল

তিনি ২৩ শা'বান ৪২৪ হিজরী মঙ্গলবার বুখারায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বুখারার কালাবাজ গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫]

'আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন আন-নাসিহী (মৃ. ৪৪৭ হিজরী) : عبد الله بن حسين الناصحی

'আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসাইন আবূ মুহাম্মাদ আন্-নাসিহী (র.) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের নাম নাসিহ্-এর নামানুসারে তিনি নাসিহী নিসবাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর ফিক্হী সনদ হলো, তিনি কাযী 'উৎবা ইব্ন আবুল হায়সাম (র.) থেকে এবং তিনি কাযীউল হারামাইন থেকে হানাফী ফিক্হ শিক্ষা করেন।[৬] সুলতান মাহমূদ ইব্ন সুবকতগীন-এর শাসনামলে তিনি বুখারার কাযী নিযুক্ত হন। 'তাহযীবু আদাবিল-কুযা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষাগ্রহণকারীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ লাভ করেন স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ আন-নাসিহী।

ইন্তিকাল : ৪৪৭ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৭]

'আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন 'আলী আল 'আকবারী (মৃ. ৪৫০ হিজরী) : عبد الواحد بن علی العقبری

'আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন 'আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আবুল কাসিম আল-'আকবারী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্, ব্যাকরণ বেত্তা ও কালামশাস্ত্রবিদ। তিনি হানাফী ফিক্হ শিক্ষা করেন ইমাম কুদূরী (র.) থেকে, তিনি আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আল-

---

৫. *আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১; *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; *আত্-তাবাকাতুস্-সানিয়্যাহ্ ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

৬. খতীব আল-বাগদাদী বলেন,

وكان ثقة, دينا, صالحا, وعقدله مجلس الإملاء وروى الحديث عن بشربن أحمد الإسفر اينى, والحاكم أبى محمد الحافظ روى عنه أبو عبد الله الفارسيى, وغيره وله مختصر فى الوقوف ذكر أنه اختصره من كتاب الخصاف, وهلال بن يحيى -

দ্রঃ তারীখু বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৩।

৭. তারীখু বাগদাদ, ৯ম খন্ড, পৃ. ৪৪৩; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৭ম খন্ড, পৃ. ৬৬০; আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ্ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৭৫; ইসলামা'ঈল পাশা, ইযাহুল-মাকনূন, ১ম খন্ড (বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৪৬৩; আত্-তাবাকাতুস্-সানিয়্যাহ্ ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬; হাদিয়াতুল 'আরিফীন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৪৫২; আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃ. ১০২-১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

জুরজানী থেকে, তিনি আহমাদ আল-জাস্সাস থেকে, তিনি হুসাইন আল-কারখী থেকে, তিনি বারদা'য়ী থেকে, তিনি মূসা আর-রাযী থেকে এবং তিনি ইমাম মুহাম্মাদ থেকে। প্রাথমিক জীবনে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন এবং গোটা জীবন হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫০ হিজরী সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[৮]

আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৪৩০ হিজরী) ابو بكر محمد بن موسى: الخوارزمى

মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ আবূ বকর আল-খাওয়ারিযমী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম বিশ্বস্ত (সিক্বাহ) ফকীহ্। তিনি তৎকালীন সমাজের সর্বাধিক পরহিযগার ফকীহ্ ছিলেন। দারস দানের বিনিময়ে তিনি কোন প্রকার হাদিয়াহ্ বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

أنه ممن عد على رأس المائة الرابعة من المجددين لدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذا فى مختصر غريب الأحاديث لابن الأثير وكان معظما عند الخاصة والعامة لا يقبل لا حد من الناس برا ولاصلة ولا هدية ـ

তাঁর ফিক্হ শিক্ষার সনদ হলো, তিনি ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস থেকে, তিনি ইমাম কারখী (র.) থেকে, তিনি বারদা'ঈ থেকে, তিনি ইমাম রাযী থেকে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) থেকে ফিক্হ্ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইব্ন 'আলী আস্-সাইমিরী এবং পুত্র আবুল কাসিম মাস'উদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-ফকীহ্ আল-খাওয়ারিযমী (র.)।

ইন্তিকাল : তিনি ৪৩০ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৯]

---

৮. *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্ পৃ. ১১৩;* মোঃ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩। তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

عبد الواحد بن على بن برهان العكبرى النحوى أبو القاسم من أصاب أبى الحسين أحمد القدورى قال ابن ماكولا ذهب بموته علم العربية من بغداد وكان فقيها حنفيا وقرأ الفقه وأخذ الكلام عن أبى الحسن البصرى وصار صاحب اختيار فى علم الكلام ـ وكان أحد من يعرف الأنساب ولم ارمثله وذكره القفطى فى تاريخ النحاة وقال كان من العلماء القائمين بعلوم كثيرة منها النحو واللغة ومعرفة النسب والحفظ لايام العرب واخبار المتقدمين وله أنس شديد بعلم الحديث ولم بروشياً من الحديث ـ قال محمد بن وهب لال مات عبد الواحد ابن على بن هلال بن برهان سنة اثنتين وأربعين وأربع مائة رحمه الله تعالى ـ

দ্র: আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪।

৯. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, পৃ. ২০১-২০২।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর আন নাওয়াকিদী (মৃ. ৪৩৫ হিজরী) : ابو اسحاق محمد بن منصور النواقدى

আবূ ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন মুখাল্লাস আন্‌-নাওয়াকিদী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন যাহিদ 'আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। নাসাফের একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম নাওয়াকিদ, এ গ্রামেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল-নাওয়াকিদী বলা হয়। তিনি লাগাতার রোযা পালন করতেন এবং সর্বদা ফিকহের দারস দানে মগ্ন থাকতেন। এসব কারণে তাকে সাইমুদ্-দাহ্‌র (صَائِمُ الدَّهْرِ) বলা হত।[১০] তাঁর ফিকহে হানাফিয়্যাহ্ লাভের সনদ হলো : তিনি আবূ জা'ফর আল-হিন্দুওয়ানী (র.) হতে, তিনি আবূ বকর আল-আ'মাশ (র.) থেকে, তিনি আবূ বকর আল-আসকাফ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ থেকে, তিনি আবূ সুলাইমান থেকে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে। সাম'আনী বলেন, তিনি সমরকান্দের প্রখ্যাত মুফতী ও মুদাররিস ছিলেন।

ইন্তিকাল

৪৩৪ হিজরীর রমযান মাসে সামরকান্দে ইন্তিকাল করেন।[১১]

আবুল কাসিম মাস'উদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল খাওয়ারিযমী (মৃ. ৪২৩ হিজরী) : ابو القاسم مسعود بن محمد اخوارزمى

আবুল কাসিম মাস'উদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসা আল্‌-খাওয়ারিযমী ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর হানাফী ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বীয় পিতা আবূ বকর মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন যিনি ইমাম আবু বকর-আল-জাস্‌সাস আর্‌-রাযী (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। ফিকহে হানাফিয়্যাহ্-এর প্রচার ও প্রসারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৩২ হিজরী সালে খাওয়ারিযমে ইন্তিকাল করেন।[১২]

---

১০. আস্‌-সাম'আনী তাঁর সম্পর্কে বলেন,

الإمام الزاهد, صائم الدهر, محمد بن منصور بن مخلص بن إسماعيل النوقدى المدرس المفتى بسمرقند. يروى عن القاضى أبى محمد بن الحسن البزدوى ومات بسمرفند فى شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ـ

দ্র. আল-আনসাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮।

১১. *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, পৃ. ২০১।*

১২. তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রনিধান যোগ্য ঃ

مسعود بن محمد بن موسى أبو القاسم الخوارزمى تفقه على ابيه أبى بكر محمد تلميذ الجصاص الرازى ومات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ـ

Dhaka University Institutional Repository

আবূল ‘উতবা হায়সাম ইবনুল কাযী আন নিসাপুরী (মৃ. ৪৩১ হিজরী) : ابوالعتبة هيثم بن القاضى النيسابورى

আবূল ‘উতবা হায়সাম ইবনুল কাযী আন্-নিসাশাপুরী (র.) ছিলেন ফিকহে হানাফিয়্যাহ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ। তিনি ফিক্‌হ ও হাদীসের ‘ইলমে সিক্বাহ্ ছিলেন। স্বীয় পিতার নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন।

ইন্তিকাল : ৪৩১ হিজরী সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩]

আবূ ‘আমর ‘উসমান আল-বায়কান্দী (৪৬৫-৫৫২ হিজরী) : ابو عمور عثمان البيكندى

তাঁর নাম ‘উসমান, কুনিয়াত-আবূ ‘আমর, নিসবাতী নাম আল্ বায়কান্দী আল-বুখারী। তিনি অত্যধিক খোদাভীরু ও বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ ছিলেন।[১৪] তিনি ৪৬৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুখারা হতে এক মারহালাহ্ দূরে অবস্থিত ‘মাওয়ারা উন্-নাহার’ এরই একটি নগরের নাম বায়কান্দ। বায়কান্দ এটি একটি মনোরম শহর। এখানে হাজার হাজার ‘উলামা, কারী ও পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে।[১৫] তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন, শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সাহ্‌ল আস্ সারাখ্‌সী (র.)। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ফিক্‌হ শাস্ত্রে সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগানানী (র.) তিনি ছিলেন হানাফী ইমাম।

ইন্তিকাল

ইমাম বায়কান্দী হিজরী ৫৫২ সালে ইন্তিকাল করেন। [১৬]

‘আল-ফাদল আত-তানুখী (মৃ. ৪৪২ হিজরী) : الفضل التنوخى

আল-ফাদল ইব্‌ন মাস‘উদ আত তানুখী আল-হানাফী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ । ইল্‌ম ফিক্‌হ চর্চা ও প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

দ্র. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১৩. ‘আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الهيثم ابن القاضى أبى الهيثم عتبة النيسابور كان ثقة فى العلوم ـ

দ্র. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩।

১৪. তাঁর সম্পর্কে সাম'আনী বলেন, كان اماما فاضلا ورعا زاهدا عفيفا كثير العبادة দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

১৫. সাম'আনী বায়কান্দী সম্পর্কে বলেন,

انه نسبة الى بيكند من بلاد ماوراء النهر على مرحلة من بخارى وكانت بلدة حسنة كثيرة العلماء خربت الساعة وسمعت انه كان بها ثلاثة الا رباط للقراء وقد رأيت بها آثاره ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

১৬. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫; ড. মাহবুবুর রহমান, বুরহানুদ্দীন ‘আলী ইবন আবী বকর আল মারগীনানী (র.) : জীবন ও কর্ম (রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, পার্ট-এ, ২৯তম খণ্ড, প্রকাশকাল, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

রচনা

তিনি ফিকহী মাস'আলা এর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থের নাম রিসালাতুন ফী উজূবি গাসলির রিজলাইন (رسالة فى وجوب غسل الرجلين)

ইন্তিকাল

ইমাম আল-ফাদল আত-তানুখী ৪৪২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭]

'আবদুর রব আল গাযনাবী (মৃ. ৫০০ হিজরী) : عبد الرب الغزنبى

'আবদুর রব আল গাযনাবী ছিলেন একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ্।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : শারহু মুখতাসির আল কুদুরী (شرح مختصر القدورى)।

ইন্তিকাল

'আবদুর রব আল গাযনাবী ৫০০ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৮]

'আব্দুল আযীয আল হালওয়ানী (মৃ. ৪৫৬ হিজরী) : عبد العزيز الحلوانى

'আব্দুল 'আযীয ইব আহমাদ ইবন নসর ইবন সালিহ। আল হালওয়ানী[১৯] ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তাঁর উপাধি হচ্ছে : শামসুল আয়িম্মাহ।[২০]

---

১৭ . হাজী খালীফা, *কাশফুয্ যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৭; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

১৮ . 'উমর রিযা কাহহালা : মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১৯. হালওয়ানী (حلوانى) শব্দকে হালওয়াই (حلوائى) হিসেবে ও উচ্চারণ করা হয়। যেমন নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে :

الحلوان بالنون وقد يقال : بهمزة بدل النون، نسبة الى عمل الحلواء وبيعها لا الى البلد وسواء كان بالنون او الهمزة فهو مفتوح الحاء ـ

দ্র. উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

২০. উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে ফকীহ্ 'আলিমগণের উপাধি হিসেবে 'শামসুল আয়িম্মা বলা হয়ে থাকে। একাধিক ফকীহ 'এ' উপাধিতে ভূষিত। তাঁরা হলেন :

১. শামসুল আয়িম্মা 'আব্দুল 'আযীয আল হালওয়ানী (র.)।
২. শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল সাত্তার আল কারদারী (র.)।
৩. শামসুল আয়িম্মা বকর ইবন মুহাম্মদ আয যারানজারী (র.)।
৪. শামসুল আয়িম্মা 'ইমাদুদ্দীন 'উমর ইব্‌ন বকর আয যারানজারী (র.)।
৫. শামসুল আয়িম্মা আল বায়হাকী (র.)।
৬. শামসুল আয়িম্মা আল আওযাজান্দী (র.) প্রমুখ। তবে সাধারণভাবে যখন শামসুল আয়িম্মা (شمس الائمة) বলা হয় তখন তা'দ্বারা শামসুল আয়িম্মা আস্-সারাখসী (র.)কেই বুঝানো হয়ে থাকে। এটি তাঁর অতীব মর্যাদার কারণে বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শরহ্ আদাবীল কাযী লিল খাসাফ (شرح أدب القاضى للخصاف)।

২. আল ওয়াকি'আত (الواقعات)।

৩. শারহুল জামিয়ি' কাবীর লিশ শায়বানী (شرح الجامع الكبير للشيبانى)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৫৬ সালে ইন্তিকাল করেন।[২১]

'আব্দুল্লাহ আন-নাসিহী (মৃ. ৪৪৭ হিজরী) : (عبد الله الناصحى)

'আব্দুল্লাহ্ আন-নাসিহী একজন ফকীহ এবং কাজী (বিচারক) ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. দুয়ারুল খাওয়াস (دور الخواص)

২. তাহযীবু আদাবিল কাদা' লিল খাসসাফ (تهذيب أدب القضاء للخصاف)

৩. আল মাস'উদী ফী ফুরু'ইল ফিক্‌হীল খাফী (المسعودى فى فروع الفقه الخفى)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আন-নাসিহী ৪৪৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২২]

'আব্দুল্লাহ্ আদ-দাবূসী (৩৬৭-৪৩০ হিজরী) : عبد الله الدبوسى

আবূ যায়দ 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর আদ-দাবূসী আস সামারকান্দী ছিলেন একজন ফকীহ, উসূলবিদ ও বিচারক। তিনি ফিকহে হানাফীর প্রবক্তা ছিলেন। হিজরী ৩৬৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

দ্র. উসূল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫। এ সম্পর্কে শারহ্ 'উকূদি রাসমিল মুফতী-এর হাশিয়াতে উল্লেখ রয়েছে নিম্নরূপ ঃ

إذا اطلق شمس الائمة فى كتب اصحابنا فيراد به شمس الائمة السرخسى ـ وفيما عداه يطلق مقيدا مع الاسم او النسبة او بهما كشمس الائمة الحلوانى وشمس الائمة الكردرى ......

দ্র. হাশিয়া, শারাহ্ 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২১ . আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪। তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। যেমন– কেউ বলেছেন– ৪৪৮ হিজরী, কেউ বলেছেন ৪৫২ হিজরী। আবার কেউ বলেছেন ৪৫৬ হিজরী। দ্র. উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫ হতে উদ্ধৃত; আল জাও য়াহিরুল মুদিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ৮৬১।

২২ . আল ফিকরুস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী : তিনি শাফি'ঈ দলীল, ইখতিলাফী মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তাকভীমুল আদিল্লাহ (تقويم الأدلة)
২. কিতাবুল ইসরার (كتاب الأسرار)
৩. তাসীমুন নাযার ফী ইখতিলাফিল আইম্মাহ (تاثيم النظر فى إختلاف الأئمة)

ইন্তিকাল

আবদুল্লাহ্ আদ-দাবূসী ৪৩০ হিজরীতে বুখারা শহরে ইন্তিকাল করেন।[২৩]

আব্দুল্লাহ আল হাদ্দাদ (মৃ. ৪৯০ হিজরী) : عبد الله الحداد

আব্দুল্লাহ্ আল হাদ্দাদ ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও কাযী। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রবক্তা।

রচনা

বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর কতিপয় সংকলন রয়েছে।

ইন্তিকাল

আব্দুল্লাহ আল হাদ্দাদ ৪৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২৪]

আতীব আল ইয়ামানী (৪৬০ হিজরী) : عتيب اليمنى

আতীব আল ইয়ামানী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনা

তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

রিসালাতুন ফী ফাদলি আবী হানীফাহ্ (رسالة فى فضل أبى حنيفة)।

ইন্তিকাল

আতীব আল ইয়ামানী হিজরী ৪৬০ সালে ইন্তিকাল করেন।[২৫]

---

২৩. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬। আদ দাবুসী সম্পর্কে ইবনুল হাসান আল ফাসী বলেন,

هو أول من تكلم فى الخلاف من الحنيفية ـ

তিনি আরো বলেন, ইমাম আবূ যায়দ আদ দাবুসী নিজেই নিজের সম্পর্কে আবৃত্তি করে বলেন,

ما لى إذا الزمته حجة ـ قابلنى بالضحك والقهقه ـ إن كان ضحك المرء من فقهه ـ فالدب فى الصحراء ما افقهة ـ

দ্র. আল ফিকরুস সামী (الفكر السامى), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

২৪. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

২৫. মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী আল ইয়াযদী (৩৮৬-৪৭৪ হিজরী) : علی الیزدی

'আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন বান্দার আল ইয়াযদী[২৬] আল হানাফী একজন স্বনামধন্য ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল কাসিম। তিনি ৩৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তিনি একজন বিচারক।[২৭]

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

শারহুল জামি'ই্ সগীর লিস্ শাইবাণী ফী ফুরু'ইল ফিকহীল হানাফী (شرح الجامع الصغير للشيباني فى فروع الفقه الحنفى)

ইন্তিকাল

আল ইয়ায়দী (র.) ৪৭৪ হিজরী ইন্তিকাল করেন।[২৮]

'আলী আস্ সুগদী (মৃ. ৪১৬ হিজরী) : علی السغدی

'আলী ইব্ন আল হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আস্ সুগদী আল-হানাফী একজন ফকীহ ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

৪. আস্ সাতফু ফিল ফাতাওয়া (النتف فى الفتاوى)
৫. শারহু আলা কিতাবিল খাসসাফ ফী আদাবিল কাযী আলা মাযহাবি আবী হানীফা (شرح على كتاب الخصاف فى أدب القاضى على مذهب أبى حنيفة)
৬. শারহু আল-জামি' আল কাবীর লিশ্ শাইবানী ফী ফুরু'ই ফিকহীল হানাফী (شرح الجامع الكبير للشيبانى فى فورع الفقه الحنفى)

ইন্তিকাল

---

২৬. ইয়াযদী (یزدی) শব্দের নিম্নোক্ত বিশ্লেষটি প্রনিধান যোগ্য ঃ

اليزدى نسبة الى يزد بفتح الياء المثناة التحتية ثم الزاى المعجمة الساكنة ثم الدال المهملة من اعمال اصطخر فارس بين اصبهان وكرمان ـ

দ্র. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

২৭. তাঁর শিক্ষা সনদ নিম্নরূপ :

اخذ عن ابى جعفر القاضى على النسفى عن الجصاص احمد الرازى عن ابى الحسن الكرخى ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

২৮. হাজী খলীফা, কাশ্ফুয যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; আল-বাগদাদী, *হাদিয়াতুল 'আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ৪৬১ হিজরীতে বুখারায় ইন্তিকাল করেন।।[২৯]

'আলী আল মারওয়াযী (মৃ. ৪৫২ হিজরী) : علـى الـمروزى

'আলী ইব্ন আল হুসাইন আল-মারওয়াযী[৩০] আল হানাফী ছিলেন ফকীহ্। তাঁর উপনাম হচ্ছে- 'আলাউদ্দীন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

আল জামি' ফিল ফিক্হ (الـجـامـع فـى الـفـقـه)

ইন্তিকাল

'আলী আল মারওয়াযী ৪৫২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩১]

'আলী আল বাযদাবী (৪৫৫-৪৮২ হিজরী) : علـى الـبـزدوى

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল হুসাইন ইব্ন 'আবদুল করীম ইব্ন মুসা ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুজাহিদ আল বাযদাবী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি ৪৫৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে- আবুল হুসাইন ফখরুল ইসলাম।

রচনাবলী : তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণে ফিক্হ ও উসূলুল ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. উসূলুল বাযদাবী (اصول البزدوى)।

২. আল-মাবসূত (الـمـبـسـوط) এটি একাদশ খণ্ডে সঙ্কলিত।

৩. শারহুল জামি'ইল কাবীর লিশ্ শাইবানী ফি ফুরু'ঈল ফিক্হিল হানাফী (شـــرح الـجـامـع الـكـبـيـر للـشـيـبـانـى فـى فـروع الـفـقـه الـحـنـفـى)

২৯. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; ইব্নু কাতলুবাগা, তাজুত্ তারাজিমি, পৃ. ৩২; আল কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৩৬২।

৩০. 'মারওয়াযী' (مروزى) সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি লক্ষ্যণীয় :

نسبته الى مرو بفتح الميم وسكون الراء المهملة فى اخرها واو بلدة معروفة يقال لها مرو الشهجهان وكان فتحها سنة ثلاثين من الهجرة والحاقه الزاى المعجمة بعد الواو فى النسبة للفرق ينه وبين المروى وهى ثياب مشهورة بالعراق منسوبة الى قرية بالكوفة ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৩১. আল-বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, ৬৮৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কাশ্ফুল ইশবাহ ফিত্ তাফ্সীর (كشف الاشباه فى التفسير)

৫. কান্যুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)

৬. শারহুল জামি'ইস সাহীহ্ লিল্ বুখারী (شرح الجامع الصحيح للبخارى)

ইন্তিকাল

'আলী আল বাযদাবী ৪৮২ হিজরীর ৫ই রজব ইন্তিকাল করেন। সমরকান্দে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩২]

'আলী আল আমিদী (মৃ. ৪৬৭ হিজরী) : علی الأمدی

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান আল-বাগদাদী আল-হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি 'আল আমিদী' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল হাসান।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

'উমদাতুল হাযির ওয়া কিফায়াতুল মুসাফির ফী ফুরু'ইল ফিক্হীল হাম্বলী (عمدة الحاضر وكفاية المسافر فى فروع الفقه الحنبلى)

ইন্তিকাল

'আলী আল আমিদী ৪৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

আহমাদ আন নাতিফী (মৃ. ৪৪৬ হিজরী) : أحمد الناطفى

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ 'আমর আন্-নাতিফী আত-তাবারী (আবুল আব্বাস) ছিলেন হানাফী ফকীহগণের অন্যতম।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ রচনা করন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল ওয়াকি'আত (الواقعات)। এটি একাধিক খণ্ডে রচিত।

---

৩২. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; হাজী খলীফা, *কাশ্ফুয্ যুনুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২, ৫৫৩, ৫৬৩, ৫৬৭, ৫৬৮, ১০১৬, ১৪৮৫, ১৫৮১; আল-বাগদাদী, ইযাহুল মাক্নূন ২য় খণ্ড, ৩৪, ৩৮৮; আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৩। তাঁর সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন, هو امام الدنيا فروعا واصولا

দ্র. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী আস্ সা'লাবী, *আল ফিকরুস সামী*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

৩৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮; হাজী খলীফা, *কাশ্ফুয্ যুনুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল আজনাস ওয়াল ফুরূক (الاجناس والفروق)

৩. আল হিদায়াহ (الهداية)। উপরোক্ত গ্রন্থাবলী হানাফী মাযহাবের আলোকে মাসআলা-মাসায়িল সংক্রান্ত।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৪৪৬ সালে 'রাই' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

আহমাদ আল আকতা' (মৃ. ৪৭৩ হিজরী) : أحمد الأقطع

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল আকতা' (আবূ নসর) ছিলেন হানাফী ফকীহ। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল কুদূরী (القدورى)-এর উপর পাঠ দান করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : শারহু মুখতাসারিল কুদূরী ফী ফুরূ'ঈল ফিক্‌হিল হানাফী (شرح مختصر القدورى فى فروع الفقه الحنفى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৭৩ সালে তিনি 'রাম হায়মায' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৩৫]

আল হুসাইন আস-সাইমারী (৩৫১-৪৩২ হিজরী) : الحسين الصيمرى

আল হুসাইন আস-সাইমারী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম একজন ফকীহ্। তাঁর পূর্ণনাম হচ্ছে : আল হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ জা'ফর আস সাইমারী। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবূ 'আব্দুল্লাহ্। হিজরী ৩৫১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খাযিস্তানের অধিবাসী। কর্মজীবনে তিনি শহরের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবু দাযমিন ফী আখবারি আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী (كتاب ضجم فى أخبار أبى حنيفة وأصحابه)
২. শারহু মুখতাসারিত তাহাবী ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল হানাফী (شرح مختصر الطحاوى فى فروع الفقه الحنفى) এটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত।

ইন্তিকাল : হিজরী ৪৩২ সালের শাউআল মাসে বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৬]

---

৩৪. 'উমর রিজা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১; আল কুরাশী, *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, ২২।

৩৫. আল কুরাশী, *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২৭; 'উমর রিজা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮;

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আস সাফ্ফার (মৃ. ৪৬১ হিজরী) : أحمد الصفّار

আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন শাবীব ইব্ন নসর ইবনুস্ সাফফার ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী (র.)-এর বংশধর। পবিত্র মক্কা নগরীতে তিনি অবস্থান করেন। পবিত্র মক্কা নগরীতে তিনি জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন।

রচনা

তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৬১ সালে তায়িফ নগরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৭]

আবুল হাসান কুদূরী (র.) (৩৬২-৪২৮ হিজরী) : ابو الحسن القدوری

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তাঁর নাম আহ্মাদ, উপনাম আবুল হাসান, পিতার নাম মুহাম্মদ এবং পিতামহের নাম আহ্মাদ। তাঁর নসব নাম হচ্ছে : আবুল হাসান আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ ইব্ন জা'ফর আল কুদূরী আল হানাফী (র.)।[৩৮] ইমাম কুদূরী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। কারো কারো মতে, কুদূরী তাঁর গ্রামের নাম। আর গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁকে বলা হয় কুদূরী। অথবা, তিনি বা তার বংশের কেউ ডেক-ডেকচীর ব্যবসা করতেন। আরবী ভাষায় ডেকচীর প্রতিশব্দ কিদরুন (قدوری), সে হিসেবেও তাঁকে কুদূরী বলা হয়।[৩৯]

---

৩৬. আয-যিরাকলী, আল আ'লাম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭; আল কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩৭. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৮. ইব্ন খাল্লিকান তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

ابو الحسن احمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفى المعروف بالقدورى انتهت اليه رياسة الحنفية بالعراق وكان حسن العبارة فى النظر وسمع الحديث ـ

দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৩৯. এ সম্পর্কে (কুদূরী) আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন,

أحمد بن محمد بن احمد ابو الحسن البغدادى القدورى بالضم قيل انه نسبة الى قرية من قرى بغدادى يقال لها قدورة وقيل نسبة الى بيع القدور ـ

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০; ইব্ন খাল্লিকান বলেন,

ونسبته بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء المهملة الى القدور التى هى جمع قدر ولا اعلم سبب نسبة اليها ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হানাফী ফিক্‌হ-এর অনুসারী ছিলেন। হানাফী ফিক্‌হ ও উহার মূলনীতি প্রসঙ্গে প্রচুর গবেষণা তিনি করেন এবং এ শাস্ত্রের একজন ইমামরূপে আখ্যায়িত হন। এজন্যেই তাঁকে اَلْفَقِيْهُ الْحَنَفِىْ (হানাফী ফিকহবিদ) বলা হতো।[৪০]

বাগদাদের উপকণ্ঠে এক জনাকীর্ণ পল্লীতে তিনি ৩৬২হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই শৈশবকাল অতিবাহিত করেন ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এ জন্য তাঁকে আল-বাগদাদীও বলা হতো।

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস রুকনু'ল ইসলাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাহদী জুরজানীর নিকট 'ইলমে হাদীসও 'ইলমে ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ফিকহী শিক্ষা সনদ হচ্ছে : তিনি ফিকহী শিক্ষা লাভ করেন আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আল জুরজানী (র.) থেকে, তিনি আহমাদ আল জাসসাস (র.) থেকে, তিনি 'উবায়দুল্লাহ্ আবিল হাসান আল কারখী (র.) থেকে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল বারদা'ঈ থেকে, তিনি মূসা আর রাযী (র.) থেকে এবং তিনি মুহাম্মদ (র.) থেকে।[৪১]

তাঁর অগণিত ছাত্র ছিলেন। আবূ বকর আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সাবিত খাতীব বাগদাদী (র.), প্রধান বিচারপতি আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ দামগানী (র.), কাযী মুফায্‌যাল ইব্‌ন মাস্‌উদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট থেকে 'ইল্‌মে হাদীস ও 'ইল্‌মে ফিক্‌হের জ্ঞান লাভ করেন।[৪২]

তাঁর সম্পর্কে খাতীব বাগদাদী (র.) বলেন, আমি তাঁর ইমাম কূদূরীর (র.) নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তবে তিনি হাদীস কম বর্ণনা করতেন। 'আল্লামা সাম'আনী (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। আর এ কারণেই সে যুগে তিনি 'ইলমে ফিক্‌হে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্য ও বক্তব্য ছিল রসালো। তিনি খুব বেশী পরিমাণে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। তিনি ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হে দক্ষতা লাভ করেন এবং এ দুটি বিষয়ে শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় জীবন উৎসর্গ করেন। বিশেষতঃ আল-

---

৪০. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) সাম'আনী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম কুদূরী (র.). সম্পর্কে বলেন :

القدورى بضم القاف الدال المهملة بعد الواؤ هذه النسبة الى القدور واشتيربها ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الفقيه المعروف بالقدور من اهل بغداد كان فقيها صدوقا انتهت اليه رياسة اصحاب أبى حنيفة بالعراق وغز عندهم قدره وارتفع جاهه وكان حسن العبارة فى النظر مديما لتلاوة القران -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৪১.'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.)। তাঁর ফিকহী শিক্ষা 'সনদ' নিম্নরূপ বর্ণনা করেন,

صاحب المختصر المبارك المتداول بين ايدى الطلبة اخذ الفقه عن أبى عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجانى عن أحمد الجصاص عن عبيد الله ابى الحسن الكرخى عن أبى سعيد الردعى عن موسى الرازى عن محمد -

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মুখতাসারুল কুদূরী (المختصر القدرى) তাঁর এক অমর কীর্তি। গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। মুসলিম জগতের স্বনামধন্য লেখক হিদায়া গ্রন্থকার বুরহানুদ্দীন আল মারগীনানী (র.) তাঁর টীকা গ্রন্থে অধিকাংশ উক্তি আল-মুখতাসারুল কুদূরী থেকে গ্রহণ করেছেন। ফাতহুল কাদীর (فتح القدير) নামীয় ফাতওয়া গ্রন্থেও আল-মুখতাসারুল কুদূরীর উক্তিসমূহের উদ্ধৃতি করা হয়েছে। মূলতঃ এর দ্বারা গ্রন্থকারের আলোচ্য গ্রন্থেরই সুউচ্চ মর্যাদা প্রতিপন্ন হয়।

রচনাবলী

ইমাম কুদূরী (র.) বহুসংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তাজরীদ (التجريد)। এটি ৭ খণ্ডে সমাপ্ত। উক্ত গ্রন্থে তিনি হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবেরম মধ্যকার ইখ্তিলাফের উপর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[৪৩]

২. মাসা'ইলুল খিলাফত (مسائل الخلافة)

৩. তাকরীবুল কাবীর ও তাকরীবুস সাগীর (تقريب الكبير وتقريب الصغير)

৪. শারহু মুখ্তাসারিল কারখী (شرح مختصر الكرخى)

৫. শারহু আদাবিল কাযী (شرح أدب القاضى)

৬. আত তাওহীদ (التوحيد)

৭. মুখতাসারুল কুদূরী (مختصر القدورى)। এই কিতাবখানি প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশটি নির্ভরযোগ্য কিতাব হতে বার হাজার অতি জরুরী মাসাইল এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাকাল থেকে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এটির পাঠ দান অব্যাহত রয়েছে। অসংখ্য মানুষ এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।[৪৪]

ইন্তিকাল

ইমাম কুদুরী (র.) ৪২৮ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[৪৫]

---

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

৪৪. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আসসা' লাবী আল ফাসী, আল ফিকরুস সামী (الفكر السامى), ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; ইবন খাল্লিকান, আল ওয়াফায়্যাতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; আল কুরাশী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতু যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; আল ফিকরুস সামী-এর গ্রন্থকার তাঁর সম্পর্কে বলেন,

وهو ممن كان يناظر اباحامد الاسفرا يينى رأس الشافعية فى وقته -

দ্র. আল-ফিকরুস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কামারী (৩৯৭-৪৭৯) : (إسماعيل بن محمد القمرى)

ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আত্‌-তাইয়্যেব ইব্‌ন জা'ফর আল-হাজ্জাজী আল-কামারী (র.) ৩৯৭ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। সাম'আনী বলেন, ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ তৎকালীন হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন। হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাহির আল-মাকদাসী বলেন, 'স্বীয় যুগে তাঁর ন্যায় অভিজ্ঞ হানাফী ফিক্‌হবিদ আর কেউ ছিলেন না।' তিনি ইমাম 'আযম আবূ হানফী (র.). এর কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত 'ফিকহুল 'আকবার' (الاكبر) গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৭৯ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৪৬]

ইলিয়াস ইবন ইব্রাহীম (৩৬১ হিজরী) : الياس بن ابراهيم

ইলিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীম আস্‌-সিনাবী (র.) ছিলেন হানাফীপন্থী বিশিষ্ট ইমাম। সৃষ্টিগতভাবেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং ধী শক্তি সম্পন্ন ফকীহ্ ছিলেন।[৪৭] তিনি অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। তিনি সাইয়্যেদ শরীফ-এর 'শারহুস্‌-শামসিয়্যাহ্' (شرح الشمسية) গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। একদিনেই তিনি 'আল-মুখতাসারুল কুদূরী' (المختصر القدور) গ্রন্থখানা লিখে শেষ করেছিলেন। শুধু তাই নয় 'শারহুস্‌-শামসিয়্যাহ্' গ্রন্থের পাদটীকাসমূহ তিনি একরাতে লিখেছিলেন। এছাড়া তিনি 'ফিকহুল-আকবার' (الفقه الاكبر) গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান মুরাদ খান-এর শাসনামলে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ইমাম কুদূরী (র.) রচিত 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এভাবে তিনি ফিকহে হানাফিয়্যাহর উপর বিশেষ অবদান রাখেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৬১ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৪৮]

---

৪৬. *আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ্, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯-১৬০; আত্‌-তাবাকাতুস্‌-সানিয়্যাহ্ ফী তারাজিমিহল-হানাফিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩; আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; কাশফুয্‌-যুনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭২; তাঁর সম্পর্কে সাম'আনী বলেন,*

أبو سعيد إسماعيل بن محمد بن محمد بن إحمد الحجاجى الفقيه على مذهب إبى حنيفة, كان حسن الطريقة

দ্র: আল-আনসাব, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪।

৪৭. 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন,

الياس بن إبراهيم كان فاضلا حديد الطبع شديد الذكاء سريع كتب مختصر القدورى فى يوم واحد وحواشى شرح الشمسية للسيد فى ليلة واحدة -

দ্র: আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্, পৃ: ৪৯।

৪৮. আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ্, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; আহমদ ইব্‌ন আবী বকর আল-কুদূরী (র.) : ফিকহশাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; আত তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭, কাশফুয-যুনুন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ আর রাবাহী (৪৪৮ হিজরী) : يوسف الرباحى

ইউসুফ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন মারওয়ান আল আনসারী ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর একজন ইমাম। তিনি আর রাবাহী নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবূ ‘উমর।

‘ইলমুল ফিক্হ ছাড়াও ‘আরবী ব্যাকরণ, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল।

রচনা

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে : কিতাবুন ফির রাদ্দি ‘আলাল কাবরী (كتاب فى الردّ على القبرى)।

ইন্তিকাল

ইউসুফ আর রাবাহী হিজরী ৪৪৮ সালে মারাসাযা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৪৯]

‘ঈসা আল-আইয়্যূবী (৫৫৬-৬২৪ হিজরী) : عيسى ألايوبى

‘ঈসা ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন আয়্যূব ইব্‌ন সা'দী আল-আইয়ূবী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও কবি। তিনি ৫৫৬ হিজরীতে মিসরের কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ইমাম ‘ঈসা তাঁর মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. শারহুল জামি'ল কাবীর (شرح الجامع الكبير)

২. আস্ সাহমুল মুসীবু ফীর রাদ্দি ‘আলাল খাতিব বিনাসরতিল ইমামি আবী হানীফাহ (السهم المصيب فى الرد على الخطيب بنصرة الإمام أبى حنيفة)

৩. মুসান্নাফুন ফীল ‘উরুয (مصنف فى العروض)

৪. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)

ইন্তিকাল

‘ঈসা আল-আইয়্যূবী ৬২৪ হিজরীতে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[৫০]

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ আন-নাসাফী (মৃ. ৪৩২ হিজরী) : (جعفر بن محمد النسفى)

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'তায ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসতাগফির ইবনুল ফাত্‌হ আবূল ‘আব্বাস আল-মুসতাগফির আন্‌-নাসাফী (র.) ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও মর্যাদাবান মুহাদ্দিস

৪৯ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩।

৫০ . ‘উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ইব্‌ন তাগরী বারদী, *আন্‌ নুজুম আয-যাহিরাহ*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৬৭-২৬৮; আত্‌ তামিমী, *আদ্‌ দারিস*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৯, ৫৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ও ফকীহ্। তাঁর ফিকহের সনদ হচ্ছে, তিনি কাযী আবূ 'আলী আল-হুসাইন আন্-নাসাফী থেকে, তিনি আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল থেকে এবং তিনি 'আবদুল্লাহ আস্-সুবযুমূনী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 'আত্-তাসানীফ' (التصنيف) গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৩২ হিজরীর জুমাদি'উল উলা মাসে নাসাফে ইন্তিকাল কলেন।[৫১]

জালালুদ্দীন আর রিগযামূনী (মৃ. ৪৯৩ হিজরী) : جلال الدين الرغذموني

জালালুদ্দীন আর রিগযামূনী ছিলেন একজন ফকীহ্ এবং বিচারক। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

রচনা

বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি তিনি কতিপয় গ্রন্থও রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৯৩ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫২]

ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র.) (মৃ. ৪৮২ হিজরী) : فحز الاسلام البزدوى

ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ।

তাঁর নাম 'আলী, উপনাম আবুল হাসান, পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম হুসাইন এবং উপাধি ফখরুল ইসলাম। তাঁর নসব নামা হচ্ছে : আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন 'আবুদল কারীম ইব্‌ন মূসা আল বাযদাভী আল হানাফী (র.)। উসূলী ও ফুরু'য়ী মাস'আলা-মাসাইলে তিনি ছিলেন তৎকালীন ইমাম ও ফকীহকুল শিরোমণি। মাযহাবী মাস'আলা-মাসাইল মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। তিনি দীর্ঘদিন সমরকান্দে দারস-তাদরীসের কাজ ও বিচারপতির দায়ীত্ব পালন করেছেন।[৫৩]

---

৫১. *আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল-হুফ্ফায*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত দারুল-ফিক্র, তা.বি.), পৃ. ১১০৩; *আল ইয়াফি'ঈ*, *মির'আতুল-জিনান*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াইত্-তুরাসিল 'আরাবী, নতুন সংস্করণ), পৃ. ২৪৯-২৫০; *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ,প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭; কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; মোঃ জেয়াউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; তাকী উদ্দীন ইব্‌ন আব্দিল কাদীর আত তামীমী আদ দারিমী আল হানীফী বলেন,

جعفر بن محمد بن المعتز بن المستغفر بن محمد بن المستغفر ابو العباس, النسفى, المستغفرى, كان فقيها فاضلاً وحدثا مكثراً, وصدوقا, حافظا لم يكن بما وراء النهر فى عصره مثله وله تصانيف احسن فيها -

দ্র. আত তাবাকাতুস- সানিয়্যাহ, ফীতারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১।

৫২ . হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪৬।

৫৩. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ১২৪। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লক্ষ্যনীয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবুল হাসান বাযদাভী (র.) -এর মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর ও অসাধারণ। এ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে :

একদা জনৈক 'আলিম 'আল্লামা বাযদাভীর (র.) নিকট ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর স্মৃতিশক্তি ও মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এক মাসেই কুর'আন মাজীদের হিফ্য সম্পন্ন করেছেন এবং প্রত্যেক দিনই তিনি একবার তা খতম করতেন। ইমাম আবুল হাসান বলেন, এ তো অত্যন্ত সহজ কাজ। প্রত্যেক 'আলিমের জন্যই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা উচিত। তোমরা আমার নিকট তোমাদের সরকারী হিসাব পত্রের রেজিস্ট্রার নিয়ে আস এবং দুই বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব আমাকে পাঠ করে শুনাও। লোকেরা তা-ই করল। এরপর রেজিস্ট্রারগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে সীলমোহর করে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে সংরক্ষণ করা হল। ইমাম বাযদূবী (র.) এরপর হজ্জে চলে যান এবং ছয় মাস পর প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর একদা তিনি এক জনসভায় ঐ সকল রেজিস্ট্রার তলব করে জনৈক শাফি'ঈ 'আলিমের হাতে সেগুলো সোপর্দ করেন। এরপর তিনি রেজিস্ট্রারের পূর্ণ হিসাবপত্র মুখস্থ শুনিয়ে দেন। দেখা গেল যে, তাতে বিন্দুমাত্রও ভুল হয়নি। উপস্থিত সকলে তাঁর এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল।

রচনাবলীইমাম বযদূবী (র.) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মাবসূত (المبسوط)। এটি ১১ খণ্ডে সমাপ্ত।

২. শারহুল জামি'ইল কাবীর (شرح الجامع الكبير)

৩. শারহুল জামি'ইস সাগীর (شرح الجامع الصغير)

৪. উসূলুল বাযদাভী (أصول البزدوى)। এ গ্রন্থটি উসূলুল ফিকহ-এর একটি নির্ভরযোগ্য প্রামান্য গ্রন্থ।

৫. তাফসীরুল কুরআন। এটি ১২০ খণ্ডে রচিত।

৬. গিনাউল ফিক্‌হ (غناء الفقة)

৭. কিতাবুল আমালী (كتاب الأمالى) ইত্যাদি।

৮. কিফায়াতুল মুনতাহী (كفاية المنتهى)।[৫৪]

ইন্তিকাল : 'আল্লামা ইমাম বাযদাভী (র.) ৫ই রজব হিজরী ৪৮২ সালে ইন্তিকাল করেন।[৫৫]

على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوى الامام الكبير الجامع بين اشتات العلوم امام الدينا فى الفروع والاصول ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

৫৪. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৫৫. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বকর আয্-যারানজারী (৪২৭-৪৭৪ হিজরী) : بـكـر الـزرنـجـرى

বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলী আল আনসারী আল বুখারী আয্-যারানজারী আল হানাফী ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। তাঁর উপনাম ছিল আবুল ফাদল। হিজরী ৪২৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবূ সহল আস সারাখসী এবং ‘আব্দুল আযীয আল হালওয়ানী-এর ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গির উপর তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হ অধ্যয়ন, চর্চা ও শিক্ষাদানের পাশাপাশি গ্রন্থাবলীও রচনা করেন। তন্মধ্যে ‘আমালিয যারানজারী (أمـالـى الـزرنجـرى) উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৭৪ সালে ইন্তিকাল করেন।[৫৬]

মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল ‘ইরাকী (৩৬১-৪৪৪ হিজরী) : محمد بن احمد العراقى

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-কাযী আস্-সামনানী আল-‘ইরাকী (র.) ৩৬১ হিজরী সালে ‘ইরাকের মুসূলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে আশ'আরী মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এরপর হানাফী মাযাহের ফকীহ্‌গণের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থান লাভ করেন। স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কালাম শাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মুসূলের কাযী হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। ‘ইলমে উসূলের ক্ষেত্রে তিনি আশ'আরীগণের ‘আকীদাহ্ পোষন করতেন। কিন্তু, ফিক্‌হী মাস'আলার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করতেন। এজন্য তাকে আশ'আরী-হানাফী বলা হয়। তিনি হানাফী মাযহাবের উপর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৪৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুসূলে ইন্তিকাল করেন।[৫৭]

---

৫৬. ‘উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; ইবনুল ‘ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

৫৭. *আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্, পৃ. ১৫৯; আহমদ ইব্‌ন আবী বকর আল-কুদূরী (র.), ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩। ‘আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন,*

محمد بن أحمد بن أبو جعفر السمنانى القاضى، ولد سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وسكن بغداد وحدث عن على بن عمر السكرى وأبى الحسن الدار قطنى وابن حبابة وغيرهم، وكان عالما فاضلا سخيا لكنه كان يعتقد فى الأصول مذهب الأشعرى، وكان له فى داره مجلس نظر، توفى فى ربيع الأول من هذه السنة بالموصل، وهو القاضى بها بعد أن كف بصره ـ

দ্র: আল-মুনতাযাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৪। খতীব আল-বাগদাদী বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল বাকিরহী (৩৯৭-৪৮১হিজরী) : محمد بن اسحاق الباقرهي

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-বাকিরহী (র.) ৩৯৭ হিজরী সালে বাগদাদের উপকণ্ঠে বাকিরহ্ নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে নিসবত করে তাঁকে বাকিরহী উপনামে ডাকা হয়। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী ফিক্‌হবিদ ছিলেন।[৫৮] তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন উস্তাদ হলেন, আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-ওয়াইয, আবুল হাসান মুহাম্মদ, আবূ 'আলী আল-হাসান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন শাযল, আল-হুসাইন ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, আবূ 'আবদুল্লাহ্ আল-হুকাইমী এবং আহমাদ ইব্‌ন কামিল আল-কাযী। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, আবূ বকর 'আলী ইব্‌ন সাবিত আল-খাতীব। হানাফী ফিকহের প্রচার ও প্রসারে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৮১ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।[৫৯]

মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল-বুখারী (মৃ. ৪৩৪ হিজরী) : محمد بن الحسين البخاري

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-বুখারী খাওয়াহির যাদাহ্ মাওয়ারা আন্নাহারের বিখ্যাত মুফতী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

রচনা

তাঁর প্রণীত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে, 'আল-মুখতাসারুত্-তাজনীস' (المختصر التجنيس) 'আল-মাবসূত' (المبسوط)। তাঁর রচিত 'আল-মাবসূত' গ্রন্থটি 'মাবসূত লি বকর খাওয়াহিরযাদাহ্' (المبسوط لبكر خواهرزارة)নামে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৩৪ হিজরী সালে ইন্তিকল করেন।[৬০]

كتبت عنه وكان ثقة عالما فضلا شيخا حسن الكلام عراقى المذهب, ويعتقد فى الأصول مذهب الأشعرى ـ وكان له فى دار مجلس نظر يحضره الفقهاء ويتكلمون ـ

দ্র: তারীখু বাগদাদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

৫৮. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে আল ফাওয়াইদু বাহিয়্যাহ-এর গ্রন্থকার বলেন,

محمد بن إسحاق بن إبرهيم الباقرحى بفتح الباء الموحدة وبعد الألف قاف ثم راء مهملة ساكنة ثم حاء مهملة قرية بنواحى بغداد كان من بيت العلم والقضاء مات سنة احدى وثمانين وأربعمائة ـ

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃ. ১৬০-১৬১।

৫৯. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, (র.), আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১।*

৬০. *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্*, পৃ. ১৮২-১৮৩; আবু ছা'ঈদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তাঁর মৃত্যু সন ৪৩০ হিজরী বলেছেন।

দ্র. মোঃ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৪। ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আদ দামি গানী (মৃ. ৪৭৮ হিজরী) : محمد بن على الدامغنى

আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হুসাইন ইব্‌ন 'আবদুল মালিক ইব্‌ন 'আবদিল ওয়াহ্‌হাব আদ দামিগানী আল-কাদীর (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। 'ইরাকী ফকীহগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। ইব্‌ন মাকুলা (র.)-এর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদের কাযীউল কুযাত পদে আসীন হন। তিনি হুসাইন ইব্‌ন আলী আস-সায়মারী (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। বাগদাদের দামিগান অঞ্চলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

রচনা

তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ খানি হচ্ছে : শারহু মুখতাসারিল হাকিম (شرح مختصر الحاكم)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৭৮ হিজরীর রজব মাসে ইন্তিকাল করেন এবং পারিবারিক গোরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৬১]

মিনহাজুশ্‌-শরী'আহ মুহাম্মদ (মৃ. ৫৩৫ হিজরী) : منهاج الشريعة محمد

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, উপাধি-মিনহাজুশ্‌-শরী'আহ। হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদ ছিলেন। বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) তাঁর নিকটেই প্রাথমিক জীবনে ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যধিক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৫৩৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬২]

মায়মূন আন্‌ নাসাফী (৪১৮-৫০৮ হিজরী) : ميمون النسفى

মাইমূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাক্‌হুল আন নাসাফী আল হানাফী ছিলেন হনাফী মাযহাবের বিমিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবুল মু'ঈন। হিজরী ৪১৮ মুতাবেক ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি সমরকান্দে থাকলেও পরবর্তীতে খার নামক স্থানে বসবাস করেন। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত ছিলেন। এছাড়াও 'ইলমুল-কালাম ও উসূল বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। হানাফী মাযহাব প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

---

৬১. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩; ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ১২২; মোঃ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

৬২. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৬; ইবন্‌ খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড (কুমঃ মানসুর আর্‌-রাযী, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৪ হিঃ), পৃঃ ৫২০; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩। তাঁর সম্পর্কে বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) বলেন,

لم ترعينى مثله ولا أعزمنه ولا اوفر منه علما قرأت عليه فى بداية امرى وحداثه سنى فلم أزل اغترف من بحاره الى سنة خمس وثلاثين وخمسمأته -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আত্ তামহীদু লি কাওয়া'ইদিত্ তাওহীদ (التمهيد لقواعد التوحيد)।

২. বাহরুল কালাম (بحر الكلام)।

৩. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ (تبصرة الادلة)।

৪. শারহুল জামি'ইল কাবির লিশ্ শাইবাণী (شرح الجامع الكبير للشيبانى) ।

৫. মানাহিজুল আইম্মাহ (مناهج الائمة)। উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থ মুলতঃ হানাফী মাযহাবের অনুসরণে রচিত ফিক্‌হী মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

হিজরী ৫০৮ মুতাবেক ১১১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাইমূন আন্ নাসাফী ইন্তিকাল করেন।[৬৩]

যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ আল-বান্দিনীজী (৪৬৮-৫৪৫ হিজরী) : ضياء الدين محمد البندنيجى

তাঁর নাম-মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন, উপাধি-যিয়াউদ্দীন, নিসবাতী নাম আল্ বান্দিনীজী। তিনি ৪৬৮ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন। মাযহাবগতভাবে তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ্ 'আলাউদ্দীন আবী বকর মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আস্-সামারকান্দী (র.)-এর নিকট হতে ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.)-ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর নিকট হতেই মারগীনানী (র.) সহীহ মুসলিম গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন এবং দারস্ প্রদানের অনুমতি লাভ করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৪৫ সালে ইন্তিকাল করেন।[৬৪]

---

৬৩. হাজী খালীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫, ২৩৭, ৪৮৪, ৫৭০, ১৮৪৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; আল বাগদাদী, ইযাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

৬৪. যফরুল-মুহাস্সলীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩। ' আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন,

تفقه على علاء الدين ابى بكر محمد بن احمد السمرقندى وتفقه عليه صاحب الهداية ـ قال صاحب الهداية مسموعاته كتاب صحيح لمسلم ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুল আয়িম্মাহ 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন আহমাদ আল হালওয়ানী (মৃ. ৪৪৮ হিজরী) : شمس الايمة عبد العزيز ابن احمد الحلوانى

শামসুল আইম্মাহ্ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন সালিহ্ আল-হানওয়ানী[৬৫] আল-বখারী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তাঁর ফিক্‌হ শিক্ষার সনদ হলো, তিনি আল-হুসাইন আবূ 'আলী আন্-নাসাফী থেকে, তিনি আবূ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ্ আস্-সাবযুমূনী থেকে, তিনি আবূ হানীফাহ্ (র.) থেকে। তিনি 'শারহুল মা'আনিউল আসার' (شرح المعانى الاثار) গ্রন্থটির দারস এবং রিওয়ায়াত লাভ করেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হামদান (র.) থেকে, তিনি আবু ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-বারদা'য়ী থেকে, তিনি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন আবূ জা'ফর (র.) থেকে। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন শামসুল আইম্মাহ্ বকর আয্-যারানজীরী, মুহাম্মদ 'আলী এবং শামসুল আইম্মাহ্ মুহাম্মাদ আস্-সারাখী (র.) প্রমুখ। ইব্‌ন কামাল পাশা তাঁকে মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مجتهد فى المسائل) পর্যায়ের ফকীহ্ বলেছেন।

রচনা : তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আল-মাবসূত' (المبسوط) গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৪৮ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৬৬]

শামসুল আইম্মা আস সারাখ্‌সী (মৃ. ৪৯০ হিজরী) : شمس الائمة السرخسى

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ বকর, উপাধি শামসুল আইম্মা, পিতার নাম আহ্মাদ এবং দাদার নাম সাহল। শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী[৬৭] নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ্, উসূলবিদ ও মুহাদ্দিস। উসূলুল ফিকহ তথা ফিকহী নীতিমালার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইমামগণের নিকট

---

৬৫. তিনি হালুয়া তৈরীর প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন অথবা হালওয়ান এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাঁকে হালওয়ানী বলা হয়।

৬৬. *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৭; আত্-তাবাকাতুস্-সানিয়্যাহ্ ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যাহ,* ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫-৩৪৬; *ইসমা'ইল বাশা, হাদিয়াতুল 'আরিফীন,* ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল-ফিক্‌র, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে), পৃ. ৫৭৭-৫৭৮; *'আবদুল কাদীর আল- ওয়াফা আল-কুরাশী বলেন,*

عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوانى الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى إمام أصحاب أبى حنيفة بها فى وقته

দ্র. আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।

৬৭. 'সারাখস' রাশিয়ার অন্তর্গত খুরাসানের একটি পুরাতন শহরের নাম। সারাখসী (اسرخسى) এর বিশ্লেষণে 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) সাম'আনী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

السرخسى نسبة الى سر خس بفتح اليسن وفتح الراء وسكونى الخاء بلدة قديمة من بلاد خرسان وهو اسم رجل سكن هذا الموضع وعمره واتم بناءه ذو القرنتين ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– শামসুল আইম্মা আল হালওয়ানী। তাঁর নিকট তিনি হাদীস, ফিক্হ, তাফসীর ইত্যাদি ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন– বুরহানুল আইম্মা 'আবদুল আযীয ইব্ন 'উমার ইব্ন মাযাহ্, রুকনুদ্দীন (র.), মাস'উদ ইব্ন হাসান (র.) প্রমূখ যাঁরা মুহাদ্দিস, ফকীহ্, মুফ্তী ও মুফাস্সির হিসেবে সে সময় সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

সত্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তৎকালীন বাদশাহ্ খাকান-এর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলার কারণে বাদশাহ তাঁকে এক অন্ধকুপের মধ্যে বন্দী করে রাখেন।[৬৮] একদা তিনি জানতে পারলেন যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.) মাসা'ইল সংক্রান্ত তিনশ' জুয্ মুখস্থ করেছেন। তখন তিনি তাঁর মুখস্থকৃত মাসাইল হিসাব করে দেখলেন যে, তাঁর বার হাজার জুয্ মুখস্থ রয়েছে। ইমাম সারাখ্সী (র.) 'ইল্ম ও 'আমলে ছিলেন পূর্ণতায় সমাসীন। তাঁর থেকে অনেক কারামতও প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়েছিল।[৬৯]

রচনাবলী

তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

(১) আল মাবসূত (المبسوط) (২) মুখ্তাসারুত্ তাহাভী (مختصر الطحاوى) (৩) উসূলুস সারাখসী (اصول السرخسى) (৪) শারহুস সিয়ারিল কাবীর (شرح السير الكبير) (৫) সিদ্দাতু ইশতিরাতিস সা'আহ (شدة اشتراط الساعة)।

ইন্তিকালতিনি ৪৯০ হিজরী মতান্তরে ৪৮৩ হিজরী, মতান্তরে ৫০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

---

৬৮. বন্দী অবস্থায়ই তিনি তাঁর এ সুপ্রসিদ্ধ কিতাব মাবসূত (مبسوط) রচনা করেন। অথচ সেখানে অধ্যায়ন করার মত কোন কিতাবাদি তাঁর কাছে ছিল না। তাঁর শিষ্যগণ কূপের উপরে আশেপাশে বসে তাঁর শ্রুতিলিপি লিখনের কাজ চালিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি ফিক্হ ও হাদীসের দারস ও তাদ্রীসের কাজ কূপের ভিতর থেকেই চালিয়ে যেতেন। এই বন্দী জীবনেই তিনি উসূলে ফিক্হের প্রসিদ্ধ কিতাব সিয়ারে কাবীরের শরাহ (الشر السر الكبير) গ্রন্থ লিখেন। মুক্তি লাভের পর শেষ বয়সে তিনি ফারগানায় অবস্থান করে মাবসূতের (المبسوط) অসম্পূর্ণ অংশ সমাপ্ত করেন। এটি ১৫ খণ্ডে রচিত। দ্র. আর ফিকরুলস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৬৯. আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ

আসবাগ ইবনুল ফারয আত-তাঈ (মৃ. ৪০০ হিজরী) : اسبغ بن الفرض الطائى

আবুল কাসিম আসবাগ ইবনুল ফারয আত-তাঈ ছিলেন মালিকী ফিকহের একজন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি কর্ডোভা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নিযুক্ত হন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০০ সাল মুতাবেক ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭০]

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪০০ হিজরী) : احد بن محمد

আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল মায়মূন ছিলেন একজন ফকহী এবং হাফিযুল হাদীস।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০০ সাল মুতাবেক ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭১]

'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাওয়ারী (মৃ. ৪০১ হিজরী) : عبد الله بن محمد الحوارى

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাওয়ারী ছিলেন ফেজ অঞ্চলের কাযী।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০১ সাল মুতাবেক ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭২]

আহমাদ ইব্ন আবদিল মালিক আল-ইশবিলী (মৃ. ৪০১ হিজরী) : احمد بن عبد المالك الاشبلى

আবূ 'উমর আহমাদ ইব্ন 'আবদিল মালিক আল-ইশবিলী ছিলেন সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। তাঁকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার সমকক্ষ ফকীহ মনে করা হতো।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০১ সাল মুতাবেক ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৩]

---

৭০. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইব্ন নসর আল-দাউদী আল-মালিকী (মৃ. ৪০২ হিজরী) : احمد بن نشر الراؤدى المالكى

আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন নসর আল-দাউদী আল-আসাদী আল-মালিকী ছিলেন মাগরিবের বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ্ ও ইমাম। ইসলামী আইনশাস্ত্রের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও তিনি ছিলেন পারদর্শী ইমাম। আরবী ভাষা ছাড়াও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফাতওয়া দান প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি মালিকী ফিক্হের বিকাশে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি প্রথমে ত্রিপলীতে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তিলিমসানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ, হাদীস ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল-নামী ফী শারহ আল-মুয়াত্তা (النامى فى شرح الموطأ)। এটি كتاب تفسير الموطأ নামেও পরিচিত।

২. আল-নাসীহাহ ফী শারহ্ আল-বুখারী (النصيحة فى شرح البخارى)

৩. আল-ওয়া'ঈ ফী আল-ফিক্হ (الوعى فى الفقة)

৪. আল-ঈযাহ ফী আল-রাদ্দ 'আলা আল-কাদরিয়্যাহ (الإيضاح فى الرد على القدرية)

৫. কিতাব আল-উসূল (كتاب الاصول)

৬. কিতাব আল-বয়ান (كتاب البيان)

৭. কিতাব আল-আসআলাহ ওয়াল আজওয়াবাহ ফী আল-ফিকহ (كتاب الاسئلة والاجوبة فى الفقه).

৮. কিতাব আল-আমওয়াল (كتاب الاموال)। এটি ড. এ. এম. এম. শরফুদ্দীনের সম্পাদনায়, ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীসহ ১৪১৬/১৯৯৫ সালে ইসলামাবাদস্থ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত হয়।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০২ সাল মুতাবেক ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৪]

---

৭৪ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪০২ হিজরী) : عبد الرحمن بن محمد

কাযী আবুল মুতাররিফ 'আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ কর্ডোভার কাযী ছিলেন। তিনি ছিলেন আবূ জা'ফর আল দাউদীর শিষ্য। আল-দাউদী তাঁকে স্বীয় গ্রন্থাবলী রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদান করেন। মাযহাব গতভাবে তিনি ছিলেন মালিকী ফকীহ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০২ সাল মুতাবেক ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৫]

কাযী আবুল ওয়ালিদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল ফারদী আল-কুরতুবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। মক্কা, মিসর, কায়রোয়ান প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান আহরণ করেন। ইব্ন 'আবদিল বার প্রমূখ তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য। তিনি তারিখু 'উলামায়িল আন্দুলুস (تاريخ علماء الاندلس) শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪০৩ সাল মুতাবেক ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৬]

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মু'আরিফী (মৃ. ৪০৩ হিজরী) : علی بن محمد المعارفی

আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাবিসী আল-মু'আরিফী ছিলেন হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট ইমাম।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. কিতাব আল-মুমাহ্হাদ ফিল ফিক্হ (كتاب الممهد فى الفقة)

২. কিতাবু মুলাখখাস আল-মুয়াত্তা (كتاب ملخص الموطأ)

৩. কিতাবু আহকাম আদ-দিয়ানাহ (كتاب احكام الديانة)

৪. আল-মুলাখখাস লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল হাদীস আল-মুসনাদ (الملخص لما فى الموطا من الحديث المسند)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৪০৩ সাল মুতাবেক ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৭]

---

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুর রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল-কাত্তানী (মৃ. ৪২৩ হিজরী) : عبد الرحيم بن احمد القطانى

'আবদুর রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল-কাত্তানী ছিলেন একজন বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ। তিনি এই মাযহাবের প্রখ্যাত হাফিযদের অন্যতম।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৪২৩ সাল মুতাবেক ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৮]

'আবদুর রহমান ইবন মারওয়ান আল-কানাযি'ঈ (মৃ. ৪১৩ হিজরী) : عبد الرحمن بن مروان القنازعى

কাযী আবুল মুতারিফ 'আবদুর রহমান ইবন মারওয়ান ইব্‌ন 'আবদির রহমান আল-কানাযি'ঈ ছিলেন কিরা'আত, হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট ইমাম। তাফসীর (تفسير) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৪১৩ সাল মুতাবেক ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৯]

'আবদুল হক আস-সাকালী (মৃ. ৪৬৬ হিজরী) : عبد الحق الثقلى

'আবদুল হক ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-সাহমী আস-সাকালী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা ঃ

১. কিতাব আল-ইস্তিযকার 'আলা তাহযীব আল-বারায'ঈ (كتاب الاستذكار على تهذيب البراذعى),

২. আল-নুকাত ওয়াল ফুরুক লি মাসায়িল আল-মুদাওয়্যানাহ (النكت والفروق لمسائل المدونة)।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৪৬৬ সাল মুতাবেক ১০৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৮০]

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কায়রোয়ানী (মৃ. ৪৭৮ হিজরী) : على بن محمد القيروانى

আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-রাব'ই আল-কায়রোয়ানী ছিলেন বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ। আল-মুদাওয়্যানাহ গ্রন্থের التبصر। নামক টীকা-টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। এতে তাঁর স্বাধীন মতামতের প্রতিফলন ঘটে। এটি অনেক ক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবকে অতিক্রম করেছে বলে মনে করা হয়।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৭৮ সাল মুতাবেক ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৮১]

---

৭৮ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩-৭৪।

৭৯ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।

৮০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুল হামীদ আল-কায়রোয়ানী (মৃ. ৪৮৬ হিজরী) : عبد الحميد القروني

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাক্‌কারী আল-কায়রোয়ানী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৮৬ সাল মুতাবেক ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৮২]

'আবদুল ওহাব ইব্‌ন 'আলী আল-মালিকী (মৃ. ৪২২ হিজরী) : عبد الوهاب بن على المالكى

কাযী 'আবদুল ওয়াহহাব ইব্‌ন 'আল আল-মালিকী ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। তিনি বাগদাদে আবূ বকর মুহাম্মদ আল-আবহারীর নিকট ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু, এখানে তাঁর বিরোধিতা শুরু হলে তিনি মিসর চলে যান। মিসরবাসীগণ তাঁর আগমণকে স্বাগত জানায়। তিনি ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফিক্‌হ চর্চার মাধ্যমে তিনি মিসরে মালিকী ফিক্‌হের বিকাশে অবদান রাখেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১. কিতাব আল-মা'উনাহ লি-মাযহাবি আলিম আল-মাদীনাহ (كتاب المعونة لمذهب عالم المدينة)

২. কিতাব আল-নুসরাহ লি মাযহাবি ইমামি দারিল হিজরাহ (كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة)

৩. কিতাব আল-আশরাফ ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب الاشراف فى مسائل الخلاف)

৪. শারহু রিসালাতি ইবনি আবী যায়দ (شرح رسالة ابن ابى زيد)

৫. শারহু আল-মুদাওয়্যানাহ (شرح المدونة)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪২২ সাল মুতাবেক ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদির রহমান আল-বাগদাদী (মৃ. ৩৬৯ হিজরী) : عبد الله بن عبد الرحمن البغدادى

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদির রহমান আল-বাগদাদী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ।

---

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. কিতাবু ইখতিসার আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب اختصار المدونة)
২. কিতাব আল-ফাওয়াইদ (كتاب الفوائد)
৩. কিতাব আত-তালীক (كتاب التعليق)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৬৯ সাল মুতাবেক ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৮৩]

'আব্দুর রহমান আন-নুহাস্ (৩২৩-৪১৬ হিজরী) : عبد الرحمن النحاس

'আব্দুর রহমান আন-নুহাস ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মালিকী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি হিজরী ৩২৩ সালে ঈদুল আযহার রাতে জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪১৬ সালে সফর মাসের ১০ তারিখে 'আব্দুর রহমান আন-নুহাস্ ইন্তিকাল করেন।[৮৪]

'আব্দুর রহমান আল-কানাজি'ঈ (৩৪১-৪১৩ হিজরী) : عبد الرحمن القنا زعى

ইমাম 'আব্দুর রহমান আল কানাযি'ঈ ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দীস, হাফিয, মুফাস্সীর ও ক্বারী। তিনি ৩৪১ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আসীলি (র.) ও ইমাম আবূ 'উমার ইবনুল মুকারী থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. কিতাবুন ফিশ্ শুরুত 'আলা মাযহাবি মালিকী (كتاب فى الشروط على مذهب مالكى)।
২. শারহুল মু'আত্তা (شرح الموطا)।
৩. মুখতাসারু কিতাবি ইবন সালাম ফি তাফ্সীরিল কুরআন (مختصر كتاب إبن سلام فى تفسير القرآن)।

---

৮৩ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯।

৮৪ . 'উমর রিযা কাহ্হালা (র.)-এর বর্ণনানুসারে তাঁর পরিচয় হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

احمد بن اسحاق بن شبيب بن نصربن الصفار فقيه, حنفى من اهل بخارى, سكن مكة وتوفى بالطائف -
দ্র. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

আব্দুর রহমান আল-কানাযি'ঈ ৪১৩ হিজরীর রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।[৮৫]

আবদুস সামাদ আল কুরতুবী (৪৩৩-৪৯৫ হিজরী) : عبد الصمد القرطبي

আব্দুস সামাদ আল কুব্তুবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ। তিনি ছিলেন বিচারক ও মুহাদ্দিস। ৪৩৩ তিনি হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

মুখতাসারু ফী শুরুতিল আহকাম (مختصر فى شروط الأحكام)।

ইন্তিকাল

আবদুস সামাদ আল কুরতুবী ৪৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮৬]

আব্দুল ওহাব ইব্ন তাওক (৩৬২-৪২২ হিজরী) : عبد الوهاب بن طوق

আব্দুল ওয়াহহাব ইব্ন তাওক ছিলেন একাধারে ফকীহ্, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ৩৬২ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় বসবাস করেন। মাযহাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসরণে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আত তালকীনু ফী ফুরু'ইল ফিকহিল মালিকী (التلقين فى فروع الفقه المالكى)
২. আল আদিল্লাতু ফী মাসা'ইলিল খিলাফ (الادلة فى مسائل الخلاف)
৩. আল মা'উনাতু ফী শারহির রিসালাহ (المعونة فى شرح الرسالة) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

আব্দুল ওয়াহহাব ইব্ন তাওক ৪২২ হিজরীর সফর মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[৮৭]

---

৮৫. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৮৬. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৮৭. পূর্বোক্ত, মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আতীক আস-সামানতারী (মৃ. ৪৬৪ হিজরী) : عتيق السمنطاري

'আতীক আস সামানতারী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও সূফী।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আখবারুস সালিহীন (أخبار الصالحين)

২. আখবারুল 'উলামা' (أخبار العلماء)

৩. দালীলুল কাসিদীন (دليل القاصدين)

৪. কিতাবুর রাকাইক (كتاب الرقائق)

ইন্তিকাল

'আতীক আস সামানতারী হিজরীর ৪৬৪ সালে রবি'উল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[৮৮]

'আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (জ./মৃ. তা.বি) : عبد الرحمن بن محمد

আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাদরামী 'উরফে লাবীদী (র.) ছিলেন আফ্রিকার বিখ্যাত ফকীহ্গণের অন্যতম ।[৮৯]

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪৯৮ হিজরী) : علی بن محمد

আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদুর রাঈ 'উরফে লাখমী আল কিরওয়ানী (র.) ছিলেন মালিকী মাযহাবের ইমাম।

রচনাবলী

তালীকুল মুদাওয়্যানাহ্ (تعليق المدونة)। উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও আরো কতিপয় তিনি প্রণয়ন করেন।

ইন্তিকাল : ৪৯৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯০]

'আলী ইব্‌ন বাত্তাল (মৃ. ৪৪৯ হিজরী) : علی بن بطّال

'আলী ইব্‌ন খাল্ফ ইব্‌ন 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন বাত্তাল আল-বিকরী আল-কুরতুবী আল-মালিকী ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। তিনি 'ইব্‌নু লিজাম' নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল হাসান।

---

৮৮ . পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

৫০. ফিক্‌হ শাস্ত্রেরস ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, ১২৬।

৫৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহুল জামি'ইস সহীহ লিল বুখারী ফী'ইদ্দাতি আসফার (شرح الجامع الصحيح للبخاری فی عدة أسفار)

২. আল-ই'তিসাম ফিল হাদীস (الإعتصام فی الحديث)

ইন্তিকাল

'আলী ইব্‌ন বাত্‌তাল ৪৪৯ হিজরী সফর মাসের শেষ দিবসে ইন্তিকাল করেন।[৯১]

'আলী আল কাবিসী (৩২৪-৪০৩ হিজরী) : علی القابسی

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্‌ফ আল মুয়াফিরী আল মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইব্‌নুল কাবিসী নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস ও হাফিয ৩২৪ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি মালিকী মাযহাবের সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল মুমহিদ ফিল ফিক্‌হ ও আহকামিদ দিয়ানাহ (الممهد فی الفقه وأحكام الديانة)

২. আল-মুনকিয মিন শিব্‌হিত্‌ তাবীল (المنقذ من شبه التاويل)

ইন্তিকাল

'আলী আল-কাবিসী ৪০৩ হিজরীতে কায়রাওয়ান শহরে রবিউল আখার মাসে ইন্তিকাল করেন।[৯২]

ইউসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬৩ হিজরী) : يوسف بن عبد الله القرطبی

আবূ 'উমর ইউসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল বার আল-কুরতুবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি হাদীস, ফিক্‌হ, ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যে পারদর্শীতার কারণে 'হাফিয আল-মাগরিব' (حافظ المغرب) উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি

৯১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; আয্‌ যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন্‌ নুবালা ১১ : ১৫৯; আস সাফদী, আল-ওয়াফী ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬; হাজী খলীফা, কাশ্‌ফুয্‌ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯, ৫৪৬।

৯২. আয্‌ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্‌ নুবালা ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬; আস্‌ সাফদী, আল-ওয়াফী ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৭; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

যুগ সেরা শায়খগণের নিকট হতে হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের কারণে এ উভয় শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হিসেবে পরিগণিত হন। ফিক্‌হ চর্চায় তিনি মালিকী চিন্তাধারার অনুসারী হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আল-কুর'আন ও সুন্নাহর প্রমাণ সাপেক্ষে আহকাম গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। ফিক্‌হ চর্চার পাশাপাশি তিনি আন্দালুসের 'আশবুনা' অঞ্চলে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে মালিকী ফিক্‌হের মুজতাহিদ ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাব আল-ইসতিযকার লি মাযাহিবি ফুকাহা আল-আমসার ফীমা তাযাম্মানাহু আল-মুয়াত্তা মিন মা'আনি আল-রায় ওয়াল আসার كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الامصار فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأى والأثار

২. আল-ইনসাফ ফী মা বায়নাল 'উলামা মিনাল ইখতিলাফ الإنصاف فيما بين العلماء من الإختلاف

৩. আল-ইনতিকা ফী ফাযায়িলস সালাসাহ আল-আয়িম্মাহ আল-ফুকাহা মালিক ওয়াশ-শাফি'ঈ ওয়া আবী হানীফাহ (الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة

৪. আল-ইসতি 'আব ফী মা'রিফাত আল-আসহাব (الاستيعاب فى معرفة الاصحاب

৫. আল-কাফী ফী ফিক্‌হী আহলি মাদীনাহ আল-মালিকী (الكافى فى فقه اهل المدينة المالكى

৬. আল-তাকাস্‌সী বি আহাদীস আল-মুয়াত্তা (التقصى باحاديث الموطأ)

৭. আত-তামহীদ লিমা ফিল মু'আত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ

(التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والاسائيد)

৮. তাজরীদু লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ

(تجريد لما فى الموطا من المعانى والاسانيد)

৯. জামি'উ বয়ানিল 'ইল্‌ম ওয়া ফাদলিহী (جامع بيان العلم وفضله)

১০. কিতাব আল-আনবা 'আলা কাবায়িল আল-রুয়াত (كتاب الانباه على قبائل الرواة)

Dhaka University Institutional Repository

১১. কিতাব আল-কাসদ ওয়াল উমাম ফী আনসাব আল-'আরব ওয়াল 'আজম (كتاب القصد والامم فى انساب العرب والعجم)

১২. কিতাব আল-আনসাব আল-মা'রুফীন বিল কুনা (كتاب انساب المعروفين بالكنى)

১৩. কিতাব আল-ইকতিফা ফিল কিরা'আত (كتاب الاكتفاء فى القرأت)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৬৩ সাল মুতাবেক ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৯৩]

ইয়াহইয়া আশ্ শুকরাতিসী (মৃ. ৪১৫ হিজরী) : يحيى الشقراطسى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যাকারিয়্যা আশ্ শুকরাতিসী আল মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি তৎকালীন ফিক্‌হ শাস্ত্রবিশারদগণের মধ্যে একজন ইমাম ছিলেন। কিসতাইলিয়াহ নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তিনি শিক্ষা জীবন কাটান কিরওয়ান নামক স্থানে।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. মাজ্‌মু'আতুল 'আস'আলাতিল ফিকহীয়্যাহ (مجموعة الاسئلة الفقهية)।

২. ফী মানাসিকিল হজ্জ (فى مناسك الحج)।

ইন্তিকাল

ইয়াহইয়া ইব্‌ন 'আলী ৪১৫ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৯৪]

খালফ আল আকলীশী (মৃ. ৪৩০ হিজরী) : خلف الاقليشى

আবুল কাসিম খালফ ইব্‌ন মুসালিমা ইব্‌ন 'আব্দুল গফুর আল আকলীশী আল উন্দুলূসী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি নিজ দেশেই বিচারক (قاضى) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

৯৩ . ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-৭৭।

৯৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩; আয্ যারাকলী, আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুল ইস্তিগনা ফী আদাবিল কাযা ফিন নাহবি (كتاب الاستغناء فى آداب القضاء في النحو)। এটি ৫০টি ভাগে বিভক্ত।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৩০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯৫]

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (মৃ. ৪১৬ হিজরী) : محمد بن يحيى التميمى

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আহমাদ আত-তামীমী ছিলেন একজন বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ। তিনি আত তা'রীফ বিমান যাকারা ফী মুআত্তা মালিক মিনার রিজাল ওয়ান নিসা التعريف بمن ذكر فى موطا مالك من الرجال والنساء নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪১৬ সাল মুতাবেক ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৯৬]

মুহাম্মদ ইব্ন আবী নসর আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৮৮ হিজরী) : محمد بن ابى نصر الاندلوسى

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবী নসর আল-আবদী আল-আন্দালুসী ছিলেন ইব্ন হাযম আল-আন্দালুসী ও ইব্ন 'আবদিল বার-এর শিষ্য। তাঁর রচিত গ্রন্তসমূহ হল :

১. আল জাম'উ বায়নাস-সাহীহাইন (الجمع بين الصحيحين)

২. তারীখ আল-আন্দালুস (تاريخ الاندلس)

৩. জাযওয়াতুল মুকতাবিস (جذوة المقتبس)।

ইন্তিকালতিনি হিজরী ৪৮৮ সাল মুতাবেক ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৯৭]

মুহাম্মদ ইবন আল-তায়্যিব আল-বাকিল্লানী আল-মালিকী (মৃ. ৪০৩ হিজরী) : محمد بن الطيب الباقلانى المالكى

কাযী আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আল-তায়্যিব আল-বাকিল্লানী আল-বসরী আল-মালিকী ছিলেন একজন বিশিষ্ট তর্কশাস্ত্রবিদ। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবুল হাসান আর-আশআরীকে অনুসরণ করেন। তাঁকে সমকালীন যুগের প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদদের মাঝে গণ্য করা হয়। ইনি বাগদাদে অবস্থান করে ফিক্হ চর্চা করেন। মাযহাব চতুষ্টয়ের ফিক্হ সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। মাসা'ইল আলোচনায় তিনি দলীল-প্রমাণসহ চার মাযহাবের অনুসৃত সিদ্ধান্ত

---

৯৫ . উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭; ইব্ন ফারহুন, *আদ দীবাজ (الديباج)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; আল বাগদাদী, *ইদাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

৯৬ . ইমাম মালিক (র.) ও তঁর ফিক্হ চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।

৯৭ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখপূর্বক মালিকী ফিকহের অগ্রাধিকার দিতেন। বাগদাদে মালিকী ফিক্‌হ চর্চায় তাঁর অবস্থান ছিল সকলের শীর্ষে।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৭৫ সাল মুতাবেক ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৯৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (মৃ. ৪৫১ হিজরী) : محمد بن عبد الله

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনূস সাইকালী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি 'ইলমুল-ফিক্‌হ এবং 'ইলম ফারাইযে পারদর্শী ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে : (১) জামি আল 'মুদাওয়্যানাহ্ (جامع المدونة) (২) কিতাবুল ফারাইয (كتاب الفرائض)। ৪৫১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। [৯৯]

সুলায়মান ইব্‌ন খালাফ আল-বাজী আল-কুরতুবী (৪০৩-৪৭৪হিজরী) : سليمان بن خلف الباجى القرطبى

আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইব্‌ন খালাফ আল-বাজী[১০০] আল-কুরতুবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ও গ্রন্থ রচয়িতা।[১০১] তিনি স্পেনে জ্ঞানার্জনের পর ২৪ বছর বয়সে হিজায, বাগদাদ, মূসিল, দামিশ্‌ক, হাল্‌ব প্রভৃতি প্রাচ্য দেশীয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে জ্ঞান বিতরণ করেন। অতঃপর স্পেনে ফিরে এসে মালিকী ফকীহগণের অন্তর্ভূক্ত হন। অনেক সময় তিনি ইব্‌ন হাযম আল-আন্দালুসীর সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতেন। ইব্‌ন হাযম তাঁকে ইব্‌ন ওয়াহাবের পর মালিকী মাযহাবের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ মনে করতেন।

---

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১।

৫১. পূর্বোক্ত, ১২৭।

১০০. আল বাজী (الباجى) এর বিশ্লেষণে ইব্‌ন খাল্লিকান (র.) বলেন,

الباجى : بفتح الباء الموحدة وبعد الالف جيم هذه نسبة الى باجة ـ وهى مدينة بالاندلس, وثم باجة أخرى وهى مدينة بافريقية وباجة اخرى, قرية من قرى اصبهان.

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৩৪১।

১০১. ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁর পরিচয় দিয়েছেন নিম্নরূপ :

ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث التجيبى المالكى الاندلس الباجى, كان من علماء الاندلس وحفاظها ـ

দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিকহ ও উসূলুল ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল-ইস্তীফা' ফী শারহ আল-মুয়াত্তা (الاستيفاء فى شرح الموطأ)

২. আল-মুনতাকা ফী শারহ আল-মুয়াত্তা (المنتقى فى شرح الموطأ)

৩. কিতাব আল-শীরায ফী 'ইলমিল হিজায (كتاب الشيراز فى علم الحجاز)

৪. কিতাবু মাসা'ইল আল-খিলাফ (كتاب مسائل الخلاف)

৫. কিতাব আল-মাযহাব ফী ইখতিসার আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب المذهب فى اختصار المدونة)

৬. ইহকাম আল-ফুসূল ফী আহকাম আল-উসূল (احكام الفصول فى احكام الاصول)

৭. কিতাবুন ফী আল-তা'দীল ওয়াল তাজরীহ 'আলা সহীহ আল-বুখারী (كتاب فى التعديل والتجريح على صحيح البخارى)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৭৪ সাল মুতাবেক ১০৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১০২]

হাসান আত্-তা'ঈ(৪১২-৪৯৮ হিজরী) : حسن التاعى

আল হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীয আত্ তা'ঈ আল মুরালী আল মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ্। তিনি একজন কবি, ফকীহ ও ব্যাকরণবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজরী ৪১২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

আল মুকনা' ফী শারহি কিতাবি ইবনি জানী (المقنع فى شرح كتاب ابن جنى)। এটি ছিল 'নাহু (ব্যায়াকরণ) সংক্রান্ত রচনা।

ইন্তিকাল : হিজরী ৪৯৮ সালের রমযান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০৩]

এতদ্ভিন্ন, মালিকী মাযহাবের অনুসারী আরো যাঁরা ফিক্‌হ চর্চা করতেন বিশেষতঃ ইমাম মালিক (র.) এর প্রণীত মাযহাব প্রচার প্রসার ও বিকাশ সাধনে এবং তাঁর মাযহাবের অনেকে ফাওয়া প্রদানে আত্মনিয়োগ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফতী ও ফকীহ গণ হচ্ছেন :

১০২. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭-৭৮।

১০৩. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২;

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন বশকওয়াল (মৃ. ৪১৯ হি./১০২৮ খ্রী.)।[১০৪]

আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইব্‌ন আবদির রহমান আল-শারুসী (মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৭ খ্রী.)।[১০৫]

আবূ 'উমর আহমদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-কানাতিরী (মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৭ খ্রী.)।[১০৬]

আবূ বকর আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-কায়সী (মৃ. ৪২৯ হি./১০৩৮ খ্রী.)।[১০৭]

আবূ 'উমর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-মু'আফিরী আন্দালুসী (মৃ. ৪২৯ হি./১০৩৮ খ্রী.)।[১০৮]

আবূ ইমরান মূসা ইবন ঈসা আল-ফাসী (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রী.)।[১০৯]

আবুল হাসান কামিল ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আফ্‌তাস (মৃ. ৪৩০ হি./১০৪০ খ্রী.)।

আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান আল-তিউনিসী (মৃ. ৪৩২ হি./১০৪১ খ্রী.)।[১১০]

আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন আবদির রহমান আল-খাওলানী আল-কায়রোয়ানী (মৃ. ৪৩২ হি./১০৪১ খ্রী.)।[১১১]

ইন্তিকাল তিনি হিজরী ৪৩২ সাল মুতাবেক ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন আয়্যুব আল-বিরী (মৃ. ৪৩২ হি./১০৪১ খ্রী.) : তিনি الوجيز। নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল তিনি হিজরী ৪৩২ সাল মুতাবেক ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১১২]

আবুল কাসিম আল-মুহাল্লাব ইব্‌ন আহমাদ আল-তামীমী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৩৩ হি./১০৪২ খ্রী.)।[১১৩]

আবু মুহাম্মদ মাক্কী ইব্‌ন আবী তালিব আল-কায়রোয়ানী (মৃ. ৪৩৮ হি./১০৪৬ খ্রী.)।[১১৪]

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-হাদরামী আল-ইফ্রিকী (মৃ. ৪৪০ হি./১০৪৯ খ্রী.)। তিনি মালিকী ফিকহের উপর কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং المدونة। নামক গ্রন্থটির الملخصة। নামে সংক্ষিপ্ত রূপ দান করেন।[১১৫]

---

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবু 'আবদিল মালিক মারওয়ান ইব্ন 'আলী আল-কাত্তান (মৃ. ৪৪০ হি./১০৪৮ খ্রী.) ঃ তিনি আবূ জা'ফর আল-দাউদীর সান্নিধ্যে অবস্থান করে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইনি فى شرح الموطا শীর্ষক আল-মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১১৬]

খালফ ইব্ন মাসরামাহ (মৃ. ৪৪০ হি./১০৪৯ খ্রী.)।[১১৭]

আলী ইব্ন খালফ আল-বিকরী আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৪৪ হি./১০৫২ খ্রী.)।[১১৮]

মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-সাদাফী আল-মাগরিবী (মৃ. ৪৪৪ হি./১০৫২ খ্রী.)।[১১৯]

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াসীন আল-জাযরী আল-মাগরিবী (মৃ. ৪৫১ হি./১০৫৯ খ্রী.)।[১২০]

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬০ হি./১০৬৮ খ্রী.)।[১২১]

'আবদুল খালিক ইব্ন 'আবদিল ওয়ারিস আল-সায়ূরী (মৃ. ৪৬০ হি./১০৬৮ খ্রী.)।[১২২]

আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-সাকালী (মৃ. ৪৬১ হি./১০৬৯ খ্রী.)। তিনি ফিক্হ ও ফারাইয শাস্ত্রে বিশিষ্ট পন্ডিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন :

১. কিতাব আল-ফারাইয (كتاب الفرائض)

২. কিতাবু জামি' আল-মুদাওয়্যানাহা (كتاب جامع المدونة)।[১২৩]

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন উত্তাব আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭১ খ্রী.)।[১২৪]

---

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।
১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী পঞ্চম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

আলী আল-ওয়াহিদী (মৃ. ৪৮৬ হিজরী) : علی الواحدی

আবুল হাসান আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-ওয়াহিদী আন নিসাপুরী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্সীর, ভাষাবিদ ও কবি।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল বাসীতু ফীত তাফসীর (البسيط فى التفسير)
২. আল-মাগাযী (المغازى)
৩. শারহু দিওয়ানিল মুতান্নাবী (شرح ديوان المتنبى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৮৬ সালে জমাদিউল-আখার মাসে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন।[১২৫]

'আলী আল খালা'ঈ (৪০৫-৪৯২ হিজরী) : على الخلعى

'আলী ইব্ন আল হাসান ইব্ন আল হাসান ইব্ন আল হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আল খালা'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। হিজরী ৪০৫ সালে মহরম মাসে মিসরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হসহ একাধিক বিষয়ে অনেকগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল মুগনী ফীল ফিক্হি (المغنى فى الفقه)
২. ফাওআ'ইদু ফিল হাদীস (فوائد فى الحديث)

ইন্তিকাল

ফকীহ্ আবুল হাসান ৪৯২ হিজরী সালে ২৬ শে যিল হজ্জ মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১২৬]

---

১২৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১ খন্ড পৃ. ২২৪- ২২৫; আল আস্ নাবী (الأسنوى), *ত্বাবকাতুস শাফি'ঈয়্যাহ (طبقات الشافعية)*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।

১২৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২ শ খন্ড, পৃ. ১৭-১৮; আল আসনাবী, *তাবাকাতুস্ সাফি'ঈয়্য*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২-৮৩; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান (وفيات الاعيان)*, ১ম খণ্ড, ৪২৫- ৪২৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী আল-আবদারী (মৃ. ৪৯৩ হিজরী) : علی العبدری

'আলী ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন মুহাররিজ আল আবদারী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসুলবিদ।

রচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থ আল কিফায়াতু ফী মাসা'ইলিল খিলাফ (الكفاية فی مسائل الخلاف)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৯৩ হিজরীর জমাদিউল আখার মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১২৭]

'আলী আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হিজরী) : علی الموردی

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল বাসরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহ্। তিনি আল মাওয়ারদী[১২৮] নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্সির, উসূলবিদ, সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।[১২৯] তিনি ৩৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ফিক্হ শিক্ষা, 'ফতোয়া দান-এর পাশাপাশি তিনি একাধিক গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল হাবিল কাবীর ফী ফুরূই'ল ফিক্হিশ শাফি'ঈ (الحاوی الكبير فی فروع الفقه الشافعی)। এটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত।

২. তাফসীরুল কুর'আনিল কারীম (تفسير القران الكريم)

৩. আদাবুদ-দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া (أدب الدين والدنيا)

৪. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ (الأحكام السلطانية)

৫. কাওআনীনুল 'ওয়াযারাহ (قوانين الوزارة)

---

১২৭. আস্ সাফদী, *আল ওয়াফী*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩; 'উমর রিজা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

১২৮. الماورد نسبة الى بيع الماورد
দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

১২৯. তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

كان واسع التبحر فی العلوم سيما الفقه والاصول والتاريخ والسياسة والادب -

দ্র. আল ফিকরুস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; তাঁর পরিচয় সম্পর্কে ইব্ন খাল্লিকান (র.) বলেন,

ابو الحسن علی بن محمد بن حبيب البصری المعروف بالموردی الفقيه الشافعی كان من وجوه الفقهاء الشا فعية ومن كبارهم -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল হাবী (الحاوى)
৭. সিয়াসাতুল মুলূক (سياسة الملك)
৮. আন নুকাত (النكت)
৯. আল 'উয়ূন (العيون)
১০.আল ইকনা' (الاقناع) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫০ হিজরীতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৩০]

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪১৭ হিজরী) : احمد بن محمد

আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে ইবনিল মুহামেলী (র.)। খুরাসানের শাফি'ঈ ফকীহ্‌দের ইমাম ছিলেন। ৪১৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩১]

আবূ তাইয়্যিব তাহির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ তাবা'ঈ (র.)।

রচনাবলী

তাঁর প্রণীত গ্রন্থ হচ্ছে : (১)আল-আহাকামুস্ সুলতানিয়্যাহ (الاحكام السلطانية), (২) হাবী-উল-ইফ্‌তা (حاوى الافتاء) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল : ৪৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩২]

আবূ 'আসিম মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ হারাবী ইবাদী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনাবলী

তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে : (১) যিয়াদাত (زيادات), (২) মাবসূত (مبسوط), (৩) হাদী (هادى), (৪) আদাবুল কুযাত (اداب القضاة)।

---

১৩০ . ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; আয্‌-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খন্ড, পৃ. ১৬২, ১৬৩; আল খাতিব আল-বাগদাদী, *তারিখুল বাগদাদ*, ১২শ খন্ড, পৃ. ১০২-১০৩; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; *তাবাক্বাত আস্ শাফিঈ'য়্যাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩১৪; আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭। বাগদাদ থেকে বসরা যাত্রাকালে তিনি 'আব্বাস ইবনুল আহনাফ-এর নিম্নোক্ত পংক্তি গুলো আবৃত্তি করেন :

أقمنا كارهين لها فلما ـ الفناها خرجنا مكرهين ـ
وماحب البلاد بنا ولكن ـ امر العيش فرقة من هوين
خرجت اقر ما كانت لعيني ـ وخلفت الفواد بها رهين ـ

দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াহতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

৭৫. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, ১৩০।

৭৮. পূর্বোক্ত, ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : ৪৫৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। [১৩৩]

'আব্দুর রহামন ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪৬১ হিজরী) : عبد الرحمن بن محمد

আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ফুরানী আল মরূযী (র.) ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি 'ইবানাহ্' (إبنة) অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ইন্তিকাল

৪৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। [১৩৪]

আবু 'আবদুল্লাহ্ কাযী হুসাইন মারুযী (র.) ছিলেন একজন ফকীহ। ইমামুল্ হারামাইন তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

ইন্তিকাল

৪৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। [১৩৫]

আব্দুল মালিক ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ (মৃ. ৪৭৮ হিজরী) : عبد الملك بن عبد الله

আবুল মুআ'লী 'আবদুল মালিক ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ জুবীনী ইমামূল হারামাইন (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি পিতার নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। তিনি মক্কা ও মদীনার চার বৎসর ছিলেন। সেখানেই 'ইমামুল হারামাইন' উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর তিনি নিশাপুর ফিরে যান। নিযামূল মুলক ও তুসী তাঁহার সহযোগিতায় নিশাপুর নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচ্যে তিনিই শাফি'ঈ মাযহাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (১) আন-নিহায়া (النهاية) (২) আল বুরহান ফিল উসূল (البرهان فى الاصول) (৩) মুগীসুল খালক ফী তারজীহলি মাসাইল (مغيث الخلق فى ترجيح المسائل)।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৭৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। [১৩৬]

'আব্দুল জাব্বার আল-হামদানী (৩৫৯-৪১৫ হিজরী) : عبد الجبار الحمدني

'আব্দুল জাব্বার আল-হামদানী হিজরী ৩৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ ও মুফাস্সির। ফারায়িয বিষয়ে তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মতাবলম্বী এবং উসূল

৮০. পূর্বোক্ত, ১৩০।

৮১. পূর্বোক্ত, ১৩০।

৮২. পূর্বোক্ত, ১৩০।

৮৫. পূর্বোক্ত, ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে ছিলেন মু'তাযিলা মতাবলম্বী। বিচারকার্যে তিনি আর রাঈ (الـراى) পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

রচনাবলী

তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. তাফসীরুল কুরআন (تـفـسـيـر الـقـرآن)।

২. দালায়িলুন্‌ নবুয়্যাহ (دلائل الـنـبـوة)। এটি দু'খণ্ডে রচিত।

৩. তানজিহুল কুরআন 'আনিল মাতায়িন (تـنـجـيـح الـقـرآن عـن الـمـتـايـن)

৪. 'আমালুন ফিল হাদীস (عـمـل فـى الـحـديـث)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল জাব্বার আল-হামদানী ৪১৫ হিজরীর যুল ক্বা'দা মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৩৭]

'আব্দুল জাব্বার আল-ইস্‌কাফ (মৃ. ৪৫২ হিজরী) : عـبـد الـجـبـار الإسـكـاف

'আব্দুল জাব্বার আল ইসকাফ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও উসূলবিদ। তিনি আল-ইসকাফ নামে সমধিক পরিচিত।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হ উসূলুল ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে:

১. উসূলুল ফিক্‌হ (أصـول الـفـقـه)

২. আল-জাদাল (الـجـدل)

৩. উসূলুদ-দ্বীন (أصـول الـديـن)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল জাব্বার আল-ইস্‌কাফ ৪৫২ হিজরীর সালে ২৮ শে সফর ইন্তিকাল করেন।[১৩৮]

'আব্দুর রহমান আয্‌ যায (৪৩২-৪৯৪ হিজরী) : عـبـد الـرحـمـن الـزاز

'আব্দুর রহমান আয্‌ যায একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি ৪৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

১৩৭. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

১৩৮. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুল 'আমল ফী মাযহাবিশ শাফি'ঈ ওয়াতা'লীকুহ (كتاب العمل فى مذهب الشافعى وتعليقه)।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রহমান আয্‌যায হিজরী ৪৯৪ সালের রবিউল আখির মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৩৯]

'আব্দুর রহমান আল-কুরানী (৩৮৮-৪৬১ হিজরী) : عبد الرحمن القرانى

আব্দুর রহমান আল-কুরানী ৩৮৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ ছিলেন।

রচনাবলী

ইমাম আল কুরানী শাফি'ঈ মাযহাবের দৃষ্টিভংগীতে ফিক্‌হী মাস'আলা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. কিতাবুল ইবানাহ (كتاب الإبانة)
২. আল 'উমদাহ (العمدة)
৩. আসরারুল ফিক্‌হ (أسرار الفقه)
৪. কিতাবুল 'আমাল (كتاب العمل)।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রহমান আল কুরানী ৪৬১ হিজরী সালের রমযান মাসে হারব শহরে ইন্তিকাল করেন।[১৪০]

'আব্দুস সাইয়্যিদ ইবন আস-সাব্বাগ (৪০০-৪৭৭ হিজরী) : عبد السيد بن الصباغ

'আব্দুস সাইয়্যিদ ইবন আস-সাব্বাগ ছিলেন শাফি'ঈ মতাবলম্বী একজন 'আলিম ও ফকীহ। তিনি ইবন সাববাগ (إبن الصباغ) নামে পরিচিত। ৪০০ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইরাকের তৎকালীন বিখ্যাত ফকীহ। তিনি সর্বপ্রথম বাগদাগাস্থ নিযামিয়া মাদ্রসায় শিক্ষকতা করেন।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাব ও হানাফী মাযহাবের তুলনা করে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আস্ সামিল ফিল ফিক্‌হ (الشامل فى الفقه)[১৪১]

---

১৩৯ .ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।
১৪০ . মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল-কামিল ফিল খিলাফ বাইনাশ শাফি'ঈয়্যাহ ওয়াল হানাফিয়্যা (الكامل فى الخلاف بين الشافعية والحنفية)
৩. কিফায়াতুল মাসায়িল (كفاية المسائل)
৪. কিফায়াতুস সালিম (كفاية السالم)।

ইন্তিকাল

৪৭৭ হিজরীতে 'আব্দুস সাইয়্যেদ ইব্‌ন আস সাব্বাগ বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ইমাম আহ্‌মাদ গোরস্থানে দাফন করা হয়।[১৪২]

'আব্দুল কারীম আল-কুশাইরী (৩৭৬-৪৬৫ হিজরী): عبد الكريم القشيرى

'আব্দুল কারীম আল-কুশাইরী ছিলেন একাধারে সূফী, মুফাস্‌সির, ফকীহ, মুহাদ্দিস সাহিত্যিক ও উসূলবিদ। তাঁর পূর্ণনাম হচ্ছে : আবুল কাসিম 'আব্দুল কারীম ইব্‌ন হওয়াযিন আল কুশাইরী। তিনি ৩৭৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম। তিনি মূলতঃ 'আরব বংশদ্ভূত, পরবর্তীতে তিনি খুরাসান এবং নিশাপুরে চলে আসেন। তাঁর তাসাউফ বিষয়ক উস্তাদ ছিলেন ইমাম আবূ 'আলী আদ দাক্কাক (র.) উসূল বিষয়ক উস্তাদ ছিলেন ইব্‌ন ফূরক (র.) এবং ফিক্‌হ বিষয়ক উস্তাদ ছিলেন ইমাম আবূ বকর আত তূসী (র.) ও ইমাম আবূ ইসহাক আল ইসফারাইনী (র.)। তিনি বাগদাদ এবং হিজায অঞ্চলের তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তাঁর একটি মাজলিশ ছিল যেখানে হাদীস এবং অন্যান্য 'ইলমী দারস দেয়া হত।[১৪৩]

রচনাবলী

তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল এবং তাসাউফসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আত তাইসীরু ফীত তাফসীর (التيسير فى التفسير)
২. আল ফুসূলু ফীল উসূল (الفصول فى الأصول)

---

১৪১. এ গ্রন্থটি ছিল শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম দলীল ভিত্তি প্রমাণ্য গ্রন্থ। যেমন– আল ফিকরুস সামী গ্রন্থকার বলেন–

هو من اجود كتب الشافعية واصحها نقلا واثبتها ادلة ـ

দ্র. আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

১৪২. 'উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

১৪৩. আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯। উল্লেখ যে, তাঁর পিতা আবূ নসর 'আব্দুর রাহীম (র.) ও ছিলেন একজন বিখ্যাত ইমাম।

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে ইবনুল ফাস (র.) বলেন :

ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى امام جليل جمع بين علم الفقه والتصوف والتفسير والحديث والادب والشعر ولاكتابة ـ جامع بين الشريعة والحقيقة ـ

দ্র. ইবনুল ফাস, আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আর রিসালাতিল কুশাইরিয়্যাহ ফীত তাসাউফ (الرسالة القشيرية فى التصاوف)

ইন্তিকাল

'আবদুল কারিম আল কুশাইরী ৪৬৫ হিজরীর ১৬ই রবিউল আখার নিসাপুরে ইন্তিকাল করেন।[১৪৪]

'আব্দুল্লাহ্ আল-খাবরী (মৃ. ৪৭৬ হিজরী) : عبد الله الخبرى

'আব্দুল্লাহ্ আল-খাবরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। এছাড়াও তিনি সাহিত্যিক, ভাষাবিদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম রচনা হচ্ছে :

১. শারহুল হামাসাহ লিআবী তাম্মাম (شرح الحماسة لأبى تمام)
২. শারহু দিওয়ানিল বুহতারী (شرح ديوان البحترى)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল-খাবরী ৪৭৬ হিজরীর ২২ই যিল হাজ্জ ইন্তিকাল করেন।[১৪৫]

আবূ বকর 'আব্দুল্লাহ্ আল-কাফফাল (৩২৭-৪১৭ হিজরী) : عبد الله القفال

'আব্দুল্লাহ্ আল-কাফফাল[১৪৬] ছিলেন শাফি'ঈ পন্থী একজন ফকীহ্। ৩২৭ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমকালীন ফকীহগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং আল্লাহ-ভীরু। শাফি'ঈ মাযহাব প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'আলিম ও ফকীহগণ তাঁরই ছাত্র ছিলেন।[১৪৭]

রচনা

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

---

১৪৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬; ইবনুল ফাসী, আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।

১৪৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১৪৬. 'কাফফাল' (قفال) নামকরণ সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান (র.) বলেন :

وكان ابتداء اشتغاله بالعلم على كبرا لسن بعد ما افنى شبيبته فى عمل القفال ولذالك قيل له القفال ـ وكان ماهرا فى عملها ويقال أنه لما شرع فى التفقه كان عمره ثلاثين سنة ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৪৭. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইব্ন খাল্লিকান (র.) তাঁর রচিত "ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান" গ্রন্থে বলেন,

ابو بكر عبد الله بن احمد بن عبد الله الفقيه الشافعى المعروف لقفال المروزى, كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا ـ وله فى مذهب الامام الشافعى من الاثار ما ليس لغيره من ابناء عصره ـ وتخاريجه كلها جيدة والزاماته لازمة ـ

দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

শারহু ফুরুঈ' ইবনিল হাররাদি ফীল ফিক্‌হ (شرح فروع إبن الحراد فى الفقة)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল কাফফাল ৪১৭ হিজরী জমাদিউল আখার মাসে ৯৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সিজিস্থানে সমাহিত করা হয়।[১৪৮]

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদাম (মৃ. ৪৩৩ হিজরী) : عبد الله بن عبدام

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদাম ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অনুসারী ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল ফযল।

রচনাবলী

ফিকহী জ্ঞান দান করার পাশাপাশি তিনি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো–

শারাইতুল আহকাম (شرائط الأحكام)।

ইন্তিকাল

ইব্‌ন 'আবদাম ৪৩৩ হিজরীতে সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৪৯]

'আব্দুল্লাহ্ আল-জুরজানী (৪০৯-৪৮৯ হিজরী) : عبد الله الجرجانى

'আব্দুল্লাহ্ আল-জুরজানী ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, হাফিয, ও ঐতিহাসিক। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম। হিজরী ৪০৯ সালে তিনি জুরজানে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

'আব্দুল্লাহ আল জুরহানী ফকীহ ইমামগণের জীবন চরিত সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুন ফী মানাকিবিল ইমামিশ শাফি'ঈ (كتاب فى مناقب الإمام الشافعى)
২. কিতাবুন ফী তাবাকাতিশ শাফি'ঈয়্যাহ (كتاب فى طبقات الشافعية)
৩. মানাকিবুল ইমামি আহমাদ (مناقب الأمام احمد)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল-জুরজানী ৪৮৯ হিজরীর যিলক্বাদ মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৫০]

---

১৪৮ . 'উমর রিযা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৪৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

১৫০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল মালিক আল জুওয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হিজরী) : عبد الملك الجوني

'আব্দুল মা'আলী 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ আল-জুওয়াইনী ছিলেন ফকীহ, উসূলবিদ, বক্তা, মুফাস্‌সীর ও সাহিত্যিক। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নীতিমালা অনুসরণ করতেন। ৪১৯ হিজরীতে মহরম মাসে নিশাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমামুল হারামাইন নামে পরিচিত।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হী মাস'আলা মাযহাব উসূল ও তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচান করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. নিহায়াতুত তালাবি ফী দিরয়াতিল মাযহাব (نهاية الطلب في دراية المذهب)
২. আস সামিলু ফী উসূলিদ দীন (الشامل في أصول الدين)
৩. আল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ (البرهان في أصول الفقه)
৪. তাফসীরুল কুর্'আন (التفسير القرآن)

ইন্তিকাল

'আব্দুল মালিক আল-জুওয়াইনি ৪৭৮ হিজরীর ২৫ শে রবিউল আখার নিসাপুরের "মাহকাহ" পল্লীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৫১]

আহমাদ আল জুরজানী (মৃ. ৪৮২ হিজরী) : أحمد الجرجاني

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আল জুরজানী (আবুল আব্বাস) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। সাহিত্য চর্চায়ও তিনি ছিলেন আগ্রহী। তিনি বসরা নগরীতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আশ্‌ শাফী (الشافي)
২. আত-তাহরীর (التحرير)
৩. আল-বালাগাহ (البلاغة)
৪. কিনায়াতুল উদাবা ওয়া ইসারাতুল বুলাগা' (كنايات الأدباء وإشارات البلغاء)

---

১৫১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে ইবনুল ফাস' বলেন,

ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بامام الحرمين امام الدنيا بور - بل امام المشرق كله في الفقه و الكلام والاصول -

দ্র. ইবনুল ফাস, আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০। তিনি মাক্কা নগরীতে ৪ বছর কাটিয়েছেন বলে তাকে ইমামুল হারামাইন বলা হয়। দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি ৪৮২ হিজরতে ইন্তিকাল করেন।[১৫২]

আহমাদ আর রু'ইয়ানী (মৃ. ৪৫০ হিজরী) : أحمد الرّوياني

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আর রু'ইয়ানী আত তাবারী (আবুল 'আব্বাস) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। কর্মজীবনে তিনি প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : আল-জুরজানিয়্যাহ (الجرجانية)।

ইন্তিকাল : তিনি ৪৫০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৫৩]

আহমাদ আল-গাযালী (মৃ. ৫২০ হিজরী) : أحمد الغزالي

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আত তুসী আল গাযালী (আবুল ফুতুহ, শিহাবুদ্দীন) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, সূফী, ওয়া'ইয। তিনি বিভিন্ন দেশে ওয়া'য নসীহত করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে মানুষ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. লুবাবুল আহইয়া (لباب الأحياء)। এটি মূলতঃ আবূ হামিদ রচিত গ্রন্থের অনুসরণে সংক্ষিপ্ত রূপ।

২. আয্ যাখীরাহ ফী 'ইলমিল বাসীরা (الذخيرة فى علم البصيرة)

৩. সিররুল আসরার ওয়া তাশকীলুল আনওয়ার (سرالإسرار وتشكيل الأنوار)

৪. খাওয়াসুত-তাওহীদ (خواص التوحيد)

৫. সাওয়ানিহুল 'ইশাক (سوانح العشاق)

---

১৫২ . ইব্‌ন হিদায়াহ, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; মু'জামুল মু'আল্লিফীন গ্রন্থকার তাঁর পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেছেন :

احمد بن محمد بن احمد الجرجانى الشافعى (ابو العباس) فقية, أديب, تولى قضاء البصرة, توفى راجعا الى البصرة من صبهان -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

১৫৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯; ইব্‌ন হিদায়াহ, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

হিজরী ৫২০ সালে তিনি কাযভীন শহরে ইন্তিকাল করেন।[১৫৪]

আল হুসাইন আল 'উমারী (মৃ. ৪৪৪ হিজরী) : الحسين العمرى

আল হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ (আবুল ফাতাহ্, নাসিরুদ্দীন) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি 'শারীফ 'উমারী' নামে পরিচিত। ফিক্হ বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৪৪ সালের যিল কা'দ মাসে নিসাপুরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৫৫]

আবূ সা'দ আল হারাভী (ابو سعد الهروى)

আবূ সা'দ ইব্ন আবী আহমাদ ইব্ন আবূ ইউসূফ আল হারাবী[১৫৬] ছিলেন শাফি'ঈ মতাবলম্বী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। 'ইলমুন ফিক্হ চর্চা ও শিক্ষাদানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

আল আশরাফ 'আলা গাও'আমিদিল হুকুমাত (الأشراف على غوامض الحكومات)। এটি মূলতঃ 'আল্লামা 'ইবাদী (র.)-এর রচিত আদাবুল কাদা (أداب القضاء)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতেই ইন্তিকাল করেন।[১৫৭]

---

১৫৪ . ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫; ইবনুল জাওযী, *আল মুনতাযিম*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬২; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭;

১৫৫ . ইব্ন হিদায়া, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১৫৬. হারাবী খুরাসান শহরের একটি নাম।' এ দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁকে হারাবী বলা হয়। ইবন খাল্লিকান বলেন,

الهروى بفتح الهاء والراء نسبة الى هراة وهى احدى مدن خرسان الكبار فتحها الاحنف بن قيس صلحا من قبل عبد الله بن عامر ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

১৫৭ . আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৪; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ১০৩; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০;

Dhaka University Institutional Repository

আল-হাসান আল মারওয়াযী (মৃ. ৪৩২ হিজরী) : (الحسن المروزى)

আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন শু'আইব আল মারওয়াযী আশ্‌-শাফি'ঈ (আবূ 'আলী) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহু কিতাবিল ফুরু'ই লি ইবনিল হাদ্দাদ (شرح كتا الفروع لابنل حداد)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৩২ সালের রাবিউ'উল আউআল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৫৮]

আল-হুসাইন আস-সিনজী (মৃ. ৪৩০ হিজরী) : الحسين السنجى

আল-হুসাইন ইব্‌ন শু'আইব আস-সিনজী আল মারওয়াযী আশ্‌-শাফি'ঈ ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্‌। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নীতিমালার আলোকে রচিত তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুত-তাখলীস লি আবিল 'আব্বাস ইবনিল কাস (شرح التخليص لأبى العباس بن القاص)
২. কিতাবুল মাজমূ' (كتاب المجموع)
৩. শারহু মুখতাসারিল মাযানী (شرح مختصر المزنى)
৪. শারহু ফুরূ'ই ইবনিল হাদ্দাদ (شرح فروع ابن الحداد)
৫. জামা'উ মুসনাদিশ-শাফি'ঈ (جمع مسند الشافعى)

ইন্তিকালতিনি ৪৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৫৯]

---

১৫৮ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; আয যাহাবী ঃ সিআরু আ'লামিন্ নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১৫৯ . ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, পৃ. ৪৭৯, ১৬০৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২;

Dhaka University Institutional Repository

আল-হুসাইন ইব্ন মাকূলা (৩৮৬-৪৪৭ হিজরী) : الحسين بن ماكولا

আল-হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন জা'ফর ইব্ন আলকান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কালফ ইব্ন আবী কালফ আল 'আযলী আল জারবাযকানী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। হিজরী ৩৮৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি' ইব্ন মাকূলা' নামে পরিচিত। কর্মজীবনে তিনি বসরার বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল ইকমাল ফী আসমা'ইর-রিজাল (الإكمال فى اسماء الرجال)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৪৭ সালের শাউআল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৬০]

আল-হুসাইন আত-তাবারী (৪১৮-৪৯৮ হিজরী) : الحسين الطبرى

আল-হুসাইন ইব্ন 'আলী হুসাইন আত তাবারী (আবূ 'আব্দুল্লাহ) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। হিজরী ৪১৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিযামিয়্যাহ মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষাদান এবং ফাতওয়া দানে নিয়োজিত ছিলেন। ফিক্হ ছাড়াও তিনি হাদীস শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

রচনাবলী

শাফি'ঈ মাযহাবের সমর্থনে রচিত গ্রন্থের তিনি ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. আল 'ইদ্দাহ (العدة)। এটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং বৃহদাকার।
২. শারহুল ইবানাহ লিল ফাওরানী ফী ফুরূ'ইল ফিকহিশ-শাফি'ঈ (شرح الإبانة للفورنى فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৯৮ সালের শা'বান মাসে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৬১]

---

১৬০. 'উমর রিযা কাহহালা , মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শফিঈ'য়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫; ইবনুল জাওযী (ابن الجوزى), আল মুনতাযিম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৭।

১৬১. ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮; ইব্ন হিদায়াহ, তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল হুসাইন আল মারওয়াযী (মৃ. ৪৬২ হিজরী) : الحسين المروزى

আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আল মারওয়াযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্‌ ও উসূলবিদ। তিনি আল কাযী নামে পরিচিত।

রচনাবলী

শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে ইমাম আল কাযী 'ইলমুল ফিক্‌হ ও ফাতওয়া সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. তালখীসুত তাহযীব লিল বাগাভী ফী ফুরু'ইল ফিকহিস শাফি'ঈ (تلخيص التهذيب للبغوى فى فروع الفقه الشافعى)। এটির মূল নাম- লুবাবুত তাহযীব (لباب التهذيب)

২. শারহু ফুরু'ই ইবনিল হাদ্দাদ ফিল ফিক্‌হ (شرح فروع إبن الحداد فى الفقه)

৩. ইসরারুল ফিক্‌হ (إسرار الفقه)

৪. আত-তা'লীকুল কাবীর (التعليق الكبير)

৫. আল ফাতাওয়া (الفتاوة)।

ইন্তিকালতিনি ৪৬২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৬২]

আল-হাসান আল ফারিকী (৪৩৩-৫২৮ হিজরী) : الحسن الفارقى

আল-হাসান ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন বারহুন আল ফারিকী আশ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌। তাঁর উপনাম ছিল আবূ 'আলী। তিনি হিজরী ৪৩৩ সালে আফ্রিকা মহাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম ছিল-

কিতাবুল ফাওয়াইদ 'আলাল মাযহাব ফী মুজাল্লিদীনা ফী ফুরু'য়িল ফিকহিশ শাফি'ঈ (كتاب الفوائد على المذهب فى مجلدين فى فروع الفقة الشافعى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫২৮ সালে ওয়াসিত নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৬৩]

---

১৬২. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৬৩. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; হাজী খালীফা, খাশফুয্ যুনূন, পৃ. ১৩০২, ১৯১৩; উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-হাসান আল-বান্দিনূজী (মৃ. ৪২৫ হিজরী) : الحسن البندنيجي

আল-হাসান ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ আল-বান্দিনজী আশ-শাফি'ঈ (আবূ 'আলী) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। কর্মজীবনে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. কিতাবুল জামি' (كتاب الجامع)

২. কিতাবুয-যাখীরাহ (كتاب الذخيرة)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪২৫ সালে জামাদিউল 'উলা মাসে বান্দিনজী নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৬৪]

আহমাদ আল বাইহাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী) : أحمد البيهقي

আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা আল বাইহাকী আল হুসূর ওয়াজারদী আল খুরাসানী (আবূ বকর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্।[১৬৫] তিনি হিজরী ৩৮৪ সালের শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 'ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১৬৬]

রচনাবলী

তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১০০০ বলেও উল্লেখ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. কিতাবু সুনানিল কাবীর (كتاب سنن الكبير)। এটি হচ্ছে হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে রচিত।

---

১৬৪. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; ইব্‌ন হিদায়াহ, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, পৃ. ৪৬-৪৭; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

১৬৫. ইমামুল হারামাইন তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كل الشافعية للشافعي منه عليهم الا البيهقي فله المنة على الشافعي -

দ্র. আল-ফিকরুস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

১৬৬. ইমাম হাকিমসহ অপরাপর ইমামগণ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

له رحلة مهمة وعلم واسع، ورواية كثيرة وكتب منتشرة -

ইমাম আল ফাসী (রঃ) বলেন,

هو الحافظ الكبير الناشر للسنة القانع من الدنيا بالقليل، الذاهب على يسرة السلف القائم بنصرة مذهب الشافعية فروعا واصلا -

দ্র. আল-ফিকরুস সামী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল মাবসূত ফী নুসূসিশ শাফি'ঈ (المبسوط فى النصوص الشافعى)। এটি ১০ খণ্ডে রচিত।

৩. আল জামিউ'ল মুসান্নিফি ফী শু'বিল ঈমান (الجامع المصنف فى شعب الإيمان)। এটি ২ খণ্ডে রচিত।

৪. দালাইলু ন্নবুয়্যাহ (دلائل النبوة)। এটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত।

৫. মানাকিবুশ-শাফি'ঈ (مناقب الشافعى)।

৬. আল মা'রিফা (المعرفة)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৫৮ সালের ১০ ই জামাদিউল 'উলা নিসাপুরে তিনি ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে তাকে বাইহাক মতান্তরে বুখারায় স্থানান্তরিত করে সেখানে দাফন করা হয়।[১৬৭]

আহমাদ আর রাযী (৩৫৮-৪৪৮ হিজরী) : أحمد الرازى

আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল ফান্নাকী আর রাযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৩৫৮ সালে রায় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইরাক ও খুরাসানসহ বিভিন্ন দেশে তিনি ফিক্‌হ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুল মুনাকাদাত (كتاب المناقضات)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৪৮ হিজরীতে ৯৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৬৮]

আহমাদ আস-সুবাতী (মৃ. ৪৪৭ হিজরী) : أحمد الثباتى

আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাবিত আস সুবাতী আল বুখারী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি বাগদাদে ফিক্‌হ শিক্ষা দিতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : আল মুহায্‌যাব ফিল ফারাইদ (المهذب فى الفرائض)।

---

১৬৭. আয যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৬; ইব্‌ন হিদায়াহ, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; ইবনুল জাওযী , আল মুনতাযিম (المنتظم), ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

১৬৮. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; হাজী খালীফা, কাশফুয্ যুনূন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৪৭ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৬৯]

আহমাদ আল মুআয্‌যিন (৩৮৮-৪৭০ হিজরী) : أحمد المؤذن

আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দুস সামাদ ইব্‌ন বকর আন নিসাপুরী (আবূ সালিহ) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্‌। তিনি 'আল মুআয্‌যিন' নামে পরিচিত। হিজরী ৩৮৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস, তাফসীর, সুফীবাদ এবং ইতিহাস বিষয়েও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

রচনা

"তারিখ মরুয়্যি (تاريخ مرو) নামক তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৭০ সালের ৭ রমাযান ইন্তিকাল করেন।[১৭০]

আহমাদ ইব্‌ন 'আলী আল খাতীব আল বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিজরী) : احمد ابن على الخطيب البغدادى

আবূ বকর আহমাদ ইবন 'আলী ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আহমাদ ইব্ন মাহদী আল বাগদাদী আল খাতীব ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌। তিনি আল খাতীব আল বাগদাদী হিসেবে পরিচিত। হিজরী ৩৯২ সালে ইরাকের অন্তর্গত দারবীজান নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদেই তিনি বড় হন। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করেন।[১৭১]

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হ ইতিহাস সহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তারীখু বাগদাদ (تاريخ بغداد)

---

১৬৯. আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; আস শিরাযী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯; 'উমর রিযা কাহ্‌হালা তাঁর পরিচিতি নিম্নরূপ তুলে ধরেছেন :

أحمد بن عبد الله بن احمد بن ثابت الثباتى البخارى, فقيه, فرضى - درس ببغداد وتوفى بها - من مولفاته : المهذب فى الفرائض -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

১৭০. আল আসনাবী, তাবাকাতুস শাফিঈ'য়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

১৭১. তাঁর পরিচয় সম্পর্কে 'উমর রিযা কাহহালা বলেন,

أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى بن ثابت المعروف بالخطيب الغدادى (ابوبكر) محدث, مورخ, اصولى -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল কিফায়াতু ফী মা'রিফাতি 'ইলমির রিওয়ায়াহ (الكفاية فى معرفة علم الرواية)

৩. আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ (الفيقة المتفقه)

৪. আল জামি' লি আদাবির রাবী ওয়াস সামি' (الجامع لاداب الراوى والسامع)

৫. শারফু আসহাবিল হাদীস (شرف اصحاب الحديث)।

ইন্তিকালতিনি হিজরী ৪৬৩ সালে ইন্তিকাল করেন এবং বাশার আল হাবী এর নিকটস্থ বাবে হরদ নামক স্থানে দাফন করা হয়।[১৭২]

ইব্রাহীম ইবন্ আলী (মৃ. ৪৭৬ হিজরী) : ابراهيم بن على

আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন 'আলী ফিরোযাবাদী শিরাযী (র.)। তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী ও তর্কবাগীশ। ফিক্হী মাসাইলের তাখরীজে-মানান ও ইল্লত অর্থাৎ ফিক্হী মাসায়েলের উদ্দেশ্য ও কারণ বিশ্লেষণে পারদর্শী ছিলেন। হানাফী মায্হাবের আবূ 'আবদুল্লাহ আদ্ দামগানী (র.) –র সাথে তাঁহার প্রায় মুনাযারা হইত।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থবলী হচ্ছে : ১. আত তানবীহ ওয়ান নুকাত ফিল ফিক্হ (التنبية والنقاة فى الفقه) ২. আল লুমা' (اللمع) ৩. আত তাবসীরাহ ফিল উসূল (التبصرة فى الاصول)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৩]

১২. আবু নসর 'আবদুস্ সাইয়্যিদ ইব্ন মুহাম্মদ ওরফে ইব্ন সাব্বাগ (র.)। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসর মুদার্‌রিস ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

(১) আশ শামিল আলকামিল (الشامل الكامل) (২) 'উমদাতুল 'আলাম (عمدة العالم) (৩) আত তাবীকুস সালিম (الطريق السالم) (৪) কিফায়তুল মাসাইল (كفاية المسائل) (৫) আর ফাতাওয়া (الفتاوى) ইত্যাদি।

---

১৭২. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী উসূলুল ইফতা (হাশিয়া), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য :

إن الخطيب البغدادى كان شديد النقد على ابى حنيفة الامام ومتعصبا -

দ্র. মু'জামুল মুআল্লিফীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৭৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : ৪৭৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৪]

ইয়াহইয়া আল হালওয়ানী (৪৫০-৫২০ হিজরী) : يحيى الحلوانى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন ‘আলী ইবনুল হাসান আল বায্‌যার আল হালওয়ানী আশ্‌ শাফি‘ঈ ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবু সা'দ। তিনি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪৫০ হিজরী সালে। জীবদ্দশায় তিনি তৎকালীন খলীফার নির্দেশে রাষ্ট্রীয় কাজেও প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ছিলেন শাফি‘ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

তালবীহ্ ফী ফুরূ'ইল ফিকহীশ্ শাফি‘ঈ (تلبيح فى فروع الفقه الشافعى)।

ইন্তিকাল

ইয়াহইয়া আল হালওয়ানী হিজরী ৫২০ সালের রমযান মাসে সমরকান্দ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৭৫]

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুলামিস (মৃ. ৪২১ হিজরী) : يحيى بن ملامس

ইয়াহইয়া ইব্‌ন ‘ঈসা ইব্‌ন মুলামিস আল মুশাইরিকী আশ্‌-শাফি‘ঈ ছিলেন বিশিষ্ট ‘আলিম ও ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবুল ফাতহ।

তিনি ফিকহে শাফি‘ঈর একজন শীর্ষস্থানীয় ‘আলিম ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই ইয়েমেনে শাফি‘ঈ মাযহাব ও ফিক্‌হের প্রসার ঘটে। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি মক্কা সফর করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহু মুখতাসারিল মা'আনী ফী ফুরূ'ইল ফিকহীশ শাফি‘ঈ (شرح مختصر المعانى فى فرع الفقه الشافعى)।

ইন্তিকাল

ইয়াহইয়া ইবন মুলামিস হিজরী ৪২১ সালে ইয়েমেনের মুশাইরিক নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৭৬]

---

১৭৪. পূর্বোক্ত, ১৩১।

১৭৫. ‘উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২; আয্‌ যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ্‌ শাফি‘ঈয়্যাহ্‌, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; হাজী খলীফা, কাশফুয্‌ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম-আশ শিরাযী (৩৯৩-৪৭৬ হি.) : إبراهيم الشرازى

আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন 'আলী ইব্ন ইউসূফ আল ফিরোযাবাদী[১৭৭] আশ-শীরাযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ তাঁর উপনাম হচ্ছে জামালুদ্দীন। তিনি হিজরী ৩৯৩ (মতান্তরে ৩৯৬ এবং ৩৯৫ হিজরী) সালে ফিরোযাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। অতঃপর তিনি প্রথমে মিসরে এবং পরে বাগদাদে অবস্থান করেন। ফিক্হশাস্ত্র ছাড়াও তিনি সূফীবাদে (التصاوف) আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : আবূ আহমাদ 'আব্দুল ওহহাব (র.), আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল বায়দাভী (র.), আবুল কাসিম মানসূর ইব্ন 'উমর আল কারখী (র.) প্রমূখ। তিনি তৎকালীন কাযী আবূ তায়্যিব আত তাবারী (র.)-এর সংস্পর্শ লাভ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে অনেক উপকৃতও হন। পরবর্তীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বও লাভ করেন। বাগদাদে তিনি সে সময়ের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। নিযামুল মুলক মাদ্রাসা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁকে উহার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হলে তিনি তা নিতে প্রস্তুত হননি। তিনি হাদীস শাস্ত্রের ব্যুপত্তি লাভ করেন।[১৭৮]

রচনাবলী

ইমাম শীরাযী ফিক্হ বিষয় চর্চা, শিক্ষাদান এর পাশাপাশি একাধিক গ্রন্থও রচনা করেন। বিশেষতঃ তিনি ফিক্হ, উসূলুল ফিকহ এবং ফকীহ গণের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল মুহাযযাব ফিল মাযহাব (المهذب فى المذهب)
২. আন্-নুকাতু ফিল খিলাফ (النكت فى الخلاف)
৩. আল-লাম'উ ওয়া শারহুহ (اللمع وشرحه)

---

১৭৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮; আল ইয়াফিয়ী, মারআতুজ জিনান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬, ৩৭; আল বাগদাদী , হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮।

১৭৭. ফিরোযাবাদী এর অবস্থান সম্পর্কে সাম'আনী বলেন,

فيروزاباد ـ بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحت وضم الراء المهملة وبعد الوا والساكنة زاى مفتو حة معجمة وبعد الالف باء موحدة وبعد الالف ذال معجمة, بلدة بفارسن ـ ويقال : هى مدينة جور ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৭৮. ইমাম মুহীবুদ্দীন তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

امام اصحاب الشافى, ومن انتشر فضله فى البلاد وفاق اهل زمانه بابعلم والزهد, واكثر علماء الامصار من تلامذه ـ ولد بفيرو زاباد بلدة بفارس ونشأ بها, ودخل شيراز ـ وقرأ بها الفقه على ابى عبد الله البيضاوى, وعلى ابى احمد عبد الوهاب بن رامين ثم دخل البصرة وقرأ على الحوزى, ودخل بغداد فى شوال سنة خمس عشرة واربعمائة وقرأ على أبى الطيب الطبرى ومولده فى سنة ثلاث وتسعين وثلثمائه .

দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আত-তাবসিরাহ ফী উসূলিল ফিক্হ (التبصره فى أصول الفقه)
৫. আল-মা'উনাহ ফিল জাদাল (المعونه فى الجدل)
৬. তাবাকাতুল ফুকাহা (طبقات الفقهاء) ।[১৭৯]
৭. আত-তানবীহ (التنبيه)
৮. আল-লাম'উন (اللمع)
৯. আত-তালখীস (التلخيص)
১০.কবিতা ।[১৮০]

ইব্রাহীম আল-আস ফারাইনী (إبراهيم الأسفراييني)

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মিহরান আল-আস ফারাইনী (আবূ ইসহাক, রুকনুদ্দীন) ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শাফি'ঈ মাযহাব মতাবলম্বী একজন প্রখ্যাত ফকীহ। কালামশাস্ত্র (علم الكلام) এবং ইসলামী আইন তত্ত্বেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

রচনাবলী

ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হসহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় তাঁর সবিশেষ অবদান ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. জামি'উল হুলুয়্যি ফী উসূলিদ্দীন (جامع الحلى فى أصول الدين)
২. আর রাদ্দু আলাল মুলহিদীন (الرد على الملحدين)। এটি ৫খণ্ডে বিভক্ত।
৩. তা'লীকাতুন ফী উসূলিল ফিক্হ (تعليقة فى أصول الفقة)।[১৮১]

---

১৭৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯; আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-১১১; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫, ৬; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯-৩৫১; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯, ৩৯১; আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-২৬৯। মু'জামুল মু'আল্লিফীন গ্রন্থকার তাঁর সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণন করেন,

ابراهيم بن على بن يوسف افيروزابدى الشيرازى (ابو العباس, جمال الدين) فقيه, صو فى ولد بفيرو زاباد, ونشأ بها - ثم دخل البصرة, ثم بغداد و توفى فى جمادى الاخرة -

দ্র. 'উমর রিযা কাহাহালা মু'জামুল মু'আল্লিফন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৮০. তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে কয়েকটি পংক্তি হচ্ছে নিম্নরূপ :

سألت الناس عن خل وفى - فقالوا ما الى هذ سبيل -
تمسك إن ظفرت بذيل حر - فان الحرفى الدنيا قليل -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৮১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম আস্-সারাবী (৩৫৮-৪৫৮ হিজরী) : أبـراهـيـم الـشروى

ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন হারূন ইবনুল ফাদল ইব্ন হারূন আল মুতাহহিরী আস্ সারাবী আশ্ শাফি'ঈ (আবূ ইসহাক) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইমাম। তিনি হিজরী ৩৫৮ সালে সারিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন।

রচনাবলী'

ইলমুল ফিক্হ চর্চা, স্বীয় অনুসরণীয় মাযহাবের অনুসরনে গ্রন্থ প্রণয়ন, ফিক্হী ইখতিলাফ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান এবং ফিক্হী মূলনীতি গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৫৮ সালে সফর মাসে প্রায় ১০০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৮২]

'উমর ইব্ন হামামাহ (৩৪৮-৪৩৪ হিজরী) : عـمـر بـن حـمـامـة

'উমর ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আয যাহরী ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ইব্ন হামামাহ নামে অধিক পরিচিত। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ্ ছিলেন। ৩৪৮ হিজরী যিলক্বাদ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা : হজ্জ সংক্রান্ত তাঁরি একটি বিশেষ সংকলণ ছিল।

ইন্তিকাল: তিনি ৪৩৪ হিজরীতে জমাদিউল আখার মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৮৩]

জা'ফর ইবনুল কাসিম (৪১৮ হিজরী) : جـعـفـر إبـن الـقـاسـم

জা'ফর ইবনুল কাসিম ইব্ন জা'ফর ইব্ন সুলাইমান ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস আল কাযী (যুল মাহাসিন, আবূ মুহাম্মদ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ৩৬১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'আরবী সাহিত্য ও কবিতা চর্চায়ও তিনি বিশেষ অনুরাগী ও মনযোগী ছিলেন।

রচনা

দিওয়ানুশ শি'র (دیـوان الـشـعـر) তাঁর অনন্য অবদান।

ইন্তিকাল : হিজরী ৪১৫ সালে ইবনুল কাসিম ইন্তিকাল করেন।[১৮৪]

---

১৮২. আল আসনাবী : তাবাকাতুস শাফিঈ'য়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; 'উমর রিযা কাহহালা : মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮;

১৮৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; আল আসনাবী, *তাবাক্বাতুস্ শাফিঈ'য়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; আস্ সুবকী, *তাবাক্বাতুস শাফি'ঈয়্যাহ*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

জা'ফর আল-মারওয়াযী (৪৪৭ হিজরী) : جعفر المروزى

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ্ ইব্‌ন 'উসমান আল মারওয়াযী আশ-শাফি'ঈ (আবুল খাইর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উপর একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থও রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম–

আয যাখীরাহ ফিল মাযহাবিশ-শাফি'ঈ (الذخيرى فى المذهب الشافعى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৪৭ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৮৫]

তাহির আত্-তাবারী (৩৪৮-৪৫০ হিজরী): طاهر الطبرى

ইমাম তাহির আত-তাবারী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট 'আলিম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ ও উসূলবিদ । হিজরী ৩৪৮ সালে তাবারিস্তানের আসিল নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ফিক্‌হ চর্চাও প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহু মুখতাসির আল মায্‌নি ফি ফুরু'ইল ফিক্‌হ আশ শাফি'ঈ (شرح مختصر المزنى فى فروع الفقه الشافعى)।
২. শারহু ফুরু' ইবনিল হাদ্দাদ আল মিস্‌রী ফী তাবাকাতিশ্ শাফি'ঈয়্যাহ (شرح فروع إبن الحدّاد المصرى فى طبقات الشافعية)।
৩. আল মুজাররাদ (المجرد)।

ইন্তিকাল

তাহির আত্-তাবারী ৪৫০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৮৬]

---

১৮৪ . আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০, ১৩১; আশ শিয়াযী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২;

১৮৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১; হাজী খালীফা, কাশফুয্ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৫।

১৮৬ . 'উমর রিযা কাহহাল, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

নাসির আল 'উমারী (৪৪৪ হিজরী) : ناصر العمرى

নাসির ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইবনুল কাসিম ইবন 'উমর ইব্ন ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইবন সালিম ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর ইবনুল খাত্তাব আল 'উমারী আল মারুযী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ । তাঁর উপনাম- আবুল ফাত্হ।

তিনি আবু বকর আল কাফ্ফাল ও আবূ তাবীত এর কাছে ফিকহী জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম বায়হাকী তাঁর কাছ থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

'আমালুন ফীল হাদীস (عملٌ فى الحديث)

ইন্তিকাল

নাসির আল 'উমারী হিজরী ৪৪৪ সালের যিলক্বাদ মাসে নিসাপুরে ইন্তিকাল করেন।[১৮৭]

নসর আল-মাকদিসী (৪০৭-৪৯৮ হিজরী) : نصر المقدسى

নসর ইবন ইব্রাহীম ইব্ন নসর ইবন ইব্রাহীম ইব্ন দাউদ আল মাকদিসী আন্ নাবিলসী আদ্ দিমাশকী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম হলো- আবুল ফাত্হ।

হিজরী ৪০৭ সালে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানামুখী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তবে ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিই অর্জন করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিকহী মাস'আলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল হুজ্জাতু 'আলা তারিকিল মাহাজ্জাতি (الحجة على طريق المحجة)
২. আত্ তাহযীব আল কাফী (التهذيب الكافى)
৩. তাহরীমু নিকাহিল মুত'আহ (تحريم نكاح المتعة)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৯৮ সালের রমযান মাসে এ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ফকীহ দিনুর নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৮৮]

---

১৮৭ . আস্ সুবকী, *তাবাকাতুশ্ শাফিঈ'য়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আল-কুদা'ঈ (মৃ. ৪৫৪ হিজরী) : محمد القضاعي

মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হাকমুন ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম আল কুদা'ঈ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক। তাঁর উপনাম– আবূ 'আব্দুল্লাহ্। মাযহাবের দিক থেকে তিনি ইমাম শাফি'ঈর অনুসারী ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. আল আনবাউ' বিআনবাইল আম্বিয়া ওয়া তাওয়ারিখিল খুলাফা (الأنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء)

২. আল আনবাহু ফিল হাদীস (الأنباه فى الحديث)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫৪ হিজরীর যিল হাজ্জ মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১৮৯]

মুহাম্মদ আল-কাযরুনী (মৃ. ৪৫৫ হিজরী) : محمد الكزروني

মুহাম্মদ ইব্‌ন সানান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কাযরুনী আশ-শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল আমানাতু ফী ফুরূ'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (الامانة فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯০]

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-ওয়াযযান (মৃ. ৫৯৮ হিজরী) : محمد بن الوزّان

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল কারীম ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-রাযী। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ ছিলেন।

---

১৮৮. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; আয্-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩; আস্ সাফাদী , আল ওয়াফী, ২৭তম খণ্ড, পৃ. ১০৮; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, ৮৩৫।

১৮৯. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ১৬৫, ১৭২, ২৯৩, ৭১৫, ৭৪৫, ১০৬৭, ১১৮৮, ১৬২২, ও ১৬৮৪।

১৯০. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; আল-আসনাবী, *তাবকাতুশ শাফিয়্যাহ*, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে : শারহুল ওয়াজীয (شرح الوجيز)

ইন্তিকাল : তিনি ৫৯৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯১]

মুহাম্মদ আল-শাহরাস্তানী (৪৬৭-৫৪৮ হিজরী) : محمد الشهرستاني

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল কারীম ইব্‌ন আহমাদ আল-শাহরাস্তানী শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ৪৬৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল মিলাল ওয়ান নিহাল (الملل والنحل)

২. তালখীসুল আকসাম লি মাযাহিবিল আনাম (تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৪৮ হিজরীতে শাহরাস্তানে ইন্তিকাল করেন।[১৯২]

মুহাম্মদ আল-আরগিআনী (৪৫৪-৫২৮ হিজরী) : محمد الأرغياني

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল-আরগিআনী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্। তিনি ৪৫৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল ফাতাওয়া আল মুস্তাখরিজা মিন নিহাইয়াতিল মাতলাব (الفتوى المستخرجة من نهاية المطلب)। এটি দুটি বৃহৎ খন্ডে বিভক্ত এবং এ গ্রন্থটি ফাতাওয়া আন নিহায়াহ (فتوى النهاية) নামেও পরিচিত।

ইন্তিকাল

তিনি ৫২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯৩]

---

১৯১. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৩৭।

১৯২. আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খন্ড, পৃ. ২১০; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ৫৭, ২৯১, ৪৭২, ১০৯৭, ১৭০৩, ১৮২১, ১৯৮৬; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

১৯৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২০; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আল-লাব্বান (মৃ. ৪০২ হিজরী) : محمد اللبّان

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আল-হাসান আল-বাসরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবে একজন বিশিষ্ট ফকীহ। এছাড়াও তিনি একজন ফারায়িযবিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : আল ইজায ফিল ফারাই'য (الايجاز فى الفرائض)

ইন্তিকাল

৪০২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৯৪]

মুহাম্মদ আস-সায়রাফী (মৃ. ৩৩০ হিজরী) : محمدالصيرفى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আস-সায়রাফী ছিলেন একজন ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ। শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম হিসেবে তিনি ফিক্হশাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।

রচনাবলী

ইমাম আস সায়রাফী শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. শারহ্ রিসালাতিশ শাফি'ঈ (شرح رسالة الشافعى)
২. কিতাবুন ফিল ইজমা' (كتاب فى الاجماع)
৩. কিতাবুন ফীশ শুরূত (كتاب فى الشروط)

ইন্তিকাল

তিনি ৩৩০ হিজরীতে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১৯৫]

মুহাম্মদ আল-মা'আররী (৪৪০-৫২৩ হিজরী) : محمد المعرّى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান আল-মা'আররী[১৯৬] ছিলেন একাধারে ফকীহ, কবি, সাহিত্যিক ও পুস্তক প্রকাশক। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ ছিলেন। তিনি ৪৪০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

---

১৯৪ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ২০৬, ১২৪৫; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩ ; আল বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরিফীন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

১৯৫. উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২২০; আল-খতিব আল-বাগদাদী, *তারিখ বাগদাদ*, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯, ৪৫০; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ৬৯৫, ৮২১, ৮৭৩, ১০৪৬।

১৯৬. মা'আররা (معرة) হচ্ছে সিরিয়ার অন্তর্গত 'হামাত' এবং 'শীযারা' নগরীর নিকটবর্তী একটি ছোট শহরের নাম। ইবন খাল্লিকান (র.) মা'আররী' (معرة) সম্পর্কে বলেন,

المعرى ـ بفتح الميم والعين المهملة وتشد يد الراء وهى نسبة الى معرة النعمان ـ وهى بلدة صغيرة بالشام بالقرب من حماة وشيزر وهى منسوبة الى النعمان بن بشير الا نصارى رضى الله عنه ـ فانه تديرها ـ فنسبت اليه ـ واخذها الفرنج من المسلمين فى محرم سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، ولم تزل بايدى الفرنج من يومئذ إلى أن فتها عماد الدين زنكى بن آق سنقور ـ

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)

২. রাসাই'ল (رسائل)

ইন্তিকাল

৫২৩ হিজরীর মহাররাম মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৯৭]

মুহাম্মদ আল কারজী (৪৫৮-৫৩২ হিজরী) : محمد الكرجى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইব্ন মুহাম্মদ আল-কারজী ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ৪৫৮ হিজরীর যিল হাজ্জ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আল কারজী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আয-যারাই'উ ফী 'ইলমিশ শারাঈ' (الذرائع فى علم الشرائع)

২. তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৩২ হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৯৮]

মুহাম্মদ আল-দারিমী (৩৫৮-৪৪৮ হিজরী) : محمد الدرمى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইব্ন মাযসুন আদ-দারিমী ছিলেন একজন ফকীহ, বক্তা ও কবি। তিনি মাযহাবের দিক থেকে ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর অনুসরণ করতেন। ৩৫৮ হিজরী তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের আলোকে বিভিন্ন মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ১মখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১৯৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩; আল-সাফদী, *আল-ওয়াফী*, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫।

১৯৮ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনুন*, পৃ. ৮২৬; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরিফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৭; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮;

Dhaka University Institutional Repository

আল ইস্তিযকার ওয়া মুআদ্‌দি'উল বাদাঈ 'ফী ফুরূ'ঈল ফিকহিশ শাফি'ঈ (الإستذكار ومودع البدائع فى فورع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৪৮ হিজরী দামেস্কে ইন্তিকাল করেন।[১৯৯]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুবিয়্যাহ (মৃ. ৫২৫ হিজরী) : محمد بن عبد وية

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্‌দুবিয়্যাহ আল-বাগদাদী ছিলেন একজন একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও উসূলবিদ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ ছিলেন।

রচনা

উসূলুল ফিকহের উপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

আল ইরশাদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ (الإرشاد فى أصول الفقه)

ইন্তিকাল : তিনি ৫২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০০]

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবীস্‌ সাকার (৪০৯-৪৯৮ হিজরী) : محمد بن ابى الصقر

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন 'উমর আল-মা'রূফ ইব্‌ন আবীস্‌ সাকার আল-ওয়াসিতী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন অনুসারী ইমাম। তাঁর উপনাম–আবুল হাসান। তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। সাহিত্য-কবিতায়ও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ৪০৯ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)

ইন্তিকাল : ৪৯৮ হিজরীতে ওয়াসিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২০১]

মানসূর আল কারখী (মৃ. ৪৪৭ হিজরী) : منصور الكرخى

মানসূর ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন 'আলী আল বাগদাদী আল কারখী আশ শাফি'ঈ ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবুল কাসিম। মানসূর আল কারখী তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফিক্‌হ বিশারদ ছিলেন। এছাড়াও তিনি হাদীস শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাগদাদে তিনি ইলমুল ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

---

১৯৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; আয্‌ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০, ৭১।

২০০. ইব্‌নুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫, ৭৬; আল বাগদাদী, *ইদাহুল মাক্‌নূন*, ১ম খন্ড, পৃ. ৬২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

২০১. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭; আল-সাফদী, *আল ওয়াফী*, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনুন,প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১৮।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল গানিয়্যাতু ফি ফুরু'ইল ফিক্হিশ্ শাফি'ঈ (الغنية فى فروع فقه الشافعى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৪৭ সালের জমাদিউল আখের মাসে মানসূর আল কারখী ইন্তিকাল করেন।[২০২]

মুহাম্মদ আল-'আববাদী (৩৭৫-৪৫৮ হিজরী) : محمد العبادى

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'ইবাদ আল-'আববাদী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ৩৭৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ইমাম আল 'আববাদী বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ফকীহগণের বিভিন্ন অবদান সম্বলিত গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আলহাদী ইলা মাযহাবিল 'উলামাই ফিল ফিক্হ (الهادى إلى مذهب العلماء فى الفقه)

২. আর রাদ্দু 'আলাস সাম'আনী (الردُّ على السّمعانى)

৩. কিতাবুন ফী তাবাকাতিল ফুকাহা' (كتاب فى طبقات الفقهاء)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০৩]

মুহাম্মদ আল কাযারুনী (মৃ. ৪৫৫ হিজরী) : محمد الكازرونى

মুহাম্মদ ইব্ন বানান ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাযারুনী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহ।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

আল ইনাবাতু ফী ফুরূ'ঈল ফিকহিশ শাফি'ঈ (الإنابة فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল : তিনি ৪৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০৪]

---

২০২. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; আয্যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১; আশ্ শীরাযী, তবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

২০৩ . আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৮;* 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; *ইব্ন খাল্লিকান*, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৫, ৫৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আল খাজনাদী (মৃ. ৪৮৩ হিজরী) : محمد الخجندى

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আল-হাসন ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-খাজনাদী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী অন্যতম ফকীহ।

রচনাবলী : তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. রাওদাতুল মানাযিরি ওয়াযাওয়াহিরুদ দুরারি ফী নাকদি জাওয়াহিরিন নাযার (روضة المناظر وزواهر الدرر فى نقض جواهر النظر)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০৫]

মুহাম্মদ আত্‌-তুসী (৩৮৫-৪৬০ হিজরী) : محمد الطسى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন 'আলী আত্‌ তুসী একজন ফকীহ উসূলবিদ, গবেষক, মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর উপনাম– আবূ জা'ফর। তিনি ৩৮৫ হিজরীর রামাদান তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

১. আত্‌ তিবয়ানু ফী তাফসীরিল কুর'আন (التبيان فى تفسيرالقرآن)

২. তাহযীবুল আহকাম (تهذيب الأحكام)

৩. আন-নিহায়াতু ফী মুজাররাদিল ফিকহি ওয়াল ফাতাওয়া (النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৬০ হিজরীর মুহাররম মাসে ইন্তিকাল করেন।[২০৬]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ফূরক (মৃ. ৪০৬ হিজরী) : محمد بن فورك

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন ফূরক আল-আনসারী আল ইস্পাহানী ছিলেন একাধারে ফকীহ্‌, বক্তা, মুফাস্‌সির, উসূলবিদ ও সাহিত্যিক। তাঁর উপনাম– আবূ বকর।

রচনাবলী

---

২০৪ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

২০৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্‌ যাহায*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩২, ৯৫৬।

২০৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২; আয্‌ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খন্ড, পৃ. ২২৩; ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১২শ খন্ড, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. দাকাইকুল আসরার (دقائق الاسرار)

২. মাসফালুল আসার (مسفل الأثار)

৩. আসমাউ'র রিজাল (اسماء الرجال)

৪. তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن)

ইন্তিকাল

তিনি ৪০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০৭]

মুহাম্মদ আশ্‌ শাশী (৪২৯-৫০৭ হিজরী) : محمد الشاسى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আল হুসাইন ইব্‌ন 'উমর আশ্‌-শাশী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি 'মুস্‌তাযহারী' নামে পরিচিত। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ৪২৯ হিজরীর মহরম মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ইমাম আশ-শাশী বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আত তারগীব (الترغيب)   ২. আল 'উম্‌দাহ (العمده)

৩. আল মু'তামিদ (المعتمد)

ইন্তিকাল

ইমাম আশ-শামী ৫০৭ হিজরীর শাওয়াল মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২০৮]

যুহাইর আস্‌ সারাখনী (মৃ. ৪৫৪ হিজরী) : زهير السرخنى

যুহাইর ইবনুল হাসান ইব্‌ন 'আলী আস্‌ সারাখনী (আবূ নসর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি একাধারে ফকীহ্, কারী এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। কর্মজীবনে খুরাসান নগরীতে তিনি ফাতওয়া দান করতেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল আনবাউ' আনিল আম্বিয়া' 'আলায়হিমুস সালাম (الانباء عن الأنبياء عليهم السلام)

২০৭. আয্‌-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১তম খন্ড, পৃ. ৪৮; হাজী খালীফা, *কাশফুয্ যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০, ৪৩৯, ১১০৬, ১৯৬০; আল বাগদাদী, *ইদাহুল মাকনূন* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৮৯; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

২০৮. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩; আয্‌ যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২ শ খন্ড, পৃ. ৯২, ৯৩; ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল আ'ইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. কিতাবুন ফী তারীখিল খুলাফা (كتاب فى تاريخ الخلفاء)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৫৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২০৯]

সালামাহ আল মাকদাসী (মৃ. ৪৮০ হিজরী) : سلامة المقدسى

সালামাহ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন জাসাআ'হ আল মাকদাসী আদ-দারীর ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনাবলী

তিনি ফিকহী মাস'আলা-মাসা'ইলসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুল মিফতাহ লি ইবনিল কাস (شرح المفتاح لابن القاص)। এটি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে রচিত গ্রন্থ। ২. আল ওয়াসাইল ফী ফুরূকিল মাসাইল (الوسائل فى فروق المسائل)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৮০ সালে ইন্তিকাল করেন।[২১০]

সুলাইম আর-রাযী (মৃ. ৪৪৭ হিজরী) : سليم الرازى

সুলাইম ইবন আইয়্যুব ইব্‌ন সুলাইম আর-রাযী (আবুল ফাতাহ) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, উসূলবীদ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। প্রথম জীবনে তিনি 'ইলমু ন্নাহ্, 'ইলমুল লুগাত, তাফসীর ও হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে বাগদাদে সফর করেন এবং সেখানে 'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের উপর বিশেষভাবে গভীর অধ্যয়ন করেন। তিনি 'ইলমূল ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তাঁর শিক্ষাদানের প্রভাব সিরিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় বিস্তার লাভ করে।

রচনাবলী

তিনি 'ইলমূল ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল মুজাররাদ (المجرد)। এটি ৪ খণ্ড বিশিষ্ট। ২. আত তাকরীব (التقريب)

৩. আল কাফী (الكفى)। উপরোক্ত এ গ্রন্থগুলো মূলতঃ শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে লিখিত।

---

২০৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১, ২৯৩।

২১০ . আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬৯, ২০০৭-২০০৮; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. দিয়াউল কুলূব ফিত-তাফসীর (ضياء القلوب فى التفسير)

৫. গারা'ইবুল হাদীস (غرائب الحديث)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৪৭ সালে ইন্তিকাল করেন।[২১১]

হুসাইন ইবন শু'আইব (মৃ. ৪০৮ হিজরী) : حسين بن شعيب

আবূ 'আলী হুসাইন ইবন শু'আইব সানজী (র.) ছিলেন খোরাসানের ফকীহ্ শাফি'ঈ মাযহাবের তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম এবং গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হচ্ছেন ইরাকের ফকীহ্গণের ইমাম শেখ যমীরী হানাফী (র.) –এর সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে : ১. শারহুল মুখতাসার (شرح المختصر) ২. তালখীসু ইবনিল কা'স (تلخيص بن الكاس) ৩. ফুরূ' ইবনিল হাদ্দাদ (فروع بن الحداد)।

ইন্তিকাল

৪০৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। [২১২]

---

২১১. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৭৩. পূর্বোক্ত, ১২৯-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীগণ

(হিজরী পঞ্চম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীগণ

আল-হাসান আল 'উকবারী (৩৩৫-৪২৮ হিজরী) : الحسن العكبرى

আল হাসান ইব্‌ন শিহাব ইবনুল হাসান ইব্‌ন শিহাব আল 'উকবারী (আবূ 'আলী) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি হিজরী ৩৩৫ মতান্তরে ৩৩১ সালে 'উকবারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ফকীহ, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস, কারী, কবি এবং ব্যাকরণবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

'ইলমুল ফিক্‌হ, 'ইলমুল ফারাইদ এবং 'ইলমুন নাহুর উপর তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪২৮ সালের রজব মাসে 'উকবারা শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২১৩]

আল হাসান আল ফুক্কা'ঈ (মৃ. ৪২৮ হিজরী) : الحسن الفقاعى

আল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা (আবূ 'আব্দুল্লাহ) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি 'ইবন আল ফুক্কা'ঈ নামে পরিচিত। ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি উসূল বিষয়েও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ফাতওয়া দান এবং মুনাযারা করতেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।[২১৪]

তাঁর একটি আসর ছিল যেখানে তিনি ফিকহী বিষয় আলোচনা করতেন। ইমাম আবূ বকর আল খাতিবী তাঁর ছাত্র ছিলেন। 'ইলমুল উসূল বিষয়ে তাঁর কতিপয় রচনা ছিল।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪২৪ সালে ইন্তিকাল করেন।[২১৫]

'আলী ইব্‌ন জাদা (মৃ. ৪৬৮ হিজরী) : على بن جدا

---

২১৩. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০; ইবনুল ফাররা, তাবাকাতুল হানাবিলা, পৃ. ৩৭০-৩৭১; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।

২১৪. তিনি তাঁর উস্তাদ ইবন আহমাদের জামাতা ছিলেন।

দ্র. তাবাকাতুল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

২১৫. ইবনুল ফাররা, তাবাকাতুল হানাবিলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬; ইব্‌ন আবী ইয়া'লী, তাবাকাতুল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী ইব্ন আল হুসাইন ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-আকরাবী ছিলেন একজন ফকীহ্ ও উসূলবিদ। ইব্ন জাদা নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হাসান।

রচনা

উসূলল ফিক্হ এর উপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৬৮ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আহ্মাদ গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২১৬]

'আব্দুল খালিক আল হাশিমী (৪১১-৪৭০ হিজরী) : عبد الخالق الحاشمى

'আব্দুল খালিক আল হাশিমী ছিলেন ফকীহ ও বিভিন্ন মূখী জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ৪১১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন :

১. রু'উসুল মাসায়িল (رؤوس المسائل)
২. শারহুল মাযহাব (شرح المذهب)
৩. জুযউন' ফী আদাবিল ফিক্হ (جزء فى ادب الفقه)

ইন্তিকাল

'আব্দুল খালিক আল হাশিমী ৪৭০ হিজরীতে নিসাপুরে ইন্তিকাল করেন।

'আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদাসী (মৃ. ৪৮৬ হিজরী) : عبد الواحد المقدسى

'আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদাসী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ, বক্তা ও মুফাস্সির। তিনি হারান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী হিসেবে তিনি ফিক্হ চর্চা করতেন। তিনি বায়তুল মাকদাস ও দামেস্কের বিভিন্ন এলাকায় হাম্বলী মাযহাব প্রচার করেন।

রচনাবলী

ইমাম আল মাকদাসী একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. আল জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুরআন (الجواهر فى تفسير القرآن)।
২. আল-মুনতাখাব (المنتخب)
৩. আল ইদাহুল মাবহাজ (الإيضاح المبهج)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদাসী ৪৮৬ হিজরীর ১৮ই যিল হাজ্জ সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন।[২১৭]

---

২১৬ . ইবনুল ফারা, *ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; *আল সাফদী*, *আল-ওয়াফী*, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (৩৯৬-৪৮১ হিজরী) : عبد الله بن محمد

শাইখুল ইসলাম হাফিয আবূ ইসমা'ঈল 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ হারবী আল-আনসারী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৩৯৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী ছিলেন।

রচনাবলী

(১) কিতাবুল ফারুক (كتاب الفاروق) (২) কিতাবু যাম্মিল কালাম ওয়াল উহিল্লাহ (كتاب ذم الكلام والحله) (৩) কিতাবু মানাযিলুস্ সায়িরীন (كتاب منازل السائرين)।

ইন্তিকাল

৪৮১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২১৮]

আল মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সুফরাহ (মৃ. ৪৩৫ হিজরী) : المهلّب بن ابى صفرة

আল মুহাল্লাব ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসাইদ আল আসাদী আত্ তামীমী একজন সনামধন্য ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর উপনাম– আবুল কাসিম ইব্‌ন আবী সুফরাহ।

তিনি মুরিয়্যাহ এর অধিবাসী ছিলেন। আল মুহাল্লাব হাদীস বর্ণনা করেন আবু যার, আলী ইব্‌ন ফাহাদ ও 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ এর কাছ থেকে।

রচনাবলী

তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুল জামি'ইস্ সাহীহ আল বুখারী (شرح الجامع الصحيح البخارى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৩৫ সালে আল মুহাল্লাব ইন্তিকাল করেন।[২১৯]

ইয়া'কূব আল বারযাবীনী (মৃ. ৪৮৬ হিজরী) : يعقوب البرزبينى

ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল বারযাবীনী আল আকবারী আল হান্‌বালী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবু 'আলী।

---

২১৭. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১২; আয্‌-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; আস্ সাফদী, আল ওয়াফী, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৮২-৮৩; আল ফাররা, ত্বাবাকাত হানাবিলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১-৪০২; আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।

২২৬. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

২১৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; আস সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬তম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; হাজী খলীফা , কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ ছাড়াও উসূল, হাদীস শাস্ত্র ও ইলমুল কুর'আনের উপর তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাগদাদে তিনি ইলমুল ফিক্‌হ এর উপর শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানে তিনি কাযীর দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী : তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে : আত্-তা'লীকু ফিল ফিক্‌হ (التعليق فى الفقه)

ইন্তিকাল : হিজরী ৪৮৬ সালে বাগদাদে ইয়া'কূব আল বারযাবীনী ইন্তিকাল করেন।[২২০]

মুহাম্মদ আল বুরদানী (মৃ. ৪৯৬ হিজরী) : محمد البرداني

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান আল বুরদানী আল-বাগদাদী আল হাম্বলী ছিলেন একজন ফকীহ্।

রচনা : তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

ফাযীলাতুয যিকর ওয়াদ দু'আ (فضيلة الذكر والدعاء)

ইন্তিকাল : ৪৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২২১]

মুহাম্মদ আল-ফাররা' (৩৮০-৪৫৮ হিজরী) : محمد الفرّاء

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্‌ফ আল-ফাররা ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুহাদ্দিস, উসূলবিদ ও মুফাস্‌সির। তিনি ৩৮০ হিরজী মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি উসূলুল-ফিক্‌হ সহ বিভিন্ন ফিকহী মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. আল মু'তামাদু ফীল উসূল (المعتمد فى الأصول)

২. আহকামুল কুর'আন (احكام القرآن)

৩. আত্-তাবসিরাতু ফী ফুরু'ঈল ফিকহিল হানবালী (التبصرة فى فروع الفقه الحنبلى)

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫৮ হিজরীর ২০ শে রমযান মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২২২]

---

২২০ . আয্ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১; আল ফাররা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

২২১ . আল বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৩; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

২২২ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪; আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ১১তম খন্ড, পৃ. ১৬৮; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, ১ম খন্ড, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আল হুসাইরী (মৃ. ৫০০ হিজরী) : محمد الحصيرى

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আনুস ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আল হুসাইরী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তিনি ফিকহী মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

৫০০ হিজরীতে বুখারায় তিনি ইন্তিকাল করেন।[২২৩]

মানসূর আল হারাবী (মৃ. ৪৪০ হিজরী) : منصور الحروى

মানসূর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল হারাবী আল আযদী ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ফকীহী আ'দব ও কবি। বাগদাদ নগরীতে তিনি ফিকহী জ্ঞান হাসিল করেন। তিনি হিরাত নগরীর কাযীর দায়িত্ব, পালন করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. দিওয়ানুশ শি'র (دويان الشعر)
২. মানিয়্যাতুর রাজী বিওসা'ইলিল কাযী (منية الراجى بوسائل القاضى)

ইন্তিকাল :হিজরী ৪৪০ সালে মানসূর আল হারাবী ইন্তিকাল করেন।[২২৪]

---

২২৩ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪; ৬২৫; আয্ যারকালী, *আল আ'লাম*, ৬ষ্ট খন্ড, পৃ. ১৮৫; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

২২৪ . উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবে ফকীহগণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিক্হ চর্চা

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইজতিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইমামগণের প্রতি তাকলীদ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এ সময় ফকীহ্গণ ইজতিহাদের পরিবর্তে গ্রন্থাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পাশাপাশি ফিক্হ শিক্ষাদান, ছাত্র গঠন এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের মাস'য়ালার কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় ব্রত থাকেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ফকীহগণের মাযহাব ভিত্তিক তালিকা ও পরিচিতি প্রদান করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ 'আল-ইসবীজাবী (৪৫৪-৫৩৫ হিজরী) : علی بن محمد الاشبیجابی

'আলী ইবন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'আলী ইবন্ আহমাদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ ইসহাক আল- ইসবীজাবী আস্-সামারকান্দী বাহাউদ্দীন ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৪৫৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি শায়খুল ইসলাম ও বাহাউদ্দীন উপাধি এবং আসবীজাবী নিসবতেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[২] তাঁর সমকালীন হানাফী ফকীহ্গণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। হানাফী ফিক্হ এবং মাযহাব সম্প্রসারণে তিনি বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নিকট একটি বিরাট দল বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) ছিলেন অন্যতম।

রচনা : তাঁর প্রসিদ্ধ দু'খানা গ্রন্থ হচ্ছে, (১) শারহু মুখতাসারিত তাহাভী ফী ফুরু'ইল ফিকহিল হানাফী (شرح مختصر الطحاوى فى فروع الفقه الحنفى) এবং (২) শারহুল- মাব্সুত (شرح المبسوط)।[৩]

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৫৩৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

---

১. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫ ; খতীব আল-বাগদাদী, হাদীয়াতুল-'আরিফীন, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল-ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২), পৃ. ৬৯৭ ; তাশ কোবরা যাদাহ, মেফতাহুস-সা'আদাহ, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ১৩৮, ১৪৪ ; 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র), মুকাদ্দামাতুল-হিদায়াহ, পৃ. ২ ; আল-আ'লাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯।

২. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫ ; সৈয়দ মুশতাক 'আলী শাহ্ তা'আরুফে ফিক্হ, ৪র্থ খন্ড (লাহোর : মাকতাবাতু হানাফিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ২৩ ; আল্-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ ; 'আল ইসবিজাব' (الاسبیجاب) হচ্ছে সামারকান্দ এবং সায়রাম নামক শহরের মাঝখানে অবস্থিত একটি শহর। এ' সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশ্লেষটি প্রযোজ্য :

الإسبیجابی نسبة الى إسبیجاب بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الفارسية وسكون الياء المثناة التحتية وفتح الجيم بعده الف وبعده باء بلدة بين تاسكند وسيرام -

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৩. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫ ; সৈয়দ মুশতাক 'আলী শাহ্, তা'আরুফে ফিক্হ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৩ ; 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ (মিসরঃ মাতবাআতুস-সা'আদাত, ১ম সংস্করণ, ১৩২৪ হি.) পৃ. ১২৪; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বুরহানুদ্দীন 'আলী ইবন আবী বকর আল-মারগিনানী (র), জীবন ও কর্ম (রাজশাহী : রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ২৯তম খণ্ড, প্রকাশকাল- ২০০১), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল-লায়স আহমাদ (মৃ. ৫৫২ হিজরী) : ابوليث احمد

আহমদ ইব্ন আবী হাফস 'ওমার আন-নাসাফী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর কুনিয়াত-আবুল লাইস, তবে আন-নাসাফী নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি পিতার নিকট হতে 'ইলমুল হাদীস এবং ফিক্হ শিক্ষা করেন। তিনি দু'বছর বাগদাদে কাটান। হজ্জ থেকে ফিরে তিনি ৫৫১ হিজরীতে বুখারা যান।

ইন্তিকাল

বুসতাম শহরের পার্শ্বে কূফ (كوف) নামক পল্লীতে তিনি ৫৫২ হিজরীর ২৭শে জমাদিউল-উলা সোমবার আতায়ীর হাতে শহীদ হন। অন্য একটি বর্ণনায় তাঁর মৃত্যু সন ৫৫৩ হিজরী বলা হয়েছে।[৪]

আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ (৪৭০-৫৪৬ হিজরী) : ابو الفتح محمد

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দির রহমান ছিলেন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর কুনিয়াত-আবূ 'আব্দিল্লাহ ও আবুল-ফাতহ। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ। হিজরী ৪৭০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাহিদুল বুখারী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রধান ওস্তাদ হলেন– আবু নাসর আহমাদ ইব্ন 'আব্দির রহমান আর-রাগদমূনী (র)। তিনি মারগীনানী (র)-এর শিক্ষাগুরু ছিলেন।[৫] বুখারার অধিবাসীদের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত মুফাসসির, মুফতী, উসূলবিদ, কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাফসীরুল কুরআন নামক তিনি একখানা তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া মাহাসিনুল ইসলাম (محاسن الاسلام) নামে আরেকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) তাঁর নিকটেই জামি' আল-বুখারী অধিকাংশ অধ্যয়ন করেন।[৬]

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৪৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

'আব্দুল খালিক আদ্-দিমাস্কী (মৃ. ৫৮৩ হিজরী) : عبد الخالق الدشقى

'আব্দুল খালিক আদ্-দিমাস্কী ছিলেন একাধারে হাফিজ, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক ও ফকীহ।

---

৪. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃঃ ২৯; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৫. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়াহ, পৃঃ ১৭৬; ইবন্ খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড (কুমঃ মুনসুর আয়্-রাযী, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৪ হিঃ), পৃঃ ৫২০। খায়রুদ্দীন যিরাকলী বলেন, هو محمد بن عبد الرحمن بن احمد, أبو عبد الله البخارى, علاء الدين الملقب بزاهد - দ্র. আল-আলাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯১।

৬. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃঃ ১৭৬; আল-আ'লাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯১; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল ইন্তিসারু ইমামি আয়িম্মাতিল আমসার (الانتصار إمام أئمة الأمصار)।

২. আল-মুরশিদ ফিল ফিক্হ (المرشد فى الفقه)।

৩. মু'জামুশ-শুয়ুখ معجم الشيوخ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৮৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[৭]

'আবদুর রহমান আল-কিরমানী (৪৫৭-৫৪৩ হিজরী) : عبد الرحمن الكرمانى

আবুল ফযল 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কিরমানী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর প্রকৃত নাম রুকনুদ্দীন, উপনাম– আবুল ফযল, ৪৫৭ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি কিরমানে[৮] জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফখরুল কুদাত মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ইবসা বন্দী (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি 'ইলমুল ফিক্হ তথা দ্বীনি 'ইল্ম প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত থাকতেন। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি বহু গ্রন্থ ও রচনা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট শিক্ষা অর্জন করতেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন :

১. 'আব্দুল গফূর ইব্‌ন লুকমান আল কারদারী (র.)

২. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আস সামারকান্দী

৩. বদরুদ্দীন 'উমর ইবন 'আব্দিল কারীম আল বুখারী (র.)।[৯]

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. শারহুল জামি'ইল কাবির লিশ্ শাইবাণী (شرح الجامع الكبير للشيبنى)

২. আল-ইযাহ (الإيضاح)। এটি তাঁর তাজরীদ গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশেষ, যা তিন খন্ডে রচিত।

৩. আত্ তাজরীদ ফিল ফিক্হ (التجريد فى الفقه)।

উপরোক্ত সবগুলো গ্রন্থই ফিক্হে হানাফীর গ্রন্থাবলী।

ইন্তিকাল

---

৭. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৮. কিরমানী শব্দের বিশ্লেষণে সাম'আনী বলেন,

ان الكرمانى نسبة الى كرمان بكسر الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء المهملة فى اخره نون نسبة الى بلدان شتى يقال لجميعها كرمان ـ وقيل بفتح الكاف وهو الصحيح غير انه اشتهر بالكسر ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৯. দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুর রহমান আল-কিরমানী হিজরী ৫৪৩ সালের যিল-ক্বা'আদাহ মাসে ইন্তিকাল করেন। [১০]

'আব্দুর রাশীদ আল্-ওয়াল ওয়ালিজী (৪৬৭-৫৪০ হিজরী) : عبد الرشيد الوالوالجى

'আব্দুর রাশীদ আল্ ওয়ালওয়ালিজী ছিলেন হানাফীপন্থী একজন ফকীহ্। ৪৬৭ হিজরীতে বাদাখসান ওয়ালওয়ালিজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে : 'আব্দুর রাশীদ ইবন আবী হানীফা ইবন 'আব্দুর রায্যাক আবুল ফাতাহ যহীরুদ্দীন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী শ্রদ্ধা ভাজন ইমাম।[১১] তিনি বলখের ইমাম আবূ বকর আল কাযযায মুহাম্মদ ইবন 'আলী এবং 'আলী ইবনু হাসান আল বুরহান আল বালখী (র.) এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বলখ্ দেশে ফিক্হ চর্চা করেন। তাঁর ফাতওয়া আল ওয়াল ওয়ালিজিয়া নামে পরিচিত। এ ছাড়াও তিনি খাযানাতুর রিওয়ায়াত নামে অপর একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রশীদ আল্-ওয়াল ওয়ালিজী হিজরী ৫৪০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২]

'আব্দুল আযীয আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৩ হিজরী) : عبد العزيز النسفى

'আব্দুল 'আযীয আন-নাসাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে : 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'উসমান ইবন ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফদল ইবন জা'ফর ইবন রিযা' আল কাযী আন নাসাফী। তিনি বুরহানুদ্দীন আল কাবীর 'আব্দুল 'আযীয থেকে শিক্ষা লাভ করেন।[১৩] তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। বুখারায় তিনি ফিক্হ চর্চা করেন এবং খোরাসানের কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২; আব্দুল হাই লাক্লৌনভী (র.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী বলেও উল্লেখ করেন। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

১১. আল ওয়াল ওয়ালিজী হচ্ছে– বাদাখসান দেশের অন্তর্গত একটি শহর। আল-ওয়াল ওয়ালিজী (الولوالجى) এর বিশ্লেষণে 'আব্দুল হাই লাক্লৌভী বলেন,

الولوالجى بفتح الواو وسكون الام ثم الوا والمفتوحة ثم الالف ثم لام مكسورة ثم جيم نسبة الى ولوا الج مدينة ببد خشان -

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্লৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৪।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

১৩. তাঁর শিক্ষা সনদ হচ্ছে– তিনি বুরহানুদ্দীন আল কাবীর 'আব্দুল আযীয (র.) থেকে, তিনি ইমাম সারাখসী (র.) থেকে, তিনি ইমাম হালওয়ানী (র.) থেকে শিক্ষা লাভ করেন। যেমন 'আব্দুল হাই লাক্লৌভী (র.) বলেন,

تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز عن السرخسى عن الحلوانى -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের নীতিমালা অনুসরণে ফিকহী মাস'আলা এবং উসূলুল ফিক্হসহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল-মুনকিয মিনায যুলাল ফি মাসা'ইলিল জাদাল (المنقذ من الزلل فى مسائل الجدل)।
২. কিফায়াতুল ফুসূল ফিল উসূল ওয়াল ফুসূল (كفاية الفصول فى الأصول الفصول)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল 'আযীয আন-নাসাফী হিজরী ৫৩৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৪]

'আব্দুল করিম আদ্-দীনারী (৫১৭-৫৯০ হিজরী) : عبد الكريم الدينارى

'আব্দুল কারিম আদ-দীনারী[১৫] ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্।[১৬] তিনি ৫১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো–

ফাতাওয়া আদ্-দীনারী (فتاوى الدينارى)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল কারিম আদ-দিনারী ৫৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭]

'আব্দুল মাজীদ আল হারাবী (মৃ. ৫৩৭ হিজরী) : عبد المجيد الهروى

'আব্দুল মাজীদ আল হারাবী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ। তাঁর পূর্ণনাম হচ্ছে : 'আব্দুল মাজীদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মদ আবূ সা'ফ আল কায়াসী আল-হারাবী।

---

১৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২। কেউ কেউ তার মৃত্যু ৫৬৩ বলে উল্লেখ করেন। দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৮।

১৫. দীনার (دينار) এর পরিচয় হচ্ছে–

الدينار بكسر الدال قرية بالقرب من استراباد ـ

দীনার স্থানটি হচ্ছে ইস্তিরাবাদ এর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। উক্ত 'আব্দুল কারীম এবং আবুল ফাতাহ 'আব্দুল জাব্বার ইবন আহমাদ প্রমুখ এ গ্রামের অধিবাসী।

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৬ তাঁর নাম নসব নামা হচ্ছে–

عبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس ابو نصر علاء الدين الدنيارى ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৭ . মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

উসূলবিদ হিসেবেও তিনি ছিলেন খ্যাত। কর্ম জীবনে তিনি রোমে বিচারক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মাওয়ারাউন নাহারের প্রখ্যাত একদল 'আলিমের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.)। তিনি বাগদাদ, বসরা, হামাদান, রোম ইত্যাদি শহরে 'ইলমে-দ্বীন শিক্ষা দান করেন। তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন তাঁরই পুত্র ইসমা'ঈল এবং আহমাদ।

রচনাবলী

ফিকহ, উসূল ও ইতিহাসে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

আল আশরাফ 'আলা গাওয়ামিদিল হুকুমাত (لاشراف على غوامض الحكومات)

ইন্তিকাল

'আব্দুল মাজীদ আল হারাবী ৫৩৭ হিজরীতে কিসারিয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৮]

'আলী আল মারগিনানী (মৃ. ৫০৬ হিজরী) : على المرغيناني

'আলী ইব্ন 'আবদিল আযীয ইব্ন আবদির রাজ্জাক আল মারগীনানী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে- যহীর উদ্দীন আল কাবীর। তিনি তাঁর পিতা আব্দুল 'আযীয, 'আলী আস সায়্যিদ আবূ সুজা' 'আলী বুরহানুদ্দীন আল কাবীর প্রমূখ 'আলিমগণের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ফখরুদ্দীন কাযী খান (র.)-এর উস্তাদ ছিলেন।[১৯]

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল ফাতাওয়া (الفتاوى)

২. আল ফাওয়াইদ (الفوائد)

৩. মানাকিব আল-ইমাম আ'যম (مناقب الأمام الأعظم)

ইন্তিকাল

'আলী আল মারগীনানী ৫০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০]

---

১৮. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২; 'উমর রিযা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

১৯. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

২০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; হাজী খলীফা, কাশ্ফুয যুনুন, পৃ. ১৩৭, ১২৯৮; আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, ৬৯৪, ৬৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর আল কাসানী (৫৮৭ হিজরী) : ابو بكر الكاسانى

আবূ বকর ইব্ন মাস'উদ ইব্ন আহমাদ আল কাসানী ('আলাউদ্দীন) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি তুর্কিস্তানের কাসান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হানাফী ফিক্হ চর্চা ও প্রসারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। 'উসূলুল ফিক্হ বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আলাউদ্দীন মুহাম্মদ আস সামারকান্দী (র.)
২. আবুল ইয়াসার আল বাযদাবী (র.)
৩. আবুল মুঈন মায়মূন আল মাকহূলী (র.)
৪. মাযদুল আয়িম্মাহ আস সারখফী (র.) প্রমূখ।[২১]

তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন–

১. মাহমূদ ইবন মাস'উদ (স্বীয় পুত্র) (র.)
২. আহমাদ ইবন মাহমূদ (র.)

রচনাবলী

'ফিক্হ' শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আস্ সুলতানুল মুবীন ফী উসূলিদ্দীন (السلطان المبين فى أصول الدين)
২. বাদায়ি'উস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারা'ঈ (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع)
৩. কিতাবুন জালীল (كتاب الجليل)[২২]

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৮৭ সালে হালব নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা এর পাশেই দাফন করা হয়।[২৩]

---

২১. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২২. ইমাম আবূ বকর আল কাসানী কবিতার প্রতিও আসক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতার মধ্য থেকে একটি স্তবক নিম্নে প্রদত্ত হলো :

سبقت العالمين الى المعالى ـ بصائب فكرة وعلو همه
ولاح بحكمتى نورالهدى فى ـ ليالى بالضلا لة مدهمة
يريد الجاهلون ليطفؤه ـ ويأبى الله إلا أن يتمة ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল হাসান কাযী খান (মৃ. ৫৯২ হিজরী) : الحسن قاضى خان

আল হাসান ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয আল আও য়াজান্দী[২৪] আল ফারগানী আল হানাফী (ফখরুদ্দীন, আবুল মাফাখির) ছিলেন একজন মুজতাহিদ ফকীহ্।[২৫] তিনি 'কাযীখান' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ফিল মাসাইল-এর অন্তর্ভূক্ত। উসূলী ও ফুরু'ঈ মাসাইল এবং কুর'আন ও হাদীসের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অর্থ এবং নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনে তিনি ছিলেন অসাধারণ ও পারদর্শী। মাযহাবগত দিক থেকে তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।[২৬]

তিনি তৎকালীন বিখ্যাত 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষাকগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন :

১. যহীরুদ্দীন আল হাসান ইবন 'আলী আল মারগিনানী
২. মাহমূদ ইবন 'আব্দুল 'আযীয প্রমুখ।

অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হচ্ছে–

১. জামাল উদ্দীন আবুল হামিদ
২. শাসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ আল কারদারী
৩. ইউসুফ আল খাসী প্রমুখ্য।[২৭]

রচনাবলী

ইমাম কাযী খান একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। বিশেষভাবে হানাফী মাযহাবের সমর্থনে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

২৩. তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৬; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২৪. আওযাজান্দী : এটি ফাগানাহ শহরে নিকটস্থ ইস্পহান নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি শহরের নাম।
দ্র. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬, ইবন 'আবিদীন, শারহু উকূদি রাসমিল মুফতী, পৃ. ৫৪।

২৫. তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :
كان إما ما كبيرًا وبحرا عميقا غو اما فى المعانى الد قيقة مجتهدا فهامة ـ
দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

২৬. কাসিম ইবন কাতলুবাগা তাঁর সম্পর্কে বলেন,
مايصححه قاضى خان مقدم على تصحيح غيره لانه فقيه النفس ـ
দ্র. আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

২৭. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১. আল ফাতাওয়া (الفتاوى)। এটি ৪খণ্ডে রচিত। গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে অধিক সমাদৃত।[২৮]

৩. আল মুহাদির (المحاضر)।

৪. শারহু আদাবিল কাদী লিল খাসসাফ (شرح ادب القاضى للخصاف)

৫. শারহুয্ যিয়াদাত লিশ শাইবানী (شرح الزيادات للشيبانى)

৫. শারহুল জামিয়ি'স সাগীর লিশ শাইবানী ফী ফুরু'ইল ফিকহিল হানাফী (شرح الجامع الصغير للشيبانى فى فروع الفقه الحنفى)

৬. কিতাবুল আমালী (كتاب الامالى)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৯২ হিজরীতে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।[২৯]

আহমাদ আত্-তামারতাশী (মৃ. ৬০০ হিজরী) : أحمد التمرتاشى

আহমাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইদগিমাশ আত-তামারতাশী আল খাওয়ারযিমী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট মুফতী ও ফকীহ্। তাঁর মুল নাম হচ্ছে : যহীর উদ্দীন এবং উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি খাওয়ারযিমী শহরের মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. শারহু জামি'ইস সাগীর (شرح جامع الصغير)

২. কিতাবুত তারাবীহ (كتاب التراويح)

ইন্তিকাল

হিজরী ৬০০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩০]

---

২৮. এটি ফাতওয়ায়ে কাযী খান (فتاوى قاضى خان) হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তটি লক্ষ্যনীয় : هى مشهورة مقبولة معمول بها متدا ولة بين ايدى العلماء والفقهاء وكانت هى قصب عين من تعذر للحكم والافتاء -

দ্র. উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

২৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইবন 'আবিদীন, শারহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, পৃ. ৫৪। ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮; আল কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদীআ'হ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-২০৬; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, পৃ. ৪৭, ১৬৫, ৫৬২; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আলফাসী, আলী ফকরুস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

৩০ . হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২১, ১২৪৬, ১৪০৩; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল বালখী (ম. ৫৫৩ হিজরী) : أحمد البلخى

আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয (আবূ বকর) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি 'আয যাহীর আল বালখী' নামে পরিচিত।[৩১] 'ইলমুল ফিক্‌হ এর পাশাাশি তিনি উসূল বিষয়েও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বাহাউদ্দীন আল মারগীনানী (র.) এবং মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল ইসবিজাবী (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'মারাগাতে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে হালব এবং দামেস্কে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী ছিলেন।[৩২]

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের মূলনীতির আলোকে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুল জামি'ইস সাগীর লি মুহাম্মদ ইবনিল হাসান আশ শাইবানী ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল হানাফী (شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيبانى فى فروع الفقه الحنفى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৫৩ সালে 'হালব' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

আল-কাসিম আয যায়নাবী (৫২৯-৫৬৩ হিজরী) : القاسم الزّينبى

আল-কাসিম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী আল-হাশিমী আয-যায়নাবী আল-হানাফী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ৫২৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণে মাসআ'লা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

রিসালাতুন ফী আহকামিস-সাইদি (رسالة فى أحكام الصيد)

---

৩১. তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ্যনীয় :

احمد بن على بن عبد العزيز أبو بكر المعروف بالظهير البلخى امام فاضل فى الفروع والاصول وعالم كامل فى المعقول والمنقول ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩২. তাঁর শিক্ষা সনদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ্যণীয় :

اخذ العلم عن عمر نسفى عن صدر الاسلام أبى ليسر محمد البزدوى عن أبى يعقوب يوسف السيارى عن ابى إسحاق النوقدى أبى جعفر الهندوانى عن أبى بكر الاعمش عن أبى بكر الاسكاف عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان الجورجان محمد وتفقه أيضا على بها الدين المرغينانى محمد بن احمد الاسبيجابي ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

আল-যায়নাবী (র.) ৫৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

আহমাদ আস্-সামারকান্দী (মৃ. ৫২২ হিজরী) : أحمد السمرقندي

আহমাদ ইব্‌ন 'উমর আস-সামারকান্দী (আবুল লাইস) ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি প্রথমে হজ্জব্রত পালন করেন। অতপর সেখান থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। অসংখ্যা লোক তাঁর কাছ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৫২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৫]

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৫২২ হিজরী) : أحمد بن محمد

আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন হানাফীপন্থী ফকীহ্।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. খাযানাতুল ফাতাওয়া (خزانة الفتاوى)
২. গারা'ইবুল মাসা'ইল (غرائب المسائل)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫২২ সালে ইন্তিকাল করেন।[৩৬]

আহমাদ আল 'আত্তাবী (মৃ. ৫৮৬ হিজরী) : أحمد العتابي

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর আল 'আত্তাবী (যাহিদুদ্দীন) ছিলেন হানাফীপন্থী বিশিষ্ট ফকীহ। তাফসীর শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[৩৭]

---

৩৪ . আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মদীয়্যাহ,* ১ম খন্ড, পৃ.৪১৯ ; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন,* ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭; ইব্‌ন কুতলুবাগা, *তাজুত্ তারাজিম,* পৃ. ৩৭, ৩৮।

৩৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; ইবন তাগরিবারদী, *আন নুজূমুয যাহিরাহ,* ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

৩৬ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩, ১১৯৭; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

৩৭. কেউ কেউ তাঁর ইন্তিকাল ৫৮২ বলেও উল্লেখ করেছেন। দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে–

১. কিতাবু জাওয়ামি'ইল ফিক্হ (كتاب جوامع الفقه)। এটি আল ফাতাওয়াল 'আত্তাবিয়্যাহ (الفتاوى العتابية) নামেই পরিচিত। এটি চার খণ্ডে রচিত।

২. তাফসীরুল কুর্আন (تفسير القرآن)

৩. শারহুল জামি'ইল কাবীর (شرح الجامع الكبير)

৪. শারহুল জামি'ইস সাগীর (شرح الجامع الصغير)

৫. শারহুয যিয়াদাত (شرح الزيادات) এটি একটি বিশ্লেষনাত্মক বিরল গ্রন্থ।

১. জাওয়ামি'উল ফিক্হ (جوامع الفقه)। এটি আল ফাতাওয়া আল'আত্তাবিয়্যাহ (الفتاوى العتابية) নামে পরিচিত।

উপরোক্ত ফিকহী গ্রন্থসমূহ মূলতঃ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানী রচিত গ্রন্থ সমূহের অনুসরনে লিখা হয়েছে যা' হানাফী মাযহাবেরই সমর্থনে লিখিত।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৮৬ সালে বুখারায় ইন্তিকাল করেন।[৩৮]

আল হুসাইন আন নাজ্ম (মৃ. ৫৮০ হিজরী) : الحسين النجم

আল হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আস'আদ ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তিনি আন নাজ্ম (النجم) নামে পরিচিত। তিনি হালব এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে জীবনপাত করেন।

রচনাবলী

ইমাম আন-নাজম হানাফী মাযহাবের অনুসরণে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহুল জামি'ইস সাগীর লি মুহাম্মদ ইবনিল হাসান আশ-শাইবানী (شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني)

২. আল ওয়াকি'আত (الواقعات)। উপরোক্ত দুটি গ্রন্থই হানাফী মাসআলা সংক্রান্ত

৩. আল ফাতাওয়া (الفتاوى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৮০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৯]

---

৩৮. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩,৫৬১।

Dhaka University Institutional Repository

আল মুওয়াফ্‌ফাক্‌ আল মাক্কী (মৃ. ৫৬৭ হিজরী) : الموفق المكى

আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী আল খাওয়ারিযমী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবুল মু'ঈদ।

'ইলমুল ফিক্‌হ ও 'ইলমুল আদাবে তার সমান দক্ষতা ছিল। এছাড়াও তিনি একজন বিখ্যাত বক্তা ও কবি ছিলেন। তিনি খাওয়ারিযমীর ইমাম যামাখশারীর (র.) কাছ থেকে 'আরবী ভাষা রপ্ত করেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন।

রচনাবলী

তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবন চরিতসহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে–

১. মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা (مناقب الإمام أبى حنيفة)।

২. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৬৭ সালে আল মুওয়াফ্‌ফাক ইন্তিকাল করেন।[৪০]

আল হাসান আল মারগিনানী (মৃ. ৬০০ হিজরী) : الحسن المرغينانى

আল হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আব্দুল আযীয আল মারগিনানী (আবুল মাহাসিন) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্‌। তাঁর মূল নাম যহীর উদ্দীন। তিনি বুরহানুদ্দীন আল কাবীর ইব্‌ন 'উমর, শামসুল আয়িম্মাহ মাহমুদ, যাকিউদ্দীন আল খাতীব প্রমূখ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :ইস্তিখারুদ্দীন (আল-খুলাসা গ্রন্থের প্রণেতা), যহীরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ (ফাতাওয়া যাহরিয়্যাহ গ্রন্থের প্রণেতা) এবং ফখরুদ্দীন আল হাসান প্রমুখ।[৪১]

রচনা

তিনি ফাতওয়া সংক্রান্ত একটি সংকলন তৈরী করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬০০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪২]

---

৩৯. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ৬২, ১২৩০।

৪০. হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৪১. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৪২. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৬; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ ইবনুন্‌ নাহভী (৪৩৩-৫১৩ হিজরী) : يوسف بن النحوى

ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আত-তাওযারী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইবনুন নাহভী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল ফযল।

৪৩৩ হিজরী সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিক্‌হ ও কালাম শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইবনুন নাহভী তালামসান নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর আদি পুরুষের আবাস ছিল তুযার। সাজলামাসা নামক স্থানে পরবর্তীতে তিনি বসবাস করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল কাসীদাতুল মুনফারিজাহ (القصيد المنفرجة)।

ইন্তিকাল

ইউসুফ ইবনুন নাহভী হিজরী ৫১৩ সালের মুহাররাম মাসে ইন্তিকাল করেন।[৪৩]

ইয়াহইয়া ইবনুল মুযাফ্‌ফার (৫৩৬-৬২৫ হিজরী) : يحيى بن المظفر

ইয়াহইয়া ইবনুল মুযাফফার ইবনুল হাসান ইব্‌ন বারাকাহ্‌ ইব্‌ন মুহাররায আল বাগদাদী আল হানাফী হিজরী ৫৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল মুযাফফার আসহাবে রায়-এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

রচনা: তিনি বেশ কিছু গদ্য ও পদ্য রচনা করেন।

ইন্তিকাল : হিজরী ৬২৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[88]

'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-বালখী আল-বিস্তামী (৪৭৫-৫৭০ হিজরী) : عمربن محمد البلخى البستامى

'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ। তিনি হিজরী ৪৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি হচ্ছে- যিয়াউল্‌-ইখলাস। তিনি একাধারে আদীব, কবি, হাফিযে হাদীস, ফকীহ ও মুফাসসির ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ ইরানের খোরাসান প্রদেশের বিস্তাম শহর হতে আফগানিস্তানের বলখ শহরে আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪৫] আস্‌-সাম'আনী (র)-এর বর্ণনা মতে, শায়খ 'উমর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য

---

৪৩ . হাজী খালীফা, কাশফুয্‌ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

৪৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩১; আয যিরাকলী, আল-আ'লাম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৮।

৪৫. 'আব্দুল করীম আস্‌-সাম'আনী, কিতাবুল-আনসাব (লাইডেন : ই, জি, বিরল, ১৯১২ আল-বিস্তামী শিরোনাম), আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পৃঃ ১৫০ ; খায়রুদ্দীন যিরাকলী বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময় মার্ভ, হিরাত, বুখারা ও সমরকান্দ শহরে অবস্থান করেন। জীবনী লেখকগণ হাদীস তাফসী, ফিকহ্ এবং 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর জ্ঞানের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। কবি হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি পবিত্র কুর'আনের হাফিযও ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবেত্তা 'আল্লামা তাজুল ইসলাম 'আব্দুল কারীম আস্-সাম'আনী (র.) (মৃঃ ৫৬২/১১৬৭) তাঁর নিকট দীর্ঘকাল হাদীস অধ্যয়ন করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতনামা শারগিদগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন ফিকহুল হানাফিয়্যাহ-এর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'হর গ্রন্থকার বুরহানুদ্দীন "আল মারগীনানী (র)।[৪৬]

ইন্তিকাল

ইমাম আল-বিস্তামী ৫৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

'উসমান আল-ফাদলী (মৃ. ৫০৮ হিজরী) : عثمان الفضلى

'উসমান আল-কাদলী ছিলেন হানাফী মাযহাবের সমর্থক একজন ফকীহ।

রচনা

তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো : ফাতওয়া (فتوى)।

ইন্তিকাল

'উসমান আল-ফাদলী ৫০৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৭]

কাওয়ামুদ্দীন আহমাদ আল-বুখারী (৪৭২-৫৫৬ হিজরী) : قوام الدين احمد البخارى

আহমাদ ইবন 'আব্দির রশীদ ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর উপাধি-কাওয়ামুদ্দীন, নিসবাতী নাম বুখারী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। হিজরী ৪৭২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা 'আব্দুর রশীদ এর নিকট হতে 'ইলম হাসিল করেন। তাঁর নিকট হতে শিক্ষা অর্জন কারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন, নিজ পুত্র (صاحب الخلاصة) এবং বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)। বুরহানুদ্দীন মারগীনান (র.) তাঁর নিকট হতে একটি ফযিলাতের হাদীসও বর্ণনা করেছেন।[৪৮] হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ

عمر بن محمد بن عبد الله أبو شجاع البسطامى البلخى : أديب, شاعر, من حفاظ الحديث ـ له لقاطات العقول و من ألف العزلة ـ দ্র. আল-আলাম, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

৪৬. 'আব্দুল করীম আস্-সাম'আনী, কিতাবুল-আনসাব (আল-বিস্তামী শিরোনাম), আল্-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃ. ১৫০; মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪৭ . আল বাগদাদী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৩।

৪৮. মূল হাদীস : ـ ما من شيئ بدئ يوم الاربعاء إلا تم 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন,

وروى عنه صاحب الهداية بسنده الى رسول الله وعلى اله وسلم انه قال : مامن شيئ بدى يوم الاربعاء الاتم ـ

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, বুধবারে যে কাজই আরম্ভ করা হয় উহা পূর্ণতা লাভ করে।" মারগীনানী (র.) এজন্যেই দারস দান এবং গ্রন্থ রচনার কাজ বুধাবারে শুরু করতেন। তাঁর (শায়খ্ কাওয়ামুদ্দীন) রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানার নাম-'শারহুল জামি'ইস্ সাগীর (شرح الجامع الصغير)।[৪৯]

ইন্তিকাল তিনি হিজরী ৫৫৬ সালে ইন্তিকাল করেন।

তাহির আল বুখারী (৪৮২-৫৪২ হিজরী) : طاهر البخاري

তাহির ইবন আহমাদ ইবন 'আব্দুর রাশীদ ইবনুল হুসাইন আল বুখারী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুজতাহিদ।[৫০] তাঁর প্রকৃত নাম ইফতিখারুদ্দীন তিনি ৪৮২ হিজরীতে বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন :

১. আহমদ ইবন 'আব্দুর রশীদ (র.)
২. হাম্মাদ ইবন ইব্রাহীন (র.)
৩. জহীরুদ্দীন আল হাসান (র.)
৪. কাযীখান হাসান ইবন মানসুল (র.) প্রমূখ।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে-

১. খুলাসাতুল ফাতাওয়া (خلاصة الفتاوى)। এটি একটি গ্রহণযোগ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি ফাতওয়া ও মাসাইল-এর অধ্যায় ভিত্তিক রচিত।
২. খাযানাতুল ওয়াকি'আত (خزانة الواقعات)
৩. নিসাবুল ফকীহ্ (نصاب الفقيه)
৪. আন নিসাব (النصاب)। উপরোক্ত গ্রন্থগুলো 'আলিম সমাজে অধিক সমাদৃত।
৫. খাযানাতুল ফাতওয়া (خزانة الفتاوى)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৫৪২ সালের জমাদিউল উলা মাসে সাবখাসে ইন্তিকাল করেন।[৫১]

---

৪৯. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৫০. তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

أنه كان عديم النظير فى زمانه, فريد ائمة الدهر شيخ الحنيفة بما وراء النهر ـ

দ্র. ইবন 'আবিদীন, শায়হু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৮, ইবন কামাল পাশা আররুমী তাঁকে 'মুজতাহিদ ফিল সামাইল'-এর অন্তর্ভুক্তি বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত স্তবকটি লক্ষ্যণীয় :

ذكره المولى إبن كمال باشا الرومى من طبقة المجتهدين فى المسائل الذين يقدرون على الاجتهاد فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب ولايقدرون على مخالفته فى الفروع والاصول ـ

দ্র. ইবন 'আবিদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাহির আল-বুরহানী (মৃ. ৫০৪ হিজরী) : طاهر البرهانى

তাহির আল বুরহানী হানাফী মাযহাব পন্থী একজন ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম- তাহির ইবন সাদরুল ইসলাম ইবন বুহারন উদ্দীন মাহমূদ ইবন তাজুদ্দীন। তিনি তাঁর পিতা এবং চাচা হিসাম উদ্দীন 'উমর (সাদরুশ শাহীদ) থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে :

১. ফাতাওয়া (فتاوى)।

২. আল ফাওয়াইদ (الفوائد)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫০৪ সালে ইন্তিকাল করেন।[৫২]

নাসির আল খাওয়াব্বী (মৃ. ৫০৭ হিজরী) : ناصر الخوابى

নাসির ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বকর আল খাওয়াব্বী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল কাসিম।

ইসলামী 'আইন শাস্ত্র, 'আরবী সাহিত্য, 'আরবী ব্যাকরণ ও হাদীসসহ যাবতীয় বিষয়ে তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি আযারবাইযানের অধিবাসী ছিলেন। নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য তিনি কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুল লাম্'ই' লিইবনে জানী ফিন নাহবি (شرح اللمع لابن جنى فى النحو)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫০৭ সালে নাসির আল খাওয়াব্বী করেন।[৫৩]

---

৫১ . 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; মু'জামুল মু'আল্লিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল আস সা'লাবী আল ফাসী, আল ফিকরুস-সামী ২য় খণ্ড, (মদিনা মুনাওয়ারাহ : আল মাকতাবুল ইসলামিয়্যাহ) পৃ. ১৮১।

৫২ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
তাঁর সম্পর্কে 'আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর মন্তব্য লক্ষ্যণীয় :
كان من اعيان الفقهاء الحنفية له اليد الطولى فى الفروع والاصول ومشاركة تامة فى المعقول والمنقول ـ
দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

৫৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৭; আস্ সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

নাসির আল ইস্‌বাহানী (ম.৪৫০ হিজরী) : ناصر الأصبهانى

নাসির খসরু আল ইসবাহানী আল কাবাদিয়ানী আল মারওয়াযী ছিলেন হানাফীপন্থী একজন ফকীহ। তিনি প্রখর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান ছিল।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৫০ সালে নাসির আল ইসবাহানী ইন্তিকাল করেন।[৫৪]

নাসির আস্‌-সারাখসী (মৃ. ৫১৪ হিজরী) : ناصر السرخسى

নাসির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবূ 'আয়ায ইব্‌ন খুযাইমা আল 'আয়াযী আস সারাখসী একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল ফাত্‌হ।

ফিকাহ শাস্ত্র ছাড়াও হাদীস শাস্ত্র ও 'আরবী সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। সারাখান নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে তিনি খোরাসানের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন।

ইন্তিকাল

ইমাম সারাখসী হিজরী ৫১৪ সালে সারাখস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৫৫]

নাজমুদ্দীন আন্‌-নাসাফী (৪৬১-৫৩৭ হিজরী) : نجم الدين النسفى

'উমার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইবন ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন লুকমান আন-নাসাফী আস্‌-সামরকান্দী নাজমুদ্দীন আবূ হাফস মুফ্‌তীউস-সাকালাইন[৫৬] ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, হাফিয, মুতাকাল্লিম, উসূলবিদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, নাহুবিদ ভাষাতত্ত্ববিদ[৫৭] তিনি মাওয়ারা-উন নাহার (ما وراء النهر)-এর নাসাফ নামক স্থানে ৪৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছেন- ইমাম সাদরুল ইসলাম আবুল-যুসর মুহাম্মদ আল-বাযদুভী (র)। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ

---

৫৪ . হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৫৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; আস্ সাম'আনী, আত্ তাহবীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

৫৬. কথিত আছে, তিনি মানব শিক্ষার্থীর পাশাপাশি বহু সংখ্যক জীনকেও 'ইলম শিক্ষা দিতেন বলেই তাঁকে মুফতিউস্‌-সাকালাইন বলা হয়ে থাকে। 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, قيل انه كان يعلم الانس والجن ولذلك قيل له مفتى الثقلين - দ্র. আল-ফাওয়ায়িদিল-বাহিয়্যাহ, পৃ. ১৫০।

৫৭. আল-আ'লাম, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০; মহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল কাদের, আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৪; ইবন্ হাজার 'আসকালানী, লিসানুল-মিযান, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র তা. বি.), পৃ. ৩২। উমার রিযা কাহ্‌হালাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

عمر النسفى مفسر، فقيه, محدث, حافظ متكلم, أصولى, مؤرخ, أديب, ناظم, لغوي, نحوي,

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র), শায়খ আবূ বকর আহমাদ আল-বালখী (র.) এবং নিজ পুত্র শায়খ আবুল-লায়স আহমাদ আল-মাজদুন্-নাসাফী (র)।

রচনাবলী

প্রায় ১০০ (একশ) খানার মত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৫৮] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকখানা হচ্ছে :১. আত্-তায়সীরু ফী তাফসীরিল কুরআন (التيسير فى تفسير القران) ২. আল্-মানুযূমাহ (المنظومة) ৩. কিতাবুল মাওয়াকীত (كتاب المواقيت) ৪. আল-ইশআরু বিল মুখতারি মিনাল্ আশ'আর। এ গ্রন্থ খানা ২০ খন্ডে সমাপ্ত কবিতার সংকলন গ্রন্থ ৫. কিতাবুল মাশারী (كتاب المشارى)। ৬. কিতাবুল ফান্দি ফী 'উলামা-ই-সামারকান্দ (এ গ্রন্থ খানাও ২০ খন্ডে সমাপ্ত) ৮. মানাকিবু-আবী হানীফাহ ((مناقب ابى حنيفة)) এবং ৯. আকাইদুন্-নাসাফী (عقائد النسفى)ইত্যাদি।[৫৯]

ইন্তিকাল

তিনি ৫৩৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী (র.) (৫১১-৫৯৩ হি.) : برهان الدين المرغنانى

তাঁর নাম- 'আলী, উপনাম- আবুল হাসান, উপাধি- বুরহানুদ্দীন,[৬০] শায়খুল ইসলাম ও আল-ইমামুল হুমাম।[৬১] পিতার নাম আবূ বকর। তাঁর বংশ ধারা নিম্নরূপ– আবুল হাসান 'আলী ইব্ন আবূ বকর ইব্ন 'আবদুল জলীল ইব্ন 'আবদুল খলীল ইবন আবী বকর হাবীব (র.) আল ফারগানী[৬২] আল-রাশিদানী[৬৩] আল মারগীনানী আল হানাফী[৬৪]। তিনি ছিলেন হযরত আবূ বকর

---

৫৮. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০।

৫৯. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭১; হাদীয়াতুল-'আরিফীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৩; আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পৃঃ ১৫০; সৈয়দ মুশতাক 'আলী শাহ, তা'আরুফে ফিক্হ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪; ড. মাহমুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, ৭০, ৭১; আল সুয়ূতী, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, আল ফিক্রুস সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১। তাঁর সম্পর্কে আল ফাসী আসসা'লাবী বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম পদ্যাকারে ফিক্হ রচনা করেন। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১।

৬০. এ উপাধিটি সকল রিজাল শাস্ত্রবিদগণ উল্লেখ করেছেন।

৬১. 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) উক্ত এ তিনটি উপাধি-ই উল্লেখ করেছেন। যেমন- আল্-মারগীনানী (র)-এর পরিচয় দিতেয় গিয়ে তিনি বলেছেন,

هو شيخ الاسلام الامام الهمام برهان الدين ابو الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل بن الخليل بن أبى بكر الفرغانى المرغينانى -

দ্র. মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ (দেওবন্দ : আল মাকতাবাতুর রাহীমিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ. ২।

৬২. ফারগানাহ বর্তমান মধ্য এশিয়ায় উযবেকিস্তানের অন্তর্গত বিখ্যাত যায়হুন ও সায়হুন নদীর তীরে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ, বর্তমানে ইতিহাস বিখ্যাত ঐ নদীকে ট্রান্স অক্সিয়ানা বলা হয়। এ প্রদেশটিতে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতের আবির্ভাব হয়েছে, فرغانة (ফারগানাহ) শব্দটি فاء (ফা) অক্ষরে যবর, راء অক্ষরে সাকিন এবং غين (গাইন) ও نون (নূন) অক্ষরদ্বয়ে যাবার। যেমন ইবনুল আসীর বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিক (রা.)-এর বংশধর।[৬৫] ৫১১ হিজরী সনে ৮ই রজব সোমবার বাদ আসর উযবেকিস্তান[৬৬] প্রজাতন্ত্রের ফারগানাহ প্রদেশের অন্তর্গত যায়হুন ও সায়হুন[৬৭] নদীর তীরস্থ মারগীনান নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৬৮] তিনি মারগীনানী[৬৯] নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাই তাঁকে মারগীনানী বলা হয়ে থাকে। কারো মতে তিনি মারগীনানের নিকটবর্তী রাশিদান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সে প্রেক্ষিতে তাঁকে রাশিদানীও বলা হয়।

الفرغانة : بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وبعد الالف نون وهذه نسبة الى موضعين احدهما إلى فرغانة وهى ولاية وراء الشاس وراء جيحون ينسب إليها كثير من العلماء ـ

দ্র. ইবনুল কাসীর, আল লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৬ হিজরী), পৃ. ১২৬।

৬৩. উল্লেখ্য যে, তুযকে বাবরী (বাদশাহ বাবরের)এর মধ্যে হিদায়া গ্রন্থকারের জন্মস্থান 'রাশিদান' বলে উল্লেখ রয়েছে। এটি ফারগানাহ প্রদেশের অন্তর্গত মারগানীন সংলগ্ন একটি গ্রামের নাম।

৬৪. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড (বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৪১১; শামসুদ্দীন আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২১তম খণ্ড (বৈরুত : মুআস্‌সালাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২৩২।

৬৫. যাফরুল মুহাসসিলীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে), পৃ. ৬২; মুফতী আমীনুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ-১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৫৬৯।

৬৬. উযবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার অন্যতম মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রজাতন্ত্র, ১৯২৫ সালে এদেশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উযবেকিস্তান একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দ্র. ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৬৭. যায়হুন নদী হচ্ছে উযবেকিস্তানের প্রবাহিত নদীসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল রাশিদান ও মারগীনান সহ কয়েকটি গ্রামে অনেক বিদগ্ধ আলিমও পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

৬৮. খায়রুদ্দীন আয যিরাকলী, আল আ'লাম, ৫ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৭৩।

৬৯. 'মারগীনান' (مرغينان) নামক স্থানের পরচিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি লক্ষ্যনীয় ঃ

مرغينان : بالفتح ثم السكون, وغين معجمة مكسورة, والياء ساكنة, ونون, واخره نون أخرى : بلدة بما وراء النهر من شهر البلاد من نواحى فرغانة, خرج منها جماعة من الفضلاء ـ

দ্র. আবূ 'আব্দুল্লাহ ইয়াকূত ইবন 'আব্দুল্লাহ আল হামাভী (মৃ. ৬২৬), মু'জামুল বুলদান (معجم البلدان) (বৈরুত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৭; আবুল ওয়াফা আল কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৩৮৩ এ সম্পর্কে 'আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন :

المرغينان : بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وسكون الياء تحتها نقطتان وبعدها نون وبعد الالف نون ثانية ـ هذه نسبة الى مرغينان وهى مدينة من مشاهير بلاد فرغانة خرج منها جماعة من اهل العلم ـ

দ্র. আল লুবাব ফী তাহযীবিল আনসার, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬। 'আল্লামা জালালুদ্দিন আস সুয়ূতী (র.) বলেন,

المرغينان : بالفتح والسكون وكسر المعجمة وتحتية ونونين بينهما الف منسوب الى مرغينان مدينة بفرغانة ـ

দ্র. লুব্বুল লুবাব ফী তাহরীরিল আনসার, ২য় খণ্ড (বৈরত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে), পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা বুরহানুদ্দীন (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্। তিনি একাধারে ফকীহ্, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, কবি, সাহিত্যিক, উসূলবিদ ও বিশ্লেষক ছিলেন। এদভিন্ন, ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাক্ওয়া-পরহেযগারীর দিক থেকেও তিনি ছিলেন সে যুগের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।[৭০]

বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) শৈশব হতেই 'ইলমী পরিবেশের মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেন। কেননা তাঁর পিতা, পিতামহ এবং মাতামহ সহ আত্মীয়-স্বজনের প্রায় সকলেই ছিলেন 'আলিম।[৭১] পিতৃগৃহে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত 'আলিম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদ। ফিক্হের প্রাথমিক জ্ঞান তিনি আপন পিতার নিকট শিক্ষা করেন।[৭২] অতঃপর মারগীনানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমপ্তা করার পর উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেন এবং দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ও জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতগণের নিকট হতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভ করেন। আর দেশ ভ্রমণ করার সময় ৫৪৪ হিজরীতে তিনি মক্কা মু'আযমায় হজ্জ পালন ও মদীনায় মহানবী (স)-এর রওযা মোবারক জিয়ারত করেন।

তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরীমা, সভতা-ভদ্রতা ইত্যকার সকলগুণাবলীতেই ছিলেন অতুলনীয় এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁর সমসাময়িক কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি থেকে তাঁর জ্ঞান পিপাসা এবং 'ইলমী মর্যাদা বুঝা যায়। মারগীনানী (র)-এর মত পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জগতে কদাচিৎ-ই দেখা যায়। বাস্তবপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়-ই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তাঁর জ্ঞান-গরিমা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে 'উমার রিযা কাহহালাহ বলেন,[৭৩]

برهان الدين ابو الحسن فقيه, فرضى, محدث, حافظ, مفسر, مشارك فى أنواع من العلوم -

বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান একাধারে ফকীহ, ফারাযী, মুহাদ্দিস, হাফিয, মুফাস্সির ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন।

---

৭০. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১। আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষৌভী (র.) তাঁর ('আল্লাম ামারগীনানী) চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলেন,

على بن ابى بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغينانى صاحب الهداية كان اماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفون متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا ورعا بارعا فاضلا ماهرا اصوليا اديبا شاعرا لم تر العيون مثله فى العلم والادب وله اليد الباسطة فى الخلاف والباع المتد فى المذهب تفقه على الائمة المشهورين -

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

৭১. যাফরুল-মুহাস্সিলীন, পৃঃ ২৫৪; আনওয়ারুল-হিদায়াহ, পৃঃ মুকাদ্দিমাহ ط।

৭২. আনওয়ারুল-হিদায়াহ, পৃঃ মুকাদ্দামা- ط ; আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী (র.) বলেন,

تفقة على والده وعلى الشيخ الامام بهاء الدين على بن محمد بن اسماعيل الا سبيجابى

দ্র. মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২।

৭৩. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক বৃন্দ

'আল্লামা মুরগীনানী (র.) বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে 'ইল্ম হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল :

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আস সামারকন্দী, (৪৫৪-৫৩৫হি.) সাদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন (৪৮৩-৫৩৬ হি), আবূ 'আমর 'উসমান আল বায়কান্দী (৪৬৫-৫৫২) হি.), কাওয়ামুদ্দীন আহমাদ আল বুখারী (৪৭২-৫৫৬ হি.), মুহাম্মদ ইবন হাসান (৪৭৬-৫৪৮হি.), 'উমার ইবন মুহাম্মদ আল-বালখী (৪৭৫-৫৭০ হি), 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, 'উমর ইবন হাবীব, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল ফারাভী, মুফ্তিউস্ সাকালাইন নাজমুদ্দীন আবূ হাফস উমার নাসাফী (র.), আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র.), (৪৭০-৫৪৬ হি.), যিয়া উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র.), মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন মাসউদ (র.), উসমান ইব্ন ইব্রাহীম (র.), শায়খুল ইসলাম বাহা উদ্দীন (র.), মিনহাজুশ শরীয়াহ্ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র.) (মৃ. ৫৩৫ হি.) এবং তাজুদ্দীন আহমাদ ইবন 'আব্দুল আযীয প্রমূখ।[৭৪]

ছাত্র বৃন্দ

'আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.)-এর অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বুরহানুল ইসলাম আয যুরুনূবী, আহম্মাদ ইব্ন মাহমূদ (মৃ. ৬৩২ হিজরী), শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন, নিযামুদ্দীন (র.), শায়খুল ইসলাম 'ইমাদুদ্দীন (র.), কাযীউল কুযাত মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (র.) ও শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস্ সাত্তার কারদারী প্রমূখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৫]

ইব্ন কামাল পাশা[৭৬] মারগীনানী (র)-কে 'তাবাকাকতুল-ফুকাহা' (طبقات الفقهاء) বা ফকীহগণের স্তরের মধ্যে 'আস্হাবুত্-তারজীহ' (اصحاب الترجيح) পর্যায়ের ফিক্হবিদ হিসেবে গণনা করেছেন। ঐ সকল ফিক্হবিদকে আস্হাবতুত-তারজীহ স্তরের ফকীহ বলা হয় যাঁদের ইজতিহাদ করার মত কোন যোগ্যতাই নেই, তবে তাঁরা দালাইলের আলোকে একাধিক

---

৭৪. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।

৭৬. তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ ইবন সুলায়মান আর-রুমী। তবে ইব্ন কামাল পাশা নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। হুফা বাসীগণ তাঁকে আস্হাবুত-তারজীহ্ স্তরের ফিকহবিদ বলে থাকেন। সান্-আন পাশা (র)-এর এবং তাঁরই ছাত্র 'আব্দুল লতীফ (র)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন।

তিনি মদীনার ধর্মীয়-শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর সুলতান সেলিমখানের আমলে কিছু দিনের জন্য তথাকার কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৯৩০ হিজরীতে তিনি মিসরে আসেন। এখানে বড় বড় 'আলিম ও মুনাযিরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ক্রমেই তাঁদের সাথে তিনি 'ইলমী বাহাছ বা ধর্মীয় জ্ঞান বিতর্কে লিপ্ত হতে থাকেন। উন্নত ভাষা প্রয়োগ এবং প্রাঞ্জল উপস্থাপন দ্বারা তিনি তাঁদের সবাইকে হতবাক করে দেন। ৯৩২ হিজরীতে মুফতী আলাউদ্দীন 'আল আল-জামালী (র)-এর ইন্তিকালের পর তিনি কন্সটান্টিনোপলের মুফতী নিযুক্তি হন। প্রায় ৮ বৎসর এ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ৯৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

রিওয়ায়েতের মধ্যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধতম মত কোনটি তাঁরা তা নির্ধারণ করতে সক্ষম। যেমন তাঁরা বলে থাকেন– এটা উত্তম (هذا اولى) এটা বিশুদ্ধতম (هذاصح)। এটা অধিক যুক্তি-যুক্তি (هذا اوفق بالقياس) ইত্যাদি। কুদূরী প্রণেতা আবুল হাসান কুদূরী (র)-এবং মারগীনানী (র)কে আস্‌হাবুত তারজীহ শ্রেণীর ফিকহবিদ হিসেবে স্তরবিন্যাস করেছেন, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) তার ওপর আপত্তি করে বলেন, তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছেন। কেননা তাঁরা-কাযী খানের চেয়েও বিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাঁদেরকে অন্ততঃ মুজতাহিদুন ফিল্-মাসাইল[৭৭] শ্রেণীর ফকীহ হিসেবে উল্লেখ করা উচিৎ।ক কারো কারো মতে তিনি 'মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৭৮]

'আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) অখস্য গ্রন্থ কিতাব প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে :

১. আল হিদায়া (الهداية) : 'আল্লামা মারগীনানী (র.) প্রথমে কুদূরী ও জামি সাগীর গ্রন্থদ্বয়ের মতন (মূল বক্তব্য) অবলম্বনে 'বিদায়াতুল মুবতাদী' (بداية المبتدى) নামক একখানা সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করেন। অতঃপর তিনি উক্ত 'বিদায়াতুল মুবতাদী' কিতাবখানির উপর 'কিফায়াতুল মুনতাহা' (كفاية المنتهى) নামে বিস্তারিতভাবে একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থখানা আশি খণ্ডে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি 'কিফায়াতুল মুনতাহা' নামক

---

৭৭. মুজতাহিদুন ফিল মাসইল স্তরে অকীহগণ হলেন তাঁর। যাঁরা উসূল ও করা কোন ক্ষেত্রেই স্বীয় ইমামে রবিরোধী মত পেশ করেনি। অবশ্য স্বীয় ইমামের উসূল ও নীতিমালার উপর পূর্ণ দখল থাকার ফলে এমন যোগ্যতা অর্জন করেছেন যা দ্বারা তাঁরা ঐ সব ব্যাপারে হুকুম ও ফয়সালা দিতে সক্ষম যে সব বিষয়ে মাযহাবী ইমামগণ কোনরূপ মতামত দেননি। তাঁদের মধ্যে আছেন ইমাম তাহাভী, ইব্ন উমার খাসসাফ, ইমাম আবুল হাসান কারখী, শামসূল আইম্মা হালওয়ানী, শাসুল আইম্মা সারখ্সী, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদূভী এবং ইমাম ফখরুদ্দীন কাযী খান (র.) প্রমুখ ফকীহগণ। 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) সহ কিছু কিছু সংখ্যক ফিকহবিদ 'আল-হিদায়া' প্রণেতা মারগীনানী (র)কে এই স্তরের (مجتهد فى المسائل) ফকীহ বলেন উল্লেখ করেন।

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২; মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বুরহানুদ্দীন 'আলী ইবন আবী বকর আল-মারগীনানী (র.) ঃ জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২। ফখরুদ্দীন কাযীখান এবং যায়নুদ্দীন আল-'ঈতাবী (র.) বলেন, 'আল-হিদায়াহ' প্রণেতা ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর সমসাময়িক ফকীহগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর চাইতে বড়দের (যুগের বিচারে) উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে কাযী খানের চেয়ে নিম্নমানের বলা মোটেও যুক্তি-যুক্ত নয়, বরং তিনি অন্ততঃ পক্ষে মুজতাহিদূন ফিল মাসাইল পর্যায়ের ফকীহ ছিলেন।

দ্র. ড. মাহবুবর রহমান, বুরহানুদ্দীন 'আলী ইবন আবী বকর আল মারগানীনা (র.) ঃ জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৭৮. যেমন 'আল্লামা লাক্ষ্ণৌভী (র.) তাঁর রচিত গ্রন্থের টীকায় বলেন,

ذكره ابن كمال باشا من طبقه اصحاب الترجيح القادر ين على تفضيل بعض الروايات على بعض رأيهم النجيح وتعقب بان شانه ليس أدون من قاضى خان وله فى لقد الدلائل والستخراج المسائل شأن أي شان فهو احق بالاجتهاد فى المذهب وعده من المجتهدين فى المذهب الى العقل السليم أقرب -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবখানার মূল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে চার খণ্ড সম্বলিত অপর এক খানা কিতাব রচনা করেন যেটি পৃথিবীর সর্বত্র 'হিদায়া' (الهداية) নামে প্রসিদ্ধ।[৭৯]

তাঁর প্রণীত হিদায়া কিতাবের মাসআলা সমূহে দলীল হিসেবে ব্যাপকভাবে হাদীস উদ্ধৃত করার দ্বারা তিনি যে একজন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিসও ছিলেন যে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিদায়া কিতাবের ভাষা ও সাহিত্য তাঁর 'আরবী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ও অসাধারণ পান্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। একজন শি'আ 'আলিম উক্ত কিতাবের ভাষা-সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন ইসলামী কিতাবসমূহের মধ্যে বুখারীর পরেই হিদায়ার স্থান। 'আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, 'জালালাইন শরীফের মত তাফসীর আমাকে লিখতে বললে তা লিখতে পারব, কিন্তু হিদায়ার মত কিতাবের অংশ বিশেষ লিখাও আমার পক্ষে অসম্ভব।[৮০]

২. কিতাবুল মুনতাকা (كتاب المنتقى)[৮১]

৩. আত তাজনীস (التجنيس)[৮২]

৪. আল মাযীদ (المزيد)

৫. মানাসিকুল হাজ্জ (مناسك الحج)[৮৩]

৬. নাশ্‌রুল মাযহাব (نشر المذهب)[৮৪]

---

৭৯. হিদায়া গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষ্যনীয় ঃ إن الهد اية كالقران نسخت ماصنفوا قبلها فى الشرع من كتب দ্র. আল ফিকরুস সখী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

৮০. 'আল্লামা মারগীনানী (র.) নিজেই তাঁর 'বিদায়াহ' কিতাবের প্রারম্ভে হিদায়া সম্পর্কে বলেন,

كان يخطر ببالى عند ابتداء حالى ان يكون كتاب فى الفقه فيه من كل نوع صغير الحجم كبير الرسم وحيث وقع الاتفاق بتطواف الطرق وجدت المختصر المنسوب الى القدورى اجمل كتاب فى احسن ايجاز واعجاب ورأيت كبراء الدهر يرعنبو الصغير والكبير فى حفظ الجامع الصغير فهمت ان اجمع بينهما ولا اتجاوز فيه عنهما إلا مادعت الضرورة اليه وسميته بداية المبتدى ولوو فقت لشرحه سميتة بكفايه المنتهى انتهى وقد وفق لشرحه وسماه بكفاية المنتهى ثم اختصره وسماه الهداية

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২।

৮১. এটি বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। তবে এর কোন কপি বর্তমানে এদেশে পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

৮২. এ গ্রন্থখানা ফিক্‌হ এর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এ গ্রন্থখানার শুরুতেই লিখেন, (الحمد الله العديم الحكيم) এ মহিমান্বিত বাক্যটি। এ গ্রন্থখানাতে মাস্'আলা বর্ণার সাথে সাথে দলীল-প্রমাণগুলিও বর্ণনা করা হয়েছে। মাস'আলা গুলিকে কিতাব বা অধ্যায়ে এবং (باب) পরিচ্ছেদ বিন্যাস করেছিলেন। তবে সবগুলোকেই অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে বিন্যাস করতে পারেননি। গ্রন্থখানা মূলতঃ বিভিন্ন বিষয়ক ফাতাওয়ার দু'টি সংকলন গ্রন্থ। যে সব বিষয়ে পূর্ব যুগের ফকীহ্‌গণ কোন রূপ ফাতাওয়া প্রদান করেননি তৎ বিষয়ে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ কর্তৃক দেয়া সমাধান সমূহ এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দ্র. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৮৩. এ গ্রন্থখানাতে হজ্জের আহকাম সমূহ বিস্তারিত দরীল প্রমাণ সহ প্রাঞ্জল ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থখানাকে (عدة الناسك) 'উদ্দাতুল মানাসিক ও বলা হয়ে থাকে। মারগীনানী (র.) 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের ইহরাম শীর্ষক পরিচ্ছেদে (باب الاحرام) এতদসংক্রান্ত আলোচনা পেশ করেন। দ্র. ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মুখতারাতুন নাওয়াযিল (مختارات النوازل)[৮৫]

৮. কিতাবুল ফারাইয (كتاب الفرائض)[৮৬]

৯. মাজমূ'উন নাওয়াযিল (مجموع النوازل)

১০. বিদায়াতুল মুবতাদী (بداية المبتدى)[৮৭]

১১. মাযীদুন ফী ফুরু'ইল হানাফিয়্যাহ (مزيد فى فروع الحنفية)

১২. শারাহুল জামি'য়িল কাবীর (شرح الجامع الكبير) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল 'আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) ৫৯৩ হিজরী সালের যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ইন্তিকাল করেন। তাঁর তিনজন পুত্র সন্তান ছিলেন, যাঁরা তৎকালীন যুগে খ্যাতনামা 'আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৮৮]

---

৮৪. আল-কুরাশী, লাক্ষ্ণৌভী এবং হাজী খলীফা 'কাশফুয-যুনুন' গ্রন্থে এ গ্রন্থের নাম 'নাশরুল-মাযাহিব' বলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২; আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

৮৫. এ গ্রন্থখানার নাম 'কিতাবুল মুখতারি মাজমূ'ইন-নাওয়াযিল' বলে ইবন কুতলুবুগা রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাজী খলীফা এ গ্রন্থখানাকে 'মুখতারুল-ফাতাওয়া' নামে উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২; আল আ'লাম, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৮৬. কিছু সংখ্য 'ওলামার মতে, এ গ্রন্থখানা মুলতঃ শায়খ' ওসমানী (র.) কর্তৃক রচিত। এ জন্যেই এটা ফারাইযুল্ 'উসমানী (فرائض العثمانى) নামে ও পরিচিত। আল-মারগীনানী (র.) উহার সাথে ফারাইয বিষয়ক কিছু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে, মারগীনানী (র.) নিজেই এ গ্রন্থখানা রচনা করেছিলেন। দ্র. মাহবুবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৮৭. মারগীনানী (র.) পরিণত বয়সে ফিকহের সকল শাখা এবং বিষয়াবলী নিয়ে একখণ্ড সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর 'মুখতাসারুল কুদূরী' এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর 'আল্-জামি'উস্-সগীর' গ্রন্থদ্বয়ের ধারা অনুকরণে 'বিদায়াতুল-মুব্তাদী' নামে একখান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর 'আল-জামি'উস্-সাগীর' গ্রন্থের তারতীব অনুসারে সাজিয়ে ছিলেন। 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী 'আল-হিদায়াহ' গ্রন্থের মুকাদ্দামাতে লিখেছেন,

اما بداية المبتدى فقد جمع فيه بين مسائل مختصر القدورى والجامع الصغير واختار فيه ترتيب الجامع الصغير تبركا بما اختاره الإمام محمدبن الحسن رح وقال فى مبدئها وعدا ولو وقفت لشرحها ارسمه بكفاية المنتهى -

তবে এ গ্রন্থখানাতে দলীল সন্নিবেশিত হয়নি, শুধুমাত্র মুল মাস্আলা লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থখানার কলেবর ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। দ্র. মাহবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩১; তাআ'রুফে ফিক্‌হ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৮৮. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী, আল ফাওয়াইদুল বাহীয়্যাহ (الفوائد البهية) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; উমর রিয়া কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩; তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬। তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য :

দ্বিতীয় যুগের হানাফী ফিক্‌হবিদ 'আল-হিদায়াহ' প্রণেতা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) ৫৯৩ হিজরীর ১৪ই যিলহাজ্জ মঙ্গলবার (১১৯৭ খ্রী.) রাত্রিতে ইন্তিকাল করেন। এ মহান জ্ঞান তাপসের ইন্তিকালের মধ্যদিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বারাকাহ ইব্‌ন ‘আলী (মৃ. ৬০৫ হিজরী) : بـركـة إبـن عـلـى

বারাকাহ ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন বারাকাহ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বারাকাহ ইব্‌ন ‘আলী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ্। তাঁর উপনাম আবুল খিতাব।

রচনাবলী : তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

কামিলুল আদিল্লাহ ফী সানা‘আতিল ওয়াকালাহ (كـامـل الـأدلـة فـى صناعة الـوكـالـة)

ইন্তিকাল

তিনি ৬০৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮৯]

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান (মৃ. ৪৭৬-৫৪৮ হিজরী) : محمد بن حسن

মুহাম্মদ ইবন হাসান ৪৭৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আপন যুগের বিখ্যাত হানাফী ফকীহ । ‘আল-হিদায়হ’ প্রণেতা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) তাঁর নিকট হতে উসূলুল ফিক্‌ এর কিছু নীতিমালা শিক্ষা করেন।[৯০]

মুহাম্মদ আস-সামারকান্দী (মৃ. ৫৫৩ হিজরী) : مـحـمـد الـسـمـر قـنـدى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইবন আবী আহমাদ আবূ বকর ‘আলাউদ্দীন আস্‌ সামারকান্দী আল-হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি আবূ মু‘ঈন মায়মূন আল মাকহুলী এবং আবুল ইয়াসার আল বাযদাবী (র.) এর ছাত্র ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি ফকীহগণের আবদান এবং উসূলূল ফিক্‌হের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

মীযানুল উসূল ফী নাতাইজিল ‘উকূল ফী উসূলিল ফিক্‌হ (مـيـزان الـأصـول فـى نـتـائـج الـعـقـول فـى أصـول الـفـقـه)

সমরকান্দের জ্ঞানাকাশে অন্ধকার নেমে আসে। কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর মৃত্যু সাল ৫৯৬ হিজরী/১২০০ খ্রীষ্টাব্দ বলেও উল্লেখ করেছেন। সমরকন্দের নিকটবর্তী একটি কবরস্থানের নাম মাকবারায়ে মুহাম্মাদিয়াহ। এখানে ৪০০ (চারশত)-এর বেশী এমন ‘আলিম সমাহিত রয়েছেন যাঁদের প্রত্যেকেরই নাম ছিল মুহাম্মদ। এ ছাড়া এমন অনেক ‘উলামাকেও সমাহিত করা হয় যাঁদের নাম-মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ছিল। সমরকন্দের কিছুসংখ্যক লোক মারগীনানী (র)-এর মরদেহকে এ কবরস্থানে সমাহিত করতে চাইলে কবরস্থান কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানায় এবং ঐ কবরস্থানে সমাহিত করতে বাধা দেয় কারণ, সমরকান্দবাসীরা তাদের বাসিন্দা ছাড়া অন্য কোন দেশের কাউকে সেখানে সমাহিত করতে দিত না। ফলে তাঁকে সেখানে সমাহিত করা সম্ভব হয়নি। পরে তাঁকে ঐ কবরস্থানেরই পার্শ্ববর্তী অন্য একটি জায়গায় দাফন করা হয়।

দ্র. যাফরুল মুহাসসিলীন, প্রাগুক্ত, প্র. ২৫৯; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৮৯ . ‘উমর রিযা কাহহালা, মু‘জামুল মু‘আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৯০. যফরুল- মুহাসসিলীন, পৃঃ ২৫৪ ; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. তুহফাতুল ফুকাহা (تحفة الفقهاء)

ইন্তিকাল

মুহাম্মদ আল-সামারকান্দী ৫৫৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯১]

সাদরুশ্‌-শহীদ হুসামুদ্দীন (৪৮৩-৫৩৬ হিজরী) : صدر الشهيد حسام الدين

'উমার ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয ইব্‌ন মাযানাল হানাফী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইমাম ফকীহ ও উসূলবিদ। তাঁর কুনিয়াত-আবূ মুহাম্মদ, উপাধি- হুসামুদ্দীন এবং সাদরুশ্‌-শহীদ।[৯২] তিনি বুখারার অধিবাসী ছিলেন। আপন পিতা বুরহানুদ্দিন আল-কাবির 'আব্দিল 'আযীয (র)-এর নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন।[৯৩] শায়খ 'উমর এবং তদীয় ভ্রাতা তাজুদ্দীন আহমাদ পিতার নিকট ইসলামী বিষয় সমূহের (বিশেষতঃ ফিক্‌হ ও হাদীস) শিক্ষা লাভ করে উভয়েই জ্ঞানগরিমা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইসলামের সুমহান শিক্ষা প্রচার-ই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন আল-হিদায়াহ প্রণেতা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)।

রচনাবলী তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে :

১. আল-ফাতাওয়াস্‌-সুগরা ওয়াল-কুবরা (الفتاوى الصغرى والكبرى) ২. শারহু আদাবিল কাযী লিল্‌-খাস্‌সাফ (شرح ادب القاضى للخصاف) ৩. শারহুল্‌ জামি'উস-সাগীর (شرح الجامع الصغير) ৪. আল-ওয়াকি'আত (الواقعات) এবং ৫. আল্‌-মুনতাকা (المنتقى)।[৯৪]

ইন্তিকাল তিনি ৫৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

হাসান ইব্‌ন 'আলী (৪৮০-৫৬০ হিজরী) : حسن بن على

হাসান ইব্‌ন 'আলী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি হিজরী ৪৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি হচ্ছে-যহীর উদ্দীন, কুনিয়াত হচ্ছে-আবুল মুহাসিন। তিনি বুরহানুদ্দীন আল-কাবীর 'আব্দিল 'আযীয, শামসুল-আইম্মাহ মাহমূদ আল্‌-আওযাজিন্দী এবং

---

৯১ . আল ফাতাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮, 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭; হাজী খালিফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ৩৭৬, ১৫৪২, ১৯১৭; বিখ্যাত ফকীহ বাদাই-এর গ্রন্থকার 'আলা উদ্দিন আবূ বকরের শশুর ছিলেন।

দ্র. অত্র ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৯২. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬২; আন্‌-নুজূমুয্‌-যাহিরাহ, ৫ম খ, পৃঃ ২৬৯; যাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, পৃঃ ১৪৯; হাদিয়াতুল-'আরিফীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৩; মিফতাহুস-সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯; আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃ. ১৪৯; আল-আ'লাম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১।

৯৩. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯; তার সম্পর্কে খায়রুদ্দীন যিরাকলী বলেন,

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه, أبو محمد, برهان الائمة, حسام الدين, المعروف باصدر الشهيد من أكابر الحنفية, من اهل خراسان إنتقل بسمرقند ودفن فى بخاراى -

দ্র. আল আ'লাম, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১; বুরহানুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন আবী বকর আল-মারগীনানী (র.) : জীবনী ও কর্ম, প্রাগুক্ত পৃ. ২১।

৯৪. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬২।

Dhaka University Institutional Repository

যাকী উদ্দীন আল্-খতীব (র.) প্রমুখ পন্ডিত প্রবর ফিক্হবিদগণের নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন হচ্ছে :তাঁর ভ্রাতুষ্পত্র ইফতিখার উদ্দীন তাহির (صاحب الخلاصة), যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ (صاحب الفتاوى الظهيرية), ফখরুদ্দীন আল-হাসান ইব্ন মানসূর আওযাজিন্দী এবং বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) (صاحب الهداية) প্রমুখ।[৯৫] ইন্তিকাল ঃ তিনি হিজরী ৫৬০ সালে ইন্তিকাল করেন।

হিশাম আস সাবুনী (মৃ. ৪৩২ হিজরী) : هشام الصابنى

হিশাম ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ইব্ন সাবুনী নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল ওয়ালীদ। ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন এবং এ সময়কালে তিনি হজ্জ পালন করেন। সেখানে তিনি আবুল হাসান (র.), আবুল ফযল (র.) এবং 'আলী ইব্ন ইব্রাহীমের (র.) কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

রচনাবলী : র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুন ফি তাফসীরিল বুখারী 'আলা হুরুফিল মু'জাম (كتاب فى تفسير البخارى على حروف المعجم)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৩২ সালের যিলকাদ মাসে হিশাম আস-সবূনী ইন্তিকাল করেন। মাকবারাতু ইব্ন 'আব্বাসে তাকে দাফন করা হয়।[৯৬]

৯৫. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

৯৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ

'আলী ইব্‌ন্ আন নি'মাহ (৪৯০-৫৬৭ হিজরী) : علی بن النعمة

'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আবদুল মালিক আল আন্‌সারী আল-মালিকী ছিলেন হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মালিকী মাযহাবের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি ইব্‌নু নি'মাহ নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির। ৪৯০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. রাইয়ুয যাম'আন ফী তাফসীরিল কুর'আন ফী 'ইদ্দাতি ইসফারি কিবার (ريز الظمآن فى تفسير القرآن فى عدة إسفار كبار)

২. আল আম'আনু ফী শারহি সামানিন নাসা'ঈ (الأمعان فى شرح سمن النسائى)

ইন্তিকাল

'আলী ইব্‌ন্ আন নি'মাহ ৫৬৭ হিজরীতে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।[৯৭]

'আলী আল কায়রাওয়ানী (মৃ. ৫৩৯ হিজরী) : علی القيروانى

'আলী ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন দাউদ আল-মালিকী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি আল কায়রাওয়ানী নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল হাসান। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে–

শারহ্ দাকায়িক ইবনিল মুবারক (شرح قانق إبن المبرك)। এটির মূল নাম ছিল যাহরুদ দাকায়িক (زهر القائق)।

ইন্তিকাল

'আলী আল কায়রাওয়ানী ৫৩৯ হিজরীর জমাদিউল 'উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।[৯৮]

---

৯৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪; আস্-সাফাদী, আল ওয়াফী ১২ ঃ ৯২; আস্ সুয়ূতী, বুগইয়াতুল 'উয়াত, পৃ. ৩৪০।

৯৮ . ইবনুল আ'যার, আত্ তুক্‌মাহ- ৬৮৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী আল জাযীরী (মৃ. ৫৮৫ হিজরী): علی الجزیری

'আলী ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন কাসিম আল সানহাজী-আল জাযীর ছিলেন মালিকী মাযহাবপন্থী বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল হাসান।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

তালখিসুল 'আকদ (تلخيص العقد)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৮৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৯৯]

'আব্দুল্লাহ আল ইয়াবিরী (মৃ. ৫২৩ হিজরী) : عبد الله اليابری

'আব্দুল্লাহ আল ইয়াবিরী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও উসূলবিদ।

রচনাবলী

তিনি মালিকী মাযহাবের সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে। যথা–

১. সাইফুল ইসলাম 'আলা মাযহাবি মালিক (سيف الإسلام على مذهب مالك)
২. শারহু রিসালাতি ইবনি আবী যায়দ (شرح رسالة إبن أبى زيد)
৩. মাজমু'আতুন ফী উসূলিল ফিক্হ (مجموعة فى أصول الفقه)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ আল ইয়াবিরী ৫২৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১০০]

আবূ বকর ইব্ন আবী জামরাহ (মৃ. ৫৯৯ হিজরী) : أبو بكر بن أبى جمرة

আবূ বকর ইব্ন (আবী জামরাহ) মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আব্দিল মালিক আল উমাবী আল কুরাশী আল মালিকী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন ইমাম মালিক (র.) এর মাযহাবের অনুসারী ইমাম। তৎকালীন সরকারী কাযী পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'ইলমুল ফিক্হ বিষয় ছাড়াও তিনি ইলমুল হাদীসে ও পারদর্শী ছিলেন।

রচনাবলী

ইমাম আবূ বকর (র.) বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

ইন্তিকাল : হিজরী ৫৯৯ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০১]

---

৯৯. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১; আল বাগদাদী, হাদীয়াতুল 'আরিফীন ১ : ১৮৫।

১০০. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল হুসাইন ইব্‌ন 'আতীক (৫৪৯-৬৩২ হিজরী) : الحسين بن عتيق

আল হুসাইন ইব্‌ন 'আতীক ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন রাশীক আত-তাগলিবী আল-মুবসী আস-সাবতী আররাব'ঈ ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। হিজরী ৫৪৯ সালে তাঁর জন্ম। তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হ, ইতিহাস, হাদীস, উসূল, কালামশাস্ত্র, সাহিত্য ও কবিতা ইত্যাদি বহু বিষয়ে বুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। মিসরে তিনি হাদীস এবং ফিক্‌হ চর্চা ও শিক্ষা দান করেন।

রচনাবলী

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে–

১. আল কিতাবু লিকাবীর ফিত-তারীখ (الكتاب لكبير فى التاريخ)

২. মিযানুল 'আমল (ميزان العمل)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৩২ হিজরীতে কায়রো নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১০২]

আহমাদ আল খাযরাজী (৪৯২-৫৫৯ হিজরী) : أحمد الخزرجى

আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল খাযরাজী আল আন্দুলুসী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৪৯২ সালের রবিউল আউআল মাসে 'মারইয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, কারী, লেখক, কবি এবং তার্কিক।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শিহাবুল আখবার (شهاب الأخبار)

২. আনওয়ারুল আফকার ফী-মান দাখালা জাযীরাতাল উন্দুলুসি মিনায যাহাদ ওয়াল আবরার

(انوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৫৯ সালে ইন্তিকাল করেন।[১০৩]

---

১০১ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

১০২ . ইব্‌ন ফারহুন, আদ দীবাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬; উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল হাওফী (মৃ. ৫৮৮ হিজরী) : أحمد الحوفى

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ আল হাওফী আল ইশবিলী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ্। তিনি মিসরের হাওফ অঞ্চলের অধিবাসী।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য ৩টি গ্রন্থ রয়েছে। যথা :

১. কাবীর (كبير)

২. মুতাওয়াস্‌সিত (متوسط)

৩. মুখতাসার (مختصر)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৮৮ সালের শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন।[১০৪]

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরো যাঁরা মালিকী মাযহাব বিকাশে অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন :

আবূ 'আলী আল-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৫১৪ হি./১১২০ খ্রী.)।[১০৫]

আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালিদ আল-ফিহরী আল-তারতুসী (মৃ. ৫২০ হি./১১২৬ খ্রী.)।[১০৬]

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালফ ইব্ন সুলায়মান আল-কুরতুবী (মৃ. ৫২০ হি. ১১২৬ খ্রী.)।[১০৭]

আবূ ইমরান মূসা ইব্ন সা'আদাহ আল-বালানসী (মৃ. ৫২২ হি./১১২৮ খ্রী.)।[১০৮]

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইবনি 'উমর আল-তামীমী আল-সাকালী (মৃ. ৫৩৬ হি./১১৪২ খ্রী.) তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ এবং আন্দালুস ও মাগরিবের শীর্ষস্থানীয় মালিকী ফকীহ।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

---

১০৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮; আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১০৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ১২৪৬; ইব্ন ফারহুন, *আদ দীবাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১০৫ . ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

১০৬ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯।

১০৭ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯।

১০৮ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

১. ঈদাহ আল-মাহসূল ফী বুরহান আল-উসুল (ايضاح المحصول فى برهان الاصول)

২. কিতাব আল-তালকীন লিল কাযী 'আবদিল ওহাব (كتاب التلقين للقاضى عبد الوهاب)

৩. শারহ্ কিতাব আল-মুসলিম (شرح كتاب المسلم)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৩৬ সাল মুতাবেক ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১০৯]

আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-ইশবিলী (মৃ. ৫৪৩ হিজরী) : احمد بن عبد الله الا شبلى

আবূ বকর আহমদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনিল 'আরাবী আল-ইশবিলী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি আবূ বকর ইবনুল আরাবী নামে পরিচিত। প্রাচ্য দেশে জ্ঞানার্জনের পর ইনি স্পেন গিয়ে জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

রচনাবলী

তিনি বিভিণ্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আরিযাতুল আহওয়াযী ফী শারহ আত-তিরমিযী (عارضة الاحوذى فى شرح الترمذى)

২. কিতাবু আহকাম আল-কুরআন (كتاب احكام القرآن)

৩. কিতাব আল-কাওয়াসিম ওয়াল আওয়াসিম (كتاب القواصم والعواصم)

৪. আল-মাহসূল ফী উসূল আল-ফিক্হ (المحصول فى اصول الفقه)

৫. কিতাব আল-মাসালিক ফী শারহি মুয়াত্তা মালিক (كتاب المسالك فى شرح موطأ مالك)

৬. আল-ইনসাফ ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (الانصاف فى مسائل الخلاف)

৭. কিতাবু মুশকিল আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ (كتاب مشكل القران والسنة)

৮. কিতাবুন আ'য়ান আল-আ'য়ান (كتاب اعيان الاعيان)

৯. কিতাব আল-সিয়াসিয়্যাত (كتاب السياسيات)

১০. কিতাব আল-মুসালসালাত (كتاب المسلسلات)।

---

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৪৩ সাল মুতাবেক ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১১০]

'আব্দুল হক ইব্ন গালিব আল-মুহারিবী আল-গারনাতী (মৃ. ৫৪৬ হি./১১৫১ খ্রী.)।[১১১]

আলী ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাসী (মৃ. ৫৫৯হি./ ১১৬৪)।[১১২]

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (মৃ. ৫৬৬ হি./ ১১৭০ খ্রী.)।[১১৩]

আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল হক ইব্ন 'আবদিল 'আযীয আল-ইশবীলী (মৃ. ৫৮২হি./ ১১৮৬ খ্রী.) : ইনি 'বিজায়া' অঞ্চলের কাযী ছিলেন।

ইন্তিকাল তিনি হিজরী ৫৮২ সাল মুতাবেক ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১১৪]

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনি আহমদ আল-হিলালী আল-গারনাতী (মৃ. ৫৮৫ হি./১১৮৯ খ্রী.)।[১১৫]

আবুল কাসিম আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খালফ আল-হাওফী আল-ইশবীলী (মৃ. ৫৮৮ হি./ ১১৯২ খ্রী.)।[১১৬]

আবূ মুহাম্মদ কাসিম ইব্ন ফীরুহ আল-মাতিবী (মৃ. ৫৯০ হি./ ১১৯৪ খ্রী.)।[১১৭]

'ইয়াদ আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী) : عياض اليحصبى

আবুল ফযল 'ইয়াদ ইব্ন মূসা ইব্ন 'ইয়াদ ইব্ন 'আমর ইব্ন মূসা ইব্ন 'ইয়াদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়াদ আল ইয়াহ্সাবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি কাযী 'ইয়াদ নামে পরিচিত। ইমাম ইয়াহসাবী (র.) একাধারে ফকীহ, হাফিয, উসূলবিদ, মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি ৪৭৬ হিজরী ১৫ই শা'বান জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আশ-শিফা বিতা'রিফী হুকুকিল মুসতাফা (الشفا بتعريف حقوق المصطفى)[১১৮] এটি একটি সমৃদ্ধ ও উপকারী গ্রন্থ।

---

১১০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯।
১১১ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।
১১২ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।
১১৩. পূর্বোক্ত পৃ. ২৮০
১১৪ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১।
১১৫ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১।
১১৬ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১।
১১৭ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল আলমা'উ ফী উসূলির রিওয়ায়াহ ওয়াস সিমা' (الالماع فى أصول الرواية والسماع)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৪৪ হিজরীতে জমাদিউল আখার মাসে মরক্কোতে ইন্তিকাল করেন।[১১৯]

ইব্রাহীম ইবন আল আমীন (৪৮৯-৫৪৪ হিজরী) : إبراهيم بن الأمين

ইব্রাহমী ইবন ইয়াহইয়া ইবন ইব্রাহীম ইবন সা'দ আত-তিলিতলী আল কুরতুবী (আবূ ইসহাক) ছিলেন মালিকী মাযাহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্। তিনি "ইবনুল আমীন" (إبن الامين) নামে পরিচিত। ৪৮৯ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'ফিকহী' জ্ঞান ছাড়াও তিনি হাদীস শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান রাখতেন।

রচনা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল আ'লামু বিল খাইরাতিল আ'লাম মিন আসহাবিন নাবিয়্যি (স.) (الأعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبى صـ)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৪৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২০]

ইয়াহইয়া ইবন শা'দূন (৪৮৬-৫৬৭ হিজরী : يحيى بن شعدون

ইয়াহইয়া ইবন 'উমর ইবন শা'দূন ইবন তামাম ইবন মুহাম্মদ আল আযাদী আল কুরতুবী আল মালিকী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি মালিকী মাযহাব অনুসরণ করতেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে :দিয়াউদ্দীন, আবূ বকর।

৪৮৬ হিজরীতে ইবন শা'দূন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান কুরতুব। ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন : কারী, মুহাদ্দিস, উসূলবিদ ও কালামশাস্ত্র বিশারদ। তিনি শিক্ষা জীবন কাটান মিসর ও বাগদাদে। এবং পরবর্তীতে দামিসকে স্থায়ী হন।

ইন্তিকাল : ইয়াহইয়া ইবন শা'দূন ৫৬৭ হিজরীতে মূসিল নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১২১]

---

১১৮. এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে : وكتابه هذ اكثير النفع عظيم الفائدة لم يؤلف مثله فى الاسلامى
দ্র. ইবন 'আবিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১১৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬; আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খন্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩;; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৬, ৪৯৭; ইবন 'আবিদীন, শারহু উকূদি রাসামিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১২০ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫; আত তাওদকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১-৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ ইব্‌ন 'আইয়্যাদ (৫০৫-৫৭৫ হিজরী) : يوسف بن عيّاد

ইউসুফ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন আবী যায়দ ইব্‌ন 'আইয়্যাদ আল আনদালুসী আল মালিকী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন আইয়্যাদ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবূ 'উমর।

ইবন 'আইয়্যাদ ৫০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হ, কিরাআত ও হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. আল আরবা'উনা ফিল হাশর (الار بعون فى الحشر)।

২. আল কিফায়াতু ফি মু'তাবারাতির রিওয়ায়াহ (الكفياة فى معتبرة الرواية)।

৩. আল মিনহাজুর রা'ঈকু ফিল ওয়াসায়িক (المنهاج الرائق فى الوسائق)।

ইন্তিকাল

ইব্‌ন 'আইয়্যাদ ৫৭৫ হিজরীতে ঈদের দিনে শত্রুদের আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেন।[১২২]

'ইয়ায ইব্‌ন মূসা আল-আন্দালুসী (মৃ. ৫৪৪ হিজরী) : عياض بن موسى الاند لونسى

কাযী আবুল ফযল 'ইয়ায ইব্‌ন মূসা আল-ইয়াহসাবী আল-আন্দালুসী ছিলেন হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও উসূলশাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম। গ্রন্থ রচনা ও কাযীর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি মালিকী ফিকহের বিকাশে অবদান রাখেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, যদি কাযী 'ইয়াযের আবির্ভাব না হতো তবে মাগরিব অনুল্লেখিত থেকে যেত। ইব্‌ন রুশদ প্রমূখ তাঁর প্রখ্যাত শায়খ ।

রচনাবলী

ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১. কিতাব আল-তানবীহাত আলা-মুদাওয়্যানাহ (كتاب التنبيهات على المدونة)

২. আল-শিফা ফী আল-তা'রীফ বি হুকূক আল-মুসতাফা (الشفاء فى التعريف بحقوق المصطفى)

---

১২১ . আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬; আয যারাকলী, আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৬।

১২২ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১, ৪২; আয যারাকলী , আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাশারিক আল-আনওয়ার ফী তাফসীরি গরীব আল-মুয়াত্তা ওয়াল বুখারী ওয়া মুসলিম (مشارق الانوار فى تفسير غريب الموطأوالبخارى ومسلم)

৪. কিতাবু তারতীব আল-মাদারিক ওয়া তাকরীব আল-মাসালিক লি মা'রিফাতি আ'লামি মাযহাব মালিক (كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك)

৫. কাওয়া'ঈদ আল-ইসলাম (قواعد الإسلام)

৬. ইকমাল আল-মু'লিম ফী শারহি সাহীহ আল-মুসলিম (اكمال المعلم فى شرح صحيح المسلم)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৪৪ সাল মুতাবেক ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২৩]

ইসমা'ঈল ইবন মাক্কী আল-'আউফী (মৃ. ৫৮১ হিজরী) : إسماعيل بن مكى العوفى

ইসমা'ঈল ইবন মক্কী আল-'আউফী ছিলেন হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ (রা)-এর বংশধর। পরিবার পরিজন নিয়ে ইনি আলেকজান্দ্রিয়ার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহ আল-তাহযীব (شرح التهذيب)। এটি العوفية নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি ৩৬ খন্ডে সমাপ্ত।

২. আল-দীবাজ ফিল ফিকহ (الديباج فى الفقة)। এটি ৫০ খন্ডে সমাপ্ত।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৮১ সাল মুতাবেক ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২৪]

'উমর ইবন মুহাম্মদ আল-বালানিসী (মৃ. ৫৫৭ হি১১৬২ খ্রী.)।[১২৫]

কাযী আলী ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মাতীতী (মৃ. ৫৭০হি./ ১১৭৪ খ্রী.)।[১২৬]

খালফ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী (মৃ. ৫৭৮ হিজরী) : خلف بن عبد الله القرطبى

আবুল কাসিম খালফ ইবন 'আবদিল্লাহ মালিক আল-কুরতুবী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। ইনি সমকালীন যুগে আখবার ও রিজালশাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আলিম ছিলেন। তাঁকে আন্দালুস

---

১২৩. ড. আ. ক. ম. 'আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-৮০।

১২৪. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

রিজালশাস্ত্রের উৎস মনে করা হয়। ইনি পিতা 'আব্দুল মালিক, আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উত্তাব, আবুল ওয়ালিদ ইব্‌ন রুশদ, আবূ 'আবদিল্লাহ উবনু মাক্কী, আবূ বকর উবনুল 'আরাবী, আবু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়ারবূ' প্রমূখ হতে জ্ঞান আহরণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ৫০টিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে ঃ

১. কিতাব আল-গাওয়ামিয ওয়াল মুবহামাত (كتاب الغوامض والمبهمات)

২. আল-ফাওয়ারিদ আল-মুনতাখাবাহ ওয়াল হিকায়াত আল-মুসতাগরাবাহ (الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة)

৩. আল-মাহাসিন ওয়াল ফাযাইল ফী মা'রিফাতি 'উলামা আল-আফাযিল (المحاسن والفضائل فى معرفة علماء الافاضل)

৪. কিতাব আল-সিলাহ ফী তারীখি আয়িম্মাতিল আন্দালুস (كتاب الصلة فى تاريخ أئمة الاندلس)।[১২৭]

মুহাম্মদ ইব্‌ন রুশ্‌দ (৪৫০-৫২০ হিজরী) : محمد بن رشد

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন রুশ্‌দ আল-কুরতুবী আল-মালিকী ছিলেন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৪৫০ হিজরীর শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিকহ বিষয় বিশেষতঃ ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মাবসূত গ্রন্থের কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল মুকাদ্দিমাতু লিআওয়ালি কুতুবিল মুদাওয়্যানাহ (المقدمات لاوائل كتب المدونة)

২. মুখতাসারুল মাবসূত (مختصر المبسوط)

ইন্তিকাল

তিনি ৫২০ হিজরীর যিলক্বাদাহ মাসে কর্ডোয় ইন্তিকাল করেন।[১২৮]

মুহাম্মদ ইবনি আহমদ ইব্‌ন রুশদ আল-হাফীদ (মৃ. ৫৯৫ হিজরী) : محمد بن احمد الحفيد

---

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০-৮১।

১২৮. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২২৮; আয্‌ যাহবী, *সিয়ারু আল'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫, ১১৬; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্‌ যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন রুশদ আল-হাফীদ ছিলেন কর্ডোভার কাযী। ইনি স্বীয় পিতার নিকট আল-মুয়াত্তা অধ্যয়ন করেন এবং ইব্ন বশকওয়াল, ইব্ন মুসাররাত, আবূ জাফর ইব্ন 'আবদিল 'আযীয, আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মাযিনী প্রমূখের নিকট ফিকহশাস্ত্র অধয়ণ করেন। হাদীসের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত এবং ফিকহ, উসূল আল-ফিকহ ও কালামশাস্ত্রে স্পেনে সমকালীন যুগে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ সহ একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. বিদায়াতুল মুজাতহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ ফিল ফিকহ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقة)

২. মুখতাসার আল-মুসাফফা ফিল উসূল (مختصر المصفى فى الأصول)

৩. কিতাব আল-কুল্লিয়াত ফিত-তিব (كتاب الكليات فى الطب)

৪. মাহমূদ আল-সীরাত ফিল কাযা (محمود السيرة فى القضاء)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৯৫ সাল মুতাবেক ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২৯]

হারূন আশ্ শাতিবী (মৃ ৫৮২ হিজরী) : هارون الشاطبى

হারূন ইব্ন আহমাদ ইব্ন জা'ফর আন নাফাসী আশ্ শাতিবী আল মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ও ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবূ মুহাম্মদ। একজন ফকীহ ও কারী হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাতিব নগরীর কাযী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্তিকাল

৫৮২ হিজরীতে হারূন আশ শাতিবী ইন্তিকাল করেন।[১৩০]

---

১২৯ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১-৮২।

১৩০ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; ইবনুয্ যাজায, তাবাকাতুল কারাঈ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

(হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

'আলী আল ফাসাবী (মৃ. ৫৬৩ হিজরী) : على الفسوى

'আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আল-জুবায়েল আল 'আনাসী আল ফাসাবী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ফিকহ। চর্চা ও শিক্ষাদানে তিনি ব্রতী ছিলেন।

রচনা

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুল মিফতাহ লি ইবনিল কাস আত-তাবারী ফী ফুরূ'ঈল ফিকহিশ শাফি'ঈ (شرح المفتاح لابن القاص الطبرى فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

৫৬৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩১]

'আলী আল ইয়াযদী (৪৭০-৫৫১ হিজরী) : على اليزدى

'আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আল-হুসাইন ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আল-হুসাইন ইব্ন মাহমুবীহ আল-ইয়াযদী ছিলেন একাধারে ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ৪৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও হাদীসের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল : তিনি ৫৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩২]

'আলী আল-বাগদাদী (মৃ. ৫৬০ হিজরী) : على البغدادى

'আলী ইব্ন আল হাসান ইব্ন 'আলী অল-জামিলী আলী-বাগদাদী আশ শাফি'ঈ ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ ও ভাষাবিদ।

রচনাবলী : তিনি কতিপয় মতপার্থক্য পূর্ণ বিষয় ও কবিতার উপর গ্রন্থ রচনা করেন।।

ইন্তিকাল : তিনি ৫৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৩]

---

১৩১ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ১৭৬৯; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৯৯।

১৩২ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন (معجم المولفين)*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪; আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ২২১, ২২২; ইবনুল ইমাদ, *শাজারাতুয্ যাহাব*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৫৯।

১৩৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৪; ইবনুন্ নাজ্জার, *তারিখু বাগদাদ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২১০; আস সাফাদী, *আল ওয়াকী (الوافى)*, প্রাগুক্ত ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী ইব্‌ন আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) : علي بن عساكر

'আলী ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আল হুসাইন আদ-দিমাশকী ছিলেন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি 'ইবনু 'আসাকির' (ابن العساكر) নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল কাসিম, সিক্বাতুদ্দীন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্‌, মুহাদ্দিস, হাফিয এবং ঐতিহাসিক। ৪৯৯ হিজরীর মুহাররাম মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল আশরাফু 'আলা মাওফাতুল আতরাফ (الأشراف على موفة الأطراف)। এটি ৮৩ খন্ডে বিভক্ত।

২. আল মাওয়াফিকাত (الموافقات)। এটি ৭২ খণ্ডে বিভক্ত।

ইন্তিকাল

তিনি ১১ ই রজব ৫৭১ হিজরী দামেস্কে ইন্তিকাল করেন।[১৩৪]

'আলী ইলকিয়া আল-হাররাসী (মৃ. ৪৫০ হিজরী) : علي الكيا الهراسي

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইল-কিয়া আল-হার্‌রাসী আত-তাবারী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌, উসুলবিদ (أصولي) ও বক্তা (واعظ)। ফিক্‌হ শিক্ষা দান ও 'ইলমে-দ্বীন প্রসারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

রচনাবলী

তিনি আল-কুরআনের বিভিন্ন বিধান (أحكام القران) সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। উসূল বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন–

১. আহ্‌কামুল কুর'আন (احكام القرآن)

২. আত-তা'লীকু ফী উসূলিল ফিক্‌হ (التعليق فى أصول الفقه)। এটি উসূলুল ফিকহ-এর একটি বিশেষগ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫০ হিজরীতে মহরম মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৩৫]

---

১৩৪. 'উমর রিযা কাহহালা (عمر رضاء كحالة), *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৯; আয্‌-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা(سير أعلام النبلاء)*, ১২শ খন্ড, পৃ. ২৪২, ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল জাব্বার আল খাওফী (৪৪৭-৫৫৩ হিজরী) : عبد الجبار الخوفى

'আব্দুল জাব্বার আল খাওফী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ। তিনি ৪৪৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে "খারক" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ।

রচনাবলী

তিনি ফিকহী মাস'আলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. তারিখু মারব (تاريخ مرب)।

২. ফাযায়িলু'ল-আওকাত (فضائل الاوقات)।

৩. মুনতাহিল ইদরাক ফী তাকাসীমিল আফলাক (منتهى الإدراق فى تقاسيم الأفلاك)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল জাব্বার (র.) ৫৫৩ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের দিন ইন্তিকাল করেন।[১৩৬]

আবুল 'আব্বাস আত্-তাবারী (মৃ. ৫৩৩ হিজরী) : ابو العبّاس الطبرى

আবুল 'আব্বাস আত-তাবারী ছিলেন একজন শাফি'ঈ মাযহাব পন্থী ফকীহ। 'ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও তিনি ছিলেন পাদর্শী। তিনি তাবারিস্থানের অধিবাসী ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আত্ তালখীস (التخليص)

২. আল মিফ্‌তাহ (المفتاح)

৩. আদাবুল ক্বাযা (أدب القضا)

৪. দালায়িলুল কিবলাহ (دلائل القبلة)

---

১৩৫. আস্ সাফদী। *আল ওয়াফী, প্রাগুক্ত* ১২শ খন্ড, পৃ. ১৭৭, ১৭৮; আয্-যাহী, *সিয়ারুন্ নুবালা*, ১২শ খন্ড, পৃ. ৮২; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২০; 'আল্লামা আল ফাসী 'ইলকিয়া'-এর বিশ্লেষণে বলেন,

والكيا بكسر الهمراة والكاف وسكون للام واخرة مقصورة, و الهراسى كالعبادى بسين مهملة ـ

দ্র. আল ফিকরুছ সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

১৩৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কিতাবুন ফী ইহরামিল মার'আহ (كتاب فى إحرم المرأة)

ইন্তিকাল

'আবুল 'আব্বাস আত্ তাবারী (র.) ৫৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৭]

'আবদুর রাহীম আল কুশাইরী (মৃ. ৫১৪ হিজরী) : عبد الرحيم القشيرى

'আব্দুর রাহীম আল কুশাইরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, উসুলবিদ, মুফাস্সির ও সাহিত্যিক।

রচনাবলী

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. তাফসিরুল কুরআন (تفسير القرآن)
২. আল মূদিহ ফী ফুরু'ঈল ফিকহিশ শাফি'ঈ (الموضح فى فروع الفقه الشافعى)।

ইন্তিকাল

'আবদুর রাহীম আল কুশাইরী ৫১৪ হিজরীর ২৮ জমাদিউল আখিরাতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৮]

'আব্দুল করীম আস্-সাম'আনী (৫০৬-৫৬২ হিজরী) : عبد الكريم السمعانى

'আব্দুল কারীম আস্-সাম'আনী ছিলেন একাধারে ফকীহ, হাফিস, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অনুসরণে তিনি ফিক্হ চর্চা করতেন। তিনি ৫০৬ হিজরীর শা'বান মাসে "মারব" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. আল ইনসাব (الإنساب)
২. তারীখ (تاريخ)। এটি ছিল ২০ খণ্ডে রচিত।

ইন্তিকাল

'আব্দুল কারীম আস্-সাম'আনী ৫৬২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে "মারবেই" ইন্তিকাল করেন।[১৩৯]

---

১৩৭. উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।

১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-খাস্‌সাব (মৃ. ৫৩৩ হিজরী.) : عبد الله بن الخشاب

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-খাস্‌সাব ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও উসূলবিদ। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো :

শারহ্ লাম'ই লিআবী ইসহাক লিশ-শীরাজী (شرح اللمع لأبى إسحاق للشيراجى)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-খাস্‌সাব ৫৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪০]

'আব্দুল্লাহ্ আল-কাজভিনী (মৃ. ৫৮২ হিজরী) : عبد الله القزونى

'আব্দুল্লাহ্ আল-কাজভিনী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি ছিলেন হামাদানের অধিবাসী।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. তাসনীফুল ফীল উসূললিয়্যীন (تصنيف فى الأصليين)
২. আরবা'উনা হাদীসান (أربعون حديثا)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল-কাজভিনী ৫৮২ হিজরীতে হামদানে ইন্তিকাল করেন।[১৪১]

'আব্দুল্লাহ্ আল হাররাযী (মৃ. ৫০৫ হিজরী) : (عبد الله الحرازى)

'আব্দুল্লাহ্ আল হাররাযী ছিলেন ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর অনুসারী ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আস সাব'উল ওয়াযা'ইফ ফী উসূলিদ-দীনি 'আলা মাযহাবিস সাবাক (السبع الوظائف فى أصول الدين على مذهب السبق)

ইন্তিকাল : 'আব্দুল্লাহ্ আল হাররাযী ৫০৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪২]

---

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

১৪১. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল ওয়াহিদ আল ওলাসৃতাজরিদী (৪৪০-৫০২ হিজরী) : عبد الواحد الولاستجردى

'আব্দুল ওয়াহিদ আল ওলাসৃতাজরিদী ছিলেন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস্। তিনি ৪৪০ হিজরীতে হামদানের অন্তর্গত "আলওলাসতাজরিদে" জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাহাবের ইমাম।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

তা'লীকু 'আলা মাসা'ইলি আবী ইসহাক আশ শিরাযী ফিল খিলাফ (تعليق على مسائل ابى إسحاق الشرازى فى الخلاف)

ইন্তিকাল

'আবদুল ওয়াহিদ আল ওলাস্তাজরিদী ৫০২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪৩]

আল হাসান মালিকুন নুহাত (৪৮৯-৫৮৬ হিজরী) : الحسن ملك النحاة

আল হাসান ইব্‌ন সাফী ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নাযযার আল বাগদাদী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। 'মালিকুন্নুহাত' নামে তিনি পরিচিত। হিজরী ৪৮৯ সালে বাগদাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফকীহ হিসেবে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি তিনি একাধারে উসূলবিদ মুতাকাল্লিম, সাহিত্যিক, কারী, কবি ব্যাকারণবিদ হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। জন্মস্থান বাগদাদ থেকে তিনি খুরাসান, কিরমান এবং গাযনা প্রভৃতি শহরে সফর করেন। পরবর্তীতে তিনি দামেস্কে বসবাস করেন।

রচনাবলী

তিনি ছিলেন অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা। শাফি'ঈ মাযহাবের সমর্থনে তিনি বিভিন্ন ফকিহী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে–

১. আল হাবী ফিন নাহবি (الحاوى فى النحوى)। এটি দুই খণ্ডে রচিত।
২. আল হাকিম ফিল ফিকহিশ শাফি'ঈ (الحاكم فى الفقه الشافعى)
৩. মুখতাসারু ফী উসূলিল ফিক্‌হ (مختصر فى أصول الفقه)
৪. উসলূবুল হাক্কি ফী তা'লীলিল কিরাআ'তিল 'আশার (أسلوب الحق فى تعليل القراءت العشر) এটি দুই খণ্ডে রচিত।

এছাড়া একটি কাব্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

ইন্তিকাল : হিজরী ৫৮৬ সালের ৮ই শাউয়াল দামেস্কে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৪৪]

---

১৪২ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

১৪৩ 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল ইস্পাহানী (মৃ. ৫৯৩ হিজরী) : أحمد الأصبهاني

আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইব্ন আহমাদ আল ইস্পাহানী (আবূ শুজা') ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাব পন্থী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল গাইয়াতু ফী ফুরুয়ি'ল ফিক্হিশ শাফি'ঈ (الغاية فى فروع الفقه الشافعى)

২. শারহুল ইকনা' লিল মাওয়ারদী (شرح الإقناع للماوردى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৯৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৪৫]

আহমাদ আল কাযভিনী (৫১২-৫৯০ হিজরী) : أحمد القزوينى

আহমাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল 'আব্বাস আল কাযভিনী আত তালাকানী আশ শাফি'ঈ (আবুল হুসাইন, আবুল খাইর, রিদাউদ্দীন) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।

হিজরী ৫১২ মতান্তরে ৫১১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্হ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়াও তিনি 'ইলমুল কিরাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'ইলমুত তাসাউফেও (علم التصوف) মনোনিবেশ করতেন। উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও তিনি অন্যান্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

রচনাবলী

গ্রন্থ রচনায় ইমাম্ আল কাযভিনীর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আত তিবইয়ান ফী মাসাইলি কুর'আন রাদ্দান 'আলাল হালুলিয়্যাহ ওয়াল জাহমিয়্যাহ্ (التبيان فى مسائل القرآن ردًا على الحلولية والجهمية)

২. খাসাইসুস্ সু'আল (خصائص السؤال)

৩. খাতাইরুল কুদ্স (خطائر القدس)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৫৯০ মতান্তরে ৫৮৯ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৪৬]

---

১৪৪ . উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-২১১; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬।

১৪৫ . আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; হাজী খালীফা, কাশফুয-যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল ওয়াসিতী (৪৭৬-৫২২ হিজরী) : أحمد الواسطى

আহমাদ ইবন বখতিয়ার ইবন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আলমান্দায়ী আল ওয়াসিতী (আবুল 'আব্বাদ) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ৪৭৬ সালে ওয়াসিত নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে তাঁর শহর ওয়াসিতেই বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইরাকের বাগদাদ শহরে সফর করেন এবং সেখানে হাদীসের শিক্ষা করেন।

রচনাবলী : তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. কিতাবুল কুদাত (كتاب القضاة) ২. তারীকুত তাবা'ইহ (تاريخ الطبائح)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৫২ সালের জামাদিউল আখির মাসে বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৪৭]

আহমাদ আস-সাম্মানী (মৃ. ৫৭৫ হিজরী) : احمد السمانى

আহমাদ ইব্‌ন যাইদ আস-সাম্মানী (কামালুদ্দীন আবূ নসর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবপন্থী একজন ফকীহ্। উসূল বিষয়েও তিনি দক্ষ ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আত তা'লীকাতু ফিল খিলাফ ওয়াল জিদাল (التعليقة فى الأخلاف والجدال)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৭৫ সালে নিসাপুরে ইন্তিকাল করেন।[১৪৮]

আহমাদ আল খাইওয়াকী (৫৪০-৬১৮ হিজরী) : أحمد الخيوقى

আহমাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আর রাযী আল খাইওয়াকী (আবুল জিনান, নাজমুদ্দীন) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ৫৪০ হিজরীতে খাওয়ারিযিম নগরীর অন্তর্গত খাইওয়াক নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস এবং তাফসীর বিষয়েও তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন।

---

১৪৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৮; আস সুবকী, তাবাক্বাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৭; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১, ৭০৫।

১৪৭ . আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; হাজী খালীফা, কাশফুয-যুনূন, পৃ. ২৯১-৩০০; ইবনুল জাওযী, আল মুনতাযিম, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২; আস সুয়ূতী, বুগইয়াতুল উ'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৪৮ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৭; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তাফসীরু লিল কুর'আনিল কারীম (تفسير للقرآن الكريم) । এটি ১২ খণ্ডে রচিত।

২. রিসালাতুত তারীক (رسالة الطريق)

৩. ফাওয়াতীহুল জামাল ওয়া ফাওয়াইহুল জালাল (فواتيح الجمال وفوايح الجلال)

ইন্তিকাল

হিজরী ৬১৮ সালের রবিউল আউআল মাসে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১৪৯]

আহমাদ আল আরজানী (জ. ৪৬০) : أحمد الارجاني

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল আরজানী (নাসিহুদ্দীন, আবূ বকর) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি হিজরী ৪৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব (قاضى) পালন করেন।

রচনাবলী

তাঁর কতিপয় কাব্য গ্রন্থ ছিল।[১৫০]

আল হুসাইন আল বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হিজরী) : الحسين البغوى

আল হুসাইন ইব্ন মাস'উদ ইব্ন মুহাম্মদ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ইবনুল ফারা[১৫১] আল বাগাভী (إبن الفراء البغوى) নামে পরিচিত।[১৫২] ইলমুল ফিক্হ ছাড়াও

---

১৪৯ . ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; হাজী খালীফা, *কাশফুয-যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৫০ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; আল আসনাবী (الاسنوى), *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬১; ইব্ন তাগরিবারদী, *আন নুজূমুয যাহিরাহ (النجوم الظاهرة)*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫।

১৫১. আল ফারা' (الفراء) সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান বলেন : الفراء نسبة الى عمل الفراء وبيعها ـ

দ্র. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১৫২. বাগাভী মূলত 'বাগু' শহরের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এটি খুরাসান এর অন্তর্গত ফারা এবং হারাত এর মধ্যবর্তী শহর। ইবন খাল্লিকান এ সম্পর্কে বলেন :

البعوى بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو ـ هذه نسبة إلى بلدة بخرسان بين مرو وهراة يقال لهابغ ـ و بغشور بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وضم الشين وبعدها واؤ ساكنة ثم راء ـ وهذه نسبة شاذة على خلاف الاصل هكذا قال السمعانى فى كتاب الانساب ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হাদীস, তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। হাদীস বর্ণনা, ফিক্‌হ শিক্ষাদানসহ 'ইলমী জগতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ইমাম কাযী হুসাইন ইবন মুহাম্মদ থেকে তিনি ফিকহী জ্ঞান লাভ করেন।[১৫৩] তিনি ৮০টির অধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সদা-সর্বদা পবিত্রাবস্থায় থাকতেন এবং অপবিত্র অবস্থায় কখনো হাদীস বর্ণনা কিংবা শিক্ষাদান করতেন না।[১৫৪]

রচনাবলী

ইমাম বাগাভী (র.) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে বিভিন্ন ফিকহী মাস'আলা সংকলন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মা'আলিমুত তানযীল ফিত তাফসীর (معالم التنزيل فى التفسير)

২. মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্ (مصابيح السنة)

৩. আত-তাহযীব ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (التهذيب فى فروع الفقه الشافعى)

৪. শামাইলুন নাবিয়্যিল মুখতার (شمائل النبى المختار)

৫. শারহুস সুন্নাহ (شرح السنة)

৬. আল জামউ' বাইনাস সহীহাইন (الجمع بين الصحيحين)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫১০ সালের শাউআল মাসে খুরাসান-এর মারওয়াররুয নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর উস্তাদ কাযী হুসাইন (র)-এর নিকটস্থ আত তালিবান নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১৫৫]

আল হুসাইন ইবন খামীস (৪৬৬-৫৫২ হিজরী) : الحسين بن خميس

আল হুসাইন ইব্‌ন নসর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান ইবনুল কাসিম ইব্‌ন খামীস ইব্‌ন 'আমির আল জুহানী[১৫৬] আল কা'বী[১৫৭] আল মাওসিলী (আবূ

---

১৫৩. ইবন্ খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫-১১৬।

১৫৪. ওয়াফাতুল আইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬; ইবন খাল্লাকন তাঁর সম্পর্কে বলেন,

ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء, البغوى الفقية الشافعى, المحدث, المفسر كان بحرا فى العلوم,

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫-১১৬।

১৫৫. আয যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; আল আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, *২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭*; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১৫৬. আল কা'বী, মূলতঃ বনী কা'ব (بنى كعب) এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। ইব্‌ন খাল্লিকান এ সম্পর্কে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ্, তাজুল ইসলাম, জামালুদ্দীন) ছিলেন উটুঁমানের একজন ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হিজরী ৪৬৬ সালে 'মাওসিল' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীবদ্দশায় তিনি বিচারকার্যও পরিচালনা করেন। বাগদাদ নগরীতে এসে তিনি হাদীসের খিদমত করেন। তিনি বাগদাদে ইমাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.) এর নিকট 'ফিক্‌হ' শিক্ষা লাভ করেন।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. মানাকিবুল আবরার ওয়া মাহাসিনুনল আখইয়ার (مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار)। এটি তিনি ইমাম কুশাইরী (র)-এর রিসালাত এর ভাবধারায় রচনা করেছেন।

২. মিনহাজুল মুরীদ ফিত তাওহীদ (منهاج المريد فى التوحيد)

৩. মানাসিকুল হাজ্জ (مناسك الحج)

৪. তাহরীমুল গীবাত (تحريم الغيبة)

৫. আল মারজুল মূদিহ 'আলা মাযহাবি যাইদ ইব্‌ন সাবিত (المرج الموضح على مذهب زيد بن ثابت)

৬. আখবারুল মানামাত (اخبار المنامات)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৫২ সালের রবিউল আউআল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৫৮]

الكمبى بفتح الكاف وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة هذه نسبة الى بنى كعب وهم اربع قبائل ينسب اليها ولا أعلم المذكور الى إيها ينتسب ـ

দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

১৫৭. আল জুহাইনা 'মাওসিল' দেশের একটি গ্রামের নাম। উক্ত গ্রামের দিকে সম্পর্কিত করেই তাঁকে আল জুহানী বলা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ জুহাইনা নামক বড় একটি গোত্রের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে জুহানী বলার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। 'ইবন খাল্লিকান' এ সম্পর্কে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন,

الجهنى بضم الجيم وفتح الهاء وبعدها نون ـ هذه نسبة إلى جهينة وهى قرية قريبة من الموتجاور القرية التى فيها العين المعروفة بعين القيارة التى ينفع الاستحمام بمائها من الفالج والرياح الباردة ـ وهى مشهورة, وهما فى بر الموصل اسفل من الموصل, وجهينة أقرب من عين القيارة والجهنى ايضا نسبة إلى جهينة وهى قبيلة كبيرة من قضاعة ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

১৫৮. উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭; হাজী খালীফা, *কাশফুয-যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০, ৩৫৯; ইবন খাল্লিকান তাঁর পূর্ণ নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

সা'দ আল হাইস বাইজ (মৃ. ৫৭৪ হিজরী) : سعد الحيص بيض

সা'দ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইবনুস সাইফী আত তামীমী ছিলেন শাফি'ঈ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ফকীহ্। 'আল হাইস বাইজ' নামে তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, ঐতিহাসিক, তার্কিক, লেখক ও অভিধানবিদ।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)

২. দিওয়ানুর রাসাইল (ديوان الرسائل)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৭৪ সালে তিনি বাগদাদ শহরে ইন্তিকাল করেন।[১৫৯]

ইব্রাহীম আল 'ইরাকী (৫১০-৫৯৬ হিজরী) : إبراهيم العراقى

ইব্রাহীম ইব্‌ন মানসূর ইবনুল মুসাল্লাম আল 'ইরাকী আল মিসরী (আবূ ইসহাক) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফিকহবিদ। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ। হিজরী ৫১০ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইরাক ভ্রমণ করেন।[১৬০] কর্মজীবনে তিনি বিশিষ্ট খতীব এবং ফিক্‌হী ইমাম ছিলেন। তিনি বাগদাদের তৎকালীন বিখ্যাত 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদ হচ্ছেন : আবূ বকর মুহাম্মদ

ابو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم بن خميس بن عامر المعروف بابن خميس, الكعبى الموصلى, الجهنى, المقلب تاج الاسلام, مجد الدين, الفقيه الشافعى -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

১৫৯. ইব্‌ন খাল্লিখান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৪; ইবন তাগরী বারদী, *আল মু'জামুয যাহিরাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

১৬০. ইবন খাল্লিকান তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

ابو اسحاق ابراهيم بن منصور بن المسلم, الفقيه الشافعى المصرى المعروف بالعراقى الخطيب بجامع مصر كان فقيها فاضلا..... ولم يكن من العراق, وانما سافر الى بغداد - اشتغل بها مدة فنسب إليها لا قامته بها تلك المدة وعاد الى مصر تولى الخطابة بجامعها العتيق والا مامة به والتصدر ولم ير على الخطابة والامامة به والافادة الى حين وفاته ومضى على سداد وامرجميل .... وكان فى بغداد يعرف بالمصرى, فلما رجع الى مصر قيل له : العراقى والله اعلم -

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল হুসাইন আল আরমাভী (র), তাঁর সমকালীন 'আলিমগণ হচ্ছেন– আবূ ইসহাক শীরাযী, 'আলী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক আল-বাগদাদী প্রমুখ।

রচনাবলী

শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরনে তিনি গ্রন্থাদী রচনা করেন।

ইন্তিকাল : হিজরী ৫৯৬ সালের জামাদিউল উলা মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং মুকতাম (র.)-এর পাশে দাফন করা হয়।[১৬১]

ইয়াহইয়া ইবন মুলামিস্ (মৃ. ৪২১ হিজরী) : يحيى بن ملامس

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুলামিস আল মুশাইরিকী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল ফাত্‌হ।

ইব্‌ন মুলামিস ছিলেন ইমাম শাফি'ঈর অনুসারী, বিশেষতঃ তাঁর মাধ্যমেই ইয়ামেনে ফিকহে শাফি'ঈর প্রসার ঘটে এবং পরবর্তীতে তা মক্কাতে ছড়িয়ে পড়ে।

রচনা :

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো–

১. শারহু মুখতাসরিল মাযনী ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ্ শাফি'ঈ (شرح مختصر المزنى فى فروع الفقه الشافعى)।

ইন্তিকাল

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুলামিস ৪২১ হিজরী সালে ইয়েমেনের মুশাইরিক নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৬২]

ইয়াহইয়া আস্ সোহরাওয়ার্দী (৫৪৯-৫৮৭ হিজরী): يحيى السهروردى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাব্‌শ ইব্‌ন 'উমাইরিক আস সোহরাওয়ার্দী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর উপনাম– শিহাবুদ্দীন, আবুল ফুতুহ।

---

১৬১ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; আয যাহাবী; সিয়ারু আ'লামিল নুবালা, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০, ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬৩। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন মিসর জামি' মসজিদের খতীব। তাঁর (ইমাম ইরাকী) একজন পুত্র সন্তান ছিলেন তিনিও ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ইমাম, যাঁর নাম ছিল আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল হাকাম। পিতার (ইরাকী) ইন্তিকালের পর তিনিই উক্ত জামি' মিসরের খতীব নিযুক্ত হন। তিনি (পুত্র) ছিলেন অতীব সুবক্তা ও কবি।

দ্র. ইবন খাল্লিকান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

১৬২ 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮; আল ইয়াফি'ঈ মির'আ জিনান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭৭; আয যিরাকালী , আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২; আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪৯ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান হচ্ছে : ইরাকের সোহরাওয়ারদ নামক অঞ্চল।

তিনি একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। এছাড়াও কালাম, ফিক্হ, আদাব ও কাব্য রচনায় তার পারদর্শীতা ছিল। আস সোহরাওয়ারদী প্রথমে সাফহানে, এরপর বাগদাদে বসবাস করেন। পরবর্তীতে বাগদাদ থেকে হালবে চলে আসেন। কোন এক কারণে 'আলিমগণ তাঁর রক্তকে হালাল ঘোষণা করেন। এর ফলে বাদশা যাহর গাজী তাকে কারারুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে (হিজরী ৫৮৭ সালে) তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলল- ফিক্হ সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আত্ তালবীহাতু ফিল হিকমাহ (التلويحة فى الحكمة) ।
২. আত্ তানকীহাতু ফী উসূলিল ফিক্হ (التنكيحة فى أصول الفقه) ।
৩. হিকমাতুল ইশরাক (حكمة الإشراق)।
৪. আল ওয়াজহুল 'ইমাদিয়্যাহ (الوجه العمادية)।[১৬৩]

ইয়াহইয়া আল হাসকাফী (৪৫৯-৫৫১ হিজরী) : يحيى الحصكفى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলামাহ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ পন্থী একজন ইমাম। তিনি 'আল খাতীবুল হাসকাফী' নামে বেশি পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল ফযল, 'মু'ঈনুদ্দীন।

ইমাম হাসকাফী একজন উঁচুমানের পন্ডিত ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সমান পদচারণা ছিল। তিনি একাধারে একজন সুলেখক, কবি, বক্তা ও ফকীহ ছিলেন। হিজরী ৪৫৯ সালে 'তানযাহ' নামক স্থানে এ প্রতিথযশা জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বাগদাদে আসেন, সেখানেই তিনি ফিকহী জ্ঞান হাসিল করেন এবং খাতীব আত্ তিবরীযীর কাছে আদাব (সাহিত্য) শিক্ষা নেন। এরপর তিনি মাযাফারোকন সফর করেন এবং তথায় তিনি খিতবাত ও ইফতা বোর্ডের ওলী নিযুক্ত হন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. দিওয়ানুর শির (ديوان الشعر)।

---

১৬৩ . আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; আয্ যাহাবী , *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮, ৪৯; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৭; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. উমদাতুল ইকতিসাদ ফিন নাহু (عمدة الاقتصاد فى النحو)।

৩. দিওয়ানুর রাসায়িল (ديوان الرسائل)।

ইন্তিকাল হিজরী ৫৫১ সালে ইয়াহইয়া আল হাসকাফী ইন্তিকাল করেন।[১৬৪]

ইয়াহইয়া আত্ তিকরীতী (মৃ. ৫১৩-৬১৩ হিজরী) : يحيى التكريتى

ইয়াহইয়া ইবনুল কাসিম ইবনুল মুফরাহ আত্-তাগলিবী আত্-তিকরীতী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবু যাকারিয়্যা।

হিজরী ৫১৩ সালের মুহাররাম মাসে বর্তমান ইরাকের তিকরীত নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাফসীর, ফিক্‌হ, আদাব, নাহু ও অভিধান বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কর্মজীবনে ইয়াহইয়া তিকরীত নগরীর কাযীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানেই শিক্ষা দান করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬১৬ সালে রমযান মাসে ইয়াহইয়া আত্-তিকরীতি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৬৫]

ইয়াহইয়া আল মুহামিলী (৫২৮ হিজরী) : يحيى المحاملى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইবনুল কাসিম আদ্ দাব্বী আল মুহামিলী আল বাগদাদী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবূ তাহের।

তাঁর জন্মের সুনির্দিষ্ট সময়কাল জানা যায়নি, তবে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন।

রচনাবলী

ফিকহে শাফি'ঈর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেন।

ইন্তিকাল

৫২৮ হিজরীতে ইয়াহইয়া আল মুহামিলী মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৬৬]

---

১৬৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন (معجم المولفين), ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, পৃ. ১১৬৬, ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

১৬৫ . আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৩ শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০;

১৬৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; আস-সুবকী, তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. উমদাতুল ইকতিসাদ ফিন নাহু (عمدة الاقتصاد فى النحو)।

৩. দিওয়ানুর রাসায়িল (ديوان الرسائل)।

ইন্তিকাল হিজরী ৫৫১ সালে ইয়াহইয়া আল হাসকাফী ইন্তিকাল করেন।[১৬৪]

ইয়াহইয়া আত্ তিকরীতী (মৃ. ৫১৩-৬১৩ হিজরী) : يحيى التكريتى

ইয়াহইয়া ইবনুল কাসিম ইবনুল মুফরায আত্-তাগলিবী আত্-তিকরীতী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবু যাকারিয়্যা।

হিজরী ৫১৩ সালের মুহাররাম মাসে বর্তমান ইরাকের তিকরীত নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাফসীর, ফিক্হ, আদাব, নাহু ও অভিধান বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কর্মজীবনে ইয়াহইয়া তিকরীত নগরীর কাযীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানেই শিক্ষা দান করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬১৬ সালে রমযান মাসে ইয়াহইয়া আত্-তিকরীতি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৬৫]

ইয়াহইয়া আল মুহামিলী (৫২৮ হিজরী) : يحيى المحاملى

ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইবনুল কাসিম আদ্ দাব্বী আল মুহামিলী আল বাগদাদী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবূ তাহের।

তাঁর জন্মের সুনির্দিষ্ট সময়কাল জানা যায়নি, তবে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন।

রচনাবলী

ফিকহে শাফি'ঈর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেন।

ইন্তিকাল

৫২৮ হিজরীতে ইয়াহইয়া আল মুহামিলী মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৬৬]

---

১৬৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন (معجم المؤلفين), ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, পৃ. ১১৬৬, ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

১৬৫ . আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৩ শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০;

১৬৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; আস-সুবকী, তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনুস আল-মিসরী (৫৫৫-৬২৩ হিজরী) : يونس المصري

ইউনুস ইবন বাদরান ইব্ন ফিরোয ইব্ন সা'ঈদ আল কুরাশী আশ-শাইবী আল হিজাযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি জামাল আল মিসরী নামেই পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে : জামালুদ্দীন, আবুল ওয়ালীদ।

হিজরী ৫৫৫ সালে ইউনুস আল মিসরী মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানাবিধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি শামের উকিল নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি আইন বিষয়ে উপর শিক্ষা দান করেন। এবং পরবর্তীতে তিনি দামিসকের কাযী নিযুক্ত হন।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. মুখতাসারু কিতাবিল উম্মি লিশ্ শাফি'ঈ (مختصر كتاب الام للشافعى)।

২. কিতাবুন ফিল ফারায়েয (كتاب فى الفرائض)।

ইন্তিকাল

ইউনুস আল মিসরী ৬২৩ হিজরীতে রবিউল আখের মাসে রোমে ইন্তিকাল করেন।[১৬৭]

'উমর আল-বাযরী (৪৭১-৫৬০ হিজরী) : عمر البزرى

আবুল কাশেম 'উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ ইব্ন ইকরামাহ্ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। ৪৭১ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী :

তিনি মুসনাব (المنصب) গ্রন্থের দুটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে–

১. শারহু ইশকালাতি কিতাবিল মুসনাবি লিআবিল হাক্কি (شرح اشكالات كتاب المصنب لابى الحاق)

২. আল 'আমালু মিন কিতাবিল মুসনাব (العمل من كتاب المصنب)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৬৮]

---

১৬৭. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬; ইব্ন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৪, ১১৫; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১৬৮. আয্-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২ শ খন্ড, পৃ. ২২৬; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮০; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬;

Dhaka University Institutional Repository

তাহির ইব্ন জাহবাল (৫৩২-৫৯৬ হিজরী) : طاهر بن جحبل

তাহির ইব্ন জাহবাল ছিলেন ফিক্হ, অংক ও ফারাইয বিষয়ে বুৎপত্তিসম্পন্ন বিশিষ্ট 'আলিম। তিনি ৫৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুন ফী ফাদ্লিল জিহাদ (كتاب فى فضل الجهاد)। এটি সুলতান নূরুদ্দীন আশ-শাহীদ্-এর উদ্দেশ্যে লিখা গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তাহির ইব্ন জাহবাল ৫৯৬ হিজরীতে কুদ্ছে ইন্তিকাল করেন।[১৬৯]

তাহির আল 'ইমরানী (৫১৮-৫৮৭ হিজরী) : طاهر العمرانى

তাহির আল 'ইমরানী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ ও সাহিত্যিক। ৫১৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রহদ্বয় হচ্ছে :

১. কাসরু মিফতাহিল কাদর (كثر مفتاح القدر)।

২. আল ইহতিজাজুশ শাফি'ঈ (الاحتجاج الشافعى)।

ইন্তিকাল

তাহির আল 'ইমরানী ৫৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭০]

নাবা ইবনুল হাওরানী (৫৫১ হিজরী) : نبا ابن الحورانى

নাবা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহফূয আল কারাখশী আদ্ দিমাশকী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ। 'ইবনুল হাওরানী' নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল বায়ান। তিনি ছিলেন বহুমূখী জ্ঞানের অধিকারী। তিনি একই সাথে ফিক্হ শাস্ত্র, 'আরবী সাহিত্য, কবিতা ও অভিধান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি হাদীস শুনতেন ও তা বর্ণনা করতেন।

রচনা: তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

মানযূমাতুন ফিস-সোয়াদি-ওয়াদ দোয়াদ (منظومة فى الصواد والضواد)

---

১৬৯ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

১৭০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : নাবা ইবনুল হাওয়ানী ৫৫১ হিজরীতে রবিউল আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৭১]

বাশীর আয যায়নাবী (৫৭০-৬৪৬ হিজরী) : (بشير الزينبى)

বাশীর ইব্ন হামিদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ইউসুফ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল হাশিমী আল জা'রী আয্-যায়নাবী আত্ তাবরিযী আশ শাফি'ঈ ছিলেন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন ফকীহ্। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর উপনাম নাযিমুদ্দীন এবং আবু নু'মান। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, সূফী ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আরাদবীল নামক শহরে হিজরী ৫৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ইমাম আয-যায়নাবী একাধিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তাফসীরু কাবীর (تفسير كبير)। এটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত।

২. আহাসিনুল কালাম ওয়া মাহাসিনুল কিরাম (أحاسن الكلام ومحاسن الكرام)

এতদ্ভিন্ন, তিনি দ্বীনী বিষয়ক ৪০টি হাদীসের একটি সংকলন ও রচনা করেন।

ইন্তিকাল

৬৪৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৭২]

বান্না ইব্ন মাহফূয (৪৬৬-৫৫১ হিজরী) : بنا إبن محفوظ

বান্না ইব্ন মুহাম্মদ ইবন মাহফূয আল কুরাইশী আদ দিমাশকী আশ শাফি'ঈ ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ্। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম ও ফকীহ্। ইবনুল হুবানী মতান্তরে ইবনুল জাওযানী নামে তিনি পরিচিত। ইমাম বান্না একাধারে ফকীহ্, কবি এবং অভিধানবিদ ছিলেন। হিজরী ৪৬৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক রচনা, কবিতা এবং সংকলন ছিল।

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৫১ মতান্তরে ৫৫২ সালের ২রা রবিউল আউয়াল মাসে তিনি সিরিয়ার দামিস্ক শহরে ইন্তিকাল করেন। 'বাবুস সাগীর' নামক স্থানে তিনি সমাধিস্থ হন।[১৭৩]

---

১৭১ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২ শ খণ্ড, পৃ. ২১৯, ২২০; আস্ সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬তম খণ্ড, পৃ. ১৮৩, ১৮৪।

১৭২ . আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪-২৮৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

১৭৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাক্কী ইবনুয্ যাজাজিয়্যাহ (মৃ. ৫১৬ হিজরী) : مكى بن الزّجاجية

মাক্কী ইব্‌ন মুহাম্মদ আদ্ দিমাশকী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ। তিনি মাক্কী ইবনুয্ যাজাজিয়্যাহ নামেই পরিচিত। ফিক্‌হ শাস্ত্র বিশারদ (فقيه) ছাড়াও তিনি ছিলেন খ্যাতমান একজন কবি।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাব অনুসরণে অনেক কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. নাজমুল মাযহাব লি আবি ইসহাক আস-সিরাজী ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ্ শাফি'ঈ (نجم المذهب لابى إسحاق السراجى فى فروالفقه الشافعى)।
২. আল বাদি'আহ ফী আহকামিশ শারীআহ্ (البديعه فى أحكام الشريعة)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৫১৬ সালে ইমাম মাক্কী ইন্তিকাল করেন।[১৭৪]

মানসূর আল কারখী (মৃ. ৪৪৭ হিজরী) : منصور الكرخى

মানসূর ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন 'আলী আল বাগদাদী আল কারখী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবপন্থী একজন 'আলিম ও ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল কাসিম।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে (علم الفقيه) ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি তিনি হাদীস শাস্ত্রেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট শায়েখগণের কাছ থেকে হাদীস শুনে তা বর্ণনা করতেন। বাগদাদে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

রচনা : তাঁর অন্যতম রচনা হচ্ছে :

আল গানিয়্যাতু ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ্ শাফি'ঈ (الغنية فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

মানসূর আল-কারখী হিজরী ৪৪৭ সালের জমাদিউল আখিরাহ মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৭৫]

মানসূর আস্ সাম'আনী (৪২৬-৪৯৮ হিজরী) : منصور السمعانى

মানসূর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবুদল জাব্বার ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন 'আবদুল জাব্বার ইবনুল ফযল ইবনুর রাবী ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আত্

---

১৭৪. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আল-বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯; আল বাগদাদী, হিদায়াতুল 'আরিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১।

১৭৫. আশ্ শিরাজী, তাবাকাতুল ফুকাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; আয্ যাহাবী , সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তামিমী আল মারওয়াযী ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইবনুস্‌ সাম'আনী (إبن السمعانى) নামেই পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল মুযাফ্‌ফার।

তিনি হিজরী ৪২৬ সালের যিলহজ্জ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তাফসীর, হাদীস, কালাম ও উসূলের উপরও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। প্রথমে তিনি ফিক্‌হে হানাফীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর বাগদাদে যান এবং সেখানে তিনি হানাফী মাযহাব ছেড়ে শাফি'ঈ মাযহাব অনুসরণ করতে থাকেন। পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে গেলেও আর মাযহাব পরিবর্তন করেননি এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শাফি'ঈ মাযহাবেরই অনুসারী ছিলেন।

রচনাবলী

'ইলমুল ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ ও 'ইলমুল হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. মিনহাজু আহ্‌লিস্‌ সুন্নাহ্‌ (منهاج أهل السنة)।
২. আল কাওয়াইদু ফী উসূলিল ফিক্‌হ (القواعد فى أصول الفقه)।
৩. তাফসীরুল কুরআন (تفسير القرآن)।
৪. আল ইসতিসলাহ (ألإستصلاح)।
৫. আল ইনতিআ'রু ফিল হাদীস (الانتعار فى الحديث)।

ইন্তিকাল

মানসুর আস্‌ সাম'আনী হিজরী ৪৯৮ সালের ২৩ শে রবিউল আওয়াল 'মূর নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৭৬]

মুহাম্মদ হাফাদাহ (৪৮৬-৫৭৩ হিজরী) : محمد حفدة

আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইব্‌ন আসয়াদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আতারী আল-'উলূমী আশ্‌ শাফি'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ্‌ ও বক্তা। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ৪৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা :তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

আজইবাতু মাসাইলি ফিল ফিকহি ওয়াত তাসাউফ সা'আলাহু 'আনহা ইউসূফ ইব্‌ন মুকাল্লাদ আদ দামিস্কী (اجوبة مسائل فى الفقه والتصوف ساله عنها يوسف بن مقلد الدمشقى)

১৭৬. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; আস্‌ সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; আস্‌ সুবকী, তাবাকাতুশ্‌ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; ইব্‌ন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪; ইবনুল' ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : তিনি ৫৭৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৭]

মুহাম্মদ আন-নাসিবী (৫৮২-৬৫২ হিজরী) : محمد النصيبى

মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান আল কুরাশী ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ।তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ। ৫৮২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি বিভিন্ন মাস'আলা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. তাহসীলুল মারাম ফী তাফদীলিস সালাত 'আলাস সিয়াম (تحصيل المرام فى تفضيل الصلاة على الصيام)

২. আদ দুররুল মুনাযযাম ফীস সিররিল আ'যম (الدر المنظم فى السرا الأعظم)

ইন্তিকাল

৬৫২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৮]

সুলতান আল মাকদাসী (৪৪২-৫১৮ হিজরী) : (سلطان المقدسى)

সুলতান ইব্ন ইব্রাহীম ইবনুল মুসলিম আল মাকদাসী (আবুল ফাতাহ) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৪৪২ সালে 'কদস' শহরে জন্মগ্রহণ করন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুন ফী আহকামি ইলতিকাইল খাতানাইন (كتاب فى أحكام التقاء الختنين)।

ইন্তিকাল

তিনি ৫১৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৯]

---

১৭৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; আয্ যারাকলী, *আল-আ'লাম*, *(الأعلام)* ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৫৬।

১৭৮. হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনুন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০, ৫৯২, ৭৩৪, ৯৫৪, ১১৫২, ১৭৬০, ১৯৬৫ও ১৯৬৬; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; আল-বাগদাদী, *ঈদাহুল মাক্নুন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।

১৭৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

সালমান আন নিসাপুরী (মৃ. ৫১২ হিজরী) : سلمان النيسابوري

সালমান ইব্‌ন নাসির ইব্‌ন 'ইমরান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন মাইমূন ইব্‌ন সিহরান আল আনসারী আন নিসাপুরী (আবুল কাসিম) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ইমামুল হারামাইন-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. শারহুল ইরশাদ লিইমামিল হারামাঈন ফী 'ইলমিল কালাম (شرح الإرشاد لإمام الحرمين فى علم الكلام)

২. কিতাবুল 'আনিয়্যাহ (كتاب العنية)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৫১২ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৮০]

হিবাতুল্লাহ-আল্ লালিকী (মৃ. ৪১৮ হিজরী) : هبة الله اللالكى

হিবাতুল্লাহ ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন মানসূর আত্ তাবারী আর-রাযী আশ্-শাফি'ঈ আল লালিকী ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল কাসিম। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর অনুসারী। ফিক্‌হ শাস্ত্র বিশারদ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন মুহাদ্দিস, হাফিয, কালাম শাস্ত্রবিদ। তিনি জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে বাগদাদে আসেন এবং তথায় ইমাম শাফি'ঈর প্রণীত ফিক্‌হর উপর অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষাদান করেন।

রচনাবলী : তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থবলী হচ্ছে :

১. মাযাহিবু আহলিস্ সুন্নাহ (مذاهب أهل السنة)

২. শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মিনাল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাতি ও ইজমা'ঈস্ সাহাবাহ (شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة)।

৩. কিতাবু রিজালিস্ সাহাবাহ (كتاب رجال الصحابة)।

ইন্তিকাল: ফকীহ হিবাতুল্লাহ ৪১৮ হিজরী সালের রমযান মাসে দিনুর নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৮১]

---

১৮০ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৮১ . আয যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; 'উমর রিযা কাহহালা , মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭; আস্ সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৭ শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীগণ
(হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীগণ

'আলী আয্‌-যাগূনী (৪৫৫-৫২৭ হিজরী) : علی الزاغونی

'আলী ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আল-সিররী আয্‌ যাগূনী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্‌, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস, বক্তা ও ঐতিহাসিক। ৪৫৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিকহ্‌ ও উসূলুল ফিকহের উপর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. গারারুল বায়ান ফী উসূলিল ফিক্‌হ (غرر البيان فی أصول الفقه)

২. আত্‌-তালখীস ফীল ফারা'ইয (التلخيص فی الفرائض)

৩. আল-ইজাহ্‌ ফী উসূলিদ দ্বীন (الايضاح فی أصول الدين)

ইন্তিকাল 'আলী আয্‌-যাগূনী ৫২৭ হিজরীর ১৭ ই মুহারম মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৮২]

'আলী আল বাজাস্‌ রায়ী (মৃ. ৫৮৮ হিজরী) : علی الباجسرای

'আলী ইব্‌ন উবাই আল-আজ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্‌ 'আল-বাজাস্‌রায়ী 'আল-হাম্বলী ছিলেন একজন ফকীহ্‌ ও মুফাস্‌সির। আবুল হাসান হচ্ছে তাঁর উপনাম।

রচনা

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن)

ইন্তিকাল

'আলী আল বাজাস্‌রায়ী ৫৮৮ হিজরীর ১১ ই যিলক্বাদ মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৮৩]

'আলী ইব্‌ন 'আকীল (৪৩১-৫১৩ হিজরী) : علی بن عقيل

আবুল ওফা 'আলী ইব্‌ন 'আকীল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীর আল-বাগদাদী ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন ফকীহ্‌, উসূলবিদ ও বক্তা। তিনি ৪৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮৪] তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর সময় বাগদাদে ফিকহী মুনাযারা হত,

---

১৮২ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; আয্‌-যাহাবী (الذهبی), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; আস্‌ সাফাদী, *আল ওয়াফী*, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১৮৩ . ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্‌ যাহাব*,, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩, ২৯৪; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

১৮৪. কেউ কেউ তাঁর জন্ম ৪৩২ হিজরী বলে উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উক্ত মুনাযারায় অংশ নিতেন। 'আকীদাগতভাবে তিনি ছিলেন মু'তাযিলাপন্থী। তিনি ছিলেন একজন বিচারপতি।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. তাফদীলুল 'ইবাদাত 'আলা না'ঈমিল খিবাত (تفضيل العبادات على نعيم الخبات)

২. আল ইনতিসারু লি আহলিল হাদীস (الإنتصار لأهل الحديث)

ইন্তিকাল

'ইব্ন 'আকীল ৫১৩ হিজরীর ১২ ই জমাদিউল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৮৫]

'আব্দুল্লাহ্ আল খাইয়্যাত (৪৬৪-৫৪১ হিজরী) : عبد الله الخياط

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল বাগদাদী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রবক্তা। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, ব্যাকরণবিদ ও মুহাদ্দিস। ৪৬৪ হিজরীতে শা'বান মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো :

১. তাবসিরাতুল মুব্তাদী ওয়া তাযকিরাতুল মুনতাহী ফিল কিরা'আত (تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهى فى قرأة)।

২. আল ঈজায الإيجاز!

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল খাইয়্যাত ৫৪১ হিজরীর রবিউল আখার মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। বাবে হারব-এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৮৬]

'আব্দুল্লাহ্ আল বাগদাদী (৫০৪-৫৭৬ হিজরী) : عبد الله البغدادى

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল মুবারাক ইব্ন আহমাদ ইব্ন বিকরুস্ আল হাম্বলী আল বাগদাদী ছিলেন হাম্বলী মাযাহবের অনুসারী ইমাম ও ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবুল হাসান। ৫০৪ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

---

১৮৫ . 'উমর রিযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১; আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৫।

১৮৬ . ইবন আহবাহ্, তাবাকাত আন-নুহাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৯; ইবনুল জুযী, মানাকিব আল ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২২৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবু রুউসীল মাসায়িল ওয়াল আ'লাম (كتاب رؤوس المسائل والإعلام)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল বাগদাদী ৫৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৮৭]

'আব্দুল ওয়াহহাব ইবনুল হাম্বলী (মৃ ৫৩৬ হিজরী) : عبد الوهاب بن الحنبلى

'আব্দুল ওয়াহহাব ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী অল-আনসারী আশ্ শীরাজী আদ্ দিমাশকী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রবক্তা। ইবনুল হাম্বলী নামে তিনি পরিচিত। তাঁর উপনাম শারীফুল ইসলাম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ ও বক্তা।

রচনাবলী

তিনি ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো :

১. আল মুফরাদাত (المفردات)
২. আল-বুরহান ফী উসূলিদ্দীন (البرهان فى أصول الدين)

ইন্তিকাল

'আব্দুল ওয়াহহাব ইবনুল হাম্বলী ৫৩৬ হিজরীতে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[১৮৮]

আল জুনাইদ আল জীলী (৪১৫-৫৪৬ হিজরী) : الجنيد الجلى

আল জুনাইদ ইব্‌ন ই'য়াকূব ইবনুল হাসান ইবনুল হাজ্জাজ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৪৫১ সালে জীলান নগরীর তুলান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

ইমাম আল-জীলী বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

কিতাবু কাবীরিন ফী ইস্তিকবালিল কিবলা ওয়া মা'রিফাতিস সালাত (كتاب كبير فى إستقبال القبلة ومعرفة الصلوة) কিবলা এবং সালাত সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা তাঁর বিশেষ অবদান।

---

১৮৭ . উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৭; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬; আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯।

১৮৮ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৪; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩ ও ১১৪; আল-বাগদাদী, ইযাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৯, ৫৮৬; আল-বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৩; আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৪৬ সালের ১৬ই জামাদিউল আখিরু ইন্তিকাল করেন।[১৮৯]

আহমাদ আল কাতীঈ (৫১২-৫৬৩ হিজরী) : أحمد القطيعى

আহমাদ ইব্‌ন 'উমর ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন খালফ আল কাতী'ঈ (আবুল 'আব্বাস) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৫১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুশ শামূল ফী আসবাবিন নুযূল (كتاب الشمول فى أسباب النزول)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৬৩ সালের ১৮ ই রমজান ইন্তিকাল করেন এবং পূর্ব বাগদাদে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৯০]

আহমাদ আদ্‌ দীনুরী (মৃ. ৫৩২ হিজরী) : أحمد الدينورى

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আদ দীনূরী আল-বাগদাদী (আবূ বকর) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন ফকীহ্‌।

রচনা : তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুত তাহকীক ফী মাসাইলিত তা'লীক (كتاب التحقيق فى مسائل التعليق)

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৩২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৯১]

ইব্রাহীম আন্‌-নাহরাওয়ানী (জ. ৪৮০-মৃ. তা.বি.) : إبراهيم النهروانى

ইব্রাহীম ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন হামিদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আন্‌-নাহরাওয়ানী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম ও ফকীহ্‌। হাদীস শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি হিজরী ৪৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯২]

---

১৮৯ . ইব্‌ন রাজাব, যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

১৯০ .'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; ইবনুল 'ইমাদ (ابن العماد), *শাযরাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮।

১৯১ . ইবনুল 'ইমাদ, *শাযরাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯; আল বাগদাদী, *ইদাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭; 'উমর রিদা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮;

১৯২. 'উমর রিযা কাহালা বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

হাম্বলী মাযহাবের উপর তাঁর একাধিক কিতাব রয়েছে। এতদ্ভিন্ন, তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়াহ-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করেন।[১৯৩]

ইব্রাহীম আস সাক্কাল (মৃ. ৫২৫-৫৯৯ হিজরী) : إبراهيم الصقال

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইবনুস সাক্কাল আল বাগদাদী আল আযজী ছিলেন ইরাকের একজন প্রসিদ্ধ মুফতী। তিনি হিজরী ৫২৫ সালের ২২শে শাওয়াল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবূ ইসহাক। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।

ইন্তিকাল

হিজরী ৫৯৯ সালের ২রা যিলহাজ্জ ইমাম আস সাক্কান ইন্তিকাল করেন।[১৯৪]

ইয়াহইয়া ইবনুর রাবী' (৫২৮-৬০৬ হিজরী) : يحيى بن الرَّبيع

ইয়াহইয়া ইবনুর রাবী 'ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন হারায আল 'উমরী আল ওয়াসিতী আল বাগদাদী ছিলেন ফকীহ, উসূলবিদ এবং মুফাসসির । উপনাম– আবু আলী।

এছাড়াও হাদীস, কিরা'আত, কালাম, ইতিহাস বিষয়ে ও তাঁর যথেষ্ট পারদর্শীতা ছিল।

৫২৮ হিজরীর রমযান মাসে তাঁর জন্ম হয়। বাগদাদ ও নিশাপুরে তিনি ফিকহী 'ইলম অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং কাযীর দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. তাফসীরুল কুরআন (تفسير القرآن)। এটি চার খণ্ডে রচিত।
২. মুখতাসারু তারিখ বাগদাদ লিল খাতীবিল বাগদাদী (مختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادى)।

ইন্তিকাল : ৬০৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ইনুর রাবী' বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৯৫]

ابراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن ابراهييم النهرواني، الوزاز الفقيه الحنبلى الفرضى، الحكيم -

দ্র. উমর রিযা কাহলা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৯৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৭৬।

১৯৪ . ইবন রাজাব, যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪; উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫;

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহইয়া ইবনুল হাইসাম (মৃ, ৫৫০ হিজরী) : يحيى بن الهيثم

ইয়াহইয়া ইবনুল হাইসাম ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। উপনাম– আবূ 'আব্দুল্লাহ।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল ইখতিয়ারাতু ফিল ফিক্‌হ (الاختيارات فى الفقه)।

ইন্তিকাল

৫৫০ হিজরী সালে ইয়াহইয়া ইবনুল হাইসাম ইন্তিকাল করেন।[১৯৬]

ইয়াহইয়া আল আয্‌জী (মৃ. ৫৭০ হিজরী) : يحيى الأزجى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল আয্‌জী একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

নিহায়াতুল মাতলাব ফি ইলমিল মাযহাব (نهاية المطلب فى علم المذهب)।[১৯৭]

ইউসুফ আল ওয়ারজালানী (মৃ. ৫৭০ হিজরী) : يوسف الورجلانى

ইউসুফ ইবন ইব্রাহীম ইব্‌ন যিয়াদ আস সাদরাতী আল ওয়ারজালানী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে :আবূ ইয়াকুব।

ফকীহ, উসূলবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। যৌবনে তিনি আনদালুস ভ্রমণ করেন এবং কুবতুবায় বসবাস করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ, বিজ্ঞান, অংক ও মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. আল 'আদলু ওয়াল ইনসাফ ফি উসূলিল ফিক্‌হ (العدل والإنصاف فى أصول الفقه)। এটি ৩ খণ্ডে রচিত।

---

১৯৫ . উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৯৬; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

১৯৬ . হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

১৯৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬; ইবন রজব (إبن رجب), যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা (ذيل طبقات الحنابلة), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

২. আদদালিলু ওয়াল বুরহানু ফি 'আকাঈদিল ইবাদিয়্যাত (তিন খণ্ড) (الدليل والبرهان فى عقاعد العبادية)।

৩. মারাজুল বাহরাইন ফিল মানতিকি ওয়াল হানদাসতি ওয়াল হিসাব (مرج البحرين فى المنطق والهندسة والحساب)।

ইন্তিকাল

৫৭০ হিজরীতে ইউসুফ আর ওয়ারজালানী ইন্তিকাল করেন।[১৯৮]

ইউসুফ ইবন নাদির (মৃ. ৫২৩ হিজরী) : يوسف بن نادر

ইউসুফ ইব্‌ন আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন নাদির আল লাখমী আল মাইউরিকী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইব্‌ন নাদির নামেই পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর উপনাম– আবুল হিজাজ।

তিনি বাগদাদে 'ইলমুল ফিকহীর উপর শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া, উসূল শাস্ত্রেও তার পাণ্ডিত্য ছিল। পরবর্তীতে তিনি ইসকানদারে বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে হজ্জ পালন করেন এবং মক্কায় আবূ 'আব্দুল্লাহ আত্ তবারীর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইব্‌ন নাদিরের কাছ থেকে আহমাদ ইব্‌ন মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া পরবর্তীরাও তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : তা'লীকাতুন ফিল খিলাফ (تعليقة فى الخلاف)।

ইন্তিকাল

৫২৩ হিজরীর শেষ দিকে ইউসুফ ইব্‌ন নাদির ইন্তিকাল করেন।[১৯৯]

জামাল উদ্দীন আল-কুরাশী (৫০৮-৫৯৭ হিজরী) : جمال الدين القرشى

জামালুদ্দীন ইব্‌ন জাওযী আল-কুরাশী আত-তাইসী আল-বাকরী আল-বাগদাদী আল-হাম্বলী ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি হিজরী ৫০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশধর। ফিক্‌হ বিষয় ছাড়াও তিনি হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস, চিকিৎসা এবং কবিতা ইত্যাদি বিষয়েও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষক এবং গ্রন্থকার হিসেবে

---

১৯৮ . উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭; আয-যিরাকলী , আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮১।

১৯৯ . হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তৎকালে অত্যধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাযহাবগত ভাবে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন।

রচনাবলী

ইমাম আল কুরাশী অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। এক বর্ণনা মতে, তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ছিল তিন শতাধিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল মুনতাযিম ফিত্ তারীখ (المنتظم فى التاريخ)

২. তালকীহ ফাতহিল আসরি 'আন ওয়াদ'ই কিতাবিল মা'আরিফি লিইব্‌নি কুতাইবা (تلقيح فتح الاثر عن وضع كتاب المعارف لابن قتيبة)

৩. লাকতুল মানাফি'য়ি ফিত-তিব (لقط المنافع فى الطب)

এতদ্ভিন্ন, তিনি অনেকগুলো কবিতাও রচনা করেন।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৫৯৭ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২০০]

নাসির আল মুতাররিযী (৫৩৮-৬১০ হিজরী) : ناصر المطرزى

নাসির ইবন আবদুস সা'ঈদ ইব্‌ন আলী আল মুতাররিযী আল খাওয়ারিজমী ছিলেন একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম– আবুল ফাতহ্।

হিজরী ৫৩৮ সালে তাঁর জন্ম হয় খাওয়ারিজমি নগরীতে। তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্ ও অভিধান বিশারদ। হজ্জ কার্য সম্পাদন শেষে তিনি বাগদাদে যান।

রচনাবলী

তিনি ফিকহ্ সাহিত্য, নাহ্, অভিধান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. আল ইযাহ্ ফি শরহিল মাকামাতি লিল হারিরী (الايضاح فى شرح مقامة للحريرى)

২. আল মিসবাহ্ ফিন নাহ্ (المصباح فى النحو)

৩. আল মাগরিব ফি তারতিবিল মু'আররবাব (المغرب فى ترتيب المعرب)

৪. আল ইকনা'উ ফিল লুগাত (الاقناع فى اللغة)

---

২০০ . উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭; আবুল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী বকর ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আসমাউ' আবনায়িয যামান, প্রকাশক- মুহাম্মদ আলী বায়দুন, ১ম খণ্ড,, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল 'আলামিয়্যাহ, লেবানন, প্রকাশকাল– ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪১৯ হিজরী) পৃ. ৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

৬১০ হিজরীর ১০ই জমাদিউল উলা তারিখে খাওয়ারিজমা নগরীতে নাসের আল মুতাররিযী ইন্তিকাল করেন।[২০১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাযী আল-মারিস্তান (৪৪২-৫৩৫ হিজরী) : محمد بن قاضى المارستان

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল বাকী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আনসারী আল-বাগদাদী আল হাম্বালী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন অনুসারী ইমাম। তাঁর উপনাম–আবূ বকর। তিনি ছিলেন ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ৪৪২ হিজরীর ১০ই সফর জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহ্ আকলিদিস ফী উসূলিল হিনদিসাতি ওয়াল হিসাব (شرح اقليدس فى أصول الهندسة والحساب)

ইন্তিকাল

৫৩৫ হিজরীর ২রা রজব বাগদাদ শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বাবে হারব গোরস্থানে দাফন করা হয়।[২০২]

মুহাম্মদ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ (৫৪২-৬২২ হিজরী) : محمد بن تيمية

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-খিযর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-খিযর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল-হাররানী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্‌সীর, খতীব ও ভাবাবিদ। তিনি ৫৪২ হিজরীর শাবানের শেষ দিকে "হাররান" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. তাখলীসুল মুতলাবি ফী তালখীসিল মাযহাব (تخليص المطلب فى تلخيص المذهب)

২. দিওয়ানু খতিব (ديوان خطب)

ইন্তিকাল : তিনি ৬২২ হিজরীর ১০ই সফর ইন্তিকাল করেন।[২০৩]

---

২০১ . আয্ যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; আস সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১, ১৭২; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৭১; আল ইয়াফি'ঈ, মায়আতুল জিনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০, ২১।

২০২ . ইব্‌নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১০; ইব্‌ন হাজার, *লিসানুল মিযান*, *৫ম খন্ড*, *পৃ. ২৪১-২৪৩;* 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাদাকাহ ইবনুল হাদ্দাদ (৪৭৭-৫৭৩ হিজরী) : صدقة بن الحداد

সাদাকাহ ইবনুল হাদ্দাদ ছিলেন একাধারে একজন ফকীহ, উসূলবিদ, সাহিত্যিক, লিখক, কবি ও ঐতিহাসিক। তিনি ৪৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রবক্তা।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে :

১. তারিখু আলাস সিনীন (تاريخ على السنين)

২. মুসান্নাফাতুন ফিল উসূল (مصنفات فى الأصول)

ইন্তিকাল :

সাদাকাহ ইব্‌ন আল-হাদ্দাদ ৫৭৩ হিজরীতে ১৩ই রবিউল আখার বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২০৪]

---

২০৩ . ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৫৭, ৬৫৮; আল বাগদাদী, *ইদাহুল মাকনূন*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৩, ২৭০, ২৮২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮০।

২০৪ . মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; *আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবন ইয়া'লী আল হাম্বলী, তাবাকাতুল হানাবিলা, ২য় খণ্ড (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রকাশ- ১৯৯৭)*, পৃ. ২২২; আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯। তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

وقد قال له الكيا الهراسى يوما : ليس هذا الحكم بمذهبك, فقال : أنا لى أجتهاد متى طالبنى خصمى بحجة كان عندى ما ادفع به عن نفسى , و أقوم له بحجتى -

দ্র. আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ফিক্হ চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবে ফকীহগণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল ইখতিয়ারু লিতা'লীলিল মুখতার (الإختيار لتعليل المختار) ইত্যাদি।[৩]

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল মাওসিলী ৬৮৩ হিজরীতে মহরম মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[৪]

'আব্দুল্লাহ আল হার্‌রানী (৫৪৯-৬২৪ হিজরী) : عبد الله الحرانی

'আব্দুল্লাহ্ আল হার্‌রানী হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি বাগদাদে ফিকহ চর্চা করেন। ৫৪৯ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

কিরাত শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মুফরাদাতুন ফী কিরাআ'তিল আইম্মাহ (مفردات فی قراة الائمة)
২. আত-তাযকীরু ফী কুরা'আস সাব'আহ (التذكير فی قراءا السبعة) অন্যতম গ্রন্থ।

ইন্তিকাল : 'আব্দুল্লাহ আল-হার্‌রানী ৬২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫]

আমীর কাতিব (৬৮৫-৭৫৮ হিজরী) : أمیر کاتب

আমীর কাতিব 'আল 'আমীদ ইব্‌ন কাওয়ামুদ্দীন আমীর গাযী আল ফারাবী আল ইতকানী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ইমাম। তিনি 'আবূ হানীফা আল ইতকানী' নামে পরিচিতি।[৬] কেউ কেউ তাঁর নাম কাওয়ামুদ্দীন অথবা লুৎফুল্লাহ বলেও উল্লেখ করেন। ৬৮৫

---

৩. তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে 'আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী (র.) ইমাম সাস'আমির (র.) এর উদ্ধৃতি দিতে বলেন,

وقد طالعت المختار والاختيار وهما كتابان معتبران عند الفقهاء وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب
الاربعة وسموها المتون الاربعة المختار، الكنز والوقاية ومجمع البحرين ومنهم من يعتمد على
الثلاثة الوقاية والكنز ومختصر القدورى -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

৪ . আয যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, শেষ খণ্ড, পৃ. ২৫, ২৬। 'উমর রিদা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬; ফিকহে হানাফীর ইতিহাসও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

وكان شيخا فقيها عارفا بالمذهب من افراد الدهر فى الفروع والاصول حافظا لمسائل مشاهير الفتاوى -

দ্র. উসূলুল ইফতা-এর হাশিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৫ . মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৬. 'ইতকান'এর বিশ্লেষণে 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী (র.) বলেন,

واتقان بكسر الالف وسكون التاء المثناة الفوقية وقاف مفتوحة بعدها الف بعدها نون -

দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল ফাওয়াইদুল বারিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী সপ্তম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ফিক্‌হ চর্চা

হিজরীর সপ্তম শতাব্দীতে মাযহাব চতুষ্টয় (হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী)-এর সমর্থনে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। এ সময়ের ফকীহগণ নিজ নিজ মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মুনাযারা– যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা তাঁদের অনুসরণীয় ইমামের স্বপক্ষে ফিকহী কিতাব রচনা করেন। ফিক্‌হ শিক্ষাদান, ফাতওয়া দান এবং তাকলীদের প্রতি উৎসাহ দান ইত্যাদিতে নিজেদেরকে ব্রত রাখেন। নিম্নে মাযহাব চতুষ্টয়ের উল্লেখযোগ্য পরিচিতি ও তাঁদের ফিক্‌হ চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ

'আব্দুল্লাহ্ আল মাওসিলী (৫৯৯-৬৮৩ হিজরী) : عبد الله الموصلى

'আব্দুল্লাহ্ আল মাওসিলী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি ৫৯৯ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে মাসিল[১] শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পিতা আবুস সানা মাহমূদ (র.)-এর কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতপর তিনি দামেস্কে গিয়ে জামালূদ্দীন আল হুসাইরী (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুফা নগরীর কাযী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে শিক্ষাকতার কাজে নিয়োজিত হন। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষাদানে ব্রত থাকেন।[২] তাঁর আরো তিন ভাই ছিলেন যারা 'ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা হলেন : 'আব্দুদ দায়িম, 'আব্দুল আযীম এবং 'আব্দুল কারীম।

রচনাবলী

তিনি ফিকহী মাসা'আলা ও ফাতওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুল জামি'ইল কাবীর লিশ শাইবাণী (شرح الجامع الكبير للشيبانى)
২. আল মুখতার ফীল ফাতওয়া (المختار فى الفتوى)

---

১. 'আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ গ্রন্থকার তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود البو الفضل مجد الدين الموصلى ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسائة -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬; হাশিয়া, শারহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

২. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল ইখতিয়ারু লিতা'লীলিল মুখতার (الاختيار لتعليل المختار) ইত্যাদি।[৩]

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল মাওসিলী ৬৮৩ হিজরীতে মহরম মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[৪]

'আব্দুল্লাহ আল হার্‌রানী (৫৪৯-৬২৪ হিজরী) : عبد الله الحرانی

'আব্দুল্লাহ্ আল হার্‌রানী হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি বাগদাদে ফিকহ চর্চা করেন। ৫৪৯ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

কিরাত শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মুফরাদাতুন ফী কিরাআ'তিল আইম্মাহ (مفردات فی قرأة الأئمة)

২. আত-তাযকীরু ফী কুরা'আস সাব'আহ (التذكير فی قراءا السبعة) অন্যতম গ্রন্থ।

ইন্তিকাল : 'আব্দুল্লাহ আল-হার্‌রানী ৬২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫]

আমীর কাতিব (৬৮৫-৭৫৮ হিজরী) : أمير كاتب

আমীর কাতিব 'আল 'আমীদ ইব্‌ন কাওয়ামুদ্দীন আমীর গাযী আল ফারাবী আল ইতকানী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ইমাম। তিনি 'আবূ হানীফা আল ইতকানী' নামে পরিচিতি।[৬] কেউ কেউ তাঁর নাম কাওয়ামুদ্দীন অথবা লুৎফুল্লাহ বলেও উল্লেখ করেন। ৬৮৫

---

৩. তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে 'আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী (র.) ইমাম সাস'আমির (র.) এর উদ্ধৃতি দিতে বলেন,

وقد طالعت المختار والاختيار وهما كتابان معتبران عند الفقهاء وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الاربعة وسموها المتون الاربعة المختار، الكنز والوقاية ومجمع البحرين ومنهم من يعتمد على الثلاثة الوقاية والكنز ومختصر القدورى ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

৪. আয যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, শেষ খণ্ড, পৃ. ২৫, ২৬। 'উমর রিদা কাহহালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬; ফিকহে হানাফীর ইতিহাসও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

وكان شيخا فقيها عارفا بالمذهب من افراد الدهر فی الفروع والاصول حافظا لمسائل مشاهير الفتاوى ـ

দ্র. উসূলুল ইফতা-এর হাশিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৫. মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৬. 'ইতকান'এর বিশ্লেষণে 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী (র.) বলেন,

واتقان بكسر الالف وسكون التاء المثناة الفوقية وقاف مفتوحة بعدها الف بعدها نون ـ

দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বারিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরীর ১৯ শে শাওয়াল ইবকান নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র, অভিধান এবং হাদীস বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। মাস'আলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সিদ্ধ হস্ত। তিনি প্রথমতঃ বাগদাদ শহরে এবং পরবর্তী দামিস্ক এবং মিসরের ফিক্‌হ বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তাঁর শিক্ষা সনদ হচ্ছে : আহমদ ইবন আস'আদ (র.) থেকে, তিনি কাহমাদুদ্দীন 'আলী আদ দারীর আল বুখারী (র.) থেকে, তিনি শামসুল আয়িম্মাহ আল কারদারী (র.) থেকে, তিনি সাহিবুল হিদায়াহ আল মারগীনানী (র.) থেকে শিক্ষা লাভ করেন।[৭]

রচনাবলী

ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ সহ তাঁর একাধিক রচনা ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. গাইয়াতুল বায়ান ওয়া নাদিরাতুল আকরান ফী আখিরিয্ যামান (غـيـاة الـبـيـان ونـــادرة الأقـــران فـــى أخـــر الــزمـــان)। এটি বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ হিদায়ার ব্যাখ্য বিশেষ। গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে রচিত।

২. আত তাবয়ীন ফী উসূলিল মাযহাব (الـتـبـيــن فـــى أصــول الــمـذهــب)। এটি মুনতাখাবুল হুসামী এর ব্যাখ্যা গ্রনথ।

৩. রিসালাতুন ফী 'উলূমি সিহ্হাতিল জুমু'আতি ফী মাওদা'আইনি মিনাল বালাদ (رسـالـة فـى عـلـوم صـحـة الـجـمـعـة فـى مـوضـعـيـن مـن الـبـلـد)

৪. শারহুল বাযদাবী (شـرح الـبـزدوى)

ইন্তিকাল

তিনি ৭৫৮ হিজরীর ১১ ই শাওয়াল কায়রো শহরে ইন্তিকাল করেন।[৮]

---

৭. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ (الفوائد البهية) গ্রন্থকার বলেন,

وكان رأسًا فى الحنفية بارعًا فى الفقه واللغة والعربية كثير الا عجاب بنفسه شديد التعصب على من خالفه يدل عليه كلمة الواقعة فى تصانيف ـ

দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৮. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২; তিনি ছিলেন (رفـع اليـدين) (সালাত আদায়ের প্রাক্কালে রুকু-এ সময় দু'হাত উত্তোলন করা) এর বিপক্ষে। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হলো : কাশ্‌ফ গ্রন্থকার (صـاحـب الـشـاف) বর্ণনা করেন :

إن للاتقانى رسالة فى رفع اليدين اولها الحمد لله على نعمائه قال فيها لما قدمة بلاد الشام سنة —— ودخلت دمشق فى الليلة السابعة والعشرين من رمضان والناس يجتمعون لصلاة المغرب فصلينا ورفع اليديه فى الركوع والرفع فاعدت صلاتى وقلت له انت مالكى ام شافعى فقال أنا شافعى فقلت لة ما كان يضرك لولم ترفع يديك فى الصلاة ولاتفسد صلاة من هو على غير مذهبك فلما رفعت فسدت صلاتنا اما كان الاولى ان لا ترفع حتى تكون صلاتك جائزة بالاتفاق ولا تفسد صلاة من هو على غير مذهبك ولانه بعض من كان على مذهبنا فما اجاب بطائل وخوفا على سقوط خدمته قال

Dhaka University Institutional Repository

আল হাসান ইবনু আমীন আদ দাওলাহ (মৃ. ৬৫৮ হিজরী) : الحسن بن أمين الدولة

আল হাসান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল বাকী আল হালাবী ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি ইব্ন আমীন নামে পরিচিত। তাঁর মুল নাম হচ্ছে :মাজদুদ্দীন। উপনাম হচ্ছে আবূ মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। হাদীস চর্চায় ও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রচনাবলী

ইমাম ইব্ন আমীন একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুস সিরাজিয়্যাহ ফিল ফারাইদ (شرح السراجية فى الفرائض)
২. শারহু মুকাদ্দিমাতিল ইমাম সিরাজুদ্দীন ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল হানাফী (شرح مقدمة الإمام سراج الدين فى فروع الفقة الحنفى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৫৮ সালের রজব মাসে তাতার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৯]

আল হাসান আস্-সাগানী (মৃ. ৫৭০-৬৫০ হিজরী) : الحسن الصاغانى

আল হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন হায়দার ইব্ন 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল আল কুরাশী আল 'আদাবী আল-'উমরী আস-সাগানী আল লাহুরী আল বাগদাদী আল হানাফী (রিদাউদ্দীন, আবুল ফাদাইল) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৫৭৭ সালের ১০ই সফর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন এবং গাযনা নামক স্থানে বড় হন। অতঃপর সেখান থেকে ইরাকের বাগদাদ নগরীতে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ফিক্হ বিষয় ছাড়াও হাদীস ও ব্যায়াকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম।[১০]

لاتفسد الصلاة ولم يرو عن ابى حنيفة فيه شيى فقلنا روى عنه مكحول النسفى فطال الجدال الى ان صنف رسالة انتهى ....

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩। হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪৯, ১৮০৪।

১০. তাঁর পরিচয় দিয়ে গিয়ে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী (র.) বলেন,

الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر الصاغانى كان فقيها محدثا لغويا ذا مشاركة تامة فى جميع العلوم ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ, হাদীস, সাহিত্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল কানীযা (الكنيزة)
২. মাজমা'উল বাইরাইন (مجمع البحرين)। এটি ছিল অভিধান যা ১২টি খন্ডে রচিত।
৩. আল 'আবাব আয যাহির ওয়াল লুবাব আল ফাখির (العباب الظاهر و اللباب الفاخر)। এটি অভিধান বিশেষ। যা ২০ খণ্ডে বিভক্ত।
৪. দুররুস সাহাবা ফী বায়ানি মাওয়াদীই' ওয়াফইয়াতিস সাহাবা (در الصحابة فى بيان مواضيع وفيات الصحابة)
৫. মাশারিকুল আনওয়ারিন নাবাবিয়্যাহ মিন সিহাহিল আখবারিল মুস্তাফাবিয়্যাহ (مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية)
৬. কিতাবুল 'উরুদ (كتاب العروض)
৭. আত-তায্‌কিরাতুল ফাখিরাহ (التذكرة الفاخرة)
৮. আয-যাইলু ওয়াস সিলাতু লি কিতাবিত তাকমিলাহ (الذيل والصلة لكتاب التكملة)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৫০ সালের রামাদান মাসে বাগদাদ নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১১]

---

১১ . আয যাহবী, সিয়ারুন্ নুবালা, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯। হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭, ১১৬,২৫১;আল বাগদাদী ঃ ইদাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩। তাঁর সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতীর (র.) বলেন,

الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن على العدوى العمرى الامام رضى الدين ابو الفضائل الصغانى بفتح الصاد المهملة وتخفيف الغين المعجمة ويقال الصاغانى الحنفى حامل لواء اللغة فى زمانة ـ

ইমাম যাহাবী (র.) বলেন,

ولد بمدينة لاهور سنة سبع وسبعين وخمسمائة ونشأ بغزلة ودخل بغداد سنة خمسة عشر وستمائة وذهب منها بالرياسة الشريفة الى صاحب الهند فبقى هناك مرة وحج ودخل اليمن ثم عاد الى بغداد ثم الى الهند ثم إلى بغداد وكان اليه المنتهى فى اللغة وله من التصانيف مجمع البحرين فى اللغة وتكملة الصحاح والعاب وصل فيه الى فصل يكم حتى قيل :

ان الصغانى الذى ـ جاز العلوم والحكم ـ كان قصارى امره ـ ان انتهى الى بكم ـ

দ্র. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল হুসাইন আস-সিগনাকী (মৃ. ৭১১ হিজরী) : الحسين السغناقي

আল হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইবনুল হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আলী আস-সিগনাকী[১২] ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ, ব্যায়াকরণবিদ, তার্কিক ও শব্দতত্ত্ববিদ ছিলেন। হালব এবং দামিস্ক শহরে তিনি অবস্থান করেন।[১৩]

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের সমর্থনে গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল কাফী (শারহুল বাযদাবী ফী উসূলিল ফিক্‌হ) الكافي (شرح البزدوي في أصول الفقة)
২. আন নিহায়াহ ফী ফরূ'ইল ফিক্‌হিল হানাফী (النهاية في فروع الفقه الحنفي)। এটি 'আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল মারগীনানী রচিত হিদায়ার ব্যাখ্যা বিশেষ। এটিতে অসংখ্য মাস'আলা রচিত হয়েছে।
৩. শারহুত তামহীদ লিক। ও'আইদিত তাওহীদ (شرح التمهيد لقواعد التوحيد)। এটি আবুল মু'ঈন আন নাসাফীর রচিত উসূলুল ফিক্‌হ গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশেষ। গ্রন্থটি বৃহদাকার।
৪. আল-ওয়াফী (الوافي)। এটি মাযহাব সংক্রান্ত নীতিমালা বিশেষ।
৫. শারহুল মুফাসসালি লিয যামাখশারী' ফিন নাহ্ (شرح المفصل للزمخشري في النحو)
৬. আন-নাজাহ (النجاح)। এটি শব্দতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৭১১ মতান্তরে ৭১৪ সালে হালব নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪]

---

১২. 'আল্লামা লাক্ষ্মৌনভী (র.) সিগানাকী (السغناقي) সম্পর্কে বলেন,

السغناقي نسبة الى سغناق بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها الف بعد هاقاف بلدة في تركستان -

দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১৩. তাঁর শিক্ষক গণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, হাফিযুদ্দীন আল কাবীর মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, কাওয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ (র), সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আল কারলানী (র.) প্রমুখ। দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী (র.), প্রাগুত, পৃ. ৬২।

১৪. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮। আল কুরাশী, আল জাওয়াহিরুল মুদীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৪; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইবন বুরহান (মৃ. ৭৩৮ হিজরী) : أحـمـد بـن ابـرهـان

আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন দাউদ আল মুকরী (শিহাবুদ্দীন) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্। তিনি ইবন বুরহান (إبـن برهـان) নামে পরিচিত। তার উপনাম হচ্ছে আবুল 'আব্বাস। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।[১৫]

রচনাবলী

ইমাম ইবনুল বুরহান ফিক্হ বিষয়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য রচনা হচ্ছে :শারহুল জামি'ইল কাবীর ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল হানাফী লিশ শাইবানী (شرح جمع الكبير فى فروع الفقه الحنفى للشيبانى)।

ইন্তিকাল ঃ তিনি হিজরী ৭৩৮ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৬]

আহমাদ আস সারুজী (৬৩৯-৭১০ হিজরী) : أحـمـد الـسـروجـى

আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আব্দুল গাণী আস্ সারুজী আল হানাফী ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি হিজরী ৬৩৭ মতান্তরে ৬৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭] তাঁর মূল নাম হচ্ছে শামসুদ্দীন। উপনাম হচ্ছে আবুল 'আব্বাস। তিনি ছিলেন মিসরের তৎকালীন বিচারক। 'ইলমুল ফিক্হ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী।[১৮]

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন :

কাযীউল কুযাত আবুল বারী' সুলাইমান (র.), 'আলী মুহাম্মদ ইবন 'ইবাদ আল খাল্লাতী (র.) প্রমূখ।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন :

---

১৫. যেমন– 'উমর রিযা কাহহালা বলেন,

احمد بن ابراهيم بن داؤد المقرى, المعروف بابن البرهان (شهاب الدين اليو العباس) فقيه حنفى مشارك فى علوم عديدة ـ

দ্র. 'উমর রিযা কাহলালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭; আশ শামসুল জালী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যা (طبقات الحنفية), হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯।

১৭. কেউ কেউ তাঁর জন্ম ৬৩৭ বলে উল্লেখ করেন। দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১৮. তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা লক্ষ্যণীয় :

احمد بن ابراهيم بن عبد المغنى بن اسحاق قاضى القضاة ابو العباس السروجى نسبة الى سروج بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مضمومة ثم واؤ ثم جيم بلدة بنواحى حران من بلاد جزيرة ابن عمر كان امامًا, فاضلا رأسًا فى الفقه والاصول شيخا فى المعقول والمنقول ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল আমীর 'আলা উদ্দীন আল ফারিসী (র.), 'আলা উদ্দীন 'আলী ইবন 'উসমান আল মারদিবীনী (ইবন তুরকিমানী) (র.) প্রমূখ।[১৯]

রচনাবলী

বিচারকার্য ও ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. ই'তিরাদাত 'আলা ইব্‌ন তাইমিয়া ফী 'ইলমিল কালাম (إعتراضات على ابن تيمية فى علم الكلام)

২. আল গাইয়াহ (الغاية)। এটি ছিল হিদায়াহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশেষ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি এটি সমাপ্ত করতে পারেন নি। কেবল ঈমান অধ্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে ছয়টি খণ্ডে।

৩. কিতাবুল মানাসিক (كتاب المناسك)

৪. তুফহাতুন নাসামাত ফী উসূলিস সাওয়াব (تعفة النسمات فى وصول الشواب)

ইন্তিকাল ঃ তিনি হিজরী ৭১০ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[২০]

আহমাদ সাদরুশ-শারীআ' (মৃ. ৬৩৫ হিজরী) : أحمد صدر الشريعة

আহমাদ ইব্‌ন 'উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল মাহবূবী আন-নিসাপুরী সাদরুশ শারীআ' ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তাঁকে "সাদরুশ শারী'আহ আল আকবার" (صدر الشريعة الاكبر) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। [২১]

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তালকীহুল 'উকূদ ফিল ফুরূকি বাইনা আহলিল নুকূলি ফী ফরূ'ইল ফিকহিল হানাফী (تلقيح العقود فى الفروق بين أهل النقول فى فروع الفقه الحنفى)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৬৩৫ সালে ইন্তিকাল করেন।[২২]

---

১৯. পূর্বোক্ত পৃ. ১৩।

২০ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২, ৬৩১, ২০৩৩; ইবন হাজার, আদ্ দুরারুল কামিনাহ (الدرر الكامنة) ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, ৯২; মিফতাহুস মা'দাত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

২১. ইবন্ মাসউদ (র.) কে বলা হয় সাদরুশ শারী'আহ আল আসগর (صدر الاشريه الاضغر)। দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইবনুস সা'আতী (মৃ. ৬৯৫ হিজরী) : أحمد بن الساعتي

আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন সা'লাব ইব্ন আবিদ দিআ' আল হানাফী আল বা'লাবাক্কী আল আসল আল বাগদাদী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি 'ইবনুস্ সা'আতী' (ابن الساعاتي) নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল 'আব্বাস। ইলমুল ফিক্হ-এর পাশাপাশি তিনি উসূল এবং সাহিত্যও চর্চা করতেন।[২৩]

রচনাবলী

ফিকহও উসূলুল ফিকহসহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. মাজমা'উল বাহরাইন (مجمع البحرين)। পরবর্তীতে এ গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও তিনি রচনা করেন যা' বৃহদকার এবং দুই খন্ডে সমাপ্ত। এটিতে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারে মাস'আলা বর্ণনা করেন।[২৪]

২. আল বাদী' ফি উসূলিল ফিক্হ (البديع فى أصول الفقه)

৩. আদ্ দুররুল মানদূদ ফির রাদ্দি 'আলা ফী লুসূফিল ইয়াহূদ (الدر المنضود فى الرد على فيلسوف اليهود)

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৯৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৫]

---

২২. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১, ১২৫৮; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২৩. তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

هو احمد بن على بن تغلب بن أبى الضياء البغدادى البعلبكى، المعروف بابن الساعتى وكان أبوه مشتهرًا بالهيئة والنجوم وعمل الساعات على باب المستنصرية للبغداد، كان ثقة حافظا متقنا ـ وكانت له بنت مسماة بفاطمة, تفقهت على ابيها ـ واخذت عنه مجمع البحرين ـ وكانت تكتب تعليقا حسنا ـ

দ্র. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০; আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

২৪. এ গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষ্যনীয় :

المجمع كتاب جمع فيه مسائل القدورى المنظومة مع زياداته ورتب فاحسن ترتيبه وابدع فى اختصاره ويذكر فى اخر كل كتاب منه ماشذ عنه من المسائل المتعلقه بذا لك الكتاب وتمام اسمه مجمع البحرين وملتقى النهرين ـ

দ্র. ইব্ন আবিদীন, শারহ 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২৫. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ২৩৫; আল কুরশী, *আল-জাওয়াহিরুল মুদীয়্যাহ'*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; ইব্ন আবিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯, শারহ 'উকূদি রাসমিল মুফতী গ্রন্থের টীকায় তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

هو الذى عمل الساعات المشهورة على باب المستنصر ببغداد وكان مشتهرا بالهيئة والنجوم وعمل الساعات ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আন নাসাফী (মৃ. ৬৬৪ হিজরী) : أحمد النفسى

আহমাদ ইব্ন 'উমর ইব্ন মুহাম্মদ আন নাসাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনা

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল মানাফি'উ ফী ফাওয়াইদুন নাফি' ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল হানাফী (المنافع فى فوائد النافع فى فروع الفقه الحنفى)

ইন্তিকাল

তাঁর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তিনি ৬৬৪ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণিত।[২৬]

আহমাদ আল ফারাবী (মৃ. ৬০৭ হিজরী) : أحمد الفرابى

আহমাদ আল ফারাবী (আবুল কাসিম, ইমাদুদ্দীন) ছিলেন হিজরী সপ্তম শতাব্দীর হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্।

রচনা

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে :

খুলাসাতুল হাকায়িক লিমা ফীহি মিনাল আসালিবিদ দাকীকাহ (خلاصة الحقائق لما فيه من الأساليب الدقيقة)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬০৭ সালে ইন্তিকাল করেন।[২৭]

আহমাদ আল 'আকীলী (মৃ. ৬৫৭ হিজরী) : أحمد العقيلى

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আহমাদ আল 'আকীলী আল আনসারী আল-বুখারী (শামসুদ্দীন) ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি তাঁর মাতামহ বিশিষ্ট 'আলিম শারফুদ্দীন (র)-এর নিকট থেকে 'ফিক্হ' শিক্ষা লাভ করেন।[২৮]

---

২৬. হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২২; আল বাগদাদী, *ঈদাহুল মাকনূন (إيضاح المكنون)*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪;

২৭. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

২৮. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌনভী (র.) বলেন,

احمد بن محمد بن أحمد شمس الدين العقيلى الانصارى البخارى كان شيخا فاضلا روى عن جده لامه شرف الدين عمر بن محمد عمر العقيلى -

দ্র. 'আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০। তাঁর 'শিক্ষা সনদ' হচ্ছে নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

নাযমুল জামি'ইস্ সাগীর লিশ-শাইবানী (نظم الجامع الصغير للشيباني)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৫৭ সালে সালে বুখরায় ইন্তিকাল করেন।[২৯]

'আব্দুর রহমান আল-লাখমী (৫৫৫-৬৪৩ হিজরী) : عبد الرحمان اللخمي

'আব্দুর রহমান আল লাখমী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম। তিনি একাধারে ফকীহ, নাহ্বী, নাযিম ও বক্তা ছিলেন। ৫৫৫ হিজরীতে কাউস নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর অনেক গ্রন্থাবলী রয়েছে।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রহমান আল-লাখমী ৬৪৩ হিজরীতে কায়রো নগরে ইন্তিকাল করেন।[৩০]

নাসীর উদ্দীন আবুল ফাতিহ খারিযমী (র.) ছিলেন একজন ফকীহ্ এবং সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন 'আল মাগ্‌রিবুলুগাতি ফিক্হ (المغرب لغات الفقه)-এর প্রণেতা। ৬১০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩১]

যাহীর উদ্দীন মুহাম্মদ ইবুন আহমদ আল বুখারী (র)। তিনি ফাতওয়া যাহিরিয়্যাহ (فتاوى ظاهرية) প্রণয়ন করেন। ৬১৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩২]

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবুন মাহমুদ আল্ ইসতারুশতী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি 'ফুসূলুল ইস্‌তারুস্‌তী' (فصول اشترشتى) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবুন 'আবদুস সাত্তার (র.) ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। ৬৪২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

عن شرف الدين بن محمد بن عمر العقيلي عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر عن أبيه عبد العزيز بن عمر بن مازة عن شمس الائمة السرخسي عن الحلواني القاضي النسفي عن ابى بكر محمد بن الفضل عن البذموني عن ابى حفص الصغير عن ابيه عن محمد -

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

২৯. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪; আল কুরশী, *আল-জাওয়াহিরুল মুদীআ'*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৩০. 'উমর রিযা কাহহালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

২৯. ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৩০. পূর্বোক্ত, ১২৪।

৩১. পূর্বোক্ত, ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

রিযা' উদ্দীন হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ সূনআলী লাহুরী (র.) ছিলেন একজন বিখ্যাত ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :(১) মাশারিকুল আনওয়ার (مشارق الانوار) (২) শারহুল বুখারী (شرح البخارى) (৩) মাজমা'আল বাহারাইন (مجمع البحرين) (৪) যুবতাতুল মানাসিখ (ذبدة الناسخ) ইত্যাদি। ৬৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৫]

আবুল ফাতহ্ আস-সাখাভী (মৃ. ৬২৯ হিজরী) : ابو الفتح السخاوى

আবুল ফাতহ্ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন উলূবী ইব্‌ন মা'আলী আস্ সাখাভী আল-হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ্। তিনি সাহিত্যিক ও কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

রচনাবলী

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল-দাহ (الايضاح)

২. আত্ তাজরীদ (التجريد)

৩. আল মুফীদু ওয়াল মাযীদু ফী শারহিত-তাজরিদ (المفيد والمزيد فى شرح التجريد)। এটি ফিকহী মাস'আলা সংক্রান্ত বিশেষ গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি ৬২৯ হিজরীতে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[৩৬]

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ আন নাসাফী (র.) (মৃ. ৭১০ হিজরী) : عبد الله بن أحمد النسفى

তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ্,[৩৭] উপনাম আবুল বারাকাত, উপাধি হাফিয উদ্দীন,[৩৮] পিতার নাম আহ্‌মাদ, দাদার নাম মাহমূদ এবং নিসবতী নাম নাসাফী। নাসৃফ (نسف) 'মা ওয়ারাউন

---

৩২. পূর্বোক্ত, ১২৪।

৩৩. পূর্বোক্ত, ১২৫।

৩৬. আল কুরাশী, *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬১, ২৬২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; আল-বাগদাদী, *ঈদাহুল মাকনূন (ايضاح المكنون)*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৯।

৩৭. তাঁর ('আব্দুল্লাহ আন-নাসাফী) পরিচয় দিতে গিয়ে 'আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ' গ্রন্থাকার বলেন,

عبد الله بن أحمد بن محمود ابو البركات حافظ الدين النسفى نسبة الى نسف بفتحين من بلاد السغد فيما وراء النهر وقيل بكسر السين وفى النسبة تفتح كان إماما كاملا عديم النظير فى زمانه رأسا فى الفقه والاصول بارعا فى الحديث ومعانيه ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৩৮. 'আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ' গ্রন্থাকারের উদ্ধৃতি দিয়ে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, দু'জন ইমামের উপাধি ছিল হাফিযুদ্দীন। একজন হচ্ছেন, মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন নসর আল বুখারী। আর অন্যজন হচ্ছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাহমূদ আবুল বারাকাত (যিনি আমাদের আলোচিত ব্যক্তি)। এ দুজন ইমামই শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুস সাত্তার আল কারদারী (র)-এর ছাত্র।

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

নাহার' -এর অন্তর্ভূক্ত একটি শহরের নাম। উক্ত শহরের নামের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে 'নাসাফী' বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ্, উসূলবিদ ও মুফাস্সির। তিনি সে যুগের বিখ্যাত 'উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে 'ইলম অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– শামসুল আইম্মাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুস্ সাত্তার কারদারী, নাজমুল 'উলামা 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী বদরুদ্দীন খায়েরজাদা (র.)[৩৯] প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। 'আল্লামা সাগনাকী (سغناقى) তাঁর শাগরিদের মধ্যে অন্যতম।

ইব্ন কামাল পাশা (র.) ইমাম আবুল বারাকাত (র.)-কে তাবাকাতে ফুকাহর ষষ্ঠ স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ ফিল্ মাযহাব (مجتهد فى المذهب)। এর অন্ত র্ভূক্ত করেছেন।

রচনাবলী

'আল্লামা নাসাফী (র.) অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[৪০] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে :

১. আল ওয়াফী (الوافى) ২. আল-কাফী ফী শারহিল-ওয়াফী (الكافى فى شرح الوافى)। এটি আল ওয়াফী-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ৩. আল-মুনা' (المناء) ৪. কাশফুল আসরার (كشف الأسرار) ৫. আল্-মুসতাস্ফা (المستصفى)। এটি 'মানযূমা' গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশেষ। ৬. আল-মানার ফী উসূলিদ্দীন (ألمنارفى أصول الدّين)। এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ উসূল গ্রন্থ। 'আল্লামা মোল্লা' জিওন (র.) এটির একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন যেটির নম নূরুল আনওয়ার (نور الانوار)

৭. আল-'উমাদা (العمدة) ইত্যাদি এটি উসূল বিষয়ক গ্রন্থ।

৮. কানযুদ দাকাইক (كنز الدقائق)।

ইন্তিকাল

তিনি ৭১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪১] তাঁকে বুখারার মারাহ্ আবারু নামক স্থানে তাঁদের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁর পিতা-মাতার সাথে সমাহিত করা হয়।[৪২]

---

৩৯. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২; ফিকহে হানাফীর ইতিহাসও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫। তিনি আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল 'আত্তাবী থেকে 'যিয়াদাত' বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে ইমাম সাগনাকী বর্ণনা করেন। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫।

৪০. তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রশংসা করে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী (র.) বলেন,

كل تصانيفه نافغة معتبرة عند الفقهاء مطروحة لنظار العلماء ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

৪১. কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর মৃত্যু ৭০১ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। আবার কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু ৭১০ হিজরী। আবার কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু ৭১০ হিজরীর পরে বলে উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি যে বছর বাগদাদ গমন করেন সে বছরই ইন্তিকাল করেন। আর সে সময়ই ছিল ৭১০ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম ইব্‌ন আমহাদ আল মাওসিলী (মৃ. ৭০০ হিজরী) : أبـراهـيـم بن احمد الـمـوصـلـى

ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল মাওসিলী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন খ্যাতনামা ফকীহ্। তাঁর কুনিয়াত হচ্ছে জামালুদ্দীন এবং উপনাম হচ্ছে আবূ ইসহাক।

রচনাবলী

ফিক্‌হ বিষয়ক তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তাওজীহুল মুখতার ফিল ফিক্‌হ (تـوجـيـه الـمـخـتـار فـى الـفـقـه)

২. সালালাতুল হিদায়া (سـلالـة الـهـدايـة) ।[৪৩]

ইন্তিকাল : হিজরী ৭০০ সাল মুতাবিক ১৩০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইব্রাহীম আল হামাভী (৬৫২-৭৩২ হিজরী) : أبـراهـيـم الـحـمـوى

ইব্রাহীম ইব্‌ন সুলায়মান আল হামাভী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। হিজরী ৬৫২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একধারে ফকীহ্, ব্যায়করণবিদ, তাফসীরকারক তার্কিক।

রচনাবলী

ইমাম হামাভী হানাফী ফিক্‌হের অন্যতম কিতাব আল জামি'উল কবীর-এর উপর ছয় খণ্ডে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও আরো কতিপয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৭৩২ সালে দামিস্কে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪৪]

ইব্রাহীম ইবন 'আব্দিল কারীম আল মাওসিলী (মৃ. ৬২৮ হিজরী) : إبـراهـيـم بن عبد الكريم

ইব্রাহীম ইব্‌ন 'আব্দিল কারীম ইব্‌ন আবিস সা'আদাত ইব্‌ন কারীম আল মাওসিলী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন মাস'আলা সংক্রান্ত জ্ঞান তিনি অর্জন করেন। তিনি একজন কবি হিসিবেও পরিচিত ছিলেন।

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২। ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৫।

৪২. 'আব্দুল কাদীর আল কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-২৯৫; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৪৩. আত-তাওনাকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৪৪. 'উমর রিযা কাহহালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯; আত তাওনকী, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫১-১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী : তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহু কিত'আতিন কাবীরাতিন মিনাল কুদূরী (شرح قطعة كبيرة من القدورى)। এটি হানাফী মাযহাবের অনুসরনে রচিত বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ কুদূরী-এর ব্যাখ্যা বিশেষ।

২. কুতুবুল ইনশা' (كتب الإنشاء)

ইন্তিকাল : হিজরী ৬২৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪৫]

ইয়াহইয়া ইবন মু'তী (মৃ. ৬২৮ হিজরী) : يحيى بن معطى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন 'আবদুল মু'তী ইব্‌ন 'আবদুন নূর আয যাওয়াবী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইব্‌ন মু'তী নামেই সমাধিক পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হুসানি, যাইনুদ্দীন।

তিনি ফিক্‌হ, কিরা'আত, নাহু, লুগাত, আদাব ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কাসিম ইব্‌ন আসারের এর কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

রচনাবলী

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. আদ্ দুররাতুল আলফিয়্যাতু ফী 'ইলমিল 'আরাবিয়্যাতি আলফিয়্যাতি ইবনিল মু'তী ফিন নাহু (الدرّة الألفية فى علم العربية ألفية إبن المعطى فى النحو)।

২. মানযূমাতুন ফিল 'উরূদ (منظومة فى العروض)।

৩. মানযূমাতুন ফিল কিরাআতিস সাব'ঈ (منظومة فى قرأة السبع)।

ইন্তিকাল

৬২৮ হিজরীতে কায়রো নগরীতে ইবন মু'তী ইন্তিকাল করেন।[৪৬]

ইউসুফ আল খাওয়ারিযমী (মৃ. ৬৩৪ হিজরী) : يوسف الخوارزمى

ইউসুফ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবী বকর আল খাওয়ারিযমী আল খাসী[৪৭] আল হানাফী আল ফাতিস ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর

---

৪৫. ইব্‌ন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০;

৪৬. 'উমর রিযা কাহহালা , মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯; আয যাহবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০০; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৪৭. 'আল খাসী' উপাধিটি 'আল খাস' নামক স্থানের সাথে সম্পর্কিত। এটি 'খাওয়ারিযম' দেশের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম। 'আব্দুল হাই লাক্ষৌভী (র.) বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

উপনাম হচ্ছে : নাজমুদ্দীন। তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট 'আলিম ও ফকীহ্ গণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন : আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ (র.), সাদরুশ শাহীদ হিসামুদ্দীন (র.) ও আল হাসান কাযী খান (র.) প্রমুখ।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল ফাতাওয়া (الفتاوى)।

২. মুখতাসারুল ফুসূল (مختصر الفصول)।

ইন্তিকাল : তিনি ৬৩৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৮]

ইউসুফ আস্ সিজিস্তানী (মৃ. ৬৩৮ হিজরী) : يوسف السجستانى

ইউসুফ ইব্ন আহমাদ আস্ সিজিস্তানী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. মানিয়্যাতুল মুফতী ফি ফুরু'ইল ফিক্হ্ (منية المفتى فى فروع الفقه)।

২. গানিয়্যাতুল ফুকাহা (غنية الفقهاء)

ইন্তিকাল

৬৩৮ হিজরীতে ইউসুফ আস্ সিজিস্তানী সিওয়াস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৪৯]

ইউসুফ আস্ সাফাদী (মৃ. ৬৯৬ হিজরী) : يوسف الصفدى

ইউসূফ ইব্ন হিলাল আল হালাবী আস্ সাফাদী আল হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপনাম হলো : আবুল ফাযায়িল। তিনি পেশাগতভাবে একজন ডাক্তার হলেও 'ইলমুল ফিক্হ ও সাহিত্যের উপরেও তিনি ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাব ও শাফি'ঈ মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

الخاصى نسبة الى الخاص قرية من قرى خوارزم -

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২৬।

৪৮. হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, পৃ. ১২২২; আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

৪৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; আল বাগদাদী , হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

১. আরজূযাতু ফিল খিলাফি বাইনা আবী হানীফাতা ওয়াশ্ শাফি'ঈ (ارجوزة فى الخلاف بين أبى حنيفة والشافعى)।

২. কাশফুল আসরার ওয়া হাতকুল আসতার (كشف الاسرار وحتكل الاستار)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৯৬ সালে আস্ সাফাদী ইন্তিকাল করেন।[৫০]

'উবায়দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (৬৮০-৭৪৭ হিজরী) : عبيد الله ابن مسعود

তাঁর নাম 'উবায়দুল্লাহ্, পিতার নাম মাস'উদ এবং পিতামহের নাম মাহমূদ যার উপাধি ছিল 'তাজুশ শারী'আহ্'।[৫১] তাঁর প্রপিতামহ আহ্‌মাদ -এর উপাধি ছিল 'সাদরুশ্ শারী'আহ্' (صدر الشريعة)।[৫২] তাই তাঁকে সাদরুশ্ শারী'আহ্ আসগার বলা হয়। তাঁর বংশধারা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) -এর সাথে মিলিত হয়।[৫৩] তিনি হিজরী ৬৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।[৫৪]

তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, কালাম, 'ইলমে মুনাযারা, নাহ্, লুগাত, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁর পিতামহ 'তাজুশ্-শারী'আহ্' (تاج الشريعة) একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি তাঁর পৌত্র 'উবায়দুল্লাহ (সাদরুশ্ শারী'আহ্ আসগার)-এর উদ্দেশ্যে বিকায়া (الوقاية) নামক গ্রন্থখানা রচনা করেন।

---

৫০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০; আয যিরাকলী, আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

৫১. উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ বলেন, বিকায়াহ গ্রন্থকার মাহমূদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ হচ্ছেন তাজুশ শারীয়াহ 'উমর ইবন 'উবায়দুল্লাহ-এর ভাই। আর মাহমূদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ এর উপাধি হচ্ছে বুরহানুশ শারী'আহ যিনি তাজুশ শারী'আহ আসগার ('উবায়দুল্লাহ) এর উস্তাদ।

দ্র. আল ফাওয়াউদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৫২. তাঁর প্রপিতামহ আহমাদ কে বলা হয় "সাদরুশ শারী'আহ আল আকবার"।

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৫৩. আল ফাওয়াইদ গ্রন্থকার তাঁর (সাদরুশ শারী'আহ আল আসগার) নসবনামা হযরত 'উবাদাতা ইবন সাবিত (রা) পর্যন্ত এভাবে বর্ণনা করেন :

وأنه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الاكبر احمد بن جمال الدين أبى المكارم عبيد الله بن ابراهيم بن أحمد بن عبد المالك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن محبوب الوليد بن عبادة بن الصامت رضى الله عنه الانصارى المحبوبى -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৫৪. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পিতামহের মাসাইল সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা হুবহু মুখস্থ করে ফেলতেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাজুশ্ শারী'আ্‌হ অসাধারণ বুৎপত্তি অধিকারী হওয়ার বিষয়টি এই গ্রন্থখানার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।[৫৫]

সাদরুশ্ শারী'আহ্ সে সময়ের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও ফকীহ্ গণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতামহ তাজুশ্ শরীআহ্ এবং অন্যান্য 'উলামা কিরামের নিকট থেকেও 'ইলমে্ তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। হাফিয আবূ তাহির মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান 'আলী তাহিরী ও ইব্‌ন মুহাম্মদ বুখারী (র.) তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৬]

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হ, ফাতাওয়া ও মাস'আলা-মাসাইলসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৭] তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (১) শারহুল বিকায়াহ (شرح الوقاية) এটি তিনি তাঁর দাদার লিখিত 'বিকায়া' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে প্রণয়ন করেন যা শারহুল বিকায়াহ (شـرح الوقايـة) নামে পরিচিত। এ গ্রন্থটি (শারহুল বিকায়াহ) 'উলামা মাসায়িখের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মাদ্রাসায় এ কিতাবখানা পাঠ্য পুস্তক হিসেবে ও সুগৃহিত স্বীকৃত। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রে 'কিফায়া' (الكفايـة) নামক কিতাবখানা সংক্ষিপ্ত করে অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেন যা 'নিকায়াহ' গ্রন্থ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৫৮]

২. 'আল-মুকাদ্দামাতুল আরবা'আহ্' (المـقـدمـات الأربـعة) ৩. 'তা'দীলুল 'উলূম ফী 'উলূমিল আকলিয়া' (تـعـديل الـعـلوم فـى عـلـوم الـعـقـلـيـة) ৪. 'আল-বিশাহ্' (الـوشــاح) ৫. 'কিতাবুশ শুরুত' (كـتـاب الـشـروط) ৬. 'কিতাবু'ল মুহাদিরাত' (كـتـاب الـمحَاضــرة) ৭. আত-তানকীহ (التنقيح) ৮. শারহুত তালবীহ (شـرح التلـويح) ৯. আত-তাওহীদ (التوضـيح) ইত্যাদি।[৫৯]

---

৫৫. 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) তাঁর পরিচয় তুলে ধরে বলেন,

عبيد الله صدر الشريعة الاصغر بن مسعور بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبى صاحب شرح الوقاية المعروف بين الطلبة بصدر الشريعة هو الامام المتفق عليه والعلامة المختلف اليه حافظ قوامين الشرعية ملخث مشكلات الاصل والفرع شيخ الروع والاصول عالم المعقول والمنقول، فقيه، اصولى، خلافى جدلى، محدث، مفسر، نحوى لغوى، أديب نظار، متكلم منطقى، عظيم القدر، جليل المحل، غذى بالعلم والادب ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৫৬. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০।

৫৭. তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী অতীব নির্ভরযোগ্য। এ সম্পর্কে 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) মন্তব্য করেন ঃ

كل تصانيف صدر الشريعة مقبولة عند العلماء معتبرة عند الفقهاء ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৫৮. তাঁর দাদা তাজুশ শারী'আহ মাহমুদ "বিকায়াহ" গ্রন্থটি তাঁর পৌত্রের জন্য রচনা করেন। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৫৯. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি ৭৪৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অন্য এক মতে, তিনি ৭৪৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন বলে উল্লেখ করা হয়।[৬০]

'উমর ইব্ন আল-'আদীম (৫৮৬-৬৬০ হিজরী) : عمر بن العديم

'উমর ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইবন আহ্মাদ ইব্ন ইয়াইয়া ইব্ন যুহাইর ইব্ন হারুন ইব্ন মূসা ইব্ন আল হানাফী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, সাহিত্যিক, লিখক, মুহাদ্দিস কবি ও ঐতিহাসিক। তিনি ৫৮৬ হিজীতে হালব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্নুল 'আদীম (ابن العديم) নামে পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে : কামাল উদ্দীন আবুল কাসিম।[৬১] তাঁর পিতা আহমাদ ও ছিলেন একজন বিশিষ্ট 'আলিম, ফকীহ এবং বিচারপতি। তাঁর পিতামহ ও প্রপিতামহ ও ছিলেন 'আলিম এবং বিচারপতি।[৬২] তাঁর অন্যতম উস্তাদ হচ্ছেন 'আলী আল বাদর আল আবয়াদ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. বুগ্ইয়াতুত্ তালাব ফী তারিখিল হালাব (بغية الطلب فى تاريخ الحلب)
২. আদ্ দুরারী ফী যিক্রিয্ যারারী (الدرارى فى ذكر الزرارى)

ইন্তিকাল

'উমর ইব্ন আল-'আদীম ৬৬০ হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।[৬৩]

---

৬০. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০; ফিকহের হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৬১. তাঁর বংশধারা আবু জাররাদাহ (রাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে, যিনি ছিলেন হযরত আলী (রা.) এর সহচর। যেমন– 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী (র.) বলেন :

عمر البو القاسم المعروف بابن العديم بن احمد بن هبة الله الحلى المنتهى نسبة إلى أبى الجرادة صاحب امير المؤمنين -

দ্র. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৬২. যেমন 'আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী (র.) বলেন,

وابوه احمد بن هبة االله عالم فاضل كان قاضى القضاة وجده هبة الله بن محمد تولى قضاء حلب ومات سنة ربع وخمسين وخمسمائة والبوجده محمد بن هبة الله بن احمد بن يحيى كان فقيها زاهدًا ولى القضاء بحلب سنة ثمان وثمانين وار بعمائة ومات سنة اربع ثلاثين وخمسمائة ....

দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৬৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫; ইব্নু কাসীর, আল-বিদায়া ১৩ ঃ ২৩৬; আস্-সুয়ূতী, হুস্নুল মুহাদারা (حسن المحاضرة), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫; হাজী খলীফা, কাশ্ফুয্ যুনুন, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

'উমর আল-মুত্তাসিলী (৫৫৭-৬২২ হিজরী) : عمر المتصلى

'উমর ইব্‌ন বদর ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-অরাণী আল-কুর্দী আল-মুত্তাসিলী আল-হানাফী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও হাফিয। তিনি ৫৫৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারী একজন ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে- আবু হাফ্‌স।

রচনাবলী

হানাফী মাযহাবের সমর্থনে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে–

১. আল ইন্তিসার ও আত্ তারাযীহ লিল মায্‌হাবিস্ সহীহ (মাযহাবু আবী হানীফাহ) (الانتصار والتراجيح للمذهب الصحيح (مذهب أبى حنيفة)
২. ইখতিইয়ারু আখ্ ইয়ারিল আখবার (إختيار أخيار الأخبار)

ইন্তিকাল

'উমর আল-মুত্তাসিলী ৬২২ হিজরী ২৮ শে রমযান দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[৬৪]

'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-খাববাযী (৬২৯-৬৯১ হিজরী) : عمر الخبازى

'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর আল খাববাজী আল-জুহনাদী আল-হানাফী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি ৬২৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে : জালালুদ্দীন, আবূ মুহাম্মদ। তাঁর 'শিক্ষা সনদ' নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

তিনি 'আলা উদ্দীন 'আব্দুল 'আযীয আবু বুখারী (র.) থেকে, তিনি ('উমর আল খাববায) ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ আল মাইমারাগী (র.) থেকে, তিনি 'শামসুল আইম্মাহ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিস সাত্তার আল কারদারী (র.) থেকে, তিনি হিদায়াহ গ্রন্থকার থেকে বর্ণনা করেন।[৬৫]

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাবের সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. আল মুগনী ফী উসূলিল ফিক্‌হ (المغنى فى أصول الفقه)
২. হাওয়াস 'আলাল হিদায়াহ ফী ফুরূইল ফিক্‌হ আল হানাফী (حواش على الهداية فى فروع الفقه الحنفى)

৩০০, ২৪৭, ২৯১, ৩৩৭, ৭২৯, ৭৭৫৭, ৯৫২, ১০৯০, ১৪১৬; 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৬৪ . আয্ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৯১, ১৯২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮; হাজী খলীফা, কাশ্‌ফুয্ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০, ১৭৩, ১১৫৮।

৬৫. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

'উমর আল-খাববাযী ৬৯১ হিজরীতে জিলহাজ্জ মাসে ৬২ বছর বয়সে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[৬৬]

বাকীর আত-তুরকী (মৃ. ৬৫২ হিজরী) : بـكـيـرس الـتـركـى

বাকীর ইব্‌ন নাজমুদ্দীন আত্‌-তুরকী আন নাসিরী আল হানাফী ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবূ সুজা', আবুল ফাদাইল। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র ও ইসলামী আইনতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন।[৬৭]

রচনাবলী

হানাফী ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসারে তিনি বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছেন। গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আন্ নূরুল লামি' ওয়াল বুরহানুস সাতি' ফী শারহি 'আকীদাতু তাহাভী (الـنـور الـامـع والـبـرهـان الـسـاطـع فـى شـرح عـقـيـدة الـطـحـاوى) এটি একটি বৃহদাকার গ্রন্থ।

২. আল হাবী ফী ফুরু'ইল ফিকহিল হানাফী (الـحـاوى فـى فـروع الـفـقـه الـحـنـفـى)

৩. আল হাভী (الـحـاوى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৫২ সালে ইরাকের বাগদাদ শহরে ইন্তিকাল করেন।[৬৮]

মুহাম্মদ আল-আযরা'ঈ (মৃ. ৬৯৯ হিজরী) : مـحـمـد الـأذرعـى

মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন আবিল 'ইয্‌য (শামসুদ্দীন) আদ-দিমাশকী ছিলেন একজন ফকীহ ও উসূলবিদ। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।[৬৯] তিনি তাঁর পিতা

---

৬৬. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; আয্ যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, শেষ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; ইব্‌ন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১, তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রনিধান যোগ্য :

عمر بن محمد بن عمر جلال الدين البخازى صاحب المغنى فى الاصول كان عالما عابدًا زاهدا متنسكا جامعا للفروع والاصول ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৬৭. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী (র.) বলেন,

بكير م الدين التركى الناصرى مولى الامام الناصر كان فقيها عارفا بصيرا فى الفقه اجذ عن عبد الرحمن بن نشجاع ـ

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৬৮. 'উমর বিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৬৯. 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনভী তাঁর সম্পর্কে বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

থেকে, তাঁর পিতা ইমাম আল-হুসাইবী (র.) থেকে, তিনি কাযীখান থেকে ‘ইলম অর্জন করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হ গ্রন্থের ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন ফাতাওয়া সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। যথা–

১. শারহুল জামি‘ইস সাগীর লিশ্ শাইবানী (شرح الجامع الصغير للشيبانى)

২. আল-ফাতাওয়া (الفتاوى)

ইন্তিকাল : ৬৯৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৭০]

মুহাম্মদ আল-কারাবীসী (محمد الكرابيسي)

মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ আল-কারাবীসী আল-হানাফী আল সামারকান্দী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল ফযল। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

রচনা : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আল ফুরুকু ফী ফুর‘ঈল ফিকহিল হানাফী (الفروق فى فروع الفقه الحنفى)।[৭১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আব্দির রহমান আয্ যাহিদ (মৃ. ৫৪৬ হিজরী) : محمد بن عبد الرحمن الزاهد

মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল বুখারী আল-‘আলীয়া ছিলেন একজন ফকীহ, উসুলবিদ ও মুফাস্‌সির। মাযহাবগতভাবে তিনি ছিলেন হানাফী।[৭২] তিনি ছিলেন হিদায়া গ্রন্থকারের উস্তাদ।

محمد بن سليمان بن وهب بن أبى العز شمس الدين الدمشقى كان فاضلا عالما بالخلاف جامعا للفروع والاصول ـ

দ্র. ‘আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

৭০. আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল ‘আরিফীন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; ‘উমর রিযা কাহহালা, *মু‘জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৭১. ‘উমর রিযা কাহহালা, *মু‘জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরেফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনুন*, পৃ. ১২৫৭। কারাবীসী (كرابيسى) শব্দটি কারাবীস শব্দের দিকে সম্পর্কিত। এটি বহুবচন। একবচনে কিরবাস (كرباس)। কিরবাস শব্দের অর্থ মোটা কাপড়। উক্ত ইমাম মুহাম্মদ ইবন সালিহ মোটা কাপড়ের ব্যবসা করতেন বলে তাঁকে সেদিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এটি ফারসী শব্দ। পরবর্তীতে ‘আরবী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইবন খাল্লিকান আল কারাবীসী (الكرابيسى) শব্দের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেন,

الكرابيسى الكاف والراء وبعد الالف باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها سين مهملة ـ هذه النسبة إلى الكرابيسى وهى الثياب الغليظة ـ واحدها كرباس ـ بكسر الكاف ـ وهو لفظ فارسى عرب

দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফাতুল আ‘ইয়ান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৭২. ‘আল্লামা ‘আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌনভী (র.) তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ বর্ণনা করেন,

Dhaka University Institutional Repository

রচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن)[৭৩]

ইন্তিকাল

তিনি ১২ই জমাদিউল আখার ৫৪৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭৪]

মানকুবারাস আল মুসতানসিরী (মৃ. ৬৫২ হিজরী) : منكوبرس المستنصرى

মানকুবারাস ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল মুসতানসিরী আল হানাফী ছিলেন হানাফী পন্থী ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে : জামালুদ্দীন, আবূ মাজা'। মানকুবারাস একজন ফিক্‌হ বিশারদ ছিলেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. মুকাদ্দাসাতু সালাত (مقدسة الصلواة)

২. আন নূরু ওয়াল্ লাম'উ ওয়াল বুরহানুস্ সাতি'উ ফি শারহি মুখতাসারিত্ তাহাভী النور واللمع والبرهان الساطع فى شرح مختصر الطحاوى উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় হানাফী মাযহাবের অনুসরণে লিখিত গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

মানকুবারাস ৬৫২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭৫]

মুহাম্মদ আত্ তারজুমানী (মৃ. ৬৪৫ হিজরী) : محمد الترجماني

'আলাউদ্দীন মুহাম্মদ আত্ তারজুমানী[৭৬] আল-হানাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্।[৭৭]

محمد بن عبد الرحمن ابو عبد الله الزاهد البخارى أخذ عن الجمال ابى نصر احمد بن عبد الرحمن الريغد مونى عن القاضى ابى زيد الدبوسى -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬। 'আল্লামা সাম'আনী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন :

كان فقيها عالما مفتيا مذكرا اصوليًا مستكملا -

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬।

৭৩. তাঁর তাফসীর সম্পর্কে এমনটি বর্ণনা রয়েছে যে, এটি ১০০ হাজার খণ্ডেরও অধিক।
দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৭৪. আল বাগদাদী, *ইদাহুল মাকনূন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; হাজী খালীফা, কাশফুজ জুনুন, পৃ. ৪৫৪, ৪৫৮; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

৭৫. হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৭৬. তারজুমানী (ترجمانى) প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি লক্ষ্যণীয় : 'আল্লামা সাম'আনী বলেন,

ان الترجمان نسبة الى ترجمان اسم بعض اجداد المنتسب او لقب له بفتح التاء وسكون الراء -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

৭৭. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ গ্রন্থে তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ পাওয়া যায় :

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

ইয়াতীমাতুদ দাহার ফী ফাতাইল 'আসার (يتيمة الدهر فى فتاوى العصر)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৪৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭৮]

মুহাম্মদ আল বাজালী (মৃ. ৬২১ হিজরী) : محمد البجلى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হুসাইন আল-বাজালী[৭৯] আল ইয়ামানী আল-হানাফী ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

ইমাম আল বাজালী ফিক্‌হ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

আল লুবাবু ফীল ফিক্‌হ (اللباب فى الفقه)

ইন্তিকাল

তিনি ৬২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮০]

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাসূল (محمد بن رسول)

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাসূল ইব্‌ন ইউনুস্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাওকুপাতী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহু মুখতসারুল কুদূরী ফী ফুরূ'ঈল ফিকহিল হানাফী (شرح مختصر القدورى فى فروع الفقه الحنفى) এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম ছিল আল বয়ান

محمد بن محمود علاء الدين الترجمانى المكى الخوار زمى كان امامًا مرجعًا للانام مات بجرجانية خوارزم سنة خمس واربعين وستمائة -

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

৭৮ . উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪৯।

৭৯. 'বাজালী' এর বিশ্লেষণে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন :

(البجلى بفتح الباء وسكون الجيم نسبة الى بجلة رهط من سليم واما البجلى بفتح الجيم فهو نسبة جريربن عبد الله البجلى الصحابى -

দ্র. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৮০ . আল বাগদাদী, *ইজাহুল মাকনুন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯৯; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি ৬৬৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮১]

মুহাম্মদ আর-রাযী (মৃ. ৬১৫ হিজরী) : محمد الرازى

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদুল 'আযীয আল-রাজী আল হানাফী ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

রচনাবলী

ইমাম আর রাযী ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতাবলম্বনে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে–

১. কিতাবুন ফীল ফারাইদ (كتاب فى الفرائض)

২. কিতাবুন ফী ফুরূ'ইল ফিকহিল হানাফী (كتاب فى فروع الفقه الحنفى)

৩. কিতাবুন-নূরী ফী মুখতাসারিল কুদূরী (كتاب النورى فى مختصر القدورى)

ইন্তিকাল

তিনি ৬১৫ হিজরীতে মাওসিলে ইন্তিকাল করেন।[৮২]

মুহাম্মদ আল-কা'বী (মৃ. ৬০৪ হিজরী) : محمد الكعبى

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আলী আল কা'বী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও বিচারক।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল মুলাখ্খাস ফিল ফাতাওয়া (الملخص فى الفتاوى)

২. আল মিসবাহ (المصباح)

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় ফিকহী মাস'আল সংক্রান্ত।

ইন্তিকাল

তিনি ৬০৪ হিজরীতে বুখারায় ইন্তিকাল করেন।[৮৩]

---

৮১. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩২।

৮২. ইব্ন কাতলুবুগা, *তাজুত্ তারাজীম*, পৃ. ৪৪, হাজী খালিফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ১৬৩১, ১৬৩২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

৮৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮; আস্ সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন আয-যাহীর (৬০২ হিজরী) : محمد بن الظهير

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবী সাকির আল আরবিলী আল-হানাফী ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ইব্‌ন যাহীর নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ ও সাহিত্যিক। ৬০২ হিজরীর ২রা সফর আরবিলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে–

দিয়ওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر) এটি ২ খণ্ডে রচিত।[৮৪]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন হুসায়ন (র.) (মৃ. ৬৩২ হিজরী) : محمد بن محمود بن حسين

মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর উপাধি হচ্ছে মাজদুদ্দীন, নিসবতী নাম হচ্ছে : আল-আস্-তারুশনী। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের অন্যতম মুজতাহিদ । তিনি যাঁদের কাছ হতে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন তন্মধ্যে নাসিরুদ্দীন আশ্-শহীদ আস-সামারকান্দী এবং যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-বুখারী (র.) (তিনি যহীর উদ্দীন আল-হাসান ইব্‌ন 'আলী আল-মারগীনানী (র)-এর ছাত্র) প্রমূখ মনীষীর নামে সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

রচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবুল-ফুসূল (كتاب الفصول) এবং কিতাবু জামি'-ই আহকামিস্-সিগার (كتاب جامع احكام الصغار) গ্রন্থ দ্বয়ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ইন্তিকাল

৬৩২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৫]

লুৎফুল্লাহ্ আমীর কাতিব (৬৮৫- ৭৫৮ হিজরী) : لطف الله أمير كاتب

লুৎফুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন গাযী আল-ফারাবী আল 'আমিদী আল-হানাফী সপ্তম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। হিজরী ৬৮৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিভিন্ন মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

৮৪. ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ* ১৩শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২, ২৮৩; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

৮৫. মুকাদ্দিমাতুল-হিদায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. রিসালাতুন ফীল জুমু'আতি ওয়া'আদামু জাওয়াযিস সালাতি ফী মাওয়াদি' মুতা'আদদিদাহ (رسالة فى الجمعة وعدم جواز الصلاة فى مواضع متعددة)

২. রিসালাতুন ফী রাফ'ইল ইয়াদি ফীস সালাতি ওয়া'আদামু জাওয়াজিহি 'ইনদাল হানাফিয়্যাহ (رسالة فى رفع اليد فى الصلاة وعدم جوازه عند الحنفية)

ইন্তিকাল

তিনি ৭৫৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[৮৬]

শামসুল আইম্মাহ্ আল-কারদারী (র.) (৫৫৯-৬৪২ হিজরী) : شمس الايمة الكردرى

মুহাম্মদ ইবন্ 'আব্দুস-সাত্তার, ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি হিজরী ৫৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি-শামসুল আইম্মাহ এবং নিসাবাতী নাম- আল-কারদারী। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির ছিলেন। তিনি সাহিবুল মাগরিব-এর নিকট 'ইলমুল হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম খতীব যাদাহ (র)-এর নিকট হতে উসূলে হাদীস শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বুখারাতে আগমন করেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত 'আলিম ইমাদুদ্দীন 'উমর আয-যারিঞ্জী (র)-এর নিকট থেকে ফিকহ শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি যে সব প্রতিথযশা পন্ডিতগণের নিকট হতে 'ইলম হাসিল করেছেন, তন্মধ্যে ফিকহে হানাফিয়্যাহর স্বনাম ধন্য-এর লিখক বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র), বুরহানুদ্দীন 'উমর আল-উরসাকী (র), শরফউদ্দীন (র), নূরুদ্দীন আস্-সাবূনী (র), ফখরুদ্দীন হাসান ইব্ন মানযূর, ইমাম কাযীখান (র.) এবং মিনহাজুশ্-শারীয়াহ কাওয়ামুদ্দীন আস্-সাফফার (র.) প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর ফিক্‌হী সনদ হচ্ছে : তিনি ইমামুদ্দীন 'উমর আয-যারিঞ্জী (র)-এর নিকট হতে, তিনি ইমাম হালওয়ানী (র.) হতে, তিনি আবূ 'আলী-নাসাফী (র.) হতে, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র.) হতে, তিনি ইমাম সাবযুমূনী (র.) হতে, তিনি ইমাম আবূ হাফস্ আস্-সাগীর (র.) হতে, তিনি স্বীয় পিতা হতে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ হতে, তিনি ইমাম আবূ হানীফাহ (র.) হতে। তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণকারীগণের মধ্যে তদীয় ভাগ্নে মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল কারীম (র.) (তিনি খাওয়াহির যাদাহ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।), হামীদুদ্দীন আদ্-দুরাইর 'আলিয়্যুর রামিশী (র), হাফীযুদ্দীন আল্-মায্মারগী (র.) সহ আরও অনেকে।[৮৭] মারগীনানী (র)-এর ছাত্রগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থানীয় ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনিই প্রথম স্বয়ং মারগীনানী (র)-এর নিকট হতে 'আল-হিদায়াহ' গ্রন্থখানা শিক্ষা গ্রহণ করেন।

---

৮৬. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন (هدية العارفين)*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৩৯।

৮৭. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ, পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

৬২৪ হিজরীর ৯ই মুহাররম মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৮]

সুলাইমান আল-আযরাঈ' (৫৯৪-৬৭৭ হিজরী) : سليمان الأذرعى

সুলাইমান ইব্‌ন আবী আল 'ইজ্জ ইব্‌ন ওহীব ইব্‌ন 'আতা আল-আযরা'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ্। তাঁর উপনাম সদরুদ্দীন আবুল ফযল। তিনি ৫৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল ওয়াজিযুল জামি'উ লিমাসা'ইলিল জামি' (الوجيز الجامع لمسائل الجامع)

২. মানাসিক (مناسك)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৭৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮৯]

---

৮৮. 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী বলেন, واول من قرأ الهداية على مؤلفها شمس الائمة الكردرى
দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭ ; মাহমুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৮৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৯; ইব্‌নুল' ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩২, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ
(হিজরী সপ্তম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ

আহমাদ আল কুরতুবী (৫৭৮- ৬৫৬ হিজরী) : أحمد القرطبى

আহমাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন 'উমর আল আনসারী আল কুরতুবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। হিজরী ৫৭৮ সালে কুরতুবা নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর দেশে ইবনুল মীযান (إبن الميزان) নামে পরিচিত। স্বদেশ কুরতুবা থেকে তিনি প্রাচ্য দেশে চলে আসেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষততা ছিল।[৯০]

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে :

১. আল মুফহিমু লিমা আশকালা মিন তালখীসি মুসলিম (المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)

২. মুখতাসারুস-সহীহাঈন (مختصر الصحيحين)

৩. কাশফুল কিনা' আন হুকমিল ওয়াজদি ওয়াস-সিমা' (كشف القناع عن حكم الوجد والسماع)

৪. আত তায্‌কিরাতু ফী যিকরিল মাওতা ওয়া আহওয়ালিল আখিরাহ (التذكرة فى ذكر الموتى وأحوال الأخرة)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৫৬ সালে ইস্কান্দারিয়া শহরে ইন্তিকাল করেন।[৯১]

'আব্দুল হামীদ আস্ সাদাফী (৬০৬-৬৮৪ হিজরী) : عبد الحميد الصدفى

'আব্দুল হামীদ আস সাদাফী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কাজী। ৬০৬ হিজরীতে তিনি পশ্চিম ত্রিপলিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় বেড়ে উঠেন। পরবর্তীতে তিনি তিউনেশিয়ায় চলে যান এবং সেখানে বিচারক (কাযী) এর দায়িত্ব পালন করেন।

---

৯০. যেমন 'আল্লামা 'উমর রিযা কাহহালা তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

احمد بن عمر بن ابراهيم بن عمر الانصارى القرطبى المالكى، ويعرف ببلاده بابن المزين (أبو العباس) محدث، فقية والد بقرطبة ـ ورحل الى المشرق وتوفى فى ذى القعدة الاسكند رية ـ

দ্র. 'উমর রিযা কাহ্‌হালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৯১. আস সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারা*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬০; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭; ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ (البداية)*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪, ৫৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী : তাঁর রচনাবলীর অন্যতম হচ্ছে :

১. হিল্লুল ইলতিবাস্ ফির-রাদ্দি 'আলাল কিয়াস (حل الإلتباس فى الرد على القياس)।

২. মুযাক্কিল-ফুয়াদ ফিল্ খাস' আলাল জিহাদ (مزكى الفواد فى الخص على الجهاد)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল হামীদ আস্ সাদাফী ৬৮৪ হিজরীতে তিউনেশিয়াতে ইন্তিকাল করেন।[৯২]

'আবদুস্ সালাম ইবন গাল্লাব (৫৭৬-৬৪৬ হিজরী) : عبد السلام بن غلاب

'আব্দুস সালাম ইবন গাল্লাব ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ইবন গাল্লাব নামে পরিচয় লাভ করেছিলেন। ৫৭৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তিউনেশিয়ায় হিজরত করেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আয্ যাহরুল আসনা ফী শারহি আসমাইল হুসনা (الزهر الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى)।

২. আল আযীয ফী ফুরু'ইল ফিকাহ্ মালিকী (العزيز فى فروع الفقه المالكى)।

ইন্তিকাল

৬৪৬ হিজরী সালের ২৮ শে সফর ফির'আউন নামক স্থানে আব্দুস সালাম ইবন গাল্লাব ইন্তি কাল করেন।[৯৩]

'আবদুস-সালাম আয যাওয়াবি (৫৮৯-৬৮১ হিজরী) : عبد السلام الزواوى

'আবদুস-সালাম আয যাওয়াবি হিজরী ৫৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ক্বারী ও ফকীহ্। তিনি মালিকী মাযহাব অনুসরণ করতেন।

রচনা : তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে :

আত্-তানবিহাত 'আলা মা'রিফাতি মা ইয়াখফা মিনাল 'উকূফাত (التنبهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات)।

---

৯২. মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
৯৩. পূর্বোক্ত, ৩ক্ত, পৃ. ২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

৬৮১ হিজরীর রজব মাসে আবদুস সালাম আয যাওয়াবি ইন্তিকাল করেন।[৯৪]

'আব্দুল্লাহ আস সারমাসাহী (৫৮৯-৬৬৯ হিজরী) : عبد الله الشارمساحى

'আব্দুল্লাহ্ আস সারমাসাহী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি ৫৮৯ হিজরীতে মিসরের সারমাস্ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্হ ও ইখতিলাফুল ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. নাজমুদ দুররি ফী ইখতিসারিল মুদাওআনাহ (نظم الدر فى إختصار المدونة)
২. আল ফাওয়াইদ ফীল ফিক্হ (الفوائد فى الفقة)
৩. আত তা'লীকু ফী 'উলুমিল খিলাফ (التعليق فى علوم الخلاف)
৪. শারহু আদাবিন নাযর (شرح أداب النظر)
৫. শারহুল জিলাব (شرح الجلاب)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আস সারমাসাহী ৬৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৯৫]

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাস (মৃ. ৬১৬ হিজরী) : عبد الله بن شاس

আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাস ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ। তাঁর উপাধী হচ্ছে ' জালাল। 'ইলমুল ফিক্হ চচা এবং শিক্ষাদানের তিনি ব্রত ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে মাদ্রাসা আল মুজাওয়ারায় শিক্ষকতা করেন। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য এবং 'ইলমী যোগ্যতায় ছাত্রগণ মুগ্ধ থাকতেন। জীবনের শেষ লগ্নে তিনি হজ্জ পালন করেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল জাওয়াহিরুস সামীনাহ ফী মাযহাবি 'আলিমিল মাদীনাহ (الجواهر الثمينه فى مذهب عالم المدينة)
২. কিরামাতুল আওলিয়া (كرامة الآولياء)

ইন্তিকাল : 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাস ৬১৬ হিজরীতের জমাদিউল আখার মতান্তরে রজব মাসে ইন্তি কাল করেন।[৯৬]

---

৯৪ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮।

৯৫ . মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী আল গাস্সানী (৫০৭-৬০৯ হিজরী) : علـى الـغـسـانـى

'আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন 'উমর আল-গাস্সানী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ইমাম। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুহাদ্দিস, হাফিয, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ৫০৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুন ফিল আসমাইল হুসনা (كـتـاب فـى الـأسـمـاء الـحـسـنـى)। এ গ্রন্থের মূল নাম হচ্ছে : 'আল ওয়াসীলাহ' (الوسيلة)।
২. শারহু সহীহ মুসলিম (شـرح صـحـيـح مـسـلـم)। এটির মূল নাম– ইকতিবাসুস সিরাজ ফী শারহি মুসলিম (اقتباس السراج فى شرح مسلم)।

ইন্তিকাল

'আলী আল গাস্সানী ৬০৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৯৭]

'আলী ইব্ন যাফির (৫৬৫-৬১৩ হিজরী) : عـلـى بـن ظـافـر

'আলী ইব্ন যাফির ইব্ন আল হুসাইন আল আজদী আল-মিসরী আল মালিকী ছিলেন ইমাম মালিক (র.) এর অনুসারী একজন ফকীহ। তার উপনাম হলো- জামালুদ্দীন, আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি ৫৬৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আসাসুস্ সিয়াসিয়াহ (أسـاس الـسـيـاسـيـة)

---

৯৬ . মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯।

তাঁর পরিচয় সম্পর্কে ইব্ন খাল্লিকান (র.) বলেন,

ابو محمد عبد الله بن م بن شاس بن نزار بن عشاير بن عبد الله بن محمد بن شاس, الجذامى السعدى ـ الفقيه المالكى المنعوت بالجلال, كان فقيها فاضلا فى مذهبه, عارفا بقو اعده, رأيت بمصر جما كبيرًا من اصحابه يذكرون فضائله ـ

দ্র. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৯৭ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; ইব্ন ফারহুন, আদ দীবাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯- ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

২. আখবার আস্ সুজ'আন (أخبار السجعان)

ইন্তিকাল : 'আলী ইব্ন যাফির ৬১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৯৮]

'আলী আল মাকদাসী (৫৪৪-৬১১ হিজরী) : علي المقدسي

'আলী ইব্ন আল-মাকজাল ইব্ন 'আলী ইব্ন মাকরাজ ইব্ন হাতিম ইব্ন হাসান ইব্ন যাফির আল লানমী ছিলেন মালিকী মাযহাবপন্থী একজন বিশিষ্ট 'আলিম ও ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে- আবুল হাসান, শারফুদ্দীন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও হাফিয। তিনি ৫৪৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে : কিতাবুন ফীস্ সিয়াম (كتاب في الصيام)

ইন্তিকাল

'আলী আল মকাদাসী ৬১১ হিজরীর শা'বান মাসের প্রারম্ভে ইন্তিকাল করেন। কায়রোর শাফহে আল মাকতাম নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৯৯]

আল হুসাইন আল ইস্কিন্দারী (৬৫৪-৭৪১ হিজরী) : الحسين الإسكندارى

আল হুসাইন ইব্ন আবী বকর ইব্ন হুসাইন আল কিন্দী আল ইস্কিন্দারী আল মালিকী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৬৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্হ ছাড়াও তিনি হাদীস, তাফসীর, নাহু ইত্যাদি বিষয়েও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি হাদীসের শিক্ষা দান এবং ফাতওয়া দান করতেন।

রচনাবলী

তিনি ১০ খণ্ড বিশিষ্ট একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

৭৪১ হিজরীতে ইস্কান্দিয়া নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০০]

---

৯৮ . আয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩শ খণ্ড পৃ. ১৩১; আস্ সাফাদী, আল ওয়াফী। ১২তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

৯৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

১০০ . আস সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২; আস সুয়ূতী, বুগইয়াতুল উ'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল্‌-কুসতালানী (মৃ. ৬৩২ হিজরী) : أحمد القسطلانى

আহমাদ ইবন আল কুস্‌তালানী আল মিসরী (আবুল 'আব্বাস) ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্‌। তিনি মক্কা নগরীর পার্শ্বেই অবস্থান করতেন। ফিক্‌হ বিষয়ে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৩২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০১]

আহমাদ ইব্‌ন ইদ্রীস আল কারাফী (মৃ. ৬৮৪ হিজরী) : احمد بن ادريس القرفى

শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন ইদ্রীস আল মালিকী আল কারাফী ছিলেন মিসরের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

রচনাবলী ঃ তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আয যাখীরাহ (الذخيرة)

২. আল কাওআ'ঈদ (القواعد)

৩. শারহুল মাহসূল (شرح المحصول)

৪. আত তানকীহ (التنقيح)

৫. শারহুত তাহযবী (شرح التهذيب)

৬. শারহুল জাল্লাব ফিল ফিক্‌হ (شرح الجلاب فى الفقه)

৭. আওয়ারুল বারুক ফী আনওয়াইল ফুরুক (انوار البروق فى النواء الفروق)

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৬৮৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১০২]

আবূ মুহাম্মদ আয়াসকুর ইব্‌ন মূসা আল-ফাসী (মৃ. ৫৯৮ হি./১২০২ খ্রী.) ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ।[১০৩]

আহমাদ ইব্‌ন হারুন ইব্‌ন আহমাদ আল-শাতিবী (মৃ. ৬০৯ হি./১২১২ খ্রী.) নাজম ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ।[১০৪]

---

১০১. ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১০২. 'আল্লামা জালালুদ্দীন আসসুয়ূতী (র.) তাঁর 'হুসনুল মুহাদারা গ্রন্থে ইমাম কারাফী সম্পর্কে বলেন :

القرفى العلامة شهاب الدين ابو إديس احمدبن إدريس بن عبد الرحمن الصهناجى البهنسى المصرى احد الاعلام انتهت اليه رياسة المالكية فى عصره وبرع فى الفقه واصوله والعلوم العقلية ولازم الشيخ عزالدين عبد السلام الشافعى واخذ عنه اكثر فنونه ـ

দ্র. হাশিয়া শরহু 'উক্বদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬ থেকে উদ্ধৃত।

১০৩. ড. আ. ক.ম. আব্দুল কাদের, ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, পৃ. ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল্লাহ ইব্ন আল্-জুযামী (মৃ. ৬১০ হিজরী) : عبد الله بن نجم الجزامى

আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন নাজম ইব্ন শাশ আল্-জুযামী ছিলেন মালিকী ফিকহের উপর কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ আল-জাওয়াহির আস-সীমানাহ ফী মাযহাবি 'আলিমিল মাদীনাহ (الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬১০ সাল মুতাবেক ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১০৫]

'আলী ইব্ন 'আবদিল মালিক আল-কুরতুবী (মৃ. ৬২৮ হিজরী) : على بن عبد المالك القرطبى

আবুল হাসান 'আলী ইব্ন 'আবদিল মালিক আল-কাত্তামী আল-কুরতুবী ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ

১. আন-ইকনা' ফী মাসায়িল আল-ইজমা' (الاقناع فى مسائل الاجماع)
২. কিতাবু আহকাম আল-নযর (كتاب احكام النظر)
৩. কিতাব আল-নিযা' ফিল কিয়াস (كتاب النزاع فى القياس)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬২৮ সাল মুতাবেক ১১৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১০৬]

আবূ মুহাম্মদ সালিহ আল-ফাসী (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৪ খ্রী.)।[১০৭]

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন ইব্রাহীম আল-তিউনিসী (মৃ. ৬৭৩ হি./১২৭৪ খ্রী.)।[১০৮]

আবুল ফযল রাশিদ ইব্ন আবী রাশিদ আল-ফাসী (মৃ. ৬৭৫ হি./১২৭৭ খ্রী.) ঃ তিনি কিতাব আল-হালাল ওয়াল হারাম (كتاب الحلال والحرام) নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১০৯]

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর আল-ইস্কান্দারী (মৃ. ৬৮৩ হি./১২৮৪ খ্রী.)।[১১০]

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী জামরাহ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৬৯৫ হি./১২৯৬ খ্রী.)।[১১১]

আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-ইস্কান্দারী (মৃ. ৬৯৫ হি./১২৯৬ খ্রী.)[১১২]

---

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।
১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।
১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।
১০৮. ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিকহ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩।
১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩।
১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল্লাহ ইব্ন নাজম আল সা'দী (মৃ. ৬১০ হিজরী) : عبد الله بن نجم السعدى

তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ।

ইব্রাহীম আত্ তিলমিসানী (৬০৯-৬৯০ হিজরী) : إبراهيم التلمسانى

ইব্রাহীম ইব্ন আবী বকর ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মূসা আল আনসারী আত্ তিলমিসানী আল মালিকী (র.) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি মালিকী মাযহাবের অন্যতম 'আলিম। হিজরী ৬০৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 'আবূ ইসহাক' নামে ডাকা হত। 'ইলমুল ফিক্হ চর্চার পাশাপাশি তিনি 'আরবী সাহিত্য, কবিতা রচনা ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করেন।[১১৩]

রচনাবলী

রাসূল (স.) এর প্রশংসা সম্বলিত তাঁর অনেকগুলো কবিতা ও কাব্য ছিল। এছাড়া, রাসূল (স.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, বিচার-ফয়সালা, 'আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক তাঁর অনেকগুলো রচনা ছিল।

ইন্তিকাল : তিনি ৬৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১১৪]

ইব্রাহীম ইবন ইয়াইয়াহ আত তিলমিসানী (মৃ. ৬৬৩ হিজরী) : أبراهيم بن يحيى التلمسانى

ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াহইয়া ইবন মূসা আন্নাজীবী আল তিলমিসানী (আবূ ইসহাক) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ফিক্হ চর্চা, শিক্ষা দান এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন।

রচনা

ইমামগণের মতভেদের কারণ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৬৩ সালে ইমাম তিলমিসানী ইন্তিকাল করেন।[১১৫]

---

১১৩. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, পৃ. ১৬।

১১৪. ইবন মাযয়াম, আল বুসতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬; ইবন ফারহুন, আদ দিবাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১; আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩, ৫২৮, ৬২৩; আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬-৯৭। মু'জামুল মু'আল্লিফীন গ্রন্থকার তাঁর সম্পর্কে বলেন,

إبراهيم بن ابى بكر بن عبد الله بن موسى الانصارى التلمسانى المالكى (أبواسحاق) فقية أديب شاعرلة منظومة فى السر وامداح النبى صل الله عليه وسلم -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১১৫. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; আস্ সাফদী, আল ওয়াফী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; ইব্ন তাগরীবারদী, আল মিনহালুস সাফী, ১ম ও, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম ইব্‌ন ইউসুফ (জ. তা.বি. মৃ. তা.রি) : إبـراهـيـم ابـن يوسف

ইব্রাহীম ইবন ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন দাহহাক আল আওসী আল মালিক ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাসসির, ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস এবং কালামশাস্ত্রবিদ। প্রথমতঃ তিনি মালিকা শহর এবং পরবর্তীতে মুযমিয়া শহরে অবস্থান করেন। তিনি 'ইবনুল মার'আ' নামে পরিচিত।

রচনাবলী

ইমাম আওসী কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহু কিতাবিল ইরশাদ লিআবীল মা'আলী ফিল ই'তিকাদ (شـرح كـتـاب الـإرشـاد لـأبـى الـمـعـالـى فـى الإعـتـقـاد)
২. শারহুল আসমাইল হুসনা (شـرح الأسـمـاء الـحـسـنـى)
৩. জুযউ'ন ফী ইজমাই'ল ফুকাহা (جـزء فـى إجـمـاع الـفـقـهـاء)
৪. শারহু মাহাসিনিল মাজালিসি লি ইবনিল 'আরীফ (شـرح مـحـاسـن الـمـجـالـس لابـن الـعـريـف)।[১১৬]

'উসমান আল আস্‌নাঈ (৫৫৬-৬১৪ হিজরী) : عـثـمـان الاسـنـائـى

'উসমান আল আস্‌নাঈ ছিলেন বিশিষ্ট ফিক্‌হ ও উসূলবিদ। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের সমর্থক। ৫৫৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্‌হসহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. মুনতাহিস সাওআলি ফী উসূলিল ফিক্‌হ (مـنـتـهـى الـسـؤال فـى أصـول الـفـقـه)
২. আল মুখতাসারু ফীল ফিক্‌হ (الـمـخـتـصـر فـى الـفـقـه) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

'উসমান আল-আস্‌নাঈ ৬১৪ হিজরীতে ১৬ ই শাওয়াল ইস্কান্দারিয়ায় ইন্তিকাল করেন।[১১৭]

---

১১৬. আভ তাওনাকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১; উমর রিযা কাহহালা তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বলেন,

ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الاوسى، المالكى، ويعرف بابن المرأة ابواسحاق، عالم فى التفسير والفقه والتاريخ والحديث والكلام -

দ্র. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩১।

১১৭. মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান ইব্‌ন আল হাজীব (৫৭০-৬৪৬ হিজরী) : عثمان بن الحجيب

'উসমান ইব্‌ন আল হাযীব ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ ও ব্যাকরণবিদ। তিনি ৫৭০ হিজরীতে মিসরের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাসিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি মালিক (র)-এর অনুসরণ করতেন।

রচনাবলী

তিনি ফিকহ ও নাহ্ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

১. আল ঈদাহ্ শারহিল ফাদলি লিয-যামাখশারী (الإيضاح شرح الفضل للزمخشري)
২. আল কাফিয়াতু ফীন নাহ্ (الكافية فى النحو)
৩. জামি'উল উম্মাহাতি ফী ফুরু'ইল ফিক্‌হিল মালিকী (جامع الأمهات فى فروع الفقه المالكي)

ইন্তিকাল

'উসমান ইব্‌ন আল হাজিব ৬৪৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইস্কান্দারিয়ায় ইন্তিকাল করেন।[১১৮]

ইউসুফ আস্ সাবতী (জ. তা.বি, মৃ. তাবি.) : يوسف السبتي

ইউসুফ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন আবী ঈ'সা আল গাস্‌সানী আস্ সাবতী ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে–'আবূ ইয়াকূব। এছাড়াও তিনি একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর জন্ম মাগরিবের সাবাতা নগরীতে। তিনি ফ্রান্সের জামি'আতু বাবুস্ সিলসিলায় পাঠ দান করতেন।

রচনা : তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুন ফি শারহি রিসালাতি ইব্‌ন আবী যায়দ ও ফুরু'ঈ ফিল ফিকহিল মালিকী কাবীরিন ওয়া সগীরিন (كتاب فى شرح وصالة ابن أبى زيد وفروع فى الفقه المالك كبير وصغير)।

ইন্তিকাল

ইউসুফ আস্ সাবতী হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষ বর্ষে ইন্তিকাল করেন।[১১৯]

'উসমান ইব্‌ন 'উমর আল-দাবীনী (মৃ. ৬৪৬ হিজরী) : عثمان بن عمر الدابنى

'উসমান ইব্‌ন 'উমর আল-দাবীনী ছিলেন মিসরের প্রখ্যাত মালিকী ফকীহ।[১২০] তাঁর পিতা 'উমর আমীর ইযযুদ্দীনের প্রহরী ছিলেন বলে ইনি 'ইবনুল হাজিব' নামে পরিচিত। ইমাম

---

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

১১৯. আয যিরাকলী, আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাতিবীর কাছ থেকে মালিকী ফিকহে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর ইনি দীর্ঘদিন দামিশকের জামি মসজিদের শিক্ষাদান করেন। অতঃপর মিসর গিয়ে ফাযিলিয়্যাহ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে আলেকজান্দ্রিয়া চলে যান এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি ছিলেন ফিক্হ, উসুল আল-ফিক্হ ও নাহুশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. كتاب جامع الامهات (কিতাব জামি' আল-উম্মুহাত) এটি মালিকী ফিকহের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. আল-ইযাহ আল-মুখতাসার ফিল ফিক্হ (الإيضاح المختصر فى الفقه)

৩. আল-মুখতাসার ফিল উসূল (المختصر فى الاصول)

৪. আল-মুকতাফী লিল মুবতাদী (المكتفى للمبتدى)

৫. কিতাবু জামি' আল উম্মুহাত (كتاب جامع الامهات)

৬. মুনতাহা আল-সুওয়াল আমল ফী ইলম আল-উসূল ওয়াল জদল (منتهى السؤل والأمل فى علم الاصول والجدل)

---

১২০. মিসর হতে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণ ও হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে মদীনায় ইমাম মালিকের (র.) নিকট আগমণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা দেশ ফিরে গিয়ে স্ব -স্ব অঞ্চলে মালিকী ফিক্হের বিকাশে অনন্য অবদান রাখেন। এখানে 'আব্দুল্লাহ ইবনু ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি./৮১২ খ্রী.), 'আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রী.), আশহাব ইবনু 'আবদিল আযীয (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রী.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদিল হাকাম (মৃ. ২১৪ হি./৮২৫ খ্রী.) প্রমুখ মালিকী ফিক্হ চর্চার যে ধারা সৃষ্টি করেন তাঁদের শিষ্যগণ তা অনুসরণ এবং সে আলোকে গ্রন্থ প্রণয়ন, ফাতওয়া দান ও কাযীর দায়িত্ব পালন প্রভৃতির মাধ্যমে এই ধারাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেন। হারিস ইবনু মিসকীন (মৃ. ২৫০ হি./৮৬৪ খ্রী.) প্রমুখের সময় মিসরে মালিকী ফিক্হের যে ধারা প্রচলিত ছিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় 'আব্দুল করীম ইবনু 'আতাউল্লাহ (মৃ. ৫১২ হি./১১৬ খ্রী.) ও ইসমা'ইল ইবনু মক্কী (মৃ. ৫৮১ হি./১১৮৫ খ্রী.) প্রমুখ তা অব্যাহত রাখেন।

৬ষ্ঠ হিজরী শতকে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া হতে আগত অনেক শিক্ষার্থী আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালিদ আল তারতূসী (মৃ. ৫২০ হি.১১২৬ খ্রী.) প্রমূখের নিকট অধ্যয়ন করেন। এদের মাঝে 'উসমান ইবনু 'উমর ইবনিল হাজিব (৬৪৬ হি./১২৪৮ খ্রী.) প্রমূখ আন্দালুসী ধারার অনেক কিছু মিসরী ধারার সাথে সংমিশ্রিত করেন। শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমদ আল-কারাফী (মৃ. ৬৮৪ হি./১২৮৫ খ্রী.) গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে মিসরে মালিকী ফিক্হ চর্চাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করেন।

'উবায়দী শাসনের পতন ও আহলি বায়ত-এর ফিক্হের অবসানের পর 'উসমান ইবনু 'উমর ইবনিল হাজিব (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮ খ্রী.) বিচার বিভাগীয় সমস্যাদি আলোচনাপূর্বক মালিকী ফিক্হের আলোকে তার সমাধান পেশ করে المختصر। (আল-মুখতাসার) গ্রন্থ প্রণয়ন করলে এখানে পুনরায় মালিকী ফিক্হ চর্চা শুরু হয়। সপ্তম হিজরী শতকের শেষভাগে এই গ্রন্থখানি মাগরিবে পৌঁছলে এখানকার অধিকাংশ শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে। এছাড়াও তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে এটি আবূ আলী নাসির উদ্দীন আল-যাওয়াবী (মৃ. ৭৩১ হি./১৩৩১ খ্রী.) 'রিজায়াহ' অঞ্চলে নিয়ে এলে সেখানকার জনগণ এটি গ্রহণ করে। ফলে গ্রন্থখানি মাগরিবে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বর্তমান মিসরে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, জামি'আতু আল-আযহার সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে মালিকী ফিকহের পঠন-পাঠন অব্যাহত আছে। দ্র. ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর ফিকহ্ চর্চা, পূর্বোক্ত পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৭. আ-কাফিয়াহ ফী আল-নাহ্ (الكافية فى النحو)

৮. আল-শাফীয়্যাহ ফী আল-সরফ (الشافية فى الصرف)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৪৬ সাল মুতাবেক ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২১]

আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবী 'আবদিল্লাহ আল মিসরী (মৃ. ৬৯৮ হি./১২৯৯ খ্রী.) ছিলেন মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ।[১২২]

কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবিদ দুনিয়া আল-তিউনিসী (মৃ. ৬৮৪ হি./১২৮৫ খ্রী.)।[১২৩]

কাযী আবূ আহমদ ইব্ন আবী বকর আল-তিউনিসী (মৃ. ৬৯১ হি./১২৯২ খ্রী.)।[১২৪]

মুহাম্মদ ইব্ন আল-'আরাবী (৪৬৮-৫৪৩ হিজরী) : محمد بن العربى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ছিলেন ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবূ বকর। তিনি ৪৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

রচনাবলী

তিনি উসূলুল ফিক্হসহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল মাহসূল ফিল উসূল (المحصول فى الاصول)

২. আল আসনাফ ফী মাসাইলিল খিলাফ ফিল ফিক্হ (الأصناف فى مسائل الخلاف فى الفقه)

ইন্তিকাল

তিনি ৫৪৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১২৫]

মুহাম্মদ আল-লারিদী (৫৬৩-৬৪৬ হিজরী) : محمد اللاردى

মুহাম্মদ ইব্ন 'আতীক ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামীদ আত্-তাজী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ বিচারক (কাযী), মুহাদ্দিস, হাফিয, সাহিত্যিক ও সূফী। তিনি ৫৬৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাযহাবগতভাবে তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

রচনা

---

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২।

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২।

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩।

১২৪. আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

১২৫. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২; আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯, ১৯০; আস্ সুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাস্সীরিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪, ৩৫; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১, ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে :

মাতালি'উল আনওয়ার ফী শামায়িলিল মুখতার (مطالع الأنوار فى شمائل المختار)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৪৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১২৬]

মুস'আব ইব্ন মুহাম্মদ আল-খুশানী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৬০৪ হি./১২০৪ খ্রী.) ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম ও ফকীহ।[১২৭]

মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-কুশায়রী আল-মিসরী (মৃ. ৭০২ হিজরী) : محمد بن على القشيرى المصرى

আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ওহাব আল-কুশায়রী আল-মিসরী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি তাকীউদ্দীন ইব্ন দাকীক আল-'ঈদ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একজন স্বতন্ত্র মুজতাহিদ (مجتهد مطلق) ছিলেন। তিনি হাদীস, উসূল ও 'আরবীতে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আলিম ছিলেন। হিজায, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যুগসেরা শায়খদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান আহরণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহু আল-'উমদাহ (شرح العمدة)

২. কিতাব আল-ইলমাম ফী আহাদীস আল-আহকাম (كتاب الالمام فى احاديث الاحكام)

৩. শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব ফিল ফিক্হ (شرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৭০২ সাল মুতাবেক ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২৮]

---

১২৬. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০; আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; আল বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

(হিজরী সপ্তম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ

আবূ বকর আয-যানকালূনী (৬৭৯-৭৪০ হিজরী) : ابـو بـكـر الـزنـكـلـونـى

আবূ বকর ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয আয্ যানকালূনী আল মিসরী আশ-শাফি'ঈ (মাজদুদ্দীন) (র.) ছিলেন একজন প্রাচ্য দেশীয় ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ। তিনি ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ, 'ইলমুল-হাদীস, 'ইলমুন নাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। হিজরী ৬৭৯ সালে প্রাচ্যের যানকালূন শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে 'যানকালূনী' বলা হয়। ফিক্‌হ চর্চা, হাদীস চর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

রচনাবলী

তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. তুহফাতুন নাবিয়্যাহ ফী শারহিত তানবীহ (تـحـفـة الـنـبـيـة فـى شـرح الـتـنـبـيـه)। এটি মুলতঃ তান্‌বীহ (تـنـبـيـه) নামক কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এটি চার খণ্ডে বিভক্ত।

২. শারহু মিনহাজিত-তালিবীন (شـرح مـنـهـاج الـطـالـبـيـن)

৩. শারহুত তা'জীয (شـرح الـتـعـجـيـز)

৪. আল লাম'উল 'আরিদাহ ফীমা ওয়াকা'আ বাইনার রাফিঈ' ওয়ান নাবাবী মিনাল মু'আরিদাহ (اللـمـع الـعـارضـة فـيـمـا وقـع بـيـن الـرافـعـى والـنّـووى مـن الـمـعـارضـة)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৭৪০ সালের রবিউল আউয়াল মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন[১২৯]

আবূ বকর আল কানা'ঈ (মৃ. ৬৯৪ হিজরী) : أبـو بـكـر الـقـنـائـى

আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন শাফি' আল কানায়ী' আশ শাফি'ঈ ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের প্রবক্তা ও ইমাম ছিলেন। কিনা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল কানা'ঈ বলা হয়ে থাকে।

রচনা

ইমাম আল কানায়ী' একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ কিতাবুল ওয়ারাকাহ (كتاب الورقة)। এটি পদ্য ও গদ্যে বিভক্ত।

ইন্তিকাল : হিজরী ৬৯৪ সালে 'কানা'য় ইন্তিকাল করেন।[১৩০]

---

১২৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৩০. ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল ফাযারী (৬৩০-৭০৫ হিজরী) : أحمد الفزاري

আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন সিবা' ইবনুদ দিয়া' আল ফাযারী (শারফুদ্দীন, আবুল 'আব্বাস) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্। হিজরী ৬৩০ সালে দামিস্কে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দামিস্ক জামি' মাসজিদের খতীব। তিনি হাদীস শাস্ত্রেও বুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থাদী তিনি রচনা করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৭০৫ সালে তাবাবিলস নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩১]

আহমাদ আন্-নাবুলুসী (৬২২-৬৯৪ হিজরী) : أحمد انابلسي

আহমাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন নু'মাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন হাম্মাদ আল মাকদিসী আন নাবুলুসী (শারফুদ্দীন, আবুল 'আব্বাস) ছিলেন একজন ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি হিজরী ৬২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি দামিস্কের বিচার কার্য পরিচালনা করেন। 'আরবী সাহিত্যেও তিনি ছিলেন পারদর্শী ।

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল ফিক্‌হ এবং উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

আল বাদী' ফী উসূলিল ফিক্‌হ (البديع فى أصول الفقه)।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৯৪ সালের ১৭ই রামাদান তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩২]

'আলী ইব্‌ন আস্-সা'ঈ (৫৯৩-৬৭৪ হিজরী) : على بن الساعى

'আলী ইব্‌ন আন্‌যার ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উবাদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুর রাহীম আল বাগদাদী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ। তিনি ৫৯৩ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন।

---

১৩১ . ইব্‌ন তুলুন, আল কাও'আদুল জাওহারিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬। মু'জামুল মু'আল্লিফীন' গ্রন্থে তাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ :

احمد بن ابراهيم بن سباغ بن الضياء الفزارى (شرف الدين, ابوالعباس) خطيب جامع دشق ولد بدمشق, وتفقه على مذهب الشافعى -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

১৩২ . আল আসনাবী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬। 'উমর রিযা কাহ্‌হালা তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ বর্ণনা করেন,

أحمد بن احمد بن نعمة بن احمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدسى النابلسى (شرف الدين, ابوا العباس) فقيه اصولى, عالم بالعربية ولى القضا نيابة بدمشق وخطب فيها -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তিনি ইতিহাস, ফিক্হ এবং হাদীস সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল জামিউ'ল মুখতাসারু ফী 'উনওয়ানিত তারীক ওয়া'উয়ূনুস সিয়ার (الجامع المختصر فى عنوان التاريخ وعيون السير)

২. নুযহাতুল আবসার ফীল হাদীস (نزهة الابصار فى الحديث)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৩]

'আলী আস্-সাখাভী (৫৫৮-৬৩৪ হিজরী) : علی السخاوی

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুস্ সামাদ ইব্ন 'আবদুল আহাদ ইব্ন 'আবুদল গালিব আল-হামদানী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, উসুলবিদ, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ৫৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহ।

রচনাবলী

তিনি আল-কুর'আনের মুতাশাবিহ আয়াত (الايات المحكمة)-এর উপর এবং উসূলের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. হিদায়াতুল মারতাব ওয়াগায়াতুল হুফফায ওয়াত তালাবু ফী মুতাশাবিহিল কিতাব (هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلب فى متشابه الكتاب)

২. আল-কাওয়াকিবুল ওয়াফাদ ফী উসূলিদ দীন (الكوكب الوفاد فى اصول الدين)

ইন্তিকাল

'আলী আস্-সাখাভী ৬৩৪ হিজরীর ১২ ই জমাদিউল আখার দামেস্কে ইন্তিকাল করেন।[১৩৪]

আল-মুবারক ইবনুল আসীর (৫৫৪-৬৬৭ হিজরী) : المبارك بن الأثير

আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল করীম ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহিদ আশ শায়বানী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্সির, সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণিক। ৫৪৪ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

---

১৩৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১৩শ খন্ড, পৃ. ২৭০, ২৭১; ইব্নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩, ৩৪৪।

১৩৪ . আস্ সাফাদী, *আল-ওয়াফী*, ১২ শ খন্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯; আয্ যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আন নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস (النهاية فى غريب الحديث)

২. জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল (جامع الاصول فى احاديث الرسول)

ইন্তিকাল

তিনি ৬০৬ হিজরীর যিল হজ্জ মাসে মাওসিলে ইন্‌তিকাল করেন।[১৩৫]

আল মুবারক আস সাব্বাগ (৫৮৭-৬৬৭ হিজরী) : المبارك السباغ

আল-মুবারক ইব্‌ন ইয়াহইয়া আস-সাব্বাগ আশ্‌ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌ ও মুহাদ্দিস। ৫৮৭ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা : তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্তিকাল

ইমাম আস সাব্বাগ ৬৬৭ হিজরীর ১১ই জমাদিউল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৩৬]

আবুল 'আব্বাস কাসসাবা (মৃ. ৬৪৩ হিজরী) : أبو العباس كثاسب

আবুল 'আব্বাস কাসসাব ছিলেন বিশিষ্ট 'আলিম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন ফকীহ ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আন নুকাতু 'আলাশ শাবনাহ (النكت على الشبنة)।

২. কিতাবুল ফুরুক (كتاب الفروق)।

ইন্তিকাল

আবুল 'আব্বাস কাসসাবা ৬৪৩ হিজরীর ৭ই রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৩৭]

'আবুদল জাব্বার আল বাসরী (মৃ. ৬২৪ হিজরী) : عبد الجبار البصرى

'আবদুল জাব্বার আল বাসরী একজন ফকীহ ছিলেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন।

---

১৩৫. আয্‌ যাহাবী, *সিয়ারুল আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খন্ড, পৃ. ১১২, ১১৩; ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৭, ৫৫৮; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

১৩৬. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫; ইব্‌ন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১৩শ খন্ড, পৃ. ২৬৫।

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহু মুখতাসারিল মুযইন ফী ফুরুই'ল ফিকহ শাফি'ঈ (شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي)।

ইন্তিকাল

'আবদুল জব্বার আল বাসরী ৬২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩৮]

'আবদুর রহমান আল ফিরকাহ (৬২১-৬৯০ হিজরী) : عبد الرحمن الفركاح

'আব্দুর রহমান আল ফিরকাহ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি আল-ফিরকাহ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ ও উসূলবিদ। ৬২১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহুল ওরাকাত লিইমামিল হারামাইনি ফী উসূলিল ফিকহি (شرح الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه)।
২. শারহুত তানবীহ লিশ-শিরাযী (شرح التنبيه للشرازي)
৩. শারহুত তা'জীযু ফী মুখতাসারিল ওয়াজীয (شرح التعجيز في مختصر الوجيز)
৪. কাশফুল কিনা' ফী হাল্লিস সিমা' (كشف القناع في حل السماع)

ইন্তিকাল

'আবুদর রহমান আল ফিরকাহ ৬৯০ হিজরীর ৫ই জমাদিউল আখির মাসে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন।[১৩৯]

'আবদুর রহমান আদ্-দামানহুরী (৬০৬-৬৯৪ হিজরী) : عبد الرحمن الدمنهري

'আব্দুর রহমান আদ-দামানহুরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাব পন্থী বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৬০৬ হিজরীর যিল ক্বাদাহ মাসে মিসরের দামানহুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা : তাঁর অন্যতম রচনা হলো :

---

১৩৮ . পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

১৩৯ . মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

১. কিতাবুন ফী ই'তিরাদি 'আলাস সুন্নাহ্ (كتاب فى الإعتراض على السنة)

ইন্তিকাল

'আবদুর রহমান আদ্ দামানহুরী ৬৯৪ হিজরীতে রমাদান মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৪০]

'আবদুর রহমান আস্ সুকরী (৫৫৩-৬২৪ হিজরী) : عبد الرحمن الشكرى

'আব্দুর রহমান আস সুকরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন অনুসারী। তিনি ৫৫৩ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন কায়রোতে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। যথা :

১. শারহ্ সহীহ মুসলিম (شرح صحيح مسلم)।
২. হাওয়াশু 'আলাল অসীত (حواش على الوسيط)
৩. মুসান্নাফুন ফী মাসআ'লাতিদ দাওর (مصنف فى مسالة الدور)

ইন্তিকাল

'আবদুর রহমান আস্ সুকরী ৬২৪ হিজরীতে শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৪১]

'আবদুর রহমান আল মাওসিলী (মৃ. ৬৯৯ হিজরী) : عبد الرحمن الموصلى

'আবদুর রহমান আল মাওসিলী ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও ফকীহ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আত তা'জীয ফী মুখতাসারিল ওয়াজীযি লিল গাযালী ফী ফুরূ'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (التعجيز فى مختصر الوجيز للغزالى فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

'আবদুর রহমান আল মাওসিলী ৬৯৯ হিজরীতে শাওয়াল মাসে কুদসে ইন্তিকাল করেন।[১৪২]

---

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।
১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।
১৪২. 'উমর রিযা কাহহাল, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আসাকির (৫৫০-৬২০ হিজরী) : عبد الرحمن بن عساكر

'আব্দুর রহমান ইবন আসাকির ছিলেন ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ইব্‌ন 'আসাকির নামে পরিচিতি লাভ করেন। ৫৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাযহাবগত দিক থেকে তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনা

ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

কিতাবুল আরবা'ঈন ফী মানাকিবি উম্মাহাতিল মু'মিনীন (كتاب الأربعين فى مناقب امهات المؤمنين) এটি উম্মাহাতুল মু'মিন-এর জীবন-চরিত সংক্রান্ত বিশেষ গ্রন্থ।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আসাকির ৬২০ হিজরীর ১০ ই রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৪৩]

'আব্দুর রাহীম আল বারিযী (৬০৮-৬৮৩ হিজরী) : عبد الرحيم البارزى

'আবদুর রাহীম আল বারিযী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম। তিনি ৬০৮ হিজরীতে 'হামাত' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তথাকার কাজী বা বিচারক পদে নিয়োজিত হন। তাঁর একাধারে ফিকহ, হাদীস, উসূল, ইতিহাস, 'আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, কালামশাস্ত্র ও হিকমত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি ছিল।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে :

১. মুদাওয়ালাতু আইয়্যাম ওয়া মুমাসালাতুল আহকাম (مداولة ايام ومماثلات الأحكام)
২. কবিতাগুচ্ছ।

ইন্তিকাল

'আব্দুর রাহীম আল বারিযী ৬৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪৪]

'আব্দুর রাহীম আস্‌-সাম'আনী (৫৩৭-৬১৭ হিজরী) : عبد الرحيم السمعانى

'আব্দুর রাহীম আস-সাম'আনী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস্ ছিলেন। ৫৩৭ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

---

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।
১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল 'আওয়ালী ফী মাসমু'আতিল গাযাবী (العوالی فی مسموعات الغزاوی)

২. মু'জামুশস শুয়ূখ (معجم الشيوخ)

ইন্তিকাল

'আব্দুর রাহীম আস্-সাম'আনী ৬১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪৫]

'আব্দুর রাহীম আল মাওসিলী (৫৯৮-৬৭১ হিজরী) : عبد الرحيم الموصلي

'আবদুর রাহীম আল মাওসিলী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস ও হাফিয ছিলেন। তিনি বাগদাদে বিচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ৫৯৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আত-তা'জীযু ফী মুখতাসারিল ওয়াজীযলি গাযালী (التعجيز فی مختصر الوجيز للغزالی)

২. আত তানবীহ ফী ইখতিসারিত তানবীহি লিশ শিরাযী (التنبيه فی إختصار التنبيه للشرازی)

ইন্তিকাল

'আব্দুর রাহীম আল মাওসিলী ৬৭১ হিজরীতে বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন।[১৪৬]

'আব্দুল 'আযীয আদ-দীরীনী (৬১২-৬৯৪ হিজরী) : عبد العزيز الديريني

'আব্দুল 'আযীয আদ-দীরীনী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি একাধারে ফকীহ, মুফাস্সির, ঐতিহাসি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ৬১২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে :

১. আল মিসবাহুল মুনীর ফী 'ইলমিত তাফসীর (المصباح المنير فی علم التفسير)। এটি দু'খন্ডে রচিত।

---

১৪৫. 'উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. তাহারাতুল কুলূব ওয়াল খুদু'ঈ লি'আল্লামিল গুয়ূব (طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب)
৩. নাযমুল ওয়াযীযি লিল গাযালী ফী ফুরু'ঈল ফিক্‌হিশ শাফি'ঈ (نظم الوجيز للغزالى فى فروع الفقه الشافعى)

ইন্তিকাল

'আব্দুল আযীয আদ-দীরীনী ৬৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৪৭]

'আব্দুল আযীয ইব্‌ন 'আবদুস সালাম (৫৭৭-৬৬০ হিজরী) : عبد العزيز بن عبد السلام

'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আবদুস সালাম ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অনুসারী একজন ফকীহ। তিনি একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ ও মুফাসসির ছিলেন। তিনি ৫৭৭ হিজরী মতান্তরে ৫৭৮ সালে দামিস্কে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল কাওয়া'ইদুল কাবির ফী উসূলিল ফিক্‌হ (القواعد الكبير فى أصول الفقه)
২. আল গায়াতু ফী ইখতিসারিন নিহায়াতি ফী ফুরু'ইল ফিক্‌হীশ্ শাফি'ঈ (الغاية فى إختصار النهاية فى فروع الفقه الشافعى)
৩. আল্ 'ইমাদু ফী সামারীসিল 'ইবাদ (العماد فى سماريث العباد) ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুস সালাম ৬৬০ হিজরীতে জমাদিউল 'উলা মাসে কায়রোত ইন্তি কাল করেন।[১৪৮]

'আবদুল 'আযীয আল জিলী (মৃ. ৬১৪ হিজরী) : عبد العزيز الجلى

'আব্দুল 'আযীয আল-জিলী ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ। তিনি ছিলেন দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। তিনি দামেস্কে বসবাস করেন এবং তথায় বিচারক ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুল ইশারাতি লি ইবনি সীনা (شرح الإشارت لابن سينا)

---

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।
১৪৮. 'উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইখতিসারুল কিয়াত মিন কিতাবিল কানূনি লি ইবনি সীনা (اختصار الكيات من كتاب القانون لابن سينا)
৩. কিতাবু জামিয়ি' মা ফী আসানীদি মিন হাদীসিন নাবী (স.) (كتاب جمع ما فى الاسانيد من حديث النبى ص)

ইন্তিকাল

'আবদুল 'আযীয আল-জিলী ৬৪১ হিজরীর যিল হাজ্জ মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৪৯]

'আব্দুল 'আযীয আল মুনযিরী (৫৫৮-৬৫৬ হিজরী) : عبد العزيز المنذرى

'আবদুল 'আযীয আল মুনযিরী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও 'আলিম। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, হাফিয ও ফকীহ। তিনি ৫৮৮ হিজরীর ১লা শা'বান জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

গ্রন্থ রচনায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে ঃ

১. শারহুত তানবীহিশ শিরাযী ফী ফুরূ'ইল ফিক্হিশ শাফি'ঈ (شرح التنبيه الشيرازى فى فروع الفقه الشافعى)
২. মু'জামুশ শুয়ূখ (معجم الشيوخ)
৩. মুখতাসারু সুনানি আবী দাঊদ (مختصر سنن أبى داود)। এটির মূল নাম হচ্ছে : আল মুজতবা (المتبى)

ইন্তিকাল

'আব্দুল 'আযীয আল-মুনযিরী ৬৫৬ হিজরীর ৪ঠা যিল ক্বা'দাহ মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৫০]

'আব্দুল গাফ্ফার আল-কাযভীনী (মৃ. ৬৬৫ হিজরী) : عبد الغفّار القزوينى

'আব্দুল গাফফার আল কাযভীনী ছিলেন ফকীহ ও গণিতবিদ।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. শারহুল লুবাব আল মুসাম্মা বিল'ইজাব (شرح اللباب المسمى بالعجاب)
২. আল হাবীস সাগীর (الحاوى الصغير)
৩. কিতাবুন ফিল হিসাব (كتاب فى الحساب)

---

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।
১৫০. 'উমর রিযা কাহহালা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

'আব্দুল গাফ্ফার আল-কাযভীনী ৬৬৫ হিজরী মতান্তরে ৬৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৫১]

'আব্দুল কারীম আর রাফি'ঈ (৫৫৫-৬২৩ হিজরী) : عبد الكريم الرافعي

'আব্দুল কারীম রাফি'ঈ ছিলেন একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস্, মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক। ৫৫৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর সমর্থক ছিলেন।

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দ্বয় হচ্ছে :

১. ফাতহুল 'আযীয আলা কিতাবিল ওয়াজীয লিল গাযালী (فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي)
২. শারহুল মুহাববার (شرح النحو)। এটির মূল নাম আল উজূহ (الوجوه)

ইন্তিকাল

'আব্দুল কারীম রাফি'ঈ ৬২৩ হিরজীতে যিল কাদ মাসে কাজভীনে ইন্তিকাল করেন এবং কাজভীনেই তাঁকে দাফন করা হয়। [১৫২]

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হামূবিয়্যাহ (৫৭২-৬৪২ হিজরী) : عبد الله بن حموية

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হামূবিয়্যাহ ছিলেন একাধারে ফকীহ, ঐতিহাসিক, উসূলবিদ ও মুহাদ্দিস। তিনি ৫৭২ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল মাসে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. আস সিয়াসাহ আল মুলূকিয়া (السياسة الملوكية)।

২. আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক (المسالك والممالك)।

৩. কিতাবু উসূলিল আসইয়া (كتاب أصول الأشياء)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হামূবিয়্যাহ ৬৪২ হিজরীর ১৬ই সফর স্বীয় জন্মস্থান দামেস্কেই ইন্তিকাল করেন।[১৫৩]

---

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।
১৫২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল্লাহ্ আল বায়দাভী (মৃ. ৬৮৫ হিজরী) : عبد الله البيضاوى

'আব্দুল্লাহ্ আল বায়দাভী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ, মুফাস্সির, তর্কবিদ ও মুহাদ্দিস। তাঁর পূর্ণনাম– 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আবুল খাইর আল কাযী নাসিরুদ্দীন আল বায়দাভী।[১৫৪] মাযহাবগত ভাবে তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞানী। তিনি শীরায নগরের বিচার পতি ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ ও মানতিক সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে :

১. মিনহাজুল ওয়াসূল ইলা 'ইলমিল উসূল (منهاج الوصول الى علم الأصول)
২. শারহুল মাতালি' ফিল মানতিক (شرح المطالع فى المنطق)
৩. আল-গায়াতুল কুসওয়া ফী দিরায়াতিল ফাতওয়া (الغاية القصوى فى دراية الفتوى)
৪. আত তাওয়ালি' (الطوالع)
৫. মুখতাসারুল কাশশাফ (مختصر الكشاف)
৬. শারহুল মাসাবীহ (شرح المصابيح)
৭. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুর তাবীল (انوار التنزيل واسرار التاويل) এটি তাফসীরে বায়যাভী নামে মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত সুপরিচিত।

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল বায়দাবী ৬৮৫ হিজরীতে তিব্রিযে ইন্তিকাল করেন।[১৫৫]

আহমাদ ইব্ন রাফ'আ (৬৪৫-৭১০ হিজরী) : أحمد بن رفعة

আহমাদ ইবন রাফ'আহ তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। তাঁর পূর্ণ নাম আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুরআফি' ইব্ন হাযিম ইব্ন ইব্রাহীম ইবনুল 'আব্বাস ইবনুর

---

১৫৩ .; ইবনু কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহার, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪, ৩৪২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৫৪. আল সুবকী, তাবাকাতুশ শাদি'ঈয়্যাহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭। 'আল্লামা সুবকী (র.) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

كان إمامًا مبرزا، نظارا، صالحًا، متعبدا، زاهدًا

দ্র. পূর্বোক্ত পৃ. ১৫৭।

১৫৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৭; আস-সুবকী , ত্বাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭। কারো কারো মতে– তাঁর মৃত্যু ৬৯১ হিজরী বলে উল্লেখ করেন।
দ্র. আস-সুবকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাফ'আ আল আনসারী আল বুখারী আল মিসরী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্। ইবনুর রাফা'আ নামে তিনি পরিচিত। হিজরী ৬৪৫ সালে মিসরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য লেখক। ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আর রুতবাহ ফিল হাসাবাহ (الرتبه فى الحسبة)

২. আল কিফায়াহ ফী শারহিত তানবীহ লিশ শীরাযী (الكفاية فى شرح التنبيه للشيرازى)। এটি শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ।

৩. মাতালিবুল মা'আনী ফী শারহি ওয়াসীতিল গাযালী ফী নাহভিন (مطالب المعانى فى شرح وسيط الغزالى فى نحو)। এটি চার খন্ডে রচিত। এ গ্রন্থটি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণে লিখিত।

৪. আল ঈদাহ্ ওয়াত তিবইয়ান ফী মা'রিফাতিল মিকয়াল ওয়াল মিযান (الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان)

ইন্তিকাল

হিজরী ৭১০ সালে কায়রো নগরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৫৬]

আহমাদ ইবনুল উস্তায (৬১১-৬৬২ হিজরী) : أحمد بن الاستاذ

আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান আল আসাদী আল হালাবী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তিনি 'ইবনুল উস্তায (إبن الاستاذ) নামে পরিচিত। হিজরী ৬১১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১৫৭]

তিনি তাঁর পিতামহ, সাবিত ইব্‌ন মুশাররাফ (র.), ইব্‌ন রাওয়াবাহ (র.) ও ইফতিখার আল হাশিমী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন হাফিয আবূ মুহাম্মদ আদ দিময়াতী। তিনি হাব শহরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন সিরিয়ার বাদশাহ নাসির এর দরবোরে তাঁর বিশেষ মর্যদা ছিল। তিনি ফাতিমী

---

১৫৬. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; ইবন হাজার, *আদ দুরারুল কামিনাহ (الدرر الكامنة)*, ১ম খণ্ড, প্রগাক্ত, পৃ. ২৮৪-২৮৭; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; ইবন তাগরী বারদী, *আন নুজুমুয যাহিরাহ*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১৫৭. 'আল্লামা সুবকী (র.) তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ তুলে ধরেছেন,

احمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع الحلبى الاسدى الشيخ كمال الدين بن القاضى زين الدين بن المحدث ابى محمد بن الاستاذ شارح الوسيط كان فقيها حافظا للمذهب ولد سنة إحدى عشرة وستمائة ـ

দ্র. আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিয়্যাহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যে মানাযিলুল গায এবং বাহারিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করেন। পুনরায় তিনি 'হাব'-এর কাযী নিযুক্ত হন।[১৫৮]

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুল ওয়াসীত লিল-গাযালী ফী ফুরূ'ইল ফিকহিশ-শাফি'ঈ ফিন নাহবি (شـرح الـوسـيـط لـلـغـزالـى فـى فـروع الـفـقـه الـشـافـع فـى الـنـحـو) । এটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৬২ সালের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৫৯]

আহমাদ আত্-তাবারী (৬১৫-৬৯৪ হিজরী) : أحـمـد الـطـبـرى

আহমাদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আত-তাবারী আল মাক্কী (মুহিবুদ্দীন, আবুল 'আব্বাস, শাইখুল হির্‌ম) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৬১৫ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬০] তিনি হাদীস শাস্ত্রেও বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন হারাম এবং হিজায অঞ্চলের উস্তাদ। তৎকালীন বিশিষ্ট 'আলিমগণের নিকট থেকে তিনি হাদীস এবং ফিক্হের জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই হাদীস এবং ফিক্হের শিক্ষা দান করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ফাতওয়া দান করেন।[১৬১]

রচনাবলী

ইমাম আহমাদ আত তাবারী বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আর রিয়াদ আন নাদারাহ ফী ফাদাইলিল 'আশারা (الـريـاض الـنـضـرة فـى فـضـائـل الـعـشـرة)

---

১৫৮. আস সুবকী, তাবাকাতুশ শফি'ঈয়্যাহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৫৯. আল আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮; আস সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারা*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০৯; আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

১৬০. 'আল্লামা 'সুবকী তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ প্রদান করেন,

احمد بن عبد الله بن محمد بن ابى بكر بن محمد بن ابراهيم الحافظ ابو العباس, محب الدين الطبرى, ثم المكى, شيخ الرحم وحافظ الحجاز بلامدا فعة, مولده سنة خمس عشرة وستمائة فى جمادى الاخرة -

দ্র. আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল কুরবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৬১. তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– ইমাম ইবনুল মুকাইয়্যার (র.) ইমাম ইবনুল জুম্মাইযী এবং মাজদুদ্দীন আল কুশারীর (র.) প্রমুখ।

দ্র. আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শফিঈ'য়্যাহ*, ৮ম খণ্ড, প্রগাক্ত, পৃ. ১৮-২০।

Dhaka University Institutional Repository

২. গাইয়াতুল-আহকাম লি আহাদিসিল আহ্কাম (غاية الأحكام لحاديث الاحكام)

৩. শারহুত তানবীহ্ লিশ শীরাযী ফী ফুরূ'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ ফী 'আশারাতি আসফারি কিবার (شرح التنبيه للشيرازى فى فروع الفقه الشافعى فى عشرة اسفار كبار)

৪. আস সুমতুস সামীন ফী মানাকিবি উম্মাহাতিল মুমিনীন (السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين)

৫. তাকরীবুল মারাম ফী গারীবিল কাসিম ইব্ন সালাম ফী গারীবিল হাদীস (تقريب المرام فى غريب القاسم بن سلام فى غريب الحديث)

৬. কিতাবুন ফী ফাদলি মাক্কাহ (كتاب فى فضل مكه)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৯৪ সালে জামাদিউল আখির পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৬২]

আহমাদ আল মুদাররিস (৬৪০-৭২০ হিজরী) : أحمد المدرس

আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ (জামাল উদ্দীন) আল 'আমিরী আল ইয়ামানী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি আল মুদাররিস হিসেবে পরিচিত। কর্মজীবনে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন। হিজরী ৬৪০ সালে তিনি জন্মগ্রহন করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. শারহুল ওয়াসীত ফিন নাহবি (شرح الوسط فى النحو)। এটি ৮ খণ্ড বিশিষ্ট।

২. শারহুত তানবীহ (شرح التنبيه)

ইন্তিকাল

হিজরী ৭২০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৬৩]

---

১৬২ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; 'আব্দুল ওয়াহহাব আস সুবকী, তাবাকাতুশ শফি'ঈয়্যাহ আল কুবরা (দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, ৮ম খণ্ড), পৃ. ১৯-২০; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব (شذرة الذهب)*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫-৪২৬; আয যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

১৬৩ . আল আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; মু'জামুল মুআল্লিফীন' গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর পরিচয় হচ্ছে নিম্নরূপ :

احمد بن على بن عبد الله المعروف العامرى اليمانى، ويعرف بالمدرس (جمال الدين) فقيه تولى قضاء المهجم۔

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল কালয়ূবী (৬২৭-৬৮৯ হিজরী) : أحمد القليوبى

আহমাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন রিদওয়ান আল কিনানী আল আসকিলানী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি আল কালয়ূবী (القليوبى) নামে পরিচিত। তাঁর উপাধি হচ্ছে : কামালূদ্দিন, কুনিয়াত হচ্ছে : আবুল 'আব্বাস। 'ফিক্‌হ' ছাড়াও তিনি উসূলসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। হিজরী ৬২৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[১৬৪]

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহুত তানবীহ (شرح التنبيه)। এটি শাফি'ঈ মাযহাবের নীতিমালা অনুসারে লিখিত ফিক্‌হ গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে বিভক্ত।

২. আল মুকাদ্দামাতুল আহ্‌মাদিয়্যাহ ফী উসূলিল 'আরাবিয়্যাহ (المقدمة الأحمدية في أصول العربية)

৩. তিব্বুল কালবি ওয়া ওসলুস সাব্বি ফিত্ তাসাউফ (طب القلب ووصل الصب في التصوف)

৪. আল জাওয়াহিরুস সাহাবিয়্যাহ ফিন নুকতিল মারজানিয়্যাহ (الجواهر السحابية في النكت المرجانية)।[১৬৫]

আহমাদ ইব্‌ন কাশাসিব (মৃ. ৬৪৩ হিজরী) : أحمد كشاسب

আহমাদ ইব্‌ন কাশাসিব[১৬৬] আদ্ দিযমারী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল আব্বাস।

---

১৬৪. 'উমর রিযা কাহহালা বলেন,

احمد بن عيسى بن رضوان الكنانى العسقلانى الشافعى - ويعرف بالقليونى (كمال الدين, ابوالعباس) فقيه اصولى, مشارك فى بعص العلوم -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৬৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১; আস সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারা*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০।

১৬৬. ইমাম 'সুবকী' তাঁর রচিত তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ গ্রন্থে 'কাশাসিব' (كشاسب)-এর বিশ্লেষনমূলক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

بفتح الكاف والشين معجمة مفتوحة ثم الف ساكنة ثم سين مهملة ثم باء موحدة إبن على الدِّزمارى - بكسر الدال المهملة بعدها زاى ساكنة ثم ميم ثم الف ثم راء مكسورة ثم ياء النسب - الشيخ كمال الدين الفقيه الصوفى، ابوالعباس -

দ্র. আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

রাফ'উত তামবিয়াহ 'আন মুশকিলিত তানবীহ (رفع التمويه عن مشكل التنبيه)। এটি মূলতঃ ইমাম শীরাযী রচিত শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসৃত ফিক্‌হ গ্রন্থ যা দুটি খণ্ডে বিভক্ত।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৪৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৬৭]

আহমাদ ইব্‌ন খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১ হিজরী) : أحمد بن خلكان

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদদ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর পূর্ণ নাম– আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন খাল্লিকান[১৬৮] ইব্‌ন বাওয়াল ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকিল ইব্‌নুল হুসাইন ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাক আল বারমাকী আল ইরবিলী (শামসুদ্দীন আবুল 'আব্বাস)। তিনি ইরবিল নগরীতে ৬০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬৯] 'ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি ছিলেন একজন সাহসী, দয়ালু, দূরদর্শী, প্রাঞ্জল

---

১৬৭. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০।

১৬৮. 'খাল্লিকান (خَلِّكَانْ) হচ্ছে মূলতঃ ইরবীলস্থ একটি গ্রামের নাম। পরবর্তীতে ব্যক্তির নামের সাথে সম্পর্কিত হয়ে বংশীয় উপাধিতি পরিচিতি লাভ করে। 'ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান গ্রন্থের ভূমিকায় 'ইবন খাল্লিকান' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

واشتهر بابن خلقان, وخلقان هو جده الثالت, وقد اختلفوا فى ضبط هدا الاسم : فقال الخوانسارى, خلقان بفتح الخاء وتشديد الام المكسورة, أوبضم الخاء وفتح الام المتددة أو بكسر الخاء واللام جميعا ـ وقال محمد مرتضى الزبيدى : خلقا ن بكسر فتشديد اللام المكسورة ـ واذا صح ماقاله الاسنوى من أن خلقان اسم قرية من عمل إربل ـ تكون هذه القرية قد سميت باسم جد الاسرة, ونسبت اليه عن طريق النسبة الكردية ـ

দ্র. মুকাদ্দামা, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৬৯. ইবনে খাল্লিকান নিজেই তাঁর জন্মতারিক ৬০৮ হিজরীর রবিউল আখির মাসের বৃহস্পতিবার বাদ আসর শহরস্থ মাদ্রাসা-ই মুযাফ্‌ফারিয়াতে বলে উল্লেখ করেন। যেমন 'ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান গ্রন্থের মুকাদ্দায় উক্ত বিয়টি ন্মিনরূপ উল্লেখ করা হয় :

وكتب ابن خلقان سير ته الذاتية فى كتابه, فحدد تاريخ مولده عند حديثه عن العالمة زينب بنت عبد الرحمن ابن عبد وس المعروف بالشعرى, وهو يو الخميس بعد صلاة العصر حادى عشر ربيع الاخر سنة بمدينة اربل بمبدرسة سلطانها الملك المعظم مظفر الدين كوكبورى وقد سميت تلك المدرسة بالمظفرية ـ ..... واعتمد بروكلمان على ماقله إبن خلقان فقال ولد فى الحادى عشر من ربيع الثانى عام وستمائة ثمان سبتمبر ببلدة اربك ....

দ্র. মুকাদ্দামা, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষী ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বিভিন্ন গুণে গুনান্বিত।[১৭০] তিনি প্রথমতঃ তাঁর পিতার নিকট ইরবিলস্থ মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মাওসিল শহর, 'হালব, দামিষ্ক এবং কায়রো নগরীতে শিক্ষা লাভের উদ্দেশে ভ্রমণ করেন এবং সেখানে প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

রচনাবলী

তাঁর অনবদ্য রচনা হচ্ছে :

১. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ফী আনবায়ি আবনাইযা যামান (وفيات الاعيان في أنباء ابناء الزمان) এটি মূলতঃ একটি বস্তু নিষ্ঠ ও প্রামণ্য জীবনী গ্রন্থ। ঐতিহাসিকগণের নিকট এটি একটি নির্ভরযোগ্য জীবন চরিত্র এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৮১ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৭১]

আবুল কাসিম 'আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মদ কাযভীনী আর্-রাফী (র.) ছিলেন একজন ফকীহ।

---

১৭০. তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ড. মারয়াম কাসিম তাবীল ইবন খাল্লিকান রচিত ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান গ্রন্থের ভূমিকার বলেন,

وكان إبن خلقان حسن الصورة, فصيح المنطق وكان جوادًا كريمًا ممدحًا ـ مدحه شعراء عصره بغرزى القصائد, فاجاد عليها الجوائز السنية, وكان عنده عقل راجح واحتمال على الامور, وستر عن العورات, وعلو همته, وعفو وحلم وحكايته فى ذالك مشهورة, وكان عقيق اليه أبيا ـ يروى ابن شاكر الكتبى والصفدى وابن تغرى بردى أنه كما كان ابن خلقان بطالاً بالديار المصرية على إتر عزله عن القضاء حصلت له ضائقة مادية ـ فبلغ نائب السلطنة الامير بدر الدين ـ الخازندمار بيليك بن عبد الله الظاهرى, ذالك, فامر له بنفقة هائلة بلغت الف درهم ـ ومائة اردب تمح ـ فامتنع من قبولها ـ وتلطف معه مع القاصد, فقال : تجوع الحرة ولا تاكل بثدبيها ولم يقبل ـ

দ্র. মুকাদ্দামা, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

১৭১. ইবন তাগরিবারদী, *আন নুজুমুয যাহিরাহ*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪; আস সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪; ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১৭। 'উমর রিযা কাহহালা তাঁর প্রসঙ্গে বলেন,

احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابى بكر بن خلقان بن باول بن عبد الله بن شاكل بن الحسين ابن مالك بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البر مكى الار بكى الشافعى (شمس الدين, ابو العباس) فقيه مورخ, اديب, شاعر مشارك فى غيرها من العلوم ـ

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; তাঁর রচিত গ্রন্থ (وفيات الاعيان) সম্পর্কেও নিম্নরূপ মন্তব্যটি লক্ষ্যণীয় :

وقد لا فى هذا الكتاب استحسانا من قبل المور خين والنقاد, فقال ابن شاكر الكتبى وصنف كتاب وفيات الاعيان وقد اشتهر كثيرا .... وقال الزر كلى : وهو اشهر كتب التراجم ومن احسنها ضبطا واحكامًا ـ

দ্র. মুকাদ্দামা, ওয়াফায়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে : (১) আশ্ শারহুল্ কাবীর লিল ওজীযিল্ মাওসূম বিল 'আযীয (الشرح الكبير للوجيز الموسوم بالغزين) (২) শারহুল্ ওজীযিয়্যাহ (شرح الوجيزية)। ৬২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৭২]

আবুল ফযল মাজদুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ মাহমুদ ইবন মাওদুদ আল মাওসিলী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ । তিনি ৬৮৬ হিজরাতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৩]

ইব্রাহীম আয-যানজানী (إبراهيم الزنجنى)

ইব্রাহীম ইব্‌ন 'আব্দিল ওয়াহহাব আয-যানজানী ('ইয্‌যুদ্দীন) ছিলেন একজন ফিক্‌হবিদ। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। শাফি'ঈ মাযহাবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ও তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাব প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে তিনি হিজরী ৬৫৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আরবী শব্দ তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল।

রচনাবলী

শাফি'ঈ মাযহাবের মাস'আলা সংক্রান্ত তাঁর কিছু রচনা ছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. নুকাওয়াতুল 'আযীয ফী ফুরুই'শ শাফি'ঈয়্যাহ (نقاوة العزيز فى فروع الشافيه)। এটি মূলতঃ শাহ্‌র রাফি'ঈ (شرح الرافعى)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
২. আল 'ইয্‌যী ফিত তাসরীফ (العزى فى التصريف)।[১৭৪]

ইব্রাহীম আদ্‌-দুসূকী (৬৩৩- ৬৭৬ হিজরী) : إبراهيم الدصوقى

ইব্রাহীম ইব্‌ন আবিল মায্‌দ ইব্‌ন কুরাইশ আদ্ দুসূকী আশ-শাফি'ঈ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একজন সূফী হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। হিজরী ৬৩৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৭৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৭৫]

---

১৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

১৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

১৭৪. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; আস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২; আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম আত-তাবারী (৬৩৬-৭২২ হিজরী) : أبـراهـيـم الـطـبـرى

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আবী বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আত-তাবারী আল মাক্কী আশ-শাফি'ঈ (আবূ ইসহাক) ছিলেন একজন মুফতী ও ফকীহ্। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবে অনুসরণ করতেন।

হিজরী ৬৩৬ সালে মক্কা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিজ দেশেই তিনি মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি মক্কায় সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ফাতওয়া দান করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান রাখতেন।

রচনাবলী

ইমাম তাবারী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল-জান্নাতু ফী মুখতাসিরি শারহিস সুন্নাহ লিল-বাগাভী (الجنة فى مختصر شرح السنة للبغوى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৭২২ সালের ৮ই রবি'উল আউয়াল মাসে মক্কা নগরীতেই ইন্তিকাল করেন।[১৭৬]

ইব্রাহীম আল-বারিযী (৫৮০-৬৬৯ হিজরী) : أبـراهـيـم الـبـارزى

ইব্রাহীম ইবনুল মুসলিম ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন আল-বারিযী আল হামাভী আশ শাফি'ঈ (শামসুদ্দীন) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন মুফতি। তিনি হিজরী ৫৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হ শিক্ষাদান, ফাতওয়া প্রদান এবং গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি হিজরী ৬৬৯ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৭৭]

---

১৭৫ . আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১, ৫০২; মু'জামুল মু'আল্লিফীন, এর মধ্যে তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে :

ابراهيم بن ابى المجد بن قريشى الدسوقى الشافعى , فقيه, صوفى -

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১৭৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াহ, ১৪শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩, ৯৭৪; আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১২।

১৭৭ . আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২। 'উমর রিযা কাহহালা তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

ابراهيم بن المسلم بن هبة الله بن البارزى الحموى, الشافعى (شمس الدين) قاضى حماة, درس وافتى وصنف -

দ্র. মু'জামুল মুআল্লিফীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

'ইমারাতুল ইয়ামানী (৫১৫-৫৬৯ হিজরী) : عمارة اليمنى

'ইমারাহ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যায়দান ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-হাকামী আল ইয়ামানী ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন শাফি'ঈ পন্থী ফকীহ্। তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবূ মুহাম্মদ (أبومحمد)। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, ঐতিহাসিক ও কবি। তিনি ৫১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

ইতিহাস বিষয়ে তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. তারীখুল ইয়ামান (تاريخ اليمن)

২. আল মুফীদু ফী আখবারি যাবীদ (المفيد فى أخبار زبيد)

৩. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)

ইন্তিকাল : ৫৬৯ হিজরী ২৬ শে শা'বান তাঁকে ('ইমারাতুল ইয়ামানী) মিসরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।[১৭৮]

ইয়াহইয়া আন-নববী (৬১৩-৬৭৭ হিজরী) : يحيى النووى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন শারীফ ইব্‌ন মিররী ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি মাযহাবগতভাবে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অনুসারী ছিলেন। হাসান ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জুমা'আ ইব্‌ন হিজায আন-নববী আদ্ দামিশকী আশ শাফি'ঈ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : মুহয়িদ্দীন, আবূ যাকারিয়্যা।

তিনি ৬৩১ হিজরীতে মুহাররাম মাসে নাওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিক্‌হ, হাদীস ও লুগাতে পারদর্শী ছিলেন। জন্মের পর প্রথমে তিনি কুর'আন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দামিশ্‌কে আসেন এবং সেখানে মাদরাসাতুর রাওয়াহীতে অবস্থান করেন। সেখানেই তিনি ফিক্‌হ, উসূল, মানতিক, নাহু ও উসূলুদ্দীন শিক্ষা লাভ করেন। শিহাবুদ্দীন আবূ শামাহ এর পরবর্তীতে তিনিই দারুল হাদীসে শাইখ নিযুক্ত হন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন :

১. আল আর'বাউনান নববীয়্যাতু ফিল হাদীস (الاربعون النبوية فى الحديث)

২. তাহযীবুল আসমা'ই ওয়াল লুগাহি (تهذيب الاسماء واللغة)

৩. আত্-তিবয়ানু ফি আদাবি হামালাতিল কুর'আন (التبيان فى أدب حملة القرآن)।

---

১৭৮ . উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন (معجم المؤلفين)*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮; ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৫-৪৭৭; ইব্‌ন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১২শ খন্ড, পৃ. ১৭৪-২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪. রিয়াদুস্-সালিহীন (رياض الصالحين) এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন এ গ্রন্থে হাদীস সমূহকে বিষয় ভিত্তিক সাজানো হয়েছে এবং হাদীস উল্লেখ করার পাশাপাশি আল কুরআনের আয়াতও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্তিকাল : ইমাম আন নাবাবী (র.) ৬৭৭ হিজরীর ১৪ রজব নাওয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[১৭৯]

'উমর আল সাহরাওয়ার্দী (৫৩৯-৬৩২ হিজরী) : عمر السهروردى

'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমকীয়াহ আল কুরাশী ছিলেন একজন সূফী ও ফকীহ্।তাঁর উপনাম হচ্ছে : আবূ হাফ্‌স। তিনি ৫৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ ফী বায়ানি তারীকিল কাওম (عوارف المعارف فى بيان طريق القوم)

২. 'আকীদাতু আরবাবিত তুকা (عقيدة ارباب التقى)

৩. বাগয়াতুল বায়ানু ফী তাফসীরুল কুর'আন (بغية البيان فى تفسير القرآن)

৪. মানাসিক (مناسك)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৩২ হিজরীতে মুহাররাম মাসের বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৮০]

'উসমান ইব্‌নুস সাল্লাহ (৫৭৭-৬৪৩ হিজরী) : عثمان بن الصلاح

'উসমান ইব্‌নুস সাল্লাহ ছিলেন ফকীহ্ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ও উসূলবিদ। তিনি ৫৭৭ হিজরীতে সারখানে জন্মগ্রহণ করেন। ফকীহ হিসেবে তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নীতিমালার সমর্থনে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

---

১৭৯. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২; আল আসনাবী, তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১; আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯, ৭০, ৯৬, ৯৭, ১১৫।

১৮০. ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮১; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লি-ফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; আল বাগদাদী, *হাদিয়াতুল 'আরিফীন*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৮৫-৭৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. শারহু মুসাক্কালিল ওয়াসীত লিল গাযালী ফী ফুরুঈ'ল ফিকহিশ শাফি'ঈ (شــرح مـشـكـل الـوسـيـط لـلـغـزالـى فـى فـروع الـفـقـه الـشـافـعـى)
২. আল ফাতাওয়া (الـفـتـاوى)
৩. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ (طـبـقـات الـشـافـعـيـة)

ইন্তিকাল

উসমান ইব্নুস সাল্লাহ্ ৬৪৩ হিজরীতে ২৫ই রবিউল আখার মাসে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[১৮১]

'উসমান আল কুর্দী (عـثـمـان الـكـردى)

উসমান আল কুর্দী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও উসূলবিদ।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো :

১. শারহুল মুহাজ্জাব ফী ফুরু'ঈল ফিক্‌হিশ্ শাফি'ঈ (شــرح الـمـهـذب فــى فــروع الـفـقـه الـشـافـعـى)।
২. কিতাবুল্ লাম'ই ফী উসূলিল ফিক্‌হ (كـتـاب الـلـمـع فـى أصـول الـفـقـه)

ইন্তিকাল

উসমান আল কুর্দী ৬০২ হিজরীতে যিলকাদ মাসে কায়রোস্থ এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৮২]

জা'ফর আত-তাযমানতী (মৃ. ৬৮২ হিজরী) : جـعـفـر الـتـزمـنـتـى

জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন জা'ফর আল মাখরুমী আত-তাযমানতী আশ-শাফি'ঈ (যহীর উদ্দীন) ছিলেন একজন ফকীহ্। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবরে অনুসারী ফকীহ্। 'ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস বিষয়েও বুৎপত্তি অর্জন করেন।

রচনা

তাঁর ফিক্‌হ বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

শারহুল ওয়াসীত লিল গাযালী ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ শাফি'ঈ (شــرح الـوسـيـط لـلـغـزالـى فـى فـروع الـفـقـه الـشـافـعـى)

---

১৮১. উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭; আয-যাহাবী, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৫।

১৮২. উমর রিদা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; আয যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯; আল-আসনাবী, ত্ববাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৮২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৮৩]

কাতহুল কাসরী (৫৮৮-৬৩৩ হিজরী) : فتح القصری

কাতহ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন হামাদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইউসূফ আল আমূভী ছিলেন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ্, উসুলবিদ ও হাকিম। তিনি ৫৮৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল উসূলু ইলাস সাওয়ালি ফী নাযমি সীরাতির রাসূল (স.) (الوصول إلى السؤال فى نظم سيرة الرسول)

২. নাযমুল ইশারাতু লিইবনি সীনা (نظم الاشارات لابن سينا)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৬৩ হিজরী ৪ঠা জমাদিউল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।[১৮৪]

বুকাইর আন-নাসিরী (মৃ. ৬৫২ হিজরী) : (بكير الناصرى)

বুকাইর আত-তুরকী আন-নাসিরী আশ শাফি'ঈ (নাজমুদ্দীন) ছিলেন একজন ফিক্‌হবিদ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হ চর্চা ও অনুসরণ করতেন। তাঁর উপনাম– আবূ শূজা'। তিনি একজন কালামশাস্ত্রবিদও ছিলেন। তিনি ছিলেন 'আব্দুর রহমান ইবন শুজা' (র.) এর অন্যতম ছাত্র।

রচনাবলী : ইমাম নাসিরী শাফি'ঈ মাযহাবের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া, ইমাম তাহাভীর আকীদা সংক্রান্ত গ্রন্থের উপর পর্যালোচনা ও তিনি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল মুখতাসারুল হাবী লি বায়ানিশ শাফী ফী ফুরূ'য়িল ফিক্‌হিশ শাফি'ঈ (المختصر الحاوى لبيان الشافى فى فروع الفقه الشافعى)

২. আন্ নূরুল লামি' ওয়াল বুরহানুস সাতি' (النور اللامع والبرهان الساطع)। এটি মুলত ঃ ইমাম তাহাভী (র)-এর আকীদা সংক্রান্ত কিতাবের ব্যাখ্যা বিশেষ।[১৮৫]

---

১৮৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২; আল আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০৮।

১৮৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; আল-আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫; আস সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারা (حسن المحاضرة)*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১৮৫ . 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮। তাঁর সম্পর্কে 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন,

بكير نجم الدين التركى الناصرى مولى الامام الناصر كان فقيها عارفا بصيرًا فى الفقه -

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৫২ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

নসর আল ইরবিলি (মৃ. ৬১৯ হিজরী) : نصر الإربلي

নসর ইব্‌ন খাদর ইব্‌ন নসর আল-ইরবিলি আশ্‌-শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তাঁর উপনাম : আবুল 'আব্বাস। তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তাফসীর শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

রচনা : তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

খুতবাতুল ওয়া'ঈদ خطبه الوعيد।

ইন্তিকাল : নসর আল ইরবিলি ৬১৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৮৬]

মুহাল্লা ইব্‌ন জুমাই' (মৃ. ৫৫০ হিজরী) : محلى بن جميع

মুহাল্লা ইব্‌ন জুমাই' আল-কুরাশী আল-মাখযূমী আশ্‌ শাফি'ঈ একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের দৃষ্টিভংগীতে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল 'উমদাতু ফী আদাবিল কাদা (العمدة فى أداب القضاء)

২. ইকতিদা'উ বা'দিল মুখাল্লিফীনা বিবা'দ (إقتداء بعض المخلفين ببعض)

ইন্তিকাল : ৫৫০ হিজরীর যিল কা'দাহ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৮৭]

মুহাম্মদ আল কীযানী (মৃ. ৫৬২ হিজরী) : محمد الكيزاني

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন সাবীত ইব্‌ন ফারায আল-আনসারী ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতাবলম্বী একজন ফকীহ্, উসূলবিদ ও কবি।

রচনা : তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে :

১. দিওয়ানুশ শি'র কাবীর (ديوان الشعر كبير)

ইন্তিকাল : তিনি ৫৬২ হিজরীতে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১৮৮]

দ্র. আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৮৬. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; আল ইয়াফি'ঈ, মার'আতুল জিনান, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫, ৪৬; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৫।

১৮৭. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; আয্ যাহাবী, *তাযকিয়াতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ)*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৫; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আল জারবাযকানী (মৃ. ৫৪৯ হিজরী) : محمد الجربذقاني

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আল হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন দাদা আল-জারবাযকানী ছিলেন একজন ফকীহ্, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক ও লেখক। তিনি ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ইমাম।

রচনা

ফারায়েযসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গ্রন্থাবলী রয়েছে।

ইন্তিকাল : তিনি ৫৪৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৮৯]

মুহাম্মদ বাত্তাল (মৃ. ৬৩৩ হিজরী) : محمد بطّال

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন বাত্তাল আল-রাকাবী আল ইয়ামানী ছিলেন একাধারে ফকীহ্, কবি, মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন।

রচনাবলী

তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের সমর্থনে ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থসহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল মুসতা'যাবু ফী শারহি গারীবুল মুহাযযাব ফী ফুরূঈ'ল ফিকহিশ শাফি'ঈ (المستعذب في شرح غريب المهذب في فروع الفقه الشافعي)

২. আরবা'উনা হাদীসান ফী ইযকারিল মাসাই' ওয়াস সাবাহ (أربعون حديثا في اذكار المساء والصباح)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯০]

মুহাম্মদ আল-জা'ফরী (মৃ. ৬৩৩ হিজরী) : محمد الجعفري

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হামযাহ আল-বাগদাদী ছিলেন একাধারে ফকীহ, বক্তা ও মুফাস্‌সির। তিনি ফিক্‌হে শাফি'ঈ চর্চা করতেন।

রচনাবলী

তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

---

১৮৮ .ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

১৮৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬; ইয়াকুত, *মু'জামুল উদাবা (معجم الأدباء)*, ১৭ শ খন্ড, পৃ. ১২০, ১২১; আস সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল 'উআত*,প্রাগুক্ত. পৃ. -৪।

১৯০ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; আস্ সুয়ূতী, *বুগাইয়াতুল উ'আত*, পৃ. ১৮; হাজী খালীফা, *কাশফুয-যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২, ৫৩ ও ১৯১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. তাফসীরুল কুরআন (تفسير القرآن)

২. আমালুন ফিল হাদীস (أمال فى الحديث)

৩. জাওয়াবুল মাসআ'লাতিল ওয়ারিদাহ মিন সাইদিন (جواب المسألة الواردة من صيد)

৪. জওয়াবু মাসালাতু আহলিল মূসিল (جواب مسالة أهل الموصل)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৬৩ হিজরীতে ১৩ই রামাদান ইন্তিকাল করেন।[১৯১]

মুহাম্মদ আল-আসিরী (৬১৮-৬৮০ হিজরী) :محمد العاسرى

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাজীন ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন মূসা আল-আসিরী ছিলেন একজন ফকীহ্ ও মুফাস্‌সির। তিনি ৬১৮ হিজরীতে হামাত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে–

১. তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القرآن)

২. আল ফাতাওয়া (الفتاوى)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৮০ হিজরীতে মিসরে ইন্তিকাল করেন।[১৯২]

মানসূর ইবনুল ইমাদিয়্যাহ (৬০৭-৬৭৩ হিজরী) : منصور بن العمادية

মানসূর ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ফুতুহ ইব্‌ন ইয়াখলিফ ইব্‌ন 'উমর আল হামাদানী আল ইসকানদারী আশ্ শাফি'ঈ ছিলেন শাফি'ঈ পন্থী ফকীহ। ইবনুল 'ইমাদিয়্যাহ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর উপনাম ওয়াজিহুদ্দীন, আবুল মুযাফফার।

তিনি হিজরী ৬০৭ সালের ৮ সফর ইসকানদার নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, হাদীস বিশারদ, হাফিয, ইতিহাসবেত্তা ও পর্যটক। তিনি শাম ও ইরাকে সফর করেন।

রচনা

ফিক্‌হ ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন গ্রন্থাবলী তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে :

---

১৯১ . উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; আন-নাজুসী, কিতাবুর রিজাল, পৃ. ২৮৮, ২৮৯; আল বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

১৯২ . উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. আদ্‌ দুররাতুস্‌ সানিয়্যাতু ফি তারিখিল ইস্কান্দারিয়্যাহ (الدُّرَّة الثانيَّة في تريخ الإسكندرية)। এটি তিন খন্ড

২. আল মুসতাজাদু মিন ফাওয়াইদি বাগদাদ (المستجد من فوائد بغداد)

৩. মু'জামু শুয়ূখিহি (مُعجم شيوخه)

৪. আল আরবা'উনাল বুলদানিয়্যাহ ফিল হাদীস (الأربعون البلدانية في الحديث)

ইন্তিকাল

ইবনুল 'ইমাদিয়্যাহ হিজরী ৬৭৩ সালের ২১ শে শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।[১৯৩]

মুহাম্মদ আল খিলাতী (৫৯৫-৬৭৫ হিজরী) : محمد الخلاطي

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আল-হুসাইন ইব্‌ন হামযাহ্‌ আল-খিলাতী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম। তাঁর উপনাম– আবুল ফযল। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ৫৯৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্‌হ চর্চা ও শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি হাদীস শাস্ত্রেও বিশেষ অবদান রাখেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুত তানবীহ লিশ্‌ শীরাযী (شرح التنبيه للشيرازى)

ইন্তিকাল

৬৭৫ হিজরীর রমযান মাসে কায়রোতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৯৪]

মুযাফফার উদ্দীন আহমাদ ইবন 'আলী ইবন সুলাব আল বাগদাদী (র.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৬৯৪ হিজরতে ইন্তিকাল করেন।[১৯৫]

মুহাম্মদ ইবন আবুল ফযল আন-নাসফী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৬৮৬ হিজরতে ইন্তি কাল করেন।[১৯৬]

---

১৯৩. আস সাফাদী, আল ওয়াফী, ২৬ শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩; ইব্‌ন 'আবদুল হাদী, কিতাবুন ফি তারাজিমির রিজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; আস-সুবকী , তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭; আস্‌-সুয়ূতী (السيوطى), হুসনুল মুহাদারাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪ ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয্‌ যাহাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।

১৯৪. আস্‌ সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারা*, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৫; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, পৃ. ১৩৫৮; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮;

৩৭. ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, ১৩২।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারফ আন-নববী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৬৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত সূফী ও দরবেশ ছিলেন। শাফি'ঈ ফকীহ্‌দের মধ্যে তিনি আসহাবে তারজীহ-এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

রচনাবলী

তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে : (১) আর্ রাওযাহ (الروضة) (২) আল্ মিনহায (المنهاج)। তিনি ৬৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯৭]

যহীরুদ্দীন আত্-তাযমুনতি (মৃ. ৬৮২ হিজরী) : ظهير الدين التزمنتي

যহীরুদ্দীন আত-তাযমুনতি ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি ছিলেন মিসরের অধিবাসী।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

শারহুশ শিকলিল ওয়াসীত ফী ফুরুঈ'ল ফিক্‌হিশ শাফি'ঈ (شرح الشكل الوسيط فى فروع الفقه الشافعى)।

ইন্তিকাল

যহীরুদ্দীন আত্ তাযমুনতি ৬৮২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৯৮]

রিদাউদ্দীন আল-জীলি (মৃ. ৬৩১ হিজরী) : رضاء الدين الجيلى

রিদাউদ্দীন ইব্‌ন আল মুযাফফার ইব্‌ন গানাইস আল জীলী (আবূ সুলাইমান) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি বাগদাদে মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

কিতাবুন ফী ফুরু'ইল ফিকহিশ-শাফি'ঈ ফিন নাহবি (كتاب فى فروع الفقه الشافعى فى النحو)। এটি ১৫ খণ্ডে বিভক্ত।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৩১ সালের ৩রা রবিউল আউয়াল বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১৯৯]

---

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

১৯৮. মু'জামুল মু'আল্লিফীন ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৯৯. উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; ইব্‌ন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১২ শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

যাহিদী আবুর-রিযা মুখতার ইবন মাহমুদ আল গাযনাবী (র.) ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৬৭৩ হিজারতে ইন্তিকাল করেন।[২০০]

সুলাইমান আল জীলী (মৃ. ৬৩১ হিজরী) : سليمان الجيلي

সুলাইমান ইব্‌ন মুযাফ্‌ফার ইব্‌ন গানাম আল-জীলী শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর উপনাম– আবূ দাউদ। তিনি

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল ইকমাল (الاكمال)। এটি ১৫ খণ্ডে রচিত।

২. হাওয়াইশু 'আলাত তানবীহি লিশ শিরাযী (حوايش على التنبيه للشيرازي)

ইন্তিকাল

ইমাম সুলাইমান আল জীলী ৬৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০১]

সানজার জাওলী (৬৫৩-৭৪৫ হিজরী) : سنجر الجاولي

সানজার ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল-জাওলী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তাঁর উপনাম– আবূ সাঈদ তিনি ৬৫৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে :

১. তারতীবু ওয়া শারহু মুসনাদিশ শাফি'ঈ (ترتيب وشرح مسند الشافعي)। এটি একাধিক গ্রন্থে রচিত।

২. তারতীবু কিতাবিল উম্মি লিশ-শাফি'ঈ (ترتيب كتاب الأم للشافعي)।

ইন্তিকাল

সানজার ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল-জাওলী ৭৪৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০২]

সা'দুদ্দীন ইব্‌ন 'আরাবী (৬১৮-৬৫৬ হিজরী) : سعد الدين بن عربي

সা'দুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ (মুহ্‌য়িদ্দীন) ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ইব্‌ন 'আরাবী নামে পরিচিত। তিনি ফিক্‌হ

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

২০১ . আয্ যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ.২১৩; হাজী খালীফা, *কাশ্‌ফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

২০২ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআলিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২, ১৪৩; হাজী খালীফা, *কাশ্‌ফুয-যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াও সাহিত্য ও কবিতা চর্চা করতেন। তিনি হিজরী ৬১৮ সালের রমযান মাসে মুলতিয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী : তাঁর একাধিক গ্রন্থ ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. দিওয়ানুশ শি'র (ديوان الشعر)

ইন্তিকাল

৬৫৬ সালের জমাদি'উল আখির মাসে দামিস্কে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২০৩]

সাল্লার আল-ইরবিলী (মৃ. ৬৭০ হিজরী) : سلارُ الإربلي

সাল্লার ইবনুল হাসান ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন সা'ঈদ আল-ইরবিলী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবরে অন্যতম ফকীহ্। তিনি দামেস্কে ফাতওয়া প্রদান করতেন।

রচনা :তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

মুখতাসারুল বাহর লিররু'ইয়ানী (مختصر البحر للرؤياني)। এটি একাধিক খন্ডে বিভক্ত।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৬৭০ সালে ইন্তিকাল করেন।[২০৪]

হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৬৬৪ হিজরী) : حسين بن محمد

হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালমান (সাইফুদ্দীন) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর পাশাপাশি তিনি ইতিহাস চর্চাও করতেন। জীবনে তিনি ৪ বার হিজায অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তিনি ফিক্‌হ বিষয়ে শিক্ষাদান এবং গ্রন্থ রচনা করেন।

রচনা : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

তারীখু মাশাইখি ফারিস (تاريخ مشائخ فارس)

ইন্তিকাল : হিজরী ৬৬৪ সালে ইন্তিকাল করেন।[২০৫]

হামযাহ আল হামাভী (মৃ. ৬৭০ হিজরী) : حمزه الحموى

হামযাহ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন সা'ঈদ আত তানবিখী আ'ল হামাবী (মুফিয উদ্দীন, আবুল 'আলা) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

---

২০৩ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

২০৪ . ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযাতুয যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

২০৫ . 'উমর রিযা কাহ্‌হালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; আশ-শীরাযী, *শাদ্দুল ইযার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. আল মুবহিত (المبهت)। এটি শীরাযী (র)-এর রচিত 'শারহুত তানবীহ' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশেষ।

২. মুনতাহাল গাইয়াত (منتهى الغايات)। উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থ মূলতঃ শাফি'ঈ মাযহাবের মাস'আলা সংক্রান্ত গ্রন্থ।

৩. তাবাকাতুন নুহাত (طبقات النحاة)

৪. রিয়াদাতুল মুতা'আল্লিম (رياضة المتعلم)

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৬৭০ সালে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন।[২০৬]

২০৬ . হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০; উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; আল আসনাবী, *তাবাকাতুশ শাফিঈ'য়্যাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ্গণ

(হিজরী সপ্তম শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ্‌গণ

'আলী আল-বুখারী (৫৯৬-৬৯০ হিজরী) : علی البخاری

'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহিদ আল মাকদাসী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন ইমাম ও ফকীহ্। তিনি ইব্‌নুল বুখারী (ابن البخاری) নামে পরিচিত। ৫৯৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে : ইসনাল মাকাসিদ ওয়া আ'যাবুল মাওআরিদি ফী তারাজিমি শুয়ূখিহী (إسنی المقاصد واغذاب الموارد فی تراجم شیوخه)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২০৭]

'আলী আল-বাগদাদী (৫৮২-৬৭২ হিজরী) : علی البغدادی

'আলী ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন 'আব্দুল কাদীর ইব্‌ন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-বাগদাদী ছিলেন একজন ফকীহ্ ও সূফী। তিনি ৫৮২ হিজরীতে যিল হজ্জ মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : বালাগাতুল মুসতাফীদি ফীল কিরা'আতিল 'আশার (بلغة المستفيد فی القراءات العشر)

ইন্তিকাল

তিনি ৬৭২ হিজরীর ৩রা জমাদিউল 'উলা ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২০৮]

'আলী আল আমিদী (৫৫১-৬৩১ হিজরী) : علی الأمدی

'আলী ইব্‌ন উবাই 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম আত্ তাগলাবী আল আমিদী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্, উসূলবিদ ও হাকিম। তিনি ৫৫১ হিজরীতে আমিদে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি 'ইলমুল কালাম ও উসূল বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. গায়াতুল মারাম ফী 'ইলমিল কালাম (غایة المرام فی علم الكلام)
২. আবকারুল আফকারি ফী উসূলিদ দ্বীন (ابكار الأفكار فی أصول الدین)

---

২০৭ . আল-বাগদাদী, *হাদিয়াতুল 'আরিফীন*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭১৪; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২০৮ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭; ইব্‌ন রজব, *তাবাক্বাতুল হানাবিলা*, প্রাগুক্ত, ৩১৬; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব*, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

তিনি ৬৩১ হিজরীর ৩রা সফর মাসে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[২০৯]

'আব্দুল লাতীফ আল-হাররানী (৫৮৭-৬৭২ হিজরী) : عبد اللطيف الحرانى

'আব্দুল লাতীফ ইব্‌ন 'আবদুল মুন'য়িম ইব্‌ন 'আলী আল-হাররানী আল-হাম্বলী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ইমাম। তাঁর উপনাম ছিল– আবুল কারাজ। তিনি ছিলেন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। ৫৮৭ হিজরীতে হাররান শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলী হচ্ছে :

১. আস্ সাবা'ইয়াত ওয়াস্ সামানিয়াত ফিল হাদীস (السبعيات الثمانيات فى الحديث)।
২. আল মু'জাম ফী আস্‌মায়িস শুয়ূখ (ألمعجم فى أسمائ الشيوخ)।

ইন্তিকাল

'আব্দুল লাতীফ আল হাররানী ৬৭২ হিজরীতে কায়রোর 'ক্বিলয়াতুল জাবাল' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[২১০]

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কুদামা (৫৪১-৬২০ হিজরী) : عبد الله بن قدامة

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মাদ কুদামা আল-মাক্‌দাসী আল-জামায়লী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম, ফকীহ ও মুজতাহিদ। ৫৪১ হিজরীতে শা'বান মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি উলূমুল কুর'আন, 'ইলমুল ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. আল-বুরহান ফী 'উলূমিল-কুরআন (البرهان فى علوم القرآن)
২. আর রাওদা ফিল-উসূল (الروضة فى الأصول)

---

২০৯. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫; আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২।

২১০. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; হাজী খলীফা, কাশ্‌ফুয যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩, ৯৭৫; আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৬; আয্ যারাকলী, আ'লাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২ ও ১৮৩। তিনি 'উলূমুল-কুর'আন, 'ইলমুল ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কিতাবুত্ তাওয়াবীন (كتاب التوابين)

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কুদামা ৬২০ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের দিন দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[২১১]

'আব্দুল্লাহ্ আল 'উক্‌বারী (৫৩৮-৬১৬ হিজরী) : عبد الله العكبرى

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আল হুসাইন ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ব্যাকরণবিদ। ৫৩৮ হিজরীতে মতান্তরে ৫৩৯ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।[২১২]

তিনি 'আলী ইব্‌ন আবিল হাসান আল বাত্তাইহয়ী (র.)-এর নিকট কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন ইমাম আবুল হাসান ইবনুল বাত্তী (র.), আবু যুর'আ আল মাকদিসী (র.), ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন নাকুর (র.) এবং ইমাম ইব্‌ন হুবাইরা আল ওয়াযীর (র.) প্রমূখ 'আলিমগণের নিকট থেকে। ফিক্‌হী জ্ঞান অর্জন করেন কাযী আবূ ই'য়ালা আস সাগীর (র.) এবং আবূ হাকীম আন নাহ্ওয়ারী (র.) প্রমূখ 'আলিমগণের নিকট থেকে।

ইলমুননাহু এর জ্ঞান লাভ করেন আবূ মুহাম্মদ ইবনুল খাসসাব এবং আবুল বারাকাত ইব্‌ন নাজাহ (র.) থেকে। আর ভাষা জ্ঞান লাভ করেন ইমাম ইবনুল কাসসাব (র.) থেকে।[২১৩]

রচনাবলী

ফিক্‌হ, হাদীস, ই'রাবুল কুরআ, লুগাত-নাহ্সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেনতন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে :

১. আত্ তাখলীস্ ফিল ফারাইয (التخليص فى الفرائض)।

২. আল ইস্‌তী'আব ফিল হিসাব (الإستيعاب فى الحساب)।

---

২১১. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; ইবনু রাজাব আয্‌যাহবী। ত্বাবাকাতুল হানাবিলা, ১ম খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪, ২৮৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৬০।

২১২. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন রাজাব আল বাগদাদী বলেন,

عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبرى, ثم البغدادى الأزجى المقرى, الفقية المفسر الفرضى, اللغوى, النحوى, الضرير, محب الدين, ابو البقاء بن ابى عبد الله ابن ابى البقاء ـ ولد ببغداد سنة ثمان وثلاثين وخمسائة ـ

দ্র. আহমাদ ইবন রাজাব আল বাগদাদী, আয যাইলু আল তাবাকাতিল হানাবিলা (الذيل على طبقات الحنابلة) ২য় খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ– ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৮৬।

২১৩. আহমাদ ইবন রাজাব আল বাগদাদী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬। আবুল ফারাজ ইবনুল হাম্বলী নাসিমুদ্দীন (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كان (ابو البقاء) امامًا فى علوم القران, اماما فى الفقه, اماما فى اللغة, امامًا فى النحو, اماما فى العروض, إماما فى الفرائض, اماما فى الحساب, اماما فى معرفة المذهب, اماما فى ألمسائل النظريات, وله فى هذه الا نواع من العلم مصنفات مشهورة ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শারহুল মাকামাত আল হারিরীয়াহ (شرح المقامات الحريرية)।

৪. তাফসীরুল কুর'আন (تفسير القران)

৫. আল বয়ান ফী ই'রাবিল কুর'আন (البيان فى العراب القران)

৬. আত-তালীক (التعليق)

৭. মাযাহিবুল ফুকাহা (مذهاب الفقهاء)

৮. শারহু লুগাতিল ফিক্হ (شرح لغة الفقه)

৯. ই'রাবুশ শাওয়ায (اعراب الشواذ)

১০. মুতাশাবিহুল কুর'আন (متشابه القران)

১১. আন নাহিদ (الناهد)

১২. শারহুল লাম'ই (شاح اللمع)

১৩. শারহুল হিদায়াতি লি আবিল খাত্তাব ফিল ফিক্হ (شرح الهداية لا بى الخطاب فى الفقه)

১৪. শারহুল ঈদাহ (شرح الايضاح)

১৫. মাসাইলুন মুনফারিদা (مسائل مقردة) ইত্যাদি।[২১৪]

ইন্তিকাল

'আব্দুল্লাহ্ আল 'উক্বারী ৬১৬ হিজরীর ৮ই রবিউল আখার বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২১৫]

'আবদুল মুন'য়িম আল-হাররানী (মৃ. ৬০১ হিজরী) : عبد المنعم الحرانى

'আবদুল মুন'য়িম ইব্ন আলী ইব্ন নসর ইব্ন মানসূর ইব্ন হিবাতুল আস নুমাইরী আল হাররানী হাম্বলীমতাবলম্বী ইমাম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ্, বক্তা ও কবি। তিনি প্রথমতঃ তাঁর জন্মভূমি হাররান থেকে বাগদাদ সফর করেন। সেখানে তিনি আবুল ফাতাহ ইব্ন শাতিল (র.) এবং আবুস সা'দাত আল কায়যাব (র.) প্রমূখ 'আলিমগণের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মাযহাব ও মাস'আলা-সমাইল সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করে ইমাম আবুল ফাতাহ

---

২১৪. দ্র. আহমদ ইব্ন রাজ, আয যাইলু 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

২১৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮, ১৩৯; আস্ সাফাদী , আল ওয়াফী, ১৫শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫; আহমাদ ইব্ন রাজাব আল বাগাদাদী, আয যাইলু 'আলা তাবাকাতিল হানাযলা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬-৯৪। কেউ কেউ তার জন্ম ৫৩৯ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র. আহমদ ইবন রাজাব, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল মুনি (র.) থেকে। বাগদাদে তিনি ফিক্‌হী বিষয়ে শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা, ফিকহী মুনাযরা, ফিকহী মজলিশ প্রর্বতন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদন করেন।[২১৬]

রচনাবলী

তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও রচনাবলী রয়েছে।

ইন্তিকাল

'আব্দুল মুন'য়িম আল-হাররানী ৬০১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[২১৭]

আবূ বকর আস-সালিহী (৬৫৩-৭২৮ হিজরী) : أبـو بـكر الـصـالـحـى

আবূ বকর ইব্‌ন শারফ ইব্‌ন মুহসিন ইব্‌ন মা'আন ইব্‌ন 'আম্মার আস-সালিহী আল হাম্বলী (তাকীউদ্দীন) ছিলেন একজন ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তিনি হাম্বলী মাযহাব চর্চা, অনুসরণ ও প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন। হিজরী ৬৫৩ সালে জন্মগ্রহণ তিনি করেন।

রচনাবলী

উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

ইন্তিকাল

হিজরী ৭২৮ সালের ২২ শে সফর তিনি ইন্তিকাল করেন।[২১৮]

আল হুসাইন আয-যাবীদী (৫৪৬-৬৩১ হিজরী) : الـحـسـيـن الـزبـيـدى

আল হুসাইন ইবনুল মুবারক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন 'ইমরান আর রাবঈ' আয যাবীদী আল-বাগদাদী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তাঁর উপনাম হচ্ছে 'আবূ 'আব্দুল্লাহ্। হিজরী ৫৪৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'ফিক্‌হ' ছাড়াও তিনি হাদীস, সাহিত্য, অভিধান, কিরা'আতসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। বাগদাদ, দামিস্ক ও, তাসিবসহ বিভিন্ন শহরে তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ বিষয় চর্চা, শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দান করেন।

---

২১৬. দ্র. আহমাদ ইবন রাজাব, আয যাইলু 'আলা তাবাকতিল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭। 'আল্লামা ইবন নাজ্জার (র.) তাঁর সম্পর্কে বলে,

كان مليح الكلام فى الوعظ رشيق الالفاظ حلو العبارة, كتبنا عنه شيئا يسيرا, وكان ثقة صدوقا, محريا حبس الطريق, متدينا متورعًا نزها عفيفا, غزير النفس مع فقر شديد ـ وله مصنفات حسنة وشعر جيد, وكلام فى الوعظ بديع, وكان حسن الاخلاق, لطيف الطبع متواضعا, جميل التحية ـ

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

২১৭. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪; ইবন রাজাব, যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩; ইবনুল' ইমাদ, শাযারাতুয্ যাহাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, ৪।

২১৮. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; ইব্‌ন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৪ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; ইব্‌ন হাজার, আদ্ দুরারুল কামিনাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আল বালগাতু ফিল ফিক্‌হ (البلغة فى الفقه)

২. মানদূমাতুন ফিল লুগাতি ওয়াল কিরা'আত (منظومات فى اللغة والقراءات)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৩১ সালের সফর মাসে বাগদাদ নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[২১৯]

আহমাদ আল হার্‌রানী (৬৩১-৬৯৫ হিজরী) : أحمد الحرانى

আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন শাবীব ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন গিয়াস আল হাররানী আল হুসাইরী আল হাম্বলী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৬৩১ সালে হাররান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ইমাম। তিনি একাধারে ফকীহ্, উসূলবিদ এবং সাহিত্যিক ছিলেন। কায়রোতে বিচারক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

হাম্বলী মাযহাবের সমর্থনে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ সংক্রান্ত তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আর রি'আয়াতুস সুগরা ওয়ার রি'আয়াতুল কুবরা ফী ফুরু'ইল ফিক্‌হিল হাম্বলী (الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى فى فروع الفقه الحنبلى)

২. সিফাতুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী (صفة المفتى والمستفتى)

৩. আল জামি'উল মুত্তাসিল ফী মাযহাবি আহমাদ (الجامع المتصل فى مذهب احمد)

৪. মুকাদ্দিমাতুন ফী উসূলিদ্দীন (مقدمة فى أصول الدين)

৫. আল ইজাযু ফিল ফিকহিল হাম্বলী (الايجاز فى الفقه الحنبلى)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬৯৫ সালের ২রা সফর কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।[২২০]

---

২১৯ .; ইব্‌ন রাজাব, যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

২২০ . মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, আল ফিকরুস সামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬২; আয যাহবী, তারীখুল ইসলাম, শেষ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতু যাহাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭, ৯০৮; 'উমর রিযা কাহহালা বলেন,

احمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب ابن حمدان بن محمود بن شبيب بن غياث الحرانى النميوى الحنبلى، نزيل القاهرة (م الدين، ابو عبد الله) فقيه عارف بالاصولين والخلاف والادب ـ

দ্র. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আল ওয়াসিতী (৬৫৭-৭১১ হিজরী) : أحمد الواسطي

আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইবন মাস'উদ ইব্ন 'উমর আল ওয়াসিতী আল বাগদাদী আল হাম্বলী আদ দিমাস্কী ('ইমাদুদ্দীন) ছিলেন একজন ফকীহ। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ৬৫৭ সালের ২১ মতান্তরে ২২ শে যিল হাজ্জ পূর্ব ওয়াসিত শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সূফী। তৎকালীন ফকীহগণের নিকট তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

রচনাবলী

ইমাম আল ওয়াসিতী ছিলেন একজন বুৎপত্তিসম্পন্ন 'আলিম ও ফকীহ্। ফিক্হ শিক্ষাদান ও ফাতওয়া দানের পাশাপাশি তিনি ফিক্হ বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহু মানাযিলিস সায়িরীন লিল হারাবী (شرح منازل السائرين للهروى)। শেষাবধি এটি তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।

২. আল বালগাতু ওয়াল ইকতিনা'উ ফী হাল্লি শুবহাতি মাস'আলাতিস সিমা' ফিল ফিক্হ (البلغة والإقتناع فى حل سبحت مسألة السماع فى الفقه)

৩. মিফতাহু তারীকিল মুহিব্বীন (مفتاح طريق المحبين)

৪. বাবুল ইন্স বিরাব্বিল 'আলামীন (باب الإنس برب العالمين)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৭১১ সালের ২৩ শে রবিউল আউয়াল মাসে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[২২১]

আহামদ আল মাকদিসী (৬২৮-৬৯৭ হিজরী): أحمد المقدسى

আহমাদ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দুল মুন'য়িম ইব্ন নি'মাত ইব্ন সুলতান ইব্ন সুরুর আল মাকদিসী আন নাবিলসী (শিহাবুদ্দীন) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৬২৮ সালের ১৩ শা'বান নাবিলস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

রচনা

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

আল-বাদরুল মুনীর ফী 'ইলমিত তা'বীর (البدر المنير فى علم التعبير)

---

২২১. ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫; ইব্‌ন তূলূন, আল কালাইদুল জাওহারিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; আল বাগদাদী ঃ ঈদাহুল মাকনূন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫, ৫২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৯৭ সালে ১৯ জিলকাদ দামিস্কে ইন্তিকাল করেন।[২২২]

আহমাদ আল বাগদাদী (৫৭৩-৬৩৮ হিজরী) : أحمد البغدادى

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইবনুল হাসান ইব্‌ন তানহা ইব্‌ন হাসসান আল বাসরী আল বাগদাদী আল মিসরী ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি হিজরী ৫৭৩ সাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম হচ্ছে আবূ বকর ও আবূ 'আব্দুল্লাহ্।

রচনাবলী

হাদীস বিষয়ে তাঁর একাধিক সংকলন রয়েছে।

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৩৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২২৩]

আহমাদ ইব্‌ন জাবারাহ (৬৪৭-৭২৮ হিজরী) : أحمد بن جبارة

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়ালী ইব্‌ন জাবারাহ আল মারদাবী আল মাকদাসী আস সালিহী (শিহাবুদ্দীন, আবুল 'আব্বাস) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্। তিনি হিজরী ৬৪৭ সালে (মতান্তরে ৬৪৮) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি মিসরে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে দামিস্ক ও হালবেও অবস্থান করেন। সর্বশেষ তিনি মাকদাসে জীবন কাটান। 'ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি উসূল, নাহু, কিরা'আত ও তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।[২২৪]

রচনাবলী

তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. শারহ্ লিআ'লফিয়াতি ইব্‌ন মু'তী (شرح لالفية بن معطى)
২. ফাতহুল কাদীর ফিত তাফসীর (فتح القدير فى التفسير)

---

২২২. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

২২৩. 'উমর রিযা কাহহালা (عمررضاء كحالة), *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

২২৪. 'উমর রিযা কাহ্‌হালা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

احمد بن محمد بن عبد الولى بن جبارة المرداوى، المقدسى، الصالحى، الحنبلى (شهاب الدين، ابو العباس) فقيه، اصولى، نحوى، مقر مفسر -

দ্র. 'উমর রিযা কাহ্‌হালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শারহুর রা'ইয়াহ ওয়ান নূনিয়াহ লি সাখাভী ফিত তাজবীদ (شرح الرائية ونونية للسخاوى فى التجويد)

৪. শারহ্‌ 'আকীলাহ আতরাবিল কাসাইদ ফী আসনাল মাকাসিদ লিশ শাতী (شرح عقيلة أتراب القصائد فى اسنى المقاصد للشاطى)

ইন্তিকাল

হিজরী ৭২৮ সালের ৪ঠা রজব মাকদাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২২৫]

আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮ হিজরী) : أحمد بن تيمية

আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দুল হালীম ইব্‌ন 'আব্দুস সালাম ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইবনুল খিদ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল খদ্‌র ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ[২২৬] আল হাররানী আদিমিসকী (তাকী উদ্দীন, আবুল 'আব্বাস) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌ এবং মুজতাহিদ।[২২৭] তিনি হিজরী ৬৬১ সালর ১০ই রবিউল আউআল মাসে 'হাররান' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাতারীদের আক্রমণের শিকার হয়ে তিনি ৭ বছর বয়সে তাঁর পিতা ও পরিবারসহ বাল্যাবস্থায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে দামিস্ক শহরে স্থানান্তরিত হন। ইলমুল ফিক্‌হ ছাড়াও তিনি হাদীস,তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২২৮]

---

২২৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬; ইব্‌ন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (البداية والنهاية)*, ১৪শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২; ইবনুল ইমাদ (ابن العماد), *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯,৬৪৮।

২২৬. তাঁর পিতামহ 'আব্দুস সালাম ও ইব্‌ন তাইমিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। তাইমিয়া (تيمية) ছিল তাঁর পিতামহ-এর নাম, আবার কেউ বলেছেন, এটি ছিল তাঁর পিতামহের মায়ের নাম। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষণীয় :

وقد إشتهر بابن تيمية جده عبد السلام ايضا وهو صاحب منتقى الاخبار ولد سنة تسعين وخمسأته تقريبا وتوفى بحران يوم الفطر سنة اثنين وخمسين وسمائة ـ وانما قيل لجده تيمية لانه حج على درب تيماء فرأى هنا طفلة فلما رجع وجد امرأته ولدت له بنتها فقال ياتيمية ياتيمية فلقب بذالك ـ وقيل ان ام جده كانت تيمية وكانت واعظة ـ

দ্র. ইবন 'আবিদীন, শরহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

২২৭. তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষণীয় :

الشيخ العلامة الحافظ الناقد المفسر المجتهد البارع شيخ الاسلام علم الزهاد ونادرة العصر ابو العباس احمد بن المفتى شهاب الدين عبد الحليم ابن الامام المجتهد شيخ الاسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن ابى القاسم الحرانى احد الا علام ولد فى ربيع الاول سنة احدى وستين وستمائة وتوفى فى العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمأته ودفن الى جنب اخيه الامام شرف الدين المقابر الصوفيه بد مشق ـ

দ্র. ইব্‌ন 'আ'বিদীন, শারহু 'উকূদি রাসমিল মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

২২৮. 'উমর রিযা কাহ্‌হালা তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রানকেন্দ্র দামেস্কের প্রখ্যাত 'আলিমগণের নিকট তিনি বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। 'ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। তাঁর নিকট অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হচ্ছেন– 'আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (র.) 'আল্লামা যাহাবী (র.), প্রখ্যাত তাফসীরকার 'আল্লামা হাফিয ইবন কাসির (র.), হাফিয ইব্ন কুদামা, 'আল্লা শরুফুদ্দীন (র.), কাযী নারফুদ্দীন (র.) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ তৎকালিন শাসক কর্তৃক বহু নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি কায়রোস্থ ইস্কান্দারিয়া এবং দামেস্কে একাধিকবার কারাবরণ করেন। কারাগারে বসেও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

রচনাবলী

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. মাজমূ'আতু ফাতাবীহ (مجموعة فتاويه)। এটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত।

২. আস সিআসাতুশ শার'ঈয়্যাতু ফী ইসলাহির রা'ঈ ওয়ার রা'ইয়্যাহ (السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية) এ গ্রন্থ তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী রাজনীতির স্বরূপ এবং ইসলামী দণ্ড বিধি ও অপরাপর শার'ঈ বিধানসমূহ আলোচনা করেন। এটি একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়।

৩. বয়ানুল জাওআবিস সহীহ লিমান বাদালা দ্বীনাল মাসীহ (بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)

৪. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাববিয়্যাহ ফী নাকদি কালামিশ শী'আহ ওয়াল কাদারিয়্যাহ (منهاج السنة النبية فى نقض كلم الشيعة والقدرية) এ গ্রন্থে তিনি শী'আ ও কাদিরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করেন।

৫. কাওআ'ইদুত তাফসীর (قواعد التفسير)

ইন্তিকাল : হিজরী ৭২৮ সালের ২০ শে যিলকাদ দামিস্কে তিনি ইন্তকাল করেন।[২২৯]

احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية, الحرانى, ثم الدمشقى, الحنبلى, شيخ الاسلام (تقى الدين ابوا العباس) محدث حافظ مفسر, مجتهد, مشارك فى انواع من العلوم -

দ্র. 'উমর রিযা কাহ্হালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

২২৯. ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৪শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৬০; ইব্ন রাজাব, আয-যাইল 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলীহ, ১ম খণ্ড, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম আর রাকী (৬৪৮-৭০৩ হিজরী) : إبـراهـيـم الـراقـى

ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল কারীম আর-রাকী (র.) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্। তাঁর কুনিয়াত-বুরহান উদ্দীন এবং উপনাম হচ্ছে : আবূ ইসহাক। তিনি ৬৪৮ হিজরীতে যিক্কা নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। । তিনি তাফসীর, হাদীস, উসূল প্রভৃতি বিষয়েও দক্ষ ছিলেন।

রচনাবলী

ইমাম ইব্রাহীম একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে :

১. ইহসানুল মাহাসিন (إحـسـان الـمـحـاسـن)

২. সাফওয়াতুস সাফওয়া (صـفـوة الـصـفـوة)

এছাড়া, তিনি কুর'আন মাজীদের তাফসীর ও লিখেছেন।[২৩০]

ইন্তিকাল

১৫ই মুহাররাম ৭০৩ হিজরীতে তিনি দামিস্ক শহরে ইন্তিকাল করেন।

ইয়াহইয়া ইবনুস্ সাইরাফী (৫৩৮-৬৭৮ হিজরী) : يـحـيـى بـن الـصـيـرفـى

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী মানসূর ইব্‌ন আবিল ফাত্‌হ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম আল হারামী আল হানবালী ইবনুস সাইরাফী ছিলেন একজন ফকীহ ও মুহাদ্দিস । তিনি ইবনুল হুরাইশ নামেও পরিচিত। তাঁর উপনাম হচ্ছে : জামালুদ্দীন, আবূ যাকারিয়্যা। ৫৩৮ হিজরীতে জিরান নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। পরবর্তীতে তিনি মাওসিলে ও বাগদাদে সফর করেন।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. নাওয়াদিবুল মাযহাব (نوادب المذهب)।

২. ইনতিহাজুল ফারসি ফীমান আফতা বিররাখাসি ফিল 'উকুবাতে (إنتهاج الفرس فيمن فتى بارخص فى العقوبة)

ইন্তিকাল

১৪ সফর, ৬৭৮ হিজরীতে দামেশকে ইয়াহইয়া ইবনুস সাইরাফী ইন্তিকাল করেন।[২৩১]

খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৩৩৭-৩৪১; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, ২২০; আল বাগদাদী, ইদাহুল মাকনূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৬; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১;

২৩০ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; ইব্‌ন রাজাব, যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা, পৃ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮-৩২৯; ইবন হাজার, আদ দুরারুল কামিনাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, ১৫; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ, ১৪ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, ৩০; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭,৮; হাজী খালীফা, কাশফুয যুনূন, পৃ. ১৪, ৪৫৬, ১০৮০; আত তাওনকী, মু'জামুল মুসান্নিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

'উবায়দুল্লাহ্ আল মাকদাসী (৬৩৫-৬৮৪ হিজরী) : عبيد الله المقدسي

'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা আল মাকদাসী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তিনি ছিলেন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। ৬৩৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তাঁর কিছু অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।

ইন্তিকাল : 'উবায়দুল্লাহ্ আল মাকদাসী ৬৮৪ হিজরীর ১৮ ই শা'বান ইন্তিকাল করেন।[২৩২]

দাউদ ইব্ন কুশইয়ার (মৃ. ৬৯৯ হিজরী) : داؤد بن كوشيار

দাউদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কুশইয়ার (শারফুদ্দীন, আবূ আহমাদ) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। ফিক্হ ছাড়াও তিনি 'ইলমুল-কালাম ও 'ইলমুল-উসূল বিষয়ে ও পারদর্শী ছিলেন।

রচনা

তিনি ফিক্হ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. আল হাভী ফী উসূলিল ফিক্হ (الحاوى فى أصول الفقه)

২. তাহরীরুদ দালাইল ফী উসূলিদ্-দ্বীন (تحرير الدلائل فى أصول الدين)

ইন্তিকাল

হিজরী ৬৯৯ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন[২৩৩]

নসর আল কিলানী (৫৬০-৬৩৩ হিজরী) : نصر الكلاني

নসর ইব্ন 'আবদুর রাযযাক ইব্ন 'আবদুল কাদীর আল কিলানী আল বাগদাদী আল হাম্বলী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : ইমাদুদ্দীন, আবূ সালিহ। ৫৬৩ হিজরী ২৪ রবিউল আখির তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তিকাল

সর আল কিলানী ৬৩৩ হিজরীর ১৬ শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তুকরাতে ইমাম আহমাদে তাকে দাফন করা হয়।[২৩৪]

---

২৩১. আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫; 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; আয যারাকলী, আল আ'লাম, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

২৩২. 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩; ইবন রাজাব, যাইলু ত্বাবাকাতিল হানাবিলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

২৩৩. 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮; ইবনুল 'ইমাদ *শাযারাতুয যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭, ৪৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আস-সুলামী (মৃ. ৬৩৭ হিজরী) : محمد السلمي

মুহাম্মদ ইব্ন তারখান ইব্ন আবিল হাসান আস-সুলামী আদ দিমাস্কী ছিলেন একজন ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ৫৬১ হিজরীতে দামেস্কে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ইমাম।

ইন্তিকাল

তিনি ৬৩৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২৩৫]

মুহাম্মদ সু'লাহ (৬২৩-৬৫৬ হিজরী) : محمد سعلة

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আল-হুসাইন আল মাওসিলী আল হাম্বলী ছিলেন একজন ফকীহ্, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী । ৬২৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি আল-কুরআনের নাসিখ-মানসুখ এবং ইমাম চতুষ্টয়ের জীবন চরিত সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ফিল কুর'আন (الناسخ والمنسوخ فى القرآن)

২. গায়াতুল ইখতিসারি ফী ফাযাইলিল আয়িম্মাতিল আরবা'আহ (غاية الأختصار فى فضائل الألمة الأربعة)

ইন্তিকাল

ইমাম মুহাম্মদ সু'লাহ ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে মুসেলে ইন্তিকাল করেন।[২৩৬]

সালামাহ ইবনুস সূলী (ম. ৬২৭ হিজরী) : سلامة بن الصولى

সালামাহ ইব্ন সাদাকাহ ইব্ন সালামাহ ইবনুস সূলী আল হাররানী (আবুল খাইর মুফিক উদ্দীন) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি গণিত এবং ফারায়েয শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

রচনা

ইলমুল ফিক্হ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

---

২৩৪ . 'উমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬১, ১৬২; আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

২৩৫ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ইব্নুল ইমাদ, *শাযারাতুয় যাহাব*,*প্রাগুক্ত*, ৫ম খন্ড, পৃ. ১০৩।

২৩৬ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; হাজী খালীফা, *কাশ্ফুয যুনুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭, ১০৬৪, ১০৬৫, ১১৮৭, ১১৯০; ইব্নুল 'ইমাদ, *সাযারাতুয় যাহাব*, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৮১, ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মুকাদ্দামাতুন ফিল ফারাইয (مقدمة فى الفرائض)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬২৭ সালে ইন্তিকাল করেন।[২৩৭]

সালমান আল হাররানী (মৃ. ৬২০ হিজরী) : سلمان الحرانى

সালমান ইব্ন 'উমর ইব্ন সালিম আল হাররানী (আবুর রাবী' সালাম উদ্দীন) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্।

রচনা

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

আর রাজিহ ফী উসূলিল ফিক্হ (الراجح فى أصول الفقه)

ইন্তিকাল

তিনি ৬২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২৩৮]

সালামাহ আল কুম্মী (মৃ. ৬৭৫ হিজরী) : سلامة القمى

সালামাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈ'ল আল আরবানী আল কুম্মী (আবুল হাসান) ছিলেন শিআ' মতাবলম্বী একজন ফকীহ্। তিনি প্রথমতঃ বাগদাদে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে শাম প্রদেশে ভ্রমণ করতঃ পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন।

রচনাবলী

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে :

১. মানাসিকুল হাজ্জ (مناسك الحج)
২. আল গীবাত (الغيبة)
৩. আল মুকনি' ফিল ফিক্হিশ্ শী'আ'ঈ (المقنع فى الفقه الشيعى)
৪. কাশফুল হীরাহ (كشف الحيرة)

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৩৩৯ সালে ইন্তিকাল করেন।[২৩৯]

---

২৩৭ . ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩, ১২৬; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬;

২৩৮ . ইব্ন রাজাব, যাইলু *তাবাকাতিল হানাবিলা*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০;

২৩৯ . 'উমর রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭; আল বাগদাদী, *ঈদাহুল মাকনূন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮, ৩১৭, ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুলাইমান আল-মাকদাসী (৬২৮-৭১৫হিজরী) : سليمان المقدسى

সুলাইমান ইব্ন হামযাহ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ‘উমর আল মাকদাসী হাম্বলী মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর উপনাম– তাকী উদ্দীন। ৬২৮ হিজরীতে রজব মাসে দামেস্কে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ৭১৫ হিজরীতে যিল কাদ মাসে ইন্তিকাল করেন।[২৪০]

সুলাইমান আত-তূফী (৬৫৭-৭১৬ হিজরী) : سليما الطوفى

সুলাইমান ইব্ন ‘আব্দুল কাওয়ী ইব্ন ‘আবদুল কারীম ইব্ন সা‘ঈদ আত-তূফী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ্ ও উসূলবিদ। তাঁর উপনাম হচ্ছে : নাজমুদ্দীন। তিনি ৬৫৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রচনাবলী

তিনি ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। যথা :

১. বুগয়াতুশ শামিলি ফী উম্মাহাতিল মাসাইলি ফী উসূলিদ্ দীন (بغية الشامل فى أمهات المسائل فى أصول الدين)

২. মুখতাসারুল হাসিলি ফী উসূলিল ফিক্হ (مختصر الحاصل فى أصول الفقه)

৩. মুখতাসারুল জামি‘ইস সাহীহ লিত-তিরমিযী (مختصر الجامع الصحيح للترمذى)

ইন্তিকাল

তিনি ৭১৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২৪১]

---

২৪০. ‘উমর রিযা কাহহালা, *মু‘জামুল মু‘আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯; আল-সাফাদী, আল-ওয়াফী ১৩ খণ্ড, পৃ. ১২৮, ১২৯; হাজী খালীফা, *কাশফুয যুনূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

২৪১. আস-সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল উ‘আত (بغية الوعاة)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; ইবনুল ‘ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০; ‘উমর রিযা কাহহালা, *মু‘জামুল মু‘আল্লিফীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
ইজতিহাদ ও তাকদীদ-এর তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : ইজতিহাদ ও তাকলীদ-এর তাৎপর্য

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদ-এর পরিচয়(تعريف الاجتهاد)

আভিধানিক

পারিভাষিক

মুজতাহিদ-এর পরিচয় (تعرف المجتهد)

মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলী (شرائط المجتهد)

মুজতাহিদ-এর শ্রেণী বিন্যাস

ইজতিহাদের তাৎপর্য

আল-কুরআনে ইজতিহাদের নির্দেশনা

রাসূল (সা.)-এর ইজতিহাদ

সাহাবা কিরাম-এর ইজতিহাদ

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর পরবর্তী ইজতিহাদ

ইজতিহাদের প্রকৃতি

ইসলামী শারী'আহ-এর বাস্তবায়ন ও ইজতিহাদ–বর্তমান প্রেক্ষিত

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد)

আভিধানিক

পারিভাষিক

আল-কুর'আনে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি

আল হাদীসে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি

তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা

তাকলীদ-এর বিভিন্নতা

সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ

সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ যুগের মুক্ত তাকলীদ বা মুতলক তাকলীদ

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী-তাবি'ঈ যুগে ব্যক্তি তাকলীদ

মাযহাব চতুষ্টয়-এর তাকলীদ

তাকলীদ-এর স্তর বিন্যাস

সর্ব সাধারনের তাকলীদ (تعليد العام)

বিজ্ঞ 'আলিম-এর তাকলীদ (تعليد العالم المتبحر)

মুজতাহিদ ফীল-মাযহাব-এর তাকলীদ (تقليد المجتهد فى المذهب)

মুজতাহিদ মতলক-এর তাকলীদ (تقليد المجتهد المطلق)

মুকাল্লিদের জন্য আংশিক বা খণ্ডিত ইজতিহাদ-এর বিধান

তাকলীদ-এর তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদ-এর পরিচয় (تعريف الاجتهاد)

আভিধানিক

পারিভাষিক

মুজতাহিদ-এর পরিচয় (تعرف المجتهد)

মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলী (شرائط المجتهد)

মুজতাহিদ-এর শ্রেণী বিন্যাস

ইজতিহাদের তাৎপর্য

আল-কুরআনে ইজতিহাদের নির্দেশনা

রাসূল (সা.)-এর ইজতিহাদ

সাহাবা কিরাম-এর ইজতিহাদ

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর পরবর্তী ইজতিহাদ

ইজতিহাদের প্রকৃতি

ইসলামী শারী'আহ-এর বাস্তবায়ন ও ইজতিহাদ–বর্তমান প্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : ইজতিহাদ ও তাকলীদ-এর তাৎপর্য

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদ -এর পরিচয় (تعريف الاجتهاد)

ইজতিহাদ (اجتهاد)[১] ইসলামী শারী'আহ ও আইন প্রণয়নের একটি অপরিহার্য বিষয় (Factor)। ইজতিহাদ জীবন সমস্যার সমাধান ও ইসলামী আইন প্রণয়নের একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক চলমান প্রক্রিয়া। এটি ইসলামী শারী'আহ্-এর একটি পরিচিত পরিভাষা। শারঈ' বিধান উদ্ভাবন ও অনুশীলনে আল-কুর'আন এবং সুন্নাহ্-এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইজতিহাদ (Exposition of the Law) একটি গ্রহণযোগ্য দলীল। 'ইলমুল ফিক্‌হ (علم الفقه) তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের উদ্ভব মূলতঃ ইজতিহাদেরই বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিফলন। কোন ব্যাপারে যদি সরাসরি নকলী দলীল (دليل نقلى) না পাওয়া যায়, তবে দ্বীনের ব্যাপারে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তথা মুজতাহিদের এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি কুর'আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বা ফয়সালা করবেন। শারী'আতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এমন বহু বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌র মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু শারী'আহ প্রণেতা এসব ক্ষেত্রে এমন বহু নিদর্শন ও নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, যা শারঈ' বিধান তথা আইন প্রয়োগ করার দিক নির্দেশনা দান করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পাদিত ইজতিহাদ সাহাবা কিরাম (রা.) এবং পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য শারঈ' দলীল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এটির (ইজতিহাদ) বৈধতা দান করেছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতিহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) পরবর্তীতে সুন্নাহ্ (سنة) রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[২]

---

১. কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায়– শারী'আতের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ (اجتهاد)। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে কিয়াস প্রয়োগ করিয়া ইজতিহাদ করা হইয়া থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে কিয়াস এবং ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত (দেখুন শাফি'ঈ, রিসালাত, কায়রো ১৩১২, পৃ. বাবু'ল-'ইজমা)। যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁহাকে মুজতাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মানিয়া লয়, তাহাকে মুকাল্লিদ বলা হয়।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ সাল),
পৃ. ১১২-১১৩।

২. ড. হানাফী রাজী, *হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা.) ও তার ফিকাহ*, অনুবাদ– আব্দুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২০৩-২০৫।

'ইজতিহাদ'-এর ভিত্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদের (গবেষণা) ক্ষেত্রে ভুলও হতে পারে, আবার সঠিকও হতে পারে। উভয় অবস্থায়ই মুজতাহিদের জন্য পুরুস্কার নির্ধারিত রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদকে উৎসাহিত ও প্রশংসা করা হয়েছে। হাদীসের ভাষায় :

المخطى له أجر والمصيب له أجران -

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তির জন্য একটি প্রতিদান, আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তির জন্য দু'টি প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে। মূলতঃ ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামী আইন প্রয়োগের শারী'আহ সম্মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ও কৌশল।

ইজতিহাদ-এর মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য মৌলিকভাবে চারটি বিষয় জানা একান্ত প্রয়োজন। বিষয়গুলো হচ্ছে– নিম্নরূপ :

১. ইজতিহাদের সংজ্ঞা (تعريف الاجتهاد)

২. ইজতিহাদের শারঈ' অনুমোদন ও শারঈ' মর্যাদা (مشروعية الاجتهاد وأهميته)

৩. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর ইজতিহাদ পদ্ধতি

(كيفية إجتهاد الرسول (ص) وأصحابه (رض))

৪. এজতিহাদের স্থান-কাল ও প্রেক্ষাপট (موضع الاجتهاد)।[৩]

নিম্নে এ' সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনা উপস্থাপন করছি।

" واما الاجتهاد فقد كان يقع من النبى صل الله عليه وسلم ومن أهل النظر من أصحابه رضوان الله عليهم - - - - - - - - واما الاجتهاد منه عليه الصلواة والسلام فهو سنة سنها ليبين لهم ولمن بعدهم مشروعية الاجتهاد ، وأنّ عليهم وعلى من بعدهم من المسلمين ان يفزعوا إليه لا يجدون فى الكتاب او السنة دليلا يدل على الحكم - وربما لتأكيد هذا المعنى وترسيخه كان عليه الصلوة والسلام يأمر بعض أصحابه بالاجتهاد فى بعض المسائل بمحضر منه صلى الله عليه وسلم فيصوب المصيب ويخطيء المخطيء " -

দ্র. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী* (রিয়াদ : আল মা'হাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী প্রকাশকাল- ১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৫-১৬।

৩. ড. হানাফী রাজী, *হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা.) ও তাঁর ফিকাহ*, পৃ. ২০৩-২১৮; আশ-শাইখ আবুল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মাহমূদ আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০ হিজরী,) আল মানার (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, প্রকাশ কাল- ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আভিধানিক অর্থ

اَلْاِجْتِهَاد (আল-ইজতিহাদ) শব্দটি আরবী اِفْتِعَال-এর ক্রিয়ামূল (مصدر)। মূল অক্ষর তথা ধাতু হচ্ছে- ج - ه - د (جهد)। আর এ 'জুহদুন' (جهد) শব্দের অর্থ হচ্ছে- (الطاقة) শক্তি-সামর্থ, প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা করা (To try the best), গবেষণা করা (To reaserch), স্বাধীন মন নিয়ে চিন্তা করা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো এবং চিন্তা-শক্তিকে ব্যয় করা। এ চেষ্টা কোন দরূহ বিষয় বা কাজ কিংবা অসাধ্যকে সাধন করার নিমিত্তে হতে পারে। ঐ কাজ বা বিষয়টি শারীরিক হোক (যেমন- কোন বড় পাথর উঠাবার জন্য চেষ্টা করা) কিংবা মেধাভিত্তিক হোক, যেমন- কোন হুকুম বা বিধান উদঘাটনের জন্য চেষ্টা করা। ইবনুল আসীর (র.) বলেন,

" قد تكرر لفظ الجهد والجهد فى الحديث وهو بالفتح المشقة وبالضم الوسع والطاقة "[৪]

"- আল জাহদ (الجهد) এবং আল জুহ্‌দ (الجهد) শব্দদ্বয় হাদীসে বারংবার এসেছে। এটি যবর বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে- কষ্ট এবং পেশ বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে- শক্তি-সামর্থ। পেশ যুক্ত শব্দটি সাদাকার অর্থেও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূল (সা.)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- اى الصدقة افضل؟ قال جهد المقل - "- কোন প্রকার সাদকাহ উত্তম? তিনি (সা.) বলেন- স্বল্প সম্পদের কারণে কষ্ট অবস্থায় সাদকাহ করা।"

মু'জামাতু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে 'ইজতিহাদ'-এর আভিধানিক বিশ্লেষণ এভাবে এসেছে ঃ

(١) " أَلْاِجْتِهَاد : (مصدر) اِجْتِهَاد فى الأمر جدّ فيه وبذل وسعه "

"-এটি ক্রিয়ামূল, কোন কাজে ইজতিহাদ করার অর্থ হচ্ছে- সে ক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনা করা এবং শক্তি-সামর্থ ব্যয় করা।"

(٢) " بذل الجهد للتخلص من الشك والوصول إلى غلبة الظن فما فوقها "[৫]

---

৪. আল্লামা আবুল ফদল জামালুদ্দীন মোহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররাম ইবন মানযূর আল আফরিকী আল মিসরী, *লিসানুল আরব* (لسان العرب) (বৈরুত : দারুল ফিক্‌হ, প্রকাশকাল- ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ৩য় খন্ড), পৃ. ৩৫৯।

৫. লিসানুল 'আরব অভিধানে ইজতিহাদের অর্থ নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে : (রা.)

الإجتهاد والتجاهد : بذل التوسع والمجهود - وفى حديث معاذ : أجتهد رأى - الإجتهاد ، بذل الوسع فى طلب الأمر - ، وهو إفتعال من الجهد الطاقة والمراد به رد القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس ألى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرائ الذى رأه من قبل نفسه من غير حمل على الكتاب اوالسنة -

"- ইজতিহাদ (إجتهاد) এবং তাজাহুদ (تجاهد)-এর অর্থ- শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করা। মু'আয (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে এভাবে- إجتهد رأى! "আমি চিন্তা-গবেষণা করবো। ইজতিহাদ হচ্ছে- কোন বিষয় বা

Dhaka University Institutional Repository

"–সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা এবং প্রবল ধরণা বা তদুর্ধে উপনীত হওয়া।"

এ' প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ :

The Arabic word Ijtihad philologically means exertion, effort striving, searching and endeavour and so on. It is derived from jahd or juhd (pl. juhud). Ijtihad and tajahud signify to exert utmost capacity (al-was' or al-wus') and ability (majhud). These derivations are based on three letters, jim-ha-dal. The word Ijtihad is made to the measure (wazn) of bab Ifti'al. Ijthihad fi al-amr means, one's exertion to the utmost in the affair. So philologically Ijtihad means to exert oneself to the utmost to attain an object involving hardship. It is all the same as to whether it is perceptive (hissi), as exerting one's utmost capacity in lifting a huge stone, or abstract (ma'nawi), as endeavouring oneself in extracting (istikhraj) a rule (hukm) which may either be rational ('aqli) or-philological (lughawi) or else legal (Shari's).[৬]

পারিভাষিক অর্থ

উসূলুল-ফিক্হ এর পরিভাষায় যে সমস্যার সমাধান সরাসরি ও সুনির্দিষ্টভাবে কুর'আন ও হাদীসে নেই সেগুলোর শারী'আহ সম্মত সমাধান কুর'আন ও সুন্নাহ্র মূল নীতির আলোকে বের করার জন্য চিন্তা-গবেষণা করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে– ইজতিহাদ (إِجْتِهَاد)।

ইজতিহাদ (إجتهاد)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নরূপে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করছি :

কাজ উদ্ধারে শক্তি ব্যয় করা। এটি جهد–'জুহ্দ' ধাতু থেকে "إفتعال"-এর ওযনে উৎপন্ন। অর্থ হচ্ছে– শক্তি-সামর্থ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– হাকীমের সামনে উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে কিয়াস এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা। তবে কুর'আন ও সুন্নাহ্কে উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির আলোকে সিদ্ধান্ত না নেয়া।"

দ্র ঃ মুহাম্মদ রাওয়াস কাল 'আজী ও হামিদ সাদিক, *মু'জামাতু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী ঃ ইদারাতুল-কুর্'আন ওয়া 'উলূমিল ইসলামিয়া), পৃ. ৪৩; আল্লামা আবুল ফদল জামালুদ্দীন মোহাম্মদ ইবন মুকাররাম ইবন মানযূর আল আফরিকী আল মিসরী, *লিসানুল আরব* (لسان العرب) (বৈরুত : দারুল ফিক্হ, প্রকাশকাল– ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ৩য় খন্ড), পৃ. ১৩৪; আবু নসর ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ আল জাওহারী, *আস সিহাহ* (বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১ম খন্ড), পৃ. ৩৯৫।

৬. Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid* (Dhaka : Bangladesh Institute of ISlamic Thouht, First Published in 2001), P- 27;

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট আধুনিক আইন তত্ত্ববিদ 'আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র.) বলেন,

(১) " هو بذل الجهد للوصول الى الحكم الشرعى من دليل تفصيلى من الأدلة الشرعية"[৭]

"– শারী'আতের বিস্তারিত দলীল-প্রমানের আলোকে শারী'আতের কোন হুকুম বের করার জন্য কোন ফকীহর চেষ্টা নিয়োজিত করা।"

(২) " بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ إِسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامْ مِنْ أَدِلَّتِهَا بِالنَّظْرِ الْمُؤَدِّىْ إِلَيْهَا "

"শারী'আতের দলীলসমূহ শারঈ' দলীলের ভিত্তিতে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এমন দৃষ্টি ও চিন্তা-বিবেচনা সহকারে শারী'আতের হুকুম উদ্ভাবন করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা-সাধনা করাই হল ইজতিহাদ।"

ইমাম আল গাযালী (র.) বলেন,

(৩) " هو بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بالاحكام الشرعية بطريق الإستنباط والإجتهاد التام ان يبذل الوسع فى الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب "[৮]

"– শারী'আতের কোন হুকুম (বিধান) সম্পর্কে সঠিক সমাধান লাভের জন্য মুজতাহিদ (ইসলামী গবেষক) কর্তৃক গবেষণা ও উদ্ভাবনের যথার্থ নিয়মানুযায়ী চেষ্টা-সাধনার চূড়ান্ত

---

৭. আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (عبد الوهاب خلاف), *ইলমু উসূলিল ফিক্হ* (কুয়েত : দারুল কলম, ১৫তম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২১৬।

৮. ড. 'আব্দুল কারীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হ (الوجيز فى أصول الفقه)*, (লাহোর : দারু নাসরিল কুতুবনি ইসলামিয়্যাহ, ঢা. বি.), পৃ. ৪০১; মুহাম্মদ আবূ হামিদ আল গাযালী, *আল মুস্তাসফা* (বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াহুত্-তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ২য় খন্ড), পৃ. ১৭০। কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ ইজতিহাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ পেশ করেছেন :

(১) " حقيقة الاجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد فى ادراك الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى اربعة اقسام الكتاب والسنة واجماع والقياس"

Shah Wali Allah Muhaddith Dihlawi, *Iqd al-jid fi Ahkam al Ijtihad wa al-Taqlid,* Urdu tr. by Muhammad Ahsan Siddiqi, Suluk Marwrid, (Delhi : Mujtaa 1 Press, 1344 H.). P. 2 (hereafter the source will be referred to as Iqd al-jid.)

(২) " واصل معنى الإجتهاد ان است كه جمله عظيمه از احكام فقه دانسته باشد بادله تفصيليه از كتاب وسنة واجماع وقياس وحكم رامنوط بدليل او شناخته باشد وظن قومى بهمان دليل حاصل كرده"

Shah Wali Allah, *Izalat al-khafa'an Khilafat al-Khulafa,* Vol. 1, Urdu tr. by Muhammad 'Abd al-Shukur, khashf al-Ghita 'an al-Sunnat al Bayda (Karachi: Nur Muhammad Karkhana-i-kutub. n.d.). P. 21. (Hereafter the source will be referred to as Izalat al-khafa)

Dhaka University Institutional Repository

সীমানা পর্যন্ত শক্তি ব্যয় করাকে ইজতিহাদ (اجتهاد) বলে। আর পূর্ণ ইজতিহাদ হচ্ছে : শারী'আতের কোন বিধানের সন্ধানে মুজতাহিদগণের প্রয়াস এমনভাবে নিয়োজিত করা যাতে অধিকতর অনুসন্ধান চালাতে তিনি নিজে অক্ষমতা বোধ করেন।"

ইজতিহাদের মর্মার্থ সম্পর্কে 'আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন,

কাংখিত ইজতিহাদের অর্থ এই নয় যে, ঐতিহ্যবাহী ফিক্হশাস্ত্র উপেক্ষা করা বা তার অবমূল্যায়ন করা, কিংবা তার ফায়দা অস্বীকার করা। তবে ইজতিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে : নিম্নোক্ত বিষয়দাদি :

১. বিভিন্ন মাযহাব থেকে বিভিন্ন যুগে পাওয়া নির্ভরযোগ্য মত ও অভিমতের ভিত্তিতে গড়ে উঠা আমাদের বিরাট ফিক্হ শাস্ত্রের উপর সর্বাদিক গ্রহণযোগ্য ও শারী'আহ-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমধিক উপযুক্ত এবং বর্তমান যুগের অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে উম্মতের কল্যাণ সাধনে সক্ষম অভিমত গ্রহনের জন্য পুনরায় দৃষ্টিদান।

২. মূল উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ– প্রমাণিত 'নস' (কুর'আন ও সহীহ হাদীস)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং শারী'আতের সাধারণ উদ্দেশ্যের আলোকে তা বুঝার চেষ্টা করা।

৩. আমাদের অতীত ফকীহগণের যে সব নব সৃষ্ট মাস'আলা ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি এবং সে সম্পর্কে কোন হুকুমত দিয়ে যাননি, শারী'আতের দলীলের আলোকে সে সব বিষয়ের উপযুক্ত হুকুম ইস্তিম্বাত করার লক্ষ্যে ইজতিহাদ করা।[৯]

সুতরাং, উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয় :

১. মুজতাহদি কর্তৃক যথসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করা।

২. যিনি ইজতিহাদ করবেন তাঁর মধ্যে ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী থাকা অত্যাবশ্যক।

৩. 'ইজতিহাদ' এমন বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে– যা কর্মগত শারঈ' বিধান (أحكام الشرعية الأعمالية)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

৪. ইসলামের মৌলিক 'আকীদা (الاعتقاد الأصلية), যুক্তি কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ক বিধানাবলী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইজতিহাদ প্রযোজ্য নয়।

৫. মুজতাহিদ কর্তৃক ইজতিহাদ হতে হবে ইসলামী গবেষণা ও মাস'আলা উদ্ভাবনের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মানুসারে। অর্থাৎ– মুক্ত মন নিয়ে ইসলামী শারী'আহ-এর দলীল চতুষ্টয় (কুর'আন, সুন্নাহ্, ইজমা' ও কিয়াস)-এর আলোকে মাস'আলা উদ্ভাবন করা।[১০]

---

৯. 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনুবাদ– ড. মাহফুজুর রহমান, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশ কাল– আগষ্ট-২০০২), পৃ. ১২৫-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

উসূলবিদগণের মধ্য থেকে কেউ কেউ ইজতিহাদকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, শারঈ' দলীলের ইজতিহাদ কেবল অস্পষ্ট বিষয়াদি (ظنى)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্পষ্ট বিষয়াদি (قطعى)-এর ক্ষেত্রে ইজতিহাদ নিস্প্রোয়োজন।[১১]

ইজতিহাদের সংজ্ঞায় ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) উহার তিনটি প্রয়োগিক অর্থ করেছেন। যথা–

১. শারী'আত স্বীকৃত কিয়াস (القياس الشرعى)

২. অধিকতর সম্ভাব্য ধারণা (الظن الغالب من غير علة)

৩. স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন (الاستدلال بالاصول) [১২]।

ইজতিহাদ সম্পর্কে সম্পর্কে বিশিষ্ট আইন তত্ত্ববিদ মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

Ijtihad is the most important source of Islamic law. (next to the Qur'an and the Sunnah.) The main difference between ijtihad and the revealed sources of the Suari'ah lies in the fact that ijtihad is a continuous process of development where as divine revelation and Prophetic legislation discontinued upon the demise of the prophet. In this sense, ijtihad continues to be the main instrument of interpreting the divine message and relating it to the changing conditions of the Muslim community in its aspirations to attain justice, salvation and truth. Since ijtihad derives its validity from divine revelation, its propriety is measured by its harmony with the Qur'an and the Sunnah.

তিনি (ড. কামালী) আরো বলেন,

The detailed evidences found in the Qur'an and the Sunnah are divided into four types, as follows.

(1) Evidence which is decsive both in respect of authenticity and meaning.

(2) Evidence which is authentic but speculative in meaning.

(3) That which is of doubtful authenticity, but definite in meaning.

(4) Evidence which is speculative in respect both of authenticity and meaning.[13]

---

১০. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪; ড. আব্দুল কারীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১; ইমাম হাফিয মুহাম্মদ আলী ইবন মুহাম্মদ আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহকীকি 'ইলমিল উসূল* (বৈরুত ঃ দারুস সালাম, ২য় খন্ড), পৃ. ৭১৫।

১১. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪; Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's concept of Ijtihad and Taqlid*, Ibid, P-27-30.

১২. ইমাম হাফিয মুহাম্মদ আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহকীকি ইলমিল উসূল*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৭১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুজতাহিদ-এর পরিচয় (تعريف المجتهد)

যিনি 'ইজতিহাদ' করেন তাকে বলা হয় মুজতাহিদ (مجتهد)।

ড. 'আব্দুল কারীম যায়দান তাঁর রচিত আল ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হ-এ মুজতাহিদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দিয়েছেন,

ألمجتهد هو من قامت فيه ملكة الأجتهاد أى القدرة على استنباط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو الفقيه عند الاصوليين -[১৪]

"– উসূলবিদগণের মতে– মুজতাহিদ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান। অর্থাৎ যিনি শারী'আতের বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের দ্বারা উহার কর্মগত যাবতীয় বিধানা (أحكام الشرعية العمية) উদ্ভাবনের ক্ষমতা রাখেন। আর তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ফকীহ্।"

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল শারঈ' বিধান মুখস্থ করণ, কিতাব অধ্যয়ন এবং 'আলিমগণের নিকট থেকে শ্রবণ করে মাস'আলা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিকে মুজতাহিদ এর মধ্যে গণ্য করা যাবে না।

মূলতঃ মুজতাহিদ বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তিকে যিনি কুর'আন মাজীদের জ্ঞান, উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা তাফসীর শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় নীতিমালা (اصول التفسير), হাদীস শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সনদ, মতন ও উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বুৎপত্তিসম্পন্ন, শারী'আহ স্বীকৃত কিয়াসের প্রয়োগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন, সামাজিক রীতি-নীতি (عرف الناس), আচার-আচরণ (عادة الناس) সম্পর্কে অবগত এবং উক্ত যোগ্যতা ও জ্ঞানের আলোকে কুর'আন-সুন্নাহ্ থেকে বিধানাসমূহ (أحكام) উদ্ভাবনে যিনি চূড়ান্ত চেষ্টা-সাধনা করে থাকেন।[১৫]

---

১৩. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurisprudence,* Ibid, P- 124-366-373.

১৪. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫ থেকে উদ্ধৃত।

১৫. ' ইলমু উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস* ও *দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (ঢাকা : ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্ত সংখ্যা– জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর– ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৩৪-৩৫।*

Dhaka University Institutional Repository

মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলী (شرائط المجتهد)

একজন মুজতাহিদ এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন, যে সম্পর্কে কোন অকাট্য দলীল (الدليل القطعي) বিদ্যমান নেই। পক্ষান্তরে, যে বিষয় বা মাস'আলার উপর ইজমা' (ঐকমত্য) রয়েছে সেক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদের মধ্যে যে শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ[১৬] :

১. প্রাপ্ত বয়স্ক (بَالِغ) ও জ্ঞানসম্পন্ন (عَاقِلْ) হওয়া : মুজতাহিদ প্রাপ্ত বয়স্ক (بَالِغ) ও জ্ঞান সম্পন্ন (عَاقِل) হবেন। কেননা, এক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি তার নিজের এবং অন্যের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম নয়।

২. আহকামুল-কুর'আন (কুর'আনের বিধানাবলী) সম্পর্কে বুৎপত্তি সম্পন্ন হওয়া : আল্-কুর'আনে আয়াতুল আহকাম (বিধানাবলীর আয়াত) সম্পর্কে মুজতাহিদের পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরী, যিনি ঐ আয়াতগুলোর উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, কুর'আনে বর্ণিত আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা হল প্রায় ৫০০ টি।[১৭]

৩. সুন্নাহ্ (السنة) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা : একজন মুজতাহিদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ, সুন্নাহ্ হচ্ছে আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা বিশেষ। এটি ইসলামী শারী'আহ-এর দ্বিতীয় উৎস।[১৮]

৪. 'আরবী ভাষা (اللغة العربية)-এর জ্ঞান থাকা : 'আরবী ভাষার জ্ঞান থাকা একজন মুজতাহিদের জন্য অন্যতম শর্ত। কারণ, ইসলামী শরী'আহ-এর মূল হল কুর'আন ও সুন্নাহ। কুর'আন এবং সুন্নাহ্র ভাষা হলো 'আরবী। সুতরাং 'আরবী ভাষায় বুৎপত্তি না থাকলে কোন ব্যক্তির পক্ষে কুর'আন ও সুন্নাহ গবেষণা (إجتهاد) করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।[১৯]

৫. ইজমা'কৃত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা : যে সব মাস'আলার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা মুজতাহিদের জন্য একান্ত প্রয়োজন, যাতে তার ইজতিহাদ এবং ইজমা' পরস্পর বিরোধী না হয়।[২০]

৬. কিয়াস (قِيَاس) সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা : কিয়াসের শর্ত (شرط), ইল্লাত (علت), রুকন (ركن) এবং কিয়াসের সাহায্যে কিভাবে মাস'আলা উদ্ভাবন ও সমাধান করতে হয়, সে

---

১৬ . মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরী'য়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩।

১৭ . মুহাম্মদ ইবন 'আলী আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল (বৈরুত : দারুল মারিফা, তা. বি.), পৃ. ১২০।*

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

১৯ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

২০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১; *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ কিয়াসই হল ইজতিহাদের মুল বিষয়। কিয়াস সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা নেই, তাঁর পক্ষে গবেষণা করা সম্ভব নয়।

৭. উসূলুল-ফিক্‌হ ইসলামী আইনতত্ত্ব-এর জ্ঞান থাকা : মুজতাহিদের কাছে উসূলুল-ফিক্‌হ-এর জ্ঞান থাকা জরুরী। কেননা, 'উসূলুল ফিক্‌হ' হল ইজতিহাদের মুল স্তম্ভ। বিশেষতঃ মুজতাহিদে মুতলাকের জন্য উসূলুল ফিক্‌হর জ্ঞান থাকা আবশ্যক।[২১]

৮. মাকাসিদে শারী'আহ (শরী'আহ-এর উদ্দেশ্যবলী)-এর জ্ঞান থাকা: একজন মুজতাহিদ মাকাসিদে শারী'আহ তথা আহকাম (বিধান) প্রণয়নে শারী'আতের উদ্দেশ্য সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা, শারী'আতের নুসূস (কুর'আনের আয়াত ও রাসুলের (সা.) হাদীস) বুঝা ও উহার প্রতিফলন ঘটাতে হলে শারী'আতের উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ জানতে হবে। মৌলিকভাবে মাকাসিদে শারী'আহ বলতে বুঝায় দ্বীন(الدين), জীবন (النفس), সম্পদ (المال), বুদ্ধি (العقل) এবং বংশ (النسل) ইত্যাদির হিফাযত ও সংরক্ষণ।[২২]

৯. নাসিখ (ناسخ) ও মানসুখ (منسوخ)-এর জ্ঞান থাকা : মুজতাহিদ ব্যক্তির নিকট কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিতকৃত)-এর জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। যে সব আয়াত ও হাদীস রহিত হয়েছে (منسوخ) এবং যা দ্বারা রহিত করা হয়েছে (ناسخ) উহার জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, মানুসূখ আয়াত বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করা শারঈ' মাস'আলার সহায়ক নয়। এজন্য তাকে আয়াতুল আহকাম (آيـاتُ الأحْكَام) ও আহকাম সম্বলিত হাদীস (الاحادث للأحكام)-এর মধ্যে নাসিখ-মানসূখের মৌলিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।[২৩]

এতদ্ভিন্ন উসূলবিদগণ আরো কতিপয় শর্ত মুজতাহিদের মধ্যে থাকা অ্যাবশ্যক বলে মনে করেন। যথা :

১০. 'ইলমুল মানতিক (علم المنطق) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : 'ইলমুল মানতিক হচ্ছে কোন বিষয়কে সঠিকভাবে প্রমাণিত করার সঠিক উপায়। এ' প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র.)-এর অভিমত হচ্ছে– 'ইলমুল মানতিক-এর জ্ঞানলাভ করা সাধারণের জন্য জরুরী না হলেও একজন মুজতাহিদের জন্য অত্যাবশ্যক। তিনি মনে করেন মানতিক হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানদন্ড বিশেষ। সুতরাং, মুজতাহিদের জন্য 'ইলমুল মানতিক জানা শর্ত।

---

২১. *ইরশাদুল ফুহুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

২২. *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭।

২৩. ড. হানাফী রাজী, *হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) ও তাঁর ফিকাহ্*, অনুবাদ– আবুল বাশার, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল–১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২১৫-২২৪); মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, পৃ ১৪২-১৪৩; *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১. উদ্ভাবিত মাস'আলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের উদ্ভাবিত মাস'আলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজন মুজতাহিদের জন্য শর্ত। কেননা, পূর্ববর্তী মুজতাহিদগনের উদ্ভাবিত মাস'আলা কি ছিল এবং কোন পদ্ধতিতে তা' উদ্ভাবিত হয়েছে– তা জানলে পরে নুতন বিষয়ে ইজতিহাদ করা সঠিক ও সহজ হবে।

১২. স্বভাব প্রসূতভাবেই ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা : ইসলামী শারী'আহ্-এর উৎস তথা কুর'আন-সুন্নাহ্সহ বিভিন্ন জ্ঞান শুধু মুখস্থ করলেই মুজতাহিদ হওয়া যায় না, বরং স্বভাব প্রসূতভাবেই ইজতিহাদের যোগ্যতা তথা উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি থাকা আবশ্যক। এ' সম্পর্কে ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন,

কবি হওয়ার জন্য যেমন স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কেবল শব্দ, শব্দের অর্থ ও কবিতার ছন্দ মুখস্ত করার দ্বারা কবি হওয়া যায় না, তেমনি মুজতাহিদ হওয়ার জন্য স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১৩. সাহাবা কিরাম (রা.)ও তাবিঈ'নগণের প্রদত্ত রায় ও ফাতওয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : একজন মুজতাহিদকে সাহাবা কিরাম ও তাবিঈ'ন (রা.)-এর প্রদত্ত রায় ও ফাতওয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ, তাঁদের দেয়া রায় ও ফাতওয়া জানা না থাকলে পরে মুজতাহিদ কর্তৃক ইজমা' এর পরিপন্থি সিদ্ধান্ত হয়েও যেতে পারে।

১৪. আমানতদারী, তাকওয়া ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়া : যিনি ইজতিহাদ করবেন তাঁর মধ্যে আমানতদারী, তাকওয়া ও সুন্নাতের অনুশীলন থাকা জরুরী। কারণ, খিয়ানতকারী, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান এবং বিদা'আতীর প্রতি শারঈ' তাকলীদ করা জায়েয নয়।[২৪]

মুজতাহিদ-এর যোগ্যতা প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (র.)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ :

A mujtahid is one who combines in himself five kinds of knowledge : (1) the knowledge of the Book of Allah, the Glorious, the Exalted (2) the knowledge of the Sunnah (ideal example) of the Apostle of Allah, peace be on him and his family, (3) the knowledge of the verdicts of the 'ulama' of the early generation (al-salaf) as regards their consensus and their differences (4) the

---

২৪ . *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭-৪৫৩। মুজতাহিদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন,

কোন ব্যক্তির মধ্যে যতক্ষণ না পাঁচটি গুণ প্রতিষ্ঠিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা কিংবা কোন বিষয়ে ইজতিহাদ করে অভিমত পেশ করা উচিৎ নয়। আর উক্ত গুণগুলো হচ্ছে– ১. নিয়ত শুদ্ধ হওয়া ২. প্রজ্ঞা, ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও স্থীরতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকা ৩. ইজতিহাদযোগ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া ৪. যৎসামান্য জীবিকার উপর সন্তুষ্ট থাকা তথা অল্পে তুষ্ট থাকা ৫. সমাজ সচেতন হওয়া।

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩; Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's comcept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P- 100-101.

Dhaka University Institutional Repository

knowledge of Arabic language (al-lughah) and (5) the knowledge of the Qiyas (the analogy) which is the method of electing (istinabat) the judgment from the Qur'an and the Sunnah when the judgment is not available in clear terms (sarih) in the Statute (nass)of the Qur'an or the Sunnah or the Ijma' (consensus of opinion).

Then it becomes necessary to know in respect of the knowledge of the Qur'an the abrogating and abrogated verses, the summary expressions (al-mujaml), and the detailed versions (al-mufassar), the particular (al-khass) and the general (al-'amm) contexts; the fundamental verses (al-muhkam) and the allegorical terms (al-mutashabih), disapprovals (al-kirahiyah), the prohibitions (al-tahrim), the permissions (al-ibahat), approvals (al-nudub) and obligations (al-wujub).[25]

মুজতাহিদের যোগ্যতা সম্পর্কে ড. হাশিম কামালী বলেন,

Knowledge of Arabic to the extent that enables the scholar to enjoy a correct understanding of the Qur'an and the Sunnah. A complete command and erudition in Arabic is not a requirement, but the mujtahid must know the nuances of the language and be able to comprehend the sources accurately and deduce the ahkam from them with a high level of competence. The mujtahid must also be knowledgeable in the Qur'an and the Sunnah, the Makki and the

---

২৫ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's comcept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-223-224.

আহমাদ ইবন হাজার আল-মাক্কী (র.) মুজতাহিদের শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে একজন মুজতাহিদে মুত্তাকিল (مجتهد مطلق)-এর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উল্লেখ করেছেন যে, মুজতাহিদে মুসতাকিলের জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা শর্ত। যথা–

১. ফিক্‌হুন-নাফস (فقه النفس)
২. বিশুদ্ধ মেধা (سلامة الذهن)
৩. বিদগ্ধ গবেষণা (رياضة الفكر)
৪. বিশুদ্ধ ইস্‌তিম্বাত (صحة التصرف والاستنباط)
৫. সজাগ দৃষ্টি (التيقظ)
৬. আদিল্লা-ই শার'ইয়্যাহ্ (الادلة الشرعية)-এর শর্তসমূহের পরিচিতি লাভ
৭. বিচক্ষণতার সাথে দলীল নির্ধারণ এবং যথাস্থানে উহার প্রয়োগ
৮. ফিক্‌হের মৌলিক মাসাইলের উপর পূর্ণজ্ঞান অর্জন। উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারীকে মুজতাহিদে মুসতাকিল (مجتهد مطلق) বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Madinese contents of the Qur'an, the occasions of its revelation (asbab al-nuzul) and the incidences of abrogation therein. More specifically, he must have a full grasp of the legal contents, or the ayat al-ahkam, but not necessarily of the narratives and parables of the Qur'an and its passages relating to the hereafter.

Next, the mujtahid must possess an adequate knowledge of the Sunnah, especially that part of it which relates to the subject of his ijtihad. The mujtahid must also know the substance of the furu 'works and the points on which there is an ijma'. He should be able to verify the consensus of the Companions, the successors, and the leading Imams and mujtahidun of the past so that he is guarded against the possibility of issuing an opinion contrary to such and ijma'. Furthermore, the mujtahid should know the objectives (maqasid) of the Shari'ah, which consist of the masalih. [26]

মুজতাহিদ -এর শ্রেণী বিন্যাস

ইজতিহাদ (إجتهاد)-এর ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় যে, ইজতিহাদ বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের হয়ে থাকে। আল কুর'আন- আল হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস ইত্যাদি বিষয় থেকে সরাসরি মাস'আলা উদ্ভাবন, ইসলামী শারী'আহ্-এর আনুষাঙ্গিক উৎস থেকে মাস'আলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ, ইমামের উদ্ভাবিত মাস'আলার প্রয়োজনীয় যুক্তি ও ব্যাখ্যা দান, পূর্ববর্তী মাস'আলার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন, মতভেদপূর্ণ মাস'আলার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দান এবং ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে দলীল ও রেওয়ায়েতের দূর্বলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সঠিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আলোকে মুজতাহিদগণকে (مجتهد) সর্বমোট সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।[২৭] যেমন :

১। মুজতাহিদ ফিশ-শার' (مجتهد فى الشرع)

২। মুজাহিদ ফিল-মাযহাব (مجتهد فى المذهب)

৩। মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল (مجتهد فى المسائل)

৪। আসহাবুত্-তাখরীজ (أصحاب التخريج)

৫। আসহাবতু-তারজীহ (أصحاب الترجيح)

---

২৬ . Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence,* Ibid, P- 124-375-376.

২৭ . *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ- মে-১৯৯৬), পৃ. ১৬৬-১৭৩; Muhammad Athar Ali, Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid, Ibid, P-47-48.

Dhaka University Institutional Repository

৬। আসহাবতু-তামীয (أصحاب التمييز)

৭। মুকাল্লিদীনে মাহদ (مقلدين محض)।

নিম্নে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

প্রথম শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিশ্-শার' (مجتهد في الشرع)

মুজতাহিদ ফিশ-শার' (مجتهد في الشرع) হচ্ছেন এমন সব ফিক্হবিদ যাঁরা স্বাধীনভাবে সরাসরি কুর'আন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস হতে ইজতিহাদ করে মাসা'ইল উদ্ভাবন করতে সক্ষম এবং উসূল (اصُول) ও ফুরূ' (فُروع)-এর ক্ষেত্রে অন্য কারো নির্ধারিত নীতিমালার অনুসারী বা মুকাল্লিদ নন, বরং তাঁরা স্বয়ং কুর'আন ও হাদীস থেকে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাঁদেরকে 'মুজতাহিদে-মুতলাক' (مجتهد مطلق) এবং 'মুজ্তাহিদ মুস্তাকিল' (مجتهد مستقل) ও বলা হয়।[২৮]

---

28 . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-80.

এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র)-এর বক্তব্য হচ্ছে,

The absolute mujtahid is one who possesses the capacity or faculty of deducing the rules of Shari'ah by means of its details evidences without obeying any particular Imam. The absolute (al-Mustaqill) mujtahid is distinguished from other categories by three characteristics :

a) The right of free disposal (tasarruf) over the principles (usul) on which his mujtahadat (judgment by Ijtihad) are based or from which he deduces the problems of fiqh.

b) Persuit of the Quranic verses, the Prophetic Traditions and the traditions of the companions for the sake of understanding the rulings (ahkam) of Shari'ah which have been decided before and for choosing some of the contradictory evidences (adillah) over others and explaining the preferable one of its probabilities and apprehending of the source of judgments out of these evidences.

c) And the right to reply to those issues (masa'il) which has not since been decided by the early good generations, basing on that evidence on which the early doctors based.

In short, he has discretion or a free disposal and right of interpretation in the circumstances discussed above and he is considered superior to his contemporaries and wins the race in the field of contest.

In another place the Shah adds a fourth characteristic to these categories that his acceptance (qabul) and recognition is heavenly inspired. Congregations of 'Ummah; mufassir, muhaddith, usuliyin and the learned jurists are attracted by his knowledge. Thus a long period elapses till his acceptance enters into the depth of the hearts of elites. i.e. he become acceptable by all and sundry.[28]

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ' (র.), ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.), ইমাম সুফ্ইয়ান সাওরী (র.), ইব্ন আবূ লাইলা, মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র.), ইমাম 'আবদুর রহমান আল-আওযাঈ' (র.), দাউদ ইব্ন আলী ইসফাহানী (র.) প্রমূখ এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণের অন্তর্ভূক্ত।[২৯]

দ্বিতীয় শ্রেণী : মুজ্তাহিদ ফিল-মায্হাব (مجتهد فى المذهب)

মুজ্তাহিদ ফি'ল-মায্হাব (مجتهد فى المذهب) হচ্ছেন এমন সব ফিক্হবিদ যাঁরা ইজতিহাদ করে কুর'আন ও হাদীস থেকে মাসা'ইল উদ্ভাবন করতে সক্ষম। কিন্তু উসুল ও নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন নন বরং এ ব্যাপারে তাঁরা মুজতাহিদে মুতলাকের (مجتهد مطلق) কোন ইমামের অনুসরণ (তাক্লীদ) করা জরুরী মনে করেন।[৩০] অবশ্য ফুরুঈ' (فرعى) মাসা'ইলের ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের উস্তাদের (ইমাম) অভিমতের পরিবর্তে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। এ ধরণের মুজতাহিদগণকে মুজতাহিদে-মুন্তাসিবও (مجتهد منتسب) বলা হয়।[৩১]

বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদগণ (মুজতাহিদ মতলক) নীতিমালার ক্ষেত্রে কারো অনুসারী নন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদগণ (মুজতাহিদে ফিল মাযহাব) নীতিমালার ক্ষেত্রে মুজতাহিদে মুত্লাকের অনুসারী।[৩২]

Cf: Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Dhaka : (Bangladesh Institute of ISlamic Thouht, First Published in 2001) P- 120-121.

২৯ . এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.)-এর বক্তব্যের আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আতহার আলী বলেন,

The mujtahids of this type have established a legal system (madhhab)of their own and they are called founders of legal schools (sahib madhhab). Imam Abu Hanifah, Malik, al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Layth bin Sa'd, Ibn Jarir al-Tabari, Awza', Da'ud al-Zahire and Thauri belong to this group. Each of them originated a typical system of usul al-Fiqh.

Cf : Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P- 118.

৩০ . Muhammad Athar Ali, Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid, Ibid, P-124-125.

৩১ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-122-123.

৩২ . এ' সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে,

Al- mujtahid fi'l madhhab (the mujtahids within the school of law) : They are the desciples of the formers, like Imam Abu Yusuf, Mohammad bin Hasan, Zufar

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র.), ইমাম 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.), ইমাম ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ্ (র.), ইমাম হাফ্স ইব্ন গিয়াস ইব্ন তলক্ (র.), ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ যাকারিয়া (র.), ইমাম নূহ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.), ইমাম আবূ মুতী' বাল্খী (র.), ইমাম ইউসুফ ইব্ন খালিদ (র.)এবং ইমাম আসাদ ইব্ন আমর আল-কাযী (র.) প্রমুখ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।[৩৩]

তৃতীয় শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مجتهد فى المسائل)

মুজতাহিদ ফিল মাসা'ইল (مجتهد فى المسائل) হচ্ছেন এমন ফিক্হবিদ যাঁরা উসূল (أصول) ও ফুরু' (فرع) কোন ক্ষেত্রেই স্বীয় ইমামের বিরোধী মত পেশ করেন নি। স্বীয় ইমামের উসূল ও ফুরূ' নীতি-মালার উপর দক্ষতা ও পারদর্শীতা থাকার কারণে এমন যোগ্যতা অর্জন করেছেন যা দ্বারা তাঁরা ঐ সব বিষয়ে হুকুম ও ফয়সালা দিতে সক্ষম যে সব ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইমামগণ থেকে কোন মতামত বর্ণিত নাই। এ সকল ফকীহ্গণ উসূলী (أصلى) ও ফুরু'ঈ (فرعى) ব্যাপারে স্বীয় ইমামগণ থেকে ভিন্নমত পোষণ করার যোগ্যতা রাখেন না বটে, কিন্তু যে সকল মাসআলায় ইমাম থেকে কোন মতামত বর্ণিত নেই সেই সব মাসআলায় ইমাম কর্তৃক নির্ধারিত উসুল ও নীতিমালার ভিত্তিতে হুকুম প্রদান করতে তাঁরা সক্ষম।

ইমাম তাহাভী (র.), ইব্ন উমার খাস্সাফ (র.), ইমাম আবুল হাসান কার্খী (র.), শামসুল আইম্মা হাল্ওয়ানী (র.), শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র.), ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদূবী (র.), ফখর উদ্দীন কাযীখান প্রমূখ ফকীহ্গণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাখনৌভী (র.) বলেন, ইমাম খাস্সাফ (র.), ইমাম তাহাবী (র.) ও ইসাক কারখী (র.) সম্পর্কে বলেন, তাঁদেরকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা ফূরূঈ' ও উসূলী কোন ব্যাপারেই ইমাম সাহেবের মতের পরিপন্থি অভিমত ব্যক্ত করতে সক্ষম নন। অথচ ফিক্হ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, অনেক মাস'আলায় তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার (র.) পরিপন্থি মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেই হিসাবে তাঁদের মর্যাদা মুজতাহিদ -ফিল-মাসা'ইলের উর্ধ্বে।

এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র.)-এর দৃষ্টি ভংগী হচ্ছে নিম্নরূপ :

---

in the Madhhab of Abu Hanifah, Ibn al-Wahb in the Maliki madhhab, al-Mazani in the Shafi'i madhhab and ibn Taymiyh in the Hanbali madhhab.

Cf : Muhammad Athar Ali, Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid, Ibid, P- 118.

৩৩. *ফাতওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল– মে, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৬৭-১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

Al-Mujtahid fi'l masa'il (the mujtahids of particular problems) : The jurists, like al Khassaf, Abu jafar al-Tahawi, Abul Hasan al-Karkhi, Shams al-a'immah al-Halwani, Shams al-a'immah al-Sarakhsi, Fakhr al-Islam Bazdawi, Farhr al-Din Qadikhan belong to this category. They have not opposed the founder of madhhad either in the principles or in the derivatives (furu'at), but have contented themselves with determining the law in regard to particular cases which the former had left undetermined, using, however, the principles established by the former.[34]

চতুর্থ শ্রেণী : আসহাবুত্-তাখ্রীজ (أصحاب التخريج)

আসহাবুত্-তাখ্রীজ (أصحاب التخريج) এমন ফিক্হবিদ যাঁদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই। কিন্তু উসূল ও নীতিমালার উপর পারদর্শীতা ও দলীল-প্রমানের উপর দক্ষতা থাকার কারণে মাযহাবের ইমামগণ থেকে বর্ণিত কোন অস্পষ্ট (مجمل) বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মুশতারিক (দু'রকম অর্থবোধক) বাক্যের কোন একটিকে নির্ধারণ করার যোগ্যতা রয়েছে। উদাহরণতঃ বলা যায়– হিদায়া গ্রন্থের কোন কোন স্থানে রয়েছে, 'كذا فى تخريج الكرخى, كذا فى تخريج الرازى'-এ ধরণের ফিক্হবিদগণকে 'আসহাবুত্-তাখরীজ' বলা হয়। ইমাম আবূ বকর আর্-রাযী (র.) এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।[৩৫]

যেমন শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র.) বলেন,

Ashab al-takhrij (the mujtahids in deriving rules on the principles of his madhhab) like al-Razi and others. They are not able to form absolute Ijtihad, but being well conversant with the principles and the particular applications decided by the former, indicating which view is correct in case of ambiguity or contradiction.[36]

---

৩৪ . Cf : Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid*, Ibid, P- 118-119.

৩৫ . উক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবূ বাকর আর্-রাযীকে অন্তর্ভূক্ত করার কারণে 'আল্লামা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.) ইব্ন কামাল পাশার (র.) সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ বাকর আর্-রাযীকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করে তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। কেননা, তিনি তো তৃতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদ। তিনি শামসুল আইম্মা হালওয়ানী ও ইমাম কাযীখান প্রমূখ হতে ইল্ম ও যোগ্যতা উভয় দিক থেকেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন; দ্র. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০।

৩৬ . Cf : Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid*, Ibid, P- 119.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম শ্রেণী : আস্‌হাবুত-তারজীহ (أصحاب الترجيح)

আস্‌হাবুত-তারজীহ (أصحاب الترجيح) হচ্ছেন এমন ফিক্‌হবিদ যাঁদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই বটে, তবে তাঁরা দলীল-প্রমাণের আলোকে বিভিন্ন রেওয়ায়াত-এর মধ্যে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য (ترجيح) দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। একাধিক মতামতের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত কোনটি তা নির্ধারণ করতে সক্ষম। যেমন, তাঁরা মাস'আলা বর্ণনা করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন, 'هذا أولى' (এটা উত্তম), 'هذا أصح' এটা বিশুদ্ধতম, ' هذا أوفق بالقياس' এটা অধিক যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি। ইমাম আবুল-হাসান কুদূরী (র.) ও হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা 'আল্লামা মারগিনানী (র.) প্রমূখ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।[৩৭]

'আল্লামা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আতহার আলী বলেন,

Ashab al-tarjah : Doctors who are able to give preference to one point over other when two ro more verdicts (nusus) contradict, like Abu'l Hasan al-Marghinani and Abu'l Hasan al-Quduri. When there are several views on the same point they indicate which is correct view by means of some such expression as, "this is correct" (sahih), or "the fatwa is rendered according to this view, ('alayhi al-fatwa) and so on.[38]

ষষ্ঠ শ্রেণী : আসহাবুত্‌-তামীয (أصحاب التميز)

আসহাবুত্‌-তামীয (أصحاب التمييز) বলতে বুঝায় এমন ফিক্‌হবিদকে যাঁরা কোন একজন ইমামের অনুসারী (মুকাল্লিদ)। তবে তাঁরা দুর্বল (ضعيف), সবল (قوى), অধিক সবল (أقوى) এ গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) (صاحب الوقاية), কানয্‌ গ্রন্থকার (র.) (صاحب الكنز), মুখ্‌তার গ্রন্থকার (র.) (صاحب المختصر), মাজ্‌মা' গ্রন্থকার (র.) (صاحب المجمع) প্রমূখ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র.)-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞায় অনুরূপ বক্তব্য ফুটে উঠে :

---

৩৭. 'আল্লামা 'আবদুল হাই লাখ্‌নৌবী (র.) উক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবুল হাসান কুদূরী (র.) ও হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা 'আল্লামা মারগিনানী (র.)কে গণ্য করার উপর আপত্তি করেছেন এবং এতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাঁরা কাযী খানের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ বলে বিবেচিত। অন্ততঃ পক্ষে মুজতাহিদ হিসাবে সমান সমান তো বটেই। তাই তাঁদেরকেও তৃতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদ হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন ছিল; ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

৩৮. Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-119.

Dhaka University Institutional Repository

Ashab al-tamiz : Doctors who can distinguish between the strong and the weak and between zahir (well circulated) and nadir (rare) reports. They are the authors of the reliable tets (al-mutun al-mu'tabarah) like, the kanz, the Mukhtasar, the Wiqayah and the Majma. "They include in their books only the views that have been considered relievable.[39]

সপ্তম শ্রেণী : মুকাল্লিদীনে মাহয (مقلدين محض)

মুকাল্লিদীনে মাহয (مقلدين محض) বলতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায় যাঁরা উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহ থেকে কোন একটির উপরও ক্ষমতা রাখেন না এবং যাঁরা দুর্বল ও সবলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না বরং যেখানে যে ধরণের মতামত পান তাই বর্ণনা করে থাকেন। এঁদের নিজস্ব মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।[৪০]

'আল্লামা শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.) বলেন,

The Muqallid (imitators) : Who lack the powers of the preceding and do not distinguish between the lean and the fat, right and left, but on the contrary gather together whatever they find.[৪১]

---

৩৯ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-119.

৪০ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬-১৭৩; Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurispruudence,* Ibid, P- 124- 386-389.

৪১ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-119। 'আল্লামা 'আবদুল হাই লাখ্নৌভী (র.) 'উমদাতুর রি'আইয়াহ' গ্রন্থে 'আল্লামা কাফভী (র.)-এর বর্ণিত মুজতাহিদগণের পাঁচ শ্রেণীতে বিন্যস্ত হওয়ার কথা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন,

فاعلم أنه ذكر الكفوى فى طبقات الحنفية أن الفقهاء يعنى من المشائخ المقلدين على خمس طبقات -

তবে ইব্ন কামাল পাশা ও কাফভীর (র.)-এর শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আল্লামা কাফভী (র.) এখানে দু' শ্রেণীর উল্লেখ করেন। যথা মুজতাহিদে মুত্লাক ও মুকাল্লিদে মাহয। তিনি কেবল মুকাল্লিদীনে হানাফিয়্যার শ্রেণী বিন্যাসে পাঁচ শ্রেণীর কথা বলেছেন। তাঁর শ্রেণী বিন্যাসের সাথে উপরোক্ত দু'শ্রেণীকে সংযোজন করা হলে সাত শ্রেণী-ই হয়ে যায়। ফিক্হবিদগণের শ্রেণী বিন্যাস বর্ণনায় 'আল্লামা 'আলা উদ্দীন হাস্কাফী (র.) থেকে পদস্খলন ঘটেছে। কেননা তিনি 'দুররে মুখ্তার' গ্রন্থে লিখেন,

وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقدو اما المقيد فعلى سبع طبقات مشهورة -

তিনি বলেন, মুজাতিহদ-ই-মুত্লাক এর অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু মুজতাহিদে মুকাইয়্যাদ-এর সাত শ্রেণী বিদ্যমান। মূলতঃ মুজতাহিদে-মুকাইয়্যাদ সাত শ্রেণী নয় বরং ছয় শ্রেণী।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইবন হাজার আল মাক্কী মুজতাহিদকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা– মুজতাহিদ মুস্তাকিল (مجتهد مستقيل) এবং মুজতাহিদ মুন্তাসিব (مجتهد منتسب)। তিনি মুজতাহিদ মুন্তাসিবকে পুন চারভাগে বিভক্ত করেন। যেমন :

১. ঐ সকল মুজতাহিদ যাঁরা ইজতিহাদে পুর্ণ পারদর্শী হওয়ার ফলে মাযহাব ও দালাইলের কোন ক্ষেত্রেই ইমামের তাক্‌লীদ করেন না। তবে ইমামের ইজতিহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে তাঁদেরকে সেই ইমামের দিকে নিসবত করা হয়।

২. ঐ সকল মুজতাহিদ যাঁরা কোন এক মাযহাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁরা ইমামের নীতিমালার সীমা অতিক্রম করেন না। এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণকে 'আসহাবুল উজূহ্' (أصحاب الوجوه) বলা হয়।

৩. ঐ সকল মুজতাহিদ যাঁর আসহাবুল-উজুহ্ (أصحاب الوجوه) -এর স্তরে পৌছতে পারেন নি। কিন্তু, তাঁরা ফকীহ্, নিজ ইমামের মাযহাবের হাফিয, স্বীয় ইমামের মাযহাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইস্‌তিম্বাতে দুর্বলতা ও সবলতা বর্ণনা করতে সক্ষম। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ ধরণের মুজতাহিদগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল যাঁরা মাযহাবের মাসাইলগুলো ধারাবাহিক বিন্যাস করেছেন।

৪. ঐ সকল ফকীহ্ যাঁরা মাযহাবের মাসাইলের হিফয ও উদ্ধৃতিতে সুদৃঢ়, মুশকিল ও দুর্বোধ্য মাস'আলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিন্তু (مسائل) কিয়াস ও দালাইলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দূর্বল। ফিক্‌হ গ্রন্থ থেকে তাঁদের উদ্ধৃত করা ফাত্‌ওয়া (فتواى) ও মা'সাইল গ্রহণযেগ্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রকাশ পায় যে, বর্তমান যুগে ঐ সকল 'আলিমের ফাত্‌ওয়া নির্ভরযোগ্য যাঁদের মাযহাবী মাসাইল জানা আছে, মূল গ্রন্থ থেকে বিশুদ্ধভাবে মাসা'ইল উদ্ধৃত করতে সক্ষম এবং মুশকিল ও দুর্বোধ্য ব্যাপারগুলো বুঝার ক্ষমতা রাখেন। এবং পাশাপাশি তাঁরা যুগ সম্পর্কেও সচেতন।[৪২]

ইজতিহাদর-এর প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ অকাট্য দলীল (دليل قطعى) দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে, মু'আমালাত (معاملات) সম্পর্কিত মাস'আলাসমূহ যন্নী দলীল (دليل ظنى) দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এক্ষেত্রে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। তবে শাখা-প্রশাখায় (فروعات) ইজতিহাদের অবকাশ

৪২ . প্রাগুক্ত ও মাসাইল, পৃ ১৭১-১৭৩।

রয়েছে। মূলতঃ উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য এটি রহমত স্বরূপ। সব দলীলই যদি কাতঈ' (قطعى)বা অকাট্য হত তবে মানুষের চিন্তা-শক্তির মূল্যায়ন করা হত না। [৪৩]

শারী'আতের মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়া শাখা-প্রশাখাগুলোতে ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ (মতভেদ) থাকাটা স্বাভাবিক, আর এটি মানুষের জন্য কল্যাণস্বরূপ। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়ে উঠে। বিবেক শানিত হয় এবং ইসলামের গতিশীলতা ও সার্বজনীনতা সুপ্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তা যেন কুর'আন-সুন্নাহ্র পরিপন্থি না হয়ে থাকে।[৪৪] শারী'আতের কতিপয় দলীল যন্নী (ظنى) তথা ধারণা নির্ভর হওয়ার ফলে ইজতিহাদের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে।[৪৫] ইজতিহাদ শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কুর'আন মাদীদ ও আল হাদীসে বহু দলীল পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে অত্যাধিক তাকীদও প্রদান করা হয়েছে।[৪৬] নিম্নে এ' সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আল-কুর'আনে ইজতিহাদ-এর নির্দেশনা দান

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে ইজতিহাদ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে নির্দেশনা দান করা হয়েছে। যেমন–

১. إِنَّ فِى ذَالِكَ لَـاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ - [৪৭]

"–অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনসমূহ।"

২. وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ [৪৮]

"–তারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেন।"

৩. كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ - [৪৯]

"–এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা উহা অনুধাবন করতে পার।"

---

৪৩ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's comcept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-33-34.

৪৪ . Ibid, P-33-34.

৪৫ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's comcept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-45-47.

৪৬ . Ibid, P-45-47.

৪৭ . আল-কুর'আন, সূরা- আর রা'দ, ১৩ : ৩।

৪৮ . আল-কুর'আন, সূরা– আলে ইমরান, ৩ : ১৯১।

৪৯ . আল-কুর'আন, সূরা– আন-নূর, ২৪ : ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত সমূহ আয়াত দ্বারা প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্বীয় চিন্তাশক্তি তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে আল-কুর'আনের নির্দেশিত বিষয়ের প্রয়োগবিধি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[৫০]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইজতিহাদ

ইমাম শাফি'ঈ 'আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন :

إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فاجْتَهَدَ فأصَابَ فلَه أجْرَان وَإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ فلَه أجْرٌ

"–যখন বিচারক ব্যক্তি কোন ফয়সালা দিতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং উহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব (প্রতিদান)। আর তিনি যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তাঁর জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।"

এ বিষয়ে হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসটিও বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তা হচ্ছে– রাসূল (সা.) তাঁকে ইয়েমেনে কাযী (বিচারক) হিসেবে পাঠাবার সময় বললেন, তুমি কিসের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা দিবে? মু'আয বললেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুর'আন দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (সা.) বললেন, যদি কুর'আনে ঐ বিষয়ে ফয়সালা না পাও, তবে কি করবে? মু'আয (রা.) বললেন, হাদীসের দ্বারা রায় দিব। রাসূল (সা.) বললেন, হাদীসেও ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য কিছু না পেলে কি করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার রায় ও চিন্তা দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং আমি পিছু হটবনা । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِیْ وَفَّقَ رسول رَسُوْلَ اللهِ بِمَا يَرْضَى بِه رَسُوْلَه ـ

"–সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য, যিনি তার রাসূলের দূতকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল (সা.) সন্তুষ্ট হন।" [৫১]

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন,

"Ijtihad is validated by the Qur'an, the Sunnah and the dictates of reason ('aql). Of the first two, the Sunnah is more specific in validating ijtihad. The Hadith of Mu'adh b. Jabal, as al-Ghazali points out, provides a clear authority

---

৫০. 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২৬।

৫১. আল হাদীস :

الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فاخطأ فله أجر-

Dhaka University Institutional Repository

for ijtihad. The same author adds : The claim that this Hadith is mursal (i.e. a Hadith whose chain of narration is broken at the point when the name of the Companion who heard it from the Prophet is not mentioned) is of no account. For the ummah has accepted it and has consistently relied on it; no further dispute over its authenticity is therefore warranted. According to another Hadith, 'when a judge exercises ijtihad and gives a right judgment he will have two rewards, but if he errs in his judgment, he will still have earned one reward."

The relevance of the last two ahadith to ijtihad is borne out by the fact that ijtihad is the main instrument of creativity and knowledge in Islam.[52]

কুর'আন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী শারী'আতের মূল ভিত্তি বা উৎস। কুর'আন ও সুন্নাহ্ হতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূল (সা.) কে ইজতিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সাহাবীদেরকে ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন। সাহাবা কিরাম এর বহু ইজতিহাদ তিনি স্বয়ং মেনে নিয়েছিলেন।[৫৩]

এ সম্পর্কে ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী বলেন,

أما إجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم فاحيانا يقره القران الكريم ، وأحيانا لا يقره يبين له ان الأولى غير ما ذهب إليه ------ ومن هنا فان من الممكن القول بان التشريع فى هذه الدور اعتمد على الوحى بقسميه : المتلو المعجز وهو القران ، و غير المتلو وهو السنة واما الأجتهاد منه عليه الصلواة والسلام فهو سنة سنها ليبن لهم ولمن بعدهم مشروعية الإجتهاد ـ[54]

"– নবী করীম (সা.)-এর ইজতিহাদ (রায়) আল-কুর'আন-এর বক্তব্যের মাধ্যমে কখনো অনুমোদিত হতো এবং কখনো অনুমোদিত হতো না এবং উত্তম বিষয়টি উহা (আল-কুর'আন) বর্ণণা করে দিত। সে সময়ে ইসলামী শারী'আহ ওহী নির্ভর সমাধান হতো। একটি হচ্ছে– মাতল যা হচ্ছে কুর'আন মাজীদ (পঠিত)। আর অপরটি ছিল গায়রে মাতলূ (অপঠিত)। যা হচ্ছে সুন্নাহ্। রাসূলের (রা.) পক্ষ থেকে সম্পাদিত ইজতিহাদ সুন্নাহ্ হিসেবে পরিগণিত হতো

৫২. Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic jurispruudence, Ibid, P- 124-366-373.

৫৩. Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-69-72.

৫৪. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলিল ফিক্বহিল ইসলামী (أصول الفقه الإسلامى)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর এর দ্বারাই মূলতঃ ইজতিহাদের বৈধতা পরবর্তীদের জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো হয়ে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকে (রা.) নিয়ে পরামর্শ করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকরের (রা.) পরমর্শ গ্রহণ করে নিজস্ব ইজতিহাদের দ্বারা বন্দীদের মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দেন। যদিও 'উমরের (রা.) পরামর্শ ছিল এর বিপরীত। অর্থাৎ– তাঁর (উমর (রা) পরামর্শ ছিল মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীদের ছেড়ে না দেয়া। এ সম্পর্কে আল কুর'আনে এরশাদ হচ্ছে :

مَا كَانَ لِنَّبِى أَنْ يَّكُوْنَ لَه اسرى حَتّى يُثْخِنَ فِى الْأَرْض - [৫৫]

"–নবীর (সা.) জন্য এটা সমীচীন নয় যে, বন্দীদেরকে হত্যা না করে তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (সা.) বন্দীদের ছেড়ে দেয়ায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত সিদ্ধান্তকে আল্লাহ বাতিল করে দেননি। অনুরূপভাবে, তিনি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী যেসব মুনাফিক অংশগ্রহণ থেকে ওজর আপত্তি পেশ করেছিল, তিনি রাসূল (সা.) তাদের ওজর আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।[৫৬] এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ -

"– (হে রাসূল (সা.)) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি কেন তাদেরকে যুদ্ধ হতে পিছু সরে থাকার অনুমতি দিলেন? যতক্ষণ না আপনি সত্যবাদীগণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকাশ্যভাবে জানতে পারবেন।"[৫৭]

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ইজতিহাদ

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকেও ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে

---

৫৫. *আল-কুর'আন*, সূরা– আল আনফাল, ৮ : ৬৭।

৫৬. Muhammad Athar Ali, Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid, Ibid, P-73-75.

৫৭. *আল-কুর'আন*, সূরা– আত্ তাওবা, ৯ : ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবা কিরামের (রা.) ইজতিহাদের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের ইজতিহাদ সঠিক হলে তিনি তাতে অনুমোদন দিতেন, আর ভুল হলে তা শোধরিয়ে দিতেন।

এ সম্পর্কে ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী বলেন,

"–সাহাবা কিরাম-এর ইজতিহাদের ধরণ ছিল এমন, তাঁদের সামনে যখন কোন ঘটনা ঘটে যেত তখন তাঁরা সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করতেন। পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ লাভ করতেন তখন উক্ত বিষয়টি তাঁর (সা.) সামনে উপস্থাপন করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো তা' অনুমোদন দিতেন। আর এ' অনুমোদিত বিধানটি সুন্নাত হিসেবে মর্যাদা লাভ করত। আর কখনো উহাকে অনুমোদন দিতেন না। রাসূলে (সা.) উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর এ' ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হতো।"[৫৮]

হাদীসের আলোকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি সাহাবাগণের ইজতিহাদ চর্চা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যেমন :

মহানবী (সা.) যখন হযরত মু'আয ইবন জাবালকে (রা.) ইয়ামেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি হযরত মু'আযকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিসের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা দিবে? মু'আয (রা.) বললেন, আল্লাহর কিতাব আল্-কুর'আন দ্বারা ফয়সালা কর। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কুর'আনের ঐ বিষয়ে ফয়সালা না পাও, তবে কি করবে? হযরত মু'আয (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা রায় দিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুনঃ বললেন, হাদীসেও ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য কিছু না পেলে কি করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার রায় ও চিন্তা দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং আমি পিছু হট না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ بِمَا يَرْضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ـ[৫৯]

---

৫৮. মূল আরবী :

" وأما إجتهاد اصحابه رضوان الله عليهم فقد كانوا يجتهدون فيما يعرض لهم من وقائع ، فإذا لقو رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه اجتهاداتهم فاحيانا يقرهم عليها فتكون تلك الأحكام ثابتة بالسنة، وأحيانا لا يقرهم على ذالك ويبين لهم فيكون بيانه عليه السلوة والسلام هو المعتمد "

দ্র. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৫৯. মূল হাদীস :

" عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ ـ قَالَ كَيْفَ تَقْضِى إذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ اقْضِىْ بِكِتَابِ اللهِ ـ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللهِ؟

Dhaka University Institutional Repository

"–মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি তার রাসূলের দূতকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল (সা.) সন্তুষ্ট রয়েছেন।"

অত্র হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীর (রা.) কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করার বিষয় জানতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনাবলী প্রণিধানযোগ্য :

প্রথম ঘটনা : বনু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদীদের উপর মুসলমানগণ যখন জয়যুক্ত হন এবং তাদের দুর্গ ঘিরে ফেলেন। তখন মুসলমানগণ সা'আদ ইবন মু'আযকে (রা) তাদের ব্যাপারে ফয়সালার জন্য বিচারক মনোনয়ন করেন। ইয়াহুদীরাও তার বিচার মেনে নিতে রাজী হয়। সা'আদ (রা) তাদের পুরুষদের শিরোচ্ছেদ এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দীর নির্দেশ দেন। এ ফয়সালার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাসূল (সা.) বললেন,

حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ -

"– সাআদ! তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা অনুসারেই ফয়সালা দিয়েছ।"

হযরত সা'আদ (রা.) নিজ ইজতিহাদ-এর মাধ্যমেই মূলতঃ এ রায় দিয়েছিলেন। বনু কুরাইযার ইয়াহুদীদেরকে তিনি মুহারিবীনের (মুসলমানগণের বিপক্ষের যোদ্ধা) সাথে কিয়াস বা তুলনা করেছিলেন।

আল-কুর'আনে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের (محاربين) শিরোচ্ছেদের নির্দেশ রয়েছে। কেননা, বনু কুরাইযার ইয়াহুদীরা মুসলমানগণের সাথে তাদের সন্ধী ভঙ্গ করে খন্দকযুদ্ধে (আহযাবের যুদ্ধ) কুরাইশদের সহায়তা দিয়েছিল। তাই সা'আদ তাদেরকেও মুসলমানদের বিপক্ষীয় যোদ্ধা হিসেবে গণ্য করেছিলেন। আবার অন্য একটি মতে– তিনি বনু কুরাইযাকে বদরের বন্দীদের সাথে কিয়াস (তুলনা) করেছিলেন। কারণ, ঐ বন্দীদের হত্যা না করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। তখন মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে অহী অবতীর্ণ হয় :

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً -[৬০]

قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ فِىْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اجْتَهِدُ رَأْيِى - وَلاَ الو - فَضَرَبَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْره - فَقَالَ : أَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ وَفَقَ رسول رَسُوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"

৬০. *আল-কুর'আন*, সুরা– মুহাম্মদ, ৪৭ : ৪।

Dhaka University Institutional Repository

"– বন্দীদের ব্যাপারে ইহসানও করা যেতে পারে, আবার মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়েও দেওয়া যেতে পারে।"

দ্বিতীয় ঘটনা : একদা দু'জন সাহাবী সফরে বের হলেন, অথচ তাদের নিকট পানি ছিল না। এমতাবস্থায় সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তাঁরা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেন। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত থাকাকালীন অবস্থায় তারা পানি পেয়ে যান। তখন তাঁদের একজন অযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করেন। আর অপর জন অযূ করেননি এবং সালাত পুনরায় আদায় করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উভয়ের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে অনুমোদন দিয়েছিলেন। যিনি নামায দ্বিতীয়বার পড়েননি তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত মোতাবেক আমল করেছ, তোমার পূর্বের সালাতই যথেষ্ট হয়েছে। আর যিনি সালাত পুনরায় পড়লেন তাকে বললেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন করেছ।[৬১]

তৃতীয় ঘটনা : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধের পোশাক খোলার যখন ইচ্ছা করলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনু কুরাইযার ইয়াহুদীদের নিকট যেতে বললেন, তিনি তাঁর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمُ العَصْرَ إلاّ فِى بَنِىْ قُرَيْظَةَ -

"–তোমাদের কেহ বনু কুরাইযা গোত্রে পৌছার পূর্বে আসরের সালাত আদায় করবে না।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ নির্দেশ পাওয়ার পর সাহাবীগণ দ্রুত গতিতে রওয়ানা হলেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ পথিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় রাস্তায়ই নামায আদায় করলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের মমার্থ এভাবেই বুঝেছিলেন যে, তিনি দ্রুত যেতে বলেছেন। আবার কেউ কেউ পথিমধ্যে নামায না পড়ে ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌছেই নামায আদায় করলেন। উভয় দলের সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উভয় দলকেই সঠিক বলে অনুমোদন দিলেন। কাউকে ভুল বললেন না।[৬২]

---

৬১. মূল হাদীস :

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، أنّ رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماءًا فى الوقت فتوضآ أحدهما وعاد الصلواة ما كان فى الوقت ولم يعيد الأخر فسالا النبى صلى الله عليه وسلم فقال للذى لم يعد اصبت السنة واجزأتك وقال للأخر مثل سهم جمع -

দ্র. *সুনানু নাসাঈ* (দেওবন্দ : মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১ম খণ্ড, বাবু তায়াম্মুম), পৃ. ৭৫।

৬২. মূল হাদীস :

عن ابن عمر (رض) قال قال النبى صلى الله عليه سلم يوم الأحزاب لا يصلين احد العصر الاّ فى بنى قريظة فأدرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلى

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ ঘটনা : কতিপয় সাহাবী (রা.) একদা ভ্রমণে বের হলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'উমর (রা) ও হযরত মু'আয (রা) ছিলেন। ভোর হলে 'উমর (রা.) ও মু'আয (রা.) উভয়েরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। অতঃপর উভয়ই তাদের সাধ্যানুসারে ইজতিহাদ করলেন। ইজতিহাদের ভিত্তিতে হযরত মু'আয মাটি দ্বারা পবিত্রতাকে পানি দ্বারা পবিত্রতার সাথে তুলনা করলেন এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। কিন্তু, হযরত 'উমর (রা.) তা' করলেন না। তিনি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তাঁরা উভয়ে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি এমতাবস্থায় সঠিক করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, মু'আযের (রা.) ইজতিহাদ ভুল হয়েছে। কারণ, তার কিয়াস কুর'আনের বিপরীত। আল কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ -

"–তায়াম্মুমকালে তোমরা মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ কর।"[৬৩]

তিনি (সা.) মু'আযকে (রা.) বললেন, তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। পক্ষন্তরে, হযরত 'উমরকে (রা.) বললেন, তায়াম্মুম দ্বারা যেভাবে নাজাসাতে আসগার (ছোট নাপাকী) হতে পবিত্র হওয়া যায়, তদ্রুপ নাজাসাতে আকবার (বড় নাপাকী, যাতে গোসল ওয়াজিব হয়) থেকেও পবিত্র হওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে, নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। যার সমাধানের জন্য সাহাবীগণ (রা.) ইজতিহাদের প্রতি আরোও তৎপর হয়ে উঠলেন। ফকীহ সাহাবীগণ (রা.) তাঁদের ইজতিহাদ দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন।[৬৪]

সাহাবা কিরাম (রা)-এর পরবর্তী ইজতিহাদ

সাহাবা কিরামের (রা.) পর তাবি'ঈগণের যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। অতঃপর তাবি'-তাবি'ঈগণের যুগে এটির সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভূত হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সময়কালকে ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ বলা চলে। এ সময়টি ছিল মাযহাব প্রণয়ন ও উহা বিকাশের যুগ। যাঁরা এ

حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد منا ذالك فذكر ذالك للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهما

দ্র. *সহীহ বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

৬৩ . *আল-কুর'আন*, সূরা– আল মায়িদাহ, আয়াত– ৬।

৬৪ . *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১-৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সময় ইজতিহাদে নিয়োজিত ছিলেন– তাঁদেরকে মুজতাহিদ মতলক (مجتهد مطلق) এবং মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد فى المذهب) হিসেবে অভিহিত করা যায়। তৎকালীন পাঁচটি প্রসিদ্ধ শহরের ছয়জন প্রখ্যাত 'আলিম মুজতাহিদ (مجتهد) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন– মদীনায় ইমাম মালিক (র.), মক্কায় ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইরাকে ইমাম আবূ হানীফা (র.), সিরিয়ায় ইমাম আওযা'ঈ (র.) এবং মিসরে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) ও দাউদ জাহিরী (র.)। এ ইমামগণের বহু ছাত্রও এমন ছিলেন যাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (র.) বলেন,

'তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর ইমাম আবূ হানীফার (র.) মাযহাবে 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' আবির্ভাব হবার ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়। .... তবে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর এ মাযহাবে মুজতাহিদ ফীল মাযহাব–এর আবির্ভাব ঘটে। .....

মালিকী মাযহাবেও মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব খুব কমই হয়েছেন। আর কেউ এ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে থাকলেও তাঁর ইজতিহাদী রায়সমূহকে মালিকী মাযহাবের মত বলে গণ্য করা হয় না। যেমন– কাযী আবূ বকর ইবন 'আরাবী এবং 'আল্লামা ইবন 'আবদুল বার নামে খ্যাত আবূ 'উমার। হাম্বলী মাযহাবে প্রথম দিকেও খুব একটা সম্প্রসারিত হয়ে ছিল না, আর এখনো তা হয়নি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এ মাযহাবে 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' আবির্ভাব হতে থাকে। এর ধারাবাহিকতা নবম হিজরী শতাব্দীতে এসে শেষ হয়। এর পরে অধিকাংশ স্থানেই এ মাযহাবের কর্তৃত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। তবে, মিসর ও বাগদাদে এখনো এ' মাযহাবের কিছু অনুসারী রয়েছে, যদিও তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

আসলে আহমাদ ইবন হাম্বলের (র.) মাযহাব সেরকম ভাবেই শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাবের সাথে সমন্বিত হয়ে আছে, যেমনটি সমন্বিত হয়ে আছে আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মাদের (র.) মাযহাব আবূ হানীফার মাযহাবের সাথে। তবে, শেষোক্ত দু'জনের মাযহাবের মতো আহমাদের মাযহাব শাফিঈ' মাযহাবের সাথে একত্রে সংকলিত হয়নি। এ কারণেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দু'জনের মাযহাবকে এক মাযহাব গণ্য করা হয় না। অন্যথায়, উভয় মাযহাবকে মনোযোগের সাথে অধ্যয়নকারীর পক্ষে দু'টিকে একটি মাযহাব হিসেবে মানা ও সংকলন করা মোটেও কঠিন নয়।

বাকী থাকলো শাফি'ঈ-এর মাযহাব। মুলতঃ এ মাযহাবেই সর্বাধিক মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' ও মুজতাহিদ ফীল মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। এখানে সর্বাধিক আবির্ভাব ঘটে উসূল ও 'ইলমে কালাম বিশেষজ্ঞদের। কুর'আনের মুফাস্‌সির এবং হাদীসের ব্যাখ্যাদাতাদেরও আবির্ভাব ঘটে এখানে সর্বাধিক। এ মাযহাবের রিওয়ায়েত ও সনদসমূহও অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় সর্বাধিক মযবুত এবং ইমামের মতামতসমূহ সর্বাধিক মযবুতভাবে সংরক্ষিত। ইমামের

Dhaka University Institutional Repository

এবং আস্‌হাবুল উজূহ-এর বক্তব্য এখানে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মত ও বক্তব্যের একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে।"[৬৫]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত একদল মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী ইমামগণের মূল নীতির উপর ভিত্তি করে আহকাম তথা বিধানাসমূহ প্রণয়ন করেন এবং তাঁরা এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন যা পূর্ববর্তীগণ করেন নি।

পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণে পরবর্তীতে এমন 'আলিমের আবির্ভাবও হয় যাঁরা প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলো সংকলনে লিপ্ত হন। তাঁরা তাঁদের ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি হতে নির্ভরযোগ্য উক্তিগুলো চয়ন করেন। বিভিন্ন মাযহাব সংকলনকারী 'আলিমগণও ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সিরিয়ায় ইবন তাইমিয়ার আবির্ভাব ঘটে। তিনি হাদীস-ভিত্তিক 'আমলের দিকে মানুষকে আহবান জানান। পাশাপাশি সালফে সালিহীনের মাযহাবের দিকেও মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা শারী'আতের মূল উৎসদ্বয় তথা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র প্রতিই অধিকতর যত্নবান ছিলেন। অন্যান্য শাখা-প্রশাখার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া (র.)-এর উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর ছাত্র 'ইবনুল কাইয়্যিম' 'আল-জাওযী' (র.) ইজতিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাকলীদের চরম বিরোধী ছিলেন এবং মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান জানান। অবশ্য 'ইবন তাইমিয়া' (র.) ও 'ইবনুল কাইয়্যেম' (র.) হাম্বলী মাযহাব-এর অনুসারী মুজতাহিদ ছিলেন।

হিজরী নবম শতাব্দীতে মিসরে আবির্ভূত হন 'ইবন হাজার আল-আসকালানী' (র.)-যিনি বহু বিষয়ের উপর ফাতওয়া প্রদান করেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)। তিনি তাকলীদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করেন। ইবন হাজার আসকালানী (র.) ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) উভয়ই শাফি'ঈ মাযহাব-এর অনুসারী ছিলেন।

হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হানাফী মাযহাবের কতিপয় মুজতাহিদের আবির্ভাব হয়, যাঁরা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : ইমাম আবুস-সা'উদ ও ইমাম খায়রুদ্দীন আর রামালী। এছাড়া, এ সময়ে হিন্দুস্থানে আরো

৬৫. দ্র. শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় 'আলিমের আবির্ভাব হয় যাঁরা ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া বা 'ফাতওয়ায়ে 'আলমগীরী'-এর ন্যায় বৃহদাকারের 'ফাতওয়া' গ্রন্থ সংকলন করেন।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়ায় 'ইবন 'আবিদীন', মরক্কোতে যাসুলী ও রাহুনী এবং তিউনিশিয়ায় ইসমা'ঈল আত-তামিমীর (র.) আবির্ভাব হয়। তাদের সকলেই মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য ছিলেন। এছাড়া, এ সময় আরো দু'জন মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে একজন হলেন হিন্দুস্থানের শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এবং ইয়েমেনের ইমাম শাওকানী। তাঁরা দু'জনেই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নুতন দিগন্ত উন্মোচন করেন। ইমাম শাওকানী (র.) প্রথমে ছিলেন শি'আ যায়দী মাযহাবভুক্ত, পরবর্তীতে সালাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হন।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল ইজতিহাদ তথা গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানগণের পশ্চাদপদতার যুগ। এ সময়ে মুসলমানগণের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ক্রুসেডে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় এবং মুসলমানগণের উপর তাদের (পাশ্চাত্যের আমদানীকৃত) আইন প্রয়োগ করে। এ প্রেক্ষাপটে উদ্ভব হয় ওয়াহাবী আন্দোলন, যার বিস্তার ঘটে সৌদি 'আরবে। এ আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভংগী ছিল মানুষকে তাকলীদ ছেড়ে ইজতিহাদ ও সালফে সালিহীনের দিকে আহবান জানানো। এছাড়া, এ সময়ে আরো কতিপয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় সানুসী আন্দোলন এবং সুদানে মাহদী আন্দোলন। এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান জানানো।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিককে সংস্কারের যুগ হিসেবে (তাজদীদ ও ইসলাহে ইসলাম) চিহ্নিত করা যায়। এ সংস্কার (তাজদীদ) আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন জামালুদ্দীন আফগানী (র.), মিসরের শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুহু (র.) এবং পাকিস্তানের 'আল্লামা ইকবাল'। তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন-ইসলামের দিকে খাঁটিভাবে প্রত্যাবর্তন এবং বিশুদ্ধ 'আকীদার অনুসরণ। কিন্তু, এ আন্দোলনে সঠিক আকীদা গড়ে তোলার পাশাপাশি তৎকালীন অবক্ষয় সাধিত রাজনীতির সংমিশ্রণও ঘটে। পরবর্তীতে এগিয়ে আসেন মিসরের শায়খ রশীদ রেজা, যিনি ছিলেন মুহাম্মদ 'আবদুহুর শিষ্য। 'ফিকহ' সম্পর্কিত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

ইজতিহাদ-এর প্রকৃতি

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র নির্ভুল ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাওফীক দান করেন, তিনিই দ্বীনের ব্যাপারে বুৎপত্তি লাভ করতে পারেন এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছামত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন। তাই, কোন ব্যক্তি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। একজন

Dhaka University Institutional Repository

মুজতাহিদ কেবল কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এক্ষেত্রে মুজতাহিদও তার ইজতিহাদে কখনো ভুল করতে পারেন, আবার ঠিকও করতে পারেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে– একজন মুজতাহিদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেমন সম্ভব, ঠিক তেমনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটিও অসম্ভব নয়। মুজতাহিদের মাঝে পরস্পর একাধিক মত বা রায় পাওয়া গেলে এবং এক একজন এক এক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে "হক" তথা সঠিক মত একটাই। প্রত্যেকটিই যে সত্য ও সঠিক হবে এমনটি নয়। সঠিক সিদ্ধান্তটির ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। নিম্নোক্ত দু'টি ঘটনা থেকে এ' বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. একদা সাহাবা কিরামের (রা.) উপস্থিতিতে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা.) নিকট একজন মুফাববিদাহ (مفوضة) তথা মোহর অনুল্লিখিত এমন বিবাহিতা রমনী যার সাথে সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে; তার মহরের পরিমাণ জানতে চাওয়া হলে তিনি (ইবন মাস'উদ (রা.)) দ্বিধাহীনচিত্তে বললেন যে, আমি এ ব্যাপারে আমরা পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের মাধ্যমে কুর'আন-সুন্নাহ্র মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ করব। এ'ক্ষেত্রে আমি যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, তবে উহা হবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তবে তা হবে একান্ত আমার ব্যক্তি সত্তার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। উক্ত মহিলার জন্য 'মহরে মিসাল' (مهر مثال) ধার্য হবে বলে আমি মনে করি। এর চাইতে কমও হবে না, বেশীও হবে না। উপস্থিত সাহাবা কিরামের (রা.) মধ্য থেকে কোন একজন সাহাবীও তার এরূপ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেননি। ইবন মাস'উদের (রা.) উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা বলা যায় যে, ইজতিহাদ ভুলের সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদ ভুলও করতে পারেন, আবার সঠিকও করতে পারেন। এ বিষয়ে সাহাবাগণের ইজমা'ও হয়েছে।

২. হযরত দাউদ (আ.) এবং তদ্বীয় পুত্র হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ইজতিহাদী যোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا।[৬৬] এখানে ففهمناها দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মুজতাহিদ ভুলও করতে পারেন, যেমনটি করেছেন হযরত দাউদ (আ.)। আবার সঠিকও করতে পারেন, যেমনটি করেছেন হযরত সুলাইমান (আ.)।

মূলতঃ ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া– না হওয়া মুজতাহিদের আওতা বহির্ভূত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তৌফিক দেন না, বরং এক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদের দায়িত্ব হচ্ছে–

---

৬৬. *আল-কুর'আন*, সূরা– আম্বিয়া, ২১ : ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদ করা, এজন্য তাকে সর্বাবস্থায় প্রতিদান দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, - المخطى له اجرٌ والمصيب له أجران । অর্থাৎ ভুল সিদ্ধান্ত কারীর জন্য তার গবেষণার জন্য একটি প্রতিদান, আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদের জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান। একটি হচ্ছে ইজতিহাদ তথা গবেষণার জন্য, আর অপরটি হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছার জন্য। সুতরাং একথা ঠিক যে, মুজতাহিদের ক্ষেত্রে দুটোই সম্ভব।[৬৭]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো– প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তকারী এবং পরস্পর বিরোধের ক্ষেত্রে সকলের সিদ্ধান্তই সঠিক। হক সিদ্ধান্ত আল্লাহর নিকট। সঠিক ইজতিহাদের পূর্বে তার নিকট কোনটা গৃহিত নহে।

ইজতিহাদের পূর্বে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে। মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো– দলীলের সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা। এতে সফলও হতে পারেন, আবার ব্যর্থও হতে পারেন।

মুজতাহিদগণের মধ্যে কেহ কোন বস্তুকে হারাম মনে করেন, আবার কেহ হালালও মনে করেন। অথচ বাস্তবে হালাল-হারাম পরস্পর বিরোধী। কাজেই এ সিদ্ধান্তে একত্রিত হওয়া অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট উসূলবিদ 'আল্লামা নাসাফী (র.) তাঁর রচিত মানার গ্রন্থে বলেন :

ان المجتهد يخطى ويصيب والحق فى موضع الخلاف واحد -[৬৮]

"নিশ্চয় একজন মুজতাহিদ ভুল ও করতে পারেন, আবার কখনো ঠিকও করতে পারেন। আর মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক মত একটিই হবে।

মূলতঃ মাসয়ালা আহরনের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ সফলও হতে পারেন, আবার ব্যর্থও হতে পারেন। যখন সঠিক সিদ্ধান্তের নাগাল পাবেন তখন বলা হয়ে থাকে তিনি مصيب। পক্ষান্তরে, যখন সঠিক সিদ্ধান্তের নাগাল পাবেন না তখন তাকে বলা হবে তিনি مخطى। অবশ্য مخطى এবং مصيب যাই হউক না কেন, পরিণামের ক্ষেত্রে সকলেই সফল। কেননা, আল্লাহ উভয়কেই তাদের সত্য সন্ধানের জন্য পুরস্কৃত করবেন।

---

৬৭ . *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫ সাল), পৃ. ১১৩। অন্যত্র রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, إذا إجتهد الحاكم واصاب فله أجران وان اخطأ فله أجرٌ "– বিচার-ফয়সালাকারী যখন ইজতিহাদের সাহায্যে নির্ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তার জন্য থাকে দু'টি প্রতিদান। আর সে যদি ভুল করে তবু সে একটি প্রতিদান অবশ্যই পাবে।"

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, পৃ. ১৪৪; আন-নাসাফী, *আল-মানার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৬৮. আন নাসাফী, *আল মানার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০, ইসলামী শরীয়তের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শারী'আহ-এর বাস্তবায়ন ও ইজতিহাদ –বর্তমান প্রেক্ষিত

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ তথা বিশ্বায়ন-এর ধারণা, পাশ্চিমা গণতন্ত্রের চর্চা, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, উত্তর আধুনিকতাবাদ, পরিবর্তিত সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির ছোবল, আকাশ সংস্কৃতির অশুভ প্রভাব, সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদ, মানব রচিত মতবাদ, সন্ত্রাসবাদসহ যাবতীয় বিষয়ের মোকাবেলায় ইসলামী শারী'আহ-এর বাস্তবায়ন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

আধূনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইটের যথাযথ ব্যবহার এবং আধুনিক ও নব উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তবায়িত বিধানুযায়ী সৎ ও সফল নেতৃত্বদান সময়ের অনিবার্য দায়ী। আর এজন্য প্রয়োজন গতিশীল চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক গবেষণা। বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কুর'আন-সুন্নাহ্সহ সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ঐতিহ্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের আলোকে ইজতিহাদই একমাত্র পন্থা ও কৌশল। নিম্নে আমরা ইজতিহাদের সংক্ষিপ্ত প্রয়োগিক দিক এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় সুপরিশমালা তুলে ধরছি :

১. ইজতিহাদের যোগ্য 'আলিম তথা ইসলামী জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানে বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া। এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর ঐতিহ্যবাহী সালফে-সালিহীনের অনুসৃত তরীকা ও কৌশল অনুসরণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা ইউসুফ আল কারযাকী বলেন, "ইজতিহদের দরজা চতুর্থ বা তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীর পর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ কথাটি আদৌ সঙ্গত নয়। কারণ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ইজতিহাদের দরজা খুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তিনি চলে যাবার পর এ দরজা আর কেউ বন্ধ করতে পারেন না। এ অধিকার আর কারো নেই।[৬৯]

'আল্লামা শাওকানী (র.) এ' প্রসঙ্গে ইমাম যুরকানী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

এ' যুগে কোন মুজতাহিদ নেই, এ সব লোকদের এ কথাটি আশ্চার্য হবার মত। কারণ তারা যদি কথাটি এ উদ্দেশ্যে বলে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের লোকদেরকে যে অসাধরণ বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তি দিয়েছিলেন এবং পরে তা' তুলে নিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ্ সম্পর্ক তাদের এ' দাবী বাতিল। আর যদি কথাটি এই উদ্দেশ্যেই বলে থাকেন যে, পূর্বের লোকদের কাছে জ্ঞান ও ইজতিহাদের যত সহজ উপায়-উপকরণ ছিল তা পরবর্তীকালের লোকদের কাছে নেই। তাহলে তাদের এ' দাবী বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ, পরবর্তীকালের

---

৬৯. 'আল্লামা ইউসুফ আল বায়যাভী, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, অনুবাদ– ড. মাহফুজুর রহমান, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১২৯; Muhammad Atar Ali, *Shah Wah Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P- 47.

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের পক্ষে জ্ঞান অর্জন, ইজতিহাদের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ, কুর'আন-সুন্নাহ্ অধ্যয়ন, ইমামগণের মাযহাব পর্যালোচনা করণ অনেক সহজ হয়েছে।[৭০]

২. ইসলামী শারী'আহ-এর মূল উৎস কুর'আন-সুন্নাহ্র দিকে মনোনিবেশ করা। মাকাসিদে শারী'আহ (ইসলামী শারী'আহ এর মুল উদ্দেশ্যাবলী)-এর আলোকে চিন্তা গবেষণা করা।

৩. পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের (আয়িম্মায়ে মুজাতাহিদীন) অভিমতের ভিত্তিতে গড়ে উঠা ফিক্হ শাস্ত্রের উপর পুনঃদৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যেন বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে মুসলিম উম্মাহর সমস্যার সমাধান ও কল্যাণ সাধন করা যায়।[৭১]

৪. সম-সাময়িককালের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ করা।

৫. ইমামগণের মতবিরোধপূর্ণ মাস'আলাগুলোকে পুনঃযাচাই-বাছাই করা। এ ক্ষেত্রে কুর'আন-সুন্নাহ্র মানদন্ডে স্বাধীনভাবে গবেষণা করা। এ প্রসঙ্গে ইমাম করাফী (র.) কর্তৃক রচিত আল আহকাম গ্রন্থের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয় ঃ

"সব ইজতিহাদী আহকাম মতে আমল করা বৈধ নয়, অনুরূপভাবে মুজতাহিদগণের দেয়া সব ফাতওয়ার তাকলীদ করাও জায়েয নয়, বরং সব মাযহাবেই এমন কিছু মাসা'ইল রয়েছে যার প্রতি দৃষ্টি দান করলে মনে হয় যে, এ' সব মাস'আলায় ইমামের তাকলীদ করা না জায়েয।[৭২]

৬. কোন ফিকহী বিধান যদি এমন হাদীসের ভিত্তিতে পাওয়া যায় যে হাদীসের সনদ সহীহ নয় বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম-নীতি (উসূল) ও অন্যান্য 'নস'-এর ভিত্তিতে পূনঃ ইজতিহাদ করা।[৭৩]

---

৭০. *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০ হতে উদ্ধৃত।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯- ১৫০; এ প্রসঙ্গে কতিপয় মাস'আলা উপস্থাপন করা হলো– যা সম্পর্কে পরবর্তীকালের ইমামগণ পূর্ববর্তী ইমামগণের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। যথা–

১. কুর'আন শিক্ষা, ইমামতি এবং মুআয্যিনী করে ভাতা নেয়া যাবে না।

২. বর্তমানে ইয়াতীমের মাল নিয়ে মুভাওয়াল্লিকে ব্যবস্থা করার অনুমতি না দেয়া।

৩. ইয়াতীম ও ওয়াকফের জমি যবর দখলকারী তার উৎপাদিত ফসলের জন্য দায়ী করা।

৪. ওয়াকফের বাড়ি এক বছরের অধিক ইজারা এবং বর্গা বা চাষ করতে না দেয়া।

৫. বর্তমানে নারীদেরকে নামাজের জন্য মসজিদে আসতে না দেয়া।

৬. অর্ডারের মাধ্যমে কোন বস্তু বানানো বা এ' পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করার অনুমতি দান ইত্যাদি।

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

৭২. 'আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ফকীহ্গণ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা। দীর্ঘদিন থেকে মুসলিমগণের মাঝে দুটি ধারা ও প্রবণতা চলে আসছে যে, যারা ফকীহ্ তারা হাদীস অধ্যয়নে মনোযোগী নন, পক্ষান্তরে, যারা মুহাদ্দিস তাঁরা ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়নে অমনোযোগী। ফলে, ইসলামী বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং একজন মুহাদ্দিসকে অবশ্যই ফিক্হ, উসূলুল-ফিক্হকে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ইসলামী শারী'আহ-এর উৎস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন থাকতে হবে। পক্ষান্তরে, একজন ফকীহ্কে সিহাহ-সিত্তাহসহ হাদীসের মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী এবং উক্ত গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। সর্বোপরি, হাদীস বিজ্ঞান সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে।[৭৪]

৮. যে সব মাস্'লার ভিত্তি মুসলিহাত (জনকল্যাণ) এবং 'আদত (প্রথা) সে সব মুসলিহাত ও 'আদত-এর পরিবর্তানের সাথে সাথে জনকল্যান ও প্রথার আলোকে ইজতিহাদ করা।[৭৫]

৯. পূর্ববর্তী ইজতিহাদী ইজমা'র প্রতি সমকালীন গবেষকগণের পূণঃদৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। কারণ, ইজতিহাদী ইজমা' নকলী ইজমা' (কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে ইজমা') দ্বারা রহিত হওয়া বৈধ।[৭৬]

১০. অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে গৃহিত মাস'আলার পূনঃ বিচার-বিশ্লেষণ করা সমকালীন গবেষকের কর্তব্য। কারণ, অধূনা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ফলে নতুন নতুন তথ্য ও ধারণ পাওয়া যায়। সুতরাং, বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা-গবেষণা করে এবং ইসলামী শারী'আহর মুল উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রেখে মাস'আলা গ্রহণ করা উচিৎ।[৭৭]

১১. ইজতিহাদের মানদন্ড হবে ইসলামী শারী'আহ (الشريعة الاسلامية)। সমাজের বাস্তবতার অনুগত নয়– বরং সমাজের বাস্তবতাকে ইসলামী শারী'আহ-এর অনুগত করাই হবে ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গী।

১২. ইজতিহাদের দরজা কেবল তাদের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হবে– যারা উলুল আমর (أولى الأمر) তথা এমন ব্যক্তি যারা সঠিক দায়িত্বের সাক্ষ্য বহন করে এবং সকলের নিকট যারা গ্রহণযোগ্য 'আলিম হিসেবে পরিচিত।

---

৭৪ . এক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনন্ত আহকামের হাদীস সম্বলিত গ্রন্থসমূহ তর শরাহ সমূহ এবং আহকামের হাদীস সমূহের তাখরীজের গ্রন্থাবলী যেমন– যাইলায়ীর নাসবুর রায়া' হাফিয ইব্ন হাজারের 'তালখীস' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ, এসব গ্রন্থ হাদীস বুঝা ও যাচাইয়ের পথকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। যদিও তা পুরোপরি ও যথেষ্ট নয়। দ্র. পৃ. ১৩৫-১৩৬।

৭৫ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫০।

৭৬ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৪৩।

৭৭ . পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. 'ইজতিহাদ' সামষ্টিকভাবেই (اِجْتِهَاد اِجْمَاعِى) হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৭৮] তবে ব্যক্তিগতভাবেই ইজতিহাদ (اِجْتِهَاد شَخْصِى) করার সুযোগ থাকবে। ঐ সেক্ষেত্রে তা ব্যক্তির অভিমত হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং উক্ত একক ইজতিহাদের প্রভাব ও প্রয়োগ নির্ভর করবে দলীল-প্রমাণ ও 'আলিম সমাজের গ্রহণীয়তার উপর।

১৪. পর্যায়ক্রমে জাতীয়ভাবে এবং বিশ্বব্যাপী একটি 'ফিক্হ সংসদ' গঠন হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উক্ত সংসদটি হবে সরকার কিংবা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন।[৭৯]

উপসংহার

ইজতিহাদ (اِجْتِهَاد) সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আমরা এ' সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বর্তমান কাল তথা পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সৃষ্ট আধুনিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইজতিহাদ একটি অপরিহার্য বিষয়। পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী শারী'আহ্-এর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ ইজতিহাদ ব্যতিত আদৌ সম্ভব নয়। যে সকল বিষয়ে কুর'আন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট দলীল তথা বিধান রয়েছে, অথবা যে সকল ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা কুর'আন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক দলীলের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধতা করারই নামান্ত

---

৭৮ . এ' প্রসঙ্গে হযরত 'আলী (রা.)-এর একটি বর্ণণা লক্ষ্যণীয় : তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি কখনো এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি, কিংবা কোন সুন্নাতও পাওয়া যায় না, তখন সে প্রসঙ্গে আমাকে কি আদশে দেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ জাতীয় বিষয়ে দ্বীনদার ও জ্ঞানী মুমিনগণকে জামায়েত করে তাঁদের পরামর্শ ও মাশওয়ারা গ্রহণ করবে, একাকী নিজের মতের উপর ভিত্তি করে কোন ফয়সালা করবেনা।

দ্র. 'আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, *ইসলমী শারী'আতের বাস্তবায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৭৯ . কাংখিত ফিক্হ সংসদের কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ :

১. আধুনিক মাসা'ইল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত ও শরী'আতের হুকুম ব্যক্ত করা।

২. ফিকহী বিষয়ের উপর সেমিনার ও সেম্পুজিয়াম কিংবা বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা।

৩. ফিক্হ শাস্ত্রীয় বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করা এবং ফিক্হী বিষয়ে তুলনামুলক পর্যালোচনা করা।

৪. যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি তথা ইসলামী চিন্তাবিদগণকে বাছাই করে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশ করা।

৫. শারঈ আহকাম সম্পর্কে 'আইন গ্রন্থের আলোকে বিন্যস্ত করা এবং উহার সাথে ইনডেক্স তৈরি করা।

৬. ফিক্হ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

৭. 'ফিক্হ' শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করা এবং যথাস্থানে কুর'আন-সুন্নাহ্র উদ্ধৃতি দান করা।

৮. ইসলাম বিরোধী সমাজের পক্ষ থেকে ইসলামী শারী'আহ-এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের যথার্থ জবাব দান করা।

৯. ইসলামী ফিকহের একটি বিশ্বকোষ (موسوعة) প্রকাশ করা ইত্যাদি। দ্র. 'আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

র। পক্ষান্তরে, যেসব বিষয়ে স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল নেই কিংবা সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তও নেই অথবা যেসব দলীল ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ এবং পরস্পর বিরোধী ও দ্ব্যর্থবোধক এসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ হচ্ছে সমস্যা সমাধানে এবং আইন প্রণয়ের একটি স্বাভাবিক ও চলমান প্রক্রিয়া। মূলতঃ এটি ইসলামী শারী'আহ অনুমোদিত উৎস ও ব্যবস্থা।

ইজতিহাদকৃত বিষয়ের উপর আমল করা শারঈ' বিধান পালনের নামান্তর। একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে বিধান জানতে পারবেন তার উপর তিনি নিজে অবিচল থাকবেন এবং তাঁর অনুসারী ব্যক্তিও তার উপর আমল করবেন। যদি ইজতিহাদকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত শারঈ' কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল পাওয়া যায় তা'হলে ইজতিহাদের নতুন সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে। 'ইজতিহাদ ইসলামী শারী'আহ-এর উৎস হিসেবে তখনই গণ্য হতে পারে যখন ইজতিহাদ সম্পন্ন করার সঠিক শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে। এজন্য একজন মুজতাহিদের মধ্যে শারী'আহ নির্ধারিত যাবতীয় গুণাবলী উপস্থিত থাকা অপরিহার্য। রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকে সূচিত ইজতিহাদ প্রয়োজনের আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে আর এটি হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد)

আভিধানিক

পারিভাষিক

আল-কুর'আনে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি

আল হাদীসে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি

তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা

তাকলীদ-এর বিভিন্নতা

সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ

সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ যুগের মুক্ত তাকলীদ বা মুতলক তাকলীদ

সাহাবী-তাবি'ঈ যুগে ব্যক্তি তাকলীদ

মাযহাব চতুষ্টয়-এর তাকলীদ

তাকলীদ-এর স্তর বিন্যাস

সর্ব সাধারনের তাকলীদ (تعليد العام)

বিজ্ঞ 'আলিম-এর তাকলীদ (تعليد العالم المتبحر)

মুজতাহিদ ফীল-মাযহাব-এর তাকলীদ (تقليد المجتهد فى المذهب)

মুজতাহিদ মতলক-এর তাকলীদ (تقليد المجتهد المطلق)

মুকাল্লিদের জন্য আংশিক বা খণ্ডিত ইজতিহাদ-এর বিধান

তাকলীদ-এর তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد)

'তাকলীদ' (تقليد) ইসলামী শারী'আহ্র একটি পরিচিত পরিভাষা। এটি ইজতিহাদ (اجتهاد)-এর সাথে সম্পৃক্ত একটি অপরিহার্য বিষয়। রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকে যে সব দলীল ও যৌক্তিক কারণে ইজতিহাদের স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেসব দলীল ও যৌক্তিক কারণেই ইসলামী শারী'আতে তাকলীদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলাম-এর বিধি-বিধান (আহকামুল ইসলাম) দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে সুস্পষ্ট (ظاهر), দ্ব্যর্থহীন এবং অকাট্য (قطعى)। অপরটি হচ্ছে অস্পষ্ট (خفى), দ্ব্যর্থবোধক (مشترك) এবং অনুমানভিত্তিক (ظنى)। যেসব বিষয় স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন বৈধতা ও সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তথা ইমামের তাকলীদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু, যেসব আহকাম অস্পষ্ট, ধারণাপ্রসূত এবং দ্ব্যর্থবোধক সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অপরিহার্যতা রয়েছে। আর যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের জন্য ইজতিহাদের যোগ্য ব্যক্তি তথা মুজতাহিদের 'তাকলীদ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

মূলতঃ তাকলীদ (Imitation) হচ্ছে– আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের তা'আলা আনুগত্যেরই ধারাবাহিকতা। ইমাম মুজতাহিদের তাকলীদ ইসলামী শারী'আহ্র শর্ত মোতাবেক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার দোষ বা শার'ঈ বাধা নেই। নিম্নে আমরা এ' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

আভিধানিক তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد)

তাকলীদ (تقليد) [৮০] শব্দের অর্থ হচ্ছে– 'হার পরানো, মালা পরানো, গলায় অথবা কাঁধে কোন বস্তু ঝুলিয়ে দেয়া। এটি 'কিলাদাতুন' (قلادة) থেকে উদ্ভূত। যখন মানুষের স্কন্ধে এটি

---

৮০. 'আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা (اصول الإفتاء)*, (ঢাকা ঃ মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হিজরী), পৃ. ৫১-৫২; ইবন মানযূর তাকলীদের অর্থ বুঝানোর জন্য তাঁর গ্রন্থে নিম্নরূপ উল্লেখ করেন ঃ

القلادة : ما جعل فى العنق يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة التى تهدى والبحرها - - - - وقد قلده قلادا وتقلدها ، ومنه التقليد فى الدين وتقليد الولاة الأعمال،

وتقليد البدن أن يجعل فى عنقها شعار يعلم به انها هدى ، قال الفرزدق :

حلفت برب مكة والمصلى

واعناق الهدى مقلدات

وقلده الأمر - الزمه إياه ، وهو مثل بذالك التهذيب ، وتقليد البدنة أن يجعل فى عنقها عروة مزادة او خلق نعل فيعلم أنها هدى ، قال الله تعالى : ولا الهدى ولا القلائد ،

Dhaka University Institutional Repository

(কিলাদাহ) পরিধান করানো হয়, তখন এর দ্বারা মালা বা হার পরানো বুঝায়। আর যদি পশুর গলায় ঝুলানো হয়, তখন এদ্বারা দড়ি বুঝানো হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে কিলাদাহ শব্দ দ্বারা তালার হারকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন– হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : "استعرت من اسماء قلادة"

"–আমি হযরত আসমার (রা.) নিকট থেকে একটি হার ধার নিয়েছি।"[৮১]

রূপকভাবে 'তাকলীদ এর অর্থ হচ্ছে– অনুসরণ করা, অনুকরণ করা ইত্যাদি। 'আরবী অভিধানে 'তাকলীদ' (تقليد) শব্দের অর্থ করা হয়েছে এভাবে ঃ

" وقلد فلانا : اتبعه فيما يقول او يفعل من غير حجة ولا دليل"

"–কোনরূপ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা ও কাজের অনুসরণ করা।"[৮২]

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী শারী'আহ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'তাকলীদ' (تقليد) বলতে বুঝায়– কুর'আন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামী শারী'আহ-এর উৎস সমূহ থেকে সরাসরি মাস'আলা উদ্ভাবন কিংবা শার'ঈ বিষয়ে কোন সমস্যার সমাধান দানে সক্ষম নয় –এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই কোন মুজতাহিদ ইমাম বা ফকীহ্‌র অনুসরণ করা।[৮৩]

ইমাম গাযালী (র.) 'তাকলীদ' (تقليد)-এর পরিচয় নিম্নরূপ দিয়েছেন :

দ্র ঃ 'আল্লামা আবুল ফদল জামালুদ্দীন মোহাম্মদ ইবন মুকাররাম, ইবনু মানযূরআল আফরিকী আল মিসরী, *লিসানুল 'আরব* ৩য় খন্ড, *(لسان العرب)*, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌হ, প্রকাশকাল– ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

৮১. মু'জামাতু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে তাকলীদের অর্থ নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :

" التقليد : مصدر: قلّد : وضع الشيى فى العنق مع الاحاطة به ـ وسمى ذالك : قلادة، تقليد العام : اتباعه معتقدًا أصابته من غير نظر فى الدليل وتقليد الهدى : إلباسه القلادة من النعال وهحوها ليعلم انه هدى "

দ্র ঃ মুহাম্মদ রাওয়াসকাল 'আজী ও হামিদ সাদিক, *মু'জামাতু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী ঃ ইদারাতুল কুর'আন ওয়া 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ), পৃ. ১৪১।

৮২. লেখক মন্ডলী, *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৫০৩-৫০৪; আল মু'জামুল-ওয়াসী *মাজমা'ইল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (দেওবন্দ ঃ কুতুবখানা-ই-হুসাইনিয়্যাহ, ভারত তাকাহিরা কর্তৃক সংকলিত) পৃ. ৭৫৪; 'আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, পৃ. ৫১-৫২।

৮৩. উসূলুল পৃ. ৫১-৫২; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৫ সাল), পৃ. ৪১৯; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৪; মাওলানা সরফ রায় খান সফদর, *আল কালামুল মুফীদ ফী ইসবাতিত-তাকলীদ*, (সাহাবান নুর ঃ মাকতাবাই-ইলমিয়্যাহ, ভারত) পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

"তাকলীদ বলা হয় কারো কথাকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়াকে।"[৮৪]

প্রখ্যাত মুফতী সাইয়্যেদ 'আমীমুল ইহসান তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

" التقليد عبارة عن اتباع الانسان غيره معتقدا للحقية فيه من غير نظر فى الدليل او هو عبارة عن قبول الغير من غير حجة "[৮৫]

"–তাকলীদ বলা হয় কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে দলীল প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করতঃ তার অনুসরণ করা, অথবা প্রমাণ ছাড়াই কারো কথাকে গ্রহণ করে নেয়া।

'আল্লামা ইবনুল হুমাম ও 'আল্লামা ইবনু নুজাইম বলেন,

" التقليد العمل بقول من ليس قوله إحد الحجج لاحجة منها "[৮৬]

"–তাকলীদ বলা হয় কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিত এমন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী আমল করা যার কথা শারী'আতের দলীল সমূহের অন্তর্ভূক্ত নয়।

ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আতহার আলী 'আল্লামা শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাকলীদ -এর পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন,

The Arabic word taqlid is derived from qaladah or qiladah' which literally means a necklace or an exquisite poem and so on. Taqlid is made to the measure (wazn) of bab taf'il, 'qalladaha qaladah' means; he made her wear a necklace. Philologically taqlid means imitation, copying, unquestioning adoption of concepts or ideas and so on.[৮৭]

কেউ কেউ বলেছেন,

"Acting upon the opinion of another person without any positive proof (hujjat mulzimah)"[৮৮]

কারো কারো মতে তাকলীদ হচ্ছে,

---

৮৪ . ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয্ ফী উসূলিল ফিক্হ* (বৈরুত : মু'আস্ সাসাতুর রিসালাহ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৪১০; লেখক মন্ডলী, *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রীষ্টব্দ), পৃ. ৫০৩ হতে উদ্ধৃত।

৮৫ . লেখক মন্ডলী, *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, পৃ. ৫০৩-৫০৪ হতে উদ্ধৃত; সাইয়্যেদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওআ'ইদুল ফিক্হ (قواعد الفقه)* (দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, ভারত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ২৩৪।

৮৬ . মাওলানা মুফতী তাকী 'উসমানী, *তাকলীদ ফি শারঈ' হায়সিয়্যাত (تقليد كى شرعى حيثيت)* (করাচী : মাকতাবা-ই-দারুল 'উলূম, পঞ্চম প্রকাশ, ১৪৭৮ হিজরী), পৃ. ১৪।

৮৭ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqli,* (Dhaka : Bangladesh Institute of ISlamic Thought, First Published in 2001) p- 189.

৮৮ . Ibid, P- 189.

Dhaka University Institutional Repository

"taqlid' as the servile adoption of another's opinion without evidence."[89]

'আল্লামা শাওকানী (র.) তাকলীদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন,

"adoption of the verdict of a proponent while you do not know from where he said it."[৯০]

মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম (র.) বলেন,

" هو العمل بقول احد المجتهدين دون بحث عن الدليل مادام المقلد عاجزا عن الأجتهاد "[৯১]

"–দলীল সম্পর্কে কোন আলোচনা পর্যালোচনা ছাড়াই, মুজতাহিদগণের মধ্যে যে কোন একজনের কথা অনুযায়ী আমল করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মুকাল্লিদ নিজে ইজতিহাদ করতে অক্ষম থাকবে।"

আল্-কুর'আনে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি

'তাকলীদ' (تَقْلِيد) বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আল্-কুর'আনে বিভিন্ন আঙ্গিকে নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে আমরা উহার সমর্থনে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করার চেষ্টা করছি ঃ-

(١) " يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ 92"

"–হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলের (সা.) আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদেরও।"

উপরোক্ত আয়াতে 'উলূল আমর' (اولى الأمر)-এর আনুগত্য করার বৈধতা দান করা হয়েছে। আর 'উলূল আমর'-এর দ্বারা মুলতঃ ফকীহ্ 'আলিমগণকেই বুঝানো হয়েছে।

জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ (রা.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), 'আতা ইব্ন আবূ রাবাহ, 'আতা ইবনুস সাইব, হাসান বসরী, আবুল 'আলিয়াসহ 'আলিম ও তাফসীরবীদগণের একটি বিরাট দল 'উলুল আমর'-এর দ্বারা ফকীহ্ 'আলিমগণকে বুঝানোর ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৯৩]

---

৮৯ . Ibid, P- 189.

৯০ . Ibid, P- 189.

৯১ . মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

৯২ . *আল-কুর'আন, সূরা নিসা*, ৪ : ৫৭।

৯৩ . *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২। অবশ্য এ' প্রসঙ্গে কোন কোন 'আলিম বলেন, 'উলুল আমর দ্বারা মুসলিম শাসককে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবূ বকর আল জাসসাস (র.) উক্ত অভিমতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন যে, উক্ত শব্দের অর্থদ্বয়ের ('আলিম ও শাসক) উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

(২) " وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ "[৯৪]

"–তাদের (সাধারণ মুসলমানগণের) কাছে যখন শান্তি ও শংকা সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌছে, তখন তারা উহার প্রচারে লেগে যায়। অথচ, বিষয়টি যদি তারা রাসূল (সা.) এবং উলিল আমরগণের কাছে পেশ করতো, তা'হলে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টি উদঘাটন করতে পারতো।"

এ' আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণ করে যে, 'উলুল আমর' তথা তত্ত্ব ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে রহস্য উদঘাটন করে সমস্যার সমাধান করবে। আর যারা এ' বিষয়ে অক্ষম তারা মুজতাহিদ নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। মূলতঃ এটি হচ্ছে তাকলীদের মর্মার্থ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ইমাম রাযী বলেন :

" الآية دالة على امور - أحدها أن فى أحكام الحوادث ما لا يعرف النص بل بالاستنباط - وثانيها أن الاستنباط حجة - وثالثها أن العام يجب عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث - "[৯৫]

"–বক্ষমান আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক– নিত্য-নতুন এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, যার সমাধান সরাসরি নস আয়াত দ্বারা বুঝা যায় না। সুতরাং, তার জন্য ইস্তিম্বাতের (গবেষণা) প্রয়োজন হয়। দুই– ইস্তিম্বাত (গবেষণা) শারী'আতের একটি দলীল। তিন– সাধারণ মানুষের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক মাসায়েল ও সমস্যার ক্ষেত্রে 'উলামা কিরামের তাকলীদ করা ওয়াজিব।

(৩) " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ - وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ - "[৯৬]

"–দ্বীনী বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে পড়ছে না, যেন জাতির নিকট ফিরে এসে তাদেরকে তারা সতর্ক করতে পারে? আশা করা যায় যে, তারা সতর্কতা অবলম্বন করবে।"

উক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে– উম্মাহ্‌র মধ্যে এমন একটি দল বিদ্যমান থাকা একান্তই জরুরী যারা দিবা-রাত্র কুর'আন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অর্জনে নিমগ্ন থাকবে এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বঞ্চিতদেরকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুর'আন-সুন্নাহ্‌র

রাজনৈতিক বিষয়ে মানুষ শাসকের আনুগত্য করে। আর 'ফিক্‌হী বিষয়ে ফুকাহা কিরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করে থাকে।

দ্র : পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২-৫১৪।

[৯৪]. *আল-কুর'আন, সূরা– আন্‌-নিসা,* ৪: ৮৩।

[৯৫]. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫।

[৯৬]. *আল-কুর'আন, সূরা– আত্‌-তাওবা,* ১১: ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ এবং সর্ব সাধারণের প্রতি নির্দেশ হলো– তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। তাকলীদ এর মর্ম হচ্ছে এটিই।[৯৭]

(٤) " فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ "[৯৮]

"–তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে (আহলে ইল্‌ম) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।"

আলোচ্য আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে।

আল হাদীসে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতেই সাহাবায়ে কিরামকে (রা.) ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাকদীদ (تقليد شخصى) এবং মক্ত তাকলীদ (تقليد مطلق) করার জন্য তাকীদ করেছেন। আমরা এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি,

(১) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন,

" مَنْ اَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُه عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ "[৯৯]

"–জ্ঞান (ইল্‌ম) ছাড়া কোন বিষয়ে ফাতওয়া দিলে পরে সে পাপ ফাতওয়া দানকারীর উপরই বর্তাবে।"

(২) ইবরাহীম ইবন 'আব্দুর রহমান আল আযারী কর্তক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লম ইরশাদ করেছেন :

" يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ "[১০০]

"–বিশ্বস্থ উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে এই জ্ঞান অর্জন করবে এবং অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এটি হিফাজত করবে।

তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা

'তাকলীদ' (تقليد) হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একজন মুকাল্লিদ (তাকলীদকারী) মুলতঃ অনুসরণীয়

---

৯৭ . *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬।

৯৮ . *আল-কুর'আন, সূরা– আন্-নাহ্‌ল*, ১৬ : ৪৩; *সূরা– আল্-আম্বিয়া*, ২১:৭।

৯৯ . *আল্-হাদীস, সুনানু আবী দাউদ* (سنن إبى داؤد)।

১০০ . *আল্-হাদীস, বায়হাকী* (بيهقى)।

Dhaka University Institutional Repository

মুজতাহিদ ইমামের নির্দেশনানুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূলেরই (সা.) আনুগত্য করে থাকেন।

ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে যাঁরা কুর'আন ও সুন্নাহর থেকে বিধান ও মর্মার্থ উদঘাটন করতে সক্ষম নয় কিংবা ইসলামী শারী'আহ মোতাবেক আমল করতে অপারগ তাঁদের জন্য কুর'আন-সুন্নাহ্সহ শারঈ' অপরাপর উৎস সম্পর্কে বুৎপত্তিসম্পন্ন এমন বিজ্ঞ 'আলিম (عالم متبحر)-এর শরণাপন্ন হয়ে আমল করা অপরিহার্য। আর এ' বিষয়টি তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।

ইসলামী শারী'আহকে অনুসরণের একটি স্বাভাবিক ও স্বভাব প্রসূত উপায় হচ্ছে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাঁদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার আলোকে জীবন পরিচালনা করবে এবং শারঈ' বিষয়ে আমল করবে।

এ' প্রসঙ্গে 'আল্লামা শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.) বলেন,

" إن الامة إجمعت على ان يعتمدوا على السلف فى معرفه الشرعية - فالتابعون إعتمدوا فى ذالك على الصحابة (رض) وتبع التابعين إعتمدوا على التابعين وهكذا فى كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم "[১০১]

"–মুসলিম উম্মাহ্ এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তারা শারী'আহ্ জানা ও উপলব্ধি করার জন্য পূর্বসূরীগণের উপর ভরসা করবে। যেমন– তাবি'ঈগণ এক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের (রা.) উপর নির্ভর করেছেন, তাবি' তাবি'ঈগণ নির্ভর করেছেন তাবি'ঈগণের উপর। অনুরূপভাবে উম্মতের সকল পর্যায়ের 'আলিমগণ তাঁদের পূর্বসূরীগণের উপর নির্ভর করেছেন।

ইসলামী শারী'আহ্ তথা দ্বীনের বিধি-বিধান অনুসরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। রাসূল (সা.) ছিলেন আল-কুর'আনের ব্যাখ্যাদাতা।

আল-কুর'আনের আলোকে রাসূল (সা.) দ্বীনের সকল বিষয় সর্ব সাধারণের সামনে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে গিয়েছেন, যা সুন্নাহ (سنة) হিসেবে অভিহিত। কিন্তু, উক্ত কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে সকল বিধান আহরণ করা (إستنباط) প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বীনের এমন কিছু বিধান রয়েছে যা দ্ব্যর্থবোধক (مشترك), সংক্ষিপ্ত (مجمل), অস্পষ্ট (متشابة) এবং বাহ্যতঃ বৈপরিত্বমূলক (تعارض)। এসব ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জন্য অসম্ভব এবং কষ্টসাধ্য যে, সঠিকভাবে দ্বীন> আহকামের অনুসরণ করা। উক্ত বিষয়ের অনুসরণের জন্য একজন মুজতাহিদ তথা দ্বীনের ব্যাপারে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির অনুসরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১০২] আল-কুর'আনে এ সম্পর্কে নির্দেশও প্রদান করেছে এভাবে :

---

১০১. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১-৫৪২ তে উদ্ধৃত।

১০২. 'আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা* (ঢাকা ঃ মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৬ হিজরী), *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫ সাল, ১ম খণ্ড), পৃ. ৪১৯।

Dhaka University Institutional Repository

"فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ" [১০৩]

"–তোমাদের যদি 'ইল্ম (দ্বীনের জ্ঞান) না থাকে, তাহলে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস কর।" আর এটিই হচ্ছে তাকলীদের প্রকৃত মর্ম।"

'তাকলীদ' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) বলেন,

"যে ব্যক্তি নিজে খোদায়ী বিধান ও সুন্নাতে রাসূল (সা.) সম্পর্কে বুৎপত্তি রাখে না এবং মূলনীতির আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না তার জন্য ইমামগণের অনুসরণ ছাড়া বিকল্প পন্থা নেই। বিজ্ঞ ইমামগণের যাঁর প্রতিই তার আস্থা হয় তাঁর প্রদর্শিত পন্থারই সে অনুসরণ করতে পারে। এ প্রকৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি কেউ তাঁদের অনুসরণ করে, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার কোন অবকাশ নেই।[১০৪]

সুতরাং, এ' প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দ্বীনের যে সকল বিষয় সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং দলীল নির্ভর সে সকল ক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী নয়। যেমন– বিশ্বাস(إيمان)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো তথা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের রোযা পালন, যাকাত ও হজ্জসহ মৌলিক বিষয়াবলী।

পক্ষান্তরে, দ্বীন ও শারী'আহ-এর যে সকল বিষয় জটিল, দ্ব্যর্থবোধক এবং বিরোধপূর্ণ– সে সকল ক্ষেত্রে সাধারণের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা অপরিহার্য।[১০৫]

---

১০৩. *আল কুরআন, সূরা– আন নাহল*, ১৬ : ৪৩, *সূরা– আম্বিয়া*, ২১।

১০৪. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল (رسائل ومسائل)*, ১ম খণ্ড, অনুবাদ– আবু শহীদ নাসিম, (ঢাকা ঃ মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৮৯ সাল) পৃ. ১৭১; 'আল্লামা মওদূদী (র.) ইমামের তাকলীদের বৈধতার সীমারেখা উল্লেখ করে সতর্কতামূলক নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও পেশ করেন ঃ

"কেউ যদি স্বয়ং তাঁদেরকে (ইমামগণ) হুকুমকর্তা মনে করে, কিংবা তাঁদের প্রতি এমন চরম আনুগত্য প্রদর্শন করে যা কেবল বিধান কর্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ– কোন ইমামের প্রদর্শিত তরীকা থেকে দূরে সরে যাওয়াকে যদি সে মূল দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার সমার্থক মনে করে এবং তাঁর উদ্ভাবিত কোন মাস'আলা সহীহ্ হাদীস এবং আয়াতে কুর'আনের খেলাফ পাওয়া সত্ত্বেও যদি তার অনুসরণে অটল থাকে তবে এটা নিঃসন্দেহে 'শিরক' হবে।"

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।

১০৫. তাকলীদের প্রয়োগ ফিক্হের (أحكام الفقه) বিধানসমূহের অনুসরণ সম্পর্কেই হইয়া থাকে। ধর্মমতের মৌলিক ব্যাপারসমূহে অর্থাৎ 'আকাইদ-এর ব্যাপারে (যথা ঃ আল্লাহ্র অস্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে) 'তাকলীদ' সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক দলের মতে ইহাতেও তাকলীদ অবশ্যই করিতে হইবে। অপর একদলের মতে ইহাতে তাকলীদ অবাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় দল দৃঢ়তার সহিত দাবী করেন যে, 'আকাইদ –এর ব্যাপারে তাকলীদ সম্পূর্ণরূপে অচল। কারণ এই ব্যাপারে বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন, অথচ তাকলীদ দ্বারা ইহার আশা করা যায় না। আইনের ব্যাপারে তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও যাবতীয় সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে ইহা নির্বিবাদে কার্যকরী করা হয় নাই। পরবর্তীকালেও বহু বিশেষজ্ঞ সকল যুগেই ইব্ন দাকীক আল-'ঈদ অথবা সুয়ূতীর ন্যায় একজন মুজতাহিদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। আল-জুওয়ায়নী ও সুয়ূতী অবাধ ইজতিহাদ করার অধিকার দাবী করিয়াছেন। নীতির খাতিরে অন্যান্য দিক হইতেও তাকলীদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। একথা সত্য যে, ইমাম গাযালী (র) শুধু বাতিনী শী'য়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই তাকলীদের আপত্তি তোলেন নাই, যেমন সচারাচর বলা হইয়া থাকে; বরং তাঁহার আপত্তি দ্বাদশ ইমাম পন্থীদের বিরুদ্ধেও দেখা যায়। তাঁহার মতে কোন একজন বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদ 'আল্লামা তাকী 'উসমানী (র.) বলেন,

"দ্ব্যর্থতা, সংক্ষিপ্ততা কিংবা দৃশ্যতঃ বৈপরিত্বের কারণে কুর'আন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে সমস্যাও জটিলতা দেখা দিলেই ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, সহজ ও সাধারণ আহকামের ক্ষেত্রে তাকলীদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।[১০৬]

বিশিষ্ট হানাফী 'আলিম 'আব্দুল গণী নাবলুসী (র.) বলেন,

" فالامر المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة لا يُحْتاج إلى التقليد فيه لاحد الاربعة كفر ضيّة الصلوة والصوم والزكوة والحجّ

লোককে অভ্রান্ত ইমাম বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং সুন্নীদের কোন বিশ্বস্ত লোককে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা এক নহে। (যদিও ইসমা'ঈলী সম্প্রদায় এই ব্যাপারে যুক্তি দেখাইয়া থাকে যে, ইমামগণ তাহাদের ইচ্ছাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে (নাস্‌স) ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আদেশ পালনের ব্যাপারে তাক্‌লীদের প্রশ্ন অবান্তর)। যাহা হউক, দাউদ ইব্‌ন 'আলী, ইব্‌ন হায্‌ম ও অন্যান্য জাহিরী বিশেষজ্ঞ তাক্‌লীদের নিন্দা করেন এবং তাঁহারা পরবর্তী শাস্ত্রজ্ঞদের জন্য ইজতিহাদকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেন। এইজন্যই জাহিরী সম্প্রদায় বহু সুফী সাধকের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন, কারণ শরী'আতের ব্যাপারে সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি তাকলীদের অনুকূল নহে।

মহান পূর্বসূরীদের (সালাফু'স্‌-সালিহীন) সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ফিক্‌হ শাস্ত্রে পরবর্তীকালে সংযোজিত বহু বিষয় ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র.) এবং ইব্‌ন কায়্যিম আল্‌-জাওযীয়ার (র.) ন্যায় মনীষিগণ বর্জন করেন এবং প্রচলিত গতানুগতিক তাকলীদ প্রথার নিন্দা করেন। ওয়াহ্‌হাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ওয়াহ্‌হাবী সম্প্রদায় যাহারা সাধারণত হাম্বলী মায্‌হাবের অনুসারী, তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। ওয়াহ্‌হাবীগণ ও তাঁহাদের বিরোধীদের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদ –এর প্রশ্নই বিচার-বিতর্কের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কারপন্থী সালাফিয়্যাহ আন্দোলনের মধ্যেও তাকলীদের সমর্থন পাওয়া যায়। তাকলীদ অস্বীকার ব্যাপারে ওয়াহ্‌হাবীগণই তাহাদের চরম বিরোধী আধুনিকপন্থীদের জন্য পথ পরিষ্কার করেন। পরে উভয় দলই তাকলীদের নিন্দা করে এবং নূতন ইজতিহাদের দাবী জানায়। তৎপর আধুনিকপন্থিগণ ইজতিহাদ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের শর্ত ও নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছা ইজতিহাদে প্রবৃত্ত হয়।

অন্যদিকে, সম্প্রতি মিসরের আইন পরিষদ যতদূর সম্ভব প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া শারী'আতের অতি আধুনিক সমস্যারও সমাধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। অবশ্য এই পন্থা গতানুগতিক তাকলীদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওয়াহ্‌হাবীদের ন্যায় ঐ একই কারণে ইবাদিয়্যারাও তাকলীদকে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মুজতাহিদগণ সম্মিলিতভাবে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে ইজ্‌মা' দ্বারা সমর্থিত বলিয়া মনে করা হয়।

সর্বশেষে শীয়াগণ তাকলীদের প্রাচীন প্রথা হইতে ভিন্নতর মত পোষণ করিয়া থাকে। দ্বাদশপন্থীদের মতে গুপ্ত ইমামের গোপন থাকাকালে তাঁহার স্থলবর্তী হিসাবে মুজতাহিদগণ জাতিকে পথ দেখাইবেন। ধর্মীয় ব্যাপারে মুজতাহিদগণ শিক্ষকরূপে সর্বদা উপস্থিত থাকার কারণে মৃত ব্যক্তির তাক্‌লীদ নিষিদ্ধ। এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে।

দ্র. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* ১ম খন্ড, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫ সাল), পৃ. ৪১৯।

১০৬ . মাওলানা আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল-২০০৩), পৃ. ১৪৩-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ونحوها وحرمةِ الزّنا واللّواطةِ وَشرب الخمر والقتل والسرقة والغصب وَما اشبه ذالك والأمر المختلف فيه هو الّذى يُحتَاجُ الى التّقليد فيه ـ" [১০৭]

"–সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত আহকাম ও মাসা'ইলের ক্ষেত্রে চার ইমামের কারো তাকলীদের প্রয়োজন নেই। যেমন- সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং যিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, চুরি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি হারাম হওয়া দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। সুতরাং এ বিষয়ে কারো তাকলীদের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে মতভেদ পূর্ণ আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রেই শুধু তাকলীদের প্রয়োজন।"

'আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী (র.) এ' (تقليد) সম্পর্কে লিখেছেন :

"– শারী'আহ্র আহকাম দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে– এমন 'আহকাম যা' রাসূল (সা.)-এর দ্বীনের অংশরূপে সাধারণভাবে স্বীকৃত। যেমন– পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির ফরযিয়াত (অপরিহার্যতা) এবং যিনা, মদ্যপান ইত্যাদির হুরমত (নিষিদ্ধতা)। এ সকল ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ বৈধ নয়। কেননা, এগুলো সবার জন্য সমান বোধগম্য। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ফুরূ' (ইবাদতের শাখা-প্রশাখা) 'ইবাদত, মু'আমালাত, ও বিয়ে-শাদীর খুঁটি-নাটি মাসা'ইলের ক্ষেত্রে রীতি মত চিন্তা গবেষণা এবং দলীল প্রমানের প্রয়োজন বিধায় তাকলীদ অপরিহার্য।[১০৮] আল্লাহ্ তা'আলার বাণী দ্বারা প্রমাণিত– "তোমাদের ইল্ম না থাকলে আহলে 'ইলমদের জিজ্ঞাসা করে নাও।"[১০৯]

এ সকল ক্ষেত্রে তাকলীদ নিষিদ্ধ হলে সকলকে বাধ্যতামূলক ইলম্ চর্চায় নিয়োজিত হতে হবে। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল হয়ে যাবে। আর খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসার-পরিবার সবই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন আত্মঘাতী পথ অবশ্যই বর্জনীয়।

অবশ্য হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (র.) 'তাকলীদ' সম্পর্কে লিখেছেন :

"শারী'আতের যাবতীয় আহকাম ও মাসা'ইল তিন প্রকার। প্রথমতঃ দৃশ্যতঃ বিরোধপূর্ণ দলীল নির্ভর মাসা'ইল। দ্বিতীয়তঃ দ্ব্যর্থবোধক দলীল নির্ভর মাসা'ইল। তৃতীয়তঃ দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট দলিল নির্ভর মাসা'ইল। প্রথম ক্ষেত্রে আয়াত ও হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদের করণীয় হলো 'ইজতিহাদ', আর সাধারণের করণীয় হলো পূর্ণাঙ্গ তাকলীদ।

১০৭. মাওলানা তাকী 'উসমানী, *মাযহাব কি ও কেন*, ১ম খন্ড, অনুবাদ– আবু তাহের মেসবাহ (ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, প্রকাশকাল- জমাদিউল উখরা, ১৩৯৬ হিজরী), পৃ. ১৫-১৬।

১০৮. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনুবাদ– ড. মাহফুজুর রহমান, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট- ২০০২), পৃ. ৯৩-৯৪; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

১০৯. মূল আয়াত– فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون *আল কুর'আন, সূরা– আন-নাহল*, ১৬ : ৪৩; *সূরা– আল-আম্বিয়া*, ২১।

Dhaka University Institutional Repository

উসূলে ফিক্‌হর পরিভাষায় দ্বিতীয় প্রকার আহকামগুলো দ্ব্যর্থবোধক দলীল নির্ভর। এক্ষেত্রেও মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো– উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ, আর সাধারণের কর্তব্য হলো মুজতাহিদের হুবহু অনুসরণ। তৃতীয় প্রকার আহকামগুলো উসূলে ফিক্‌হর পরিভাষায় الدلالة القطعي বা অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল নির্ভর। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়েরই আমরা বিরোধী।"[১১০]

তাকলীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) বলেন,

"ইমামগণের অনুসরণের তাৎপর্য হচ্ছে– তাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) প্রদত্ত বিধি-বিধানের উপর গবেষণা-ইজতিহাদ করেছেন। এ' ইজতিহাদ দ্বারা তাঁরা জানতে পেরেছেন 'ইবাদত ও আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। এ' ছাড়া, তাঁরা শারী'আতের মূল-নীতির আলোকে খুঁটি-নাটি বিধান বের করেছেন। সুতরাং তাঁরা নিজেরা কোন হুকুম বিধান চালু করেননি। আর আনুগত্য লাভেরও তারা দাবীদার নন। বরঞ্চ তাঁরা শারী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের জন্য শারী'আত সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।[১১১]

তাকলীদ-এর বিভিন্নতা

তাকলীদ (تقليد) প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা– ১. তাকলীদে মতলক (মুক্ত তাকলীদ)। ২. তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ)।

১. তাকলীদে মতলক (মুক্ত তাকলীদ)

ইসলামী শারী'আহ-এর সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট ইমাম মুজতাহিদের অনুসরণের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করাকে তাকলীদে মতলক বা (মুক্ত তাকলীদ) বলে।[১১২]

২. তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ)

ইসলামী শারী'আহ-এর সকল বিষয়ে একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করাকে তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ) বলে।

এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আতহার আলী (র.) 'আল্লামা দেহলভী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

According to the general jurists taqlid falls into two categories. Taqlid ghayr shakhsi and shakhsi.

---

১১০ . *মাযহাব কি ও কেন (তাকলীদ কি শারঈ' হাইসিয়াত)*, পৃ. ১৬-১৭।

১১১ . সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

১১২ . 'আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, পৃ. ৫১১-৫১২।

Dhaka University Institutional Repository

1. Taqlid ghayr shakhsi is that in which no Imam or mujtahid is specified, rather the madhhab of a doctor ('alim) is adopted in a particular issue and the madhhab of another doctor in other issues. It is called taqlid in general (taqlid mutlaq). It also may be called literal sense of taqlid.

2. Taqlid shakhsi is that in which a particular doctor or mujtahid is chosen and his opinion is followed in every issue unquestioningly.[113]

উপরোক্ত উভয় তাকলীদ কুর'আন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ এবং উভয় তাকলীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

মূলতঃ তাকলীদের তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজস্ব 'ইল্‌মী যোগ্যতা না থাকার কারণে দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞার অধিকারী মুজতাহিদ 'আলিম-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের আলোকে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র উপর আমল করা। তাকলীদের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বা ইমামের আনুগত্য করার হয় না। আল-কুর'আনের ভাষায় উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন–

" يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ووأولى الأمر مِنْكُمْ "[১১৪]

"– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের (সা.)। আর আনুগত্য কর তাঁদের যাঁরা তোমাদের মধ্যে উলুল-আমর (أولى الامر) –নেতা।"

সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ (تقليد مطلق وتقليد شخصى)

সাহাবা কিরামের পূর্ণ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ উভয়েরই প্রচলন ছিল।[১১৫]

এ' সম্পর্কে শাহ্‌ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্‌ দেহলভী (র) বলেন,

"পহেলা এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে কোন নির্দিষ্ট ফিক্‌হী মাযহাবের তাকলীদ করবার প্রচলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে আবু তালিব মাক্কী তাঁর 'কুওয়্যাতুল কুলূব' গ্রন্থে লিখেছেন : "এইসব (ফিকাহ্‌র) গ্রন্থাবলী তো পরবর্তীকালে রচিত ও সংকলিত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে লোকদের কথাকে শরী'আতের বিধানরূপে, পেশ করা হতো না। কোন এক ব্যক্তির মাযহাবের ভিত্তিতে ফাতওয়া দেয়া হতো না। সকল (মাস'আলার) ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির

---

১১৩ . Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid,* Ibid, P-189-93.

১১৪ . *আল-কুর'আন, সূরা– আন্‌-নিসা,* ৪: ৫৯।

দ্র : *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২-৫১৪।

১১৫ . *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২০-৫২৪।

Dhaka University Institutional Repository

মতই উল্লেখ করা হতো না এবং কেবল এক ব্যক্তির মাযহাবকেই বুঝার চেষ্টা করা হতো না।" [১১৬]

এ' সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, তখন লোকদের অবস্থা ছিলো এর চাইতেও সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তখন মুসলমানদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিলো। এক শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন 'আলিম। আর অপর শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন সাধারণ মুসলমান। সাধারণ মুসলমান সর্বসম্মত বা মতবিরোধহীন মাস'আলাসমূহের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের তাকলীদ করতেন না, বরঞ্চ সরাসরি শারী'আত প্রণেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালামের অনুসরণ অনুকরণ করতেন। তারা অযু গোসল প্রভৃতির নিয়ম পদ্ধতি এবং নামায, যাকাত প্রভৃতির বিধান তাদের মুরব্বীদের নিকট থেকে অথবা নিজেদের এলাকার 'আলিমগণের থেকে শিখতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করতেন। আর যখন কোন বিরল ঘটনা ঘটতো তখন মত ও মাযহাব নির্বিশেষে যে কোন মুফতী তারা পেতেন তার নিকটই সে বিষয়ে ফতোয়া চাইতেন। "সেকালে লোকেরা কখনো একজন 'আলিমের নিকট ফতোয়া চাইতেন, আবার কখনো আরেকজন 'আলিমের নিকট। কেবল একজন মুফতীর নিকটই ফাতওয়া চাওয়ার নিয়ম ছিল না।"[১১৭]

ক. সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ (تقليد مطلق)

সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবিঈ' যুগে মুক্ত তাকলীদের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এ' ব্যাপারে অসংখ্য দৃষ্টান্তও রয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি,

(১) হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন,

" قَالَ خَطَبَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ اَرَادَ أَنْ يَّسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنَ فَلْيَأْتِ أَبِىْ بْنُ كَعَبٍ (رَضـ) - وَمَنْ أَرَادَ اَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ (رَضـ) وَمَنْ أَرَدَ اَنْ يَّسْأَلَ عَنْ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رَضـ) - وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِىْ فَاِنَّ اللهَ جَعَلَنِىْ لَه وَ الِيًا وَقَاسِمًا - "[১১৮]

"-একদা জাবিয়া নামক স্থানে 'উমর (রা.) খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল! কুর'আন (ইলমুল ক্বিরাত) সক্রান্ত তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে 'উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-এর নিকট, ফারা'ইয সক্রান্ত কিছু জানতে হলে যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর নিকট এবং 'ফিক্হ' সক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-এর কাছে যাবে। তবে অর্থ-

১১৬. শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, অনুবাদ– আবদুস শহীদ নাসিম, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৭০-৭২।

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

১১৮. আল্-হাদীস, তিবরানী ফিল আওসাত।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে আসবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উহার বন্টন ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেছেন।"

উক্ত খুৎবায় হযরত 'উমর (রা.) তাফসীর, ফিক্হ ও ফারা'ইয বিষয়ে সকলকে বিশিষ্ট তিনজন সাহাবার (রা.) মতামত অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, মাসা'ইলের উৎস ও দলীল বোঝার যোগ্যতা সকলের থাকে না। সুতরাং, খলীফা 'উমরের (রা.) নির্দেশের অর্থ হলো; প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তিন সাহাবার খিদমতে গিয়ে মাসা'ইল ও দালায়েল (সিদ্ধান্ত ও উৎস) উভয়ের 'ইল্ম হাসিল করবে। আর যাদের উক্ত বিষয়ে যোগ্যতা নেই তারা শুধু মাসা'ইলের 'ইল্ম হাসিল করে সে মোতাবেক আমল করবে। তাকলীদের মর্মও হচ্ছে এটাই। তাই সে সব সাহাবা (রা.) যাঁদের ইজতিহাদী যোগ্যতা ছিলো না তারা নিঃসংকোচে মুজতাহিদ সাহাবাগণের শরণাপন্ন হতেন এবং বিনা দলীলেই তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক 'আমল করে যেতেন।[১১৯]

(২) হযরত 'উমর (রা.) তাঁর শাসনকালে কুফা বাসীদের প্রতি আমীর হিসেবে 'আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে এবং শিক্ষক ও দূত হিসেবে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদকে (রা.) পাঠানোর প্রাক্কালে উক্ত এলাকাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

" إِنِّىْ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ أَمِيْرًا - وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مُعَلِّمًا وَ وَزِيْرًا - وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَاقْتَدُوْا بِهِمَا وَاسْمَعُوْا مِنْ قَوْلِهِمَا - "

"–আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে শাসক এবং 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদকে শিক্ষক ও দূতরূপে আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। এ দু'জন হচ্ছেন বিশিষ্ট বদরী সাহাবী। সুতরাং তোমরা এদের অনুকরণ (ইকতিদা) করবে এবং তাঁদের যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে।"

সাহাবা ও তাবিঈ' যুগে ব্যক্তি তাকলীদ (تَقْلِيْد الشَّخْصِى)

সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈগণের সোনালী যুগে মুক্ত তাকলীদ-এর পাশাপাশি ব্যক্তি তাকলীদের প্রচলন ও রীতিও সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। এ সময় অনেকে যেমন একাধিক সাহাবীর তাকলীদ করতেন, তেমনি অনেকেই নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর (রা) 'তাকলীদ'-এর প্রতিও ছিলেন একনিষ্ঠ।[১২০] নিম্নে এ সম্পর্কিত দু' একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

(১) হযরত ইকরামা কর্তৃক বর্ণিত,

---

১১৯. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-৫২১।

১২০. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-৫৩৩; 'আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনুবাদ– ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ৯৪-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

" وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوْا إِبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن إمرَأةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ - قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لا نَاخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ - [১২১]"

"–একদা একদল মদিনাবাসী ইব্‌ন 'আব্বাসকে (রা.) মাস'আলা জিজ্ঞাসা করলেন এ মর্মে যে, তাওয়াফ অবস্থায় কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কি করবে? (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য স্রাব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে, নাকি তখন ফিরে যাবে?) ইবন 'আব্বাস (রা.) তাদেরকে বললেন, (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) ফিরে যাবে। কিন্তু মদীনাবাসী দলটি বললেন, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) কে বাদ দিয়ে আপনার মতামত আমরা মানতে পারি না।

মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত হাদীস বিরোধী মনে হলে মুকাল্লিদ সে সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দে অবাধ অনুসন্ধান চালাতে পারেন। এটা তাকলীদের পরিপন্থী নয়। বিশেষ করে উম্মে সুলায়ম ও যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) জীবিত থাকার কারণে আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে তো অনুসন্ধান ও মত বিনিময়ের পূর্ণ সুযোগেই বিদ্যমান ছিলো। সে সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন মদীনাবাসী দলটি, যার ফলশ্রুতিতে হযরত যায়েদ ইবন সাবিত (রা.) তাঁর পূর্ববর্তী মত প্রত্যাহার করে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন।

আলোচ্য হাদীসে মদীনাবাসীগণের নিম্নোক্ত মন্তব্যটুকু ব্যক্তি তাকলীদের বৈধতা প্রমাণ করে। যেমন–

" لا نَتَّبِعُكَ يَا إِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا - "

"–যায়েদ ইব্‌ন সাবিতের (রা.) মোকাবেলায় আপনার আনুগত্য আমরা করতে পারি না।"

ব্যক্তি তাকলীদের কারণেই সে সময় মদীনাবাসীগণ যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) ছাড়া অন্য কারো ফাতওয়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১২২]

(২) হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত,

" عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَه إلى الْيَمَن - قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاء؟ قَالَ اقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ - قَالَ فَانْ لَمْ تَجِد فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإنْ لَمْ تَجِدُ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اجْتَهِدُ رَأيِي - وَلا الو - فَضَرَبَ رَسُوْل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْره - فَقَالَ : اَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ وَفَقَ رسول رَسُوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمَّا يَرْضَى رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [১২৩]"

---

১২১. *সহীহুল– বুখারী*, কিতাবুল– হাজ্জ।

১২২. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮-৫২৯।

১২৩. *আল-হাদীস*, জামি' তিরমিযী ও আবু দাউদ।

Dhaka University Institutional Repository

"-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয ইব্ন জাবালকে (রা) ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেন- কিভাবে তুমি উদ্ভূত সমস্যার ফায়সালা করবে? হযরত মু'আয (রা.) উত্তর দিলেন- কিতাবুল্লাহ্র আলোকে ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রশ্ন করলেন, সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে? হযরত মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে সুন্নাহ্র আলোকে উহার ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোন সমাধান খুঁজে না পেলে কিভাবে করবে? হযরত মু'আয (রা.) বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো এবং (সত্যের সন্ধান পেতে) চেষ্টার ত্রুটি করবো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন তাঁর বুকে পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র তা'আলার জন্য। যিনি তাঁর রাসূলের (সা.) দূতকে রাসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক অভিমত ব্যক্ত করার তাওফিক দিয়েছেন।"

ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবাগণের মধ্যে থেকে এক জনকেই শুধু আল্লাহ্র রাসূল (সা.) শাসক, বিচারক ও শিক্ষকরূপে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, কুর'আন-সুন্নাহ্ অনুসরণের পাশাপাশি প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ইজতিহাদ করার অধিকারও আল্লাহ্র রাসূল (সা.) তাঁকে দিয়েছিলেন। আর ইয়ামেনবাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের। এর দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট হয় যে, ইয়ামেনবাসীকে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) মু'আয ইব্ন জাবালের (রা.) 'তাকলীদে শাখসী' তথা একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১২৪]

মাযহাব চতুষ্টয়-এর তাকলীদ (تقليد المذاهب الاربعة)

ব্যক্তি তাকলীদের ক্ষেত্রে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল হচ্ছেন অনুসরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব।[১২৫] এ চারজন ইমাম (ألأئمة الأربعة) সর্বজন স্বীকৃত মুজতাহিদ মতলক এবং তাঁদের রচিত মাযহাব চতুষ্টয় (مذهب أربعة) হচ্ছে সর্বজনীন অনুসরণীয় মাযহাব (School of thought)।[১২৬] হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বিশ্বের আনাচে-কানাচে উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় অনুসরণযোগ্য হয়ে আসছে যা গ্রন্থাবদ্ধ এবং সংরক্ষিত

---

১২৪ . *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১-৫৩২।

১২৫ . ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২-৫৩৪; শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.), মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, পৃ. ৮২।

১২৬ . মাযহাব সম্পর্কে 'আল্লামা মওদূদী (র.) বলেন- "আরবী ভাষায় 'মাযহাব' শব্দের অর্থ- ধর্ম নয়, বরং (School of thought) বা তাত্ত্বিক ধারা বিশেষ। হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী ও হাম্বলী ইত্যাদি কোন ফের্কা বা সম্প্রদায় নয়, বরং ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত বিভিন্ন মত ও পন্থা বা ধারা। মাযহাব শব্দটাই এর পারিভাষিক নাম। কোন যুগেই মনীষীরা এগুলোকে ফের্কা বা সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত করেন নি।

দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল*, অনুবাদ- আকরাম ফারুক ও আবদুস শহীদ নাসিম, (ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, প্রকাশকাল- ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ), পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় প্রণীত হয়েছে এবং সদা বিদ্যমান রয়েছে। এসব মাযহাবের অনুসারী অসংখ্য 'আলিম ও ফকীহ্ বিশ্বের সর্বত্রই বিদ্যমান রয়েছেন।

উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ চার ইমাম ও মাযহাব চতুষ্টয় ব্যতিত আরো অনেক ইমাম মুজতাহিদ এবং মাযহাব রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাঁরা এবং তাঁদের মাযহাব গ্রহণযোগ্য ছিল। যেমন : ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.), ইমাম আওযাঈ'(র.), ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.), ইসহাক ইব্ন রাহওয়া (র.), ইমাম বুখারী (র.), ইবন আবী লায়লা (র.), ইবন শুবরামাহ এবং ইমাম হাসান ইবন সাহিল (র.) প্রমূখ ইমাম। এ সকল ইমাম এবং তাঁদের বাতলানো পথ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও ফিক্হী মাস'আলার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ব্যক্তি তাকলীদের (তাকলীদে শাখসী) ক্ষেত্রে কেবল মাযহাব চতুষ্টয়-এর (হানাফী মাযহাব, শাফি'ঈ মাযহাব, মালিকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব) তাকলীদ করা হয়ে থাকে। আর এটি স্বীকৃত যে, ব্যক্তি তাকলীদ (তাকলীদে শাখসী) এ মাযহাব চতুষ্টয় (المذاهب الاربعة) -এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেননা, উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় ব্যতিত অন্যান্য ইমামগণের প্রণীত মাযহাব সমূহ বর্তমানে সুবিন্যস্ত, গ্রন্থাবদ্ধ ও সংরক্ষিত নেই। এতদ্ভিন্ন, মাযহাব চতুষ্টয়ের পর আর কোন মাযহাব প্রণয়নেরই প্রয়োজন নেই। কারণ, উল্লিখিত ইমাম চতুষ্টয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কুর্'আন-সুন্নাহ্র আলোকে মূল নীতি ও ধারা-উপধারা (أصول) প্রণয়ন করে গিয়েছেন, সাহাবা কিরামের (রা.) পথ অনুসরণ করেছেন এবং সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফাতওয়া দান করে গিয়েছেন।[১২৭]

বিশিষ্ট ইসলামী 'আইনবিদ মাওলানা তাকী 'উসমানী এ প্রসঙ্গে বলেন,

"এক অনিবার্য কারণবশতঃ চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ সম্ভব নয়। কেননা, চার ইমামের মাযহাব যেমন সুবন্যিস্ত, গ্রন্থাবদ্ধ ও সংরক্ষিত আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তেমনটি অন্য কোন ইমামের বেলায় অনুরূপ ঘটেনি। তদ্রুপ সব যুগে সব দেশে চার মাযহাবের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ 'আলিম (عالم متبحر) বিদ্যমান আছেন। পক্ষান্তরে, অন্য কোন মাযহাবের তেমন একজনও 'আলিম বর্তমান নেই। ফলে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি অর্জন করা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অনিবার্য কারণ না ঘটলে চার ইমামের মত অন্য ইমামগণেরও তাকলীদ করা যেতো স্বাচ্ছন্দে।"[১২৮]

---

১২৭. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, পৃ. ৫৩৩ তে উদ্ধৃত।

১২৮. মাযহাব কি ও কেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪, হাফেয যাহাবীর বরাত দিয়ে 'আল্লামা 'আবদে রউফ মুনাবী এ প্রসঙ্গে বলেন,

" وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَقِدَ انَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَالأَوزَاعِى وَدَاوُدَ الظَّاهِرِىَّ وَاسْحَاقَ ابْنَ رَاهْوَيْهِ وَسَائِرَ الْأَئِمَّةِ عَلَى هُدًى وَعَلَى غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ اَنْ يُّقَلِّدَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا ... لَكِن لا يجوز تَقْلِيْدُ الصَّحَابَةِ وَكَذَا التَابِعِيْنَ كَمَا قَالَه امامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ كُلّ مَنْ لَمْ يُدَوَّنْ مَذْهَبُه فَيَمْتَنِعُ تَقْلِيْدُ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ فِىْ الْقَضَا وَالأفتاءِ لِاَنَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ إِنْتَشَرَتْ وَتَحَرَّرَتْ حَتَّى ظَهَرَ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِهَا بِخِلَاف

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন, "সাহাবা কিরাম-এর যুগ তথা কল্যাণ যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সরাসরি তাকলীদ করা বৈধ নয়। কেননা, 'ইল্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী মুজতাহিদগণের তুলনায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীত হলেও ফিক্হ শাস্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন, মূলনীতি ও ধারা (أصـــول) সুবিন্যস্ত করণের বড় একটা অবকাশ তাঁরা পাননি। ফলে, তাঁদের কারো সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থাবদ্ধ মাযহাব বিদ্যমান নেই। এ মহা দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগের ইমাম মুজতাহিদগণই আঞ্জাম দিয়েছেন। কঠোর সাধনা, গভীর ইজতিহাদ ও মুজাহাদার মাধ্যমে তারা সাহাবা ও তাবি'ঈগণের মাযহাব সংগ্রহ করেছেন এবং কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে মূলনীতি ও ধারা-উপধারা নির্ধারণপূর্বক সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফাতওয়া পেশ করেছেন, সেসমস্ত অগ্রজ ইমামগণের অন্যতম হলেন ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ হানীফা (র)।"[১২৯]

মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যেই তাকলীদ সীমাবদ্ধ করার প্রসঙ্গে ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (র.) বলেন,

"অনিবার্য কারেণ বর্তমানে কতিপয় মুজতাহিদের তাকলীদ নিষেধ হয়ে থাকে যেমন :

১. তাদের মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী কোন 'আলিম বিদ্যমান নেই। আর মৃত ব্যক্তির তাকলীদের বৈধতা সম্পর্কে জোরালো মতবিরোধ রয়েছে। 'আলিমগণের একদলের মতে কোনভাবেই তা বৈধ নয়। অপর একদল 'আলিমের মতে– মৃত মুজতাহিদের মাযহাব বিশেষতঃ 'আলিম বর্তমান থাকর শর্তে তা বৈধ। আর চার ইমামই (الـائـمـة الـأربـعـة) শুধু এ মতের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেন।

২. বিলুপ্তির শিকার মাযহাবগুলোর প্রতিকূলে ইজমা' সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তবে এ ধরনের ইমাম ও মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত জীবন্ত মাযহাবের অধিকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হলে তা অবশ্যই সমর্থিত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে।

শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.) তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইকদুল-জিদ্দ' (عقـد الـجيـد) গ্রন্থে বলেন,

"চার মাযহাবে তাকলীদ সীমিত করণের মাঝে যেমন বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তেমনি তা বর্জন ও লংঘনের মাঝে রয়েছে সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ। তিনি আরো বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : "–তোমরা গরিষ্ঠ অংশের অনুসারী হও। অন্যান্য মাযহাবের বিলুপ্তির কারণে এখন চার মাযহাবের অনুসরণই গরিষ্ঠ অংশের অনুসরণ। আর তা লংঘনের অর্থ হলো গরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধাচরণ।[১৩০]

غَيْرِهِمْ بِانْقِرَاضِ اتْبَاعِهِمْ - وَقَدْ نَقَلَ الْأَمَامُ الرازِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِجْمَاعَ الْمُحَقِّقِيْنَ
عَلَى مَنْعِ الْعَوَامِ مِنْ تَقْلِيْدِ اعْيَانِ الصَّحَابَةِ وَاكَابِرِهِمْ - "

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।

১৩০. মূল আরবী :-

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের স্বতন্ত্র জামা'আত গবেষনা ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের কোন সিদ্ধান্তেরই ভুল অর্থ করা সম্ভব নয়।[১৩১]

তাকলীদ-এর স্তর বিন্যাস (طبقات التقليد)

তাকলীদ (تقليد)-এর স্তর ও শ্রেণী-তারতম্যের জ্ঞান না থাকার কারণেই মূলতঃ আমাদের মাঝে 'তাকলীদ' বিরোধী মনোভাবের উদ্ভব হয়েছে। তাই নিম্নে আমরা উহার স্তর বিন্যাস করার চেষ্টা করছি।

মুকাল্লিদ (مقلد) তথা তাকলীদকারী এর জ্ঞানগত মান অনুযায়ী ফকীহগণ উক্ত তাকলীদকে চারটি স্তরে করেছেন। যথা– ১. সর্ব সাধারণের তাকলীদ (تقليد العام) ২. বিজ্ঞ 'আলিমের তাকলীদ (تقليد العالم المتبحر) ৩. মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ (تقليد المجتهد فى المذهب) ৪. মুজতাহিদ মতলকের তাকলীদ (تقليد المجتهد المطلق)।[১৩২]

" ....وثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتبعوا السواد الاعظم ولما إندرست المذاهب الحقة الا هذه الاربعة كان اتباعها إتبعا للسواد الأعظم والخروج عنها خروجًا عن السواد الاعظم ـ "

দ্র ঃ শাহ ওয়ালী য়্যুল্লাহ্ (র.), *'আকদুল জীদ (عقد الجيد)* (দেওবন্দ : মাকতাবা-ই-ধীনিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩২।

১৩১ . *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৭। "ইমাম চতুষ্টয়"-এর 'তাকলীদ' সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) বলেন, "আমার মতে 'আলিমে-দ্বীন লোকদের সরাসরি কুর'আন-সুন্নাহ্ থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান হাসিলের চেষ্টা করা উচিৎ। এ' গবেষণা কাজে অতীতের বড় বড় 'আলিমগণের মতামত থেকেও সাহায্য নেয়া উচিৎ। তাছাড়া, সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে উদার ও মুক্ত মন নিয়ে মতবিরোধপূর্ণ মাস'আলাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে অতীতে শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের কার ইজতিহাদ কুর'আন ও সুন্নাহ্র সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে তার দৃষ্টিতে যেটা সত্য বলে মনে হবে সেটারই অনুসরণ করা উচিৎ। আহলে হাদীসের সবমত ও মাস'আলাই যে সহীহ্ তা আমি মনে করি না। আর হানাফী ও শাফি'ঈ কোন মাযহাবেরই পূর্ণাঙ্গ তাকলীদ করতে হবে তাও আমি মনে করি না। কিন্তু, জামায়াতে ইসলামীর লোকদের যে আমার এ' মতই মেনে নিতে হবে তারও কোন কারণ নেই। তারা পক্ষপাত মুক্ত হয়ে এবং কেবল নিজের মাযহাবই হক, আরগুলো বাতিল– এ' ধারণা হতে মুক্ত হয়ে জামায়াতে ইসলামীর অন্তর্ভূক্ত থেকে স্বাধীনভাবে হানাফী, শাফি'ঈ, আহলে হাদীস কিংবা যেকোন ফিক্হী মাযহাবের উপর আমল করতে পারে।

দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল (رسائل ومسائل)*, ১ম খণ্ড, অনুবাদ– আব্দুস শহীদ নাসিম, (ঢাকা ঃ মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮৯ সাল,), পৃ. ১৭০।

১৩২ . শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলবী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ৭৯-৮০; 'আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, পৃ. ৫৫-৫৭; *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯-৫৪০।

Dhaka University Institutional Repository

১. সর্ব সাধারণের তাকলীদ (تقليد العام)

তাকলীদের প্রথম স্তর হলো সর্ব সাধারণের তাকলীদ। এই সাধারণ শ্রেণীটি পুনঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

এক. 'আরবী ভাষা জ্ঞান এবং কুর'আন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি।

দুই. সকল ব্যক্তি 'আরবী ভাষা জ্ঞানের অধিকারী বটে, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্‌হ সহ শারী'আহ্ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেনি।

তিন. যে সকল হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সনদধারী, তবে উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ে এ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নেই।[১৩৩]

সর্বসাধারণের মধ্যে এ শ্রেণীর জন্য কোন ইমামের প্রতি নির্ভেজাল তাকলীদ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইসলামী শারী'আহ অনুসরনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক এবং এক্ষেত্রে তাকলীদকারী একথা বিশ্বাস রেখেই ইমামের অনুসরণ করবে যে, অনুসরণীয় সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ইমামের নিকট নিশ্চিতিভাবে কুর'আন-হাদীসসহ যথার্থ যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

২. বিজ্ঞ 'আলিম -এর তাকলীদ (تقليدالعالم المتبحر)

'তাকলীদ'-এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে– বিজ্ঞ 'আলিম-কর্তৃক (عالم متبحر) ইমামের প্রতি তাকলীদ।[১৩৪] যিনি ইজতিহাদের মর্যাদায় উন্নীত না হলেও বিশেষজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে কুর'আন-সুন্নাহ্ সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রীয় জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করেছেন এবং পঠন-পাঠন, লিখন ও গবেষণা কর্মে দীর্ঘকাল নিয়োজিত থেকে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় পরিপক্কতা অর্জন করেছেন। সেই সাথে নেককার পূর্বসূরীগণের (سلف صالحين) ইজতিহাদ পদ্ধতি ও রচনা শৈলীর সাথে একান্ত পরিচয়ের কারণে তাদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

এ শ্রেণীর 'আলিমগণ কুর'আন, সুন্নাহ্সহ তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং আহকাম ও মাসাইলের পাশাপাশি মাযহাব নির্ধারিত উসূল ও দলীল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদে মতলক (مجتهد مطلق) কিংবা মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد فى المذهب)-এর মর্যাদায় উন্নীত নয়। এ সকল 'আলিম হচ্ছেন মাযহাব বিশেষজ্ঞ 'আলিম (متبحر فى المذهب)।[১৩৫]

---

১৩৩. 'আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা*, পৃ. ৫৫-৫৬; ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৩৪. মাওলানা তাকী উছমানী, তাকলীদ কি শরঈ' হাইসিয়ত, অনুবাদ- আবু তাহের মেসবাহ, পৃ. ৮৬।

১৩৫. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯; Muhammad Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid*, Ibid, P- 200-208.

Dhaka University Institutional Repository

এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ মুজতাহিদ পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ার কারণে মুকাল্লিদ (مقلد) রূপেই পরিচিত হবেন। তবে সাধারণ মুকাল্লিদদের তুলনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন :

ক. আহকাম ও মাসা'ইলের পাশাপাশি দলীল ও উৎস সম্পর্কেও তাঁদের মৌলিক জ্ঞান থাকবে।

খ. স্ব-স্ব মাযহাবের মুফতীর মর্যাদা তাঁরা লাভ করবেন এবং কোন বিষয়ে ইমামের একাধিক কাওল (قول) ও সিদ্ধান্ত (رأى) থাকলে যুগের দাবী মুতাবেক যে কোন একটি বেছে নিয়ে ফতওয়া দিতে পারবেন। সর্বোপরি, মাযহাব নির্ধারিত মূল নীতিমালার নিয়ন্ত্রণে থেকে নতুন ও উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করার অধিকারও তাঁদের থাকবে।

গ. 'শর্ত সাপেক্ষে' স্থান-কাল পাত্রভেদে নিজ মাযহাবের পরিবর্তে অন্য ইমামের সিদ্ধান্ত মুতাবেক ফাতওয়া দেয়ার অধিকারও তাঁরা সংরক্ষণ করেন।[১৩৬]

এ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমামের মাযহাবকে অনুসরণ করে থাকেন। তবে স্বীয় মাযহাবের পরীপন্থী কোন হাদীস তথা দলীলের সন্ধান পেলে স্বীয় মাযহাব পরিত্যাগ করে হাদীসের উপর আমল করতে পারবেন।[১৩৭]

৩. মুজতাহিদ ফীল-মাযহাব -এর তাকলীদ (تقليد المجتهد فى المذهب)

'তাকলীদ'-এর তৃতীয় স্তর হচ্ছে– মুজতাহিদ ফীল মাযহাব কর্তৃক ইমামের প্রতি তাকলীদ। এ স্তরের 'আলিমগণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমাম তথা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ (مجتهد مطلق)-এর নীতিমালা অনুসরণ করে কুর'আন-সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামের 'আমল থেকে সরাসরি মাসাইল ও আহকাম উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুঁটি-নাটি বিষয়ে (احكام الفروع) স্বীয় মতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মৌলিক নীতিমালা-এর দিক থেকে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ ইমামের প্রতি মুকাল্লিদ।

এ স্তরে রয়েছেন– হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.), শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম মুযনী (র.) ও আবূ সাওর (র.)। মালিকী মাযহাবের ইমাম সাহনূন (র.) ও ইবনুল কাসিম (র.) এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবরাহীম আল হারবী (র.) ও আবূ বকর আল আসরাম (র.) প্রমুখ।[১৩৮]

---

১৩৬ . *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৯; *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯।

১৩৭ . *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯।

১৩৮ . 'আল্লামা ইবন আবিদীন শামী (র.) লিখেছেন–

" الثانية طَبَقَةُ المُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَذْهَبِ كَأَبِى يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّد وَسَائِر اصحَاب ابى حَنِيْفَة (رح) القَادِرِيْنَ عَلى اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ عَنِ الإدِلَّة الْمَذْكُوْرَة عَلى حَسَبِ الْقَوَاعِدِ التى قَرَّرَهَا استاذهم، فَإِنَّهُمْ وَانْ خَالَفُوْهُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْكَامِ الْفُرُوْعِ وَلَكِنَّهُمْ يُقَلِّدُوْنَه فِى قَوَاعِدِ الْاُصُوْلِ ـ "

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুজতাহিদে মতলক -এর তাকলীদ (تقليد المجتهد المطلق)

'তাকলীদ'-এর চতুর্থ এবং সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে– মুজতাহিদে মতলক (مجتهد مطلق) তথা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদগণের তাকলীদ। এ স্তরের 'আলিমগণ ইজতিহাদ করার সকল শর্ত এবং যোগ্যতার অধিকারী। কুর'আন-সুন্নাহ্ সহ ইসলামী শরী'আহ-এর উৎস থেকে সরাসরি আহকাম উদ্ভাবন করার যোগ্যতা এ শ্রেণীর ইমামগণের রয়েছে। তথাপি প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকেও সাহাবা কিরাম (রা.) এবং তাবি'ঈগণের তাকলীদ করতে হয়।[১৩৯]

এ স্তরে রয়েছেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখ। মূলনীতি প্রণয়ন ও আহকাম আহরণের ক্ষেত্রে তাঁরা স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের মর্যাদাধিকারী হলেও এক পর্যায়ে তাঁদেরকেও তাকলীদের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কুর'আন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেলে নিজেদের বিচার, প্রজ্ঞা ও কিয়াসের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে তারা সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈগণের তাকলীদ করেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যদি সাহাবী বা তাবি'ঈর কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে একান্ত বাধ্য হয়েই তাঁরা নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেন। 'তিন কল্যাণ' যুগে (القرون الثلاثة) এ ধরনের তাকলীদের অসংখ্য নযীর খুঁজে পাওয়া যায়।[১৪০]

মুকাল্লিদের জন্য আংশিক বা খণ্ডিত ইজতিহাদ-এর বিধান

একজন মুকাল্লিদ তাকলীদের স্তরভেদে তাঁর উপরোক্ত ইমামের অনুসরণ করে থাকেন। এ' ক্ষেত্রে কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যদি মুকাল্লিদ ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, তবে তিনি উক্ত ইজতিহাদী বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করবেন কিনা– এ' ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। আর এ' ধরনের ইজতিহাদ বা 'তাকলীদের ক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, ইজতিহাদ খণ্ডিতভাবে করা যায় কিনা। অর্থাৎ ইজতিহাদ কি বিভাজন যোগ্য? এ' প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে আলোচনা পেশ করছি।

ইসলামী ফিক্হের যে কোন একটি শাখায় বিশেষ প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি অর্জনের মাধ্যমে আংশিক ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং ইজতিহাদের বিভাজনও একটি স্বভাব সিদ্ধ ও স্বীকৃত সত্য।

'আল্লামা তাজুদ্দীন সাবকী ও 'আল্লামা মহল্লী (র.) এ সম্পর্কে বলেন,

ইজতিহাদের বিভাজন সম্ভব। যেমন ধরুণ' স্ব-উদ্যোগে কিংবা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কেউ 'ইলমুল-ফারায়েয বা অন্য কোন শাখার

দ্র. 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, *উসূলুল ইফতা'* (ঢাকা : মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৬ হিজরী), পৃ. ৫৭ *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, পৃ. ৫৩৯-৫৪০। *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

১৩৯. মাযহাব কি ও কেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৯৮; *উসূলুল ইফতা*, পৃ. ৫৭-৫৮।

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮; *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০।

Dhaka University Institutional Repository

(কুর'আন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক) দলীল প্রমাণগুলোর যথার্থ জ্ঞান অর্জন করলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি উক্ত ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচার শক্তি তথা ইজতিহাদ প্রয়োগের অধিকার লাভ করবেন।

বিশিষ্ট উসূলবিদ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র.)-এর রচিত উসূল সংক্রান্ত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে 'আল্লামা 'আব্দুল আযীয বুখারী বলেন,

" وَلَيْسَ الاجْتِهَادُ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَنْصِبًا لا يَتَجَزَّأ، بَلْ يَجُوزُ ان يَفُوزَ الْعَالِمُ بِمَنْصِبِ الْاِجْتِهَادِ فِى بَعْضِ الْاَحْكَامِ دُوْنَ بَعْضٍ ـ "

"অধিকাংশ 'উলামার মতে ইজতিহাদ অবিভাজ্য নয়। বরং, একজন 'আলিম ফিক্হের কোন এক শাখা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করে অন্যান্য শাখায় তা অর্জনে ব্যর্থও হতে পারেন।" ইমাম গাযালী (র.)ও এ' বিষয়ে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

আংশিক ইজতিহাদের জন্য স্বীয় অনুসরণীয় ইমামের অনুসৃত মূলনীতিমালা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। কেননা, উক্ত মূল নীতির আলোকেই তাকে ইস্তিম্বাত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নতুন সিদ্ধান্ত (হুকুম) গ্রহণের নাম হচ্ছে- 'ইজতিহাদ ফিল-হুকুম'। আর, মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে নতুন দলীল পরিবেশনের নাম হচ্ছে- তাখরীজ।

বস্তুতঃ উসূল বিশারদ 'আলিমগণের দ্ব্যর্থহীন অভিমত এই যে, একজন মুতাবাহ্হির তথা বিশেষজ্ঞ 'আলিম অন্তত কোন এক বিষয়ে ইজতিহাদি যোগ্যতা অর্জনের পর (সামগ্রিক ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও) একথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করেন যে, আমার ইমাম সাহেবের অমুক সিদ্ধান্ত অমুক বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে ইমামের সিদ্ধান্ত বর্জন করে হাদীস মুতাবেক আমল করাই তার কর্তব্য।[১৪১]

'তাকলীদ'-এর তাৎপর্য

তাকলীদ-এর তাৎপর্য না বুঝার কারণে বাহ্যতঃ মনে হয় যে, উহা জাহেলী যুগের অন্ধ অনুকরণের ন্যায়।[১৪২]

মূলতঃ উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলগতভাবে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা তাকী 'উসমানী (র.) বলেন,

---

১৪১. *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯৩।

১৪২. এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব অনুসরণ করাটা এমন একটি কুদরতী রহস্য, যা আল্লাহ্ (হিকমত ও কল্যাণের খাতিরে) আলিমদের অন্তরে ইলহাম করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে, তাঁরা একমত হয়েছেন।

(فالتقليد للمجتهدين سر الله تعالى للعلماء وجمعهم من يشعرون أو لا يشعرون)

দ্র. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২-৫৩৩; শাহ্ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলভী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ৭৫-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলামী তাকলীদ'(التقليد الإسلامى) আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) বিধান লংঘন করে পূর্ব পুরুষের অন্ধ আনুগত্যের নাম নয়। বরং, কুর'আন মাজীদ এবং সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা দানকারী হিসেবে একজন মুজতাহিদের নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিধান মেনে চলার নামই হচ্ছে তাকলীদ। মুলতঃ মুশরিক সম্প্রদায়ের 'আকীদা বিষয়ক (إعتقادى) অন্ধ তাকলীদ এবং শারী'আহ স্বীকৃত উক্ত তাকলীদ।[১৪৩]

তাকলীদের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য একজন 'তাকলীদ' বিশ্বাসীর অনুসারীর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রপ্ত করা ও মেনে নেয়া অপরিহার্য। যথা :-

১. ইসলামের মৌলিক 'আকীদার (العقيدة الاصلية) ক্ষেত্রে 'তাকলীদ' কিংবা ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। অস্পষ্ট দলীল ভিত্তিক আহকাম (أحكام ظنية)-এর ক্ষেত্রেই কেবল তাকলীদ কিংবা ইজতিহাদ প্রযোজ্য।[১৪৪]

২. সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দলীল ভিত্তিক (دليل قطعى) বিধানের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ নয়।

৩. কুর'আন মাজীদ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীস-এর দ্ব্যর্থহীন (محكم) ও সুনির্দিষ্ট (خاص) দলীলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত এমন মাস'আলা ও বিধান যার বিপরীতে অন্য কোন দলীলও বিদ্যমান নেই -এমন ক্ষেত্রে তাকলীদ করা বৈধ নয়।

৪. যে ব্যক্তি কোন ইমামের তাকলীদ করবে তাকে অবশ্যই একথা মেনে নিতে হবে যে, কোন মুজতাহিদ ভুলের উর্ধ্বে নন। সুতরাং, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনাও রয়েছে।

৫. কোন বিজ্ঞ 'আলিম যদি অনুসরণীয় মুজতাহিদের অভিমতটি হাদীসের পরিপন্থি বলে মনে করেন, তাহলে তাকে সেক্ষেত্রে উক্ত ইমামের অভিমতকে পরিত্যাগ করে হাদীসের উপর আমল করা উচিৎ।

৬. দ্ব্যর্থবোধক (مشترك) আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবন এবং বিপরীত মুখী দলীল (موضع التعارض)-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার (تطبيق) ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদী রায়ের অনুসরণ করাই হচ্ছে তাকলীদ।[১৪৫]

---

১৪৩. মাওলানা তাকী 'উসমানী, *মাযহাব কি ও কেন,* পৃ. ১০২-১০৩।

১৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস,* পৃ. ৪৫-৪৬; *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬-৫০৭।

১৪৫. মাযহাব কি ও কেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭; এ' প্রসঙ্গে 'আল্লামা তাকী (র)-এর বক্তব্য লক্ষণীয় ঃ
তাকলীদ বর্জন করে শরীয়তের আহকাম ও মাসা'ইলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়া যেমন নিন্দনীয় ও জঘন্য অপরাধ, ঠিক তেমনি তাকলীদ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করাও সমান নিন্দনীয়, অপরাধ।
দ্র. মাওলানা তাকী 'উসমানী, *তাকলীদ কি শরঈ' হাইসিয়ত,* অনুবাদ- আবু তাহের মেসবাহ, পৃ. ১৩৫-১৩৭; *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইমাম ও মুজতাহিদকে 'আইন প্রণয়ন (شارع) ও আইন রহিতকরণের অধিকারী মনে না করা কিংবা নবী-রাসূলের (আ.) মত তাঁদেরকেও মা'সুম (নিষ্পাপ) ও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে না করা।

৮. কোন বিশুদ্ধ হাদীসকে শুধু এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যে, ইমামের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। এ ধরনের অন্ধ তাকলীদ নিন্দনীয়।

৯. ইমামের মাযহাবকে নির্ভুল প্রমাণিত করার জন্য হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করা, অন্ধ তাকলীদের নামন্তর।

১০. একজন বিজ্ঞ 'আলিম যখন ইমামের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মর্মে স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তা অমুক সহী হাদীসের পরিপন্থী এবং ইমামের উক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন দলিল নেই; তখনও ইমামের সিদ্ধান্তকে আকড়ে ধরে রাসূলের হাদীসকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে অন্ধতাকলীদের অন্তর্ভূক্ত।

১১. এমন ধরাণা পোষণ না করা যে, আমার ইমামের মাযহাবই অভ্রান্ত মত এবং অন্যান্য ইমামের মাযহাব অবশ্যই ভ্রান্ত, বরং এ ধারণা পোষণ করা উচিত যে, আমার ইমামের সিদ্ধান্ত ই সম্ভবতঃ সঠিক তবে ভুল হওয়া বিচিত্র নয় এবং অন্যান্য ইমাম হয়তো ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। সকল মুজতাহিদের ইজতিহাদের নির্দিষ্ট সীমায় থেকে কুর'আন সুন্নাহ্র সঠিক মর্ম অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলের (সা.) পক্ষ থেকে মুজতাহিদগণের প্রতি এটাই ছিলো নির্দেশ। প্রত্যেকেই সে নির্দেশই পালন করেছেন। সুতরাং সকল মাযহাবই হকপন্থী। কোন ক্ষেত্রে ভুল ইজতিহাদের শিকার হলেও আল্লাহর কাছে তিনি দায়িত্ব মুক্ত। উপরন্তু, সত্য লাভের মহৎ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ মুজতাহিদ স্বতন্ত্র পুরস্কার লাভ করবেন।

১২. ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের অতিরঞ্জন করে পেশ করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা, তাঁদের অধিকাংশ মত-পার্থক্যই হচ্ছে উত্তম ও অধিক উত্তম বিষয়ক। ইসলামের মৌলিক ইবাদাত অথবা জায়েয-নাজায়েয বা হালাল-হারাম বিষয়ক সংক্রান্ত নয়। সুতরাং, ইমামগণের এই সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করা এবং উম্মাহর মাঝে অনৈক্য ও অসম্প্রীতির বীজ বপন করা কোনক্রমেই কাংখিত নয়।

১৩. ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে যে সকল বিষয়ে হারাম-হালাল বা জায়েয না জায়েযের পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও মতের অনৈক্যকে বিরোধ কিংবা মনগড়ায় রূপান্তরিত করা এবং সংঘাত-সংঘর্ষ বা রেশারেশিতে লিপ্ত হওয়া কোন ইমামের মতেই বৈধ নয়। বস্তুতঃ ইমামগণের সকল মতপার্থক্যই ছিলো তাত্ত্বিক পর্যায়ের, ব্যক্তি পর্যায়ের নয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক ইমাম ও মুজতাহিদ যেমন আয়িম্মায়ে আরবা'আ (ইমাম চতুষ্টয়) একে অপরের 'ইলম, প্রজ্ঞা ও মর্যাদা সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. সাধারণ লোকদের জন্য অনিবার্য কারণে (ضرورة شديدة) কোন কোন মাস'আলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বীয় অনুসরণীয় মাযহাব পরিত্যাগ করে অন্য কোন মাযহাব অনুযায়ী মাস'আলার উপর আমল করা যাবে। তবে- এ' ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভিত্তি হবে দ্বীন। ব্যক্তির নফস কিংবা রিপুর তাড়না থাকতে পারবে না এবং অন্য মাযহাব অনুযায়ী মাস'আলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একদল মুহাক্কিক দ্বীনদার 'আলিমের সম্মিলিত পরামর্শ নেয়া উচিৎ।[১৪৬]

১৫. তাকলীদ কারীকে (مقلد) অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, 'তাকলীদ' মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) জন্য করা হয়। ইমাম মুজতাহিদ-এর অনুসরণ (তাকলীদ) কেবল প্রকৃত আনুগত্যের (তাকলীদ) ধারাবাহিক প্রক্রিয়ামাত্র। ইমাম মুজতাহিদগণ শারী'আত প্রণেতা নন, বরং শিক্ষক মাত্র। কেননা, প্রকৃত শারি' (شارع حقيقى) তথা শারী'আহ প্রণেতা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা, আর রাসূল (সা.) হচ্ছেন- তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলা) অনুমোদিত (রূপক অর্থে) শারি' তথা শারীআ'হ প্রণেতা (شارع مجازى)।[১৪৭]

১৬. কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে কারো নিকট যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর অনুসরণীয় মাযহাবের চেয়ে অন্য মাযহাব উত্তম, তাহলে তিনি পরিপূর্ণভাবে স্বীয় পূর্ববর্তী মাযহায পরিত্যাগ করে অন্য মাযহাব অনুসরণ করতে পারবেন।[১৪৮]

উপসংহার

'তাকলীদ' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্যের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া রাসূল (সা.)-এর পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ্ এর মাঝে দু'টি শ্রেণী ও ধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। কুর'আন-সুন্নাহ্সহ অন্যান্য শর'ঈ দলীল সম্পর্কে যারা বুৎপত্তি অর্জন করে সরাসরি বিধান (আহকাম) উদ্ভাবন করতে সক্ষম, তারা হচ্ছেন- মুজতাহিদ। আর যারা সরাসরি বিধান উদ্ভাবন করতে কিংবা মাস'আলা কার্যকর করতে অক্ষম, এবং যারা মুজতাহিদগণের নির্দেশিত নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে থাকেন তাঁরা হচ্ছেন মুকাল্লিদ।

---

১৪৬. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪।

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫-৫০৭।

১৪৮. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তাহাবী (র.) প্রথমতঃ শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।

দ্র. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭;

এ' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) বলেন,

"নীতিগতভাবে বিচারক যদি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালানোর পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলোচ্য বিশেষ সমস্যাটির ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের তুলনায় শাফি'ঈ', মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের যুক্তি-প্রমানাদি অধিকতর বলিষ্ঠ, তাহলে তাঁর পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফয়সালা করা শুধু জায়েজই নয় বরং বলিষ্ঠতর মাযহাব বাদ দিয়ে দূর্বলতর মাযহাব অনুযায়ী ফয়সালা করা নাজায়েজ।

দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল (رسائل ومسائل)*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

'তাকলীদ' এর মাধ্যমে মূলতঃ ব্যক্তির পক্ষ থেকে শারী'আহ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। 'তাকলীদ' কে অন্ধ অনুকরনের দোহাই দিয়ে বর্জন করার দ্বারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ব্যক্তিগত সুবিধা লাভ করার আশংকা থেকে যায়। অবশ্য তাকলীদের নামে বাড়াবাড়ি কিংবা ব্যক্তি তথা ইমামের প্রতি অন্ধ অনুকরণ করা প্রবণতাও ইসলামী শারী'আহর সীমা লংঘনেরই নামান্তর। মূলতঃ 'ইলমী যোগ্যতার (জ্ঞানগত অবস্থা) ভিত্তিতে উর্ধ্বতন ইমামের প্রতি নিয়ন্ত্রিত অনুকরণ ও অনুসরণের (তাকলীদ) মধ্যে কোন দোষ নেই। পাশাপাশি মাযহাবের নামে ইমামের প্রতি এমনভাবে তাকলীদ করাও উচিৎ নয়– যা' অন্ধ আনুগত্যের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়।

একজন মুকাল্লিদ (তাকলীদকারী) ব্যক্তির জন্য এ'কথা ধারণা করা উচিৎ নয় যে, একমাত্র আমার অনুসরণীয় ইমাম বা মাযহাবই সত্যের উপর অবস্থান করছে বরং মুকাল্লিদের জন্য এ' ধারণা করাই সংগত যে, প্রত্যেক ইমাম মুজতাহিদই কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে বিধান উদ্ভাবন ও অনুসরণ করছে। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদকৃত বিষয়ের অনুসরণই হচ্ছে : তাকলীদের মর্মকথা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম চতুষ্টয়ের অনুসরণ ও মূলতঃ তাকলীদেরই পর্যায়ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'ফিক্‌হ শাস্ত্র' (علم الفقه) হচ্ছে এমন একটি বিদ্যা যাতে কুর'আন ও সুন্নাহর বিস্তারিত দলীল প্রমাণ হতে পাওয়া আহকামে শারী'আহ তথা শার'ঈ বিধানাবালী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী' আইন শাস্ত্র (Islamic Jurisprudence) বলতে ফিক্‌হ শাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

ইসলামী শারী'আহর বিধানসমূহ (আহকামুশ-শারী'আহ) বাস্তব জীবনে অনুশীলন করার জন্য ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন মু'মিনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড শারী'আহ মোতাবেক পরিচালনা করার জন্য এটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাল পরিক্রমায় আধুনিক বিশ্বে উত্থাপিত যুগ-জিজ্ঞাসার প্রয়োগিক সমস্যা সমাধান কল্পে এ শাস্ত্রের অনুশীলন ও চর্চা অনিবার্য।

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে 'ফিক্‌হ' নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাস্ত্রীয় রূপে ছিল না। উক্ত সময়কালকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস কাল হিসেবে গণ্য করা হলেও বস্তুতঃ এটির (ফিকহ) নিয়মতান্ত্রিক এবং শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) কে এ' শাস্ত্রের (علم الفقه) রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আমলে আইন প্রণয়ন, বিচার ফয়সালা তথা যাবতীয় সমস্যার সমাধান কুর'আনের আলোকে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। কুর'আন মাজীদ অবতরণ এবং রাসূল (স.)-এর উপস্থিতির কারণে অন্য কোন গ্রন্থ কিংবা শাস্ত্রের দ্বারস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই এ' সময়-কালে ছিল না। আর এ কথাও ঠিক যে, তৎকালীন মানব জীবন যাত্রার প্রয়োজনও ছিল সীমিত। ফিক্‌হ-এর উৎস হিসেবে এ সময় কেবল কুর'আন মাজীদ এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহই যথেষ্ট ছিল।

রাসূল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ধারার মুখোমুখী হওয়ায় এ সময় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়। এসব উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য আরো দুটি প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। এ'দুটি হচ্ছে ইজমা' (اجماع) এবং কিয়াস (قياس)। কুর'আনও সুন্নাহ-এর মধ্যে উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয়ে সরাসরি ফয়সালা না পাওয়া গেলে খুলাফায়ে রাশিদীন তাঁদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ফয়সালা করতেন যা পরবর্তীতে 'ইজমা (اجماع)হিসেবে আইনগত মর্যাদা লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে সুচিন্তিত ও ইজতিহাদ প্রসূত যে রায় পেশ করা হতো; তাও ছিল শারী'আতের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির আলোকে যা পরবর্তীতে কিয়াস (قياس) হিসেবে আইনী মর্যাদা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফাতে রাশেদার যুগ অতিক্রান্ত হলে উমাইয়া খলীফাগণের শাসনামলে ইসলামের আলো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানগণ ভারত, স্পেন, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলে। একই সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে এবং কুর'আন ও হাদীসের ব্যাখ্যাগত ভিন্নতায় শী'আ, খারিজী, রাফিযী, জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুরজিয়া ইত্যাদি নানা মতবাদের উদ্ভব ঘটে এবং এ সকল মতের অনুসারীরা নিজেদের ইচ্ছার স্বপক্ষে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি করতে শুরু করে। এদিকে নওমুসলিমদের অধিকাংশ অনারব হওয়াতে কুর'আন-সুন্নাহ্ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সরাসরি তা থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া, সাধারণ 'আরবদের পক্ষেও কুর'আন-সুন্নাহ্ থেকে সরাসরি কোন সমস্যার সমাধান উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর ছিল না। ফলে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী 'আইনের অনুশীলন ও বাস্তবায়ান দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ সুযোগে কোন কোন মুসলিম শাসক নিজেদের ক্ষমতা ও মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার মানসে নিজেদের খেয়াল-খুশিতে 'আইন প্রণয়ন করে তা ইসলামী 'আইন বলেও সাধারণ মুসলমানদের মাঝে চালিয়ে দেয়।

অপরদিকে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির ফলে মুসলমানদের জীবনে এমন কতিপয় সমস্যা দেখা দেয় যার সমাধান কুর'আন ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বের করা সম্ভব হত না। ফলে এ সকল সমস্যার সমাধানে মুসলমানগণ নানাবিধ অভিমত পোষণ করতে থাকে– যার প্রেক্ষিতে সাধারণ মুসলমানগণের পক্ষে ইসলামী আইনের যথার্থ অনুসরণ কঠিন হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে তৎকালিন আলিমগণ বিশেষতঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইবরাহীম আন নাখ'ঈ (মৃ. ৯৫হি./৭১৪ খ্রী), হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮ খ্রী), রাবী'আতুর রায় (মৃ. ১৩৬ হি./৭৫৩ খ্রী.) (ইমাম মালিকের শিক্ষক), ইমাম মালিক (র.) (৯৩-১৭৯হি.৭১২-৭৯৬ খ্রী, ইমাম শাফি'ঈ (র.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খ্রী.) আহমদ ইবন হাম্বল (র.) প্রমুখ মহামনীষীগণের মনে 'ইলমুল ফিক্হ' (ফিক্হ শাস্ত্র) নিয়ে চিন্তা - গবেষণা ও তা সম্পাদনার প্রয়োজণীয়তা জাগ্রত হয়। তাঁরা কুর'আন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী 'আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার চূড়ান্ত রায় (ফতোয়া) প্রদান করতে শুরু করেন এবং একই সাথে তা লিপিবদ্ধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এটিই ফিক্হ শাস্ত্র নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। উপর্যুক্ত কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যিনি সর্বপ্রথম 'ফিক্হ' (فقـه) কে একটি শাস্ত্র হিসেবে সম্পাদনা করেন তিনি হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। পরবর্তীতে তার দুই শিষ্য (শাগিরদ) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (১১৩-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮ খ্রী) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)সহ (১৩২-১৮৯ হি. ৭৫০-৮০৬ খ্রী.) অসংখ্য মুজতাহিদ 'ইলমুল ফিক্হ' (ফিক্হ শাস্ত্র) নিয়ে কঠোর সাধনা করেন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্যে একটি পরিপূর্ণ ফিক্হ শাস্ত্র উপহার দেন।

ফিক্হ শাস্ত্র ক্রমবিকাশে সাধারণতঃ পাঁচটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়কাল এ সময়কাল নবুওয়্যাত লাভের পর হতে দশম হিজরী পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। এ

Dhaka University Institutional Repository

সময়টি ছিল পবিত্র কুর'আন নাযিলের সময়। এ সময় উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান রাসূল (স.) আল কুর'আনের আলোকেই দিয়ে থাকতেন। আল-কুর'আনে সমাধান খুঁজে পাওয়া না গেলে রাসূল (স.) নিজে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান করতেন যা পরবর্তীতে হাদীস হিসেবে অভিহিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় খিলাফতে রাশিদার যুগ থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর থেকে এ' পর্যায়টি পরবর্তী ত্রিশ বছর তথা খিলাফতের রাশিদার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ব্যপৃত ছিল। এ সময়টিতে কুর'আন, হাদীস ছাড়াও ইজমা' এবং কিয়াস এ' চারটি বিষয় ফিক্‌হ এর উৎস হিসেবে প্রয়োগ হত।

ফিক্‌হক্রমবিকাশের এ পর্যায়টি সাহাবাযুগ হিসেবে পরিচিত। এ সময়কালে সাহাবীগণ প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ইজতিহাদ করতেন। ইজতিহাদ ও ফাতওয়া দানে তাঁরা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। খুলাফায়ে রাশিদীনের এ সময়কালে ফিক্‌হ ছিল একক ও বিরোধ মুক্ত।

৪১ হিজরী তথা উমাইয়া শাসনকাল থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়টিকে 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর বিন্যাস ও গ্রন্থনার ভিত্তি যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ যুগটি হচ্ছে 'ইলমুল ফিক্‌হ ক্রমবিকাশের তৃতীয় পর্যায়।

ফিক্‌হ সংকলনের চতুর্থ পর্যায়টি শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। এ পর্যায়টি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় ফিক্‌হ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে লিপিবদ্ধ, সম্পাদিত ও গ্রন্থাবদ্ধ হয়। এ সময়েই মাযহাবের উৎপত্তি ঘটে। অনেকগুলো মাযহাবের উদ্ভব ঘটলেও শেষাবধি হানাফী মাযহাব, মালিকী মাযহাব, শাফি'ঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব নামে মাযহাব চতুষ্টয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে এ মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণ ছড়িয়ে আছেন।

সভ্যতার ব্যপকতা, জ্ঞান চর্চার প্রসার, বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থাবলী প্রণয়ন, উসূলল-ফিক্‌হ তথা ফিকহ শাস্ত্রের নীতিমালা এবং আহকামুশ-শারী'আহ-এর শ্রেণী বিন্যাস এ সময়কালেই হয়ে থাকে। এ সময়টি ছিল মূলতঃ ইজতিহাদের যুগ (عصر الاجتهاد)। ইজতিহাদের নব-দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে, তখন ইসলামী আইনের নীতিমালা আবিস্কৃত হতে থাকে। নবুওয়্যাত যুগ, সাহাবা যুগ এবং তাবি' যুগে ফিক্‌হ চর্চার যে ধারা সৃষ্টি হয় ইজতিহাদ যুগে এসে তা আরো অধিক বিকাশ লাভ করে।

ফিক্‌হ বিকাশের ধারাবাহিকতায় তাবি'ঈগণের পরবর্তীতে ফিক্‌হ শাস্ত্র আরো একটি পর্যায় অতিক্রম করে, যা পঞ্চম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এ পর্যায়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়– প্রথমতঃ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ। দ্বিতীয়তঃ ইজতিহাদ ও তাকলীদের যুগ। তৃতীয়তঃ নিখুঁত তাকলীদের যুগ।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগটির সময়কাল হচ্ছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত।

কিছু কিছু ইজতিহাসহ তাকলীদের যুগটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাগদাদ পতন পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। এসময় ইজতিহাদের প্রবণতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে প্রথম যুগের ইমাম মুজতাহিদগণের ফিক্‌হ এর অনুসরণে এবং বৃহদাকার গ্রন্থাদি রচিত হয়।

এ সময় সাধারণ জনগণ তো বটেই, 'আলিমগণও বিশেষ বিশেষ ইমামের তাকলীদ শুরু করে দেন। 'আলিম গণ নিজ নিজ মাযহাবের মূলনীতির অনুসরণে বিভিন্ন মাস'আলা উদ্ভাবন, মাযহাবের পক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন, স্ব স্ব মাযহাবের প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন রিওআয়াতের উপর অপর রিওয়ায়াতের প্রাধান্যদান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ের 'আলিমগণের মাঝে আরো একটি প্রবণতা ছিল যে, তারা নিজ নিজ মাহযাবের পক্ষে মুনাযারা-তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদিতেও লিপ্ত থাকতেন। সর্বোপরি, এ সময়কালে ইমামগণের প্রতি তাকলীদের প্রবনতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়।

হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কালকে নিখুঁত তাকলীদের যুগ হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ সময় 'আলিমগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ধারা অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মাস'আলা উদ্ভাবন পর্যালোচনা এবং তর্ক-যুক্তিরও অবসান ঘটে। সাধারণ লোকজন সহ 'আলিমগণ সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণের রায়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

ইসলাম একটি গতিশীল জীবন ব্যবস্থা, যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন মাজীদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে অনাগত ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধানে বহু ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম কোন স্থবির জীবন বিধান নয়। নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদের পথ সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সঠিক গবেষণা ও জ্ঞান চর্চার আলোকে আমরা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারি। পূর্বসূরী 'আলিমগণের ইজতিহাদ (اجتهاد) আমাদেরকে ভবিষ্যতেও দিক-নির্দেশনা করতে পারে। আমরা সে পথে অগ্রসর হলে আল্লাহ 'তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও করুণা আমাদের চলার পথ ও গবেষণাকে সুগম করে দিবে। আমার আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কামনাই করি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

'আরবী

আ

আল কুর'আনুল কারীম :

আল হাদীস :

: মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, আল বুখারী, ইমাম, আল-জামি'উস্-সহীহুল মুসনাদুল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী, ৩য় সংস্করণ, নূর মুহাম্মদ আসাহহুল মাতাবি, করাচী, ১৩৮১/১৯৬১।

: আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা, আত-তিরমিযী, ইমাম, 'আল-জামি'উত্-তিরমিযী, নুর মুহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবী, করাচী।

: আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস, আস-সিজিস্তানী, আস্-সুনান, ইণ্ডিয়া : মাতবা'আহ আসাহ্হুল- মাতাবি', ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

: মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, লাহোর : গোলামী 'আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হিজরী।

: ইব্‌ন ইসমা'ঈল মুহাম্মদ, আল-বুখারী, সহীহুল-বুখারী, করাচী : কুতুব-খানায়ে তিজারাত, ১৩৮১/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

: মুহাম্মদ ইবন্ 'ঈসা, আত্-তিরমিযী, আল-জামি', ইউ. পি. মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা. বি.।

: সহীহ আল-বুখারী, দেওবন্দ : কুতুবখানা রাশীদিয়্যাহ, ১৯৭৫ হি.

: সহীহ আল-বুখারী, দেওবন্দ : কুতুবখানা রাশীদিয়্যাহ, ১৯৯৩ হি.

: সহীহ আল-বুখারী, কায়রো : আল-মাতাবি' আল-শা'ব, ১৯২৯

: সহীহ আল-মুসলিম, কায়রো : মাতবা'আতু ইহ্য়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৫৪।

: সহীহ আল-মুসলিম, দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৬ হি.।

আল ফাসী, ইবনুল হাসান,
আল হিজাব্বী আস : আল ফিকরুসামী, ফী তারীখিল ফিক্হিল ইসলামী,

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

সা'লাবী, মুহাম্মদ		মদীনা মুনাওয়ারা : আল মাকতাবুতল ইসলামিয়্যাহ।
আয যাহাবী, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইবন মুনী	:	আত তাবাকাতুল কুবরা, বৈরুত : দারু ইহইয়ারিত তুরাসিল 'আরাবী। ১৪১৭/১৯৯৬
আল কুরাশী, আল হানাফী, 'আব্দুল কাদীর	:	আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ, রিয়াদ : দারু ইহয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ ও দারুল 'উলুম। প্রথম সংস্করণ -১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।
আয যিরাকলী, খায়রুদ্দীন	:	আল আ'লাম (কামূস বিতারাজিম), বৈরুত : দারুল 'ইল্‌ম লিল মালাইন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ।
আস সুবকী, 'আব্দুল ওহাব আল-'আব্দুল কাফী, আবূ নাসির	:	তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ আল কুবরা, দারুল ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ।
আদ দিমাশকী, আল বাগদাদী, আহমাদ ইবন রাজাব, আব্দুর রহমান ইব্ন শিহাবুদ্দিন	:	আয যাইলু 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।
আল কায়রুওয়ানী, মুহাম্মদ ইব্ন হারিস	:	আখবারুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসূন, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।
আল পালন পূরী, সা'ঈদ আহমাদ, মাওলানা	:	মাবাদিউল উসূল, দেওবন্দ, মাকতাবুতল হিজাব, ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ।
আখতার, খাজা 'ইবাদুল্লাহ	:	মাযাহিবি ইসলামিয়্যাহ, লাহোর : ইদারা-ই-সাকাফাত-ই-ইসলামীয়্যাহ, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ।
'আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ জাম'আহ	:	আল কাওয়াকিব আল-দুররিয়্যাহ ফী ফিকহিল মালিকিয়্যাহ, কায়রো : মাকতাবাহ্ আল-কুল্লিয়্যাহ আল-আযহারিয়্যাহ, ১৯৭৭।
'আবদুস সালাম হারুন (সম্পাদিত)	:	তাহযীবু সীরাতি ইবনি হিশাম, কুয়েত : দার আল-বহুল আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৪)।
আবূ যহ্, মুহাম্মদ	:	আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন, বৈরুত : দার আল-কতুবুব আল-'আরাবী, ১৯৮৪।
আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদ	:	আবূ হানীফাহ হায়াতুহু ওয়া আসরুহু আরাউহু ওয়া ফিকহুহু, কায়রো : দার আল-ফিকর আল-'আরবী, তা.বি।

Dhaka University Institutional Repository

আমীন, আহমদ : ফজর আল-ইসলাম, বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৭৫

আমীম আল-ইহসান, সাইয়িদ মুহাম্মদ : তারীখি ইলমিল ফিক্হ, দিল্লী : মাকতাবা-ই-বুরহান, ১৯৬২।

আ'যমী, নূর মুহাম্মদ : হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৫।

'আলী, জাওয়্যাদ : তারীখ আল-আরাব কাবলাল ইসলাম, 'ইরাক : মাতবু'আতু আল-মাজমা' আল-'ইলমী আল-'ইরাকী, তা.বি.।

আল-কুরাশী, ইবনুল আবিল ওফা : আল-জাওয়াহির আল-মুদিয়্যাহ, কায়রো : মাতবা'আতু ঈসা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৯৭

আল-কারাফী, আহমদ ইবনুল ইদরীস : আত-তানকীহ ফিল উসূল, মিসর : আল মাতবা'আহ আল-খায়রিয়্যাহ, ১৩০৬ হিজরী।

আল-খতীব, আল-তিবরিযী, ওয়ালীয়্যুদ্দীন, মুহাম্মদ : মিশকাত আল-মাসাবীহ, দিল্লী : আল-মাকতাবাহ্ আর-রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৫ হি.।

আল-খতীব, আল-বাগদাদী, আবূ বকর, আহমদ ইবনু 'আলী : কিতাব আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১।

আল-গাযালী, আবূ হামিদ, মুহাম্মদ : আল-মুসতাসফা মিন 'ইলমিল উসূল, করাচী : ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭।

আল-জাসাস, আবু বকর, আহমদ ইবনু 'আলী : আহকাম আল-কুরআন, মিসর : মাতবা'আহ আল-বাহিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৪৭ হি.।

আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর : জামি' আল-বয়ান ফী তাফসীর আল-কুর'আন, মিসর : মাতবা'আহ আল-কুবরা আল-আমীরিয়্যাহ, ১৩২৮ হি.।

আল-থানভী, মুহাম্মদ 'আলী ইবনল 'আলী : মাওসু'আতু ইসতিলাহাত আল-'উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত : শিরকাতু খায়্যাত, ১৯৬৬।

আল-বাগদাদী, আবু বকর আল-খাল্লাল : আল-মুসনাদু মিন মাসায়িলি আবী 'আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, যিয়াউদ্দীন আহমদ সম্পা. ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৭৫।

আল-বাগদাদী, আবদুল : আল-ফারুক বাইনাল ফিরাক, বৈরুত : দারুল

Dhaka University Institutional Repository

কাহির ইবনু তাহির মা'রিফাহ, তা. বি.।

আল-বাজী, আবুল ওয়ালিদ : ইহকাম আল-ফসূল ফী আহকাম আল-উসূল, বৈরুত : দার আল-গারব আল-ইসলামী, ১৯৮৬

আল-বালাযুরী, আবুল হাসান : ফুতুহ্ আল-বুলদান, মিসর : মাকতাবাহ আল তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৯৫৯।

আল-বুস্তানী, বাতরুস : দায়িরাতুল মা'আরিফ, (বৈরুত : ১৮৭৬)।

আল-মক্কী, আল-মুয়াফ্ফাক ইবন আহমদ : মানাকিবু আল-ইমাম আল-আযম আবূ হানীফাহ, হায়দরাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯২১।

আল মুখলুফ, মুহাম্মদ ইবন হাম্মাদ : শাযারাত আল-নূর-আযাকিয়্যাহ ফী আল-তাবাকাত আল-মালিকয়্যিাহ, কায়রো : ১৯৪৯-৫০।

: আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, কায়রো : মাজমা' আল-লুগাত আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৭২

আহমদ 'আলী দাউদ : উ'লূমুল-কুরআন ওয়াল-হাদীস, আম্মান : দারুল-বাশারিয়্যাহ, ১৯৮৪ হিজরী।

'আমীমুল ইহসান, মুফতী : কাওয়া'ইদুল-ফিক্হ, ঢাকা :এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮১ হিজরী/১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

আস্-সাম'আনী, 'আব্দুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ : আল-আনসাব, বৈরুত : দারুল-ফিক্হ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরী/১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

আল-ইয়াফি'ঈ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আস'আদ ইব্ন 'আলী : মির'আতুল-জিনান, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ হিজরী/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

'আব্দুল-ওয়াহাব, খাল্লাফ : 'ইলমু উসূলিল-ফিক্হ, কুয়েত : দারুল-কলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

আল-মিয্যী : তাহযীবুল-কামাল, বৈরুত : দারুল-ফিক্র, ১৪১৪ হিজরী/ ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আন্-নববী, ইহ্ইয়া : আত্-তাকরীব, মিসর : আল-মাতবা'আতু'ল-মিসরিয়্যাহ, তা. বি.।

আল-হামাভী, ইয়াকূত : মু'জামুল-বুলদান, মিসর : মাতবাআতুস্-সাআ'দাত, ১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আস্-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, 'আব্দুর রহমান : আল-ইকতান ফী 'উলূমিল-কুর'আন, মিসর : মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, তা. বি.।

'আইনী, বদরুদ্দীন : 'উমদাতুল-কারী, বৈরুত : দারুল-ফিক্র, তা. বি.।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আশ্-শাওকানী, 'আলী মুহাম্মদ : ইরশাদুল-ফুহূল, বৈরুত : দারুল-মা'রিফা, তা. বি.।

আস্-সিঈন, 'আলী মুহাম্মদ : তারীখুল-ফিকহিল-ইসলামী, মিসর : মাকতাবাতু মুহাম্মদ 'আলী সাবীহ, তা. বি.।

আল-খাওলী, 'আব্দুল 'আযীয, মুহাম্মদ : মিফ্‌তাহুস্-সুন্নাহ, মিসর : আল-মাতবা'আতুল-'আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৪৭ হিজরী/১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

আদীব, সালিহ, মুহাম্মদ, ড. : লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীস, বৈরুত : আল মাকতাবাতুল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরী।

আল-মাক্কী, আল-হুসাইনী, ইব্‌ন ওলভী, মুহাম্মদ : আল-মানহালুল-লতীফ ফী উসূলিল-হাদীস, জিদ্দা : মাতবা'আ সহর, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরী।

'আলী, আল-কারী, মোল্লা' : মিরকাতুল-মাফাতীহ, দেওবন্দ : মাকতাবাতুন্-নূরিয়্যাহ, ১৩৮৬ হিজরী/১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আবূ উমর, ইউসুফ : আল-ঈনতিকা ফী ফাযায়িল আল-সালাসাহ আল-আয়িম্মাহ আল-ফুকাহা, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৫০।

আল রাযী, ইবন আবী হাতিম

আবূ মুহাম্মদ, 'আব্দুর রহমান : কিতাব আল-জারাহ্ ওয়াত তা'দীল, হায়রাবাদ : দারিয়া-ই-মা'আরিফি 'উসমানিয়্যাহ, ১৯৫২।

আল-আসকালানী, ইবন হাজার

ইবন আলী, আহমাদ : আল-ইসাবাহ ফী তামরীয আল-সাহাব, বৈরুত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।

'আব্দুর রহীম, মুহাম্মদ, মওলানা : *ইসলামী শরীয়াতের উৎস,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,

'আলী সাবূনী, মুহাম্মদ : আত তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুর'আন।

আল-বানী নাসিরুদ্দীন : আল-হাদীস হুজ্জিয়্যাতুন, কুয়েত : দারুস্-সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরী/১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আদ্-দাউদী, 'আলী, মুহাম্মদ : তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, বৈরুত : দারুল-কতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

আল আলওয়ানী, তাহা জাবির, ড. : *উসূলুল-ফিকহিল-ইসলামী,* রিয়াদ : আদ দারুল 'আলামিয়্যাহ ওয়া আল মা'হাদুল 'আলামী লিল-ফিকরিল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশ– ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪১৬ হিজরী।

আল আলওয়ানী, তাহা জাবির, ড. : *আদাবুল ইখতিলাফি ফিল ইসলাম,* রিয়াদ : আদ দারুল 'আলামিয়্যাহ লিল-কুতুবিল ইসলামী ওয়া আল মা'হাদুল

Dhaka University Institutional Repository

'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, পঞ্চম প্রকাশ– ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৪১৬ হিজরী।

আশ শাকআ'হ, মুস্তফা, ডক্টর : *ইসলামী বিলা মাযাহিব*, কায়রো : আদ দারুল মিসরিয়্যাতিল, ১৩ শ খণ্ড, সংস্কালন, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

'আব্দুল মুহসীন, 'আব্দুল্লাহ্, আত্ তুরকী, ডক্টর : *আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

আর রাইসূনী, আহমাদ, ডক্টর : *নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ শাতিবী*, রিয়াদ : আল মা'হাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, চতুর্থ সংস্করণ-১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

আল-বাদাবী, আল-ফায়রুয, মুহাম্মদ : আল-কামূস-আল-মুহীত, বৈরুত : দারুল- ইহইয়ইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী/১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

: *আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ* কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

আস সুবাঈ', মুস্তাফা হুসনী, ডক্টর : *ইসলামী শরী'আহ ওয়াস সুন্নাহ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অনুবাদ– এ, এস, এম, সিরাজুল ইসলাম, প্রকাশকাল– জুলাই– ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

আল-মানসূর, সালিহ ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয : উসূলুল-ফিক্হ ওয়া ইব্ন তাইমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

আল-আমাদী, সায়ফুদ্দীন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ : আল-আহকাম ফী উসূলিল-আহকাম, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

আন্-নদভী, তাকিয়ুদ্দিন : 'ইলমু রিজালিল-হাদীস, লক্ষ্ণৌ : মাকতাবাতুল-ফিরদাউস, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আবদুল-হাই লক্ষ্ণৌতী, মাওলানা : আস-সিভায়াহ ফী শারহি শারহিল-ফিকহিয়্যাহ্ ১ম সংস্করণ, মাতবা'আহ্ মুস্তাফাই, ফারত, ১৩০৬/১৮৮৯।

: ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্ ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, মাতবা'আতুস সা'আদাহ্, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬।

: আত-তা'লীকাতুস-সানিয়্যাহ আলাল ফাওয়াইদিল-বাহিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, মাতবা আতুস-সা'আদাহ, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬।

Dhaka University Institutional Repository

আয-যাহাবী আবু আবদিল্লাহ : মীযানুল-ই'তিদাল, ১ম সংস্করণ, দারু ইহইয়াইল-কতুবিল্-

আবুল হাসান, আলী, : তারীখ-ই-দাওয়াত ওয়া'আযীমত ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, মাজলিস-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-ইসলাম, লক্ষৌ, ১৪০৩/১৯৮৩।

আলী, আল-কারী, মুল্লা' : মিরকাতুল-মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ, ১ম সংস্করণ, মাজলিস ইশা'আতিল মা'আরিফ, মুলতান, ১৩৮৬/১৯৬৬।

আত্-তাহাভী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ : শারহু মা'আমিল-আসার, ১ম সংস্করণ, এডুকেশনাল প্রেস, করাচী, ১৩৯০/১৯৭০।

'আরাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩৮২/১৯৬৩।

আশ-শীরাযী ইবরাহীম ইব্ন আলী, : তাবাকাতুল-ফুকাহ, বাগদাদ প্রেস, ১৯৫৬/১৯৩৭।

আইনী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ, আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন : মুগানিল-আখবার ফী রিজালি মা'আনিল-আসার, হাদীস নং-৭২, দারুল-কুতব, মিসর।

আন্-নববী মহী উদ্দীন ইব্ন শারফ : তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

ই

ইব্ন আবী হাতিম : আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, বৈরুত : দারুল-কুতুবি'ল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ।

ইব্ন আবী ই'লা : তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ইব্ন কাসীর : আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ্, বৈরুত : দারু ইহাইয়াইত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ইব্ন হাজার 'আসকালানী : তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরুত : দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইব্ন হাজার 'আসকালানী : তাহযীবুত-তাহযীব, ডিকান : দাইরাতু-মা'আরিফ, তা. বি.।

ইব্ন তাগরী বারদী : আন্-নুজূমু'য্-যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ, বৈরুত : দারু'ল-কলম, তা. বি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন মানযুর : লিসানুল-'আরব, বৈরুত : দারু-ইহইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ইব্নুল-'ইমাদ : শাযরাতুয্-যাহাব, বৈরুত : দারুল-ফিক্র, ১৪০৯ হিজরী/১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইউসুফ, হামিদ আল-'আলিম : আল-মাকাসিদুল-'আম্মাত লিশ্-শারী'আতিল-ইসলামিয়্যাহ, রিয়াদ : আদ্-দারুল-'ইলমিয়্যাহ লিল-কিতাবিল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবরাহীম, আনীস, ড., : আল-মু'জামুল-ওয়াসীত, ইউ. পি. কুতুব-খানায়ে হুসাইনিয়্যাহ, তা. বি.।

ইবরাহীম, মাদকূর, ড., : মাজমা'উল-লগাতিল-'আরাবিয়্যাহ, মিসরঃ ১০ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী/১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবনুল আসীর, 'ইযযুদ্দীন 'আলী ইবনু মুহাম্মদ : উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ, কায়রো : মাকতাবাহ আল-শা'ব, ১৯৭০।

ইবন কাসীর, হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮২।

আল-জাওযিয়্যাহ, ইবন কায়্যিম শামসূদ্দীন, মুহাম্মদ : মুখতাসারু যাদ আল-মা'আদ। লাহোর : আনসার আল-সুন্নাহ আল-মুহাম্মদিয়া, ১৩৯৭ হি.।

ইবন খলদূন, 'আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ : তারীখু ইবনি খলদূন, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯

ইবন খাল্লিকান, শামসুদ্দীন, আহমদ : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আনবায়িয যামান, কায়রো : মাকতাবাহ আল-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৪৮।

ইবনুস সালাহ, আবূ 'উমর উসমা : মুকাদ্দামাতু ইব্নস সালাহ ফী 'উলূম আল-হাদীস, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮।

ইবন ফারহূন, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ : আল-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ানি 'উলামা আল-মাযহাব, মিসর : মাকতাবাহ আল-সা'আসাহ, ১৩২৯ হি.।

ইবন সা'দ, মুহাম্মদ : আত-তাবাকাত আল-কুবরা, বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৬০।

ইবন হিশাম : আল-সীরাতুন্নবুবীয়্যাহ, মিসর : মাতবা'আতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু আবদিদ্ দাম ইবরাহীম : কিতাবু আদব আল-কাযা, বৈরুত : দারুল কুতুব
ইবন 'আবদিল্লাহ আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭

ইব্‌ন সালিহ, মুহাম্মদ : কিতাবু মুসতালাহিল-হাদীস, আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাতুস্‌-সা'উদিয়্যাহ, জামি'আতু লিল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'উদ লিল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী।

ইব্‌ন জারীর তাবারী : তারীখুল-উমামি ওয়াল-মূলূক আল-ফিহিরিস্ত, মাকতাবাতুল-
ইবন্ নাদীম খাইয়াত, বৈরত, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসমাঈল পাশা : হাদইয়াতুল-'আরিফীন আসমাউল-মু'আল্লিফীন দারুল-ফিকর, ১৪০২/১৯৮২।

ইবনুল-আসীর : গা'ইয়াতুল-বাইয়ান ফী তাবাকাতিল-কুররা, মাতবা'আতুস-সা'আদাহ্, মিসর, ১৩৫১/১৯৩৭।

: উসদুল-গাবাহ্, জাম'ইয়্যাতুল মা'আরিফিল মিসরিয়্যাহ, মিসর, ১২৭৮।

ইবনুল-কাইয়্যিম, মুহাম্মদ : ই'লামুল-মুকিঈন আন্ রাববইবল-আলামীন, মাতবা'আতুস-
ইব্‌ন আবূ বকর সা'আদাহ্, মিসর, ১৩৭৪/১৯৫৫।

উ

'উমর রিযা কাহ্‌হালাহ্ : মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৩।

'উজাজ খতীব, ড., : উসূলুল-হাদীস, বৈরুত : দারুল-ফিক্‌র, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

'উসমানী, মুহাম্মদ তাকী, : *উসূলুল ইফতা'*, ঢাকা : মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম,
'আল্লামা জামাদিউল আউয়াল, প্রকাশকাল– ১৪২৬ হিজরী।

ক.

কিরামানী : শারহুল-বুখারী, বৈরুত : দারুল-ফিক্‌র তা. বি.।

কাশমীরী, মুহাম্মদ, : ফায়যুল-বারী, দিল্লী : রব্বানী বুক ডিপো, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।
আনওয়ার, শাহ,

কাল'আজী, রাওয়াস, মুহাম্মদ : *মু'জামাতু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী : ইদারাতুল

Dhaka University Institutional Repository

ও কানিবী, হামিদ সাদিক কুর'আন ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

কাসিম ইব্ন কাতলুবাগা : তাজুত-তারাজিম ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ, মাক্তাবাতুল-'আনী, বাগদাদ, ১৬৬২ খ্রী.।

খ.

খতীব-আত্-তাবরীয : আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, দিল্লী : কতুব-খানায়ে রশীদিয়্যাহ, তা. বি.।

খুদরী বেক, মুহাম্মদ, শাইখ, 'আল্লামা : *তারীখু তাশরীখুল-ইসলামী*, করাচী : দারুল ইশা'আত, প্রকাশক- মুহাম্মদ রিয়া 'উসমানী, প্রকাশকাল– ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ/১৩৯৮ হিজরী।

খুদরী বেক, মুহাম্মদ : মুহাযারাতু তারীখিল-উমামিদ-দা'ওয়াতিল 'আরাবিয়্যাহ, দারুল-ফিকরিল 'আরাবী, মিসর, তা.বি।

গ

গাংগোহী, মুহাম্মদ হানীফ : যাফরুল-মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল-মুসান্নিফীন, দেওবন্দ : হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

জ.

জালালুদ্দীন, সুয়ূতী 'আল্লামা: হুসনুল-মুহাযারাহ্ ফী আখবারি মিসর ও ওয়াল কাহিরাহ, মাতাবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিসর, ১২৯১/১৮৮২।

: দুররুস্-সাহাব্ ফী মান দাখালা মিসর মিনাস-সাহাবাহ্, মূল : হুসনুল-মুহাযারাহ।

: লুববুল-লুবাব ফী তাহরীলি আনসাব,

দ

দিহলভী, ওয়ালীয়্যুল্লাহ শাহ : মুসাওয়্যা-মুসাফ্ফা শরহ্ মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক, করাচী : কতুবুখানা ইসলামী, কতুবখান মহল, তা.বি.। অক্টোবর, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

দেহলভী, ওয়ালীয়্যুল্লাহ্, শাহ : 'ইকুদুল-জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ, দিল্লী : মুজতাযী প্রেস, ১৩৪৪ হিজরী।

দেহলভী, ওয়ালীয়্যুল্লাহ্, শাহ : *ইযালাতুল খিফা* 'আন খিলাফাতিল খুলাফা', ১ম খণ্ড, তা.বি.।

দেহলভী শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ: হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, মিসর : আত্-তাবা'আতুল-মুনিরয্যাহ, ১৩৫২ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

ন

নদভী, আবু বকর ইব্ন : তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ মাতবা'আহ, বাগদাদ।

হিদায়াতুল্লাহ : ইখতিলাফুল-ফুকাহা, ১ম সংস্করণ, মাতবা'আতু মুহাদিল-আবহাসির-ইসলামিয়্যাহ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৩৯১/১৯৭১। দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩৫৭/১৯৩৮।

নিজাম, শায়খ : ফাতাওয়া 'আলমীগীরী, এডুকেশন প্রেস, দারুল ইমারাহ, কলকাতা, ১২৪৩/১৮২৮।

ফ

ফু'আদ 'আব্দুল-বাকী, মুহাম্মদ : আল-মু'জামুল-মুফহারাস লি-আলফাযিল-কুরআনিল-কারীম, বৈরুত : দারুল-ফিকর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ব.

বুতরুস, বুস্তানী : দাইরাতুল-মা'আরিফ, বৈরুত : দারুল-মা'রিফা, তা. বি.।

বাশা ইসমা'ঈল : হাদিয়াতুল-'আরিফীন, বৈরুত : দারুল-ফিক্র, ১৪০২ হিজরী/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

বাশা, ইসমা'ঈল : ইজাহুল-মাকনূন, বৈরুত : দারুল-ফিক্র, ১৪০২ হিজরী/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

ব্রোকেলম্যান : তারখিলু-আদাবিল 'আরাবী, আরবী অনুবাদ, ৪র্থ সংস্করণ, দারুল-মা'আরিফ, মিসর।

ম.

মুহাম্মদ আবুল হাসান, মাওলানা: তানযীমুল আশ্তাত, ৩য় খণ্ড, করাচী : দারুল ইশা'আত।

মান্না', খলীল, আল কাত্তান : মাবাহিস ফী 'উলুমিল কুর'আন।

ইউসুফ ইব্ন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জাকারিয়া : মা'আরিফুস্-সুনান, লাহোর : আল-মাতাবাআতিল-'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮৩ হিজরী।

মুহাম্মদ তাহির, মাওলানা : মাজমা'উ বিহারিল-আনওয়ার ফী গারাইবিত-তানযীল ওয়া লাতাইফিল-আখড়ার, ১ম সংস্করণ, প্রকাশক-নেওল কিশোর, গুজরাট, হিন্দুস্তান, ১২৮৩/১৮৬৬।

মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মদ, ড. : আত্-তাশরী'উল-ইসলামী ওয়া-'উকুবাতুল-মুজরিমীন, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী/২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

মাখতুতাত (হস্তলিপি)

ইব্ন কামাল পাশা,'আল্লামা : ফী বায়ানি আকসামিত্ তাবাকাতিল-'উলামা, নাওয়াতুল-'উলামা লাইব্রেরী, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

য

যাকী উদ্দীন, 'আব্দিল 'আযীম: আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, সৌদী 'আরব : দারুল-হাদীস, তা. বি.।

যায়দান, আব্দুল করীম, ড. : *আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, লাহোর : দারুন্নারিল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

র

রাওয়াস, ড. ও মুহাম্মদ হামেদ সাদেক ড. : মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা, পাকিস্তান : ইদারাতুল-কুরআন, তা. বি.

ল

লুইস মা'লুফ : আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল-আ'লাম, বৈরুত : দারুল-মাশরিক, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

স

সুবহী সালিহ, ড. : 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, বৈরুত : দারুল-'ইলম লিল-মালাইন, ১৫শ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

সা'দী, আবূ জাইয়্যেব : আল-কামূসুল-ফিক্হী, পাকিস্তান : 'ইদারাতুল-কুর'আন, তা. বি.।

সফদার সরফ রায়খান, মাওলানা : *আল কালামুলমুফীদ ফী ইসবাতিত তাকলীদ*, সাহাবান নূর : মাকতাবা-ই ইলমিয়্যাহ, ভারত, তা.বি.

সাখাভী, 'আল্লামা : আল-বুরহান ফী 'উলূমিল-কুর'আন, আল-মাকাসিদুল-হাসানাহ ফী বায়ানি কাসীরিম্ মিনাল আহাদিল-মুশতাহারা 'আলাল আলসিনাহ, হিন্দুস্তান, ১৩০৪/১৮৮৭।

হ

হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আবুল কাসিম রাগিব : আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল-কুরআন, মায়মুনিয়াহ প্রেস, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, মাওলানা: হাদীস শরীফ, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০০।

আল কারযাভী, ইউসুফ, 'আল্লামা : অনুবাদ– মাহফুজুর রহমান, ড., *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল- আগষ্ট, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

আব্দুল্লাহ্, মুহাম্মদ, আবু ছাইদ: *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

আব্দুল কাদের, আ. ক. ম. ড. : *ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- এপ্রিল- ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আল আলওয়ানী, তাহা জাবির, ড. : *ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বি, আই, আই, টি), প্রকাশকাল–১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আমীনী, মুহাম্মদ তাকী : *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারী, ২০০৪, খ্রীষ্টাব্দ।

'আলম, রশীদুল : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, বগুড়া : সাহিত্য কুটির, ১৯৭৯।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ : 'উসলামী খিলাফাহ, ঢাকা : আননূর প্রকাশন, এপ্রিল, ২০০০।

এ. কিউ. এম. শামসুল আলম,
ও কাদের, আ.ক.ম 'আবদুল ড. : হাদীস সংকলনের ইতিকতা, চট্টগ্রাম : ইসলামিক স্টাডিজ, রিসার্চ সার্কেল, ১৯৯৫ খ্রী.

'উসমানী, তাকী, 'আল্লামা : *মাযহাব কি ও কেন*, ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, অনুবাদ– আবু তাহের মিসবাহ, ১ম ও ২য় খন্ড, ঢা.বি।

কিসমতী জুলফিতার আহমদ : দার্শনিক শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, মে, ১৯৯৪।
২য় প্রকাশ, এপ্রিল-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

জাফরী, রাঈস আহমদ : চার ইমামের জীবন কথা, অনুবাদ– মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, *চার ইমামের জীবন কথা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী।

লেখক মন্ডলী : *ইসলামী আইন*, ঢাকা. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- সেপ্টেম্বর, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

লেখক মন্ডলী : *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।
: খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল– নভেম্বর- ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

লেখক মন্ডলী : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল– মে, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

দেহলভী, ওয়ালীয়ুল্লাহ্, শাহ : *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, চতুর্থ প্রকাশ–

সাফা, যবীহউল্লাহ : তারীখ-ই-আদবিয়্যাত দর ইরান, তেহরান : ইনতিশারি ইবনি সীনা, ১৯৬৯

হানাফী, রাজী, ডক্টর : *হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তার ফিকাহ্*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল– জুলাই- ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

শামছুর রহমান, গাজী : *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ– ডিসেম্বর, ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

মওদূদী, আবুল আ'লা, সাইয়েদ : *রাসায়েল ও মাসায়েল* (অনুবাদ), ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা রিসার্চ একাডেমী, ৩য় খণ্ড, প্রকাশকাল– অক্টোবর, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

মওদূদী, আবুল আ'লা, সাইয়েদ মওদূদী : *রাসায়েল ও মাসায়েল* (অনুবাদ), ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা রিসার্চ একাডেমী, ৫ম খণ্ড, প্রকাশকাল– ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

মওদূদী, আবুল আ'লা, সাইয়েদ : *রাসায়েল ও মাসায়েল (অনুবাদ)*, ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা রিসার্চ একাডেমী, ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল– ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

মুসা আনসারী : আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পুনঃ মুদ্রন, জানুয়ারী, ১৯৯৭।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম : ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।

আহসান, সাইয়েদ, ড. : হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসহাক ফরিদী মুহাম্মদ ও অন্যান্য : ফাতওয়া ও মাসাইল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১ম প্রকাশ ১৪১৭ হিরজী/১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ড. : হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, রাজশাহী : মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১৪২২/২০০১।

সাইয়্যিদ আমীমুল ইহ্সান, মুহাম্মদ, : তারীক-ই-ইসলাম, প্রকাশক-সাইয়িদ মুহাম্মদ নু'মান, কলুটোলা, ঢাকা, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী :

Athar 'Ali, Mahammad : *Shah Wali Allah's concept of Tjlihad and Taqlid,* Dhaka : Bangladesh Institute of Islmaic Thnght (BIIT), First Pablished in 2001.

Al 'Lawani, Taha Jabir, : *Usul-Al-Fiqh, Virgivia* (USA) : The International Institute of Islamic Thogh, 1981 Ac.

Al-Behari, Muhibbullah bin Abd al shakur : *Musalla al-thubul,* Egypt : Amiriah res, Vol. 2, 1324 H.

Al-Fatuhi, Taqli-al-Din, Abul Baqna, : *Sharh Kawkab-al-Munir,* Egupt : al sunnah al Muhammadiyyah Press, 1372 H.

Aftab Ahmad Rahmani, Dr. : Hafiz Ibn Hajar al-asqalani & his Contribution of Hadith literature, Rajshahi: University of Rajshahi, 1967.

Anwar Ahmad Qadri : Hslamic Jurisprudence in the modern worl Nes Delhi: taj Printers, 1986.

Brill, E.J. : The Encyclopaedia of Islam (Leiden : 1978)

Brill, E.J. : First Encyclopaedial of Isalm 1913-1936, (Leiden : 1987)

Coulson, N. J. : *Ahistory of Islamic law,* Briten : Univarsity Press, Edin Burgh. First Published 1944 H.

Coulson, N.J. : A History of Islamic Law (Edinburgh : 1964)

D. Lacyo, Leary : Arabic thought and its place in History, Ront ledge and kegan paul ltd, London, 1958.

Encyclopaedia Britannica : London: William Benton, Publisher, First Publishe, 1968.

Encyclopaedia Americana : New yourk : 1949, P-609.

Edward Wiliam : Lane Arabic English Lexicon, Beirut :

F. A. Kleim : The Religion of Lslam, Nes Delhi: Cosmo Publications, 1978.

F. Steingass : the student Arabic English Dictionary, Londom : W.H. Allen and Co, 1984.

Fazlur Rahman : Islamic Methodology in history, Kurachi : Central institute of Islamic Research, 1965. Librairie Du Liban, 1980.

Gibb, H.A.R. : Arabic literature An Introduction (London : 1926)

Goldziher, The Principles of law in Islam (New York : 1904)

Guranya, Muhammed Yusuf : Historic al Background of the Compilation of the Muwatta of malik b. Ansa, Islamic Studies, (Islamabad : Journal of the

Dhaka University Institutional Repository

Lslamic Researdh Institute, 1968).

Hasan, Ahmad : The Early development of Islamic Jurisprddence, (Islamabad : Islamic Rasearch Institute, 1970).

Hitti, P. K. : History of the Arabs, (London : Macmillan & Co. 1953; Husaini, S.A.Q. : Arab Administration, (Delli : Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1976)

Hans wehr : A Dictionary of Modern Written Arabic, New York: Spoken Language Services, Inc, 1976.

Ishaq, Muhammad : India's Contribution to the Study of Hadith Literature, (Dacca : The Univrsity of Dacca, 1976).

Islahi, Amin Ahsan : Islamic Law : Concept and Condification, (English rendaring : S.A.Rauf) (Lahore : Islamic Publications Ltd. 1979).

Kamali, Hashim, Mohammad: *Principles of Islamic Jurisprudence cambridge* (U.k) : The Islamic Texts Socity, Revised Edition-1991.

Levy, Reuban : The Social Structure of Islam, (London : 1894).

Libesny, H.J : Origin and development of Islamic Law, (Washington : (1955).

Malikite, Ibn-al-Hajib, Abu Amr : *Mukhatasar al-Muntaha al-usul,* Egupt : Vol.2, Bulaq, 1316 H.

Mircea Eliade ed. The Encyclopaedia of Religion, (London : 1987)

Muir, William : Annals of the Early Caliphate, (london : 1883)

Nallino, C.A. : Islamic law and Roman Law, (Islamic Review, Translated by M. Hamidullah, 1933)

Prof. Abul Quasem : Islam Science and Modern Thoughts. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh. Second Edition, September-1980.

Philip P, K, Hitti : History of Arabs (Seventh Edition), SMARTIN,S PRESS, London, 1961.

The Encyclopaedia Americana : Danbury : Grolier Incorporatd, 1980.

The Encyclopaedia of Islam : Leeden : E.J.Brill, 1971.

The New Encyclopaedia : Britannica, U.S.A.: 15th Edition, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকী/ ম্যাগাজিন

নাজির আহমদ, এ. কে. এম, (সম্পাদিত) : *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সংখ্যা- ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

নাজির আহমদ, এ. কে. এম, (সম্পাদিত) : *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সংখ্যা- জুলাই, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা (সম্পাদিত) : *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৯৬ সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা।

আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম, ডক্টর (সম্পাদিত) : *শরীয়াহ্ ফ্যাকল্টি স্টুডেন্ট'স জার্নাল*, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল, মার্চ-২০০২।

চৌধুরী, এ.বি.এম, হাবিবুর রহমান প্রফেসর, ডক্টর, (সম্পাদিত) : *ইসলামিক ইস্টাডিজ জার্নাল* (ঢাকা, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সংখ্যা- জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০০৬

৪. A.B.M. Mahbubul Islam, Dr. : (সম্পাদিত) *Soubenir, Internatonal Seminar on Islamic Law* and its Application to the *Contmporary society*. 11-12 January 2008, Jointly organised by ILRCLAB & BIIT..2008

অভিধান :

English- Arabic Reader's Dictionary : oxford : Oxford University, Eleventes Edition, Press, 1980.

আল মু'জামুল ওয়াসীত : *মাজমা'উল লুগাতির 'আরাবিয়্যাহ*, দেওবন্দ : কুতুব খানা-ই-হুসাইনিয়্যাহ, কাহিরা কর্তৃক সংকলিত।

ইবন মানজুর : *লিসানুল 'আরব*, তৃতীয় খণ্ড, ১৩শ খণ্ড, প্রকাশকাল–১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

বাল ইয়াবী, আব্দুল হাফীয, আবুল ফযল : *মিসবাহুল লুগাত*, দিল্লী : মাকতাবায়ে বুরহান, উর্দূ বাজার জামি' মাসজিদ, প্রকাশকাল- জানুয়ারী– ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৩য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৫ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৭ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৮ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ : ৯ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১০ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১১শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১২শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৩শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৪শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৫শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৬শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৭শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৮শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৯শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২০শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২১শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২২শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২৩শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২৪শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ : ২৫শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড,ঢাকা : ইসলামকি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

থিসিস

(পিএইচ, ডি)

শফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ, ডক্টর : 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সূয়ূতী 'উলূমূল কুরআনে বিশেষ অবদানসহ তাঁর জীবন ও কর্ম।"

সিকান্দার, মুহাম্মদ, ডক্টর : 'আলী তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, ঢাকা : আল-মাকতাবাতু সোনালী সোপান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দ।

মাহবুবুর রহমান মুহাম্মদ ড.: আল-ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল-আশ'আশ আস্-সিজিস্তানী আসারুহু ফী 'ইলমিল-হাদীস খুসূসান ফী 'ইলমিল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. : ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এম. এ. থিসিস

মাহবুবুর রহমান মুহাম্মদ ডক্টর: দিরাসুত 'আলাত্-তাশরি'উল-ইসলামী ওয়া 'উকূবাতুল-মুজরিমীন, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এম. ফিল, থিসিস

আতিকী, মাওদুদুর, রহমান, মোঃ :শহীদ হাসানু'ল বান্না : জীবন ও কর্ম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল-২০০৪।

করিম, রেজাউল, মোঃ : আহমদ ইবন আবী বকর আল-কুদুরী (র.) : ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবদান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন-২০০৭ইং

উর্দূ :

'উসমানী , রিযা, মুহাম্মদ, ও হাশিমী, হাবী, আহমদ, মাওলানা : তারিখে ফিক্‌হে ইসলামী, করাচী : দারুল ইশা'আত, প্রকাশকাল– ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ/ ১৩৯৮ হিজরী।

Internet

(Web Addresses Concerning with Islamic Fiqh)

www. islamic fiqh. net
www. islamic voice. com
www. islamic shariah. com.uk
www. islamic port. com/fiqh
www. sunnah.org/fiqh/Ijma/taqlid
www.islamic perspectives. com
www. uga.edu/islam/shariah
www. geocities.com/islamic help
www. fiqha cademy. org
www. albalagh.net
www.answer. com./topic/fiqh
www. islamisites.com

Dhaka University Institutional Repository

www.usc.edu
www. islamic web. com
www. astrolabe. com
www. sunnipath.com
www. its. org.uk
www.religious consul tation.org
www. alkhilafah. net
www. al-islam.org/belief/practices
www.ummah. net/al-adaab/figh
www.ifa-india.ong
www. young muslims.com
www.jamaat.org
www.ijtihad.org.